শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভ।

শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ বিরচিত।

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামিকৃত

(তাৎপর্য্যানুবাদসমেত ॥)

শ্রীধাম নবদ্বীপ, [illegible]পাড়া হইতে কাব্যব্যাকরণোপাধিক
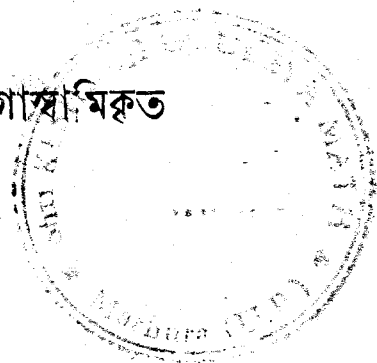
শ্রীল যদুগোপাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৪৪

মুল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র

ভক্তি-সন্দর্ভঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যো জয়তি।

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥

অত্র পূর্ব্বং সন্দর্ভ-চতুষ্টয়েন সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র পূর্ণসনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণ-পরতত্ত্বরূপং সম্বন্ধি চ, ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি ত্রিধাবির্ভাবতয়া শব্দিতমিতি নিরূপিতং। তত্র চ ভগবত্ত্বেনৈবাবির্ভ বস্য পরমোৎকর্ষঃ প্রতিপাদিতঃ। প্রসঙ্গেন বিষ্ণ্বাত্মা-শ্চতুঃসনাদ্যাশ্চ তদবতারা দর্শিতাঃ। স চ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্দ্ধারিতম্। পরমাত্ম-বৈভবগণনে চ তত্তটস্থশক্তিরূপাণাং চিদেক-রসানামপি অনাদি-পরতত্ত্ব-জ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্য-লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃতস্বরূপ-জ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্বরজস্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্ম-ভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতং। যথোক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা: আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো, হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ। ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং, মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাদিতি। ততস্তদর্থং পরমকারুণিকং শাস্ত্রমুপদিশতি তত্র চ তে জীবা, যে কেচিৎ জন্মান্তরাবৃত্ত-তদর্থানুভবসংস্কারবন্তো, যে চ তদৈব বা লব্ধ-মহৎকৃপাতিশয়-দৃষ্টিপ্রভৃতয়ঃ, তেষাং তাদৃশপরতত্ত্ব-লক্ষণসিদ্ধ-বস্তূপদেশশ্রবণারম্ভমাত্রেণৈব, তৎকালমেব, যুগপদেব, তৎসাম্মুখ্যং তদনুভবোঽপি জায়তে। যথোক্তং—কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ, সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাদিতি। ততস্তেষাং নোপদেশান্তরাপেক্ষা, যাদৃচ্ছিকমুপদেশান্তরশ্রবণং তু, তত্তল্লীলাশ্রবণবত্তদীয়-রসস্যৈবোদ্দীপকম্ঃ—যথা শ্রীপ্রহ্লাদাদীনাম্। অথান্যেষাং তৎশ্রবণমাত্রেণ তাদৃশত্বং বীজায়মানমপি কালাদিবৈগুণ্যেন তদিব-দোষেণ প্রতিহতং তিষ্ঠতি। নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ, সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্ট-মসাধুতীব্রম্। কামাতুরং হর্ষশোক-ভয়ৈষণার্ত্তং, তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥ ইতি দীনম্মন্য-শ্রীমৎপ্রহ্লাদ-বচনানুসারেণান্যেষামেব তৎপ্রাপ্তেঃ। এবমেবোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে -

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা।
অনেক জন্ম-জনিত-পুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্র-শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে ইতি।

ততো মুখ্যেন তাৎপর্য্যেণ পরতত্ত্বে পর্য্যবসিতেঽপি তেষাং পরতত্ত্বাদ্যুপদেশস্য কিমভিধেয়ং প্রয়োজনঞ্চেত্যপেক্ষায়াং তদবান্তর-তাৎপর্যেণ তদ্দ্বয়মুপদেষ্টব্যম্। তত্রাভিধেয়ং তদ্বৈমুখ্য-বিরোধিত্বাত্তৎসাম্মুখ্যমেব। তচ্চ তদুপাসনালক্ষণং, যত এব তজ্জ্ঞানমাবির্ভবতি, প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ, স চান্তর্বহিঃসাক্ষাৎকারলক্ষণঃ, যত এব স্বয়ং কৃৎস্ন-দুঃখনিবৃত্তির্ভবতি। তদেতদ্দ্বয়ং যদ্যপি পূর্ব্বত্র সিদ্ধোপদেশএব অভিপ্রেত মস্তি, যথা, তবগৃহে নিধিরস্তীতি-শ্রুত্বা কশ্চিদ্দরিদ্রস্তদর্থং প্রযততে লভতে চ তমিতি,

তত্ত্বং, তথাপি তচ্ছৈথিল্যনিরাসায় পুনস্তদুপদেশঃ। তদেবং তান্ প্রত্যনাদিসিদ্ধতজ্জ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যাদিকং দুঃখহেতুং বদম্ব্যাধিনিদান-বৈপরীত্য-ময় চিকিৎসানিভং তৎসাম্মুখ্যাদিক মুপদিশতি—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ!
তন্মায়য়াতো-বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

শ্রীশ্রীগৌরগোপীজনবল্লভো বিজয়তে।
শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ বিজয়েতাং॥
বন্দে গোকুলচন্দ্রং তং যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানা-মাস্বাদো হৃদি জায়তে॥

অনুবাদ—ষট্‌সন্দর্ভনামক ভাগবতসন্দর্ভে, তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি এই ছয়টী সন্দর্ভ আছে, তন্মধ্যে ভক্তিসন্দর্ভ পঞ্চম।

গ্রন্থলেখার প্রয়োজন—বৃন্দাবনে সতত বিরাজমান, জ্ঞান বৈরাগ্য তপস্যাসম্পত্তিযুক্ত শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের সন্তোষের জন্য দক্ষিণদেশোদ্ভব শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিচরণ —পুনর্ব্বার ইহার বিচার করিয়াছিলেন। সেই পূর্ব্বগ্রন্থ, কোথাও পর্য্যায়ক্রমে কোথাও পর্য্যায়বিপর্য্যস্ত করিয়া কোথাও বা পর্য্যয়াংশহীন করিয়া লিখিত ছিল। তৎসমুদয় —আলোচনা করিয়া জীবক নামক ব্যক্তি পর্য্যায়ক্রমে এই গ্রন্থ লিখিতেছে।

বিবৃতি—গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনজন্য "তৌ-সন্তোষয়তা" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা; তাহাতে গ্রন্থের প্রাচীনতাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরূপসনাতন, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের পরিকররূপে সতত বিদ্যমান আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকররূপে শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী; ও শ্রীকৃষ্ণ-পরি-কররূপে তাঁহারা শ্রীরূপমঞ্জরী ও লবঙ্গ মঞ্জরী। প্রকট লীলায় প্রকটরূপে, আর অপ্রকটলীলায় অপ্রকট-রূপে ইঁহারা বিরাজ করেন, "সন্তৌ" পদে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। "শ্রীল" পদ তাঁহাদের অসাধারণ-জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তপস্যারূপ সম্পত্তি প্রকাশ করিতেছে। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্ভাগব-তের গূঢ়ার্থাদি সংগ্রহ করেন। শ্রীরূপসনাতনের সন্তোষের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ দাক্ষিণাত্যনিবাসী ভট্টবংশস-ম্ভূত শ্রীগোপালভট্টগোস্বামী উক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ বিচারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সারসংগ্রহ করেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ এ তিনের মহিমা বর্ণনে বৈষ্ণবের সন্তোষ জন্মে। তজ্জন্য তিনি ঐ তিনের মহিমা-ব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত-সকল সংগ্রহ করেন। শ্রীভগবানের পূজা হইতেও ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ; ইহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধব-মহাশয়কে বলিয়াছেন (মদ্ভক্ত পূজাভ্য-ধিকা) এই জন্যই শ্রীগোপালভট্টগোস্বামী উহাদের সন্তোষ বিধানে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীই যদি সন্দর্ভ-রচনা করিয়া থাকেন, তবে শ্রীজীব গোস্বামী কেন আবার তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহা প্রকাশ করিতেছেন—সেই আদ্য গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; তাহাতে কোথাও যথাক্রমে, কোথাও বা বিপরীত-ক্রমে কোথাও বা খণ্ডিতভাবে, শ্রীভাগবত সিদ্ধান্ত সকল সংগৃহীত হইয়াছিল; অতঃ পর শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, তৎসমুদয় সমালোচনা করিয়া ক্রম-নিবন্ধন পূর্ব্বক লিখিতেছেন। শ্রীজীব গোস্বামী দৈন্য সহকারে শ্লোকে "জীবক"-পদে নিজ নামোল্লেখ করিয়াছেন।

জীব শব্দের উত্তর হীনার্থে "কন্" প্রত্যয় যোগে জীবক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রীজীব গোস্বমীর লঘুত্বব্যঞ্জক হইলেও অর্থান্তরদ্বারা তাঁহার মহত্ত্ব-প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ বাণী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ভক্ত ভক্তি ও ভগবান্—এ তিনের অপকর্ষ কখনও সহিতে পারেন না; অপকর্ষসূচক-ভাষাদ্বারাই অর্থান্তরে তাঁহাদের স্তব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে স্তুতি-পক্ষে "জীবয়তি সর্ব্বজীবান্ ভাগবত-সিদ্ধান্ত দানেনেতি জীবকঃ" অর্থাৎ যিনি ভাগবত সিদ্ধান্ত দান করিয়া সর্ব্বজীবকে জীবিত করিতেছেন তিনি জীবকঃ। আর ক্রিয়ায় উত্তম পুরুষের বিভক্তি-যোগ না করিয়া, নাম পুরুষের বিভক্তি যোগ করায় অর্থাৎ 'লিখামি' (লিখিতেছি না লিখিয়া) 'লিখতি' (লিখিতেছে) ক্রিয়া যোজনা করায় এই গ্রন্থপ্রণয়নে তাঁহার নিরভিমানিতা সূচিত হইতেছে। অন্য কোনও ব্যক্তির (শ্রীমন্মহাপ্রভুর) প্রেরণায় তিনি লিখিতেছেন; ইহা প্রকাশ করিবার জন্য "লিখতি" ক্রিয়ার ব্যবহার করিয়াছেন।

মূলের "অথ" শব্দ, মঙ্গল ও আনন্তর্য্য প্রকাশ করি-তেছে। যদ্যপি অথ শব্দ মঙ্গলবাচক নহে, তথাপি শ্রবণে

কীর্ত্তনে, মঙ্গল বিহিত হইয়া থাকে ; যেমন জলপূর্ণ কলসী লইয়া কোনও রমণী নিজগৃহে যাইতেছে, তাহা দেখিয়া কোনও যাত্রাকারী শুভযাত্রা মনে করে, সেস্থলে যাত্রার শুভবিধান ঐ রমণীর উদ্দেশ্য নহে, আনুসঙ্গিকভাবে শুভ বিহিত হয়, অথ শব্দ সম্বন্ধে ও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। আনন্তর্য্য অর্থবিশিষ্ট "অথ"শব্দ শ্রবণ-কীর্ত্তনে মঙ্গল বিধানার্থ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে, সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সম্বন্ধ শব্দের অর্থ, শাস্ত্র ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুরসহিত প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ একটী সম্বন্ধ আছে। নিখিল শাস্ত্র, যে বস্তুটী প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই বস্তুটী শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ; আর যে শাস্ত্র প্রতিপাদনের জন্য, প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেইটী প্রতিপাদক নিখিলশাস্ত্র, কোন্ বস্তু প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত, এইটী যদি বিচার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, নিখিল শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, পরমাত্মবস্তুর সংবাদ দেওয়া। নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর বাচ্যগত ভেদ থাকিলেও উদ্দেশ্যগতভেদ নাই। সেই পরমানন্দ বস্তুই, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত-ভেদে দুই প্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ; তন্মধ্যে অমূর্ত্ত আনন্দই ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত হন, আর মূর্ত্তআনন্দ পূর্ণ-অভিব্যক্তবিশেষে ভগবান্ ও কিঞ্চিৎঅভিব্যক্ত বিশেষে পর মাত্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। এইজাতীয় বিচা-রই পূর্ব্বে চারিটী সন্দর্ভে করা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণয়প্রসঙ্গে একই পূর্ণ সনাতন পরমানন্দস্বরূপ পরবস্তু, সাধকের সাধনশক্তির তারতম্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ এই তিন প্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। নিখিলশাস্ত্রের মুখ্যপ্রতিপাদ্যরূপে অদ্বয় পরমানন্দস্বরূপ বস্তুটীতেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই পরতত্ত্ব বস্তুটী সমন্ধী ; আর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান্ এই তিন প্রকার, সেই অদ্বয়জ্ঞান-লক্ষণ পরতত্ত্বের আবির্ভাব বিশেষ। সেই পরতত্ত্ব-লক্ষণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যেও ভগবদ্রূপে আবির্ভাবেরই পরমোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। পরমাত্মার বিভূতিগণন-প্রসঙ্গে, জীবরাশিকে তটস্থশক্তিমধ্যে গণনা করা হইয়াছে, যেহেতু জীব স্বরূপে চৈতন্য হইয়াও অভিমানে আপনাকে ত্রিগুণময় বলিয়া মনে করে ; সেই জীবরাশি জড়াংশরহিত শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ হইলেও তাহাদিগের সংসার দুঃখের কথা জানা হইয়াছে। তাহার মূলকারণ—মায়া কর্ত্তৃক তাহাদের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়াছে, এবং সেই মায়া কর্ত্তৃকই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃগুণময় মায়াকার্য্য-দেহাদিতে "আমি" বলিয়া ভাবনাটী উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের যে চৈতন্যস্বরূপ তাহা ভুলিয়া, জড়ীয়-দেহাদিতে আত্মাভিমান হইবার জন্যই এই সংসারে দুঃখভোগ করিতে হইতেছে। জড়ীয়বস্তুতে মানস-সম্বন্ধ রচনার নামই সংসার এবং সেই জড়ীয় সম্বন্ধটীই নিখিল দুঃখের হেতু। এইক্ষণ মায়া, জীবের স্বরূপাবরণ বিনাদোষে করে নাই। জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে, এই দোষেই মায়া তাহার স্বরূপ আবরণ করিয়াছে। এ সিদ্ধান্তেও একটী সন্দেহ উপস্থিত হয়, সে ভুলিয়া কথাটী বলাতেই, কোনও একদিন যেন জীবের ভগবৎ-স্মৃতি ছিল, তৎপরে ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে ; এইরূপ সন্দেহনিবৃত্তির জন্যই বলিতেছেন—অনাদিকাল হইতেই কতকগুলি জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছে, সেই সকল জীবের নাম-নিত্য-বদ্ধজীব, আর কতক-গুলি জীব, অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবচ্চরণে নিত্যউন্মুখ, অর্থাৎ কোনদিনই তাহাদের ভগবদ্‌বিস্মৃতি ঘটে না, সেই সকল জীবের নাম নিত্যমুক্ত। এই দুই প্রকারে জীবের সংস্থানের কথা, শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীবিদুর মহাশয়, মৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্নপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন "তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে" হে মুনিবর! শ্রীভগবান্ প্রলয়পয়োধিজলে শয়ন করিলে কতগুলি জীব ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে, নিজ নিজ উপাধির সহিত শয়ন করিয়াছিল? এবং কতগুলি জীব শ্রীভগবানের সেবা করিয়াছিল? এই প্রশ্নের দ্বারা, জীবের দুই প্রকার সংস্থানেরই কথা উল্লেখ করা হইয়াহে। সেই ভগবদ্ বিস্মৃতিটীর ও স্বরূপ বলিতেছেন—পরতত্ত্ব-জ্ঞানের (অর্থাৎ অনুভবের) সংসর্গাভাব। অভাব প্রথমতঃ দুই প্রকার, এক অন্যোহন্যাভাব, দ্বিতীয় সংসর্গাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাবটী প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব-ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ও জীবের ভগবানের অনুভবের অভাবটী প্রাগভাব-মধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ যে অভাবটী পূর্ব্বে ছিল, পরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই অভাবটীর নাম প্রাগভাব অর্থাৎ জীবের পূর্ব্বে ভগবদনুভবের অভাব ছিল, পরে সৎসঙ্গবশে সেই ভগবদনুভবের অভাবটী দূরীভূত হইলে

হৃদয়ে ভগবদনুভবের উদ্বোধন হইতে পারে। শ্রীভাগবতে ১১।২২।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন হে উদ্ধব! যতদিন পর্য্যন্ত ভগবদ্‌বিস্মৃতি নিবৃত্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কারেরই নিবৃত্তি সম্ভাবনা নাই; যেহেতু জীবমাত্রের পরম-আশ্রয় যে আমি, সেই আমা হইতে বিমুখতাদোষ-নিবন্ধন নিজ চৈতন্যস্বরূপের অস্ফূর্ত্তি জন্যই দেহাদিঅতিরিক্ত আত্মা আছে, এই নিজমতে, এবং দেহাদিঅতিরিক্ত আত্মা নাই এই পরমতের ভেদার্থনিষ্ঠ-বিবাদ, যদ্যপি অর্থশূন্য, অর্থাৎ পরমার্থরহিত হউক, তথাপি আমাতে বহির্মুখতা থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইবে না এবং পারমার্থিক জ্ঞানেরও উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যখন ঐ জীব, আমার স্বরূপে উন্মুখভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আনুসঙ্গিকরূপে পারমার্থিক-জ্ঞানেরও উদয় হইবে; যেহেতুক পরমপুরুষার্থ-লক্ষণ, আমার প্রাপ্তিটীই পরমফল। এই প্রমাণে জীবস্বরূপের মায়া-কর্তৃক আবরণের মুখ্যকারণ ভগবদ্বৈমুখ্যটী, বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবদুন্মুখতার জন্য পরমকারুণিক-শাস্ত্র,ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিতেছেন। সেই শাস্ত্রীয়উপদেশেও যে সকল জীব, জন্মান্তরীয় নিখিলশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য-শ্রীভগবদনুভব-সংস্কার-বিশিষ্ট এবং যে সকলজীব এই জন্মেই মহাপুরুষের সঙ্গবশে অতিশয় কৃপাদৃষ্টি প্রভৃতি লাভ করিতে পারিয়াছেন সেই দুই প্রকার জীবসমূহেরই পূর্ব্ববর্ণিত পরমানন্দ-লক্ষণ পরতত্ত্ববস্তু, উপদেশ-শ্রবণ আরম্ভমাত্রেই সেইকালেই একসঙ্গেই ভগবৎসাম্মুখ্য এবং ভগবদনুভব হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন শ্রীভা ১।১ শ্লোকে অন্যসাধন ও অন্যশাস্ত্রের দ্বারা কি, সদ্য-অর্থাৎ সাধন-সমকালে কিম্বা শাস্ত্র-শ্রবণকালে পরমেশ্বর হৃদয়েতে অবরুদ্ধ হয়েন? অর্থাৎ অনুভূতিগোচর হইয়া থাকেন কি? কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতের এমন অচিন্ত্য শক্তি বিশেষ আছে যে, প্রাপ্তসৎসঙ্গ অথবা প্রাপ্তমহৎ-কৃপাতিশয় দৃষ্টি ব্যক্তি মাত্রই যদি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভগবান্ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই শ্লোকে "কৃতিভিঃ" এই পদের তাৎপর্য্যে জন্মান্তরীয় অথবা বর্ত্তমান জন্মেপ্রাপ্ত সৎসঙ্গ ও প্রাপ্ত-মহৎকৃপাতিশয়রূপ ভাগ্যবান্ জীবের কথাই লক্ষিত হইয়াছে, আর "সদ্যঃ" পদে শ্রবণ-সমকালকে বুঝান হইয়াছে। "অবরুধ্যতে" পদের দ্বারায় ভগবদনুভূতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া নিজসিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ যাঁহারা সৎসঙ্গাদি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অন্য উপদেশের অপেক্ষা নাই, যদৃচ্ছাক্রমে উপদেশান্তর শ্রবণ অর্থাৎ শ্রীভগবানে উন্মুখ হও, ভগবান্‌কে ভুলিও না:—এই জাতীয় উপদেশ গুলিও কিন্তু তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের লীলাশ্রবণের মত, শ্রীভগবানের আস্বাদনই উদ্দীপিত করিয়া দেয়; অর্থাৎ যেমন লীলারসের রসিক ভক্তগণের হৃদয়ভরা অনবরত লীলা স্ফূর্ত্তি থাকিলেও যখনই শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণ করেন তখনই একটা আস্বাদনের অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তেমনই পূর্ব্ববর্ণিত জীবগণও যখনই শাস্ত্রীয় উপদেশ গুলি শ্রবণ করেন তখনই একটা অভিনব আস্বাদন হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ঐ আস্বাদনের অভিনবত্ব বর্ণিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহারাও দত্তাত্রেয় অবধূত মহাশয়ের নিকটে, অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরস্পরই একটা অভিনব আস্বাদনরসে নিমজ্জিত হইয়া ছিলেন। অনন্তর যাহারা তাদৃশ সৎসঙ্গ বা মহৎকৃপা লাভ করিতে পারে নাই এবম্ভূত জীবগণের শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণমাত্রে তাদৃশত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবৎসাম্মুখ্যের ও ভগবদনুভবের উপযোগিতা বীজায়মান হইলেও অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপাদন সামর্থ্যযুক্ত হইলেও কালাদিদোষে অর্থাৎ কাল, কর্ম্ম মায়াদি দোষ থাকা জন্য, বহির্মুখতার মতই প্রতিহত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রবণ সমকালেই সাম্মুখ্য ও ভগবদনুভবোদ্গম হয় না।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভা ৭।৯।৩৯ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় এইরূপ বলিয়াছেন—হে ভগবন্! বৈকুণ্ঠ-নাথ! তোমার তত্ত্ব অতি দুর্গম, আমার এই মনঃ তোমার তত্ত্ব নিরূপণে সর্ব্বথাই অসমর্থ,—যেহেতু আমার মনটী অসাধু, অর্থাৎ তোমার অনুভববহির্মুখ, অথচ তীব্র—দুর্দ্ধর্ষ, কোনও প্রকারেই সংযত করিতে পারিতেছি না, এবং হর্ষ, শোক ও বাসনায় অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছে—তথাপি তোমার কথাতে প্রীতিলাভ করে না; এতাদৃশ অপরাধদোষদুষ্টমনে কেমন করিয়া তোমার তত্ত্ব-বিচার করিতে সমর্থ হইতে পারি? যেহেতু আমি দীন

সর্ব্বসাধন-সম্পত্তিশূন্য। শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয়ের এই বাক্যটী যদ্যপি দৈন্যসঞ্চারী হইতে উত্থিত, তথাপি অন্য ভগবদ্বহির্মুখ জীবের পক্ষে ইহা অতিসত্য। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণেও এইরূপ একটী উক্তি পাওয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত রাশি রাশি পাপে হৃদয় মলিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত, শাস্ত্রে সত্য বুদ্ধি হয়-না—এবং সদ্গুরুতে ও সদ্বুদ্ধির উদয় হয় না। অনেক জন্মজনিত রাশিরাশি পুণ্যের ফলে, মহৎফল স্বরূপ, ভগবৎপ্রেম, ভগবদনুভব ও বিষয়বৈরাগ্য, সৎসঙ্গ জনিত শাস্ত্রশ্রবণ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব নিখিল শাস্ত্রোপদেশের অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা, এবং প্রয়োজনটী কি—এই প্রকার অপেক্ষায় শাস্ত্রীয় উপদেশের অবান্তরতাৎপর্য্যে অভিধেয় এবং প্রয়োজন এই দুইটী উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ নিখিলশাস্ত্র যতযত উপদেশ করিতেছেন সেই নিখিল উপদেশের, মুখ্য তাৎপর্য্য পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দেওয়া। কিন্তু কেবল মাত্র পরমান্দস্বরূপ শ্রীভগবানের সংবাদ দিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে না—কিন্তু তাঁহাকে পাইবার সাধনাটীও উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যেমন তোমার পিতার প্রচুর ধন আছে—এই প্রকার উপদেশ করিলেই ধন পাওয়া যায় না, সেই ধন কি উপায়ে পাওয়া যায়, সেই উপায়টী জানিবার জন্য স্বতঃই হৃদয়ে একটী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে ধন প্রাপ্তির প্রয়োজনটী কি, তাহা ও জানিবার জন্য একটী বলবতী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—এবং যে কৃপালু ব্যক্তি, সেই পিতৃধনের সংবাদ দেন, তাঁহারও কর্ত্তব্য ঐ পিতৃধন পাইবার উপায় ও প্রয়োজন উপদেশ করা, তেমনই—যে পরমকারুণিক শাস্ত্র পরমআনন্দময় শ্রীভগবানের সংবাদটীর উপদেশ করিতেছেন সেই সঙ্গেই, সেই —ভগবানকে পাইবার এবং প্রয়োজনটীর উপদেশ করাও বিশেষ প্রয়োজন। তন্মধ্যে ভগবৎসান্মুখ্যই অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য; যেহেতু ভগবদ্বৈমুখ্য জন্যই জীবের অনন্ত সংসারদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ভগবৎসান্মুখ্যবিনা, মায়াকৃত স্বরূপাবরণ জনিত সংসারদুঃখনিবৃত্তির অন্য কোনও উপায় নাই। ভগবদনুভবই মুখ্য প্রয়োজন, সেই অনুভবটীও অন্তরে বাহিরে ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করা—অর্থাৎ নয়ন মুদিয়া, হৃদয়ে পরমানন্দময় শ্রীভগবান্‌কে দেখা, আর নয়ন উন্মীলন করিয়া স্থাবরে জঙ্গমে, চেতনে, অচেতনে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করা। অন্তরে বাহিরে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎ কারটী হইলে আপনা হইতেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই অভিধেয় এবং প্রয়োজন বস্তুটী, যদ্যপি পূর্ব্ব-সন্দর্ভচতুষ্টয়ে সিদ্ধবস্তুরই উপদেশ মধ্যে পরিগণিত করা আছে, তথাপি তোমার গৃহেতে নিধি আছে এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া, যেমন কোনও দরিদ্রব্যক্তি সেই নিধিপ্রাপ্তির জন্য, যত্নবান হয়; এবং সেই নিধিকে লাভ করিয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অভিধেয় এবং প্রয়োজন এই দুইটীই নিত্যবস্তু: কারণ যদি নিত্যসিদ্ধ বস্তুই না হয়, তাহা হইলে, ভক্তি ও ভগবদনুভবের জন্যত্ব-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে; যেমন কাহারও কাণে কলম আছে—কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছে, কাহারওউপদেশে সেই ভুলটীর নিবৃত্তি হইলে কলমটী কাণেই পায়; এ স্থলেও তেমনই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ যে উপদেশগুলি করেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দেহাদিআবেশ জনিত শাস্ত্রোপদিষ্টবিষয়ে শৈথিল্য নিবৃত্তিকরা। তাহা হইলে শাস্ত্র এই প্রকারে, শ্রীভগবদ্বিমুখ জীবগণের প্রতি, অনাদিসিদ্ধ ভগবদনুভবাত্মক জ্ঞানের সংসর্গাভাব স্বরূপ, ভগবদ্বৈমুখ্য-মূলক দুঃখের হেতুটী বলিতে বলিতে ব্যাধির নিদানবৈপরীত্যময় চিকিৎসার মত, ভগবৎসান্মুখ্য প্রভৃতির উপদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ যেমন ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলে, চিকিৎসকগণ ব্যাধি উৎপত্তির কারণ—ঠাণ্ডার-বিপরীত উষ্ণবস্তু ব্যবহারের উপদেশ করিয়া থাকেন, তেমনই ভবরোগের চিকিৎসক পরমকারুণিক শাস্ত্রও নিখিল দুঃখের নিদানরূপ ভগবদ্বৈমুখ্যের সংবাদটী জানাইয়া অর্থাৎ তুমি ভগবানকে ভুলিয়াছ বলিয়াই তোমার এত দুঃখ-রাশি উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ভগবদ্বৈমুখ্য-বিপরীত ভগবৎ-সান্মুখ্য বিনা, এই দুঃখরাশি-নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নাই, এই প্রকার উপদেশ করিতেছেন। (১)

(২) টীকাচ যতোভয়ং তন্মায়য়া ভবেত্ততো বুদ্ধিমান্ তমেবাভজেদুপাসীত। ননুভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতো ভবতি স চ দেহাহঙ্কারতঃ, স চ স্বরূপাস্ফুরণাৎ, কি মত্র তস্য মায়া করোতি, অতঃ আহ, ঈশাদপেতস্যেতি। ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তির্ভবতি। ততো বিপর্য্যতো দেহোহস্মীতি।

ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাৎ ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীম্বপি মায়াসু। ভক্তঞ্চ ভগবতা— দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে ইতি। একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভজেৎ। কিঞ্চ গুরু দেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ, ইত্যেষা ॥ ১১ ॥ ২ ॥ কবির্বিদেহম্। ১।

শ্রীল কবিনামে প্রথমযোগীন্দ্র ১১।২ শ্লোকে নিমি মহারাজকে বলিলেন হে রাজন্! যতদিন পর্য্যন্ত জীবের ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কায় বাক্য মনে কৃত ও ক্রিয়মাণ, লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে। এইপ্রকার যোগীন্দ্র মহাশয়ের বাক্য শ্রবণে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে, জীবের নিজ স্বরূপের অস্ফূর্ত্তিজন্য দ্বৈত-প্রপঞ্চ উপস্থিত হইয়াছে; এবং সেইজন্যই ভয় দুঃখ শোক প্রভৃতি নানাপ্রকার অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। যেমন রজ্জুস্বরূপের অস্ফূর্ত্তিজন্য সর্পভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় ভয় প্রভৃতি উপস্থিত হয়, রজ্জুর স্বরূপের জ্ঞানোদয় হইলে, সর্পভ্রান্তি নিবৃত্তি হইয়া ভয়াদি বিদূরিত হইয়া থাকে, তেমনই জীবের নিজস্বরূপজ্ঞানের বিস্মৃতি হওয়ায়, দেহেতে আত্মবুদ্ধি, আত্মাতে দেহবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে দেহাদিতে অভিনিবেশ জন্মিয়াছে। সেই অভিনিবেশ জন্য ভয়াদি উৎপন্ন হইতেছে; অতএব ঈশ্বরের মায়ার এবিষয়ে কি কর্ত্তৃত্ব আছে, যাহাতে পরমেশ্বরকে ভক্তি করিতে হইবে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—জীবের স্বরূপ জ্ঞানের অস্ফূর্ত্তি কি স্বতঃই হইয়াছে, কিম্বা মায়াকৃত? যদি বল—স্বতঃই হইয়াছে, তাহা হইলে, পুনর্ব্বার অস্মৃতির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়, যেহেতুক জীবের আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাওয়া স্বভাব আছে। যেটী যাহার স্বভাব, সেটী তাহার অপরিহার্য্য। যদি বল—মায়াকৃত, তাহাও অসম্ভব; যেহেতু মায়া জড়াপ্রকৃতি আর জীব চিৎপ্রকৃতি। জ্ঞান, অজ্ঞানের উপমর্দ্দক, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানের উপমর্দ্দক হইতে পারে না। অতএব মায়া দ্বারা জীবের স্বরূপাবরণ অসম্ভব, বিশেষতঃ মায়া একটি শক্তি বিশেষ; এই শক্তিটি শক্তিমানের আশ্রয় ভিন্ন স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, অতএব মায়ার আশ্রয় স্বীকার করিতেই হইবে। সেই আশ্রয়টিও ভগবান্, সেহেতুক শ্রীভগবদ্গীতায় "মম মায়া দুরত্যয়া" এই উল্লেখ থাকায় মায়াটি যে ভগবানেরই শক্তি, তাহা বেশই বুঝা যাইতেছে। শ্রীভগবানের প্রতারণাশক্তির নামই মায়া, অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া আমরা সত্যবস্তুকে অসত্য, সুখকে দুঃখ, পরকে আপন, জড়কে চেতন বুঝি তারই নাম মায়া। যদ্যপি মায়া জড়াপ্রকৃতি চিৎপ্রকৃতি জীবকে আবরণ করিতে, ক্ষমতা তাহার নাই, তথাপি পরমেশ্বরের আজ্ঞাশক্তিসম্বলিত হওয়ায় তাহার সেই ক্ষমতাটি প্রকাশ পাইয়াছে। মায়া বিনাদোষে জীবের স্বরূপাবরণ করে নাই। যে জীব ঈশ্বরবহির্ম্মুখ সেই জীবেরই প্রতি, মায়া নিজের প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরবহির্ম্মুখতা নিবৃত্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মায়াকৃত আবরণ নিবৃত্তির অন্যকোনও সম্ভাবনা নাই, অতএব যখন ঈশ্বরের মায়াকর্ত্তৃক স্বরূপাবরণ জন্যই জীবের ভয়াদি উপস্থিত হইয়াছে,—তখন বুদ্ধিমান্‌জন সেই ঈশ্বরকেই ভক্তি করিবে, তাঁহার অনুগ্রহেই মায়ার নিবৃত্তি ঘটে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতাও বলেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"! হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার চরণে শরণ লইতেছে, তাহারা আমার এই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে উত্তীর্ণ হইতেছে। লৌকিকীমায়াতেও দেখা যায়; মায়াবীর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, মায়ারহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারা যায় না। যেমন কোনও একটি ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিদ্যায় অনেক কুহক দেখাইতেছে, অনেক সুশিক্ষিত লোকও সেই কুহকে বিমুগ্ধ হইতেছে। ঐ লোক যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ঐন্দ্রজালিকের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যাদি প্রভাবে মায়িক রহস্যভেদে সমর্থ হইতে পারে না। তেমনই পরমেশ্বরের শরণাগত না হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য তপস্যার বলে, মায়ার আবরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বরের ভক্তিটিও অব্যভিচারিণী হওয়া চাই। যেমন অব্যভিচারিণী সতী রমণী, নিজের পতিটি ছাড়া অন্য কোথাও মনের সঙ্কল্প করে না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সঙ্কল্প না থাকার নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেই ভক্তিটি পাইবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুচরণের সেবাকরা, অর্থাৎ শ্রীগুরুই

যাহার ঈশ্বর অর্থাৎ পরমারাধ্য এবং পরমপ্রিয়, সেইজনই শ্রীকৃষ্ণ চরণে অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভের অধিকারী।

কিঞ্চ

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসার-হেতূপরমশ্চ যত্র ॥ ২ ॥

টীকা চ—তদানেন কিং কর্ত্তব্যং, হরিস্তু সেব্য ইত্যাহ, এবং বিরক্তঃ সন্ তং ভজেত। ভজনীয়ত্বে হেতবঃ, স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধঃ। যত আত্মা, অতএব প্রিয়ঃ। প্রিয়স্য চ সেবা সুখরূপৈব। অর্থঃ সত্যঃ, নত্বনাত্মবন্মিথ্যা। ভগবান্ ভজনীয়গুণশ্চ। অনন্তশ্চ নিত্যঃ। য এবম্ভূতস্তং ভজেত। নিয়তার্থশ্চ নিশ্চলস্বরূপঃ। ভগবদনুভবানন্দেন নির্বৃতঃ সন্নিতি স্বতঃ সুখাত্মকত্বং দর্শিতং। কিঞ্চ যত্র যস্মিন্ ভজনে সতি- সংসার হেতো রবিদ্যায়াঃ উপরমো নাশো ভবতীত্যেষা। অত্র চকারাৎ তৎপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া ॥ ২ ॥ ৬ ॥ শ্রীশুকঃ॥ ২ ॥

অনন্তর সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য উপদেশ করতঃ শ্রীশুকমুনি বলেন—বৈষ্ণব কখনও ভোজন আচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য বৃথা চিন্তা করিবে না, কারণ—যিনি নিখিলবিশ্বের পোষণ-কারী-বলিয়া বিশ্বম্ভর নামে খ্যাত ; সেই ভগবান্ কি কখনও নিজ ভক্তগণকে উপেক্ষা করিতে পারেন ? অতএব সর্ব্ববিষয়ে বিরক্ত হইয়া শ্রীহরির সেবা করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু নিজ আরাধ্যদেবে যে সকল গুণ থাকিলে ; ভক্ত ভজন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারে, শ্রীহরি সেই সকল গুণসম্পন্ন। একটী গুণ—তিনি সাধকের চিত্তে সর্ব্বদাই বিদ্যমান্ আছেন, তাঁহাকে বাহিরে অন্বেষণ করিতে হয় না। যেহেতুক তিনি আত্মা অতএব প্রিয়, আত্মার মত প্রিয়বস্তু নিজ দেহেন্দ্রিয় ও নহে। যেজন প্রিয় ; তাহার সেবাটী সুখরূপ। আমরা যাহাকে প্রীতি করি—সময়ান্তরে তাহাকে হারাইতে হয় বলিয়া বেদনা ভোগ করি ; কিন্তু শ্রীহরি তিন কালেই একরূপে বিদ্যমান, তাহাতে আবার তিনি ভগবান্—ভক্তবাৎসল্য, কৃপালুতা সামর্থ্য, কৃতজ্ঞতা ও বদান্যতা প্রভৃতি ভজনীয় গুণ সম্পন্ন ; তাহাতেও আবার তিনি অনন্ত। তাঁহার তো নাশ নাই—তাঁহাকে যে ভজন করে তাহার পর্য্যন্ত নাশ নাই। যিনি এবম্ভূতগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে অবশ্যই ভজন করিবে এবং সেই ভজনকারী নিশ্চল স্বরূপ অর্থাৎ নিষ্ঠা-যুক্ত ও ভগবদনুভবানন্দে পূর্ণমানস হইবে, যেহেতুক তিনি স্বতঃসিদ্ধ আনন্দস্বরূপ। যে ভজনটী করিলে সংসারের মূল-হেতুরূপা অবিদ্যার উপশম অর্থাৎ নাশ আপনি হইয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদ ২।২।৬ শ্লোকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শ্লোকে "সংসারহেতুপরমশ্চ" এই পদের অন্তে প্রযুক্ত চকারটীর অর্থ, শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সংসারহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তির পর, শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে।

তত্র যদ্যপি শ্রবণমননাদিকং জ্ঞানসাধন মপি তৎসাম্মুখ্যমেব, ব্রহ্মাকারস্যানুভবহেতুত্বাৎ, অতএব তৎ পরম্পরোপযোগিত্বাৎ সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগ কর্ম্মাণ্যপি তৎসাম্মুখ্যান্যেব, তথা তেষাং কথঞ্চিদ্ভক্তিত্ব মপি জায়তে ; কর্ম্মণস্তদাজ্ঞাপালনরূপত্বেন তদর্পিতত্বাদিনা চ করণাৎ, জ্ঞানাদীনাঞ্চান্যত্রানাসক্তি-হেতুত্বাদিদ্বারা ভক্তিসচিবতয়া বিধানাৎ ; তথাপি পূর্ব্ববং ভক্ত্যা ভজেতেত্যনেন কর্ম্মজ্ঞানাদিকং নাদৃতং, কিন্তু সাক্ষাদ্ভক্ত্যা শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণয়ৈব ভজেতেত্যুক্তম্। তত্রৈব সহেতুকং শ্রীসূতোপদেশোপ-ক্রমত এব দৃশ্যতে। যথাহ দ্বাবিংশত্যা, স বৈ ইত্যাদিনা; অতো বৈ কবয় ইত্যন্তেন গ্রন্থেন -

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তি রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে বলা হইল শ্রীহরিকে ভজন করিতে হইবে। সেই ভজনটী কি প্রকার, তাহাই বুঝাইবার জন্য একটী বিচার আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে যদ্যপি শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান-সাধনও পরতত্ত্বসাম্মুখ্যকরই বটে,—যেহেতুক ঐ শ্রবণ মননাদিজ্ঞান-সাধন, সেই পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে আবির্ভাববিশেষের অনুভবের হেতু হইয়া থাকে, অতএব সেই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যের পরম্পরারূপে উপযোগিতা আছে বলিয়া সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি ও পরতত্ত্বসাম্মু-

খ্যের হেতু হইয়া থাকে। যেমন সেই সকল পূর্ব্বোক্ত সাধন সমূহ, সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যের হেতু, তেমনই সেই সকল সাধনের কিছু ভক্তিধর্ম্মও আছে, তবে সাক্ষাৎরূপে নহে—প্রকারান্তরে। যেমন কর্ম্ম, ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিতে, এবং ভগবানে অর্পণাদিদ্বারা অনুষ্ঠান করাতে আরোপসিদ্ধা ভক্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, তেমনই জ্ঞানাদিসাধনেরও স্বরূপাতিরিক্ত-জড়ীয়পদার্থে অনাসক্তির হেতুত্ব আছে বলিয়া, ও প্রথমপ্রবৃত্ত-ভক্তের পক্ষে ভক্তির সহায়তা সম্পাদন করে বলিয়া জ্ঞানাদি সাধনের ও সহায়তারূপভক্তিত্ব আছে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদরূপ গোস্বামিচরণ বলেন—ঈষৎ প্রথমমেবাস্ত প্রবেশায়োপযোগিতা"। অর্থাৎ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রথম প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ভক্তিতে প্রবেশের উপযোগিতা আছে। (ভক্তি রসামৃত সিন্ধু) তথাপি পূর্ব্বে অর্থাৎ "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" এই শ্লোকে "ভক্ত্যা ভজেত অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিবে—এই রূপ উল্লেখ থাকাতে, কর্ম্ম জ্ঞানাদির কোন প্রকার আদর করা হয় নাই; "একয়া ভক্ত্যা ভজেত" এইরূপ উল্লেখ করায় শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা সাক্ষাৎভক্তিতেই—শ্রীভগবান্‌কে ভজিত হইবে এই প্রকার বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" এই—১।৩।৬ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অতো বৈ কবয়ো নিত্যং এই" শ্লোক পর্য্যন্ত —১৭টী শ্লোকে শ্রীসূত মুনির শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম বাক্য হইতে এইরূপই, অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদির নিরপেক্ষা সাক্ষাৎ ভক্তির উপদেশই দেখা যায়—॥৩॥

যৎখলু মহাপুরাণারম্ভে পৃষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রসারমৈকান্তিকং শ্রেয়ো ব্রূহীতি তত্রোত্তরং স বৈ ইত্যাদি। যতোধর্ম্মাদধোক্ষজে ভক্তিস্তৎকথাশ্রবণাদিষু রুচির্ভবতি; ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিত ইত্যাদৌ ব্যতিরেকেণ দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। স বৈ স এব। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণমিতিবক্ষ্যমাণরীত্যা তৎসন্তোষণার্থমেব কৃতোধর্ম্মঃ পরঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ, ন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণোঽপি বৈমুখ্যাবিশেষাৎ। তথাচ শ্রীনারদবাক্যম্—নৈষ্কর্ম্ম্য-মপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিত মিত্যাদৌ, কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণমিতি। অতো বক্ষ্যতে অতঃ পুংভিরিত্যাদি। ততঃ স এবৈকান্তিকং শ্রেয়ঃ ইত্যর্থঃ। অনেন ভক্তেস্তাদৃশধর্ম্মতোঽপ্যতিরিক্তত্বমুক্তম্। তস্যাঃ ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ, স্বতএব সুখরূপত্বাদহৈতুকী-ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা। অপ্রতিহতা তদুপরি সুখদুঃখদপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা চ। জাতায়াং তস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদিলক্ষণো ভক্তিযোগঃ প্রবর্ত্তিতঃ স্যাৎ। ততশ্চ যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগু‌ণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যনুসারেণ ভগবৎস্বরূপাদিজ্ঞানম্ ততোঽন্যত্র বৈরাগ্যঞ্চ তদনুগামেব স্যাদিত্যাহ—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যঃ জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥৪॥

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাবতের প্রারম্ভে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ, শ্রীপাদসূতগোস্বামীর চরণে, জীবমাত্রের সর্ব্বশাস্ত্রসারার্থ ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি? তাহা আমাদের নিকট জানাইয়া দিন—এইরূপ যে প্রশ্নটী করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে শ্রীপাদ সূত গোস্বামিচরণ "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অতো বৈ কবয়ো নিত্যং এই পর্য্যন্ত—১৭টী—শ্লোকে উত্তর দিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! যে অনুষ্ঠিতধর্ম্ম হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত—অধোক্ষজে এবং তাঁহার কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয় হয় সেইটী জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম। এস্থলে ভক্তিপদে রুচি অর্থ করিবার অভিপ্রায় এই যে—পরে ব্যতিরেক-মুখে (নিষেধ মুখে) ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং এই শ্লোকে বলা হইবে যে—সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম; যদি হরিকথায় রুচি উৎপাদন না করে, তবে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র—এইরূপ উল্লেখ করা হইবে বলিয়া ভক্তিশব্দের এখানে রুচি অর্থই সুসঙ্গত। শ্লোকস্থ "সবৈ" এই অব্যয়টী এবার্থে (অর্থাৎ অন্যব্যাবৃত্তিঅর্থে) প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরে "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং" অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিতধর্ম্মের মুখ্যফল হরিসন্তোষ এই বক্ষ্যমাণ রীত্যনুসারে শ্রীহরিসন্তোষার্থেই যে ধর্ম্মটীর অনুষ্ঠান করা হয় সে ধর্ম্মটী পর অর্থাৎ নিখিল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্লোকস্থ

পরধর্ম্মের অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র ঐহিক পারলৌকিক-বাসনাশূন্য হওয়ারূপ নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে; যে হেতু ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ মূলদোষ হইতে নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ ধর্ম্মের কোন ও পার্থক্য নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎসাম্মুখ্য না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত, বিষয়ভোগীর ও বিষয়ত্যাগীর কোনই ভেদ নাই; যে হেতু দুইই মায়াধিকারে পতিত। শ্রীদেবর্ষি নারদ শ্রীলব্যাসমহাশয়কে "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং" ইত্যাদি শ্লোকে "কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্" অর্থাৎ নিরুপাধিজ্ঞানও হরিভক্তি বিবর্জ্জিত হইলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ করে না, তাহা হইলে সাধ্য ও সাধনকালে, দুঃখময়নিষ্কাম কর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্ম যে শোভাপায় না তাহার আর কথা কি? এইরূপ বলিবেন। অতএব "অতঃপুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ইত্যাদি শ্লোকে বিষ্ণুসন্তোষই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাফল্যরূপে উল্লেখিত করিবেন, সেই জন্য সেইহরিকথাতে—রুচিই ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ ঃ—এইরূপ ধর্ম্মের ফলরূপে হরি কথা রুচিই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল—এইরূপ উল্লেখ করাতে ভগবদর্পিত ধর্ম্ম হইতেও হরিভক্তির পার্থক্য দেখান হইয়াছে। সেই ভক্তির স্বরূপভূতগুণ বলিতেছেন—অহৈতুকী অর্থাৎ ফলান্তর অনুসন্ধান রহিতা। যে হেতু ভক্তি নিজেই সুখরূপা, অতএব অন্য ফলানুসন্ধান করিতে পারেন না, যে হেতু জীবমাত্রই যে সুখ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, ভক্তি নিজেই সেই সুখরূপিণী। অপ্রতিহতা—কোনও বাধা এই ভক্তিটীকে বাধিতা করিতে পারে না, যে হেতুক বাধকপদার্থ একটী সুখ অপরটী দুঃখ। যে বস্তুটী আশ্রয় করিয়া থাকা যায়, তাহা হইতে যদি অধিক সুখের জিনিষ কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিজ অবলম্বনের প্রতি শৈথিল্য আসিতে পারে; অথবা যে বস্তুটী আশ্রয় করিয়াছি সেই বস্তুটী হারাইলে যে দুঃখ, তাহা হইতে যদি কিছু অধিক দুঃখের জিনিষ থাকে, তাহা হইলেও নিজ অবলম্বনের প্রতি শৈথিল্য আসিতে পারে। ভক্তি অনুষ্ঠানে সেই দুইটী বাধারই অভাব রহিয়াছে; যে হেতুক ভক্তি করার মত সুখ নাই, ভক্তি না করার মত দুঃখ ও নাই।

সেই রুচিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইলে রুচি দ্বারাই শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণ-ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি জন্মে। তাহারপর যাহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সর্ব্বগুণের সহিত গরুড়প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদবৃন্দ সেই ভক্তে বশীভূত হইয়া অবস্থান করে। এইরীতি অনুসারে ভগবৎস্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য,জ্ঞান ও বিষয়বৈরাগ্য, ভক্তির অনুগত ভাবে আপনিই উপস্থিত হইয়া থাকে—ইহাই একটী শ্লোকে বলিতেছেন ॥ ৪ ॥

অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরং উপনিষদং জ্ঞানমাশু—ঈষৎশ্রবণমাত্রেণ জনয়তীত্যর্থঃ। ব্যতিরেকেণাহ—ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেবকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ৫ ॥

ভগবান্ বাসুদেবে প্রযোজিত ভক্তিযোগ, ঈষৎ-শ্রবণমাত্রেই অতিসত্বর বিষয়বৈরাগ্য এবং শুষ্কতর্কাদির অগোচর উপনিষৎপ্রতিপাদ্য জ্ঞান আবির্ভূত করাইয়া থাকে। ব্যতিরেকমুখেও দেখাইতেছেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানে রুচিলক্ষণা ভক্তিযোগের আবির্ভাব না হইলে সমস্ত সাধনই যে বিফল, তাহাই একটী শ্লোকে দেখাইতেছেন ॥ ৫ ॥

বাসুদেবালম্বনাভাবেন যদি তৎকথাসু তল্লীলাবর্ণনেষু রতিং রুচিং নোৎপাদয়েৎ তদা শ্রমঃ স্যান্নতু ফলং, কথারুচেঃ সর্ব্বত্রৈবাদ্যত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ সৈবোক্তা। তদুপলক্ষণত্বেন ভজনান্তররুচিরপ্যুপদিষ্টা। এবশব্দেন প্রবৃত্তিলক্ষণকর্ম্মফলস্য স্বর্গাদেঃ ক্ষয়িষ্ণুত্বং, হিশব্দেন তত্রৈব চ, তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, ইতিসোপপত্তিকশ্রুতিপ্রমাণত্বং, কেবলশব্দেন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণধর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্যাসাধ্যত্বং, সিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বং, তত্রাপি তেনৈব হিশব্দেন, যস্য দেবে পরাভক্তিরিত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণত্বং, নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ইত্যাদি শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো! ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে ইত্যাদি, আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ইত্যাদি বচনপ্রমাণঞ্চ সূচিতম্। শ্লোকদ্বয়েন ভক্তির্নিরপেক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষে ইতি লভ্যতে। তদেবং ভক্তিফলত্বে-

নৈব ধর্ম্মস্য সাফল্যমুক্তম্। তত্র যদন্যে মন্যন্তে ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলং, তস্যকামস্তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিস্তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মাদিপরম্পরেতি, তচ্চান্যথৈবেত্যাহ, দ্বাভ্যাম্—ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহকর্ম্মভিঃ॥ ৬॥

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন—হেশৌনক, পুরুষমাত্রের সুনির্দ্দিষ্টভাবে অনুষ্ঠিতধর্ম্ম যদি বাসুদেবের কথাতে রুচি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে সে ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল বৃথাপরিশ্রমেই পরিণত হইয়া থাকে। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, বাসুদেবকথায় অর্থাৎ তাঁহার লীলা বর্ণনাদিতে রুচি উৎপাদন না করিবার কারণ এই যে—সেই সেই ধর্ম্মে ভগবদাশ্রয়তা নাই, অর্থাৎ শ্রীভগবানে অর্পণ কিম্বা শ্রবণকীর্ত্তনাদির যোগে অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাহা হইলে কেবল পরিশ্রমই হইবে, কিন্তু ফললাভ হইবে না, যেহেতু হরিকথারুচিটীই সর্ব্বসাধনের প্রথম ফল এই অভিপ্রায়ে সেই রুচির কথারই উল্লেখ করা হইয়াছে। যদ্যপি মূলশ্লোকে কথারুচির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি উপলক্ষণে স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন প্রভৃতি ভক্তির সঙ্গে রুচির কথা ও উপদেশ করা হইয়াছে।

শ্লোকস্থ 'এব' এই শব্দের দ্বারা প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মের ফল স্বর্গাদির ক্ষয়িষ্ণুত্ব দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ সকামকর্ম্মের ফল-স্বর্গাদি, কালে বিনষ্ট হইয়া যায় এইটীই বুঝান হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'হি' এই শব্দটীদ্বারা সকামকর্ম্মের ফল স্বর্গাদির অনিত্যত্ব বিষয়ের যেমন ইহলৌকিক কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা উৎপন্ন শস্যাদির প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে নাশ হইয়া যায়, তেমনই শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদিকর্ম্মফল দ্বারা উৎপন্ন স্বর্গাদিলোকও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই যুক্তিপূর্ণ শ্রুতির প্রামাণ্য দেখান হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'কেবল' শব্দের দ্বারা নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণ ধর্ম্মের ফলস্বরূপ জ্ঞানের অসাধ্যত্ব দেখান হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্মও যদি ভগবৎভক্তিশূন্য হয়, তবে সেই নিষ্কাম ধর্ম্ম হইতেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না, কোনও ক্রমে লাভ হইলেও স্থায়ী হয় না। তন্মধ্যেও শ্লোকস্থ সেই 'হি' শব্দের দ্বারা এটীও দেখান হইয়াছে যে—যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে তাঁহারই হৃদয়ে যথাকথিতলক্ষণ বস্তুতত্ত্বের অনুভব প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং ব্যাস প্রতি শ্রীনারদের ভক্তিহীন নিরুপাধি জ্ঞানও অপরোক্ষানুভব প্রকাশ করিতে পারে না। এইরূপ উপদেশের, অপর শ্রীব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে হে নাথ! তোমার সকলমঙ্গলপ্রসবিনী ভক্তিটীকে অনাদর করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা ও বৈরাগ্যলাভের ক্লেশ করে, তাহাদের কেবল ক্লেশমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। এই উক্তির এবং গর্ভস্তুতি প্রসঙ্গে হে ভগবন্! যাহারা তোমার ও তোমার ভক্তগণের চরণে আদর না করিয়া জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান করে, তাহারা বহুকষ্টে শাস্ত্রাদিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও পুনরায় অধঃপতিত হইয়া থাকে" এই উক্তির "হি" এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগদ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত বচনসমূহের প্রমাণ সূচিত হইয়াছে। 'বাসুদেবে ভগবতি' এবং 'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং' এই দুইটী শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থে ভক্তি, কর্ম্মজ্ঞান ও যোগাদির অপেক্ষা করে না, জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি কিন্তু ভক্তিযোগের সম্পূর্ণ অপেক্ষা করিয়া থাকে, অতএব যে অন্যনিরপেক্ষা সেই সবলা কিন্তু যে অন্যের অপেক্ষা করে সেই দুর্ব্বলা, বিদ্বজ্জনমাত্রই সবলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ধ্বনিতে ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই প্রকারে ধর্ম্মের ভক্তিলাভেই সাফল্য—ইহাই এস্থলে বলা হইল। অন্যান্য বহির্মুখজন এইরূপ সিদ্ধান্ত মনে করে যে, ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল বিষয়ভোগ, বিষয়ভোগের ফল—ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়প্রীতির ফল—পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি, এ ধারণাটী তাহাদের সম্পূর্ণই ভুল, যেহেতু ধর্ম্মের ফল কখনও অর্থ হইতে পারে না। কারণ যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া 'পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নং' নিবৃত্ত হয় না; তাহাকে কখনও ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। "ধরতীতি ধর্ম্মঃ" কর্ম্মস্রোতে ভাসমান জীবকে যে ধরিয়া রাখে সেই ধর্ম্ম; অতএব শ্রীসূতগোস্বামিচরণ ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের ফল দুইটী শ্লোকে অন্যপ্রকারেই বলিয়াছেন ঃ—অপবর্গ প্রতিপাদকধর্ম্মের ফল অর্থ নহে। সেই অপবর্গ প্রতিপাদক ধর্ম্মপ্রাণ-অর্থের ফল কখনও বিষয়ভোগ হইতে

পারে না। বিষয় ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে, তবে যতটুকু বিষয়ভোগ না করিলে জীবন রক্ষা হয় না, ততটুকু পর্য্যন্ত বিষয় ভোগ করিবে। কারণ বহুসৌভাগ্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত মনুষ্য জনম লাভ করা হইয়াছে, এ মনুষ্যজীবনটীকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। তত্ত্ব-বস্তু জানাই বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য। কেবল মাত্র তালবৃক্ষের মত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিলেই মনুষ্য-জীবনের সাফল্য হয় না। ইহলোকে ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাদি লাভ প্রয়োজন নহে ॥ ৬ ॥

আপবর্গ্যস্য, যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্ত ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদাহি মহা-পুরুষপুরুষপ্রসঙ্গ ইতি পঞ্চমস্কন্ধ গদ্যানুসারেণ অপবর্গো ভক্তিঃ, তথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে—নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জ্জনার্দ্দন!। মুক্তা এবহি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো! যতোহরে!॥ ইতি। ততঃ উক্ত-রীত্যা ভক্তিসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। অর্থায় ফলত্বায়। তথার্থস্যাপ্যেবম্ভূতধর্ম্মাব্যভিচারিণঃ কামোলাভায় ফলত্বায় নহি স্মৃতস্তত্ত্ববিদ্ভিঃ। কামস্য বিষয়ভোগস্যে-ন্দ্রিয়প্রীতির্লাভঃ ফলং ন ভবতি, কিন্তু যাবতা জীবেত তাবানেব কামস্য লাভঃ তাদৃশজীবনপর্য্যাপ্ত এব কামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। জীবস্য জীবনস্য চ পুনঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মভির্য ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোঽর্থো ন ভবতি কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈবেতি। তদেবং তত্ত্ব-জ্ঞানং যস্যা ভক্তেরবান্তরফলমুক্তম্ সৈব পরমংফল-মিতিভাবঃ। কিন্তত্তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়াং পাদ্যমেকং তুদাহৃতম্—বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতিশব্দ্যতে॥ ইতি। অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বম্ নির্দ্দিশ্যান্যস্য তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তি প্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পর-মাত্মেতি পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। বিবৃতঞ্চৈতৎ প্রাক্তনসন্দর্ভত্রয়েণ। তচ্চ ত্রিধাবির্ভাব-যুক্ত মেব তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সাক্ষাদপি ক্রিয়তইত্যাহ তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যা-ত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ ৭॥

শ্লোকোক্ত আপবর্গ শব্দের অর্থ ভক্তি, যেহেতু পঞ্চম স্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে ভারতবর্ষ বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শুকমুনি বলিয়াছেন—এই ভারতবর্ষে যিনি যে বর্ণে আছেন, সেই বর্ণবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে অপবর্গ হইয়া থাকে, সেই অপ-বর্গটী কি, তাহারই পরিচয় দিতেছেন, মনোভব, রাগ, দ্বেষ অভিনিবেশশূন্য অবাঙ্মনসগোচর সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-ভূতাত্মা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে অহৈতুকভক্তি যোগ, তাহারই নাম অপবর্গ।

সেই ভক্তিযোগটীকে অপবর্গ বলিব কেন? তাহারই হেতু দিতেছেন—"অপবৃজ্যতে অনেন ইতি অপবর্গ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ছেদনার্থ বৃজ্ ধাতু করণবাচ্যে অল্‌প্রত্যয় করিয়া অপবর্গ পদটী সাধিত হইয়াছে। জীবের নানাদেহে গতির কারণ জড় ও চেতনে অবিদ্যাজনিতগ্রন্থি, এই ভক্তিযোগে সেই গ্রন্থিটী ছিন্ন হইয়া যায়, এইজন্য অহৈতুকভক্তি যোগের নাম অপবর্গ। কিন্তু যথাবর্ণবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অহৈতুক ভক্তিযোগের আবির্ভাব হইতে পারে না, তবে ঐ ধর্ম্মটীর অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন মহাপুরুষশ্রীকৃষ্ণের-পুরুষ অর্থাৎ ভক্তজনের প্রসঙ্গ ঘটিবে তখনই অহৈতুক ভক্তিযোগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। পবিত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলে মহাপুরুষের প্রসঙ্গ পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ঐরূপ উল্লেখ করা হইল। শ্রীভগবানে অহৈতুকীভক্তিই যে মুক্তি, সেই বিষয়ে স্কন্দ-পুরাণীয়রেবাখণ্ডের একটী প্রমাণ দিতেছেন। "হে জনার্দ্দন! তোমাতে নিশ্চলা যে ভক্তি, তাহারই নাম মুক্তি। হে বিষ্ণো! যেহেতু তোমার ভক্তগণই যথার্থতঃ মুক্ত" অতএব উক্তপ্রমাণানুসারে 'আপবর্গ্যস্য' পদের অর্থ ভক্তিসম্পাদক, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্যফল শ্রীভগবানে অহৈতুকীভক্তিলাভ; এবম্ভূত ধর্ম্মের ফল কখনও অর্থ হইতে পারে না, অর্থাৎ অর্থ লাভের জন্য তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নহে।

এবম্ভূতধর্ম্মের অব্যভিচারীঅর্থের ফল কখনও বিষয়-ভোগ হইতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ ইহাই বলিয়া

থাকেন। বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিটী কখনও হইতে পারে না, কিন্তু যতটা পরিমাণে বিষয়ভোগে জীবন রক্ষা হয় ততটা পরিমাণে বিষয়ভোগ করাই কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, রাশি রাশি কর্ম্মলভ্য ইহলোক-প্রসিদ্ধ স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ফল হইতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানই যে ভক্তির অবান্তর ফল, সেই ভক্তিসাধনই সর্ব্বসাধনের মুখ্য-ফল। সেই তত্ত্ববস্তুটী কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় একটী পদ্য উদাহরণরূপে উল্লেখিত করিতেছেন ঃ—তত্ত্বজ্ঞগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, যে এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু উপাসনাভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ শব্দে শব্দিত হয়েন। এস্থলে অদ্বয়শব্দে সেই তত্ত্বের অখণ্ডত্ব নির্দ্দেশ করিয়া অন্য সমুদয় বস্তুর তাহা হইতে অপৃথক্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে তাহার শক্তিত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ সেইটীই তত্ত্ববস্তু, যাঁহাকে জানিলে কিছুই জানা বাকি থাকে না, কারণ যাঁহার ভিতরে সকল আছে, যাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই নাই, তাঁহারই নাম অদ্বয়। খণ্ডিতবস্তু জানিবার জন্য সর্ব্বশক্তিযুক্ত এই মনুষ্য জন্ম নহে। এই জগতে আমরা তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাই—একটী স্বজাতীয়, দ্বিতীয় বিজাতীয়, তৃতীয় স্বগত। মানুষে মানুষে যে ভেদ, অথবা চেতনে চেতনে যে ভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ। মানুষে ও পশুতে যে ভেদ, বা জড়ে ও অচেতনে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। কর ও চরণে যে ভেদ তাহার নাম স্বগতভেদ। যে তত্ত্ব-বস্তুটী সেই তিন প্রকার ভেদশূন্য তাহারই নাম অদ্বয়। সেই অদ্বয়বস্তুটী জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জড়প্রতিযোগী স্বপ্রকাশ। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই তত্ত্ব বস্তুটী যেমন স্বপ্রকাশ, তাহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কোনও স্বপ্রকাশ বস্তু নাই, ইহারই নাম স্বজাতীয়ভেদরহিত। দ্বিতীয়—সেই তত্ত্ব বস্তুটী যেমন স্বপ্রকাশ, তাহার বিরোধী পরপ্রকাশ কোনও জড়বস্তু তাহা হইতে পৃথক্‌রূপে নাই, এইটীর নাম বিজাতীয়ভেদরহিত। সেই তত্ত্ববস্তুটীর তিন প্রকারে আবির্ভাব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জ্ঞানিগণের হৃদয়ে ব্রহ্ম-রূপে, যোগিগণের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে ও ভক্তগণের হৃদয়ে ও বাহিরে ভগবান্‌রূপে। ঐ তিন প্রকার আবি-র্ভাবের মধ্যে সেই তত্ত্ববস্তুর শক্তিসমূহরূপে যে ধর্ম্ম আছে, সেই সকলধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞান; ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট জ্ঞানের নাম পরমাত্মা। অর্থাৎ যে স্বরূপটী মায়াশক্তি ও মায়াশক্তির কার্য্য, এবং চিচ্ছক্তির অংশ-জীবসমূহের নিয়ামক, সেই অবস্থার নাম পরমাত্মা। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানটীর নাম ভগবান্। এ সমুদয় বিষয়ের বিশেষবিচার তত্ত্ব, ভগবৎ ও পরমাত্মসন্দর্ভে পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সেইজন্য এস্থলে বিশেষ বিস্তার করা হইল না।

সেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন প্রকার আবির্ভাবযুক্ত তত্ত্বটীর ভক্তিতেই সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহাই একটী শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন। শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ জ্ঞান বৈরাগ্যনিষেবিত শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধন-লব্ধপ্রীতিলক্ষণ-ভক্তিযোগে সেই তিনপ্রকার আবি-র্ভাবযুক্ত তত্ত্বই শুদ্ধ হৃদয়ে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন; ইতি শ্লোকার্থ॥ ৭॥

ভক্ত্যা তৎকথারুচেরেব পরাবস্থারূপয়া প্রেম-লক্ষণয়া। তৎ-পূর্ব্বমেবোক্তম্ তত্ত্বম্। আত্মনি শুদ্ধে চেতসি পশ্যন্তি চ। জ্ঞানমাত্রস্য কা বার্ত্তা সাক্ষাদপি-কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং তদাত্মানং স্বরূপাখ্যজীবাখ্য-মায়াখ্যশক্তীনামাশ্রয়ম্। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া স্বাত্ম-জাভ্যাং তাভ্যাং সেবিতয়া। অতএব তে মুনয়ঃ পৃথক্ চ বিশিষ্টঞ্চ স্বেচ্ছয়া পশ্যন্তীত্যায়াতি। তদেবং শ্রুতগৃহীতয়া মুনয়ঃ শ্রদ্দধানা ইতি পদত্রয়েণ তস্যা এব ভক্তের্দৌর্ল্লভ্যং দর্শিতম্। সদ্গুরোঃ সকাশাদ্বেদান্তাদ্যখিলশাস্ত্রার্থবিচারশ্রবণদ্বারা যদি স্বাবশ্যকপরমকর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে পুনশ্চ, ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেদিতিবৎ যদি বিপ-রীত ভাবনাত্যাজকৌ মননযোগ্যতা-মননাভিনিবেশৌ স্যাতাং, ততঃ শ্রদ্দধানৈঃ সা ভক্তিরুপাসনাদ্বারা লভ্যতে ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্নাতি— আত্মা বারে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসি-তব্য ইতি। অত্র নিদিধ্যাসনমুপাসনম্, দর্শনং সাক্ষাৎকার উচ্যতে। সা চৈবং দুর্ল্লভা ভক্তিঃ হরি-

তোষণে প্রযুক্তাৎ স্বাভাবিকধর্ম্মাদপি লভ্যতে। তস্মাদ্ধরিতোষণমেব তস্য পরমফলম্ ইত্যাহ—অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবৎ-কথারুচিরই পরাবস্থারূপা প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে সেই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববস্তুটীকে শুদ্ধচিত্তে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সেই পরতত্ত্ববস্তুর জ্ঞানমাত্রের কথা আর কি বলিব—সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন ইহাই 'পশ্যন্তি" এই ক্রিয়া পদ উল্লেখের তাৎপর্য্য। সেই তত্ত্ববস্তুটী কি প্রকার—তাহারই পরিচয় দিতেছেন "আত্মানং" অর্থাৎ স্বরূপাখ্য, জীবাখ্য, মায়াখ্য শক্তিসমূহের আশ্রয়। এস্থলে আত্মাশব্দের আশ্রয়অর্থই বুঝিতে হইবে, "জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তয়া" অর্থাৎ নিজ গর্ভজাত দুইটী পুত্র যেমন নিজ জননীকে সেবা করিয়া থাকে, তেমনই ভক্তি হইতে আবির্ভূত জ্ঞান ও বৈরাগ্য কর্ত্তৃক শ্রীভক্তিদেবী সর্ব্বদা নিষেবিতা, প্রীতিলক্ষণাভক্তিযোগের যেপরিমাণে আবির্ভাব হয়, সেই পরিমাণে শ্রীভগবদনুভব ও বিষয়বৈরাগ্য স্বতঃই আবির্ভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান, বৈরাগ্যলাভের জন্য আর স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হয় না। অতএব মুনিগণ স্বেচ্ছানুসারে সেই অদ্বয়তত্ত্ব বস্তুটীকে শক্তিশূন্য কেবল চিন্মাত্রসত্তারূপে ও শক্তিবিশিষ্টরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে শ্লোকস্থ "শ্রুত গৃহীতয়া" "মুনয়ঃ" "শ্রদ্ধধানাঃ" এই তিনটী পদের উল্লেখ করাতে সেই প্রেমলক্ষণা ভক্তির দুর্ল্লভতা দেখান হইয়াছে। সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করতঃ তাঁহার নিকট হইতে বেদান্তাদি অখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিচার শ্রবণ দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করাই যদি অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বোধ হয়, এবং দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকবাক্য—"ভগবান্ ব্রহ্মকার্ৎস্নেন" এই শ্লোকে "ভগবান্ শ্রীব্রহ্মা নিজ প্রজ্ঞাবলে নিখিলবেদের তাৎপর্য্য তিন বার সমালোচনা করিয়া ইহাই নিশ্চয় করিলেন যে—যাহার অনুষ্ঠান করিলে আত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে প্রীতিলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, সেইটীই বেদের নিখিলকর্ত্তব্যোপদেশের মুকুটমণি" এইরূপ অর্থবিচারে যদি বিপরীতভাবনাত্যাজক মননযোগ্যতা ও মননাভিনিবেশ হয়, তবে তৎপরে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ভক্তগণ সেই প্রীতিলক্ষণা ভক্তিটী লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রুতিও শ্রবণমননাদির জন্য আগ্রহ করিতেছেন :—সেই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

এস্থলে দর্শনশব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার, নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ উপাসনা। সেই পূর্ব্বকথিতলক্ষণা ভক্তিটী হরিসন্তোষার্থে অনুষ্ঠিতস্বাভাবিকধর্ম্ম হইতেও লাভ হইয়া থাকে, অতএব সেই ধর্ম্মের হরিসন্তোষই যে পরম ফল তাহাই বলিতেছেন। "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অতএব বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগানুসারে পুরুষগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল হরিসন্তোষ ॥ ৮ ॥

স্বনুষ্ঠিতস্য বহুযত্নেনাচ্ছিদ্রমুপার্জ্জিতস্য ইতি তুচ্ছে স্বর্গাদি ফলে তৎপ্রয়োগোঽতীব অযুক্ত ইতিভাবঃ। যদ্যপ্যেবং শ্রীহরিসন্তোষকস্যাপিধর্ম্মস্য ফলং শ্রবণাদিরুচিলক্ষণা ভক্তিরেব তৎপ্রবর্ত্তিতায়া ভক্তেশ্চানুগতা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণা ইত্যায়াতম্, তদাসাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপা ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা, কিন্তু-ত্তদাগ্রহেণেত্যাহ তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্ত্বতাংপতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ৯ ॥

"স্বনুষ্ঠিতস্য—" অর্থাৎ বহুপ্রযত্নে নির্দ্দিষ্টভাবে উপার্জ্জিতধর্ম্মের তুচ্ছ স্বর্গাদিফলোদ্দেশ্যে প্রয়োগ, অতীব অযুক্ত, ইহাই স্বনুষ্ঠিত পদ প্রয়োগের তাৎপর্য্য। যদি এই প্রকারে শ্রীহরিসন্তোষার্থে স্বনুষ্ঠিত ধর্ম্মের হরিকথা শ্রবণাদিরুচি-লক্ষণাভক্তিই ফল, আবার সেই ভক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ সংজাত প্রীতিলক্ষণাভক্তির ও অনুগত ভাবে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণসমূহ উদিত হয়, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহের তাৎপর্য্য বুঝা গেল, তাহা হইলে সাক্ষাৎ হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিই করা কর্ত্তব্য। বৃথা ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন? এই অভিপ্রায়েই শ্রীসূতমুনি একটী শ্লোক বলিতেছেন :—অতএব একনিষ্ঠচিত্তে সর্ব্বদা ভক্তজনবল্লভ শ্রীভগবান্‌কেই শ্রবণ করা, কীর্ত্তনকরা, ধ্যানকরা ও পূজা করা কর্ত্তব্য। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯ ॥

একেন কর্ম্মাদ্যাগ্রহশূন্যেন। শ্রবণমত্র নামগুণাদীনাং, তথাকীর্ত্তনঞ্চ। তত্রৈবান্তিমভূমিকা-

পর্য্যন্তাং সুগমাং শৈলীং বক্তুম্ ধর্ম্মাদিকষ্টনিরপেক্ষেণ যুক্তিমাত্রেণ তৎপ্রথমভূমিকাং শ্রীহরিকথারুচিমুৎপাদয়ন্ তস্য গুণং স্মারয়তি—যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্। ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥ ১০ ॥

"একেন" কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আগ্রহশূন্য মনের দ্বারা। এস্থলে শ্রবণ বলিতে জ্ঞানাঙ্গসাধন শ্রবণ মননাদি নহে, শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর প্রভৃতির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। কীর্ত্তন ও স্মরণের সেইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। সেই ভক্তি অনুষ্ঠান প্রসঙ্গেই ভক্তির অন্তিমভূমিকা প্রীতিলক্ষণাভক্তির সুখসাধ্যত্ব ও সুখভাবত্ব বলিবার জন্য ধর্ম্মাদিঅনুষ্ঠান কষ্টনিরপেক্ষ যুক্তিমাত্রের দ্বারা ভক্তির প্রথম ভূমিকা শ্রীহরিকথারুচিটী উৎপাদন করিবার জন্য সেই ভক্তিযোগের গুণ একটী শ্লোকে বলিতেছেন ঃ—সংযতচিত্ত বিবেকিগণ অনবরত শ্রীভগবৎ ধ্যানরূপ-খড়্গের দ্বারা নানাদেহে অহঙ্কাররূপ কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। কোন্ জন সেই হরির কথাতে রতি অর্থাৎ রুচি না করিয়া থাকিতে পারে? ইতি শ্লোকার্থ ॥১০॥

কোবিদা বিবেকিনঃ, যুক্তাঃ সংযতচিত্তা, যস্য-হরেঃ, অনুধ্যা অনুধ্যানং, চিন্তনমাত্রমেবাসিস্তেন খড়্গেন গ্রন্থিং নানাদেহেম্বহঙ্কারং নিবধ্নাতি যত্তৎকর্ম্মচ্ছিন্দন্তি। তস্যৈবংভূতস্য পরমদুঃখাদুদ্ধর্ত্তুঃ কথায়াং রতিং কো ন কুর্য্যাৎ। নন্বেবমপি তস্য কথারুচির্মন্দভাগ্যানাং ন জায়ত ইত্যাশঙ্ক্য তত্রোপায়ং বদন্ তামারভ্য নৈষ্ঠিকীপর্য্যন্তাং ভক্তিমুপদিশতি পঞ্চভিঃ—শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ১১ ॥

সৎ অসৎ বিচারে চতুর জন, "যুক্তা" ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানে সংযতচিত্ত অর্থাৎ লয়বিক্ষেপাদিরহিত, "অনুধ্যানাসিনা" অনবরত ভগবচ্চিন্তা-খড়্গদ্বারা, "কর্ম্মগ্রন্থি নিবন্ধনং" যে কর্ম্ম নানা দেহে অহঙ্কার উৎপাদন করে এবম্ভূত কর্ম্মরাশিকে ছেদন করিয়া থাকে; এবম্ভূত কর্ম্মদুঃখ হইতে উদ্ধারকারী শ্রীহরির কথাতে কোনজন রতি না করিয়া থাকিতে পারে? এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইলেও একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মন্দভাগ্য জনগণের সেই পরমকারুণিক হরির কথাতে রুচি জন্মে না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই রুচিলাভের উপায়টী বলিতে বলিতে হরি-কথা রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী শ্লোকে নৈষ্ঠিকী ভক্তি পর্য্যন্ত উপদেশ করিতেছেন। "হে বিপ্রগণ! পবিত্র তীর্থের নিষেবণ হইতে প্রায়শঃ মহাপুরুষগণের সেবা করিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়, সেই সেবা হইতে হরি কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রবণেচ্ছুজনের বাসুদেবকথায় রুচির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১১ ॥

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা ইত্যাদ্যনুসারেণ প্রায়স্তত্রমহৎসঙ্গো ভবতীতি তদীয়টীকানুমত্যা চ পুণ্যতীর্থনিষেবণাদ্ধেতোর্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা মহৎসেবা তয়া বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্রভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে; তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধাভবতি; তদীয়স্বাভাবিকপরস্পরভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তৎশৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে; তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি। তথা চ মহৎস্যএব শ্রুতা ঝটিতি কার্য্যকরীতিভাবঃ। তথাচ কপিলদেববাক্যং—সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো। ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা ইত্যাদি। ততশ্চ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥ ১২ ॥

নিরভিমানী ঋষিগণ যদ্যপি সতত হরিধ্যানে পরম পবিত্র, তথাপি ভূমণ্ডলমধ্যে বহুল পবিত্র তীর্থে গমন ও বাসাদি দ্বারা ঐসকল তীর্থকে পবিত্র করিয়া থাকেন। এই দশম স্কন্ধের সপ্তাশী অধ্যায়ে পঁয়ত্রিশ শ্লোকানুসারে প্রায়শঃ সেই পবিত্র তীর্থস্থানে মহাপুরুষের সঙ্গ পাইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার অভিপ্রায় অনুসারে ও পুণ্যতীর্থ নিষেবণ হেতু যদৃচ্ছাক্রমে মহৎ সেবাটী লাভ হয়। সেই মহতের সেবা দ্বারা বাসুদেব কথায় রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যান্তর উদ্দেশ্যেও পবিত্রতীর্থে ভ্রমণকারী

জীবের তীর্থসেবনোদ্দেশ্যে সমাগত অথবা সেই পবিত্রতীর্থে অবস্থিত মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিরূপসেবা বিনাযত্নে আপনিই হইয়া থাকে, কারণ, বহির্মুখ জীবের পক্ষে মহাপুরুষগণের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি থাকা অসম্ভব। সেই মহাপুরুষগণের দর্শন ও স্পর্শাদিপ্রভাবে তাঁহাদিগের আচরণে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে সেই মহাপুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ পরস্পর ভগবৎ কথাতে, 'ইহাঁরা কি বলিতেছেন শ্রবণ করি', এইরূপ ইচ্ছাটীও হইয়া থাকে। তখন সেই মহাপুরুষের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথাশ্রবণজন্য সেই ভগবৎকথাতে রুচিরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই প্রকারে বহির্মুখ জীবের পবিত্রতীর্থ নিষেবণ দ্বারা শ্রীহরিকথায় রুচি লাভের সম্ভাবনা আছে। এই শ্রীহরি-কথা মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিলেই অতি সত্বর কার্য্যকরী অর্থাৎ রুচি প্রভৃতির উদয়কারিণী হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজ জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন 'হে মাতঃ! সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার প্রভাবজ্ঞাপক, জীবের হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা হইয়া থাকে। সেইকথা আসক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে অতি সত্বর শ্রদ্ধা, (সাধন ভক্তি) রতি, (ভাব-ভক্তি) ভক্তি (প্রেমভক্তি) অনুক্রমে আবির্ভূতা হয়। এই শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে। সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরি কথায় রুচি লাভের পর, যাহাঁর কথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তন জীবমাত্রের হৃদয়শোধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণও নিজকথা শ্রবণকারিভক্তগণের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া অশুভ বাসনা সকল বিদূরিত করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি সাধুগণের পরমবন্ধু। ইতি শ্লোকার্থ ॥১২॥

কথাদ্বারা অন্তস্থো ভাবনাপদবীং গতঃ সন্ হরি রভদ্রাণি বাসনাঃ। ততশ্চ, নষ্টপ্রায়েম্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৩ ॥

"অন্তস্থঃ" কথা শ্রবণ দ্বারা চিন্তাপথের পথিক হইয়া শ্রীহরি "অভদ্রাণি" বিবিধদুর্ব্বাসনা বিদূরিত করিতে থাকেন, অর্থাৎ যতই হৃদয়ে শ্রীহরি-চিন্তার উদয় হইতে থাকে, ততই হৃদয় হইতে দুর্ব্বাসনা বিদূরিতা হয়, তদনন্তর সকল দুর্ব্বাসনা নষ্টপ্রায় হইলে, ভগবদ্ভক্ত ও ভাগবতশাস্ত্রের নিত্যসেবা দ্বারা উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১৩ ॥

নষ্টপ্রায়েষু নতু জ্ঞানমিব সম্যঙ্নষ্টেষু ইতি-ভক্তের্নিরর্গলস্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবত-শাস্ত্রস্য বা সেবয়া ভক্তিরনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী-সন্ততা এব ভবতি। তদৈব ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-স্মৃতীত্যাদ্যুক্তরীত্যা সর্ব্ববাসনানাশাৎ চিত্তং শুদ্ধসত্ত্বমগ্নং সৎ ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারযোগ্যং ভবতী-ত্যাহ—তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৪ ॥

"নষ্ট প্রায়েষু" জ্ঞানিগণের যেমন জ্ঞানসাধনে অশুভ বাসনা সম্যক্ নষ্ট না হইলে ধ্রুবানুস্মৃতির উদয় হয় না, অর্থাৎ লয়বিক্ষেপাদিদ্বারা জীবের অভেদচিন্তার বাধা নিবৃত্তা হয় না, ভক্তিমার্গে সেই প্রকার সম্যক্ বাসনা নিবৃত্তির অপেক্ষা নাই। সূক্ষ্মরূপে বিষয়বাসনার সত্তা থাকা সত্ত্বেও ভক্তি অনুষ্ঠানে অথবা অনবরত ভগবদ্ধ্যানে অপ্রতিহতগতি গঙ্গার স্রোতের মত শ্রীহরিচরণ-সিন্ধুর প্রতি অবিচ্ছিন্ন মননগতি প্রবৃত্তা হইয়া থাকে। লয়, বিক্ষেপ, কষায় রসাস্বাদ এবং অপ্রতিপত্তিতে তাহার মনোগতিকে ভগবচ্চরণসিন্ধু হইতে বিচলিত করিতে পারে না। এই অবস্থার নাম নিষ্ঠাভক্তি অথবা ধ্রুবানুস্মৃতি। "ভাগবত সেবয়া" ভগবদ্ভক্ত অথবা ভাগবতশাস্ত্রের সেবাদ্বারায়, তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণের সেবা, প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যাভেদে দুই প্রকার। শ্রীভাগবতের সেবা, শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ ভেদে তিন প্রকার। সেই সেবা করিতে করিতে ভগবানে অনবরতধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকীভক্তি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই অবিচ্ছেদরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তখনই একাদশ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে উক্ত "ত্রিভুবনের বিভব-প্রাপ্তির হেতুতেও ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে যাহার মতি লবনিমেষার্দ্ধকালের জন্যও বিচলিতা হয় না—তিনিই বৈষ্ণবচূড়ামণি" এই রীতিঅনুসারে সর্ব্ববাসনা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই চিত্তটী বিশুদ্ধসত্ত্বে নিমজ্জিত হইয়া ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে।

ইহাই একটী শ্লোকে বলিতেছেন ঃ—তখন রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে জাত লয় ও বিক্ষেপ, এবং কামলোভ প্রভৃতি ভগবচ্চিন্তার বাধক কষায়রসাস্বাদ ও অপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না; অর্থাৎ লয়, বিক্ষেপ, কষায়রসাস্বাদ ও অপ্রতিপত্তি তাঁহার ভগবচ্চিন্তার বাধা জন্মাইতে অসমর্থ হয়, যেহেতু তাহার চিত্ত, বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান করে বলিয়া সতত প্রসন্ন থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১৪ ॥

রজশ্চ তমশ্চ যে চ তৎপ্রভবা ভাবাঃ কামাদয় এতৈরিত্যন্বয়ঃ। এবংপ্রসন্নমনসোভগবদ্ভক্তিযোগতঃ। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ১৫ ॥

রজঃ ও তমঃ, এবং রজঃ ও তমঃ হইতে সমুৎপন্ন কামলোভপ্রভৃতিভাবসমূহ, এই সকলের দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। তৎপর ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের আবির্ভাবটী একটিশ্লোকে বলিতেছেন। এই প্রকারে প্রসন্নচিত্ত মুক্তসঙ্গভক্তের ভগবদ্ভক্তি-যোগ প্রভাবে ভগবত্তত্ত্বের অনুভব হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১৫ ॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ প্রসন্নমনসঃ ততো মুক্তসঙ্গস্য ত্যক্তকামাদিবাসনস্য, ভক্তিযোগতঃ পুনরপি ক্রিয়মাণাত্তস্মাদ্বিজ্ঞানং সাক্ষাৎকারো মনসি বহির্ভাবনাং বিনৈবানুভবো যঃ স জায়তে। তস্য চ পরমানন্দৈকরূপত্বেন সতঃ ফলরূপস্য সাক্ষাৎকারস্যানুসঙ্গিকং ফলমাহ—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাদি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ৬ ॥

"এবং" পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রসন্নচিত্ত, অতএব মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ কামাদিবাসনারহিতভক্ত পুনর্ব্বারঅনুষ্ঠিতভক্তিযোগ হইতে বাহিরেতে ভাবনা না করিয়াই মনে ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অনুভব করিতে পারে, সেই ভগবৎসাক্ষাৎকারটী পরম আনন্দস্বরূপ, অতএব ঐ সাক্ষাৎকারটী ভগবদ্ভক্তির ফলস্বরূপ। সেই সাক্ষাৎকারের আনুসঙ্গিকফল একটি শ্লোকে বলিতেছেন ঃ—সেই ঈশ্বরপরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিলে দেহাদিরপ্রতি হৃদয়ের অহঙ্কাররূপগ্রন্থিভেদ হইয়া যায়, সকলসংশয় কাটিয়া যায়, ও সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয়, এ তিনটীই ভগবৎসাক্ষাৎকারের মুখ্য ফল নহে, কিন্তু আনুসঙ্গিকফল, যেমন পাকাদির জন্য চুল্লীতে অগ্নি প্রজ্জালন করিলে তাহার আনুসঙ্গিককার্য্য অন্ধকার নাশ, বস্তুর প্রকাশ এবং ভয় ও শীতাদি নিবৃত্তি, তেমনই ভগবৎসাক্ষাৎকার হইতে পূর্ব্বোক্ত তিনটী নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

হৃদয়গ্রন্থিরূপোঽহঙ্কারঃ। সর্ব্বসংশয়াশ্ছিদ্যন্তে ইতি শ্রবণমননাদিপ্রধানানামপি তস্মিনদৃষ্ট এব সর্ব্বে সংশয়াঃ সমাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রবণেন তাবজ্‌জ্ঞেয়গতাসম্ভাবনা শ্ছিদ্যন্তইতি মননেন তদ্‌গতবিপরীতভাবনা সাক্ষাৎকারেণ ত্বাত্মযোগ্যতাগতাসম্ভাবনাবিপরীতভাবনে ইতি জ্ঞেয়ম্। ক্ষীয়ন্তে তদিচ্ছামাত্রেণৈব ন কিঞ্চিদেব তেষ্ববশিষ্যতইত্যর্থঃ। অত্র প্রকরণার্থে সদাচারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—অতো বৈ কবয়োনিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা। বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ১৭ ॥

দেহাদিতে অহঙ্কারই হৃদয়ের গ্রন্থি, যাহারা অনবরত জ্ঞানসাধনের অঙ্গরূপ-শ্রবণমননাদিকেরই প্রধানরূপে অনুষ্ঠান করিতেছে তাহাদেরও সেই পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেই সর্ব্বপ্রকার সংশয় মিটিয়া যায়; তন্মধ্যে শ্রবণের দ্বারা জ্ঞেয়পরতত্ত্বগত অসম্ভাবনা নিবৃত্তা হয়, মনন দ্বারা জ্ঞেয়গত বিপরীতভাবনা নিবৃত্তা হয়, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা কিন্তু নিজযোগ্যতাগত অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিবৃত্তা হয় ঃ—সংশয়নিবৃত্তির প্রকারটী এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভগবদিচ্ছামাত্রেই নিখিলকর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ কৃত, ক্রিয়মাণ ও করিষ্যমাণ কর্ম্মের কিছুমাত্রও থাকে না এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। যেহেতু ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম্মক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সম্পূর্ণক্ষয়টী ভগবৎসাক্ষাৎকারেই হইয়া থাকে, এস্থানের অভিপ্রায়টী এই ভাবেই বুঝিতে হইবে। এই প্রকরণে বর্ণিত বিষয়ে সদাচার দেখাইয়া প্রকরণটীর উপসংহার করিতেছেন। অতএব বিজ্ঞজন পরম আনন্দের সহিত ভগবান্ বাসুদেবে নিত্যচিত্তশোধনকারিণী ভক্তিটী করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

আত্মপ্রসাদনীং মনসঃ শোধনীম্। ন কেবলমেতাবদ্গুণত্বং তস্যাঃ কিঞ্চপরময়া মুদেতি কর্ম্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং প্রত্যুত সুখরূপমেবেত্যর্থঃ। অতএব নিত্যং সাধকদশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চ তাবৎকুর্ব্বন্তীত্যুক্তম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৩—১৭ ॥

তদেবং কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যযত্নপরিত্যাগেন ভগবদ্ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতিমতম্। কর্ম্মবিশেষরূপং দেবতান্তরভজনমপি ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ সপ্তভিঃ। তত্রান্যেষাং কা বার্ত্তা, সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বমাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ প্রত্যুত রজস্তমোপবৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্মশিবাবপি শ্রেয়োঽর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যত্র দ্বৌ-শ্লোকৌ পরমাত্মসন্দর্ভ এবোদাহৃতৌ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষঃ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্রখলু সত্ত্বতনোর্নৃণাংস্যুঃ। পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তুরজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনমিতি। সত্ত্বতনোঃ সত্ত্বশক্তেঃ। ত্রয়ীময়স্ত্রয্যুক্তকর্ম্মপ্রচুরঃ। দারুস্থানীয়ংতমঃ। ধূমস্থানীয়ং রজঃ। অগ্নিস্থানীয়ং সত্ত্বং। ত্রয্যুক্তকর্ম্মস্থানীয়ং ব্রহ্ম। ত্রয্যুক্তকর্ম্ম যথাগ্নাবেব সাক্ষাৎ প্রবর্ত্ততে নান্যয়োস্তদ্বৎ পরব্রহ্মভূতো ভগবানপি সত্ত্ব এবেত্যর্থঃ। দেবতান্তরপরিত্যাগেনাপি ভগবদ্ভক্তৌ সদাচারং প্রমাণয়তি—ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজং। সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনুতানিহ। ১৮ ॥

"আত্মপ্রসাদনীং" অর্থাৎ মনঃশোধনকারিণী। ভক্তির কেবল এইমাত্র গুণ নহে, কিন্তু "পরময়া মুদা" অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান যেমন সাধন ও সাধ্যকালে দুঃখপ্রদ, কিন্তু ভক্তিঅনুষ্ঠান সেরূপ নহে। ইহা সাধনেও সুখরূপ, সাধ্যকালেও সুখরূপই, "পরময়া মুদা" এই পদটী উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইলেন। অতএব সাধনকালেও আনন্দরূপ, সাধ্যকালেও আনন্দরূপ; এইজন্য "নিত্যং" সাধকদশায় এবং সিদ্ধদশায়ও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই "নিত্য" পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে। ১ ॥ ২ ॥ ৩ শ্লোক হইতে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীসূত গোস্বামী এইরূপই বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই প্রকারে কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতির প্রতি যত্ন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে ভক্তির অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য—ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য। কর্ম্মের একটী অবস্থাবিশেষরূপ দেবতান্তর ভজনও কর্ত্তব্য নহে, ইহাই সাতটী শ্লোকের দ্বারা শ্রীসূতগোস্বামী বলিতেছেন। সেই দেবতান্তর উপাসনার মধ্যে ইন্দ্রাদিদেবতাগণের উপাসনার কথা দূরে থাকুক, শ্রীভগবানেরই গুণাবতার হইলেও শ্রীবিষ্ণুর মত সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব অভাবজন্য এবং সান্নিধ্যমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারকত্ব না থাকায়, প্রত্যুত রজস্তমো গুণের দ্বারা আবৃত হওয়ায় শ্রেয়ঃ অর্থিগণের ব্রহ্মা, শিবও উপাস্য নহেন এই বিষয়ে পরমাত্মসন্দর্ভেই দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। একই পরমপুরুষ সেই তিনটী গুণ যুক্ত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য সত্ত্বগুণে হরি, রজোগুণে ব্রহ্মা ও তমোগুণে হর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু হইতেই মানব সকলের পরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী-বিকার কাষ্ঠ হইতে ধূম, তাহা হইতে উত্থিত অগ্নি, সেই অগ্নিতেই যজ্ঞ কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তেমনই কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণ, ধূমস্থানীয় রজোগুণ, অগ্নিস্থানীয় সত্ত্বগুণ, বেদোক্ত কর্ম্মস্থানীয় ব্রহ্ম। কাষ্ঠ-অবস্থায় এবং ধূম-অবস্থায় যেমন যজ্ঞকার্য্য হইতে পারে না, কিন্তু প্রকাশবহুল অগ্নিতেই সাক্ষাৎ যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয়, তেমনই কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণে আবৃত শিব হইতে ও ধূমস্থানীয় রজোগুণে আবৃত ব্রহ্মা হইতে মানবের পরতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকাশবহুল সান্নিধ্যমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক শ্রীবিষ্ণু হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ পরমকল্যাণ সাধিত

হইয়া থাকে। দেবতান্তর পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে সদাচার দেখাইতেছেন। অতএব পূর্ব্বমুনিগণ বিশুদ্ধমূর্ত্তি অধোক্ষজ শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সেই সকল মুনিগণের অনুগত হইয়া দেবতান্তরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করেন তাঁহারাই পরম কল্যাণ অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ মঙ্গল লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ॥ ১৮॥

অথ অতো হেতোঃ। অগ্রে পুরা। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমূর্ত্তিং ভগবন্তং। প্রাকৃতসত্ত্বাতীতত্বঞ্চ তস্য বিবৃতং ভগবৎসন্দর্ভে। অতো যে তাননুবর্ত্তন্তে তে ইহ সংসারে ক্ষেমায় কল্পন্তে। নন্বন্যান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে? সত্যং যতস্তে সকামাঃ। কিন্তু মুমুক্ষবোঽপি অন্যান্ন ভজন্তে কিমুত তদ্ভক্ত্যেকপুরুষার্থা ইত্যাহ—মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ ১৯॥

"অথ" এইহেতু, অর্থাৎ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে—এইজন্য। "অগ্রে" পূর্ব্বকালে। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মকমূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বটী যে প্রাকৃতসত্ত্বগুণের অতীত, তাহা শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রাকৃতসত্ত্ব বিশুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ যে সত্ত্বগুণে রজো বা তমোগুণ মিশ্রিত নাই, তাহারই নাম বিশুদ্ধসত্ত্ব। প্রাকৃত সত্ত্বের সততই রজঃ তমঃ গুণ সহভাব ছাড়া থাকা অসম্ভব। যে স্বর্ণে তামা পিত্তল থাকে না তাহাকেই যেমন বিশুদ্ধস্বর্ণ বলা হয়, তেমনই যে সত্ত্বে রজঃ তমঃ গুণের মিশ্রণ নাই, তাহাকেই বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই তিন শক্তির অন্য নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং প্রকাশের ক্ষমতার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব। শ্রীবিষ্ণু সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূর্ত্তি অর্থাৎ (স্বয়ং প্রকাশ) নিজ শক্তিতে প্রকাশশীল। নারায়ণাধ্যাত্মে এই কথাটী বলিয়াছেন,—"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেৎ পরমং প্রভুম্॥" শ্রীভগবান্ যদ্যপি নিত্যই অব্যক্ত অর্থাৎ কোন সাধনেই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তথাপি তিনি নিজ শক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার নিজ শক্তি বিনা সেই অনন্ত স্বরূপ প্রভুকে কোন্ জন দেখিতে সমর্থ হইতে-পারে? অতএব যাঁহারা মুনিগণের অনুগতভাবে ভজন করিতে পারেন, অর্থাৎ দেবতান্তরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই ভক্তি করেন, তাঁহারাই এই সংসারে ভগবদ্দর্শনরূপ মঙ্গললাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একটী প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—অন্য ভৈরবপ্রভৃতি দেবতাগণকেও কেহ কেহ ভজন করিতেছে ইহা দেখা যায় কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—ইহা সত্য বটে, যেহেতু তাহারা সকাম। কিন্তু যাহারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন তাঁহারাই ভৈরব প্রভৃতি দেবতাগণকে ভজন করেন না। আর যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানেন, তাঁহারা যে ঐ সমস্ত দেবতান্তরগণকে ভজন করেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কথাটী একটী শ্লোকে দেখাইতেছেন, মুমুক্ষুগণ ঘোরমূর্ত্তি ভূতপতি ভৈরবাদিকে পরিত্যাগ করিয়া এবং দেবতান্তরের অনিন্দুক হইয়া প্রশান্তচিত্তে শ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি সকল ভজন করিয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ॥১৯॥

ভূতপতীনিতি-পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণম্। অনসূয়বো দেবতান্তরানিন্দকাঃ। ননু কামলাভোঽপি লক্ষ্মীপতিভজনে ভবত্যেব তর্হি কথমন্যাংস্তে ভজন্তে তত্রাহ—"রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ"॥ ২০॥

"ভূতপতীন্" শ্লোকোক্ত ভৈরব প্রভৃতি পদটী পিতৃপুরুষ ও প্রজাপতি প্রভৃতির উপলক্ষণ অর্থাৎ গ্রাহক। "অনসূয়বঃ" দেবতান্তরের অনিন্দুক। এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণকে ভজন করিলে কামনাও পূরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ভৈরবাদি দেবতান্তরের

ভজন করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে একটী শ্লোক বলিতেছেন :—যাহারা সকাম তাহারা প্রায়ই রাজস তামস প্রকৃতি সম্পন্ন বলিয়াই রজঃ তমঃ প্রকৃতি ভৈরব প্রমুখ পিতৃ প্রজাপতি প্রভৃতির স্বভাবের সহিত তাহাদের সাম্য আছে এইজন্যই সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি কামনায় পিতৃপুরুষ ভূতপতি ও প্রজাপতি প্রভৃতিকে ভজন করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২০ ॥

রজস্তমঃ প্রকৃতিত্বেনৈব পিত্রাদিভিঃ সমং শীলং যেষাং। সমশীলত্বাদেব তদ্ভজনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। ততো বাসুদেব এব ভজনীয় ইত্যুক্তম্। সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্যাঞ্চ তত্রৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাং—"বাসুদেবপরাবেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরোযোগোবাসু-দেবপরাঃ ক্রিয়াঃ। বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেব-পরং তপঃ। বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২১ ॥

রজস্তমঃস্বভাব বলিয়া পিতৃভূত প্রজেশাদির সহিত সকাম পুরুষদিগের স্বভাবের ঐক্য আছে, এইজন্য তাহাদেরই ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। যখন শ্রীবাসু-দেবকে ভজন করিলেই পুরুষদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তখন শ্রীবাসুদেবকেই ভজন করা কর্তব্য—ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীবাসুদেব ভজনই যে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাহাই দুইটী শ্লোকে দেখাইতেছেন। বেদসকল শ্রীবাসুদেব প্রতিপাদক। যজ্ঞসকল বাসুদেব আরাধনপর। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গক্রিয়া সকল বাসুদেব প্রাপ্তির উপায়। ক্রিয়াসকলও বাসুদেব প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। জ্ঞান শাস্ত্রেরও তাৎপর্য্য শ্রীবাসুদেবেই, জ্ঞান সাধনেরও উদ্দেশ্য শ্রীবাসুদেব সাক্ষাৎকারই। ধর্ম্মশাস্ত্রেরও বাসুদেব তৎপরতা। শ্রীবাসুদেবই একমাত্র পরমাশ্রয় অর্থাৎ পরম প্রাপ্য। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২১ ॥

টীকা চ—বাসুদেবঃ পরস্তাৎপর্য্যগোচরো যেষাং তে। ননু বেদা মখপরা দৃশ্যন্তে ইত্যাশঙ্ক্য তেঽপি তদারাধনার্থত্বাত্তৎপরা এবেত্যুক্তম্। যোগা-যোগশাস্ত্রাণি। তেষামপ্যাসনপ্রাণায়ামাদি ক্রিয়া পরত্বমাশঙ্ক্য তাসামপি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাত্তৎপরত্ব-মুক্তম্। জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রম্। ননু তজ্জ্ঞানপরমে-বেত্যাশঙ্ক্যজ্ঞানস্যাপি তৎপরত্বমুক্তম্। তপোঽত্র জ্ঞানম্। ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রং দানব্রতাদিবিষয়ং। ননু-তং স্বর্গাদিপরমিত্যাশঙ্ক্য গম্যতে--ইতিগতিঃ স্বর্গাদিফলং, সাপি তদানন্দাংশরূপত্বাত্তৎপরৈবেত্যু-ক্তম্। যদ্বা বেদা ইত্যনেনৈব তন্মূলত্বাৎ সর্ব্বাণি অপি বাসুদেবপরাণীত্যুক্তম্। ননু তেষাং মখযোগ-ক্রিয়াদিনানার্থপরত্বান্ন তদেকপরত্বমিত্যাশঙ্ক্য মখাদী-নামপি তৎপরত্বমুক্তমিতি-দ্রষ্টব্যমিত্যেষা। অত্র যোগাদীনাং কথঞ্চিদ্ভক্তিসচিবত্বেনৈব তৎপরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যম্। তদেবং দ্বাবিংশত্যা—তদ্ভজনস্যৈ-বাভিধেয়ত্বং দর্শয়িত্বা পূর্ব্বোক্তম্ সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়-মেব স্থাপয়তি—স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্ম-মায়য়া। সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণোবিভু-রিত্যাদি ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার ব্যাখ্যা "বাসুদেবপরা বেদাঃ"—সকলবেদের তাৎপর্য্যগোচর শ্রীবাসুদেব অর্থাৎ নিখিল বেদ কোথাও গৌণীবৃত্তিতে কোথাও বা মুখ্যাবৃত্তিতে কোথাও বা অন্বয়মুখে কোথাও ব্যতিরেক মুখে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

গৌণমুখ্য বৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা সেই কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

(শ্রীচৈঃ সনাতনশিক্ষা)

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহং

(গীতা)

এই ব্যাখ্যায় কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, নিখিল বেদ মখ—অর্থাৎ যজ্ঞ প্রতিপাদনের জন্যই প্রবৃত্ত, তুমি বাসুদেবপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "বাসুদেবপরা মখাঃ" সেই সমস্ত যজ্ঞও বাসুদেবের আরাধনার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যেহেতু "সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরোহরিঃ" অতএব সেই যজ্ঞ সমস্তও বাসুদেব-পরই। "বাসুদেবপরো যোগঃ" যোগশাস্ত্র সকলও বাসুদেবপর, যেহেতু "ঈশ্বরপ্রনিধানাদ্বা" এই পাতঞ্জল সূত্রের ঈশ্বর—শ্রীবাসুদেবের প্রনিধানেইতাৎপর্য্য দেখা যায়, এইরূপ ব্যাখ্যায় কেহ মনে করিতে পারেন যে সেই সকল যোগশাস্ত্রেরও আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়াতেই তাৎপর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে যোগশাস্ত্রের বাসুদেব-পরত্ব কিরূপে হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ" সেই আসন প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া সকলেরও ঈশ্বর বাসুদেব প্রাপ্তির হেতুত্ব আছে বলিয়া নিখিল যোগশাস্ত্রের লক্ষ্য বাসুদেবই হইয়াছেন। "বাসু-দেবপরং জ্ঞানং" জ্ঞানশাস্ত্র ও বাসুদেব প্রতিপাদক। তাহার উপরেও একটী আশঙ্কা আসিতে পারে যে—জ্ঞানের অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের চিৎস্বরূপ সাম্য-অভেদানুসন্ধানই তাৎপর্য্য। তুমি বাসুদেবপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, জ্ঞানসাধনেরও তাৎপর্য্য বাসুদেবেরই অনুভবে। যেহেতু শ্রীভগবদ্গীতাতে—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

এই শ্লোকে জ্ঞানের মুখ্যতাৎপর্য্য বাসুদেবস্বরূপের অনুভূতিতেই দেখা যায়। "বাসুদেবপরং তপঃ" এস্থলে তপঃ শব্দের অর্থ জ্ঞান। পূর্ব্বে "বাসুদেবপরং জ্ঞানং" এই জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞান-অধ্যাত্মশাস্ত্র করা হইয়াছে। এখানে জ্ঞান বলিতে জ্ঞানসাধনরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীভগ-বদ্গীতাতে এইরূপই উল্লেখ দেখা যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "অমানিত্বমদম্ভিত্বম্" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ এই পর্য্যন্ত শ্লোকে শ্রীবাসুদেবে অব্যভিচারিণী ভক্তিরই জ্ঞানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং বাসুদেবে ভক্তির বিরোধিজ্ঞানেরই অজ্ঞান-রূপে অবধারণ করা হইয়াছে। "বাসুদেবপরোধর্ম্মঃ" দানব্রতাদি প্রতিপাদক সকাম ধর্ম্মশাস্ত্রও বাসুদেবপর। এই ব্যাখ্যার উপরে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—দানব্রতাদি সকামধর্ম্মের ফলস্বরূপ পুরুষার্থ রূপে স্বর্গাদিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—"বাসুদেবপরা গতিঃ"। যে জিনিষটী পাওয়া যায় তাহার নাম গতি। যেহেতু গম্ ধাতুর প্রাপ্ত্যর্থেও প্রয়োগ আছে। অতএব সকাম ধর্ম্মের ফল স্বর্গাদি। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—সেই স্বর্গাদি সুখও অখণ্ডআনন্দস্বরূপ শ্রীবাসুদেবেরই আনন্দের অংশ বলিয়া স্বর্গীয় সুখকে পুরুষার্থ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু পরমানন্দ বস্তুই মুখ্য পুরুষার্থ। সেই আনন্দই বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে দুই প্রকারে অবস্থিত। মায়ার পর পারে স্বরূপরাজ্যে যে আনন্দ তাহা বিম্ব, আর মায়াময় সংসারে যে আনন্দ তাহা যথার্থতঃ আনন্দ নহে—আনন্দের একটী প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যেমন গগনে উদিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই প্রতিবিম্ব চন্দ্রের মত দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা বাস্তবিক চন্দ্র নহে। সেই প্রকার বৈষয়িকসুখ বিশুদ্ধ-আনন্দেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যেমন বিম্ব চন্দ্র না থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব জলে প্রতিভাত হয় না, তেমনই বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ বাসুদেবেরই সত্তায় জাগতিক সুখ সুখরূপেপ্রতিভাত হয়। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলেন "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" অন্যভূতোপাধি জীবসমূহ এই আনন্দেরই কণা লাভে জীবিত আছে। অতএব সেই সকাম ধর্ম্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য্যও শ্রীবাসুদেবে। অথবা "বাসুদেবপরা বেদা" প্রভৃতি বাক্যের অন্য অর্থ ও প্রকাশ পায়। নিখিল বেদের তাৎপর্য্য যদি শ্রীবাসুদেব হইলেন, তাহা হইলে বেদকে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্ত নিখিলশাস্ত্র ও নিখিলসাধন অবশ্যই বাসুদেবপরই, তাহা না হইলে সকলশাস্ত্র ও সকলসাধন অবৈদিক অর্থাৎ বেদ বাহ্য হইয়া পড়ে। তাহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সেই সকল শাস্ত্র ও সাধনের লক্ষ্য মখ-যোগ-ক্রিয়াদি নানা প্রকার দেখা যায়। অতএব শাস্ত্রে ও সাধনসমূহের বাসুদেবেই মুখ্য তাৎপর্য্য কেমন করিয়া হইতে পারে? তাহারই উত্তরে পৃথক মখ যোগ ক্রিয়াদির বাসুদেবই এক মাত্র তাৎপর্য্য ইহা দেখাইবার জন্যই পুনশ্চ ঐ সকলের পৃথক পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে, এইটীই বিশেষ দেখিবার বিষয়। এই পর্য্যন্ত শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা করা হইল। "বাসুদেবপরা বেদাঃ" এই শ্লোকে যোগাদি

সাধনের কোন প্রকারে ভগবদ্ভক্তি সাধনে সাহায্যকারিত্ব আছে বলিয়াই, বাসুদেবই এই সকল শাস্ত্রের ও সাধনের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বাবিংশতিশ্লোকে শ্রীসূতমুনি ভগবদ্ভজনেরই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখাইয়া পূর্ব্ববর্ণিত সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় শ্রীবাসুদেবেই স্থাপন করিয়া একটী শ্লোকে বলিতেছেন—অগ্রে সেই ভগবান্ বাসুদেবই নিজ অধীনা কার্য্যকারণরূপা গুণময়ী মায়াদ্বারা মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মায়া দ্বারা সকল সৃষ্টি করিয়াও তিনি মায়া-গুণে-অলিপ্ত। যেহেতু তিনি বিভু অর্থাৎ ব্যাপক, সেইজন্য পরিচ্ছিন্নবস্তু মায়া অপরিচ্ছিন্ন বস্তু বাসুদেবকে আবরণ করিতে পারে না। ইতি শ্লোকার্থ॥ ২২॥

টীকাচ—জগৎসর্গপ্রবেশনিয়মনাদিলীলাযুক্তে বস্তুনি সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়োদৃশ্যতে কথং বাসুদেব-পরত্বং সর্ব্বস্য তত্রাহ স এবেতি চতুর্ভিরিত্যেষা। ইদং: মহদাদিবিরিঞ্চিপর্য্যন্তম্। এবং প্রবেশাদিকাপি উত্তরশ্লোকেষু দ্রষ্টব্যা॥ ১॥ ২॥ শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্॥ ১৮—২২॥

শ্রীভাগবতাবির্ভাবকারণে শ্রীনারদব্যাসসংবাদেঽপি—নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্ ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ইত্যুদাহৃতম্। টীকা চ—নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপম্ অজ্যতে অনেনেত্যঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকম্ নিরঞ্জনমেবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যগপরোক্ষায় ন কল্পতে ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎকাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যা-ন্বয়ঃ। তদপিকর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতঞ্চেৎকুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্ম্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাদিত্যেষা। তদেবং জ্ঞানস্য ভক্তিসংসর্গং বিনা কর্ম্মণশ্চ তদুপ-পাদকত্বং বিনা ব্যর্থত্বংব্যক্তম্। কিঞ্চ, জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ। ইত্যাদিকমুক্ত্বাহ—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ"॥ ২৩।

যে বস্তুটী জগতের সৃষ্টি জগতের পালন এবং জগতের সংহারাদি লীলাযুক্ত, সেই বস্তুতেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়, তাহা হইলে কেমন করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের বাসুদেবপরত্ব সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই বাসুদেবই অগ্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথাটী চারিটী শ্লোকের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। "ইদং" মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত। যেমন শ্রীবাসুদেব এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমন পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাসুদেবের প্রবেশ ও সংহারাদিলীলা বর্ণন করা হইয়াছে এইটী দেখিয়া লইতে হইবে। শ্রীসূত শ্রীশৌনককে প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের—অষ্টাদশশ্লোক হইতে দ্বাবিংশতি পর্য্যন্ত শ্লোকে ইহা বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের কারণরূপ শ্রীনারদব্যাস সংবাদেও শ্রীমদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমস্কন্ধের পঞ্চম-অধ্যায়ে—হে মুনিবর! নৈষ্কর্ম্ম্য এবং নিরঞ্জনজ্ঞানও যদি ভগবানে ভক্তিশূন্য হয় তাহা হইলে সে জ্ঞান ও অতিশয় শোভা পায় না। তাহা হইলে নিরন্তর অমঙ্গলরূপ নিষ্কামকর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয় তবে সে কর্ম্মও যে অতিশয়রূপে শোভা পায় না তাহা বলাই বাহুল্য। ইতি শ্লোকার্থ। শ্লোকটীতে জ্ঞানের দুইটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে.—একটী নৈষ্কর্ম্ম্য ও অপরটী নিরঞ্জন; তন্মধ্যে নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের অর্থ—নিষ্কর্ম্ম-ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের সহিত—একাকারতা-প্রাপ্ত। অজ্ঞিত অর্থাৎ লিপ্ত হয়। ইহাদ্বারা এই ব্যুৎপত্তিতে অঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধি। সেই উপাধিশূন্য জ্ঞানের নাম নিরঞ্জন। জ্ঞাতা

জ্ঞেয় এবং জ্ঞানভেদে জ্ঞানের তিনটী উপাধি। সেই তিনটী উপাধিশূন্য এবং ব্রহ্ম স্বরূপের সঙ্গে একাকারতা প্রাপ্ত জ্ঞানও যদি ভগবানে ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে অতিশয় শোভা পায় না। অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করে না। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞান-সাধক "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকারে স্বরূপের সহিত জীবের অভেদ ভাবনা করিতে করিতে যখন পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও অহঙ্কার তত্ত্বরূপ আবরণ সকল ভেদ করিল, তখন সেই সাধকের অহং তত্ত্বোপাধি অহমিকা ডুবিয়া যাওয়াতে জ্ঞাতার অভাবজন্য জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই দুইটী উপাধিও বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতএব জ্ঞান তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ তিনটী উপাধিশূন্য হওয়ায় নিরঞ্জন অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এস্থলে জ্ঞানশব্দের বোধমাত্র অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ "জ্ঞান" এই পদটী করণ ও ভাব দুই বাচ্যেই নিষ্পন্ন হয়। করণবাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে জ্ঞান শব্দের অর্থ সাধন। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা। এস্থলে জানা অর্থটীই বুঝিতে হইবে। অহঙ্কার তত্ত্বের অহমিকা বিলুপ্ত হইলে জ্ঞানসাধকের সাধন করিবার অর্থাৎ অহংপদের সহিত ব্রহ্মপদের অভেদ ভাবনা করিবার ক্ষমতা থাকিল না, যেহেতু তাহার মায়াময় অহমিকা বিলুপ্ত হইয়াছে। অতএব "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? অথচ অহমিকা নাশ হইলেও মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই দুইটী আবরণ সম্মুখে থাকিয়া গেল। এই দুইটী আবরণ অতিক্রম করিতে না পারিলে অব্যবধান ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। সেই অভিপ্রায়েই অর্থাৎ অব্যবধান-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্যই পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগে আরাধিত শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই সাধনশক্তিশূন্য জ্ঞানসাধকের মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই দুইটী আবরণ নিবৃত্তি হইয়া অব্যবধানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব যে জ্ঞানসাধক শ্রীহরিতে ভক্তি বর্জ্জিত হইয়া জ্ঞান সাধন করেন তাহাতে শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হয় না বলিয়া—অব্যবধান ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। ভক্তিহীন জ্ঞানেরই যদি এই দুরবস্থা, তাহা হইলে যে কাম্যকর্ম্ম সাধনকালে ও সাধ্য কালে অর্থাৎ ফলকালে দুঃখময়, সেই কর্ম্ম যদি শ্রীভগবানে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে সে কর্ম্ম কেমন করিয়া শোভা পাইতে পারে? যে হেতু ঐ কাম্য ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মই শ্রীভগবদ্বহির্মুখতা দোষ দুষ্ট বলিয়া চিত্ত শোধন করিতে অসমর্থ; অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিতে অসমর্থ। এই অভিপ্রায়ে একাদশ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেৎ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥

হে উদ্ধব! ভক্তি বিনা চিত্তশুদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবৎপ্রসঙ্গাদিতে চিত্তবিগলিত না হইলে ভক্তির অস্তিত্বইবা কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়? পুলক ও আনন্দাশ্রুধারা বিনা চিত্ত গলিয়াছে ইহাইবা কিরূপে অনুমান করিতে পারা যায়? তাহা হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে ভক্তি সংসর্গ বিনা জ্ঞান সাধনের বৈফল্য এবং শ্রীভগবানে অর্পনাদি বিনা কর্ম্মসাধনের বৈফল্য স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রথম স্কন্ধের ১।৫।১৫ শ্লোকে শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বলিয়াছেন—হে মুনিবর! হরিগুণকীর্ত্তন বিনা তুমি মহাভারতাদিতে যে ধর্ম্মাদি বর্ণন করিয়াছ তাহাতে অকিঞ্চিৎকর বটেই, প্রত্যুত তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে, যে হেতু স্বভাবতঃই কাম্যকর্ম্মে অনুরক্তজনের সম্বন্ধে ধর্ম্মের জন্য নিন্দনীয় কাম্য কর্ম্মাদি উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেষ্টা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, এবং সেই অন্যায়টাও ছোটখাট নয়, অতি গুরুতর অন্যায় হইয়াছে। যে হেতু তুমি সাধারণ নও, তোমার বাক্যেতে অর্থাৎ উপদেশে ব্যবহারিক জন মাত্রে 'এইটাই মুখ্যধর্ম্ম'' এই প্রকার স্থির ধারণা করিয়া থাকে। অন্য কোনও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি সেই কাম্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান দোষাবহ বলিয়া নিবারণ করে, অথবা তুমি স্বয়ংই যদি নিবারণ কর, তাহা হইলেও সেই তত্ত্বজ্ঞের নিষেধ বা তোমার নিষেধ মানিবে না। অথবা যদি কোনও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ''ন কর্ম্মনা, ন প্রজয়া, ধনেন ত্যাগেন, একেন অমৃতত্ব মাহু' এইরূপ শ্রুতি উল্লেখ করিয়া নিষেধ করিলেও তাহারা বলিবে প্রবৃত্তিমার্গে যাহারা অনধিকারী তাহাদের

পক্ষেই এই শ্রুতিটী উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে তাহারা তত্ত্বজ্ঞের নিষেধ উপদেশ মানিবে না। এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া পরে ১।৫।১৭ শ্লোকে বলিতেছেন—স্বধর্ম্ম (বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণ কমল ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থাতেই যদি সেই ভজন হইতে পতিত হয় তাহা হইলে সেই ভজন রসিক জন যদি কোন নীচ যোনিতেও গমন করে তাহা হইলেও কি তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিবে? অভজনকারী স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই বা কি ফল লাভ করিবে? ইতি শ্লোকার্থ॥ ২৩।

শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকাব্যাখ্যা।

টীকাচ—ইদানীন্তু নিত্যনৈমিত্তিকস্বধর্ম্মনিষ্ঠামপ্যনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেবোপদেষ্টব্যা ইত্যাশয়েনাহ-ত্যক্ত্বেতি। ননু স্বধর্ম্মত্যাগেন ভজন্ ভক্তিপরিপাকেন যদি কৃতার্থো ভবেত্তদা ন কাচিচ্চিন্তা। যদি পুনরপক্ক এব ম্রিয়েত ভ্রশ্যেদ্বা তদাতু স্বধর্ম্মত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, ততো ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিদ্‌ভ্রশ্যেন্‌ম্রিয়েত বা যদি তদাপি ভক্তিরসিকস্য কর্ম্মানধিকারান্নানর্থাশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ বা শব্দঃ কটাক্ষে, যত্র ক্ব বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্য অভদ্রমভূৎ কিং নাভূদেবেত্যর্থঃ ভক্তিবাসনাসদ্ভাবাদিতিভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলস্বধর্ম্মতঃ কো বার্থ আপ্তঃ। অভজতামিতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ইত্যেষা॥ ১॥ ৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্॥ ২৩॥

তদেবং ভক্তিরেবাভিধেয়ং বস্ত্বিত্যুক্তম্। তত্রৈব শ্রীশুকপরীক্ষিৎসংবাদোপক্রমেঽপি—শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ। অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ইত্যাদি॥ ২৪॥

এইক্ষণে কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠাকেও অনাদর করিয়া একমাত্র হরিভক্তিই উপদেশ করা তোমার কর্তব্য। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ত্যক্ত্বা-স্বধর্ম্মং ইত্যাদি শ্লোকে—যদি কেহ বলে—স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে ভক্তি পরিপাকে অর্থাৎ প্রেম ভক্তি লাভে যদি কৃতার্থ হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে কোনও চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরি চরণে ভক্তি করিতে করিতে অপক্কদশাতেই অর্থাৎ প্রেমলাভের পূর্ব্বেই মরিয়া যায়, অথবা—অন্য আবেশে ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহা হইলে কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য অধর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সেই ভজন হইতে যদি পতিত হয়—অর্থাৎ কোনও প্রকারে যদি ভ্রষ্ট হয় বা মরিয়া যায় তাহা হইলেও সেই ভক্তিরসিকের কর্ম্ম অনধিকার জন্য কোন প্রকার আশঙ্কা করা চলে না। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধার (দৃঢ় বিশ্বাসের) উদয় না হয় ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে। ভক্তিসাধনে দৃঢ়বিশ্বাসের উদয় হইলে আর কর্ম্মের অধিকার থাকে না। অতএব সেই কর্ম্মে অনধিকারী শ্রদ্ধালুভক্তের স্বধর্ম্ম-ত্যাগজনিত অনর্থ উৎপত্তির আশঙ্কা হইতে পারে না। অপক্কাবস্থায় পতনটী অঙ্গীকার করিয়াও কটাক্ষ ভঙ্গীতে বলিতেছেন—সেই ভক্তিরসিকজন পতিত হইয়া কোনও নীচ যোনিতেও যদি গমন করে, তথাপিও তাহার কোন অমঙ্গল হয় কি? এইরূপ কাকুক্তিতে তাহার যে কোনও অমঙ্গল হয়ই না, তাহাই সূচনা করিলেন। যে হেতু ভক্তি-রসিকজন নীচযোনিতে প্রবেশ করিলেও তাহার ভক্তি করিবার কামনাটী থাকিয়াই যায়। ভক্তিরসিক ভক্তের পক্ষে নীচযোনি ও উচ্চযোনি দুইই সমান। যে হেতু ভক্তিমার্গে উত্তম বা অধম দেহাদির কোনও অপেক্ষা নাই। যেমন একখানি গিনি লইয়া একটী মুসলমান্ ও একটী ব্রাহ্মণ যদি বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত হয়—তাহা হইলে ব্রাহ্মণের হাতের গিনির যে মূল্য হইবে, মুসলমানের হাতের গিনিরও সেই মূল্যই হইবে। ব্রাহ্মণের হাতের গিনি বলিয়া মূল্য বেশী ও মুসলমানের হাতের গিনি বলিয়া মূল্য অল্প হইবে না। তেমনই উচ্চ বা নীচ যে দেহেই ভক্তি থাকিবে, সেই ভক্তিরই ভগবান্ আদর করিয়া থাকেন, দেহের আদর করেন না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীপ্রেমানন্দঠাকুর বলেন—

বল কি করে বরণ-কুল !
যেকুলে সে কুলে জনম হউকনা—
কেবল ভকতি মূল ॥
কপি কুলে দেখ বীর হনুমান্—
শ্রীরাম-ভকত রাজ ।
রাক্ষস-কুলেতে বিভীষণ বৈসে
ঈশ্বর সভার মাঝ ।

শ্রীহরি চরণে ভক্তিহীনজন কেবল স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কি ফলই বা লাভ করে ? শ্লোকস্থ "অভজতাং" এই পদটী সম্বন্ধ মাত্র বুঝাইবার জন্য কর্ত্তাতে ষষ্ঠী উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে এই শ্লোকটী বলিয়াছেন। ২৩ ॥

তাহা হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে ভক্তিই যে একমাত্র অভিধেয় বস্তু অর্থাৎ কর্ত্তব্য তাহাই বলা হইয়াছে। যেমন ব্যাস নারদ সংবাদে ভক্তিরই একমাত্র অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ কর্ত্তব্যত্ব বুঝান হইল, তেমনই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদের প্রারম্ভেও ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র ! আত্মতত্ত্বেদৃষ্টিশূন্যগৃহাসক্ত মানবপক্ষে হাজার হাজার শ্রোতব্য প্রভৃতি বহুল কর্ত্তব্যতা আছে। ইতি—শ্লোকার্থ। ২৪ ॥

গৃহেষ্বিত্যাদিকমুপলক্ষণং বহির্মুখানাম্। আত্মতত্ত্বং ভগবত্তত্ত্বং তথা নিগময়িষ্যমাণত্বাৎ ; নিগময়তি—
তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকস্থ "গৃহেষু" ইত্যাদি পদগুলি উপলক্ষণে বহির্মুখ জীব মাত্রের গ্রাহক। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভগবদ্ বহির্মুখতা দোষ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অনেক শুনিবার অনেক বলিবার, অনেক করিবার ও অনেক ভাবিবার আছে। আত্মতত্ত্ব—শ্রীভগবত্তত্ত্ব। এই প্রকার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য, পরে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে উন্মুখতাই প্রতিপাদন করা হইবে। এইক্ষণ শ্রীভগবদ্ভক্তির অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। হে ভারত ! অতএব সর্ব্বাত্মা—ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির কথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা অভয়প্রার্থী জনমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য—২।১।৫। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২৫ ॥

টীকা চ—সর্ব্বাত্মেতি-প্রেষ্ঠত্বমাহ ভগবানিতি সৌন্দর্য্যং, ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বম্, হরিরিতি বন্ধহারিত্বম্ অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা ইত্যেষা। মোক্ষস্তু—সর্ব্বক্লেশশান্তিপূর্ব্বকভগবৎপ্রাপ্তিরেবেতি জ্ঞেয়ম্। এতদনন্তরং বিরাড্ধারণামুক্ত্বা তদপবাদেনাপি ভক্তিং তামাহ—
স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ। তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্যত আত্মপাতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীস্বামিপাদকৃতটীকার ব্যাখ্যা—শ্লোকে "সর্ব্বাত্মা" এই পদটী উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ প্রিয়তমত্ব বলা হইয়াছে। "ভগবান্" এই পদটী দ্বারা সৌন্দর্য্য বলা হইয়াছে। ঈশ্বর এই পদটী উল্লেখ করিয়া ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। "অভয়" পদের অর্থ মুক্তি, অর্থাৎ যাহারা কাল, কর্ম্ম, মায়াপারতন্ত্র্য হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সকলেরই স্বাভাবিক প্রিয়তম পরমসুন্দর, সর্ব্ববন্ধনহারী পরমেশ্বরের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা করা হইল। টীকাতে যে মোক্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থলে মোক্ষ শব্দের অর্থ কিন্তু সর্ব্বাবেশ-নিবৃত্তি-পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার উপদেশের পর বিরাট ধারণার কথা উল্লেখ করিয়া সেই বিরাট ধারণায় চিত্তের আবেশটী অত্যন্ত দোষাবহ দেখাইয়া সেই ভগবদ্ভক্তিরূপেই প্রতিপাদন করিতেছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেমন স্বপ্নে উপস্থিত ব্যাঘ্র, সর্প, মানুষ প্রভৃতি সকল বস্তু একাই দেখিয়া থাকে, তেমনি পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ বিরাট্ ধারণায় সিদ্ধ যোগীপুরুষ বিরাট্গত কালের বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের দ্বারা বিরাট্গত সকল অনুভব করিয়া সেই সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি বিরাটের অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণকেই ভজন করিবে, অন্যত্র বিরাট্গত কোনও বস্তুতেই আসক্ত হইবে না। যেহেতু বিরাট্গত কোনও বস্তুতে আসক্তি হইলে আত্মার অধঃপাত অর্থাৎ সংসারদশা প্রাপ্ত হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২৬ ॥

টীকাচ—সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিরনুভূতং সর্ব্বং যেন স একএব সর্ব্বান্তরাত্মা। তমেব সত্যং ভজেত। অন্যত্রোপলক্ষণে ন সজ্জেত॥ যত আসঙ্গাদাত্মনঃ পাতঃ সংসারো ভবতি। একস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ স্বপ্নজনামীক্ষিতা যথেতি। স্বপ্নেঽপি কদাচিদ্বহুলদেহান্‌প্রকল্প্য জীবস্তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বং পশ্যতি তদ্বদীশ্বরস্য তু বিদ্যাশক্তিত্বান্ন বন্ধ ইত্যেষা। অত্র স্ব ধীবৃত্তিভিঃ পশ্যন্নেব সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিরপি সর্ব্বং পশ্যতীত্যেব তথোক্তম্। স ঐক্ষতেত্যত্র সর্ব্বধীকৃতিসৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপিতচ্ছ্রবণাৎ। তথা স্বপ্নদেহানামীশ্বরকর্ত্তৃকত্বেঽপি জীবকর্ত্তৃকপ্রকল্পন-কথনং তৎসংকল্পদ্বারৈবেশ্বরঃ করোতীত্যপেক্ষায়া-মুক্তম্। যঃ সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুক্তত্বাৎ। সত্যং ভজেতেতি যোজয়িতব্যস্য কর্ত্তুর্বিদ্যমানত্বাদয়মেবার্থঃ। স তথা-ভূতবিরাড্‌ধারণাসিদ্ধো যোগী বিরাড্‌গতসর্ব্বাভি-ধীবৃত্তিভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরনুভূতং সর্ব্বং বিরাড্‌গতং যেন তথাভূতোঽপি সন্ তং সত্যগানন্দনিধিং বিরা-ডন্তর্য্যামিণং শ্রীনারায়ণমেব ভজেত, অন্যত্র বিরাড্‌-গতে কুত্রাপি ন সজ্জেত যতঃ সজ্জনাদাত্মপাতঃ সংসার এব স্যাৎ। তস্য সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ,—আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা জীবো যথা স্বপ্নগতানাং সর্ব্বেষাং জনানাং তদুপলক্ষিতানাং বস্তূনাঞ্চ য একএব ঈক্ষিতা ভবতীতি তদ্বৎ। অত্র তমিত্যনেন স ঐক্ষতেতি স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধপরানপেক্ষজ্ঞানাদিসিদ্ধেস্তথা সান্ধ্যে সৃষ্টি-রাহ হি মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বা-দিতিন্যায়প্রাপ্তেন স্বপ্নস্যাপি কর্ত্তৃত্বেন জাগ্রদাদি-ময়জগৎকর্ত্তৃত্বস্য পূর্ণত্বপ্রাপ্তের্বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্। সত্যাদিদ্বয়েন পরমপুরুষার্থত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্॥ ২॥১ শ্রীশুকঃ॥ ২৪-২৬॥

এতদনন্তরাধ্যায়েঽপি তথৈবাহ—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তি-যোগঃ।
তাবৎ স্থবীরঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত॥ ২৭॥

শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা—

সকলের, বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যিনি সকলের সকল অনুভব করেন, একই সর্ব্বান্তরাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী সেই সত্য শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিবে; অন্যত্র উপাধিতে আসক্তি করিবে না, যেহেতু আত্মভিন্ন জড়ীয় কোনও বস্তুতে আসক্তি করিলেই আত্মার অধঃপাত অর্থাৎ সংসারদশা ঘটিয়া থাকে। একই পরমাত্মা কেমন করিয়া সেই সেই সকলের জ্ঞানে-ন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা সকলের সর্ব্ববিষয় অনুভব করেন—এই বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত দিতেছেন—জীব যেমন স্বপ্নেও বহু-দেহ কল্পনা করিয়া সেই সেই দেহের ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা সকল দেখিয়া থাকে। তেমনই ঈশ্বরও সকলের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা সকল দেখিয়া থাকেন। তাহাতেও একটা আশঙ্কা উপ-স্থিত হয় যে স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেমন মায়াবদ্ধ তেমনি ঈশ্বরেরও কি মায়াতে বদ্ধ হওয়া উচিত? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—জীবের জ্ঞান অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানে আবৃত বলিয়া তাহার বন্ধন, আর ঈশ্বরের জ্ঞান বিদ্যাময় বলিয়া তিনি মুক্ত। এইটী কেবলাদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তের অবতারণা। পশ্চিমদেশে বহুল অদ্বৈতবাদীগণকে নিজের ভক্তিবাদে আনিবার জন্য "বড়িশামিষ" ন্যায়ে মাঝে মাঝে তাহাদের লোভনীয় অদ্বৈত-বাদের অবতারণা করিয়া থাকেন; জীবের জ্ঞান যে অজ্ঞানে আবৃত এবং সেইজন্যই যে তাহার সংসার, তাহা শ্রীগীতাও বলেন—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"।

এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে শ্রীগোস্বামিপাদ শ্রীস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যার উপরে কিছু সিদ্ধান্ত করিতেছেন; স্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যাতে ইহাই বুঝিতে হইবে শ্রীভগবান্ বিরাড্‌গত সকলের বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা সকলের সকল দেখিয়া থাকেন ইহার অভিপ্রায়—ঈশ্বর নিজ বুদ্ধি দ্বারা সকল দেখিয়াও সকলের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা সকল দেখেন, স্বামিপাদ সেই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন। এস্থানে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না যে,—সর্ব্বান্তর্য্যামি-পুরুষের নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সত্তা কি প্রকারে হইতে পারে? যেহেতু সকলের বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় সৃষ্টির পূর্ব্বেও "স ঐক্ষত" অর্থাৎ তিনি দেখিয়াছিলেন, এই শ্রুতিতে সর্ব্বদর্শন করিবার ক্ষমতার

কথা শুনা যায়। তেমনি ঈশ্বরই স্বপ্নরচিত দেহ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও জীব কর্ত্তৃক সেই সকল দেহ কল্পনার কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য জীবের সঙ্কল্প দ্বারাই ঈশ্বর সেই সকল দেহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন'—এই অভিপ্রায়েই (স্বপ্ন দেহ রচনা বিষয়ে) জীবকর্ত্তৃত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু শ্লোকে—"যিনি সকলের বুদ্ধি-বৃত্তিদ্বারা সকল দেখিয়া থাকেন'—এইরূপ উল্লেখ করা হয় নাই। শ্লোকে—"সত্যং ভজেত" অর্থাৎ সত্য স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে ভজিবে। কে ভজিবে ? এই কর্ত্তৃ-পদের যোজনা করিতে হইবে বলিয়া শ্লোকের নিম্নলিখিত প্রকার অর্থই সুসঙ্গত। শ্লোকস্থ "সঃ" অর্থাৎ সেই পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকার যোগধারণাসিদ্ধযোগীপুরুষ বিরাড্‌গত সকলের বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহদ্বারা বিরাড্‌গত সকল অনুভব করিয়াও সেই বিরাট্ অন্তর্য্যামী আনন্দনিধি সত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণকেই ভজন করিবে। বিরাড্‌গত অন্যত্র কোথাও আসক্তি করিবে না। যে আসক্তি ইহাতে আত্মার অধঃ-পাত অর্থাৎ সংসারদশা উপস্থিত হয়। শ্রীনারায়ণের সর্ব্ব-অনুভব বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"আত্মা", স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেমন স্বপ্নগত সকল জনের এবং তদুপলক্ষিত সকল বস্তুর একই ভাবে দ্রষ্টা হইয়া থাকে, শ্রীনারায়ণের সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। এইশ্লোকে "তং" "অর্থাৎ তাঁহাকে" এই প্রকার উল্লেখ দ্বারা "স ঐক্ষত" অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছেন, এবং "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভা-বিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের অন্য-নিরপেক্ষা শক্তি আছে এবং সেই শক্তি বিবিধ প্রকার। আবার ঐ শক্তিগুলি স্বাভাবিকস্বরূপ হইতে অভিন্না, আগন্তুকী নহে এবং ঐ শক্তি প্রধাণতঃ জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া ভেদে তিন প্রকার। এই দুইটী শ্রুতিতে পরমেশ্বরের অন্য-নিরপেক্ষজ্ঞানাদিশক্তির সত্তার সংবাদ শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া, এবং বেদান্তসূত্রেও "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" স্বাপ্নিক-পদার্থের নির্ম্মাতা শ্রীভগবান্ ; জীব স্বাপ্নিক পদার্থের নির্ম্মাতা নহে। এই বিষয়ে বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে প্রথম ও তৃতীয় সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

সূত্রের অর্থ যথা—জাগরণ এবং সুষুপ্তি এই দুইটী অবস্থার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া "সন্ধি ভব ইতি সান্ধ্য" এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সান্ধ্যশব্দ স্বপ্ন বাচক। সেই স্বপ্নাবস্থায় যে রথাদির সৃষ্টি তাহা পরমেশ্বরই করিয়া থাকেন! যেহেতু শ্রুতিই স্বপ্নরথাদিসৃষ্টির পরমেশ্বর কারণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ যথা—স্বাপ্নিকপদার্থসকলের নির্ম্মানকর্ত্তা শ্রীভগবান্। শ্রীভগবানই অতর্ক্য মায়াশক্তির প্রভাবে জীবের অল্প অল্প কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগেরজন্য, স্বপ্ন-দ্রষ্টাপুরুষমাত্রের অল্পমাত্র সময় রথাদি সৃষ্টি করিয়া ভোগ সম্পাদন করাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে জীবের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। সত্যসঙ্কল্প অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের স্বাপ্নিক-পদার্থ সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে। এ বিষয়ে কঠোপনিষদ্ প্রভৃতি শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই স্বাপ্নিকপদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ স্বপ্নদৃষ্টরথাদিপদার্থের সৃষ্টি-কর্ত্তা যেমন ভগবান্, তেমনি তাহার করণ অতর্ক্যশক্তি মায়া। অর্থাৎ কেবলমাত্র অতর্ক্য-শক্তি মায়াদ্বারাই শ্রীভগবান্ স্বপ্ন-দৃষ্ট রথাদিপদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পঞ্চীকৃত ভূত-দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি ঐ স্বাপ্নিক পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। যেহেতু স্বাপ্নিক পদার্থসমূহের স্বপ্নদ্রষ্টা জীব কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখিবার সময়েতেই সেসকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু অন্য সময়ে নহে ; এবং সাধারণ অন্য কেহই অন্য কোন সময়েই দেখিতে পায় না। যদি পঞ্চীকৃত ভূতের দ্বারা শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি ঐ স্বাপ্নিক পদার্থের সৃষ্টি-কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা জীব স্বপ্নভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইত এবং সাধারণজনও দেখিতে পাইত ; বেদান্তসূত্রেও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটী দশাযুক্ত জগতের কর্ত্তৃত্ব একমাত্র সেই পূর্ণ-পুরুষেরই উল্লেখ করায় স্বপ্নের কর্ত্তৃত্বও সেই পূর্ণপুরুষেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জীবের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। যদি স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব জীবের হয় তাহা হইলে পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টির সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে না ; যেহেতু জগৎটী জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা যুক্ত। অতএব ঐ তিন অবস্থাযুক্ত জগৎসৃষ্টির মধ্যে যদি স্বপ্নসৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব জীবকে দেওয়া যায় তাহা হইলে পরমেশ্বর কেবলমাত্র জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন বলিয়া,

পরিপূর্ণপরমেশ্বরত্বের হানি ঘটে। ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র ভাবে করিবার ক্ষমতা নাই, আর পরমেশ্বর অন্য কাহারও কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিজ স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলে বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি করিবার ক্ষমতা-যুক্ত; এই অসাধারণ ধর্ম্মে জীব ও ঈশ্বরের সামর্থ্যগত বৈলক্ষণ্য দেখান হইয়াছে। শ্লোকস্থ "তং সত্যং আনন্দনিধিং" এইবাক্যে পরমেশ্বরের সত্য এবং আনন্দনিধি এই দুইটী বিশেষণ দ্বারা শ্রীনারায়ণের পরমপুরুষার্থতা অর্থাৎ পরম-প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে। যেহেতু জীবমাত্রের মুখ্য-প্রয়োজন অবিনাশী পরম আনন্দ ॥ ২।১। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছেন—২৪—২৬॥

এইরূপ উল্লেখের পর দ্বিতীয় অধ্যায়েও পূর্ব্ববর্ণিত-প্রকারেই বলিয়াছেন,—যতদিন পর্য্যন্ত 'ব্রহ্মাদি যাঁহার অধীন, সেই বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদ্রষ্টৃ শ্রীভগবানে' ভক্তিযোগের আবির্ভাব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আবশ্যক কর্ম্মানুষ্ঠানের পর সংযত-চিত্তে শ্রীভগবানের বিরাট্‌রূপ স্মরণ করিবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২৭ ॥

পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ। বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি নতু দৃশ্যে চৈতন্যঘনত্বাৎ। ভক্তিযোগঃ, কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং চতুর্ভুজমিত্যাদিনোক্তসাধনলক্ষণাভিনিবেশঃ। ক্রিয়া-বসানে আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্। অনেন কর্ম্মাপি ভক্তিযোগপর্য্যন্তমিত্যুক্তম্। অনন্তরঞ্চ, স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিত্যাদিনা, যদি প্রযাস্যন্নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়মানামুত যদ্বিহার-মিত্যাদিনা চ, ক্রমেণ সদ্যোমুক্তিক্রমমুক্ত্যুপায়ৌ জ্ঞানযোগাবুক্তৌ। ততোঽপি শ্রেষ্ঠত্বং ভক্তিযোগহেতু ভগবদর্পিতকর্ম্মণঃ এবোক্তং। সাক্ষাৎ ভক্তিযোগস্য কৈমুত্যমেবানীতং। যথা—

"নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিলতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ" ॥২৮॥

শ্রীগোস্বামিপাদকৃতব্যাখ্যা যথা—"পরাবরে" পরব্রহ্ম প্রভৃতি অবর কনিষ্ঠ যাহা হইতে তিনি পরাবর। বিশ্বেশ্বরে—যিনি সকলেরই আরাধ্য। দ্রষ্টরি—তিনি চৈতন্যঘন, অর্থাৎ চৈতন্যবিগ্রহ বলিয়া সকলের দ্রষ্টা, কিন্তু দৃশ্য নহেন। এব-ভূত শ্রীভগবানে "ভক্তিযোগঃ",—পূর্ব্বে বর্ণিত কেহ কেহ নিজের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাদেশমাত্র যে পুরুষটী বাস করিতে-ছেন, সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী শ্রীনারায়ণকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ সাধনে অভি-নিবেশ। "ক্রিয়াবসানে"—আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানের পর। এই-রূপ উল্লেখ করিয়া ভক্তিযোগ যতদিন পর্য্যন্ত লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মও করিতে হইবে; ভক্তি-যোগ লাভের পর আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকে না—ইহাও বলা হইল। অনন্তর ২।২।১৫ শ্লোকে সেই যোগী পুরুষ নিজের দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার কর্ত্তব্যতা বলিতেছেন। হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত-লক্ষণ যোগী যখন ইহলোক এবং দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পুণ্যক্ষেত্র এবং উত্তরায়ণাদি কালের কোনও অপেক্ষা না করিয়া স্থিরভাবে সুখকর আপনি উপবেশন করতঃ, মনের দ্বারা প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১ শ্লোকে সদ্যমুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া ২২ শ্লোকে ক্রমমুক্তির কথাটী বলিতেছেন।—ঐ যোগীপুরুষ যদি পারমেষ্ঠ্যপদ পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, অথবা খেচর সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, অথবা অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের মিশ্রণ যে ব্রহ্মাণ্ডে আছ সেই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিলে,—দেহত্যাগ সময়ে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে ত্যাগ করেন না। সেই মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সেই সেই লোকের ভোগের জন্য গমন করিবেন। এই কয়েকটী শ্লোকের দ্বারা সদ্যঃমুক্তি ও ক্রমমুক্তিপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ হইতেও ভক্তিযোগের পরম্পরারূপে হেতু-স্বরূপ শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কৈমুত্য ন্যায়েই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ-

স্বরূপ একটী শ্লোক উল্লেখ করিতেছেন,—সংসারে ভ্রমণশীল মানবের মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ, তপঃ, যোগ প্রভৃতি বহু সাধন থাকিলেও এইটীই অতি সমীচীন উপায়। সেই উপায়টী কি? তাহাই বলিতেছেন—যে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগটী আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সেই ভক্তিযোগটী বিনা, সুখরূপ ও নির্বিঘ্ন পন্থা আর নাই। ইতি শ্লোকার্থ॥ ২৮॥

টীকা চ—সন্তি সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাস্তপযোগাদয়ঃ। সমীচীনস্ত্বয়মেবেত্যাহ—নহীতি। যতোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগোভবেৎ অতোঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ নাস্ত্যেবেত্যেষা। যচ্ছব্দেনাত্র ভগবৎসন্তোষার্থকং কর্ম্মোচ্যতে। স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মইত্যুক্তেঃ।

স চ ভক্তিযোগঃ সর্ব্ববেদসিদ্ধ ইত্যাহ—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেৎ ॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এইজন্য পৃথক ব্যাখ্যা করা হইল না। শ্লোকস্থ "যতোভবেৎ" এই প্রযুক্ত যৎ শব্দের অর্থ এস্থলে ভগবৎসন্তোষার্থ কর্ম্মই বলা হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বে "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" এইশ্লোকে ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতেই শ্রীভগবদ্ভক্তিতে রুচির আবির্ভাব হইয়া থাকে এই প্রকার ব্যাখা করা হইয়াছে। সেই ভক্তিযোগটীও যে সর্ব্ববেদ সিদ্ধ ইহাই বলিতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা নির্ব্বিকার চিত্তে নিজের বিচার শক্তির প্রভাবে সমস্তবেদ তিনবার অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে—যাহা হইতে আত্মা শ্রীহরিতে প্রীতির আবির্ভাব হয় সেইটীই জীবের মুখ্যকর্ত্তব্য। ইতি শ্লোকার্থ॥ ২৯॥

ভগবান্ ব্রহ্মা। কূটস্থঃ নির্ব্বিকার একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ত্রিস্ত্রীন্ বারান্, কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন, ব্রহ্ম বেদমন্বীক্ষ্য বিচার্য্য, যত আত্মনি হরৌ রতির্ভবেত্তদেব ভক্তিযোগাখ্যং বস্তু মনীষয়া অধ্যবস্যৎ নিশ্চিতবান্। অত্রাপ্যুপসংহারানুরোধেন আত্মাশব্দস্য হরিবাচকতা। নিরুক্তঞ্চ আততত্বাচ্চমাতৃত্বাদাত্মা হি পরমোহরিরিতি। অথবা ভগবান্ স্বপ্রকাশ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণঃ পরমেশ্বরোঽপি সর্ব্ববেদাভিধেয়সারাকর্ষণলীলার্থমন্বীক্ষ্য তত্র শাস্ত্রবিদন্তরানামীক্ষণমনুকৃত্য। অনন্ত বৈকুণ্ঠ বৈভবাদিময়ানামনন্তবিরিঞ্চ পাঠ্যভেদানাম্ বেদানাম্ তথেক্ষণঞ্চ তেনৈব সম্ভবতীত্যাহ, কূটস্থ একরূপতয়ৈব কালব্যাপীতি। অতএব উক্তং স্বয়মেব—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ংলোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চনেতি॥

তথৈব যচ্ছ্রোতব্য ইত্যাদিনা প্রশ্নস্যোত্তরত্বেনোপসংহরতি—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥৩০॥

ভগবান্ ব্রহ্মা। কূটস্থ নির্ব্বিকার অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইয়া। ত্রিঃ—তিনবার, কার্ৎস্ন্যেন—সাকল্য অর্থাৎ সমস্ত-বেদ। ব্রহ্ম—বেদ। অন্বীক্ষ্য বিচার করিয়া। যাহা হইতে আত্মা শ্রীহরিতে রতির আবির্ভাব হয় সেই ভক্তিযোগ নামে যে বস্তু তাহাই নিজ প্রজ্ঞাবলে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এস্থলে উপসংহারের অনুরোধে "আত্ম" শব্দ শ্রীহরিবাচক। নিরুক্তমতে অর্থাৎ অক্ষর সাম্যে অর্থ করিতে হয় এই মতটী অবলম্বন করিয়া "আত্মা" শব্দে "আততত্বাৎ" অর্থাৎ ব্যাপক হেতু, মাতৃত্বাৎ অর্থাৎ ধারণপোষণহেতু, শ্রীহরিই পরমাত্মা। অথবা ভগবান্ স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন পরমেশ্বরও সর্ব্ববেদের অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্যোপদেশের সারার্থ আকর্ষণ লীলার জন্য সেই বেদে অন্য শাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণের শাস্ত্রার্থবিচার করিবার দৃষ্টি অনুকরণ করিয়া ইহাই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে—যে ভক্তিযোগ হইতে "আত্মনি" আপনাতে (শ্রীহরিতে) রতির উদয় হয় সেইটীই সর্ব্ববেদের মুখ্য অভিধেয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এস্থলে "ভগবান্" এই পদটীর অর্থ পরমেশ্বর করা হইল কেন? তাহারই উদ্দেশ্যটী বলিতেছেন অনন্ত বৈকুণ্ঠের বৈভবাদিময় অনন্ত ব্রহ্মার পাঠ্যভেদ বেদের সম্যক্ সমালো-

চনা সেই পরমেশ্বর কর্তৃকই সম্ভাবিত হয়, এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ পদের "পরমেশ্বর" এই অর্থ করা হইয়াছে। যেহেতু তিনি "কূটস্থ" অর্থাৎ একরূপে সর্ব্বকালব্যাপী। অতএব শ্রীএকাদশস্কন্ধের একবিংশতি অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! কর্ম্মকাণ্ড বিধিবাক্য সমূহের দ্বারা কি বিধান করিতেছেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কি প্রকাশ করিতেছেন, জ্ঞানকাণ্ডে কি অনুবাদ করিয়া কি নিরোধ করিতেছেন,—শ্রুতির এইসকল তাৎপর্য্য আমাভিন্ন অন্য কেহই জানে না। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝাগেল—সম্পূর্ণ বেদের তাৎপর্য্য সমালোচনা করিতে এক শ্রীভগবান্‌ই সমর্থ। সসীমজ্ঞানসম্পন্ন এবং সসীমকালস্থায়ী শ্রীব্রহ্মার পক্ষে অনন্ত বেদ সমালোচনা করা সম্ভবপর হয় না, এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ পদের পরমেশ্বর অর্থই করা হইল। সেই প্রকারই যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, ইত্যাদি আমাকে উপদেশ করুন! এইরূপ পরীক্ষিতপ্রশ্নের উত্তর-রূপেও এইরূপে উপসংহার করিতেছেন—হে রাজন্! যখন নিখিল কর্ত্তব্যতার সার শ্রীভগবচ্চরণে ভক্তি, তাহা হইলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র ভগবান্ শ্রীহরি, মানব মাত্রের অবশ্য শ্রোতব্য কীর্ত্তিতব্য, ও স্মর্ত্তব্য। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৩০॥

চকারাৎ পাদসেবাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। অনন্তরঞ্চ শ্রবণাদিফলং যদ্দর্শিতং—তত্তূদাহৃতং—পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতঃশ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকমিতি॥

অত্র পুনন্তীত্যনেন পূর্ব্বোক্ত স্থূলধারণামার্গশ্চ-পরিহৃতঃ। ভক্তিযোগস্যৈব স্বতঃপাবনত্বাদলং তৎপ্রয়াসেনেতি॥ ২॥২॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৭-৩০॥

"শ্লোকোক্ত কীর্ত্তিতব্যশ্চ" এই প্রয়োগ দ্বারা—পাদ-সেবন, অর্চ্চন প্রভৃতি ভক্তিঅঙ্গের ও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটী উল্লেখের পর শ্রবণাদি ফল যাহা দেখান হইয়াছে তাহাও উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা সাধুগণের মুখ হইতে ক্ষরিত, শ্রবণরূপ পাত্রে ধৃত, সাধুগণের অতি অন্তরঙ্গআত্মীয়রূপে প্রকাশমান শ্রীভগবানের কথামৃত পান করিতেছেন, তাঁহারা বিষয়-কামনায় মলিনচিত্ত শোধন করিতেছেন এবং শ্রীভগ-বানের চরণকমলসমীপে যাইতেছেন। এই শ্লোকে "পুনন্তি" অর্থাৎ বিষয়বাসনায় মলিন চিত্তকে শোধন করেন, এইরূপ উল্লেখ থাকাতে পূর্ব্ববর্ণিত বিরাট ধারণামার্গটী পরিহার করা হইয়াছে। যে হেতুক ভক্তিযোগ স্বাভা-বিকই পরম পবিত্রকারী। অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র প্রয়োগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ২॥২ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকেবলিয়াছেন। ২৭—৩০

এবং প্রাক্তনাধ্যায়াভ্যাং কর্ম্মযোগজ্ঞানেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্ত্বা তদুত্তরাধ্যায়েঽপি সর্ব্বদেবতোপাসনেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বপ্রবচনেন ভগবদ্ভক্তিযোগস্যৈবাভিধেয়ত্বমাহ—

ব্রহ্মবর্চ্চসঃ কামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিমিত্যাদ্যা-নন্তরং, অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ৩১॥

এই প্রকারে পূর্ব্ব দুইটী অধ্যায়ে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া তাহার পরের অধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়েও সর্ব্বদেবতা উপাসনা হইতে ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনদ্বারা ভগদ্ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণসমুচিত তেজোলাভের জন্য ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিবেন ইত্যাদি নানা বাসনা স্ফূর্ত্তির জন্য নানা দেবতার উপাসনার বর্ণন করিয়া পরে একটী শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা বর্ণন করিতেছেন। অকাম, সর্ব্বকাম, অথবা মোক্ষকাম ব্যক্তি যদি উদারচিত্ত অর্থাৎ সুবুদ্ধি হয়েন, তাহা হইলে তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীহরিকেই উপাসনা করিবেন। ইতি—শ্লোকার্থ॥ ৩১॥

টীকা চ—অকাম একান্তভক্তঃ। উক্তানুক্তসর্ব্ব-কামো বা। পুরুষং পূর্ণং নিরূপাধিমিত্যেষা। তীব্রেণ দৃঢ়েণ স্বভাবতএবানুপঘাত্যেন ইতি বিঘ্নানবকাশতোক্তা। কামনা তু যাদৃচ্ছিকেনাপি স্যাৎ। যথোক্তম্ ভারতে—

ভক্তক্ষণঃ ক্ষণোবিষ্ণোঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোগ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদিদুর্লভম্॥

তদুক্তং শ্রীকর্দ্দমং প্রতি—

ন বৈজাতু মৃষৈবস্যাৎ প্রজাধ্যক্ষমদর্হণমিতি। যথাবা—যস্তৎকামস্তীব্রেণ যজেত। ততশ্চ শুদ্ধা-ভক্তিসম্পাদনায়ৈবান্তে পর্য্যবসিষ্যতাসাবিত্যভিপ্রায়েণ সবিশেষণমুপদিষ্টম্। তদনেনৈকান্তভক্তেষু মুমুক্ষৌ বা তদ্ভক্তিযোগস্যৈবাভিধেয়ত্বং কিংবক্তব্যমপিতু সর্ব্বকামেষ্বপীতি তদেব সর্ব্বথাপি নির্ণীতম্। কিঞ্চ, এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্য-চলোভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥ ৩২॥

স্বামিপাদকৃতটীকারব্যাখ্যা—"অকাম"—একান্ত ভক্ত। সর্ব্বকাম—যে সকল কামনার কথা উল্লেখ করা হই-য়াছে এবং যে সকল কামনার কথা উল্লেখ করা হয় নাই, এমন কামনা বিশিষ্ট জনও, নিরুপাধিপুরুষ শ্রীভগ-বান্‌কে উপাসনা করিবে। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা করা হইল। শ্লোকোক্ত "তীব্রেণ"—অতি দৃঢ় ভক্তি-যোগ অর্থাৎ সে ভক্তিযোগটী বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয় না এমন ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগটী বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হইবার কারণ ভক্তিযোগের স্বভাবতই বিঘ্নে অভিভূত হইবার অবসর থাকে না। যে হেতুক শ্রীভগ-বানে ভক্তি করার মত সুখ নাই, ভক্তি না করার মত দুঃখ ও নাই, এই জন্য সুখে বা দুঃখে ভক্তির অনুষ্ঠানের বাধা জন্মাইতে পারে না। বাসনাপূর্ত্তি কিন্তু অননুসন্ধানেই হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে মহাভারতেও বলিয়াছেন—ভক্তের যে সময়, কৃষ্ণেরও সেইটিই সময়। নিজ গৃহে শ্রীবিষ্ণুর স্মরণই তাঁহার সেবা। নিজ ভোগ্য বস্তুর শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণের নামই দান। অথচ ইহার দ্বারা ইন্দ্রাদি দুর্ল্লভ ফলপ্রাপ্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২১।২৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীকর্দ্দম ঋষিকেও তাহাই বলিয়াছেন—হে প্রজাধ্যক্ষ! আমাতে যাহারা একাগ্র-চিত্ত তাহাদের আমার পূজা সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ফল হয় না। অথবা ঐ শ্লোকে যে—যেকামনা বিশিষ্ট হউক না কেন, তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কেই উপাসনা করিবে। এই প্রকার কামনা—বাসনা বুকে লইয়া যদি শ্রীহরিকে গাঢ় ভক্তি করেন, তাহা হইলে সেই কামনার বাসনাভোগান্তে বিশুদ্ধ ভক্তিতেই পর্য্য-বসান হইবে। এই অভিপ্রায়েই ভক্তিযোগের "তীব্র" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণকহে আমায় ভজি' মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এতো বড় মুর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মুর্খে বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃতদানে বিষয় ভুলাইব॥
শ্রীচৈঃ মঃ ২২ পরিচ্ছেদ।

অতএব ইহাদ্বারা একান্ত ভক্ত, অথবা মুমুক্ষুজনে সেই শ্রীভগবদ্ভক্তিযোগেরই যে একান্ত অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ একান্ত কর্ত্তব্যত্ব তাহা আর কি বলিতে হইবে? যেহেতু সর্ব্বকামিজনেও তীব্রভাবে ভগবদ্ভক্তিরই সর্ব্বথা কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করা হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে আরও কিছু বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত নানাদেবতাউপাসনাকারীরও ভগবদ্ভক্তসঙ্গহইতে শ্রীভগবানে অচলাভক্তিলাভই পরম-পুরুষার্থপ্রাপ্তি। অর্থাৎ নানা দেবতা ভজন করিয়া ভগবদ্‌সঙ্গ হইতে যদি শ্রীভগবানে অচলাভক্তিলাভ না হয়, তাহা হইলে সেই সেই নানা দেবতা ভজনকারী পরম-পুরুষার্থলাভে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৩২॥

টীকা চ—পূর্ব্বোক্তনানাদেবতাযজনস্যাপি সংযোগ পৃথক্ত্বেন ভক্তিযোগফলত্বমাহ এতাবানিতি। ইন্দ্রাদীনপি যজতামিহ তত্তদ্‌যজনে ভাগবতানাং সঙ্গতো ভগবত্যচলোভাবো ভক্তির্ভবতীতি যদেতা-বানেব নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্য উদয়োলাভঃ। অন্যত্তু সর্ব্বং তুচ্ছমিত্যর্থ ইত্যেষা। অত্র 'ইন্দ্রং ইন্দ্রিয়কামস্তু' ইত্যাদ্যুক্তম্ ইন্দ্রিয়পাটবাদিকং পৃথক্-ত্বেন ফলম্। ভাগবতেন সংযোগেতু ভাবঃ ফলম্। খাদিরয়ূপসংযোগে যাগস্য ফলবৈশিষ্ট্যবদিতি জ্ঞেয়ম॥২॥৩॥ শ্রীশুকঃ॥ ৩১—৩২॥

স্বামিকৃত টীকার্থ—পূর্ব্ববর্ণিত নানাদেবতা উপাসনারও "সংযোগপৃথকৃত্ব" ন্যায়ে ভক্তিযোগপ্রাপ্তিই যে পরমফল, তাহাই "এতাবান্" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। ইন্দ্রাদি নানা দেবতাকেও উপাসনা কারিগণের সেই সেই নানাদেবতা উপাসনার ভগবদ্ভক্তগণ সঙ্গ হেতুক ভগবানে অচলভাব অর্থাৎ যে ভক্তিটী হইয়া থাকে, এইটীই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমপুরুষার্থের প্রাপ্তি। অন্য সমুদয়ই তুচ্ছফল, এইটীই শ্লোকের মুখ্য তাৎপর্য্য। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা করা হইল। এই স্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যাতে যে "সংযোগপৃথকত্ব" ন্যায়টী উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যা শ্রীপাদজীবগোস্বামিচরণ করিতেছেন—ইন্দ্রিয়কামজন ইন্দ্রকে উপাসনা করিবে, এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পৃথকরূপে উপাসনা করিলে কেবল ইন্দ্রিয় পটুতাই ফলরূপে লাভ করিতে পারিবে। ভগবদ্ভক্তসঙ্গে কিন্তু শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হইবে, যেমন অন্য কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিতযূপে যে ফল লাভ হইবে, খদিরকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিতযূপসংযোগে যজ্ঞের ফল বৈশিষ্ট্য জন্মিয়া থাকে, এস্থলেও তেমনি বুঝিতে হইবে। ২।৩। অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন। ৩১—৩২ ॥

অনন্তরং শ্রীশৌনকেনাপি ব্যতিরেকোক্ত্যা তস্যৈবাভিধেয়ত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। যথাহ—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণোনীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥৩৩॥

অনন্তর শৌনকও ব্যতিরেকমুখে সেই ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতার দৃঢ়তা বলিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন—এই সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইয়া পুরুষ সকলের (জীবমাত্রের) আয়ুঃহরণ করিতেছেন, কেবলমাত্র যিনি উত্তম শ্লোক শ্রীহরির কথায় ক্ষণকালও অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহার পরমায়ুটী হরণ করিতেছেন না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৩ ॥

অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্নুদ্গচ্ছন্ অস্তঞ্চ যন্ গচ্ছন্ হরতি বৃথাগামিত্বাৎবলাদাচ্ছিনত্তীব যদ্যেন ক্ষণোঽপি নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া তস্যায়ুস্তে বর্জয়িত্বা। তাবতৈব সর্ব্বসাফল্যাদিতিভাবঃ। নন্নুজীবনাদিকমেব তেষামায়ুষঃ ফলমস্তু তত্রাহ—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ৩৪॥

ঐ দৃশ্যমান্ সূর্য্য উদিত হইয়া এবং অস্তমিত হইয়া দেহাভিমানী জীবমাত্রের পরমায়ু হরণ করিতেছেন; যেহেতু তাহাদের ঐ সময় অতিবাহিত হইতেছে বলিয়া যেন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন। যেজন ক্ষণকালও উত্তমশ্লোক প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতেছে তাহার পরমায়ুটীকে বাদ দিয়া সকলেরই পরমায়ু হরণ করিতেছেন; যেহেতু অতটুকু লাভই তাহার সাফল্য বিধান করিতেছেন—ইহাই ঐশ্লোকের অভিপ্রায় যদি কেহ এবিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, "তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই পরমায়ু লাভের ফল হউক না কেন?" তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া নাই? যদি কেহ বলেন "তাহারা বাঁচিয়া আছে বটে কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "কর্ম্মকারের ভস্ত্রাদি বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছে না? যদি কেহ বলেন "তাহারা বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করে বটে কিন্তু ভোজন মৈথুন করে না। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "গ্রাম্য অন্য পশুসকল কি ভোজন ও মৈথুন করে না?" ইতি শ্লোকার্থ। ৩৪ ॥

ন মেহন্তি ন মৈথুনং কুর্ব্বন্তি। তমপি নরাকারং পশুং মত্বাহ অপর ইতি। তদেবাহ—

স্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ ॥ ৩৫ ॥

"ন মেহন্তি" মৈথুন কি করে না? অতএব সেই ভগবদ্ভক্তিহীন জনকে নরাকৃতিপশু মনে করিয়া অপর একটী শ্লোকে বলিতেছেন। তাহার নরাকৃতিপশুত্বই দেখাইতেছেন—যাহার কর্ণপথে কখনও গদাগ্রজ শ্রীভগবানের নাম প্রবেশ করে নাই—সেই পুরুষ কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী বরাহ ও কণ্টকভোজী উষ্ট্রতুল্য পুরুষগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলেও পশুতুল্য মনে করিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৫ ॥

শ্বাদিতুল্যৈস্তৎপরিকরৈ সম্যক্স্তুতোঽপ্যসৌ পুরুষঃপশুস্তেষামেবমধ্যে শ্রেষ্ঠশ্চেত্তর্হি মহাপশু-রেবেত্যর্থঃ। তস্যাঙ্গানি নিস্ফলানীত্যাহ পঞ্চভিঃ।
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দর্দ্দুরিকেব সূত ! ন যোপগায়-ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ৩৬ ॥

কুক্কুরাদিতুল্য তাহার পরিকরগণকর্তৃক সম্যক্ স্তুত হইয়াও সেই পুরুষ পশু অর্থাৎ যাহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখজনকে স্তব করে তাহারা তো পশু বটেই, অধিকন্তু যাহাকে স্তব করে সে মহাপশু, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। সেই ভগবদ্ভক্তিবহির্মুখজনের সমস্তঅঙ্গগুলিই যে নিষ্ফল তাহা পাঁচটী শ্লোকে দেখাইতেছেন—যে মানবের কর্ণরূপ পাত্র উরুপরাক্রম শ্রীভগবানের গুণগাথা শ্রবণ করে না, তাহার সেই কর্ণ দুইটীকে বৃথা গর্ত্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে সূত ! যে জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তন করে না—সে জিহ্বাকে দুষ্টা ভেকজিহ্বা বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৬ ॥

ন শৃণ্বতোঽশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। অসতী দুষ্টা।
ভারংপরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ
কাঞ্চনকঙ্কনৌ বা ॥৩৭॥

"ন শৃণ্বতঃ" অশ্রবণকারী মানবের যে কর্ণরূপপাত্র'—সে দুইটী কর্ণ বিলস্বরূপ অর্থাৎ বৃথা রন্ধ্র। অসতী দুষ্টা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। যে মানুষের মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম করে না, সে মস্তক যদি পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণরচিত মণিমাণিক্য-খচিত কিরীটশোভিতও হয়, কেবলমাত্র ভারই হইয়া থাকে। মানবের যে দুইটীহস্ত শ্রীহরির সেবাকার্য্য করে না সেই হস্তদুইটী সমুজ্জ্বল কাঞ্চন নির্ম্মিত কঙ্কন শোভিত হইলেও মৃতব্যক্তির হস্ততুল্যই বুঝিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৭ ॥

পটবস্ত্রোষ্ণীষেণ—কিরীটেন বা জুষ্টমপি। অপ্যর্থে বা শব্দঃ।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌনৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতোহরের্যৌ ॥ ৩৮ ॥

পট্টবস্ত্ররচিত উষ্ণীষ বিভূষিত হইলে অথবা কিরীট দ্বারা সুশোভিত হইলেও। শ্লোকস্থ লসৎ কাঞ্চনকঙ্কনৌ বা" এই "বা" শব্দটী "অপি" অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যে মানবসকলের চক্ষুযুগল শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহদর্শন করিতেছে না, সেই নেত্র দুইটী ময়ূরপুচ্ছস্থিত নেত্রতুল্য বৃথা। অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছে নেত্রের আকৃতি আছে বটে কিন্তু দর্শনযোগ্যতা নাই। যেনেত্রে দর্শনীয়তম শ্রীবিগ্রহ-দর্শন না করে, সে নেত্রকেও তেমনি বুঝিতে হইবে। অপর যে সকল মানবের পা দুখানি শ্রীহরিক্ষেত্রে গমন করিতেছে না, সেই দুখানি পা কে বৃক্ষমূলতুল্য বুঝিতে হইবে। ইতিশ্লোকার্থ ॥ ৩৮ ॥

দ্রুমবজ্জন্মভজেতে ইতি তথা বৃক্ষমূলতুল্যা-বিত্যর্থঃ।

জীবঞ্জবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্তোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্জবো যস্তু ন বেদগন্ধম্ ॥ ৩৯ ॥

বৃক্ষেরমত জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষমূল যেমন কোথাও যায় না, একস্থানে স্থির হইয়া থাকে, তেমনি তাহার পা দুখানিকেও বুঝিতে হইবে। যে মরণধর্ম্মী-মনুষ্য ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু লাভ করে না, সেই মানুষকে জীবন্মৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর সে মানুষ শ্রীবিষ্ণু-চরণে সংলগ্ন শ্রীতুলসীর সুগন্ধানুভব করে নাই, সেইব্যক্তি মৃততুল্য; অর্থাৎ মৃতই আছে শ্বাস বহিতেছে মাত্র। ইতিশ্লোকার্থ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুপদ্যাস্তৎপদলগ্নায়াঃ।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরির্নামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রেজলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪০ ॥

"শ্রীবিষ্ণু পদ্যাঃ"—শ্রীবিষ্ণুর চরণ-সংলগ্না শ্রীতুলসীর যে হৃদয় শ্রীহরিনাম শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারাও বিকৃত হয় না—অর্থাৎ ভাববিগলিত না হয়, সেই হৃদয়কে পাষাণের মত কঠিন বুঝিতে হইবে। শ্রীনাম শ্রবণকীর্ত্তনে হৃদয় ভাববিগলিত হইল কিনা—তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? তাহারই পরিচয় দিবার জন্য বলিতেছেন—যখন হৃদয়খানি ভাববিগলিত হইবে তখন অল্পবিগলিত হইলে অঙ্গে পুলকোদ্গম হইবে, আর অধিক বিগলিত হইলে নেত্রে অশ্রুবিন্দু বহিবে। তখনই বুঝা যাইবে সে হৃদয় ভাববিগলিত হইয়াছে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৪০॥

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য। বিক্রিয়া-লক্ষণমপ্যেতদিতি যদা তদ্বিকারো ভবেত্তদা নেত্রাদৌ জলাদিকং ভবতি ইত্যর্থঃ। ইদমেবান্বয়েন শ্রীমতা রাজ্ঞা দৃঢ়ীকরিষ্যতে, সা বাগ্ যয়াতস্য গুণান্ গৃহ্ণীত ইত্যাদিভ্যাম্। তদেবং শ্রীশুকবাক্যারম্ভাধ্যায়-ত্রয়াভিধেয়ত্বেন শ্রীভক্তিরেবলব্ধা। টীকা চ—তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে কীর্ত্তনশ্রবণাদিভিঃ। স্থবিষ্ঠে ভগবদ্রূপে মনসো ধারণোচ্যতে; দ্বিতীয়েতু ততঃ স্থূল-ধারণাতো জিতং মনঃ। সর্ব্বসাক্ষিণি সর্ব্বেশে বিষ্ণৌ ধার্য্যমিতীর্য্যতে। তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেস্তু বৈশিষ্ট্যং শৃণ্বতোমুনেঃ। ভক্ত্যুদ্রেকেণ তৎকর্ম্ম-শ্রবণাদর ঈর্য্যত ইত্যেষা॥২॥৩॥ শ্রীশৌনকঃ॥৩ ॥৩০॥

শ্রীব্রহ্ম নারদ সংবাদেঽপি—
সম্যক্‌কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্যদর্শনে ॥ ৪১ ॥

অশ্মসারং—পাষাণের মত সার অর্থাৎ বল বা কাঠিন্য যে হৃদয়ে তাহার নাম "অশ্মসার।" চিত্তবিকারের লক্ষণও এইটীই। যখন হৃদয় বিকার প্রাপ্ত হইবে তখন নেত্রে ও অঙ্গে জল এবং পুলক হইয়া থাকে। যেমন শ্রীশৌনক ব্যতিরেকমুখে ইন্দ্রিয়গণের ভক্তি-অনুষ্ঠানে সাফল্য বর্ণন করিলেন; অর্থাৎ জীবনধারণের মুখ্য সাফল্য শ্রীভগবদ্ভক্ত-জনে, কর্ণের সাফল্য শ্রীহরিকথা শ্রবণে, জিহ্বার সাফল্য শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনে, মস্তকের সাফল্য শ্রীহরিচরণ বন্দনে, হস্তের সাফল্য শ্রীহরিপদসেবনে, নয়নের সাফল্য শ্রীহরিবিগ্রহ দর্শনে, পায়ের সাফল্য শ্রীহরিক্ষেত্রে গমনে, নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গের সাফল্য শ্রীহরিভক্তজন-পদধূলি অভিষেকে, নাসিকার সাফল্য ভগবচ্চরণে অর্পিত তুলসী-সৌরভ গ্রহণে। হৃদয়ের সাফল্য ভগবদ্ভাবে বিগলনে। ইহা ভিন্ন সমুদয় অঙ্গই বিফল। তেমনি শ্রীমান্ পরীক্ষিৎ মহারাজও অন্বয়মুখে ১০।৮০।৩৪ শ্লোকে ইহারই দৃঢ়তা করিবেন। সেইটীই বাক্‌ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ বাক্-ইন্দ্রিয়ের সেইটীই সাফল্য—যে বাক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির গুণ-গাথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই দুইটী করই যথার্থ সফল,—যে দুইটী কর শ্রীহরির সেবা করে। সেই মনই সফল,—যে মন শ্রীবিগ্রহে এবং ভগবদ্ভক্তজনে নিত্যবিদ্যমান শ্রীহরিকে স্মরণ করে। সেই কর্ণই ধন্য, যে কর্ণ জগৎ-শোধন-কারিনী শ্রীহরি কথা শ্রবণ করে। সেই মস্তকই ধন্য, যে মস্তক শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ও শ্রীভগবদ্ভক্তকে নমস্কার করে। সেই চক্ষুই ধন্য, যে চক্ষু শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ও ভগবদ্ভক্তকে দর্শন করে। সেই নাভির উর্দ্ধস্থিত সমস্ত অঙ্গগুলি ধন্য, যে অঙ্গগুলি শ্রীবিষ্ণুর এবং তাঁহার ভক্তগণের পাদজল নিত্য ধারণ করে। তাহা হইলে শ্রীশৌনক ব্যতিরেক মুখে সে কথাগুলি বলিয়াছেন, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও অন্বয়মুখে সেই কথাগুলি উল্লেখ করিয়া দৃঢ়তা সম্পাদন করিবেন। তাহা হইলে এই প্রকারে শ্রীশুকদেবের কথার প্রারম্ভ হইতে ৩টী অধ্যায়ে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়রূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। ২।১।১ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় স্কন্ধে ১০টী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবেন। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে কীর্ত্তন শ্রবণাদি দ্বারা শ্রীভগবানের বিরাট-রূপে সাধকের মনের ধারণা বলা হইতেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিরাট ধারণা হইতে সংযত মনটী সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে ধারণ করা কর্ত্তব্য ইহাই বর্ণিত হইয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্যশ্রবণকারী-মুনি শ্রীশৌনকের ভক্তির উদ্রেকবশতঃ শ্রীহরির লীলা-শ্রবণে অতিশয় আদর বর্ণিত হইয়াছে। ২।৩। অধ্যায়ে আয়ুর্হরতি বৈপুংসাং" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং" এই পর্য্যন্ত ৮ শ্লোকে শ্রীশৌনক ব্যতিরেক মুখে অর্থাৎ নিন্দামুখে শ্রীহরিভক্তির

অবশ্য-কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন। ৩৩—৪০। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৫।৯ শ্লোক শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদেও ভবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দেখান হইয়াছে। হে বৎস! তোমার এই সন্দেহ অর্থাৎ সন্দেহপূর্ব্বক এই প্রশ্নটী সম্যক্ অর্থাৎ অতি সুন্দর হইয়াছে। আমার প্রতি করুণা করিয়াই তুমি এই প্রশ্নটী করিয়াছ। যেহেতু তুমি প্রশ্ন করাতেই শ্রীভগবানের প্রভাময় চরিত্রবর্ণনে প্রবর্ত্তিত হইলাম। অতএব তুমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াও আমার প্রতি কৃপাই করিয়াছ। তুমি যদি এইরূপ প্রশ্ন না করিতে তাহা হইলে আমি শ্রীহরিকথা-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতাম না। হরিকথাবর্ণনেই আত্মার কৃতার্থতা ঘটিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৪১॥

অগ্রেচ সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয়েন—শ্রীনারায়ণ পরা-বেদা ইত্যাদি॥ ৪২॥ শ্রীনারায়ণ এব উপাস্য-ত্বেন পরঃ তাৎপর্য্যবিষয়ো যেষাং তে বেদাঃ। নন্বন্যেঽপি দেবাস্তত্রোপাস্যত্বেনাভিধীয়ন্তে সত্যং, তেঽপি নারায়ণাঙ্গ-প্রভবত্বেনৈব তথাবর্ণ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যেঽপি তদাশ্রয়া লোকাস্তৎ-প্রাপ্তি-হেতবোঽন্যে মখাশ্চ তে তৎপরা এব তদানন্দাংশাভাসরূপত্বাৎতৎ-সাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। তথাযোগোঽষ্টাঙ্গঃ সাংখ্যঞ্চ তৎসাধ্যং তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং তৎসাধ্যং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ তৎপরং তদীয়সামান্যাকার প্রকাশত্বাত্তজ্‌জ্ঞানস্য যোগতপসোস্তৎসাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। কিংবহুনা গতিস্তৎপ্রাপ্য-ব্রহ্মাপি তৎপরা—তৎসামান্যাকার প্রকাশত্বেন তদধীনাবির্ভাবত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীমৎস্য-দেবেন সত্যব্রতং প্রতি—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদীতি॥২।৫॥
শ্রীব্রহ্মা নারদং॥ ৪১-৪২॥

এই ব্রহ্ম নারদ সংবাদে ২।৫।১৫—১৬ শ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয় দ্বারাও শ্রীভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। "নারায়ণপরা বেদাঃ দেবাঃ নারায়ণাঙ্গজাঃ নারায়ণ পরা লোকাঃ নারায়ণপরাঃ মখাঃ। নারায়ন পরো যোগো নারায়ণপরংতপঃ। নারায়ণপরংজ্ঞানং নারায়ণ পরাগতিঃ॥" শ্লোকার্থ শ্রীস্বামিপাদই করিতেছেন নিখিল বেদের শ্রীনারায়ণই উপাস্যরূপে শ্রেষ্ঠতাৎপর্য্য-বিষয়। অর্থাৎ নিখিলবেদ শ্রীনারায়ণকেই পরম উপাস্য রূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাতে একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে—সেই বেদে অন্যান্য দেবতাও উপাস্যরূপেও বর্ণিত আছেন, তবে কেমন করিয়া "সকল বেদ একমাত্র নারায়ণকেই প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত" এইরূপ বলা চলে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"সত্যই বেদে অন্যান্য দেবতাগণেরও উপাসনার কথা বর্ণিত আছেন। কিন্তু সেই সকল দেবতাও "দেবাঃ নারায়ণা-ঙ্গজাঃ" সেই সকল দেবতাও শ্রীনারায়ণেরই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া বেদে তাহাদেরও উপাসনার কথা বর্ণন করা হইয়াছে। "নারায়ণপরালোকাঃ" স্বর্গাদি লোকও শ্রীনারায়ণের আনন্দের অংশের আভাসরূপ বলিয়া ঐ স্বর্গাদিলোককে ফলরূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন। যেমন একটী সত্য জবাকুসুমের দর্পনাদিতে প্রতিবিম্বপড়িলে অজ্ঞব্যক্তি সত্যজবাকুসুম বলিয়া ভ্রান্ত হয়; বস্তুতঃ কিন্তু সে জবাকুসুম সত্য নয়। অথচ একটী সত্যজবাকুসুম না থাকিলে তাহার প্রতিচ্ছায়া দর্পনাদিতে পড়িতে পারে না। তেমনি সত্য আনন্দবস্তু শ্রীনারায়ণ, মায়াময়বিশ্বে সেই আনন্দের একটী প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব আছে। অথচ সেই নারায়ণ বিভু অর্থাৎ ব্যাপকানন্দ-স্বরূপ, মায়াময় বিশ্বটী পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সসীমদর্পণস্বরূপ; সুতরাং তাহাতে সম্পূর্ণ অসীম-আনন্দের প্রতিবিম্ব পরা অসম্ভব। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—সেই অসীম আনন্দের অংশের আভাস-স্বরূপ বলিয়াই স্বর্গকে সাধ্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যজ্ঞসমূহ শ্রীনারায়ণপর, যে হেতুক যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীনারায়ণকেই উপাসনা করা হয়, এই অভিপ্রায়েই যজ্ঞসমূহকে শ্রীনারায়ণপর বলা হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ-যোগও শ্রীনারায়ণপর, যেহেতুক সেই অষ্টাঙ্গযোগেরফল সাংখ্য, অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্ম বিবেকটীও শ্রীনারায়ণ-কেই লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত। তপঃ এবং তাহার সাধ্য-চিত্তের একাগ্রতাও ভগবদুদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত। ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রীনারায়ণপর, যেহেতুক ব্রহ্মাও শ্রীনারায়ণেরই সামান্যা-কারে অর্থাৎ চিন্মাত্রসত্ত্বারূপে অভিব্যক্তি। জ্ঞানের

যোগের ও তপস্যার ভগবৎসাধনের কিছু সহায়কারিত্ব আছে বলিয়া, ঐ তিনটীকেও শ্রীনারায়ণপর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। আর বহু বলিয়া কি লাভ? পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহের গতি অর্থাৎ সেই সাধন সমূহের প্রাপ্য ব্রহ্মও শ্রীনারায়ণপর। যেহেতু শ্রীনারায়ণেরই সামান্যাকারে প্রকাশ বলিয়া শ্রীভগবানের অধীনে ব্রহ্ম-স্বরূপে আবির্ভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবটীও শ্রীভগবানের কৃপার অধীন শ্রীনারায়ণের কৃপা ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের আবির্ভাবের ক্ষমতা নাই। যেহেতু পরতত্ত্ব বস্তুটী অন্যনিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ, কোনও সাধনাদিদ্বারা সাধ্য বা বেদ্য নহে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্মৈ স আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।" এই পরমাত্মা "তুমি আমাকে গ্রহণ কর" এইরূপে যাহাকে বরণ করেন অর্থাৎ নিজের স্বরূপশক্তি দান করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। এই স্বরূপ-শক্তি দান করিবার ক্ষমতাটী সবিশেষ ভগবৎস্বরূপেই আছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপে সেই শক্তি-দানের ক্ষমতাটী নাই। যদি কেহ বলেন—"আছে", তাহা হইলে তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বের হানি ঘটে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীরূপ স্বগতভেদ আসিয়া উপস্থিত হয় অথবা বিশেষত্বের আপত্তি ঘটে। এই অভিপ্রায়েই অপর শ্রুতি বলেন—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" যিনি সর্ব্ববিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কোন্ সাধনের দ্বারা জানিতে পারা যায়? একমাত্র তাঁহারই কৃপাশক্তিতে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। এই সকল প্রমাণের দ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবটী যে, ভগবৎকৃপার অধীন—তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা গেল। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৮।২৪।৩৮ শ্লোকে শ্রীমৎস্যদেব সত্যব্রত মহারাজকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! আমার যে মহিমা অর্থাৎ মহত্ব সেইটী পরব্রহ্মশব্দে শব্দিত। আমা-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত সেই ব্রহ্মতত্ত্বটী হৃদয়ে সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, যেহেতুক তোমারকৃত প্রশ্নসমূহেরদ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়া তোমার হৃদয়ে সেই পরব্রহ্ম-তত্ত্বটী প্রকাশিত করিব। এই শ্লোকটীতে "পরব্রহ্ম" এবং "অনুগৃহীত" এই দুইটী পদ একই অধিকরণে আছে বলিয়া ব্রহ্মতত্ত্বটী অনুগৃহীততত্ত্ব, আর শ্রীভগবান্ অনুগ্রাহকতত্ত্ব—এই শ্লোকটী দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ইতি শ্লোকার্থ। ২।৫ অধ্যায়। শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন ৪১—৪২॥

শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদেঽপি। তত্র প্রশ্নো যথা—

তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদিস্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্॥ ৪৩॥

শ্রীবিদুরমৈত্রেয় সংবাদে বিদুরমহাশয়ের প্রশ্নটী যেমন করা হইয়াছে, তাহাতেও ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব দেখান হইয়াছে। হে সাধুবর্য্য! যখন মঙ্গলমূর্ত্তি শ্রীভগবানের ভক্তগণ বহির্মুখ জীবসকলকে অনুগ্রহ করিবারজন্য এই মরজগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি আমাদিগকে সেই সুখরূপ পথটী বলুন। যে পথে ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া ভক্তিপূতহৃদয়ে অনাদিবেদ-প্রসিদ্ধ পরমাত্ম-তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সহিত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৪৩॥

অত্র শং সুখরূপং বর্ত্মেতি টীকাচ। ভক্তিপূতে প্রেমবিমলে সতত্ত্বং তত্ত্বম্। তচ্চ ব্রহ্ম ভগবৎ পরমাত্মেত্যাত্মাবির্ভাবম্॥ ৩।৫॥ শ্রীবিদুরঃ॥ ৪৩॥

তত্রাজানজ-দেবস্তুতি দ্বারৈবোত্তরম্—পানেন তে দেবকথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা—বিশদাশয়া যে। বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বিয়ুরকুণ্ঠ-ধিষ্ণ্যম্। তথাপরে চাত্মসমাধি যোগবলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাং। ত্বামেবধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্নতু সেবয়া তে॥ ৪৪॥

এই শ্লোকে "শং" "সুখরূপ বর্ত্ম" শং পদের এই প্রকার অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদ করিয়াছেন। "ভক্তি-পূতে" "প্রেমবিমলহৃদয়ে" "সতত্ত্বং অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম-ভগবান এবং পরমাত্মা—এই তিনপ্রকার আবির্ভাবই তত্ত্ব-শব্দে অভিহিত। অতএব সেই তিন প্রকার আবির্ভাবের সহিত যে জ্ঞান তাহারই নাম সতত্ত্ব জ্ঞান। ৩।৫।৪ শ্লোকে শ্রীবিদুর মৈত্রেয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে অজ এবং অনজ দেবগণকৃত শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি-

দ্বারাই শ্রীমৈত্রেয়ঋষি শ্রীবিদুরকৃত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এই সকল দেবগণ মহদাদি তত্ত্বাভিমানী দেবতা। ইহাঁরা শ্রীবিষ্ণুর অংশ বলিয়া অজ; কাললিঙ্গ—বিকৃতি, মায়ালিঙ্গ—বিক্ষেপ, অংশলিঙ্গ—চেতনা—এই তিনটি আছে বলিয়া অজানজ দেবনামে খ্যাত। হে দেব! তোমার কথা-সুধা পান করিতে করিতে বর্দ্ধিষ্ণু ভক্তির প্রভাবে যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করে, তাহারা বিষয়বৈরাগ্য-পুষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া যেমন সুখে বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করে, তেমনি অপরে আত্মসমাধিযোগবলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ পন্থা অবলম্বন করিয়া বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া ধীরগণ পরমপুরুষ তোমাকেই পাইয়া থাকেন; অর্থাৎ মায়াবৃত্তি নিবৃত্তির পর স্বরূপানন্দ অনুভবে নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগের সেই জ্ঞান ও যোগ-সাধনে বহুপরিশ্রমে মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গে তোমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি প্রসঙ্গে অনায়াসেই সেই মুক্তিটি হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৪৪॥

অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকমিতি টীকাচ। বিশদাশয়া প্রোজ্‌ঝিতকৈতবাঃ সৈবৈকপুরুষার্থাঃ। অপরে মোক্ষমাত্রকামাঃ। তন্মাত্র পুরুষার্থেঽপি তেষাং শ্রমঃ স্যাৎ। যে তু সৈবৈকপুরুষার্থা স্তেষাং সেবয়া শ্রমো ন স্যাৎ। সদৈব সেবয়া পরমানন্দমনুভবতামানুসঙ্গিকতয়া মোক্ষশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৩॥ ৫॥ অজানজদেবাঃ শ্রীমহৎস্রষ্টৃ পুরুষম্।

"অকুণ্ঠধিষ্ণ্য"—বৈকুণ্ঠলোক। স্বামিকৃতটীকা—বিশদাশয়ঃ—মোক্ষপর্য্যন্ত কামনাত্যাগী, অর্থাৎ সৈবৈক-পুরুষার্থী। অপরে কেবলমাত্র মোক্ষকামী। যাহারা কেবলমাত্র মোক্ষপুরুষার্থী তাহাদেরও মুক্তিলাভে পরিশ্রম আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ভগবৎসেবামাত্র পুরুষার্থী তাহাদের কোনই পরিশ্রম নাই। সর্ব্বদাই শ্রীভগবৎ-সেবা-পরমানন্দানুভবকারিগণের আনুষঙ্গিকরূপে মোক্ষও হইয়া যায়। অজানজ দেবগণ শ্রীমহত্তত্ত্বসৃষ্টিকর্ত্তা মহাপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুকে এই স্তবটি করিয়াছিলেন। ৩।৫। ৩৫–৩৬ শ্লোক॥ ৪৪॥

অতএব স্বয়ং তৎ শ্লাঘতে—

সৎ সেবনীয়ো বত পুরুবংশো
যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং
পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্॥ ৪১॥

তস্মাৎকথোপলক্ষিতা ভক্তিরেব শ্রেয়ঃ ইতিভাবঃ॥ ৩॥ ৮॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥৪॥

অতএব শ্রীমৈত্রেয় ঋষিও ভগবদ্ভক্তিরই প্রশংসা করিতেছেন। শ্রোতা শ্রীবিদুরকে প্রশংসা করতঃ বলিতেছেন—বত—আশ্চর্য্যে। এই পুরুবংশটি সাধুগণের সেবনীয়। যেহেতু এইবংশে লোকপালধর্ম্মরাজ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি কেবল লোকপাল বলিয়াই প্রশংসনীয় নও, অধিকন্তু শ্রীভগবান্‌ই তোমার সর্ব্বস্ব। যে বংশে ভগবদ্‌গতপ্রাণ ভক্তের জন্ম হয়—সে বংশকে সাধুমাত্রেই সেবা করিয়া থাকে। যে তুমি শ্রীভগবানের কীর্ত্তিশ্রেণী প্রতি পদে পদে প্রতিক্ষণে নূতন করিয়া তুলিতেছ। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৪৫॥

শ্রীকাপিলেয়েঽপি যথাহ—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যাভগবত্যখিলাত্মনি
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ৬॥

অতএব হরিকথা উপলক্ষিতা-ভক্তিই যে পরম শ্রেয়ঃ পদার্থ, তাহাই দেখান হইয়াছে। ৩।৮।১ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছেন। শ্রীকাপিলযোগেও শ্রীভগবান্‌-কপিলদেব নিজজননী দেবহূতিকে যেমন প্রকারে বলিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীভগবদ্ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে—হে জননি! মনঃশুদ্ধিবিষয়ে ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন। অখিলাত্মা শ্রীভগবানে প্রযোজ্যমানা ভক্তির মত যোগীগণের ব্রহ্মসিদ্ধিলাভের মঙ্গল ও সুখময় পন্থা আর নাই। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৪৬॥

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরতত্ত্বাবির্ভাবঃ। তথা—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাংনিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥ ৪॥

ভক্তিযোগেন শ্রবণাদিনা ময্যর্পিতং সৎ মনঃ স্থিরং ভবতীতি যদেতাবানেব ॥৩।২ ॥

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মসিদ্ধি—পরতত্ত্বের আবির্ভাব। ইহলোকে তীব্র ভক্তিযোগে মনটি আমাতে অর্পিত হইলেই স্থির হইয়া থাকে, অর্থাৎ লয়, বিক্ষেপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে এইটিই জীবের পরমমঙ্গল-প্রাপ্তি। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪৭ ॥

ভক্তিযোগেন—শ্রবণাদিদ্বারা মনটি আমাতে অর্পিত হইলেই স্থির হইয়া থাকে, এইটিই জীবের পরম মঙ্গল। শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোকেই তৃতীয়স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকুমারোপদেশেঽপি জ্ঞানোপদেশানন্তরম্—
যৎপাদপঙ্কজপলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ—স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুমেবম্ ॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি। তত্ত্বংহরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপম্ ব্যসনমুত্তরদুস্তরার্ণম্ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীপৃথুমহারাজের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ-প্রসঙ্গেও বহুল জ্ঞানোপদেশের পর বলিয়াছেন—হে রাজন্! যাঁহার চরণকমলের অঙ্গুলি সমূহের কান্তিচ্ছটা-স্মরণ প্রভাবে 'রাশি রাশি কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত অহঙ্কাররূপ হৃদয় গ্রন্থি' যে প্রকার সুখে ছেদন হইয়া থাকে, সেই প্রকার শ্রীভগবানে ভক্তিহীন সংযতেন্দ্রিয়বর্গ-যোগিগণও হৃদয়গ্রন্থি সুখে ছেদন করিতে পারে না অতএব সেই শরণাগত পালক শ্রীবাসুদেবকে ভজন কর। হে রাজন! যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভবসিন্ধু পারের তরণীরূপে আশ্রয় করে নাই তাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টি কুম্ভীরযুক্ত সংসারসাগর অতি দুঃখে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাহারা সাধনমার্গে অতিশয় দুঃখ পাইয়া থাকেন। অতএব তুমি ভগবান্ শ্রীহরির ভজনীয়-গুণসমন্বিত চরণকে তরণী করিয়া এই দুস্তর ও দুঃখময় সংসার সাগর উত্তীর্ণ হও॥ ইতি শ্লোকার্থ। ৪৮ ॥

টীকাচ—তমবেহ জ্ঞানমুপদিষ্টম্। তস্য দুষ্করত্বেন ভক্তিমুপাদিশতি দ্বাভ্যাং যৎপদেত্যাদি-কমারভ্য। নন্বু ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি শ্রুতিঃ কথং যতয়োনোদ্‌গ্রথয়ন্তীত্যুচ্যতে তত্রাহ কৃচ্ছ্র ইতি। অপ্লবেশাং ন প্লবস্তরণহেতুরীট্ ঈশোযেষাং তেষামিহ তরণে মহান্ কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশস্তেহি অসুখেনেন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গ গ্রাহং ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি তস্মাদুড়ুপং প্লবং দুস্তরার্ণং দুস্তরার্ণবমিত্যেষা। সমানপ্রাপ্যয়োরপি পথোরেকস্য দুর্গমত্বকথনেনান্যস্যাভিধেয়ত্বং স্বতএব সিধ্যতি। অত্র তিতীর্ষন্তিমাত্রং নতু তরন্তীত্যর্থোঽপি জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪ ॥ ৩২ ॥ সনৎকুমারঃ শ্রীপৃথুম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার ব্যখ্যা—পূর্ব্বশ্লোকে নিত্যমুক্ত বিশুদ্ধতত্ত্ব জানিবার জন্য জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই জ্ঞান অতি দুঃখদ বলিয়া ২টী শ্লোকে সুখময়ভক্তিমার্গের উপদেশ করিয়াছেন। যাহারা চরণযুগলের পলাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গুলিসকলের যে বিলাস অর্থাৎ কান্তি, সেই কান্তি সম্বন্ধিনী ভক্তি অর্থাৎ স্মৃতি দ্বারা কর্ম্মাশয়—অহঙ্কার রূপ হৃদয়গ্রন্থি যাহা রাশি রাশি কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত, সেই হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা রিক্তমতি যাহাদের সংকল্পের বিষয় শ্রীভগবান্ নহেন—সেই যতিপুরুষগণ রুদ্ধস্রোতোগণ হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়াও ভক্তগণের মত কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিতে পারে না। অরণ—শরণ। অর্থাৎ রক্ষকরূপে বরণ। কেন পারে না? তাহারই কারণটী "কৃচ্ছো-মহানিহ" এই শ্লোকে বলিতেছেন। "অপ্লবেশাং—যাহাদের ভবসিন্ধু তরিবার হেতু ঈশ্বর নহেন। অর্থাৎ শ্রীঈশ্বরকে যাহারা ভবসিন্ধু তরিবার আশ্রয় করেন নাই, তাহাদের এই সংসার উত্তীর্ণ হইতে মহান্ কৃচ্ছ্র অর্থাৎ ক্লেশ পাইতে হয়। তাহারা দুঃখে ইন্দ্রিয়-ষড়্‌বর্গ-কুম্ভীরযুক্ত এই ভবার্ণব তরিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব শ্রীভগবানকে তরণসাধন তরণী করিয়া দুস্তর ভবার্ণব উত্তীর্ণ হও। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। কোনও স্থানে যাইতে হইলে কোনও বুদ্ধিমান লোকের

নিকট পথের প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—"তোমার গন্তব্য স্থানে যাইতে দুইটী পথই আছে; তন্মধ্যে একটী পথে যাইতে সময়ও বেশী লাগিবে এবং কষ্টও বেশী হইবে। অন্য পথটী খুবই গোপনীয়। সে পথটী অনেকে জানেনা বলিয়াই এই দুর্গম পথে যাইতে প্রবৃত্ত হয়। সেই পথটী অতি সুগম ও অতি সত্বরেই লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে পারা যায়।" যদি কেহ এই উপদেশ করেন, তাহা হইলে সেই সুগময় পথে যাওয়াই যেমন উপদেষ্টার উপদেশের তাৎপর্য্য, তেমনি মোক্ষরাজ্য প্রবেশ করিবার দুইটি পন্থা, একটি জ্ঞান ও অপরটি ভক্তি। তন্মধ্যে জ্ঞান-পথে যাহারা যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের অনেক কষ্ট পাইতে হয়—এবং দীর্ঘকালপরে স্বরূপানুভবানন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতাও বলেন "ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।" আর দ্বিতীয় ভক্তি-পথটি গুহ্যবিদ্যানামে খ্যাত। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতাও "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তি-রসিক ভক্তের সঙ্গ বিনা, এই ভক্তিপথের সংবাদ পাওয়া যায় না, এবং সংবাদ পাইলেও তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। এই পথে যাহারা যান, তাঁহারা কোনও দুঃখ পান না; বরঞ্চ পরম সুখে ও অতি সত্বরেই শ্রীভগবানের চরণসান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারেন। জ্ঞান ও ভক্তির দুইয়ের প্রাপ্য এক হইলেও জ্ঞানপথের দুর্গমত্ব উল্লেখ করাতে দ্বিতীয় ভক্তিপথের অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ কর্ত্তব্যত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইয়াছে। এই "তিতীর্ষন্তি" এইরূপ উল্লেখ থাকাতে তরিবার জন্য ইচ্ছামাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু "তরেন না" অর্থ টিও ধ্বনিতে বুঝিতে হইবে। ৪।২২।৩৯—৪০। শ্রীসনৎকুমার পৃথুমহারাজকে বলিয়াছিলেন॥ ৪৮॥

অতোযচ্চ জ্ঞানমুপদিষ্টম্ তদপি তদুপদেশাব্যর্থতাসম্পাদনেচ্ছামাত্রেণানুষ্ঠীয়মানত্বেন ভক্তিসাদেব কৃতমিত্যাহ—সনৎকুমারোভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্। যোগং তেনৈব পুরুষমযজৎ পুরুষর্ষভঃ। ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততস্তদা। ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ॥ ৪৯॥

অতঃপর ভগবান্ সনৎকুমার যে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন. সেই জ্ঞানটিও তাহার উপদেশের সত্যতা সম্পাদনের ইচ্ছামাত্রে অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রীপৃথুমহারাজ সেই জ্ঞানোপদেশটি ভক্তিময় করিয়াই সাধন করিয়াছিলেন। ভগবান্ সনৎকুমার যে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক যোগ (উপায়) উপদেশ করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথুমহারাজ সেই উপায় দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিয়াছিলেন। ভগবদ্ধর্ম্মী সাধু পৃথুমহারাজ সর্ব্বদা—শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ভজন করিতে করিতে বিভুচৈতন্য-শ্রীভগবানে অনন্যবিষয়া অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ইতি শ্লোকার্থ॥ ব্যাখ্যা সুস্পষ্টই আছে বলিয়া শ্রীগোস্বামিপাদ আর স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিলেন না। ৪॥ ২৩॥ ৯—১০। শ্রীমৈত্রেয় শ্রীবিদুরকে বলিয়াছিলেন॥ ৪৯॥

শ্রীরুদ্রগীতেঽপি—ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ। স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ॥ ইত্যুক্ত্বাহ—তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্। পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্॥ ৫০॥

শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে বলিলেন হে নৃপনন্দনগণ! তোমরা শ্রীভগবানে অর্পিতচিত্ত হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ ইহাই জপ কর,—তোমাদের মঙ্গল হউক। সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মা সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) পূজা কর, কীর্ত্তন কর, ও ধ্যান কর। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৫০॥

অথ তমেব পূজয়ধ্বং নতু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাগ্রহাদিকমপি কুরুধ্বমিত্যেবকারার্থঃ। আত্মস্থং স্বান্তর্য্যামিত্বেন স্থিতং তদ্বদপরেষ্বপিভূতেষ্ববস্থিতমাত্মানং গৃণন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তশ্চেত্যন্যত্র মনোবচোব্যাপারোঽপি নিষিদ্ধঃ। অসকৃদিত্যেকস্যাং পূজায়াং সমাপ্যমানায়ামেবান্যারদ্ধব্যা ন তু কর্ম্মাদ্যাগ্রহেণ বিচ্ছেদঃ কর্ত্তব্যইত্যর্থঃ। ৪॥ ২৪॥

শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসঃ॥ ৫০॥

অনন্তর তাঁহাকেই পূজা কর, কিন্তু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ করিও না। শ্লোকস্থ "তমেব" এই এবকারটির অর্থ এই

বুঝিতে হইবে। "আত্মস্থং" সেই হরি যেমন তোমাদের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তেমনি অপর ভূতসমূহেও অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। "আত্মা" শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করিতে করিতে, ধ্যান করিতে করিতে, অন্যত্র মন এবং বাক্যের ব্যাপার রহিত হও। শ্লোকে "অসকৃৎ" এই এই অব্যয় শব্দটি উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝান হইয়াছে। একটি পূজা শেষ হইতেই আর একটি পূজা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান আগ্রহ করিয়া বিচ্ছেদ দেওয়া উচিত নয়। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—কোনও একটু সময়েও ভক্তি-অনুষ্ঠানশূন্য হইয়া থাকিবে না। ৪।২৪।৬৯—৭০। শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন ॥৫০॥

এতদেব শ্রীনারদেনাপি স্ফুটীকরিষ্যতে অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যথাহ—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনোবচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতেহরিরীশ্বরঃ॥
কিংজন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোহপি বিবুধায়ুষা॥
শ্রুতেনতপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা॥
কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিংবাশ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥৫১॥

শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও ৪। ৩১।৯ হইতে ৬টি শ্লোকে বিধি ও নিষেধ মুখে যে প্রকারে বলিয়াছেন তাহাই দেখাইতেছেন। হে প্রচেতাগণ! সেইটিই জন্ম, সেই সকলই কর্ম্ম, সেইটিই যথার্থ পরমায়ু সেইটিই মন, সেইটিই বচন মানব-মাত্রের ;—যে জন্ম দ্বারা, যে কর্ম্ম দ্বারা, যে পরমায়ু দ্বারা, যে মন দ্বারা, যে বচনের দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন। জন্মাদির শ্রীহরিসেবাই মুখ্য ফল। হরিসেবা বিহীন জন্মাদি সকলই বিফল। শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকভেদে তিন প্রকার জন্মদ্বারাইবা তাঁহার কি লাভ? বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানেই বা কি তার লাভ? পুরুষের দেবগণের মত দীর্ঘ পরম লাভেই বা কি ফল? সাঙ্গবেদাধ্যয়নেই বা কি লাভ? দুঃখময় তপস্যাতেই বা কি ফল? বচন-শক্তির-যথেষ্ট ব্যবহারেই বা কি লাভ হইতে পারে? চিন্তাশীল চিত্তবৃত্তিদ্বারাই বা কি হইতে পারে? সদসৎ বিচার-নিপুনা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই বা কি লাভ হইতে পারে? ইন্দ্রিয়গণের নৈপুণ্যযুক্ত—শারীরিক বলেই বা কি হইতে পারে। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গঅনুষ্ঠানেই বা কি হইতে পারে? দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান অনুশীলনেই বা কি লাভ? সন্ন্যাস ও বেদাভ্যাসেই বা কি ফল ফলিবে? এক দুই করিয়া কত উল্লেখ করিব? ব্রত বৈরাগ্য প্রভৃতি মঙ্গলজনক রাশি রাশি সাধনেই বা কি লাভ? যে সকল সাধন অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ শ্রীহরি আত্মদান না করেন। যদি কেহ বলেন—এই সকল সাধনের নানা ফলপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব একমাত্র শ্রীহরিসেবাপ্রাপ্তির অভাবেই এই সকল সাধন কেন বিফল হইবে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—মাঙ্গলিক ফলের আত্মাই পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরিস্ফূর্ত্তিই নিখিল সাধনের মুখ্যফল। যদি রাশি রাশি সাধন করিয়া অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরি-স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে সমস্ত সাধনই ব্যর্থ। যে হেতু পরমার্থ-বিচারে আত্মার্থরূপেতেই অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধে অন্যসকলের প্রিয়ত্ব। ইহাতেও একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—সকল সাধকেরই আত্মসাক্ষাৎ-কারে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলাম—কিন্তু তাহাতে শ্রীহরি-সেবার কি আসিল? অর্থাৎ শ্রীহরি কি আত্মা? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—আত্মা শ্রীহরিই অবিদ্যা নিবৃত্তি করিয়া পরম আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশক। ঐশ্বর-রূপেও বলিপ্রভৃতিকে যেমন আত্মদান করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে ভক্তি-সাধন-অনুষ্ঠানকারীগণকেও আত্ম-দান করিয়া থাকেন। এবং শ্রীহরিই সকলের প্রিয়, যেহেতুক তিনি পরমানন্দ মূর্ত্তি॥ ইতি শ্লোকার্থ॥৫১॥

শুক্রসম্বন্ধিজন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্রমুপনয়নেন। যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। ইন্দ্রিয়-রাধসা তৎপাটবেন। তত্র সাংখ্যেন দেহাদিব্যতি-রিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রেণেতিটীকা। অথ শ্রেয়সামিত্যাদি

টীকা চ—নন্বেষাং নানাফলসাধনানাং হরিসেবনাভাবমাত্রেণ কুতো বৈয়র্থ্যং তত্রাহ। শ্রেয়সাং ফলানামাত্মৈবাবধিঃ পরাকাষ্ঠা। অর্থতঃ পরমার্থতঃ আত্মার্থত্বেনৈবান্যেষাং প্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ভবত্বাত্মাবধির্হরেঃ কিমায়াতং তত্রাহ সর্ব্বেষামপীতি। আত্মদশ্চ অবিদ্যানিরাসেন স্বরূপাভিব্যঞ্জকঃ। ঐশ্বরেণাপি রূপেণ বলিপ্রভৃতিভ্য ইব আত্মদঃ প্রিয়শ্চ পরমানন্দরূপত্বাদিত্যেষা। অত্রসর্ব্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধজীবানামপি আত্মা পরমাত্মেতিজ্ঞেয়ম্। রশ্মিস্থানীয়ানাং জীবানাং সূর্য্যস্থানীয়ত্বাত্তস্য। তদুক্তম্—

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতচ্চরাচরম্।
কৃষ্ণমেনববেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায়েত্যাদি।

আত্মানৌ জীবতাদাত্ম্যাপন্নপরব্রহ্মেশ্বরাখ্যৌ দদাতি যথাযথং স্ফুরয়তি বশীকারয়তি চ যঃ স আত্মদ ইতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ—

যথাতরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ৫২॥

বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে যে উৎপত্তি তাহারই নাম শুক্রসম্বন্ধি জন্ম। কারণ ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান ধার্ম্মিক পিতামাতা হইতে উৎপত্তির অপেক্ষা আছে। উপনয়নের দ্বারা যে জন্মটী হয় তাহার নাম সাবিত্রজন্ম। দীক্ষা দ্বারা যে জন্মটী হয় তাহার নাম যাজ্ঞিকজন্ম। "ইন্দ্রিয়ারাধনা"—বিষয় গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণের পটুতা। এস্থানে "সাংখ্যেন"—দেহাদি অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞানমাত্রেই তাৎপর্য্য। অনন্তর "শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষাং" ইত্যাদি শ্লোকের টীকাতেও নিম্নলিখিত প্রকার অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। এইস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নানাফল প্রসবকারী পূর্ব্বোক্ত এই সকল সাধনের একমাত্র হরিসেবার অভাবই কেন বৈফল্য ঘটিবে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—নিখিলমঙ্গল ফলের আত্মাই অবধি—অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা, কিম্বা পরিসীমা। "অর্থতঃ"—যেহেতু পরমার্থবিচারে আত্মসাক্ষাৎকার তাৎপর্য্যেই অন্য সকল মাঙ্গলিক ফলের প্রিয়ত্ব। শ্লোকস্থ "অর্থতঃ" এই পদটীর এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে। তাহাতেও একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—সকল মঙ্গলফলের আত্মসাক্ষাৎকারেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীহরির কথা কিসে উঠিতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"সর্ব্বেষামপি" অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবের শ্রীহরিই আত্মদ অর্থাৎ অবিদ্যা নিরসনপূর্ব্বক নিজস্বরূপের প্রকাশক। যেহেতু তিনি ঐশ্বররূপেও বলি প্রভৃতিকে যেমন আত্মদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি সকল প্রাণীর সম্বন্ধেও তিনি আত্মদান করিয়া থাকেন। অথচ তিনি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া সকলেরই প্রিয়। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। এস্থলে সর্ব্বভূতে বলিতে দেহাভিমানী এবং শুদ্ধজীবেরও শ্রীহরিই আত্মা—অর্থাৎ পরমাত্মা এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! দেহ জীর্ণ হইলেও যখন বাঁচিবার আশা অতি বলবতী হইয়া থাকে, তাহাতেই বুঝিতে হইবে—সকল দেহাভিমানী জীবেরই নিজ নিজ আত্মা প্রিয়তম। সেই আত্মসুখের জন্যই দেহ অপত্য প্রভৃতি চরবস্তুর এবং গেহাদি-প্রভৃতি অচর বস্তুর এবং চরাচরাত্মকজগৎ ও যাহা কিছু আছে—সে সকলই আত্মসম্বন্ধে প্রিয়রূপে প্রতিভাত হয়। যেহেতু সুখস্বরূপ বলিয়াই তৎসম্বন্ধে দুঃখাত্মকজগৎও সুখাত্মকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই প্রকারে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে অতিরিক্ত বিশুদ্ধ আত্মার স্বাভাবিক প্রিয়ত্ব দেখাইয়া এইক্ষণ অভিপ্রেত বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন—'কৃষ্ণমিতি' যিনি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া কৃষ্ণনামে অভিহিত এই শ্রীযশোদানন্দন অখিল আত্মার আত্মা,—অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জানিও। যেমন বহিশ্চররশ্মি পরমাণুবৃন্দের এবং সূর্য্যমণ্ডলগত রশ্মি পরমাণুসমূহের সূর্য্যমণ্ডলই পরমাশ্রয়, তেমনি অশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ জীবাত্মা-সমূহের শ্রীকৃষ্ণই পরমস্বরূপ ও পরমাশ্রয়। যদি বল শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই পরমাত্মাই হইবেন তবে প্রাকৃতলোক-দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কেন?

তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"জগদ্ধিতায়" ইতি। অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব আত্মগণের পরমাশ্রয় ও পরমস্বরূপ হইয়াও পরমকল্যাণ গুণনিধি জন্ত পরমকারুণিক। এইজন্ত নিজ ভক্তগণকে কৃপা করিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তপ্রসঙ্গে জগদ্-গত জীবগণের হিতের জন্য এই জগতে কল্পে কল্পে নিজ স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন বরভোজনের জন্য আয়োজন করিলে সেই বরের উপলক্ষে অনেকেই ভোজন করিয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-সম্বন্ধ-যুক্তজগতবাসিজীবগণকেও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ইহাতে তোমার মনে হয়তো একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে—শ্রীকৃষ্ণও যদি নিখিলজীববৃন্দের পরম আশ্রয়স্বরূপই হইবেন তাহা হইলে দেহিগণের মত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কেন? অর্থাৎ দেহ ও আত্মা বিভাগযুক্ত দেহী যেমন ক্ষুধা, পিপাসাদি ধর্ম্মাক্রান্ত,—শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ ক্ষুধা পিপাসাদি ধর্ম্ম দেখা যায় কেন? যেহেতু আত্মারই ক্ষুধা পিপাসাদি ধর্ম্ম নাই, আর তাহা হইলে নিখিল আত্মার পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের কেমন করিয়া ক্ষুধা পিপাসাদি ধর্ম্ম থাকা সম্ভবপর হইতে পারে? তাঁহারই উত্তরে বলিতেছেন—"মায়য়া দেহীব আভাতি" অর্থাৎ নিজ ভক্তগণের প্রতি অপার করুণায়—দেহীর মত ক্ষুধা পিপা-সাদি ধর্ম্মাক্রান্তরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এস্থলে মায়া শব্দের অর্থ কৃপাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্বেতবর্ণ দুগ্ধে শ্বেতবর্ণ কমল যেমন একই রূপে প্রকাশ পায়, পৃথকরূপে উপলব্ধি করা যায় না,—তেমনি ভক্তগণের প্রেম-ভাবিত অন্তঃকরণে প্রেমাস্পদতাস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুরী-রাশিতে অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন যেমন প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনাদি করাইবার আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষার জাতি ও পরিমাণ অনুসারে ক্ষুধাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকেন। এইজন্ত শ্লোকে "ইব" এই অব্যয় পদটী উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দেহাভিমানী জীব যেমন দেহধর্ম্ম ক্ষুধাদি-যুক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকার ক্ষুধাদি ধর্ম্মযুক্ত নহেন, কিন্তু প্রেমবশ্যতাস্বভাবে ভক্তের আকাঙ্ক্ষানুসারে ক্ষুধাপিপাসাযুক্ত রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এইটী তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম,—আগন্তুক বা ঔপাধিক নহে। এই সকল স্বরূপনিষ্ঠধর্ম্মে আত্মারামগণের এবং তাঁহার প্রিয়জনগণের অধিক নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদ ধর্ম্মই প্রসঙ্গে পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সকল ধর্ম্মে আত্মারাম ও প্রিয়ভক্তগণের অধিকতর সুখোল্লাস প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লোকস্থ "আত্মদঃ" এই পদটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন,—আত্মা জীবস্বরূপের সহিত তাদাত্মাপন্ন ব্রহ্ম ও ঈশ্বর নামক স্বরূপদাতা। অর্থাৎ জ্ঞানীগণের হৃদয়ে যিনি জীব-স্বরূপের সহিত ভেদ সহিষ্ণু অভেদ ভাবাপন্ন নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব দান করেন, এবং যিনি যোগিগণের হৃদয়ে, জীবাত্মা-স্বরূপের সহিত ভেদসহিষ্ণু অভেদ ভাবাপন্ন পরমাত্মস্বরূপের আবির্ভাবদাতা। অর্থাৎ যথাযথরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপের যিনি স্ফূর্ত্তি দান করেন, অর্থাৎ বশীভূত করাইয়া দেন। শ্রীধর-স্বামিপাদের টীকার অভিপ্রায়ে 'আত্মদ" পদের এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। আরও বলিতেছেন—যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে সেই বৃক্ষের ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকল অঙ্গই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, অথবা প্রাণে উপহার প্রদান করিলে অর্থাৎ পাকস্থলীতে আহার্য্য বস্তু দিলে যেমন সকল ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তি ঘটিয়া থাকে, তেমনি একমাত্র অচ্যুতনামা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সমস্ত দেবগণের আরাধনা হইয়া থাকে। আর স্বতন্ত্ররূপে দেবতান্ত-রের আরাধনার কোনই আবশ্যকতা থাকে না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫২ ॥

টীকা চ—কিঞ্চ নানাকর্ম্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতি-নিমিত্তান্যপিফলানি হরিপ্রীত্যা ভবন্তু। কেবলতত্ত-দ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথে-ত্যাদিকা ॥ ৪।৩১ ॥ শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

স্বামিপাদকৃতটীকারব্যাখ্যাটী এইরূপ বুঝিতে হইবে। অপর নানাকর্ম্মকাদিদ্বারা আরাধিত সেই সেই দেবতার সন্তোষ-জনিত রাশি রাশি ফলও হরি-সন্তোষে আপনি হইয়া থাকে। বিষ্ণুসন্তোষ ভিন্ন কেবল সেই সেই দেবতা আরা-ধনা দ্বারা কিছু ফললাভ হয় না, এইটীই দুইটী দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—"যথা তরোর্মূল" ইত্যাদিশ্লোকে। চতুর্থ স্কন্ধের ৩১ অঃ চতুর্দ্দশ শ্লোকে প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের উক্তি ॥ ৫১—৫২

শ্রীঋষভদেবকৃতস্বপুত্রশিক্ষণেঽপি—যে বা ময়ীশে ইত্যাদিকং মত্তোঽপ্যনন্তাদিত্যাদিকঞ্চাগ্রে দর্শনীয়ম্।

ব্রাহ্মণরহূগণসম্বাদান্তেঽপীদমস্তি—

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সন্ন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্॥ ৫৩॥

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নিজপুত্রগণকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেও—

"যেবাময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চলোকে॥"
৫।৫।৩

"মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ স্বর্গাপবর্গাধিপতের্নকিঞ্চিৎ
যেষাং কিমুস্যাদিতরেণ তেষামকিঞ্চনানাং ময়িভক্তিভাজাং॥"
৫।৫।২৫।

ইত্যাদি শ্লোক-ব্যাখ্যায় অগ্রে ভগবদ ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখান হইবে। ব্রাহ্মণ এবং রহূগণ সম্বাদেও ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। হে রহূগণ! তুমিও এই সংসারে পথের পার অতিক্রম কর। কি প্রকারে এই সংসার পার অতিক্রম করিবে তাহার উপায় বলিতেছি,—সকলের প্রতি দণ্ড ধারণ ত্যাগ কর। অর্থাৎ আমিই সকলের শাসনকর্ত্তা, ইহারা সকলেই আমার শাস্ত এই বুদ্ধি হৃদয় হইতে ত্যাগ কর। সর্ব্বভূতে বন্ধুভাব প্রাপ্ত হও, সর্ব্বত্র চিত্তের অনাসক্তি রাখিয়া হরি সেবায় তীক্ষ্ণীভূত জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া সমস্ত আশক্তির পাশ ছেদন কর। ৫।১৩।২০ ইতিশ্লোকার্থ॥৫৩॥

জ্ঞানমাত্রং ভক্ত্যাশ্রয়মেব। যথোক্তমেতদনন্তরং শ্রীরহূগণেনৈব—

অহোনৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিংজন্মভিরপরৈরপ্যমুস্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃ কৃতাত্মনাম্।
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥
নহ্যদ্ভুতং তচ্চরণাব্জরেণুভি
হ'তাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।

মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে—
দুস্তর্কমূলোঽপহতো ঽবিবেকঃ॥
ইতি॥ ৫ ॥ ১৩॥ শ্রীব্রাহ্মণোরহূগণম্॥

এই শ্লোকে জ্ঞান পদে ভক্তি-আশ্রয় জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভক্তির সাধন করিতে করিতে যে জ্ঞান লাভ হয়—এস্থলে সেই জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকটীর পর শ্রীরহূগণ মহারাজও যে প্রকার বলিয়াছিলেন—তাহাতেও ভক্তি যোগেরই অভিধেয়ত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে। অখিল জন্ম মধ্যে মনুষ্য-জন্মই সুন্দর। অপর দেবাদি জন্মে কি লাভ হইয়া থাকে? স্বর্গাদিতে জন্মগ্রহণই বা কি লাভ? যে জন্মে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি শ্রবণ কীর্ত্তনে শোধিতচিত্ত মহানুভব ভগবদ্ভক্তগণের প্রচুর সমাগম হয় না, সেই সকল জন্মেও সেই স্বর্গাদিলোকেই বা কি লাভ হইয়া থাকে? সতত তোমার চরণকমলস্থিত রেণু-সমূহ উপাসনা করিয়া যাহার সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার পক্ষে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যে হেতুক, যে তোমার মূহুর্ত্তকালমাত্র সমাগম-প্রভাবেই দুষ্ট-তর্কাশ্রিত আমার অবিবেক নষ্ট হইয়া গেল। ৫।১৩।২১—২২। ইতি শ্লোকার্থ, শ্রীব্রাহ্মন জড় ভারত মহাশয়কে শ্রীরহূগণ বলিয়াছেন॥ ৫৩॥

তথা চিত্রকেতুং প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণোপদেশান্তেঽপি দৃষ্টশ্রুতাভিরিত্যাদৌ মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেদিত্যগ্রতঃ উদাহার্য্যম্। অসুরবালকানুশাসনেঽপি—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
যথাহি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥ ৫৪॥

৬।১৬।৬২ শ্লোকে—চিত্রকেতু মহারাজের প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবের উপদেশের অন্তেও—

"দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভিনির্ম্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞান বিজ্ঞান সংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ পুরুষ দৃষ্ট ও শ্রুত, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, নিজ বিবেকবলে পরোক্ষ জ্ঞান ও

অপরোক্ষ অনুভবে সম্যক তৃপ্ত হইয়া আমাতে ভক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ। এই উপদেশেও ভগবদ্ভক্তি-রই অভিধেয়ত্ব অগ্রে উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইবে। অসুরবালকগণের প্রতি ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের অনুশাসনেও ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বলা হইয়াছে। বিজ্ঞজন কৌমার বয়স হইতে আরম্ভ করিয়াই এই মনুষ্য জন্মে ভাগ-বতধর্ম্ম সকল আচরণ করিবে। যেহেতু মনুষ্যজন্ম অতীব দুর্ল্লভ, অথচ পরমার্থপ্রদ; কিন্তু সেই মনুষ্য জন্ম ক্ষণভঙ্গুর। যেমন সকল জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ, তেমনি সকল উপাস্য তত্ত্বের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রেষ্ঠ মনুষ্য-জন্মের—শ্রীবিষ্ণুচরণকমলে-শরণাগতিটীই উপযোগী। যেমন মনুষ্যজন্মটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি উপাস্যতত্ত্বটীও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে উপাসনাটীও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। যেমন মনুষ্য জন্মের মত জন্ম নাই, তেমনি শ্রীবিষ্ণুর মত উপাস্যতত্ত্ব নাই। যেহেতু "বেবেষ্টীতি বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু। যাঁহাকে উপাসনা করিলে কাহারও উপাসনাই বাদ থাকে না, সকল-কেই উপাসনা করা হয়; তাঁহাকে উপাসনা করাই বিজ্ঞ-জনের কর্ত্তব্য। আবার যে ভক্তিসাধনটী করিলে অন্য কোন সাধন না করিয়াও সর্ব্বসাধনের ফল লাভ করিতে পারা যায়, অথচ যে ভক্তিটী ছাড়িয়া অন্য অশেষ সাধন করিলেও কোন সাধনাই নিজ নিজ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না, সেই ভক্তিসাধন করাই বিজ্ঞ জনের অবশ্যকর্ত্তব্য। পুনশ্চ উপাস্যে যে সকল গুণ থাকিলে উপাসক উপাসনা করিয়া সর্ব্বপ্রকার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, সে সমুদয় সদ্গুণরাশিতে বিভূষিত শ্রীবিষ্ণু। যেহেতুক এই শ্রীবিষ্ণুই সকল ভূতের আত্মা—অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয়, অথচ সকলের হিতকারী সুহৃৎ এবং সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৭ ॥

ইহৈব মানুষজন্মনি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ আচরেৎ। যতঃ অর্থদমেতজ্জন্ম। দেবাদিজন্মনি মহাবিষয়া-বেশাৎ পশ্বাদিজন্মনি বিবেকাভাবাচ্চ। মানুষজন্ম প্রাপ্য চ ন বিলম্বেতেত্যাহ কৌমারে কৌমারমারভ্য-[illegible] তদপি জন্ম অধ্রুবম্ পুনরত্র ন ভবেৎ। [illegible] চ প্রাধান্যেন মনুষ্যমধিকৃত্য প্রবৃত্তত্বাত্তদনুবাদে-নোক্তিরিয়ং তদ্বুদ্ধ্যাদিসাম্যেন মানুষত্বমারো-প্যৈবেতিজ্ঞেয়ম্। তত্র ভাগবতধর্ম্মাচরণস্যৈব যুক্তত্বং দর্শয়তি যথাহীত্যাদি। ইহ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ পাদোপ-সর্পণমেব যথা অনুরূপং যোগ্যমিত্যর্থঃ যদ্‌যস্মাদেব ভূতানাং স্বভাবত এব প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ প্রেমকর্ত্তা আত্মা পরমাত্মা। পাদোপসর্পণেহেত্বন্তরংযস্মাচ্চৈষ ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুংসমর্থঃ সুহৃৎ সর্ব্বেষাং হিতং চিকীর্ষুশ্চেতি। তদেতদুপক্রম্যউপসংহরতি— ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ-বিবিধা চ বার্ত্তা। মন্যেতদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য-পুংসঃ ॥ ৫৫ ॥

এই মনুষ্যজন্মেই ভাগবত ধর্ম্ম সকল আচরণ করিবে। "আচরেৎ" এই বিধিলিঙ্ প্রয়োগদ্বারা ভাগবতধর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ও অকরণে প্রত্যবায় সূচিত হইয়াছে। যেহেতুক এই মনুষ্য জন্ম অর্থদ অর্থাৎ পরমার্থ-ফলদাতা। মনুষ্যজন্মই শ্রীভগবদ্ভজন করিবার উপযোগী। যেহেতুক দেবাদিজন্মে মহাবিষয়ে আবেশজন্য এবং পশু প্রভৃতি জন্মে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার করিবার ক্ষমতার অভাবজন্য ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবার উপযোগিতা নাই। একমাত্র মনুষ্যজন্মই ত্যাগ ও বিবেকে সমর্থ। অতএব এই মনুষ্যজন্মটী পাইয়া ভগবদ্ভজন বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতে-ছেন "কৌমারে" অর্থাৎ ঐ কৌমারবয়স হইতে আরম্ভ করিয়াই। এস্থলে আরম্ভ অর্থেই সপ্তমী বিভক্তি করা হইয়াছে। যেহেতু সেই বিবেক ও ত্যাগ করিবার শক্তি-যুক্ত মনুষ্যজনমটী অধ্রুব অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর, অথচ দুর্ল্লভ। বহু সাধনেও মনুষ্যজনম পাওয়া যায় না। যদ্যপি অন্য পশু প্রভৃতি যোনিতেও ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন শ্রীমদ্ হনুমান্, গরুড়-প্রভৃতিতেও ভগবদ্ভক্তির সত্তা-রহিয়াছে, তথাপি এস্থলে কেবলমাত্র মনুষ্যকে লক্ষ্য করি-য়াই ভগবদ্ভজনের উপদেশ করিবার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যে-রই সর্ব্বপ্রকার ভগবদ্ভজন করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই নিখিল শাস্ত্র প্রধানরূপে মনুষ্যকে অধিকার করিয়াই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য উপদেশে [illegible] হইয়াছেন। অতএব পশ্বাদি-

যোনিতেও ভগবদ্ভজন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে সেই সকল পশু প্রভৃতিতে মনুষ্যের মত বুদ্ধি ও ত্যাগের ক্ষমতা আছে বলিয়াই সেই অশ্বাদিতেও মনুষ্যধর্ম্মের আরোপ করিয়া এইরূপ উক্তিটী করা হইয়াছে। সেই মনুষ্যজন্মে ভাগবতধর্ম্ম আচরণেরই উপযোগিতা "যথাহি পুরুষস্তেহ" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে। এই উপাসনা-মার্গে পুরুষের (মানুষের) শ্রীবিষ্ণুচরণ-উপসমর্পণই অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর চরণে শরণাগতিটীই যেমন অনুরূপ অর্থাৎ যোগ্য। যেহেতু এই বিষ্ণু সকল প্রাণীর স্বভাবতঃই প্রিয় অর্থাৎ প্রীতির বিষয়। যেহেতু আনন্দই নিরুপাধি-প্রীতির বিষয়। শ্রীবিষ্ণু অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ বলিয়া নিখিলজীবেরই প্রীতি করিবার যোগ্য বিষয়। অথচ জীব যেমন শ্রীবিষ্ণুকে প্রীতি করিবে শ্রীবিষ্ণুও তেমনি ভক্তগণকে প্রীতি করিয়া থাকেন। যেহেতুক তিনি পরমাত্মা। তাঁহারই চরণে শরণাগতি বিষয়ে আরও একটী হেতু উল্লেখ করিতেছেন—এই শ্রীবিষ্ণু ঈশ্বর—অর্থাৎ করিতে, না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ। অপর তিনি সকলের সুহৃৎ, অর্থাৎ সকলের হিত সাধন করিতে থাকেন। এতগুলি সদ্গুণনিধি শ্রীবিষ্ণুকেই মানুষমাত্রের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

এই প্রকার উপদেশের প্রারম্ভ করিয়া উপসংহারেও ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) অপূর্ব্বফল, অর্থবাদ (প্রশংসবাক্য) এবং উপপত্তি (যুক্তি) এই ছয়টী হেতু দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। তন্মধ্যে এস্থানে শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশে উপক্রম ও উপসংহারে ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দেখাইবার জন্য উপক্রমশ্লোকটী দেখাইয়া এইক্ষণ উপদেশের উপসংহার শ্লোকটী উল্লেখ করিতেছেন। হে বালকগণ! তোমরা হয় তো মনে করিতে পার—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি যদি পুরুষার্থ না হয়, তাহা হইলে গুরুপুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক বেদের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া সত্যতা প্রতিপাদন করতঃ আমাদিগকে ধর্ম্মাদির উপদেশ করেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ এবং ঈক্ষা (কর্ম্মবিদ্যা), ত্রয়ী (কর্ম্মবিদ্যা), নয় (তর্ক, নীতি,) এবং বিবিধ জীবিকা এই সকল বেদোক্ত বলিয়াই মনে করি। আমি কোনও দোষ দিতেছি না, তবে সেই প্রকার অধিকারীর পক্ষে বেদের এই সকল উপদেশ "হিতকারী বলিয়া" সত্য। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"।

কিন্তু এ সমুদয় উপদেশের তখনই যথার্থ পারমার্থিক সত্যতা প্রকাশ পাইবে,—যখন পরমপুরুষ নিরুপাধি হিতকারী শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করা হইবে। অর্থাৎ নিখিল সাধন ও নিখিল সাধ্যের পরমমুখ্যফল শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ তদীয়ত্বরূপে অভিমান্ না হইবে, অর্থাৎ আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রভু অথবা "আমি তোমার নিত্য-সেবক, তুমি আমার নিত্য সেব্য" এইরূপ সম্বন্ধের উদ্বোধন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে বেদের মুখ্য উপদেশ প্রতিপালন করা হইতেছে না। যেমন কেহ নিজ ভৃত্যের প্রতি বাজার হইতে বহুজিনিষ আনিবার উপদেশ করিয়া পরে বলিলেন "ঘরে চাউল মাত্রও নাই, অন্যান্য জিনিষ তো আনিবে, কিন্তু চাউল না আনিলেই চলিবে না"। সেই ভৃত্যটী যদি বাজার হইতে সকল জিনিষই আনে কিন্তু চাউল না নিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার অন্য সকল-জিনিষ আনাই যেমন বৃথা হইয়া যায়, তেমনি ভবের হাটে আসিয়া প্রভু-স্থানীয় বেদের সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিয়া যদি মুখ্যআদেশ ভগবানে ভক্তি না করে, তাহা হইলে বেদের সমস্ত আদেশ প্রতিপালনকরাটী কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র তাহার প্রতি কখনও প্রসন্ন হইতে পারেন না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৫ ॥

ঈক্ষা—আত্মবিদ্যা। তদেতৎ সর্ব্বং নিগমস্যার্থজাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্যামিণঃ পরমস্য পুংসস্তস্মৈ স্বাত্মার্পণসাধনঞ্চেৎ হি সত্যং মন্যে সত্যফলত্বাৎ ॥ ৭ ॥ ৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুর বালকান্ ॥ ৪—৫৫ ॥

ঈক্ষা—আত্মবিদ্যা, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান। সেই পূর্ব্বোক্ত সকলবেদের উপদেশসমূহ নিজহিতকারীবান্ধব অন্তর্যামী সে পরমপুরুষ, তাঁহার অর্থাৎ তাহাকে নিজ আত্মসমর্পণরূপ ফলের সাধন যদি হয়, তাহা হইলে সত্য বলিয়া মনে করি। যেহেতু ঐ নিখিল সাধনের ভগবানে আত্মসমর্পণ ফলটীই পারমার্থিক সত্য। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ বিনা যে কিছু

ফল—সকলই অপারমার্থিকতা-জন্য অসত্য। ৭।৫।২৬। শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। ৫৪—৫৫ ॥

অগ্রে চ—তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥ ৫৬ ॥

৭।৭।২৯ শ্লোকেও শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে বলিবেন—হে বালকগণ! পূর্ব্ববর্ণিত উপায়-সহস্রের মধ্যেও ভগবান্ শ্রীদেবর্ষি নারদ আমাকে এই উপায় বলিয়াছেন—যে সকল ভজনে ঈশ্বর শ্রীভগবানে অক্লেশে যথাযোগ্য রতির উদয় হয়, সেই সকল ভজনই কর্ম্মবীজ-পরিহারের মুখ্য উপায়। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৬ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তে ত্রিগুণাত্মকর্ম্মণাং বীজনির্হরণেহপি উপায়সহস্রাণাং মধ্যে অয়মেব উপায়ঃ ভগবতা শ্রীনারদেন মাং প্রত্যুপদিষ্টঃ। যৈরুপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাদ্ যদ্ যস্মাদুপায়াৎ যথা যথাবৎ ঈশ্বরে ভগবতি অঞ্জসা ব্যবধানানন্তরং বিনৈব রতিঃ প্রীতির্ভবতি। অতঃ কর্ম্মবীজ-নির্হরণমপি তস্যানুসঙ্গিকমেব ফলমিতি ভাবঃ। অগ্রে চ গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা—ইত্যাদিভিস্তস্যৈবোপায়স্যাঙ্গান্যুক্ত্বাহ—
এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তেভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভতেরতিম্ ॥ ৫৭ ॥

তত্র—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক কর্ম্মসমূহের বীজনাশ বিষয়েরও সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে এই উপায়টীই ভগবান্ নারদ আমাকে উপদেশ করিয়াছেন;—যে উপায়-সহস্রের দ্বারা সিদ্ধ উপায় হইতে যথাযোগ্য ঈশ্বর শ্রীভগবানে ব্যবধানশূন্য রতি অর্থাৎ প্রীতির উদয় হয় সেই উপায়টী অবলম্বন করাই জীবের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই স্থানের অভিপ্রায় এই যে—রাশি রাশি সাধন অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মসকলের বীজরূপ বাসনা ক্ষয় হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। অথচ সেই ভক্তিটী এতই দুর্লভ যে একমাত্র সৎসঙ্গ বা সৎকৃপা-ভিন্ন কোনও উপায়েই লাভ করিতে পারা যায় না। তবে পবিত্র অনুষ্ঠানে থাকিতে থাকিতে যদৃচ্ছাক্রমে সাধুসঙ্গ পাইবার একটা সম্ভাবনা আছে বলিয়াই শ্রীগোস্বামিপাদ্ বলিলেন—"যৈরুপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাৎ" অর্থাৎ হাজার হাজার সাধনকে সাধন-স্থানীয় রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার সেই অব্যবহিতা ও অহৈতুকী সাধন-ভক্তি হইতে প্রীতি-ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মবীজ নাশ হওয়াটী সাধনভক্তির মুখ্য ফল নয়, অবান্তর ফল। কিন্তু প্রীতিটী ভক্তির মুখ্যফল। এস্থানে এই অভিপ্রায়টীই বুঝিতে হইবে। অগ্রে ও "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা" এই অধ্যায়ের ৩০ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৩২ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত সেই অহৈতুকী ভক্তিরূপ উপায়েরই অঙ্গ সকল উল্লেখ করিয়া ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ! পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তির অঙ্গসকল অনুষ্ঠান করিতে করিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্য অথবা ইন্দ্রিয়বর্গজয়ী ভক্তগণ ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন। যে ভক্তিদ্বারা ভগবান শ্রীবাসুদেবে সম্যক প্রীতিলাভ করিতে পারা যায়। ইতি শ্লোকার্থ।

এবং পূর্ব্বোক্ত গুরুশুশ্রূষাদি প্রাকারেণৈব নতু তদর্থ পৃথক্ প্রযত্নেন নির্জিতকর্ম্মবীজলক্ষণকামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যৈর্জনৈঃ পুনরপি ভক্তিঃ ক্রিয়ত এব ॥ ৭।৭॥ শ্রীপ্রহ্লাদস্তান্ ॥ ৫৭ ॥

এবং—"পূর্ব্ববর্ণিত গুরুশুশ্রূষাদি প্রসারেই নির্জ্জিত কর্ম্মবাসনার সত্তার পরিচায়ক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে জয় করিয়া ভক্তগণ পুনরায় ভগবানে ভক্তি করিয়াই থাকেন। সেই কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে জয় করিবার জন্য ভক্তগণ কখনও ভক্তির অঙ্গ গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করেন না। ভক্তির স্বভাবই এই যে—যদ্যপি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বাসনা-বীজের পরিচায়ক রাজস, তামস ভাব বিনাশ করিয়া দেয়, তথাপি ভক্তি-সাধনের প্রতি আবেশ কিছুমাত্রও ত্রুটিত হয় না। যেহেতুক নিরুপাধি ভক্তিতে ভক্তির উপরেই আবেশ জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু ফলান্তরানুসন্ধান করিতে দেয় না! ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে না, যেহেতুক ভক্তের ভক্তির সহিতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, আবার ভক্তির সাক্ষাৎসম্বন্ধ শ্রীভগবানে। এইজন্য ভক্ত, ভক্তি করিয়াই

সুখী হইয়া থাকেন। ৭। ৭। শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে বলিয়াছেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

বর্ণাশ্রমাচারকথনারম্ভেনরমাত্রধর্ম্মকথনেঽপি—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৫৮ ॥

৭।১১ অধ্যায়েও শ্রীপাদ্দেবর্ষি নারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচার বলিবার আরম্ভে মনুষ্যমাত্রের অবশ্য আচরনীয় ধর্ম্মোপদেশেও বলিয়াছেন—হে রাজন্! যে ধর্ম্মদ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারা যায়—সেই সকল ধর্ম্মের মূলপ্রমাণ শ্রীভগবান্ই সাক্ষাৎ সকল বেদের মূর্ত্তি" এইরূপে ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞ, তাহারা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ-বিষয়ে স্মৃতিকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৮ ॥

ধর্ম্মস্য মূলং প্রমাণং ভগবান্। যতঃ সর্ব্ববেদময়ং। স্মৃতং স্মৃতিশ্চ তদ্বিদাং বেদময়ভগবদ্বিদাং তস্য প্রমাণম্। আভ্যাং তদ্বহির্ম্মুখধর্ম্মস্যাপার্থত্বং ভগবদ্ধর্ম্মস্যৈবাবশ্যকত্বঞ্চোক্তম্। অতএব বেদোঽখিলধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চেতি মনুস্মৃতিবাক্যাদপ্যত্র বিশিষ্টতয়োপদিষ্টম্। তচ্চ যুক্তম্। ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনমিত্যুক্তত্বাৎ। যেনৈব ধর্ম্মেণ মনঃ প্রসীদতীত্যনেন যয়াত্মা সুপ্রসীদতীতিবৎ সুশব্দবিশিষ্টতয়ানুক্তত্বাৎ তচ্চ শ্রবণাদিলক্ষণসাক্ষাদ্ভক্তেরেব প্রশস্তত্বঞ্চ বোধিতম্। তত্তৎসর্ব্বধর্ম্মকথনান্তে তু স্বয়মেব স্বস্য তৃতীয়ে গন্ধর্ব্বজাতৌ জন্মন্যানুসঙ্গিকম্ ভগবদ্গানমাত্রং সৎকর্ম্মোক্ত্বা দ্বিতীয়ে চ শূদ্রজাতৌ জন্মনি সৎসঙ্গজশ্রবণাদিমাত্রং তদুক্ত্বা, স্বস্য তাদৃশ ভগবৎপার্ষদত্বপর্য্যন্তফলপ্রাপ্তৌ তথাবিধমপি স্বধর্ম্মলক্ষণং কারণান্তরং নাদৃতবান্। তথাহি তত্রৈব যথাহি যূয়মিত্যস্যটীকা চ—এতচ্চসর্ব্বসাধারণমুক্তং ভক্তস্য তু ভক্তিরেব সর্ব্বপুরুষার্থহেতুরিতি পাণ্ডবানেব লক্ষ্যীকৃত্যাহ যথাহীত্যেষা। তস্মাদত্রাপি সাক্ষাদ্ভক্তাবেব তাৎপর্য্যম্। অথাত্র ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদীত্যাদৌ ভক্তের্ধর্ম্মাতিরিক্তত্বেঽপি শ্রবণং কীর্ত্তনংচাস্য স্মরণং মহতাং গতে রিত্যাদিনোত্তরগ্রন্থে ধর্ম্মত্ববিধানং সর্ব্বেষ্বপি প্রাণিষ্বাবশ্যকত্বাপেক্ষয়া পরমশ্রেয়োরূপত্বাদ্যপেক্ষয়া চ লাক্ষণিকমেব। বস্তুতস্তু পঞ্চমে তত্রাপীত্যাদিগদ্যে ভগবতঃ কর্ম্মবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণেত্যাদিনা শ্রীজড়ভরতস্য যা ভক্তিনিষ্ঠোক্তা তস্যাঃ পিতর্য্যুপরত ইত্যাদিগদ্যে ত্রয্যাং বিদ্যায়ামিব পর্য্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়ামিত্যাদিনা তদবজ্ঞাতৄণাং তদ্ভ্রাতৄণামজ্ঞত্ববোধনেন ধর্ম্মাতিরিক্তত্বং পরবিদ্যাত্বঞ্চ বোধিতম্। অতএবোক্তং শ্রীনারসিংহে—

"সনকাদয়ো নিবৃত্ত্যাখ্যে তে চ ধর্ম্মে নিযোজিতাঃ।
প্রবৃত্ত্যাখ্যেমরীচ্যাদ্যামুক্ত্বৈকং নারদং মুনিমিতি ॥"

তেন ব্রহ্মণেতি প্রাকরণিকম্। তথা লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া শ্রবণাদীনাং স্বধর্ম্মান্তর্গণনা চ বহির্ম্মুখানামপি সাক্ষাদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনায়ৈব। এবমন্যত্রাপি অন্যমিশ্রভক্ত্যুপদেশবাক্যেষু জ্ঞেয়ম্। তস্মাদপি ভক্তাবেব তাৎপর্য্যমিতি ॥ ৭ ॥ ১১ ॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৮ ॥

এই শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা ভগবদ্বহির্ম্মুখধর্ম্মের মিথ্যাত্ব এবং ভগবদ্ধর্ম্মেরই অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব বলা হইয়াছে। অতএব বেদ অখিল ধর্ম্মের মূল। ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞজনসমূহের স্মৃতিও সৌশীলা, এবং সাধুগণের আচরণ এবং আত্মপ্রসাদ, এইরূপ মনুস্মৃতিবাক্য হইতেও শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচারবর্ণন প্রসঙ্গে বিশিষ্টরূপে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ করিয়াছেন। যদিও শ্রীপাদ দেবর্ষি—মনুকর্ত্তৃক উল্লিখিত প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই; তথাপি তাহার সার তাৎপর্য্য বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র" এই শ্লোকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছারূপে কপটতাশূন্য পরমধর্ম্ম এই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ থাকায়ত্রবং যেধর্ম্ম-

দ্বারাই মন প্রসন্ন হইয়া থাকে—"যেন চাত্মা প্রসীদতি" এইশ্লোকে এইরূপ উপদেশ থাকায় আর শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।১১ শ্লোকে "ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং; যেনাত্মা সুপ্রসীদতি" এই শৌনকপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ১।২।৬ শ্লোকে—

"সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

এই শ্রীসূতমুনির উক্তির মধ্যে "সু" শব্দটী "প্রসীদতি" ক্রিয়ার পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল—দেবর্ষি নারদ, যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ করিয়াছেন,—সেই অনুষ্ঠিতধর্ম্মে চিত্ত-প্রসন্নতা ঘটে বটে, কিন্তু সুন্দর প্রসন্নতা লাভ করে না। এইজন্যই শ্রীশৌনকের প্রশ্নেও "যাহাদ্বারা আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীসূতগোস্বামীর প্রত্যুত্তরেও "সুপ্রসীদতি" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—কেবল বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তের প্রসন্নতাই মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা শ্রীভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানে আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। অতএব শ্রীদেবর্ষিনারদ "সুপ্রসীদতি" এইরূপ উল্লেখ না করিয়া ভগবৎশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা সাক্ষাৎ ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছেন। যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত সুপ্রসন্নতালাভ করিত, তাহা হইলে শ্রীপাদ্ দেবর্ষিনারদ "যেন চাত্মা প্রসীদতি" এই শ্লোকে "প্রসীদতি" ক্রিয়ার পূর্ব্বে "সু" এই অব্যয় পদটী প্রয়োগ করিতেন। মূলকথা—সাক্ষাৎভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান বিনা অন্য কোনও সাধনেই চিত্ত সর্ব্বপ্রকার বাসনাশূন্য হইতে পারে না। যেমন স্বর্ণকে শত উপায়েও বিশুদ্ধ করিতে পারা যায় না, যদি তাহাকে অগ্নিতে দিয়া গলান না যায়, তেমনি যতদিন শ্রীহরি বলিয়া চিত্ত না গলিবে, ততদিন চিত্তের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাসনা কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীদেবর্ষিনারদ "সু" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। অনন্তর সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের আচারাদি উল্লেখ করিয়া কিন্তু নিজেই নিজের তৃতীয় গন্ধর্ব্ব-জাতিতে জন্মগ্রহণকালে আনুসঙ্গিকভাবে ভগবদ্-গানমাত্র সৎকর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া, দ্বিতীয়বার শূদ্রজাতিতে জন্ম-গ্রহণকালেও মুনিগণসঙ্গে শ্রবণাদিমাত্র সৎকর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের ভগবদ্ভক্তিভাবিতভগবৎপার্ষদত্ব পর্য্যন্ত ফল প্রাপ্তিতে পূর্ব্ববর্ণিত নির্ম্মলস্বধর্ম্মলক্ষণকারণা-ন্তরের আদর করেন নাই। অর্থাৎ তৃতীয় গন্ধর্ব্বজন্মেও আনুসঙ্গিক হরিকথাগানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শূদ্রজন্মেও শ্রীমুনিগণের প্রসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও জন্মেই বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচার-অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম—এইরূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন নাই। তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল তৃতীয় জন্মের ভক্তির আভাসে ও দ্বিতীয় জন্মে ভক্তি অনুষ্ঠানের ফলেই শ্রীভগবানের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ভাবভাবিত পার্ষদদেহটী লাভ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে বিশেষ আগ্রহ পূর্ব্বক জীবমাত্রের অবশ্য অনুষ্ঠেয়, বর্ণাশ্রমাদি সৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠানের আগ্রহ রাখিতে হইবে না, ইহাই যে শ্রীপাদ্ দেবর্ষি নারদের উপদেশের মার্ম্মিক উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কোনই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই সকল বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম উপদেশ করিয়া "যথাহি যূয়ং নৃপদেব তুস্ত্যজাৎ" এই ৭।১৫।৬৭ শ্লোকের টীকায় এই সমুদয় বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম যাহা উপদেশ করিলাম তাহা সর্ব্বসাধারণ বলিয়া জানিও। ভক্তের কিন্তু ভক্তিই সর্ব্বপুরুষার্থলাভের হেতু, ইহা পাণ্ডবগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। এইরূপ স্বামিপাদের টীকার আভাসে স্পষ্টই বুঝা যায়—"ভক্তিই সর্ব্বপুরুষার্থসাধিকা", এবং ভক্তের অন্য কোনও সাধনের প্রতি আদর না রাখিয়া একমাত্র ভক্তিই অনুষ্ঠান কর কর্ত্তব্য। এবং "ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্" এই প্রসঙ্গেও সাক্ষাৎ ভক্তিতেই দেবর্ষি নারদের উপদেশের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর এই প্রসঙ্গে একটী আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া শ্রীগ্রন্থকৃৎপাদ একটী সিদ্ধান্ত তুলিতেছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৫।১৭ শ্লোকে শ্রীনারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিয়াছেন—স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণকমল ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায় যদি পতিত হয়, অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি ভক্তিরসিকের নাশ ও কোন প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে না,—এইরূপ উক্তি থাকায় ভক্তির বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম হইতে ভিন্নত্ব স্পষ্টই প্রতীতি হয়। তাহা হইলে শ্রীপাদ্ নারদ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মবর্ণন-প্রসঙ্গে

মহাপুরুষদিগের একমাত্র গতি শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ প্রভৃতিরও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মধ্যে ৭।১১।১১ শ্লোকে গণনা করিলেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যদ্যপি শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণাভক্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে পৃথক্, তথাপি শ্রীহরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন ও স্মরণের সকল প্রাণীমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্যতা দেখাইবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মবর্ণন প্রসঙ্গেও শ্রীহরি-কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু হরি-কথা শ্রবণকীর্ত্তন প্রভৃতি পরমমঙ্গলস্বরূপ। তাহা ভিন্ন কোনও সাধনেই মঙ্গল অর্থাৎ ফললাভ করিতে পারা যায়না। এইজন্য এই কর্ম্মাঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলাক্ষণিকই বুঝিতে হইবে, কিন্তু স্বরূপসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ কিন্তু ৫।৯।৩ গদ্যে শ্রীভরত মহাশয়ের তৃতীয়-জন্মে ও স্বজন-সঙ্গ হইতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানস হইয়া, ভরত মহাশয় যে শ্রীভগবানের শ্রবণ, স্মরণ ও গুণকীর্ত্তনে কর্ম্মবন্ধ বিধ্বংস হইয়া যায়, তাঁহারই চরণারবিন্দযুগল মনেরদ্বারা বিশেষরূপে ধারণকরতঃ সেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহে নিজের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত-সকল স্মরণ করিয়া, প্রতিঘাতআশঙ্কায় ব্যবহারিক লোকের নিকটে আপনাকে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিররূপে দেখাইলেন। ইত্যাদি প্রসঙ্গদ্বারা শ্রীজড়ভরত মহাশয়ের সে ভক্তিনিষ্ঠা বলা হইয়াছে ; পুনশ্চ ৫।৯।৮ গদ্যে ভরতমহাশয়ের পিতা দেহ-ত্যাগ করিলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ভরতমহাশয়ের অলৌকিক প্রভাব বুঝিতে পারিলেন না। যেহেতু তাহাদের চিত্তবৃত্তি ত্রিগুণময়ী কর্ম্মবিদ্যাতেই পরিবেষ্টিত ছিল। অতএব পরতত্ত্বজ্ঞানে জড়মতি ছিলেন। এই জন্যই ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুশাসন হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই পদ্যটীদ্বারা ভরতমহাশয়ের অনাদরকারী ভ্রাতৃগণের মূর্খত্ব বর্ণন করিয়া সেই ভক্তির, ত্রিগুণাত্মকধর্ম্ম হইতে অতিরিক্তত্ব এবং পরবিদ্যাত্ব বুঝান হইয়াছে। অতএব শ্রীনরসিংহপুরাণেও উক্ত আছে যে, ব্রহ্মা সেই সনকাদি ঋষিগণকে নিবৃত্যাখ্য ধর্ম্মে এবং শ্রীনারদভিন্ন মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে প্রবৃত্ত্যাখ্য ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই স্থানে এই নিযুক্ত করিবার কর্ত্তারূপে ব্রহ্মাকেই উল্লেখ করিয়াছেন। বহির্মুখজীবগণেরও সাক্ষাৎ ভক্তি-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই সেইরূপে লক্ষণাময় কষ্টকল্পনাদ্বারা শ্রবণাদি ভক্তিঅঙ্গ-সমূহেরও বর্ণাশ্রমধর্ম্মমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীপাদ দেবর্ষিনারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন—তন্মধ্যে শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদিরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে—শ্রীহরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি বর্ণাশ্রমেরই অঙ্গ ; এই আশঙ্কানিবৃত্তির জন্যই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ্ এতগুলি সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। সেই সকল সিদ্ধান্তের সারমর্ম্মও এই যে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্রিগুণময় কর্ম্মবিদ্যা। আর শ্রবণ কীর্ত্তনাদিলক্ষণাভক্তি ত্রিগুণগুহ্যবিদ্যা। অতএব কর্ম্মবিদ্যা ও গুহ্যবিদ্যার স্বরূপগত পার্থক্য থাকিলেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবর্ণন প্রসঙ্গে যে শ্রবণাদিলক্ষণাভক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদ্বারা ভগবদ্বহির্মুখ জীবগণেরও সঙ্গসিদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রীহরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদিতে রুচি-লাভের সম্ভাবনা আছে এবং সেই রুচিলক্ষণাভক্তি হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধভক্তিতে প্রবেশের যোগ্যতা ঘটিতে পারে এই অভিপ্রায়েই বর্ণাশ্রমধর্ম্মবর্ণন প্রসঙ্গেও হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভক্তিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের অন্য স্থানেও যে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগমিশ্রভক্তির উপদেশ আছে সেই সকল উপদেশেরও তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সঙ্গসিদ্ধা ও আরোপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগ-বতের কোন কোনও উপদেশবাক্যে অন্যমিশ্রাভক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিজ্ঞা-বাক্য এই যে—এই শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কষ্টতাশূন্য পরমধর্ম্ম বর্ণিত হইবেন এবং সেই পরমধর্ম্মটী কি—তাহাও শ্রীসূত গোস্বামিপাদের বাক্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তি রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

অর্থাৎ মানবমাত্রের সেইটীই পরমধর্ম্ম—যে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ শ্রীহরিতে অহৈতুকী অপ্রতিহতাভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং যে ভক্তিদ্বারা আত্মা (জীব ব চিত্ত) সুন্দর প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। এই প্রমাণেরদ্বারা অহৈতুকী ভক্তিই যে পরধর্ম্ম তাহা বেশ সুন্দরভাবেই বুঝা যায়। অথচ সেই অহৈতুকীভক্তিলক্ষণ পরধর্ম্মই শ্রীমদ্ভা-

বতের প্রতিপাদ্য। অতএব সেই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যে কোনও প্রসঙ্গে যে কোনও কথার উপদেশ করা হইয়াছে, সেই সকল উপদেশের মার্ম্মিক তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে বিশুদ্ধ-ভক্তিতেই বুঝিতে হইবে। যেহেতুক প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরুদ্ধে কোনও কথা সিদ্ধান্তসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব সেই সকল উপদেশ হইতেও ভক্তিতেই তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। "ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্" শ্রীপাদ নারদ এই শ্লোকটী শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

জায়ন্তেয়োপাখ্যানেঽপি অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছাম ইত্যস্যোত্তরম্—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ ৫৯ ॥

১১।২ অধ্যায়ে শ্রীনিমি-জায়ন্তেয় উপাখ্যানেও "অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ। সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।" অর্থাৎ হে মহাপুরুষ-বৃন্দ! যে আপনাদের শ্রবণে, কীর্ত্তনে, স্মরণে ও দর্শনে মহাপাপিজনেরও অশেষ পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়, সেই আপনাদের চরণ-সমীপে আমরা আত্যন্তিক ক্ষেম প্রশ্ন করিতেছি। অর্থাৎ যে বস্তুটি লাভ করিলে কোনও দেশ, কোনও কাল, এবং কোনও বস্তু হইতে কোনও প্রকারে কিছুমাত্রও ভয় স্পর্শ করিতে পারে না সেই বস্তুটী কি? তাহাই আপনাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। যেহেতুক মনুষ্যজনম তখনই সফল হইয়া থাকে—যখন আত্যন্তিক-ক্ষেম বস্তু লাভ করিতে পারে। অথচ সেই আত্যন্তিক ক্ষেম-বস্তুর সংবাদ একমাত্র সাধুসঙ্গ হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালও সাধুসঙ্গ মানবের পক্ষে নিধি-তুল্য। এইরূপে নিমি মহারাজের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শ্রীকবি যোগীন্দ্র দিয়াছেন। এই সংসারে অসৎ দেহাদি জড়ীয় বস্তুতে আত্মা ও আত্মীয়ভাব জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধি মানবের পক্ষে নিত্য অচ্যুতের চরণকমলের উপাসনা, অর্থাৎ তাঁহার চরণকমলের নিকটে থাকাটী অকুতশ্চিৎ ভয় বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া জড়ীয় দেহাদিতে মন রাখাই উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ। আর শ্রীভগবচ্চরণে মন রাখাটি শাশ্বত সুখ ও অভয়ের কারণ। সেই ভগবচ্চরণে মনটি রাখিতে পারিলে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ভয়-মাত্র নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৯ ॥

টীকাচ—প্রথমমাত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি মন্যে ইতীত্যাদিকা। পুনশ্চ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূতেত্য-স্যোত্তরত্বেন যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়াহ্যাত্মলব্ধয় ইত্যাদি পদ্যত্রয়মুক্ত্বা ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি পদ্যে বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশমিত্যত্র ভক্ত্যেত্যনেন তস্যা জ্ঞানাদ্যমিশ্রশ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণত্বম্ একয়েত্যনেন নৈরন্তর্য্যলক্ষণমব্যভিচারিত্বং চোপদিষ্টম্। তত্র যদ্যপি কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা ইত্যাদি প্রাক্তনবাক্যে লৌকিক-স্যাপি কর্ম্মণো ভগবদর্পণাদ্ভাগবতধর্ম্মত্বং সিধ্যতীতি যথোক্তং নৈরন্তর্য্যমপি সম্ভবতি তথাপি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণমাত্রত্বং ব্যাহন্যেত তস্মাত্তত্রাব্যভি-চারিত্বং তন্মাত্রত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথোপায়ং তদনন্তরমাহ-দ্বাভ্যাং। তত্র প্রথমমব্যভিচারিত্বোপায়মাহ প্রথমেন—

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্ম্মসঙ্কল্প-বিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥ ৬০ ॥

টীকার্থ—"মন্যে" ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমে আত্যন্তিক ক্ষেম বলিতেছেন। ইত্যাদি টীকা। পুনশ্চ—

"ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমাত্মজঃ ॥

হে মহাপুরুষবৃন্দ! যে সমুদয় ভাগবতধর্ম্মে শ্রীভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া যদ্যপি আপনি আত্মা ও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, তথাপি শরণাগত ভক্তকে আত্মদান করিয়া থাকেন, সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। কিন্তু যদি আমাদের সেই বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে করেন তবেই বলুন, অন্যথায় অর্থাৎ

অযোগ্য মনে করিলে বলিবেন না। শ্রীনিমি মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকবি যোগীন্দ্র—

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংষামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্! ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্নপতেদিহ॥
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞজনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ সুখে নিজকে (ভগবান্‌কে) পাইবার জন্য যে সকল উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায়ের নাম ভাগবতধর্ম্ম। এস্থানে শ্রীভগবৎ-কথিত উপায় সকল ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ-লক্ষণ, আর শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিটী তটস্থ-লক্ষণ ইহাই বুঝিতে হইবে। হে রাজন্! নরমাত্র বিশ্বাসযুক্ত হইয়া যে সকল ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করতঃ কখনও বিঘ্নসমূহের দ্বারা পরাভব প্রাপ্ত হয় না, এবং যে ভাগবতধর্ম্ম-মার্গে অবস্থিত হইয়া জন সমূহ শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ দুইটী নেত্র মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কখন স্খলিত হয় না এবং একেবারে পতিত হয় না, যতদিন পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ-লাভে সেই বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মে দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক কায়, বাক্য এবং মনে, সকল ইন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে, দেহাভিনিবেশে যে সকল কর্ম্ম করিবে, এবং স্বাভাবিক যে সকল কর্ম্ম করিবে, সে সকল কর্ম্মই পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকেই অর্পণ করিবে। এই তিনটী শ্লোক শ্রীকবি যোগীন্দ্র উত্তররূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

এই শ্লোকটীতে "বুধ আভজেত্তং" অর্থাৎ বিজ্ঞজন সেই মায়ানিয়ামক পরমেশ্বরকেই সম্যক্ ভজন করিবে, এবং "ভক্ত্যৈকয়েশং" এই পদে একান্ত-ভক্তিতে তাঁহাকে ভজন করিবে এইরূপ উক্তিতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়—জ্ঞানাদ্য-মিশ্রা শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। আর "একয়া" ভক্তির এই বিশেষণটী থাকাতে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যভিচারিত্বও প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রথম অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যদ্যপি কায়, মন, বাক্য এবং সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা করিবে, সে সকল শাস্ত্রীয় ও লৌকিক কর্ম্মেরও ভগবানে অর্পণ করিলে, সেই সকল কর্ম্মও ভাগবতধর্ম্মের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—তাহাও ভাগবতধর্ম্ম-মধ্যে গণিত হয়। এই পূর্ব্ববাক্যে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ সার্ব্বদিকত্বও সম্ভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বদাই জীবের কর্ম্ম করা স্বভাব আছে, তথাপি কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তিই সর্ব্বদা করিবে। এই বাক্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। সেই জন্য সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তির অব্যভিচারিত্ব অর্থাৎ সার্ব্বদিকত্ব এবং কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে, অন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবে না। যে প্রকারে সর্ব্বদা সেই ভক্তি-অনুষ্ঠানটী করিতে পারা যায়, এবং কেবল-মাত্র ভক্তির অনুষ্ঠানেই থাকিতে পারা যায় সেই বিষয়ের উপায় পরের দুইটী শ্লোকদ্বারা শ্রীকবি যোগীন্দ্রই বলিতেছেন; তন্মধ্যে যাহাতে সর্ব্বদাই শ্রীভগবানে চিত্ত ধরিয়া রাখিতে পারা যায়, লয় ও বিক্ষেপাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ হইতে চিত্ত বিচলিত না হয়—তাহারই উপায় প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন। যাহার চিত্ত বিষয়-বাসনায় বিক্ষিপ্ত, তাহার পক্ষে শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? অর্থাৎ সে জন কেমন করিয়া চিত্তকে শ্রীভগবানে ধরিয়া রাখিতে পারে? অথচ সর্ব্বদা শ্রীভগবানে চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে না পারিলেও কেমন করিয়া অভয় লাভ করিতে পারে? তাহারই উত্তরে শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলিতেছেন—হে রাজন্! বিষয় বলিয়া কোনও বাস্তব বস্তু নাই, কিন্তু জড়ীয় পদার্থের সহিত মনের সঙ্কল্প রাখাটীই বিষয়। অতএব জড়ীয় পদার্থের সহিত মানস সঙ্কল্পের নিরোধ করিয়া ভজন করিলে অবশ্যই অভয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ যদ্যপি আত্মাতে নাই, তথাপি অনবরত জড়ীয় পদার্থের সঙ্কল্পকারীর বুদ্ধি-দ্বারাই বিষয় হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে,—যেমন স্বপ্নে ব্যাঘ্র, সর্প, রথ প্রভৃতি উপস্থিত না থাকিলেও মানস-সঙ্কল্পে প্রতিভাত হয়, অথবা জাগ্রত অবস্থাতেই মানস-অভিনিবেশে বিষয়ান্তরের ধ্যান করিতে করিতে যথাস্থিত দেহের কথা একেবারে ভুলিয়া সঙ্কল্পিত বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া পড়ে।

ব্যবহারিক সকল বিষয়েই ঐ প্রকার বুঝিতে হইবে। অতএব যে মন সতত জড়ীয়-বিষয়ের সঙ্কল্প ও বিকল্প করিতেছে, সেই মনটীকে নিরোধ করিলেই অব্যভিচারিণী অর্থাৎ হৃদয়ে শ্রীহরি ভিন্ন অন্তবিষয়ের স্ফূর্ত্তি না হওয়া-রূপ ভক্তির উদয় হইতে পারে, এবং সেই অব্যভিচারিণী ভক্তি হইতে অভয় লাভ হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৬০॥

দ্বয়ঃ প্রধানাদি-দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ যদ্যপ্যবিদ্যমান আত্মনি শুদ্ধে ন বিদ্যত এবেত্যর্থঃ তথাপি ধ্যাতুরবিদ্যাময়-ধ্যানযুক্তস্য সতস্তস্য ধিয়া অবভাতি তস্মিন্ শুদ্ধেঽপি কল্প্যত এবেত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নো মনোরথশ্চ তথেত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ কর্ম্মানি সঙ্কল্পয়াতি বিকল্পয়তি চ যন্মনস্তন্নিযচ্ছেত্ততশ্চাব্যভিচারিণা ভক্ত্যা ভজনাদভয়ং স্যাদিতি ভাবঃ। ননু তথাপি মনোনিরোধরূপেণ যোগাভ্যাসেন ভক্তিকৈবল্য-ব্যভিচারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য ভক্ত্যৈব ক্রিয়মানয়া তদাসক্তত্বেন স্বতঃএব মনোনিরোধোঽপি স্যাদিতি তন্মাত্রতোপায়মাহ দ্বিতীয়েন—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে
জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ ৬১॥

দ্বয়ঃ—প্রধানাদি দ্বৈতপ্রপঞ্চ। যদ্যপি অবিদ্যমান অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে সেই দ্বৈত-প্রপঞ্চ নাই এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, তথাপি অবিদ্যাময়-ধ্যানযুক্ত ধ্যানকারীর সঙ্কল্প সত্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ জীব চৈতন্যও কল্পিতই হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থই সুসঙ্গত। যেমন স্বপ্নে এবং মনোরথে বস্তুতঃ কেবল মানস-সঙ্কল্প-আবেশেই অসৎ বস্তু সৎরূপে প্রতিভাত হইয়া মনের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এস্থলেও সেই প্রকারই বুঝিতে হইবে। অতএব বিবিধ কর্ম্মের সঙ্কল্প ও বিকল্পকারী মনটীকে নিয়মিত করিবে। সেই মনকে সংযত করিতে পারিলেই অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ভজন হইতেই অভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরও একটী সন্দেহ উপস্থিত হয় যে—তাহা হইলেও যে যোগাভ্যাসের লক্ষ্য মন-নিরোধ,—সেই যোগাভ্যাসটী যদি অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে ভক্তির কৈবল্যের ব্যভিচার ঘটে। যেহেতু কেবলা ভক্তি লয় হইয়া যোগমিশ্রা ভক্তিতে পর্য্যবসান হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অনুষ্ঠিত ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবানে আসক্তি, অথবা ভজনানুষ্ঠানে আসক্তি হইলেই তাহাদ্বারা স্বভাবতঃই মনোনিরোধও হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে কেবল ভক্তিমাত্রকেই উপায়রূপে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকবিযোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন। হে রাজন্! চক্রপানি শ্রীকৃষ্ণের সকলজন্ম, সকলকর্ম্ম, এবং যে সকল জন্মকর্ম্ম লৌকিক ভাষায় নিবদ্ধ আছে, সেই সকল অপভ্রংশ ভাষায় নিবদ্ধ-জন্মকর্ম্ম ও যে সকল নামের তাৎপর্য্য শ্রীভগবান্‌. সেই সকল নাম শুনিতে শুনিতে এবং গাহিতে গাহিতে লোকাপেক্ষা-শূন্য হইয়া সর্ব্বত্র অনাসক্তভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৬১॥

তদর্থকানি তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ অর্থো যেষাং তানি নামানি। এতান্যপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানি ইত্যাশঙ্ক্যাহ যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ। অসঙ্গো নিস্পৃহঃ। ১১॥ ২॥ শ্রীকবিবিদেহম্॥ ৫৯—৬১॥

তদর্থকানি,—যে সকল নামের সেই সকল কর্ম্মে এবং সেই সকল জন্মেই তাৎপর্য্য, সেই সকল নাম শুনিতে শুনিতে ও গাহিতে গাহিতে নির্লজ্জ হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে আমাকে কি বলিবে না বলিবে এসকল অপেক্ষা তাহার থাকে না। ইহার উপরে একটী আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, শ্রীভগবানের নাম, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সকলই অনন্ত। অতএব সাকল্যে শ্রীকৃষ্ণের সকল নাম, জন্ম, কর্ম্ম কেহই জানিতে সমর্থ হইতে পারেনা। তাহা হইলে কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল জন্ম, কর্ম্ম ও নাম কীর্ত্তন করা জীবের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য বলিতেছেন—"যানি লোকে গীতানি" অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে জন্ম, কর্ম্ম, ও নাম, লোকে প্রসিদ্ধ আছে—সেই সকল শুনিতে শুনিতে এবং গাহিতে গাহিতে বিচরণ করিবে,

ও সেই সকল জন্ম, কর্ম্ম, নাম শুনিতে শুনিতে এবং গাহিতে গাহিতেই সর্ব্বকামনা ক্ষয় হইবে। শ্রীকবি যোগীন্দ্র বিদেহ মহারাজকে ১১।২ অধ্যায়ে এই শ্লোক দুইটী বলিয়াছেন। ৫৯—৬১ ॥

অগ্রে চ কর্ম্মাদীন্ পরিহরন্ সাক্ষাদ্ভক্তিমেব বিধত্তে—পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা। নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞো'ঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ। বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ। য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ। বিধিনা চ যজেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ইত্যাদি॥ ৬১ ॥

অগ্রে ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! বেদ-তাৎপর্য্য অতি দুর্জ্ঞেয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিষয় সঙ্গোপন করিবার জন্য অন্যপ্রকার করিয়া বলাই বেদের স্বভাব এবং ইহার নাম পরোক্ষবাদ। অল্পবুদ্ধিজনের স্বর্গাদি সুখভোগস্থান-প্রাপ্তির সংবাদ দিয়া কর্ম্মনিবৃত্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। ব্যাধিপীড়িত বালকগণের ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য ঔষধ সেবনের অভিপ্রায়ে লড্ডুকাদি প্রদানের লোভ দেখাইয়া, অর্থাৎ "তুমি ঔষধ খাও, তোমাকে লড্ডুক দিব" এইরূপ বাক্যে প্রলোভিত করিয়া ঔষধ পান করানই যেমন হিতকারী বান্ধবগণের উদ্দেশ্য, কিন্তু লড্ডুক ভোজন করান উদ্দেশ্য নহে, তেমনি স্বর্গাদি সুখভোগের স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া কর্ম্মরোগ নিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম করিতে শাস্ত্র আদেশ করেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—কর্ম্মত্যাগই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই কর্ম্মত্যাগ করুক্! তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজে অনভিজ্ঞ, অতএব সেই পুরুষ যদি কর্ম্ম না করে,তাহা হইলে বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করা জন্য অধর্ম্মে মৃত্যুর পর মৃত্যুই লাভ করিবে। অতএব বেদ-বিহিত কর্ম্মই করিবে, কিন্তু বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম কখনও করিবে না। তাহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মে আসক্তি এবং কর্ম্মজন্য ফলোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা-সিদ্ধি কেমন করিয়া হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—অনভিনিবেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে সেই সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবে, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিবেনা। তাহা হইলেই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্কামভাব উপস্থিত হইবে। তাহাতেও একটা প্রশ্ন উঠিবে—কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। যেহেতুক শ্রুতিতে কর্ম্মের ফল উল্লেখ করা আছে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্যই কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন। বস্তুতঃ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে কোনও ফলোদয় হইবে না। এই প্রকার বৈদিক-কর্ম্মযোগের কথা উল্লেখ করিয়া এইক্ষণ তন্ত্রবিহিত কর্ম্মের কথা আদেশ করিতেছেন। যে জন শীঘ্র স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ হইতে ভিন্নবস্তু আত্মার হৃদয়ের অহঙ্কাররূপ গ্রন্থিছেদনের ইচ্ছা করেন,—তিনি তন্ত্রবিহিত প্রকারে অথবা বেদবিধির প্রকারে পরমারাধ্য দেব শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিবেন ॥ ৬১ ॥

পরোক্ষেতি টীকাচ—যত্রান্যথা স্থিতোঽর্থঃ সংগোপয়িতুমন্যথা কৃত্বোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তং বা এতং চতুর্হৃতং সন্তং চতুর্হোতেত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া এবহি বেদা-ইতি পরোক্ষবাদমেবাহ কর্ম্মমোক্ষায়েতি। ননু স্বর্গাদ্যর্থং কর্ম্মানি বিধত্তে ন কর্ম্মমোক্ষার্থং, তত্রাহ বালানামনুশাসনং যথা তথা। অত্র দৃষ্টান্তঃ অগদমৌষধং যথা পিতা বালমগদং পায়য়ন্ খণ্ডলড্ডুকাদিভিঃ প্রলোভয়ন্ পায়য়তি দদাতি চ তানি নৈত বতা অগদস্য তল্লাভঃ প্রয়োজনং অপিতু আরোগ্যং; তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ কর্ম্মমোক্ষায় এব কর্ম্মাণি বিধত্ত ইত্যেষা। নাচরেদিতি টীকাচ—ননু কর্ম্মমোক্ষশ্চেৎ পুরুষার্থস্তর্হি প্রথমমেব কর্ম্ম ত্যাজ্যতাং অত আহ নাচরেদিতীত্যেষা। অজ্ঞঃ ন বিদ্যতে জ্ঞা শ্রীভগবতঃ কথা-শ্রবণাদৌ শ্রদ্ধালক্ষণা ধীবৃত্তির্যস্য সঃ। অতএব তস্মিন্ ন প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তথৈবাজিতেন্দ্রিয়ঃ

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ সন্ পারমেষ্ঠ্যপর্য্যান্তভোগে বিরক্তো বা ন ভবতি ইত্যর্থঃ। তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীতেত্যাদৌ পরস্পর-নিরপেক্ষয়োঃ শ্রদ্ধাবিরক্ত্যোর্দ্বয়োরেব তত্ত-ন্মর্য্যাদাত্বেনোক্তেঃ। বিকর্ম্মণা বিহিতাকরণরূপেণ মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুং মরণতুল্যং যাতনামুপৈতি পুনঃ পুনর্ম্মরণমুপৈতি যাতনাঞ্চোপৈতীত্যর্থঃ। অতস্তেষাং বিহিতকর্ম্মত্যাগে কথঞ্চিন্ন নিস্তারঃ। ঈশ্বরপ্রযোজককর্ত্তৃকস্য কর্ম্মণ ঈশ্বরার্পণলক্ষণ-প্রথার্থানুষ্ঠানেন তৎপ্রসাদে ত্বসৌ সুতরাং নৈবং স্যাদি-ত্যাহ বেদোক্তমিতি। তস্মাৎ বেদোক্তমেব কুর্ব্বানো নতু নিষিদ্ধং নৈষ্কর্ম্মাং কর্ম্মবন্ধাগোচরতাং সিদ্ধিং লভতে। ননু কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে তস্মিন্নাসক্তি স্তৎফলঞ্চ স্যাৎ নতু নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা সিদ্ধিরত আহ, নিঃসঙ্গঃ অনভিনিবেশবান্। ঈশ্বরে তন্নিমিত্তমেব তত্রার্পিতং নতু ফলোদ্দেশেন। ননু ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্ম্মণি কৃতে ফলং ভবেদেব, ন। রোচনার্থেতি কর্ম্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থা অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ। তৎশ্চ কর্ম্মাভিরুচ্যা বেদার্থং সম্যগ্বিচারয়তি। তদাচ যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইত্যনেন অব্রহ্মজ্ঞস্য কৃপণতাং, তমেতং বেদানু-বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেনেত্যাদিনা যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানশেষতাঞ্চাবধার্য্য নিষ্কামেষু কর্ম্মসু প্রবর্ত্ততে। ততঃ স্বর্গকমো যজেতেত্যাদিভিঃ কামিতস্যৈব স্বর্গাদেঃ ফলত্বেনাবগমাৎ অকামিতো-ঽসৌ ন ভবতীতি নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্বত এব ভবতীতি স্থিতে কিমুত শ্রীমদীশ্বরার্পণেন তৎপ্রসাদে সতীত্যর্থঃ তদেবং বিলম্বেনৈব নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধেহের্তুমুক্ত্বা, যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেনেতি ন্যায়েন সর্ব্বধর্ম্মপর্য্যাপ্তিহেতুং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিসাধ্যহৃদয়গ্রন্থিভেদনস্যাপি শীঘ্রোপায়ং স্বাতন্ত্রেনাহ, য আশ্বিতি। য আশু শীঘ্রমেব দেহ-দ্বয়াৎ পরস্যাত্মনো জীবস্য হৃদয়গ্রন্থিং দেহাহঙ্কারং নির্হর্ত্তুমিচ্ছুর্ভবতি স ত্বন্যৎ কর্ম্মাদিকং স্বরূপতঃ এব ত্যক্ত্বা তন্ত্রোক্তেনাগমমার্গেণ চকারাৎ বেদোক্তেন চ বিধিনা প্রকারেণ কেশবং দেবমর্চ্চয়েৎ অন্যদেবদৃষ্টি-পরিত্যাগার্থঃ। তথোপসংহারশ্চ—

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ॥ ৬৩॥

পরোক্ষ ইত্যাদি ৪টী শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। যে স্থানে অন্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিষয় বলা যায়, তাহাকে পরোক্ষবাদ বলে। শ্রুতিও সেই প্রকারই বলেন। চারিটী আহুতি যাহাতে আছে সেই চতুর্হূত থাকিলে চতুর্হোতা বলা হয়। পরোক্ষভাবে প্রসঙ্গ করাই পরোক্ষ-প্রিয় বেদের স্বভাব। সেই পরোক্ষবাদটী কি? অর্থাৎ বেদ কি অভিপ্রায়ে কর্ম্ম করিবার আদেশ করেন তাহাই বলিতেছেন। "কর্ম্ম-মোক্ষয়ে" অর্থাৎ কর্ম্মাসক্তি-ত্যাগের জন্যই কর্ম্ম করিতে বেদ আদেশ করেন। ইহাতে কেহ এই প্রকার তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে,—"বেদ স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির জন্যই রাশি রাশি কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কর্ম্মাসক্তি ত্যাগের জন্য তো আদেশ করেন নাই"। এই প্রকার অর্থ নিরসনের জন্যই বলিতেছেন—"বালানাং অনুশাসনং" অর্থাৎ পিতা যেমন বালককে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য খণ্ড লড্ডুকাদি দ্বারা প্রলোভিত করিয়া ঔষধ পান করান এবং সেই খণ্ড-লড্ডুকাদিও দান করিয়া থাকেন, ইহাদ্বারাই ঔষধ পানের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, কিন্তু আরোগ্যই প্রয়োজন অর্থাৎ খণ্ড-লড্ডুকাদি দান কিম্বা ঔষধ পান করানই পিতার তাৎ-পর্য্য নয়, ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত করাই পিতার মুখ্য তাৎপর্য্য। তেমনি বেদও আনুসঙ্গিক ফল-সকলের কথা উল্লেখ করিয়া প্রলোভিত করতঃ কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়েই কর্ম্ম করিবার আদেশ করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত পরোক্ষ-বাদ টীকার শেষ হইল। এক্ষণে "নাচরেৎ যস্ত" এই শ্লোকের টীকার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ইহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—"কর্ম্মত্যাগই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই কর্ম্মত্যাগ করুক্ না কেন"? তাহারই উত্তরে "নাচরেৎ" এই শ্লোকটী বলিতেছেন। শ্রীধরস্বামি-পাদকৃত টীকার এইটুকু পর্য্যন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াই

শ্রীগোস্বামিপাদ নিজে শ্লোকের বিশেষ বিশেষ পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিবে—শ্রীভগবানের কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস) লাভ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে শ্লোকস্থ "অজ্ঞ" পদের নাই জ্ঞা অর্থাৎ শ্রীহরি-কথায় দৃঢ় বিশ্বাস যাহার, সেই অজ্ঞ—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব সেই শ্রীহরি-কথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হয় না। তেম্নি অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পারমেষ্ঠ্যসুখ পর্য্যন্ত ভোগে বিরক্তও যদি না হয়, তাহা হইলে মানুষ-মাত্রের কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। যেহেতুক শ্রীএকাদশ স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

হে উদ্ধব! ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানীর কর্ম্ম করিতে হইবে যতদিন পর্য্যন্ত পারমেষ্ঠ্য-সুখাদিতে থুথুৎকার-বুদ্ধি না জন্মিবে। আর ভক্তকেও ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে। এই শ্লোকে শ্রদ্ধা এবং বিরক্তি এই দুইটীই পরস্পর নিরপেক্ষ, অর্থাৎ শ্রদ্ধাও বিরক্তির অপেক্ষা করে না এবং বিরক্তিও শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। এই দুইটীরই এই প্রকার নিয়ম বা সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞানীর ঐহিক পারলৌকিক সমস্ত সুখে বিরক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানীকে কর্ম্ম করিবার আদেশ করা হইয়াছে এবং ভক্তেরও শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই দুই অধিকারীই যদি সেই সীমা প্রাপ্ত না হইয়া, অর্থাৎ জ্ঞানী ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিরক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত না হইয়া কর্ম্মত্যাগ করেন এবং ভক্ত সতত শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত না হইয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করেন, তাহা হইলে বেদবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান রূপ বিকর্ম্মানুষ্ঠানে মৃত্যুর পর মৃত্যু অর্থাৎ মরণতুল্য যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ও যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—শ্লোকের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

অতএব কর্ম্মত্যাগে অনধিকারী ব্যক্তিসকলের বেদবিহিত-কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কোনও প্রকারেই নিস্তার নাই। যে কর্ম্মের প্রযোজক কর্ত্তা ঈশ্বর, সেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ অনুষ্ঠান করা হয়। এইজন্য শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এই কথাটি একটি শ্লোকে বলিতেছেন—"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণঃ"। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাটি করিতেছেন—'অতএব বেদোক্ত কর্ম্মই করিবে, কখনও বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না, এবং সেই বেদবিহিত কর্ম্মও কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধের অগোচর নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে"। অর্থাৎ এইরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মবন্ধন নিবৃত্তি হইয়া ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে। এই কথার উপরে একটা আশঙ্কা থাকিতে পারে যে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মের আসক্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, এবং সেই কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত তাহার একটি ফললাভও অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু কর্ম্মবন্ধন-নিবৃত্তিরূপে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না, তারারই উত্তরে বলিতেছেন—"নিঃসঙ্গঃ" অনভি-নিবেশযুক্ত অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে এবং ঈশ্বর-সন্তোষই পরম ফলরূপে মনে সঙ্কল্প রাখিবে, কিন্তু অন্য কোনও ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিবে না। ইহাতে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, শাস্ত্র হইতে যে কর্ম্মের ফল যাহা শুনা যায়, সেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সেই নির্দ্দিষ্ট ফল-প্রাপ্তি ঘটিবে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"না", অর্থাৎ ভগবৎ সন্তোষার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফল ঈশ্বর সন্তোষই হইবে, অন্য ফল হইতে পারে না। তবে যে শাস্ত্রে ফলের কথা শুনা যায়, সেটি কেবল অজ্ঞ-জনের কর্ম্মেতে রুচি উৎপাদনের জন্য, ঔষধপানে বালকদিগের খণ্ডলড্ডুকাদির লোভ প্রদর্শনের মত বুঝিতে হইবে। তৎপরে কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরুচির উদয় হইলে বেদের তাৎপর্য্য সম্যক্ সমালোচনা করিতে পারে, এবং সেই সমালোচনায় এই শ্রুতিসকল তাহার আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। সেই সকল শ্রুতির অর্থ যথা—হে গার্গী! যে জন এই অক্ষর পরমাত্মাকে না জানিয়া অর্থাৎ অনুভব না করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে জন কৃপণ অর্থাৎ আত্মবঞ্চক ইত্যাদি

শ্রুতিদ্বারা বিভুচৈতন্যবিষয়ক জ্ঞানহীনজনের কৃপণতা এবং সেই এই পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচনের দ্বারা জানিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি করিয়া যথার্থতঃ পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ইত্যাদি প্রকারে শ্রুতির সমালোচনা করিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে—যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞানেই পর্য্যবসান; ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া নিষ্কামকর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মিবে। অর্থাৎ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রের যত আদেশ আছে, প্রত্যেক আদেশেরই মুখ্য-তাৎপর্য্য নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার অধিকারিতা লাভ করা।

অতএব "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকাম হইয়া যাগ করিবে ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা স্বর্গকামনার কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য—যে জন স্বর্গলাভের জন্য হৃদয়ে কামনা রাখেন, তাহারই স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ফল-রূপে উপস্থিত হইবে। কিন্তু যে জন স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন না, তাঁহার স্বর্গাদি ফলরূপে উপস্থিত হইবে না। কিন্তু এইজন্য নিষ্কাম-সাধক স্বভাবতঃই নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিরক্ত হইয়া থাকে, যদি ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানে নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা শ্রীভগবান সুপ্রসন্ন হইলে যে নিষ্কামভাব লাভ করিতে পারিবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়? তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত-সিদ্ধান্তে নিষ্কামভাব-প্রাপ্তির হেতু যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই নিষ্কামভাব-প্রাপ্তিটী কিন্তু বহুকাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। চতুর্থ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ-বর্ণিত "বৃক্ষমূল নিষেচনে শাখাপল্লবাদির সন্তোষ হইয়া থাকে" এই নীতি অবলম্বনে স্বতন্ত্রভাবে অতি সত্বর একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষেই সর্ব্বধর্ম্ম-প্রাপ্তির হেতুটী এবং নিষ্কামভাব-সিদ্ধির সাধ্য-রূপ (ফল স্বরূপ) হৃদয়ের জড় চেতনের গ্রন্থিচ্ছেদনের উপায়টী কর্ম্মানুষ্ঠান-বিড়ম্বনা ভোগ না করিয়া—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

১১।৩।৩৭ শ্লোকে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র শ্রীনিমি-মহারাজকে বলিয়া ছিলেন—

হে রাজন! যেজন অতিসত্বরই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ দুইটী হইতে অতিরিক্ত জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি (দেহাহঙ্কার) ছেদনের ইচ্ছা করেন, তিনি কিন্তু স্বরূপতঃই অন্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া তন্ত্রোক্ত অর্থাৎ আগম-শাস্ত্রে বর্ণিত উপায়ে এবং "তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্" এই শ্লোকে "চ"কার উল্লেখ থাকার জন্য বেদোক্ত বিধিপ্রকারে আরাধ্যতম কেশবকে অর্চ্চন করিবে। অন্য দেবতার প্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগ করিবার জন্য "বিধিনোপচরেৎ দেবম্" এই শ্লোকে কেশব পদের বিশেষণ রূপে দেব পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ "মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাম্" ১০।১০।৪ অধ্যায়ের এই প্রমাণানুসারে শ্রীবিষ্ণুই সকল দেবতার মূলস্বরূপ। অতএব তাঁহার উপাসনা করিলেই সকল দেবতার উপাসনা করা হয়, অন্য দেবতার প্রতি আরাধ্য-বুদ্ধি রাখিবে না। যেমন উপক্রমে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার কথা বলা হইয়াছে, তেমনি উপসংহার-বাক্যেও শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার কথাই বলিয়াছেন;—'হে রাজন্! আমি যে প্রকারে বৈদিক ও তান্ত্রিক অর্চ্চনার কথা বলিলাম, এই প্রকারে অগ্নি, সূর্য্য, জল প্রভৃতিতে এবং অতিথি ও নিজহৃদয়ে যেজন পরমাত্ম-শ্রীভগবানকে উপাসনা করে সে অচিরাৎ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। "যজেদীশ্বর মাত্মানং" শ্লোকটী ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীমান্ আবির্হোত্র যোগীন্দ্র বিদেহ মহাজকে বলিয়াছেন॥ ৬৩॥

অগ্রে চ ব্যতিরেকমুখেন, ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ। তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠা বিজিতাত্মনামিত্যেতৎ প্রশ্নোত্তরম্;—মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো-জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ॥ ৬৪॥

যেমন আবির্হোত্র যোগীন্দ্র বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তেমনি

অগ্রে ১১।৫ অধ্যায়ে বিদেহ মহারাজের প্রশ্নে ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ যাহারা শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তি করে না তাহাদের দুর্গতি-বর্ণন-প্রসঙ্গেও বিষ্ণুভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দেখান হইয়াছে। প্রশ্নের অর্থ ইহাই,—হে আত্মতত্ত্বজ্ঞ-চূড়ামণি বৃন্দ ! প্রায়শঃ মানবই ভগবান্ শ্রীহরিকে ভজন করে না, সেই সকল অজিতেন্দ্রিয় অশান্তকাম মানবগণের কি গতি হইয়া থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচমস যোগীন্দ্র বলিলেন,—যেমন দ্বিতীয় পুরুষের মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহুদেশ হইতে সত্ত্বরজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে রজস্তমোগুণে বৈশ্য, চরণ হইতে তমোগুণে শূদ্র, এই প্রকারে চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। তেমনি জঘনদেশ হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয়দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষস্থল হইতে বানপ্রস্থ, মস্তক হইতে সন্যাস-আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারিটিবর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাহারা নিজ পিতা, গুরু ও শ্রীভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে ভজন না করিয়া অনাদর করিয়া থাকে তাহারা পিতৃদ্রোহী ঈশ্বরদ্রোহী ও গুরুদ্রোহী পাতকী। সেই পাতকে তাহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম হইতে অধঃ-পতিত হইয়া নানা প্রকারে গর্ভ-যাতনা প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বং শ্রীদ্রবিড়োপদেশেঽপি দেবকৃত-শ্রীনারায়ণ-স্তুতৌ—ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে। নান্যস্য বর্হিষি বলিং দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নীত্যুক্তম্। তত্র চ যজ্ঞে স্বভাগান্ দদতঃ সুরকৃতা বিঘ্না ন ভবন্তি, ত্বাং সেবমানানাং তু মাৎ-সর্য্যেন তৎকৃতাস্তে ভবন্তি কিন্তু যদীতি নিশ্চয়ে যদি বেদাঃ প্রমাণম্ ইতিবৎ নিশ্চিতমেব ত্বং তেষাম-বিতেতি ত্বাং সেবমানো বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি পদঞ্চ ধত্তে প্রত্যুত তমেব সোপানমিব কৃত্বা ব্রজতীত্যর্থঃ। তদেবং শ্রুত্বা সংসারএব তিষ্ঠতাং যৎ পর্য্যবসানং ভবেত্তৎ পৃষ্টং ভগবন্তমিত্যাদিনা। তত্রোত্তরয়ন্ প্রথমং তেষাং প্রত্যবায়িত্বমাহ মুখেতি পাদোনদ্বয়েন। পর্য্যবসান-মাহ স্থানাদিতি পাদেন ॥১১।৫। শ্রীচমসো বিদেহম্।

পূর্ব্বে ১১।৪ অধ্যায়ে শ্রীদ্রবিড় যোগীন্দ্রকৃত উপদেশে দেবগণকৃত শ্রীনারায়ণের স্তুতি-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রকার উক্তি আছে। হে প্রভো ! যাহারা তোমাকে সেবা করে, তাহাদের দেবগণকৃত রাশি রাশি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবগণ যে তোমার ভক্তগণের প্রতি বিঘ্ন আচরণ করে, তাহার কারণ যাহারা তোমার চরণ কমল ভজন করে, তাহারা দেবগণের নিজ নিবাস স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া তোমার পরমস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকে। দেবগণ তাহা সহিতে না পারিয়াই নানা-রূপ বিঘ্ন আচরণ করে।

কিন্তু যাহারা যজ্ঞাদি-কর্ম্মে দেবগণের নিজ নিজ প্রাপ্য-ভাগ অর্পণ করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি কিন্তু দেবগণ কোনই বিঘ্ন আচরণ করে না। তোমার ভক্তগণের প্রতি দেবগণ যে এত বিঘ্ন আচরণ করে, তাহার মূল কারণ—পরশ্রী-কাতরতারূপ মাৎসর্য্য। "অর্থাৎ এতদিন পর্য্যন্ত যে আমাদের পায়ের নীচে ছিল, এখন সে একান্তভাবে শ্রীহরিভজন করিয়া আমাদের মাথার উপরে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে চলিয়া যাইবে ইহা কেমন করিয়া সহিতে পারি,"—এইরূপ মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়াই বিবিধ বিঘ্ন আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐসকল বিবিধ বিঘ্নেও নিষ্কাম-ভক্তগণের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না, যেহেতু ভক্তগণ-বল্লভ তুমি সেই সকল নিষ্কাম ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর বলিয়া তাঁহার দেবগণকৃত বিঘ্ন-সকলের মস্তকে পা দিয়া পরমানন্দে তোমার আনন্দময় শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। "ত্বমবিতা যদি বিঘ্ন-মূর্দ্ধ্নি" এই শ্লোকেও যদি শব্দটী নিশ্চয়ার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে ; যেমন "যদি বেদ প্রমাণ হয় তাহা হইলে আমার কথাও অবশ্য প্রমাণ হইবে" এ স্থলে যেমন যদি শব্দটী নিশ্চয়ার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন বেদের অপ্রমাণ্য কোন কালেই নাই, তেমনি আমার কথারও অপ্রমাণ্যও কোন কালেই নাই, এই অভিপ্রায়েই শ্লোকে যদি শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। তোমার ভক্তগণের দেবগণকৃত বিঘ্নে কোনও অনিষ্ট করিতে পারেই না প্রত্যুত সেই সকল বিঘ্ন অতিউচ্চতমস্থান তোমার বৈকুণ্ঠ-লোকে আরোহণ করিবার সোপান (সিঁড়ি) হইয়া থাকে।

শ্রীবিদেহ মহারাজ শ্রীদ্রবিড় যোগীন্দ্রের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া—যাহারা সংসার-সুখেই আবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাদের যে দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহা শ্রীচমস যোগীন্দ্রের নিকটে "প্রায়শঃ মানুষ শ্রীভগবান্‌কে ভজন করে না—সেই অশান্তকাম-মানুষের কি দুরবস্থা হয়, তাহাই আমার নিকট বলুন" এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিবার জন্য সেই অভজনকারী চারিবর্ণী চারি-আশ্রমীর শ্রীভগবান্‌কে ভজন না করিলে যে গুরুতর প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে তাহাই "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদি পৌনে দুই শ্লোকে বলিতেছেন। শেষে একটি চরণে তাহাদের যে দুর্গতি ঘটিয়া থাকে তাহাই "স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" অর্থাৎ তাহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে—এইরূপ দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১১। ৫ শ্রীচমস যোগীন্দ্র শ্রীবিদেহ মহারাজকে বলিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

অগ্রে চ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ভক্তেরেবাভিহিতত্বে ভবেত্তস্য তদ্বিশেষ-প্রশ্নোঽপি যুক্তঃ। কস্মিন্ কাল-ইত্যাদিনা তথৈবোত্তরিতম্। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে। নানৈব ৰিধিনা বিবিধেন মার্গেণ। ১১।৫। শ্রীকরভাজনো বিদেহম্ ॥ ৬৫ ॥

অগ্রেও ১১।৫ অধ্যায়ে পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব হইবে—এই অভিপ্রায়ে সেই ভক্তিরই প্রকার-বিশেষ জানিবার জন্য প্রশ্নটীও করা যুক্তিযুক্ত। তাই "কস্মিন্ কালে স ভগবান্" এই শ্লোকে অর্থাৎ "কোন যুগে ভগবান্ কি বর্ণের—কি আকারে, কি নামে এবং কোন বিধি অনুসারে মনুষ্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, তাহাই আমার নিকট বলুন"। এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা শ্রীকর-ভাজন যোগীন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করিলে শ্রীযোগীন্দ্রও সেই রূপই উত্তর করিয়াছিলেন যথা—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকেশব সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই চারিটী যুগেতে বিবিধবর্ণে বিবিধ আকারে বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া বিবিধ বিধি-মার্গে সেই সেই যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। ১১।৫ শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র শ্রীবিদেহ মহারাজকে বলিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদেঽপি—ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু। ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃক্ বিচরস্ব গাম্।

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূন ইত্যাদিভিঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাৎ তং লক্ষ্যীকৃত্য তদ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোঽয়ম্। এবমন্যত্র জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ জহল্লক্ষণয়া ত্বং ত্বদীয়মার্গানুগতো ভক্তো বিচরস্ব বিচরত্বিত্যেবার্থঃ। সমদৃক্ত্বঞ্চ মাং বিনান্যত্র হেয়োপাদেয়ত্বাভাবাৎ। তু শব্দো বহির্মুখনিবৃত্ত্যর্থঃ। তেনাপি পূর্ব্বমিদমভিপ্রেতম্—ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি। বাতবসনা মুনয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ। বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু। তদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ। স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ কৃতানি গদিতানি তে। গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনমিতি ॥ ১১।৭। শ্রীভগবান্ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীভগবানের উদ্ধবের সহিত যে প্রসঙ্গ হইয়াছিল তাহাতেও বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! তুমি কিন্তু স্বজন-বন্ধুবান্ধবের প্রতি সর্ব্বপ্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই মনটী আবিষ্ট রাখিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া এ পৃথিবীতে বিচরণ কর"। এস্থলে একটী বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীভগবান উদ্ধবের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "শ্রীউদ্ধব আমা হইতে কোন প্রকারে কিছুমাত্র ন্যূন নহে"। শ্রীউদ্ধবের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের এই সকল উক্তি থাকার জন্য শ্রীমান্ উদ্ধব যে শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ ১১।১৬। অধ্যায়ে বিভূতি-বর্ণন প্রসঙ্গেও "ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্" "হে উদ্ধব! তুমি কিন্তু নিখিল ভাগবতগণ-মধ্যে আমি" এইরূপ বিশেষ উক্তি শ্রীমান্ উদ্ধবের নিত্যসিদ্ধত্বের প্রতি অভ্রান্ত প্রমাণ। অতএব

সেই নিত্যসিদ্ধ-উদ্ধবের প্রতি সর্ব্বত্যাগমার্গের উপদেশ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া অন্য বিষয়াবিষ্ট জীবসমূহকে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ অন্যত্র যেখানে যেখানে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদকে অন্য-আবেশ-ত্যাগ ও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিবার উপদেশ করা হইয়াছে, সেই সমুদয়স্থলেই বুঝিতে হইবে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্য জীবসমূহকেই উপদেশ করা হইয়াছে। অতএব জহল্লক্ষণায় অর্থাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতিস্ম" গঙ্গাতে ঘোষ বাস করিয়াছিল, এস্থলে যেমন জলপ্রবাহ-রূপাগঙ্গাতে বাস অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাশব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করতঃ গঙ্গাতীরে বাস অর্থই বুঝিতে হইবে, তেমনি এস্থলেও শ্রীউদ্ধবের সর্ব্ববিষয়ে আবেশ-শূন্যতা ও শ্রীভগবানে নিত্য আবিষ্টতা আছে বলিয়া তাঁহার প্রতি এই সর্ব্বস্নেহ-ত্যাগ ও শ্রীভগবানে গাঢ় আবিষ্ট হইবার উপদেশ করা সম্ভব হইতে পারে না ; সেইজন্য এই শ্লোকে "ত্বং" এই পদের অর্থে তোমার কথা অনুসরণকারী ভক্ত যে জন হইবে সেই জন সর্ব্বত্র স্নেহ-শূন্য হইয়া বিচরণ করিবে এস্থলে বিচরণ করুক্ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। আবার "সমদৃক্" পদের অর্থেও আমাভিন্ন অন্যত্র হেয় বা উপাদেয়বুদ্ধিশূন্য হওয়া বুঝিতে হইবে। "ত্বন্তু" এই তু কারের অর্থেও বহির্মুখ-ভাব-নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। শ্রীউদ্ধবমহাশয়ও পূর্ব্বে এই-রূপেই নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন,—হে প্রভো! তোমার দাস যে আমরা তোমাকর্ত্তৃক স্বীকৃত মাল্য গন্ধ বসন অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া অনায়াসে তোমার দুর্জ্জয়া মায়া জয় করিবার ক্ষমতা রাখি। কারণ যে যাহার খায়না পড়েনা সে তাহার চোখরাঙ্গাণির ধার ধারেনা, তেমনি আমরা মায়ার কিছু খাইব না, পড়িব না, অতএব মায়ার অধিকারেও থাকিব না, কারণ আমরা তোমার দাস, তোমারই প্রসাদি বসন-ভূষণ ধারণ করিব এবং তোমারই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া মায়া জয় করিব। যে সকল মুনীশ্বরগণ দিগম্বর উর্দ্ধরেতা আত্ম-তত্ত্ব-অনুশীলনে শ্রমশীল সর্ব্ববিষয়ে ত্যাগশীল এবং অন্তঃকরণ-সংযম-বিশিষ্ট ও রাগাদিমলশূন্য তাহারা তোমারই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মনামক অঙ্গজ্যোতিতে লীন হইয়া থাকে। আমরা তাহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিব বটে, কখনও তাহাদের সঙ্গ করিব না। যেহেতু তাহারা তোমাকে ভাল বাসে না। যাহারা তোমাকে ভাল বাসেনা, তাহারা যত বড়ই হউক না কেন, তাহাদের সহিত আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। এই শ্রীউদ্ধবের উক্তিতে বেশ বুঝা গেল,—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ নাই বলিয়া এমন মুনীশ্বরগণেও কোন উপাদেয় অর্থাৎ আদর-বুদ্ধি নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ আছে বলিয়া অতি দীনজনের প্রতিও আদর-বুদ্ধি প্রকাশ করিতে-ছেন যথা—

হে মহাযোগীন্দ্রগণসেবিতপদারবিন্দ! আমরা কিন্তু কর্ম্মময় সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তোমার প্রিয়জন-সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার কথা-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে করিতে অনায়াসে দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইব। আমাদের মায়া উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন প্রয়াস পাইতে হইবে না। তুমি যে সকল লীলা করিয়াছ, যাহা শ্রীমুখে বলিয়াছ, এবং তোমার গমনভঙ্গী উচ্চহাস্য, প্রীতিমাখা চাহনি, এবং পরিহাস-বচন, যাহা যাহা মনুষ্যলোকের অনুকরণযুক্ত, সেই সকল চেষ্টা স্মরণ করিতে করিতে ও কীর্ত্তন করিতে করিতে অনায়াসে আমরা এ মায়াময় সংসার উত্তীর্ণ হইব। ১১।৭ অধ্যায়ে "ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য" এই শ্লোকটী শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

অগ্রে চ জ্ঞানযোগস্য কেবলস্যাসাধ্যত্বং ভক্তি-যোগস্য তু সুখসাধ্যত্বমানুষঙ্গিকতয়া জ্ঞানজনকত্বং স্বয়মপি পুরুষার্থত্বঞ্চেতি। যথা—ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিৎ ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা। আত্মারামোহনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিরিত্যন্তেন গ্রন্থেন জ্ঞানযোগ-মুক্ত্বা ভক্তিযোগমুদ্ভাবয়িতুমাহ—শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ৬৭ ॥

অগ্রেও ১১ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাতেও ভক্তিশূন্য কেবল জ্ঞানযোগের মুক্তি-সাধনের অসামর্থ্য, কিন্তু ভক্তিযোগের সুখসাধ্যত্ব ও আনু-ষঙ্গিক ভাবে বিশুদ্ধ-জ্ঞান-জনকত্ব এবং ভক্তিযোগের স্বয়ংই পরমপুরুষার্থতা দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তিহীন জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না, কিন্তু ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান যেমন সুখ-

ময়, তেমনি অনন্নুসন্ধানে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন। অথচ ভক্তিযোগ নিজেই সাধন, নিজেই সাধ্য ; ভক্তিযোগের ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন সাধ্য নাই। এই সকল উপদেশে ভক্তিযোগেরই অবশ্য-কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। যথা—যেজন দৈহিক-কর্ম্মেও উদাসীন হইয়া মুখে ভাল বা মন্দ কিছু বলে না, মনেও ভাল বা মন্দ কিছু ভাবেনা, সর্ব্বদা নিজ স্বরূপানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া অকর্ম্মণ্য জড়ের মত সতত আত্মতত্ত্ব-চিন্তাশীল, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মুক্তি-পথে প্রবেশ করিতে পারে। এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়া ভক্তিযোগের কথা তুলিবার জন্য বলিতেছেন—কিন্তু যদি কেহ শব্দব্রহ্ম বেদ ও বেদার্থ বিচারে নিপুণ অর্থাৎ পাণ্ডিত্যমাত্রে শ্লাঘা করেন, অথচ পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরতত্ত্বে ধ্যানাদি দ্বারা সাধন করেন না, তাহা হইলে তাহার সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু পুরুষার্থ-সাধনে অসমর্থ, অর্থাৎ সেই শাস্ত্র-অধ্যয়নে আত্যন্তিক দুঃখ-ত্রয় নিবৃত্তি হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারে না। যেমন চিরপ্রসূতা ধেনুপালন করিলে তাহা হইতে দুগ্ধ পাইবার কোনই আশা করা যায় না, তেমনি কেবল শাস্ত্রার্থ-বিচারে নিপুণ হইয়া যদি ভগবদুপাসনা না করেন, তাহা হইলে তাহার শাস্ত্র অধ্যয়ন কেবল ভেক্-কোলাহল মাত্র ॥ ৬৭॥

অত্র পরব্রহ্মপদেন পরতত্ত্বমাত্রমুচ্যতে ন তু ব্রহ্মত্বভগবত্ত্বাদিবিবেকেনেতি জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র তৎ-সামান্যাৎ। তদেবং শব্দব্রহ্মাভ্যাসস্য পরব্রহ্মাভ্যাসঃ প্রয়োজনমিত্যুক্তম্। তত্র সর্ব্বেষ্বেবাংশেষু বিশেষতঃ উপনিষদ্ভাগে শব্দব্রহ্মণস্তৎপ্রতিপাদকত্বে-স্থিতেঽপি তদ্বিচারকোটিভিরপি পরব্রহ্মনিষ্ঠা ন জায়তে কিন্তু তস্মিন্ যস্মিন্নংশে শ্রীভগবদাকার-পরব্রহ্মলীলাদিকং প্রতিপাদ্যতে তদভ্যাসেনৈব ভগবদাকারে ব্রহ্মাকারেচ নিষ্ঠা জায়তে। তদুক্তম্ সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো-ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য। শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তি-মুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাব-ঘাতিনামিত্যাদি চ। অতএব মদীয়লীলাশূন্যাং বৈদিকীমপি বাচং নাভ্যসেদিত্যাহ দ্বাভ্যাম্—গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ বিত্তন্ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখ-দুঃখী ॥ ৬৮ ॥

এই শ্লোকে অর্থাৎ "ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি" এই চরণের "পর" শব্দের অর্থ পরতত্ত্ব মাত্র বুঝিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম অথবা ভগবৎ-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া পরব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রকারে ইহাই বলা হইল যে—শব্দব্রহ্ম বেদ ও বেদানুগত-শাস্ত্র অধ্যয়নের মুখ্য ফল পরব্রহ্ম-উপাসনা। যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করা না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা শ্রম-মাত্র। যদ্যপি শব্দব্রহ্ম সেই বেদের সকল অংশেই বিশেষতঃ উপনিষদ্-বিভাগে পরতত্ত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তথাপি সেই উপনিষদ্ বিভাগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোটি কোটি বার বিচার করিলেও পরব্রহ্মে নিষ্ঠার উদয় হইবে না। কিন্তু সেই শব্দব্রহ্ম বেদের যে অংশে শ্রীভগবৎস্বরূপ-পরব্রহ্মের রূপগুণ লীলাদি প্রতিপাদন করা হইয়াছে—সেই অংশের অভ্যাসের দ্বারাই শ্রীভগবৎ-স্বরূপে এবং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপে নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীশুক-মুনি ১২।৪।৪০ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! অতি দুস্তর এই সংসার-সাগর যিনি উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন তাহার পক্ষে একমাত্র পুরুষোত্তম-শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণে বচনে ও মানসে আসক্তি-পূর্ব্বক অনুশীলন করা ভিন্ন অন্য কোন সরল সাধন-তরণি নাই। তবে শাস্ত্রে অন্য যে সকল সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে সকল সাধনই সাঁতার কাটিয়া সমুদ্র পার হওয়ার মত শ্রম-সাধ্য। যেহেতু বিবিধ দুঃখদাবানলেদগ্ধ জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলা-কথাদি শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণই একমাত্র সুখময় উপায়। ১০।১৪।৪ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে বিভো! (স্বরূপে ও গুণে অনন্ত) যাঁহারা নিখিল-মঙ্গল-প্রসবিনী ভক্তিকে অনাদর করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের সাধনজনিত ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে ; অন্য

কোন ফল লাভ হইতে পারে না। যেমন অল্পপরিমাণের ধান্য দেখিয়া কোন সমর্থ বলবান্ ব্যক্তি অল্প বুদ্ধিতে ত্যাগ করিরা স্তূপীকৃত তুষ অবঘাতনে প্রবৃত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির যেমন হস্তবেদনা মাত্রই সার হইয়া থাকে কিন্তু ফললাভ হয় না, তেমনি ভক্তিহীন জ্ঞানসাধকেরও আসনপ্রাণায়ামাদি-জনিত ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে, আনন্দলাভ করিতে পারে না। এই সকল প্রমাণ দ্বারাও শ্রীভগবল্লীলাকথাদির শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যতিরেক-মুখে অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন। অতএব আমার লীলাকথাশূন্য বেদোক্ত-কথাও অভ্যাস করিবে না, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে দুইটী শ্লোকদ্বারা এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—হে উদ্ধব! কোনও জন, যে ধেনুর দুগ্ধ দোহন করা শেষ হইয়াছে দুগ্ধার্থী হইয়া যদি সেই ধেনুর প্রতিপালন করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির যেমন দুই প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে—তৃণজলাদি প্রদান জনিত এক দুঃখ, অভীষ্ট-অপ্রাপ্তি-জনিত দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অপর যে জন নিজের প্রতি কামগন্ধহীনা অথচ অন্যপুরুষের প্রতি রতিযুক্তা স্ত্রীকে প্রতিপালন করে, তাহার যেমন দুই প্রকারের দুঃখ হইয়া থাকে—এক দুঃখ নিজে রতিসুখ লাভ করিতে পারে পারে না, দ্বিতীয় দুঃখ তাহার ভরণ-পোষণের জন্য শ্রম করিতে হয়। তৃতীয় দৃষ্টান্ত—যে জন পরের অধীন, অথচ দেহখানি ব্যাধিপীড়িত তাহার যেমন দুই প্রকারেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। পরাধীনতাজন্য একদুঃখ, রোগাধীনতা জনিত দ্বিতীয় দুঃখ। চতুর্থ দৃষ্টান্ত—অসৎপুত্রকে রক্ষা করা যেমন দুই প্রকারের দুঃখের কারণ—প্রথম দুঃখ সেই পুত্র হইতে জীবিত-দশায় কোন উপকার প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় দুঃখ দেহান্তে পিণ্ডাদি-প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই অথচ ভরণ-পোষণ করিতে হয়। পঞ্চম দৃষ্টান্ত—অপবিত্রসম্পত্তি রক্ষাকরা যেমন দুই প্রকারেই দুঃখের কারণ,—অর্থাৎ যে বিত্ত শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হয়, সেই বিত্তই অপবিত্র। সেই অপবিত্র বিত্ত রক্ষা করিবার অন্য অশেষ শ্রম-স্বীকার একটী দুঃখ, দ্বিতীর সেই সম্পত্তি হইতে পারমার্থিক কোনই কল্যাণলাভের সম্ভাবনা নাই। তেম্‌নি শ্রীভগবানের লীলাকথা-শূন্য বেদের কথা যেজন আদর করিয়া শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে তাহাদেরও শাস্ত্র-অনুশীলন জন্য এক দুঃখ, পারমার্থিক কোন আস্বাদন নাই বলিয়া দ্বিতীয় দুঃখ। ৬৮।

ময়া শ্রীভগবতা হীনাং মম লীলাদিশূন্যাম্। ময়া হীনাং বাচমিত্যুক্তং বিবৃণোতি—যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য। লীলাবতারেপ্সিত-জন্ম বা স্যাদ্‌বন্ধ্যাং গিরস্তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকে উক্ত "ময়া হীনাং" এই পদটীর ব্যাখ্যা শ্রীগ্রন্থ-কৃৎপাদ এইরূপ করিতেছেন,—শ্রীভগবান্ যে আমি, সেই আমার লীলাকথা-শূন্যা বেদের বাণীও আদরে রক্ষা করা দুঃখের উপর দুঃখ। এই ব্যাখ্যা করিবার হেতুটী একটি শ্লোকে বিস্তার করিতেছেন। বেদের যে কথাতে জগৎ-পবিত্রকারী আমার চরিত্র বর্ণিত হয় নাই, সেই কথা ঐশ্বর্য্যময় ও ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত-মাধুর্য্যময় ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে এই জগতে সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপ চরিত্রটী কেবল ঐশ্বর্য্যময়, দ্বিতীয় লীলাবতারের অভীপ্সিত জন্মাদিময় চরিত্র ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যময়। এই দুই প্রকার চরিত্রই বেদের যে বিভাগে বর্ণিত হয় নাই, সেই বিভাগটী পারমার্থিক-আস্বাদন দান করিতে অসমর্থ বলিয়া বন্ধ্যা রমণীর মত অনাদরনীয় ॥ ৬৯ ॥

যস্যাং মে জগতঃ শোধকং চরিতং ন স্যাৎ। কিন্তৎ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিরূপং তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ, লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং জগতঃ প্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণরামাদিজন্ম বা ন স্যাত্তাং নিষ্ফলাং গিরং বেদলক্ষণামপি ধীরো ধীমান্ ন ধারয়েৎ। তদুক্তং শ্রীনারদেন—ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বেত্যাদি। অতএব গীতং কলি-যুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা, শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রু-পুলকাদয় ইতি। তদেবং ভক্ত্যৈব জ্ঞানং সিধ্য-তীত্যুক্তা তঞ্চ জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি,—এবং জিজ্ঞা-সয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি। উপারমেত বিরজং মনো মষ্যর্প্য সর্ব্বগে ॥ ৭০ ॥

বেদের যে বাণীতে জগৎ-পবিত্রকারী আমার চরিত্র উল্লিখিত নাই, সে চরিত্রটী কি তাহাই বলিতেছেন,—এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশরূপ অর্থাৎ এই বিশ্বের স্থিতি প্রভৃতির হেতু-স্বরূপ, এই রূপ অর্থ ই বুঝিতে হইবে। সেই বিশ্ব-সৃষ্টাদিময় চরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতমরূপে বিচার করিয়া বলিতেছেন,—লীলাময় অবতারগণ-মধ্যে জগতে অত্যন্ত প্রীত্যাস্পদ শ্রীকৃষ্ণরামাদি স্বরূপের জন্ম যাহাতে বর্ণিত হয় নাই, সেই নিস্ফলা বেদবানীও ধীমান্ জন ধারণ করেন না। শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও ১।৫।২২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিয়াছেন—ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য বা বুদ্ধদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভি র্নিরূপিতো যদুত্তমশ্লোক গুণানুবর্ণনম্। অর্থাৎ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর গুণবর্ণনই মানবমাত্রের তপস্যার, অধ্যয়নের, যজ্ঞের, জ্ঞানসাধনের ও দানের নিত্যফলরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীহরিগুণ-কীর্ত্তনের মুখ্য-কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবও বলিয়াছেন,—উপনিষদ্‌প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম শ্রুত হইলেও, হরিকথামৃত হইতে বহুদূরে অবস্থিত। যেহেতু অনবরত ব্রহ্মস্বরূপের কথা শ্রবণ করিলেও চিত্ত বিগলিত হয় না। যে কথা-শ্রবণে হৃদয় বিগলিত হয় না, সে কথা শ্রবণ করিয়া জীবের কি মঙ্গল ঘটিতে পারে? তাহা হইলে এই প্রকারে ভক্তিঅঙ্গ-অনুষ্ঠান দ্বারাই পঞ্চতত্ত্ব-অনুভাবাত্মক্ জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ করিয়া যে জ্ঞানমার্গের উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! এই প্রকার জিজ্ঞাসায় আত্মস্বরূপে স্থূলত্ব কৃশত্ব ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি নানাত্ব ভ্রম ত্যাগ করিয়া লয়-বিক্ষেপ-শূন্য মন সর্ব্বগত আমাতে অর্পণ করতঃ শান্তি লাভ করিবে॥ ৭০॥

জিজ্ঞাসয়া বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারক-বিচারেণ আত্মনি শুদ্ধজীবে নানাত্বং দেবত্বমনুষ্যত্বাদি-ভেদমপোহ্য এবং মল্লীলাদিশ্রবণেন মনো ময়ি ব্রহ্মাকারে সর্ব্বগে অর্প্য ধারয়িত্বা উপারমেত। তদেবং জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্য তদনাদরেণ অনুসঙ্গসিদ্ধজ্ঞানগুণাং শুদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি চতুর্ভিঃ—যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্। ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥ ৭১॥

শ্লোকে উক্ত জিজ্ঞাসা পদে "বদ্ধোমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্ববর্ণিত-প্রকারে বিচার করতঃ শুদ্ধজীবাত্মাতে দেবত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ভেদজ্ঞান-শূন্য হইয়া এই প্রকারে আমার লীলাটি শ্রবণ দ্বারা সর্ব্বগত ব্রহ্মস্বরূপ-আমাতে মন ধারণ করিয়া সাধন-অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে এই প্রকারে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি উপদেশ করিয়া সেই জ্ঞানের অনাদর করতঃ যে শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে স্বতঃই জড় ও চৈতন্যের বিবেকরূপ জ্ঞান উদয় হইয়া থাকে, চারিটী শ্লোকে সেই বিশুদ্ধা ভক্তির উপদেশ করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! তুমি নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে নিশ্চলভাবে মন ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব মোক্ষপর্য্যন্ত কামনাশূন্য হইয়া মদ্বিষয়ক সর্ব্বকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৭১॥

যদীতি নিশ্চয়ে। টীকায়াং ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নীতিবৎ। অত্র খলু জ্ঞানেচ্ছুরেব শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি তাদৃশত্বমারোপ্যৈবেদমুচ্যতে। ততশ্চ শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে তেষামসৌ ইত্যাদি প্রমাণেন ভক্তিং বিনা কেবলজ্ঞানমার্গেণ ব্রহ্মণি মনো ধারয়িতুং নিশ্চিতমেবানীশো ভবসি ততোঽপি স্বতো জ্ঞানাদি-সর্ব্বগুণসেবিতং ভক্তিমার্গমেবাশ্রয়েতেতি তৎসোপানমুপাদিশতি ময়ীত্যাদিনা। অথবা প্রাক্তনভক্তিবলাভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুর্যদি তত্র মনো ধারয়িতুমনীশঃ স্যাত্তদাধুনাপ্যেবং কুর্ব্বিতি যোজ্যম্। সমাচর অর্পয়। নিরপেক্ষঃ বাঞ্ছান্তররহিতঃ। ততশ্চ, শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ। গায়ন্ননুস্মরন্‌জন্মকর্ম্মচাভিনয়ন্ মুহুঃ। মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ। লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মষ্যুদ্ধব সনাতনে॥ ৭২॥

"যত্তনীশো ধারয়িতুং" শ্লোকে উক্ত 'যদি" এই শব্দের "অর্থ নিশ্চয়। যেহেতুক "ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ যদি শব্দে নিশ্চয়ার্থই করিয়াছেন। এস্থলেও সেই অর্থই বুঝিতে হইবে। যেহেতু জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপে মন ধারণ করা অত্যন্তই দুঃখদ। শ্রীভগবদ্গীতাতেও "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাশক্ত-চেতসাং" অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপে চিত্তের আবেশ ঘটান অত্যন্ত দুঃখসাধ্য সেই অভিপ্রায়ে যদি শব্দের নিশ্চয় অর্থই বুঝিতে হইবে। অপর এস্থলে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—যদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অভিধেয় শ্রীভগবদ্ভক্তিই হইবেন, তাহা হইলে শ্রীমান্ উদ্ধবকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ করিলেন কেন? তাহারই মীমাংসার জন্য বলিতেছেন,—কোন জ্ঞানমার্গের সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমান্ উদ্ধবের প্রতি সেই জ্ঞানেচ্ছুর ধর্ম্ম আরোপ করিয়া এই জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। সেই জন্যই ১০।১৪।৪ শ্লোকে ব্রহ্মাকৃত স্তুতিতে যাহারা তোমার নিখিল-মঙ্গল-জননী ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানকে আদর করে, তাহাদের কেবল ক্লেশমাত্র সার হইয়া থাকে। প্রমাণানুসারে কেবল জ্ঞান-পথে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে মনের ধারণা করিতে নিশ্চয়ই অসমর্থ হইবে। সেই জন্যও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানাদিগুণ-সেবিত ভক্তিমার্গই আশ্রয় করে। এই অভিপ্রায়ে "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি" অর্থাৎ মদ্বিষয় সর্ব্বকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, এইরূপ অর্থ-সঙ্গতি করিয়া লইতে হইবে।

"যত্তনীশো ধারয়িতুং" এই শ্লোকে "নিরপেক্ষঃ সমাচর" এই দুইটি পদের "সমাচর" ক্রিয়াপদের অর্থ অর্পণ করা, নিরপেক্ষ পদের অর্থ কামনান্তর-রহিত হওয়া অর্থাৎ আমারই সন্তোষার্থে নিখিল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর। হে উদ্ধব! এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঐহিক পারলৌকিক সুখ-ভোগে বিতৃষ্ণ হওয়ার পর সুদৃঢ় বিশ্বাস-যুক্ত হৃদয়ে জগৎ-পবিত্রকারিণী সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলদায়িনী আমার কথাসকল শ্রবণ করিতে করিতে গান করিতে করিতে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে এবং আমার জন্ম কর্ম্ম সকল বারম্বার অভিনয় করিতে করিতে ও আমার সুখের জন্য ধর্ম্ম, বিষয়-ভোগ ও অর্থ উপার্জ্জন-করতঃ এক-মাত্র আমাকেই দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিলে, নিত্য আনন্দ-স্বরূপ আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিতে পারে ইতি শ্লোকার্থ ॥১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন ॥৭২॥

টীকা চ—কর্ম্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ, শ্রদ্ধালুরিতীত্যেষা। অভিনয়ন্ জন্মকর্ম্মলীলয়োর্মধ্যে যেঽংশা "নিজাভীষ্টভাবভক্তগতাস্তান্ স্বয়মনুকুর্ব্বন্ ভগবদ্গতান্ ভক্তান্তরগতাংশ্চ তানন্যদ্বারানুকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ যো ধর্ম্মো গোদানাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়জন্মাদিমহোৎসবাঙ্গত্বেনৈব যশ্চ কামো মহাপ্রাসাদবাসাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়-সেবাদ্যর্থে মন্মন্দিরবাসাদি লক্ষণত্বেনৈব যশ্চার্থো ধন-সংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎসেবামাত্রোপযোগিত্বেনৈবাচরন্ সেবমানঃ মদপাশ্রয় আশ্রয়ান্তরশূন্যচেতাশ্চ সন্ তামেব কথাশ্রবণাদিলক্ষণাং ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং সর্ব্বদাব্যভিচারিণীং লভতে তৎসুখেন কৈবল্যাদাবপ্যনাদরাৎ। ন চ ভজনীয়স্য চলতয়া বাসা চলিষ্যন্তীতি মন্তব্যমিত্যাহ সনাতন ইতি। নন্বেবম্ভূতভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি র্নিষ্ঠা বা কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্র হেতুমাহ—সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতেতি ॥ ৭৩ ॥

বিবিধ নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধচিত্ত সাধকের সম্বন্ধে "শ্রদ্ধালুঃ" ইত্যাদি শ্লোকে অন্তরঙ্গা ভক্তিরই ব্যাখ্যা করিতেছেন, এই পর্য্যন্ত শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। শ্লোকস্থ "অভিনয়ন্" এই পদটির ব্যাখ্যা করিতেছেন,—শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম ও লীলার মধ্যে যে অংশ নিজ অভীষ্ট-ভাববিশিষ্ট ভক্তগত, সেই অংশটী আপনি স্বয়ং অভিনয় করিবে, আর যে অংশটী ভগবদ্গত সেই অংশটী অন্যের দ্বারা অভিনয় করাইবে, লীলা অভিনয় পদের এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। আরও বলিতেছেন গোদানাদি-লক্ষণ-ধর্ম্মও আমারই জন্মাদিমহোৎসবের অঙ্গরূপেই অনুষ্ঠান করিবে। শ্লোকস্থ কামশব্দে মহা অট্টালিকায় বাসাদি-লক্ষণ বিষয়ভোগটীও আমারই সেবাদির জন্য আমারই মন্দিরে বাসাদিরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। শ্লোকে

ধনসংগ্রহরূপ যে অর্থের কথা ⁝ লা হইয়াছে তাহাও আমারই সেবামাত্রের উপযোগি-রূপেই ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ যে পরিমাণে ধনসংগ্রহ করিলে আমার সেবার পরিপাটী রক্ষা পাইতে পারে সেই পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইবে। নিজ-ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-লালসায় অধিক অর্থ-সংগ্রহ করিবার জন্য প্রয়াস পাইবেনা এবং অর্থ-সঞ্চয়-বুদ্ধি হৃদয়ে রাখিবেনা। শ্লোকে উক্ত "মদপাশ্রয়" পদটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—আমা ভিন্ন অন্য কোন দেব বা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমার সেই কথাশ্রবণাদি-লক্ষণা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে ভক্তিটী লাভ করিলে সেই আস্বাদন-সুখে মুক্তি প্রভৃতির প্রতি অনাদর বুদ্ধি আসিয়া যায়, সেই নিশ্চলা অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভিচারিণী আমাবিষয়ক-ভক্তিলাভ করিতে পারিবে, এ বিষয়ে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারেনা যে, ভজনীয় বস্তু শ্রীভগবান্ চঞ্চল অর্থাৎ আজ আছেন কাল নাই, অতএব এই মন্দির প্রভৃতি বৈভব চিরস্থায়ী নহে, এইরূপ কূট তর্ক উপস্থিত হইবার অবসর নিরসনের জন্য বলিতেছেন—আমি "সনাতন" অর্থাৎ তিনকালে একরূপেই নিত্য বিদ্যমান আছি, অতএব আমারও অস্থিরতা নাই এবং আমার দত্ত বৈভবাদিরও অস্থিরতা নাই। এইরূপ শ্লোকস্থ পদগুলির অর্থসঙ্গতি করিয়া এই-ক্ষণ সেই পূর্ব্ববর্ণিত-লক্ষণ বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের প্রবৃত্তিনিষ্ঠা কিরূপে উদয় হইবে এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য সেই বিশুদ্ধ-ভক্তিতে প্রবৃত্তি-উদয়ের হেতুটী বলিতেছেন,—হে উদ্ধব! একমাত্র সৎসঙ্গ হইতেই আমার বিশুদ্ধ-ভক্তি অনুষ্ঠানে রুচি হইয়া থাকে এবং সেই রুচি-লক্ষণা ভক্তিতেই আমাকে উপাসনা করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ইতি শ্লোকার্থ॥৭৩॥

ভক্ত্যা ভক্তিরুচ্যা স ভক্তো মামুপাসিতা ভজমানো ভবতি। তস্য চ ভক্তস্য মদীয়ং ব্রহ্মাকারং ভগবদাকারঞ্চ সর্ব্বমপি স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেনৈব ভবতীত্যাহ—স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদমিতি॥ অঞ্জসা ভক্ত্যনুসঙ্গেনৈব। পদম্ স্বরূপম্॥ ১১।১১॥ শ্রীভগবান্॥ ৭৪॥

শ্লোকে উক্ত "সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা" এই পদের অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে যে—সৎসঙ্গ হইতে যে ভজনানুষ্ঠান করিবার রুচি লাভ করিতে পারা যায়, সেই রুচিদ্বারা সেই ভক্ত আমাকে উপাসনা অর্থাৎ ভজন করিয়া থাকে। সেই ভক্তেরও আমার নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপের এবং ভগবৎ-স্বরূপের ও স্বরূপতত্ত্বের সর্ব্বপ্রকার অনুভব অনায়াসেই হইয়া থাকে। এই কথাটী একটি শ্লোকে শেষের দুইটী চরণে বলিতেছেন—সেই ভক্ত সাধুগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত আমার স্বরূপ নিশ্চয়ই অনায়াসে অর্থাৎ ভক্তির আনুসঙ্গিক ভাবেই অনুভব করিতে পারে। শ্রীভগবান্।১১।১১ অধ্যায়ে শ্রী উদ্ধবকে বলিয়াছেন॥ ৭৪॥

অগ্রে চ ভক্তিযোগস্যৈব প্রাক্‌সিদ্ধতা সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রবর্ত্তিততা স্বয়মেব মুখ্যতা, পরেষান্ত্বর্ব্বাচীনতা যথারুচি নানাজনপ্রবর্ত্তিততা তুচ্ছতা চেতি। যথা—শ্রীউদ্ধব উবাচ। বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ। তেষাং 'বিকল্পপ্রধান্যমুতাহো একমুখ্যতা॥ ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ। নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ॥ ৭৫॥

অগ্রেও ১১।১৪ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে সকল সাধনের পূর্ব্বে শ্রীভক্তিযোগেরই সত্তা বলিবেন, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভেই শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ" এই শ্লোকে ভক্তিযোগেরই উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব কর্ম্মাদিসাধনের সংবাদ জগতে প্রচার হইবার পূর্ব্বেই ভক্তিযোগের সংবাদ প্রচার হইয়াছিল ইহাই বলিয়াছেন। আবার সেই ভক্তিযোগটীকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানই জগতে প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন। অপর সেই ভক্তিযোগটী অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া স্বয়মই মুখ্য, অন্য সকল সাধনই ভক্তিযোগের মুখাপেক্ষী, এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মঃ ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি যথা—"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ জ্ঞান।" অন্য সকল সাধনই আধুনিক এবং আপনাপন রুচি অনুসারে যক্ষ, রক্ষঃ এবং নানা বাসনাযুক্ত মুনিগণ-প্রবর্ত্তিত, ও সেই সকল সাধনের ফল অতিতুচ্ছ। "সেই সব সাধনের অতিতুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা

দিতে নারে বল ।। চৈত চঃ মঃ ২২শ পঃ। এতগুলি হেতু প্রদর্শন করাইয়া ভক্তিযোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখাইবেন, যথা—শ্রীউদ্ধব কৃত প্রশ্ন—হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রমাণ্য স্বীকার করিয়া কথা বলেন, সেই সকল মহাত্মাগণ পরম মঙ্গল-প্রাপ্তির জন্য নানাবিধ সাধনের কথা বলেন। সেই সকল সাধনের সত্যতা এইরূপে রক্ষা করিতে হইবে। একটি সাধন মুখ্য, অপর সাধনসমূহ গৌণ; অথবা সকল সাধনই মুখ্য। হে স্বামিন্! আপনি কিন্তু অঙ্গনিরপেক্ষ ভক্তিযোগের কথাই আমার নিকটে উপদেশ করিয়াছেন—যে ভক্তিযোগ-প্রভাবে অন্য সাধন ও অন্য সাধ্যের প্রতি আসক্তি-শূন্য হইয়া একমাত্র তোমাতেই মনের গাঢ় আবেশ ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

টীকা চ—শ্রেয়াংসি শ্রেয়ঃসাধনানি। বিকল্পেন প্রধান্যম্ উতাহো কিংবা একস্যৈব মুখ্যতা। একমুখ্যতাপক্ষোত্থাপনে কারণং ভবতেতি। নাপেক্ষিতমপেক্ষা যস্মিন্ স অহৈতুকঃ। অয়মর্থঃ, ভবতা যো ভক্তিযোগ উক্তঃ অন্যে চ যানি নিশ্রেয়সসাধনানি বদন্তি,তেষাং কিং ফলসাধনত্বেন প্রাধান্যমেব সর্ব্বেষাম্ উত অঙ্গাঙ্গিত্বম্। প্রাধান্যেনৈব বিকল্পেন সর্ব্বেষাং তুল্যফলত্বম্। যদ্বা কশ্চিদ্ বিশেষ ইত্যেষা। অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ। কালেন নষ্টা প্রলয়ে বানীয়ং বেদসজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা—"শ্রেয়াংসি"—নানাপ্রকার মঙ্গলপ্রাপক সাধন। "বিকল্পেন প্রাধান্যং" অর্থাৎ এটিও হইতে পারে ঐটিও হইতে পারে এইরূপ করিয়া প্রত্যেকটি সাধনের প্রাধান্য। 'উতাহো"—কিম্বা '‚একমুখ্যতা"—একটি সাধন মুখ্য অপর সাধনগুলি গৌণ অর্থাৎ অঙ্গ ও অঙ্গী ভাবে একটি অঙ্গী—প্রধান, অপরগুলি অঙ্গ—সহায়কারী। সেই একমুখ্যতা-পক্ষ উঠাইবার কারণটি বলিতেছেন; "ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ" আপনি অনপেক্ষিত অর্থাৎ যে ভক্তিযোগে কোন অপেক্ষা নাই, এমত অহৈতুক ভক্তিযোগের কথাই বলিয়াছেন, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, আপনি যে ভক্তিযোগ বলিয়াছেন এবং অন্যে যে সকল নিত্য মঙ্গলপ্রাপ্তির সাধন সকল বলিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেকটি নিত্যমঙ্গলপ্রাপ্তির সাধনরূপে মুখ্যই, অথবা একটি অঙ্গী অপরগুলি তাহার অঙ্গ এইরূপে বিকল্প-ভাবে সকলটি সাধনেরই তুল্যফলজনকত্ব আছে? অর্থাৎ প্রত্যেকটি সাধনেরই নিত্য মঙ্গলপ্রাপ্তি করাইবার সামর্থ্য আছে, অথবা ইহার ভিতরে কোন বিশেষ আছে? এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,—হে উদ্ধব! প্রলয়কালে ভক্তিগ্রহণ করিবার লোক না থাকাতে বেদের এই বাণী বিলুপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু তখন জগদ্গত সাধক ভক্তসকল অনুদ্বুদ্ধ-সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীন থাকে, আবার সেই প্রকৃতি ভগবানে লীন হয়। অতএব যে সকল সাধক ভক্তিসাধন করিবে, তাহাদের হরিবলিবার মুখ, হরি শুনিবার কান, হরি ভাবিবার মন প্রভৃতি ব্যক্তরূপে না থাকা জন্য প্রাপঞ্চিক-জগতে ভক্তিসাধকের অভাব ছিল। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—বেদ যে ভক্তির সংবাদ দিতেছেন, সেই ভক্তির কথা প্রলয়কালে নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তখনও অন্য ব্রহ্মাণ্ডে এবং শ্রীবৈকুণ্ঠে সকল সাধনসিদ্ধ ভক্ত এবং প্রাপ্তপার্ষদদেহ ও নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণ শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতেছিলেন, এই অভিপ্রায়েই তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহাশয় শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"অত্রেমং ক উপাসীরণ কউ স্বিদনুশেরতে' হে প্রভো! সেই মহাপ্রলয়কালে শ্রীভগবান্ যখন শয়ন করেন, তখন কতসংখ্যক জীব শ্রীভগবান্‌কে সেবা করেন এবং কত সংখ্যক জীব সেই প্রলয়কালে অনুদ্বুদ্ধ-সংস্কারে প্রকৃতিতে ঘুমাইয়া থাকে? অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে জীব দুইভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে নিত্যমুক্ত জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবানের সেবাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, মহাপ্রলয়-কালেও তাহাদের সেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখের বিরাম ঘটে না। আর নিত্যবদ্ধ জীব সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপাপ্রভাবে শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতে উন্মুখ হইলে, যদি সিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলে সেই ভজন-সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, আবার সেই ভজনসংস্কার লইয়া ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পর শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই সকল ভক্তের ভজন করিবার

উপযুক্ত ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি করাইবার জন্যই শ্রীভগবানের সৃষ্টি করিবার সংকল্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যেহেতু ভক্ত-সম্বন্ধ-ভিন্ন শ্রীভগবানের স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মেনা। শ্লোকের শেষার্দ্ধের অর্থ—হে উদ্ধব! আমি সৃষ্টির প্রারম্ভেই শ্রীব্রহ্মাকে যে ধর্ম্ম হইতে আমাতেই চিত্ত আবিষ্ট হয়, সেই ধর্ম্মের কথা অর্থাৎ ভক্তির সংবাদ দিয়াছিলাম ॥

টীকা চ—তত্র ভক্তিরেব মহাফলত্বেন মুখ্যা অন্যানি তু স্বস্বপ্রকৃত্যনুসারেণ খপুষ্পস্থানীয়স্বর্গাদিফল-বুদ্ধিভিঃ প্রাণিভিঃ প্রাধান্যেন পরিকল্পিতানি খুল্লক-ফলানীতি বিবেক্তুং প্রকৃত্যনুসারেণ বহুধা প্রতি-পত্তিমাহ কালেনেতি সপ্তভিঃ। মদাত্মকঃ ময্যেবাত্মা চিত্তং যেন স ইত্যেষা। যদ্বা মদাত্মকঃ মৎস্বরূপভূতঃ নির্গুণত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। তদেবং সতি তস্যামেবানেকবিধশ্রেয়োবদনে হেতুমাহ—

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচিঃ ॥৭৭॥

তৎপ্রকৃতীনাং মায়াগুণমূলত্বান্মন্মায়া মোহিত-ধিয়ঃ অনেকান্তং নানাবিধং শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং তৎ-সাধনঞ্চ যতঃ ॥ ৭৭ ॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৭৮॥

ন সাধয়তি ন বশীকরোতি তপো জ্ঞানং ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ ॥ ৭৮ ॥

তথা, ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥ ৭৯ ॥

ধর্ম্মো নিষ্কামঃ বিদ্যা শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মজ্ঞানং তপস্ত-দীক্ষণম্। ভক্তিলক্ষণৈস্তু—যথা যথাত্মা পরি-মৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তুসূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ৮০ ॥

শ্রীস্বামিপাদ-কৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—নিখিল শ্রেয়ঃ-সাধনের ভক্তিই মহাফল, এইজন্য ভক্তিই মুখ্য শ্রেয়ঃসাধন। অর্থাৎ অন্য যতসকল সাধনই অনুষ্ঠান করা হউক্, কিন্তু সে সকল "ন সাধয়তি"—অর্থাৎ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। "ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগঃ" এই শ্লোকে উক্ত তপঃ শব্দের অর্থ জ্ঞানসাধন। অর্থাৎ জ্ঞানসাধনও আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। ত্যাগ শব্দের অর্থ সন্ন্যাস আশ্রম-ধর্ম্ম ॥ ৭৮ ॥

সেই প্রকার ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন সাধনেই যে চিত্ত-শুদ্ধি হইতে পারে না তাহাই আর একটী শ্লোকে বলিতে-ছেন—হে উদ্ধব! আমার ভক্তিহীন চিত্তকে সত্য-দয়াযুক্ত ধর্ম্ম এবং চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত শাস্ত্রীয় জ্ঞান সম্যক্‌রূপে শোধন করিতে নিশ্চয়ই অসমর্থ। ইতি শ্লোকার্থ। এস্থলে ধর্ম্মশব্দে-নিষ্কামধর্ম্ম, বিদ্যাশব্দে—শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান, তপঃ শব্দে ব্রহ্মপ্রতিপাদক-শাস্ত্রানুশীলন, অথবা ব্রহ্মস্বরূপানু-সন্ধানে চিত্তের একাগ্রতারূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। আমার ভক্তিলক্ষণ-সাধন-সমূহে কিন্তু চিত্ত যেমন বিশুদ্ধি লাভ করে, তেমন আর কোন সাধনে হয় না। তাহাই একটী শ্লোকে বলিতেছেন—

হে উদ্ধব! আমার জগত-পবিত্রকারী নাম, রূপ, গুণ, লীলা, শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা যেমন যেমন চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তেমন তেমন ভাবে দিব্যাঞ্জনযুক্ত চক্ষু যেমন সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পায়, তেমনি সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শন করিবার সামর্থ্য ঘটিয়া থাকে ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৮০ ॥

টীকা চ—ননু ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীত্যাদিশ্রুতিভ্যো জ্ঞানাদেবা-বিদ্যানিবৃত্ত্যা তৎপ্রাপ্তিরবগম্যতে কুতো ভক্তি-যোগেনেত্যুচ্যতে তত্রাহ, যথা যথেতি। আত্মা চিত্তং পরিমৃজ্যতে শোধ্যতে। মৎপুণ্যগাথানাং শ্রবণৈরভি-ধানৈশ্চ। ভক্তেরেব অবান্তরব্যাপারো জ্ঞানং ন পৃথগিত্যর্থঃ ইত্যেষা ॥১১।১৪ ॥ শ্রীভগবান্ ৭৫-৮০

শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—এস্থানে একটী জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে—"যে জন ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে পারে, সেইজন পরতত্ত্ববস্তু লাভ করিতে পারে এবং সেই পরমাত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়" সেই সকল শ্রুতিপ্রমাণে জ্ঞানসাধন

হইতেই অবিদ্যানিবৃত্তি-জন্য সেই পরতত্ত্ববস্তু প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহাই পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিযোগের দ্বারা মায়ানিবৃত্তির কথা বলিবার হেতু কি? তাহারই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—"যথা যথা ইতি" আত্মা (চিত্ত) আমার পবিত্র চরিত্রসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা যেমন যেমন ভাবে পরিমার্জিত অর্থাৎ শোধিত হয়, তেমন তেমনভাবে দিব্য অঞ্জনযুক্ত নেত্রের মত সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করিতে পারে। এই প্রমাণে রন্ধনকার্য্যউদ্দেশ্যে চুল্লীতে প্রজ্বলিত বহ্নি যেমন অন্ধকারাদি নাশ করে, কিন্তু অন্ধকারাদি নাশ করা অগ্নিপ্রজ্বালনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সেটী আনুষঙ্গিকভাবে হইয়া থাকে, তেমনি ভক্তি-অনুষ্ঠান করিলে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য—পরতত্ত্বাদি-অনুভবাত্মক-জ্ঞান অবান্তরভাবে আপনি হইয়া থাকে, সেইজন্য পৃথকরূপে জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিবার কোনই আবশ্যক করে না ॥১১॥১৪॥ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। ॥ ৭৫—৮০ ॥

অগ্রে চ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগান্ তত্তদধিকারিতায়াং পৃথক্ হেতুংশ্চোক্ত্বা জ্ঞানকর্ম্মানাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বমাহ পঞ্চভিঃ। তত্র জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বক্তুং তদধিকারহেতুবৈরাগ্যাভ্যাসানাদরং বিধত্তে—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৮১ ॥

মা মাম্। জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বিধত্তে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৮২ ॥

ভক্ত্যৈব দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে তথৈবাহ—তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৮৩ ॥

ইহার অগ্রে ১১।২০ অধ্যায়েও কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া এবং সেই তিনটী সাধনের অধিকারী হইবার পৃথক্ পৃথক্ হেতু উল্লেখ করতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি কোন আদরবুদ্ধি না রাখিয়া ৫টী শ্লোকে ভক্তি-যোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অবশ্য-কর্ত্তব্য ভক্তি-অনুষ্ঠানে জ্ঞানযোগের অনুশীলনের প্রতি অনাদর বলিবার জন্য সেই জ্ঞানসাধন-অনুষ্ঠানের অধি-কারের হেতুরূপ বৈরাগ্য-অভ্যাসেরও অনাদরবিধান করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! আমি তোমার নিকট যে ভক্তিযোগের কথা উল্লেখ করিলাম, সেই ভক্তিযোগে নিরন্তর ভজনশীল মুনির হৃদয়স্থিত সর্ব্ববাসনা বিনাশ হইয়া যায়। যে হেতুক আমি সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে, বিরাজমান আছি। আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকিতে অন্য কোনপ্রকার বাসনার উদ্গম হইতেই পারে না। ৮১। "মাসকৃন্মুনেঃ" এই শ্লোকস্থ মা পদের অর্থ আমাকে। এইক্ষণ জ্ঞান-অভ্যাসের প্রতি অনাদরবিধান করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! ভক্তিযোগ-প্রভাবেই অখিলাত্মা আমাকে সাক্ষাৎকার করিলে হৃদয়ের জড় চেতনার গ্রন্থিভেদ হইয়া যায়। জ্ঞানগত, জ্ঞেয়গত, জ্ঞাতাগত সকলসন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া যায়। কিন্তু যদি ভক্তিযোগের দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎকার করিতে পারে, তাহা হইলেই এই সকল অবান্তর ফললাভ করিতে পারিবে ॥ ৮২ ॥

সেই প্রকার ভাবেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি অনাদরের কথা একটী শ্লোকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব! অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত মদ্গতচিত্ত যোগিপুরুষের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়শঃই মঙ্গলসাধক হয় না। এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই ॥ ৮৩ ॥

টীকা চ—তদেবং ব্যবস্থয়াধিকারিত্রয়মুক্তম্। তত্র ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তি-যোগএব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ত্রিভিঃ। মদাত্মনো ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য। শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ-সাধনমিত্যেষা। অত্র প্রায়োগ্রহণস্যায়ং ভাবঃ, ভজতাং জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনং নাস্ত্যেব। তত্র যথা স্থিতেঽপি সদ্যোমুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তি-মার্গে প্রবৃত্তির্জায়তে। তথা ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মে-ত্যাদি শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ-স্যাত্তদা ভবত্বিতি। তদেবং ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্ব্বফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা। পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানাদিফলেঽপি সাধ্যে নাস্তীত্যাহ—যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন

দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি। সর্ব্বং মদ্ভক্তি-যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ৮৪॥

শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা—তাহা হইলে এই-রূপে পূর্ব্ববর্ণিত ব্যবস্থানুসারে তিনটি অধিকারীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ যেজন ঐহীক পারলৌকিক বিষয় প্রতিষ্ঠাসুখরাশিতে বিরক্তচিত্ত, অতএব সেই সেই ঐহীক পারলৌকিক সুখপ্রাপ্তির সাধনরূপ লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য একান্ত অভিলাষী তিনি জ্ঞানযোগে অধিকারী। অপর যেজন ঐহীক পারলৌকিক সুখভোগে লালসাযুক্ত বলিয়া সেই সেই সুখপ্রাপ্তির সাধন রাশি রাশি কর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহান্বিত, তিনিই কর্ম্মসাধনে অধিকারী। তৃতীয়—যিনি মহৎসঙ্গ ও মহৎকৃপাজনিত সৌভাগ্যে শ্রীভগবৎকথাদি শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তও নয়, বিরক্তও নয়, এইপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত অধিকারীর ভক্তি-অনুষ্ঠান অতিসত্বর ফলপ্রদ হইয়া থাকে, এইপ্রকার তিনটী সাধনের অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে। ঐ তিনটী সাধনের মধ্যে ভক্তিযোগটি অন্যনিরপেক্ষ আর কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ ভক্তিসাপেক্ষ, অতএব কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে "তস্মাৎ মৎভক্তিযুক্তস্য" ইত্যাদি তিনটিশ্লোকে প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন। শ্লোকস্থ "মদাত্মনঃ" এই পদের অর্থ আমাতে যাহাদের আত্মা অর্থাৎ চিত্ত, সেই ভক্তিযুক্ত যোগিপুরুষের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়শঃ শ্রেয়ঃসাধন অর্থাৎ মঙ্গলের হেতু হয় না, এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। এইশ্লোকে "প্রায়শঃ" পদের উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে—যাঁহারা নিষ্কামভাবে বিশুদ্ধ ভজন করিতেছেন,তাঁহাদের জ্ঞান বৈরাগ্য অভ্যাসের কোনই প্রয়োজন নাই, তন্মধ্যে যেমন সদ্যোমুক্তিমার্গ থাকা সত্বেও কোন কোন সাধকের ক্রমমুক্তিমার্গে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তেমনি শ্রীভগবদ্গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।" এই শ্লোকানুসারে ব্রহ্মস্বরূপানুভূতি লাভ করার পর শ্রীভগবানে পরাভক্তির কথা যে উল্লেখ করা হইয়াছে সে স্থানে বুঝিতে হইবে এটি সদ্যোমুক্তি-মার্গের রীতি নয়, ক্রমমুক্তিপথেই ক্রমভক্তিমার্গে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই ক্রমভক্তিমার্গে যদি কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই সাধকের জ্ঞানবৈরাগ্যের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা থাকিতে পারে। তাহাহইলে এইরূপ যে বিশুদ্ধ ভক্তির নিজফলসকল ফলের রাজা শ্রীভগবৎ-প্রেমলাভেই তাৎপর্য্য, সেই বিশুদ্ধভক্তি-সাধনে কিন্তু জ্ঞান-বৈরাগ্যের কোনই অপেক্ষা নাই। জ্ঞানাদি সাধন করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে যে ফলটি পাওয়া যায়, সেই সকল সাধনের ফলপ্রাপ্তিজন্যও পৃথক্ সাধনের অনুষ্ঠান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, বিশুদ্ধ ভক্তিসাধন করিলেই সেই সাধনের মুখ্যফল অনায়াসেই লাভ করিতে পারা যায়। ইহাই বলিতেছেন—হে উদ্ধব! রাশি রাশি কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ফললাভ হয় চিত্তের একাগ্রতা, জ্ঞানসাধনে, বৈরাগ্য-অনুষ্ঠানে যে ফল, অষ্টাঙ্গযোগসাধনে, দানধর্ম্মে, এবং অন্যান্য যত শ্রেয়ঃসাধনে যে যে ফললাভ হইয়া থাকে, মদীয়ভক্ত আমার ভক্তিযোগ-প্রভাবে সেই সমুদয় সাধনের মুখ্যামুখ্য ফল অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে, এমনকি স্বর্গ, মোক্ষ, এবং আমার সুখময় বৈকুণ্ঠধাম কোন অভিপ্রায়ে যদি পাইতে চায় তাহা হইলেও অনায়াসেই তাহা লাভ হইয়া থাকে॥ ৮৪॥

ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি যদ্ভাব্যং তৎ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে। তত্রাপ্যঞ্জসা অনা-য়াসেনৈব। কিন্তৎ সর্ব্বং তদাহ, স্বর্গাপবর্গমিতি। স্বর্গঃ প্রাপঞ্চিকসুখং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিক্রমেণাপবর্গো মোক্ষসুখঞ্চ। তদতিক্রমিসুখঞ্চ ভবতীত্যাহ, মদ্ধাম বৈকুণ্ঠঞ্চেতি। কথঞ্চিদ্ভক্ত্যুপকরণত্বেনৈব যদি বাঞ্ছতি কশ্চিৎ। তত্র শ্রীচিত্রকেত্বাদিবৎ স্বর্গবাঞ্ছা। তস্য ভক্ত্যুপকরণত্বঞ্চোক্তম্। স লক্ষং বর্ষলক্ষাণাম-ব্যাহতবলক্রিয়ঃ। রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্। ইতি। শ্রীশুকাদিবদপবর্গবাঞ্ছা। তৎ-প্রার্থনয়া শ্রীকৃষ্ণেন দূরীকৃতায়াং মায়ায়াং মাতৃগর্ভাদ্ বহির্বভূবেতি হি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কথা। তত্র চ ভক্ত্যুপ-করণত্বং ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মেত্যাদিগীতাবচনাৎ। তথা প্রাপ্তভগবৎপার্ষদপদতদীয়বৃন্দবিশেষবদ্বৈকুণ্ঠে-

চ্ছা। তে হি প্রেম্ণা সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-সেবেচ্ছয়ৈব তৎপ্রার্থ্যং প্রাপ্তবন্তঃ। যচ্চ ব্রজন্ত্য-নিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা ইত্যাদিবৎ ॥ ১১ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৮১—৮৪ ॥

শ্লোকস্থ "ইতরৈরপি" এই পদের অর্থ তীর্থযাত্রা ব্রতাদি-অনুষ্ঠানের দ্বারা যে ফললাভ হইবে, সে সমুদয় ফলই আমার ভক্তিযোগ-প্রভাবে মদীয় ভক্ত লাভ করিয়া থাকে। অথচ সেই সকল ফললাভও অনায়াসেই হইয়া থাকে। সেই সকল সাধনের সর্ব্বফল কি? তাহাই বলিতেছেন—"স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম" অর্থাৎ স্বর্গ—প্রাপঞ্চিক সুখ। ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে অপবর্গ—মোক্ষ সুখও হইয়া থাকে, এমন কি সেই প্রাপঞ্চিক সুখ এবং মোক্ষসুখকে তিরস্কার করে এবম্ভূত সুখও হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন "মদ্ধাম" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে বাসজনিত সুখও যদি অনুভব করিতে চায়, তাহাও আমার ভক্তিযোগপ্রভাবে আমার ভক্ত অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যেজন শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম ভক্ত সেজন আবার স্বর্গ মোক্ষ বৈকুণ্ঠ চাহিবে কেন? আর যদি চায় তাহা হইলে সেজন কিরূপে নিষ্কামভক্ত হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন,—"কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি" অর্থাৎ ভক্তিরই সহায়কারিরূপে কোনও ভক্ত যদি বাঞ্ছা করে, যেমন সেই তিনটী বাঞ্ছার মধ্যে শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতির মত কোন ভক্তের স্বর্গবাঞ্ছা হইয়া থাকে, সেই শ্রীচিত্রকেতু মহারাজের স্বর্গ-বাঞ্ছাটি যে ভক্তির সহায়কারিরূপে হইয়াছিল তাহাও ষষ্ঠ-স্কন্ধে উল্লেখ করা আছে,—"স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবল-ক্রিয়ঃ। রেমেবিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম॥" অর্থাৎ সেই শ্রীমান্ চিত্রকেতু মহারাজ অপ্রতিহতবলক্রিয় হইয়া লক্ষ লক্ষ বর্ষপর্য্যন্ত বিদ্যাধরস্ত্রীগণের দ্বারা নিজ প্রাণ-বল্লভ শ্রীহরিকীর্ত্তন করাইয়া বিহার করিয়াছিলেন। এস্থলে তাঁহার স্বর্গীয়-সুখবাঞ্ছাটির উদ্দেশ্য অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বার্দ্ধক্যরহিতভাবে সুকণ্ঠীবিদ্যাধররমণীগণের সুকণ্ঠে গীত নিজ প্রাণবল্লভের গুণকীর্ত্তনের লালসায় হইয়াছিল, কারণ মরজগতে থাকিলে বার্দ্ধক্য আসিয়া শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণা-দিতে অবসাদ ঘটাইবে এবং সুকণ্ঠীবিদ্যাধররমণীগণও দীর্ঘকাল মরজগতে থাকিলে তাহাদেরও বার্দ্ধক্য আসিবে ও সুস্বর ভঙ্গ হইয়া যাইবে; সাধ মিটাইয়া শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করা হইবে না এত ভাবিয়াই স্বর্গবাঞ্ছা করিয়াছিলেন। কোন কোন ভক্ত নিষ্কাম হইয়াও শ্রীশুকদেবাদির মত স্বর্গ-বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। শ্রীশুকদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মায়ানিবৃত্তির প্রার্থনা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রার্থনানুসারে মায়ানিবৃত্তি করিয়া দিলে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, এইরূপ কথাপ্রসঙ্গ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত আছে, এইমায়ানিবৃত্তি-প্রার্থনার ভিতরে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতাবচনানুসারে লয়বিক্ষে-পাদিশূন্য পরাভক্তির সহায়কারিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। আবার তেমনি কোনও কোনও ভক্ত নিষ্কাম হইয়াও যে সকল ভক্ত শ্রীভগবানের পার্ষদস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল পার্ষদবৃন্দবিশেষের মত বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এইস্থলে পার্ষদবৃন্দের পর বিশেষ পদটি উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে সালোক্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য, ও সার্ষ্টি এই চারি প্রকার মুক্তিই ভক্তের প্রাপ্য, জ্ঞানী বা যোগী এই চারিটি মুক্তির মধ্যে একটিও পাইতে পারে না। আবার সেই চারিটি মুক্তি সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা ভেদে দুই প্রকার। যে মুক্তিতে সুখ ও ঐশ্বর্য্য উপভোগেই লালসা থাকে তাহা-কেই সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি বলে। আর যে মুক্তিতে প্রীতি-পূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে সেবা করিবার তাৎপর্য্য থাকে তাহাকে প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি বলে। সেই প্রেমসেবো-ত্তরা মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য নিষ্কাম ভক্তের লালসা জন্মিয়া থাকে। সেই নিষ্কামভক্তগণ প্রীতিপূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীভগ-বানের চরণারবিন্দের সেবাপ্রাপ্তির ইচ্ছাতেই নিজ প্রার্থ-নীয় শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে বৈকুণ্ঠ-লোকের পরিস্ফুটি ৩।১৫।২৫ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা দেবগণের নিকটে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে যে বৈকুণ্ঠলোকটি নিখিলদেবারাধ্য শ্রীভগবানের অনুকূলবৃত্তি-অবলম্বনকারী মৃত্যুভয়রহিত ভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন, যে ভক্ত-গণের চরিত্রলাভের জন্য মুনিগণেরও হৃদয়ে লালসা জন্মিয়া থাকে, যেহেতু তাহারা শ্রীভগবানের মত পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও পরস্পর নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীভগবানের

গুণকীর্ত্তনানুরাগে চোখের জলে ও পুলকরাশিতে বিভূষিত হইয়া থাকেন, এই প্রমাণানুসারে নিষ্কাম ভক্ত প্রীতি-পূর্ব্বক নিজ প্রাণবল্লভের সেবার লালসায় পার্ষদদেহপ্রাপ্তি-রূপ মুক্তিবাঞ্ছা করিয়া থাকেন সেই বিষয় পরিচয় দেওয়া হইল। ১১।২০। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন। ॥ ৮১—৮৪ ॥

অন্তে চ—এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ৮৫ ॥

টীকা চ—অতো মদ্ভজনমেব বুদ্ধের্বিবেকস্য মনীষায়াশ্চাতুর্য্যস্য চ ফলমিত্যাহ, এষেতি। তামেব দর্শয়তি, সত্যমমৃতঞ্চ মা মাম্ অনৃতেনাসত্যেন মর্ত্ত্যেন বিনাশিনা মনুষ্যদেহেন ইহ অস্মিন্নেব জন্মনি প্রাপ্নোতীতি যৎ সৈব বুদ্ধির্মনীষা চেতি। বুদ্ধির্বিবেকঃ, মনীষা চাতুর্য্যমিত্যেষা। হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ। ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ॥ পূর্ব্বং ভক্তিপ্রকরণ-গতত্বাদত ইতি হেতুপন্যাসঃ কৃতঃ ॥১১॥২৯॥সঃ॥৮৫॥

অন্তে ১১।২৯।২২ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব? অতএব আমার ভজনই বিবেকবতী বুদ্ধির এবং চাতুর্য্যের পরম ফল। সেই ফলটি কি? তাহাই এইক্ষণ দেখাইতেছেন,—বিনাশশীল ক্ষণস্থায়ী দেহের দ্বারা সত্য আনন্দময় আমাকে এই সংসারে এইজন্মেই যদি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সেইটি বুদ্ধি—বিবেক এবং মনীষা অর্থাৎ চাতুর্য্য। আর যদি আমাকে লাভ না করিয়া অনিত্য ও দুঃখময় দেহেরদ্বারা অনিত্য ও দুঃখময়বস্তু লাভ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেজন বিবেকশূন্য মুর্খ এবং অচতুর। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৮৫ ॥

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা—অতএব আমার ভজনই বুদ্ধি অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা এবং মনীষা অর্থাৎ চাতুর্য্যের ফল। ইহাই বলিতেছেন,—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি" সেই বুদ্ধিটি দেখাইতেছেন, সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে অনৃত—অসত্য, মর্ত্ত্য—বিনাশী, মনুষ্যদেহের দ্বারা এই জন্মেই যে আমাকে প্রাপ্ত হয় সেইটি বুদ্ধি এবং মনীষা, বুদ্ধি—বিবেক, মনীষা—চাতুর্য্য। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা।

হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি, শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত প্রভৃতি বহু বহু মহাপুরুষগণ অস্থায়ী বিনাশী দেহের দ্বারা নিত্যসনাতনবস্তু আমাকে লাভ করিয়াছেন। স্বামিপাদকৃত টীকায়—"অতো মদ্ভজনমেব" এইস্থানে "অত" অর্থাৎ অতএব এইরূপ হেতুবাদের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ" এই শ্লোকটির পূর্ব্বে ভক্তিপ্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া "অত" এই হেতুটির উল্লেখ করিয়াছেন। ৮৫ ॥

শ্রীশুকোপদেশোপসংহারে চ শ্রবণমুপলক্ষ্য—সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ৮৬ ॥

টীকা চ—অন্যঃ প্লব উত্তরণসাধনং ন ভবেৎ উপায়ান্তরাসম্ভবাদিত্যেষা। অন্যাসামপি ভক্তীনাং তৎপূর্ব্বকত্বেনৈব প্রবৃত্তেরুপায়ান্তরাসম্ভবত্বং যুক্তম্। এতদনন্তরাধ্যায়শ্চ তাদৃশোপক্রমোপসংহারময় এব। অত্রানুগীয়তেঽভীক্ষ্ণং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ॥ ইত্যুপক্রম্য, এতত্তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্নৃপ। হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ইত্যুপসংহারেঽপি, তাদৃশমহিমত্বেন পূর্ব্বোক্তলীলা-কথা শ্রবণস্যৈব প্রাধান্যাৎ, তত উপক্রমোপসংহার-নির্দ্দিষ্টত্বাৎ শ্রবণোপলক্ষিতভক্তেরেবাত্রাপি প্রাধান্যম্। যস্তু তন্মধ্যে, ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতীত্যাদিনা জ্ঞানোপদেশঃ, স চ তস্য যা প্রাগবগতা ভক্তিনিষ্ঠা তস্যাঃ সংপ্রত্যপি স্থৈর্য্যপ্রকটনার্থ এব। একান্তি-ভক্তেষু ভগবতা মোক্ষবরচ্ছন্দনবৎ। পূর্ব্বমপি তন্নি-ষ্ঠয়া স্বত এব মরণভয়পরিত্যাগাৎ অনন্তরঞ্চ শ্রুত্বাপি তং জ্ঞানোপদেশং স্বস্য ভক্তিনিষ্টায়া এব স্বয়ং দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। তত্র প্রাচীনা তন্নিষ্ঠা যথা প্রথমে,

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান ইতি। দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-মনন্যভাব ইত্যাদি তন্নিষ্ঠতৈব। তদ্ভয়পরিত্যাগো যথা তদ্বাক্যে, দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথা ইতি। তজ্‌জ্ঞানোপদেশ-শ্রবণানন্তরমপি তাদৃশস্বনিষ্ঠায়াঃ স্থৈর্য্যদর্শনং যথা, তত্র তাবৎ পদ্যত্রয়েণ জ্ঞানোপদেশমবহু মত্বা শ্রবণ-লগ্নতয়া ভক্ত্যৈব স্বকৃতার্থত্বমুক্তম্—সিদ্ধোঽস্ম্যনু-গৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা। শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ। নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্। অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ। পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্। যস্যাং খলূত্তমশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে ইতি। পুনশ্চৈকেন পদ্যেন তদ্বাক্যগৌরবমাত্রেণাঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য তক্ষকাদিভয়নিবৃত্তিহেতুত্বমুক্ত্বাপ্যন্যেন তদূর্দ্ধমধোক্ষজএব বাক্‌চেতসোস্তন্নামকীর্ত্তনধ্যানাবে-শানুজ্ঞা প্রার্থিতা। ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্। প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া। অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে। মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূনিতি। অথ পুনরন্যেন পদ্যেনাজ্ঞাননিরাসকজ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিশ্চ ভগবৎপদারবিন্দদর্শনসুখান্তর্ভূতৈব মম স্ফুরতীতি বিজ্ঞাপিতম্। যথা—অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞান নিষ্ঠয়া। ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদ-মিতি। অত্র পদশব্দস্য চরণারবিন্দবিধায়কত্বে জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলমিত্যে-বাস্তি প্রথমে সাধকম্। তদেতৎপ্রকরণার্থস্তত্র শ্রীসূতে-নৈব স্পষ্টীকৃতঃ। ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্‌যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ। ন সংমুমোহোরুভয়াৎ ভগবত্যর্পিতা-শয়ঃ। নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্। স্যাৎ সংভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজমিতি। তথা পূর্ব্বং দ্বাদশস্যৈব তৃতীয়ে প্রথমস্কন্ধান্তঃস্থস্য, অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্ পুরুষস্যেহ যৎকার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথেত্যস্য রাজ-প্রশ্নস্যোত্তরত্বেন ভগবদ্ধ্যানকীর্ত্তনে এব স্বয়ং শ্রীশুক-দেবেনাপ্যুপদিষ্টে। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্। ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাতি পরাং গতিম্। ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব-সম্ভবঃ॥ কলেদোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্-গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ। ইত্যাদিনা। ততস্তত্র কেশবে অবহিতঃ কৃতাবধানঃ। আত্মভাবমাত্মনো ভক্তিম্। অস্তু তাবদায়াসসাধ্যং ধ্যানং, হি যস্মাৎ অনায়াসসাধ্যাৎ কীর্ত্তনাদেবেত্যর্থঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা ইত্যাদিনা এবমেতন্নিগদিতমিত্যন্তেন গ্রন্থেন নানাঙ্গবান্ শুদ্ধ-ভক্তিযোগ এব তত্রোত্তরত্বেন পর্য্যবসিতঃ। তত্রাপি পিবন্তি যে ভগবত ইত্যাদিনা লীলাকথাশ্রবণ এব পরমপর্য্যবসানং দৃশ্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতীত্যাদিকং তদ্ভক্তিনিষ্ঠা প্রকটনার্থমেবেতি। যতো ভক্তাবেব তদুপদেশস্য তাৎপর্য্যম্। অতএব দ্বিতীয়স্যাষ্টমে রাজপ্রার্থনা চ নান্যথা স্যাৎ। কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরমিতি। তদেবং পিবন্তীত্যাদ্যুপক্রমবাক্যসংবাদেনাপি সাধ্বেব স্থাপিতং সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমিত্যাদি। ১২। ৪। শ্রীশুকঃ॥ ৮৫॥ ৮৬॥

শ্রীশুকমুনিকৃত উপদেশের উপসংহারেও শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথাশ্রবণকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীহরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ব্যতীত সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর-রাহিত্য কথিত হইয়াছে। হে রাজন! বিবিধ দুঃখ-দাবানলে দন্দহ্যমান দেহাভিমানী জীবের অতিদুস্তর সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগরুক হইলে, ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথা-রসনিষেবণভিন্ন অন্য কোন তরণ-সাধন তরণী নাই। ১২।৪।৪০ ইতি শ্লোকার্থ॥ ৮৬॥

শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা,—উপায়ান্তরের অসম্ভব হেতু অন্য প্লব অর্থাৎ উত্তরণসাধন হইতে পারে

না। এই পর্য্যন্ত স্বামিপাদকৃত টীকার অর্থ। এস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদকর্তৃক ব্যাখ্যাত উপায়ান্তরের অসম্ভব কথাটী অতিশয় যুক্তিযুক্ত। যেহেতু অন্য যত অঙ্গভক্তি-সাধন আছেন, সমস্তগুলি অঙ্গই হরিকথাশ্রবণপূর্ব্বক সেই সেই অঙ্গসাধনে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সাধুমুখে শ্রীহরিলীলাকথাশ্রবণে রতির উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য অঙ্গভক্তি-সাধনে প্রবৃত্তির উদ্গম হওয়া অসম্ভব। ইহার পরবর্ত্তী অর্থাৎ ১২।৫ অধ্যায়ও পূর্ব্ববর্ণিত-প্রকার উপক্রম উপসংহারময় রূপেই বর্ণিত আছেন। "হে রাজন! যে ভাগ্যবান্ জীব এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁহার কেমন করিয়া অন্য, হইতে ভয়ের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। যেহেতু ব্রহ্মা যাঁহার প্রসাদজ অর্থাৎ রজোগুণবৃত্তি হর্ষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরতন্ত্র, সর্ব্বসংহার-কর্ত্তা রুদ্রও যাঁহার ক্রোধ হইতে সমুৎপন্ন, অতএব তিনিও যাঁহার অধীন, সেই বিশ্বের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর প্রতিশ্লোকে অনুক্রমে যাঁহাতে বর্ণিত হইয়াছেন।" এইরূপ উপক্রম করিয়াও ১২।৫।১৩ শ্লোকে নিজপ্রিয়তমশিষ্য পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃতার্থতা পরীক্ষার জন্য শ্রীশুমুনি প্রশ্ন করিতেছেন,—"হে রাজন! হে বৎস! তুমি যে সর্ব্বাত্মা প্রিয়তম শ্রীহরির লীলাশ্রবণের জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহা এই ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম, পুনর্ব্বার তুমি কি শুনিতে চাও?" এই উপসংহারবাক্যেও হরিকথা-শ্রবণের তাদৃশ মহিমা-অতিশয় থাকা জন্য পূর্ব্ববর্ণিত লীলাকথা-শ্রবণের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। অতএব উপক্রমে এবং উপসংহারে হরিকথা-শ্রবণেরই প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় এস্থলে হরিকথা-শ্রবণোপলক্ষিতা ভক্তিরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীস্বামিপাদ উপায়ান্তরের অসম্ভব হেতু, শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ ভিন্ন সংসারসাগর-উত্তরণের অন্য কোন সাধন নাই, এই কথাই বলিয়াছেন। তবে যে শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন-মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গের মধ্যেও—"ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।" অর্থাৎ "হে মহারাজ! তুমি যে মরিবে এইরূপ অবিবেক পরিত্যাগ কর", ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে সেই উপদেশেরও তাৎপর্য্য পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিতের ভক্তিতে যে নিষ্ঠাটী শ্রীশুকমুনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সম্প্রতিও সেই ভক্তির স্থিরতা প্রকটনের জন্যই ঐরূপ জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে। একান্তি-ভক্তগণের নিকটে শ্রীভগবান্ যেমন মোক্ষ-বর গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন, এই স্থানেও সেইরূপ ভক্তিনিষ্ঠ পরীক্ষিৎ মহারাজেরও কতদূর পর্য্যন্ত ভক্তিতে নিষ্ঠা উদয় হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বেও ভক্তিতে গাঢ়নিষ্ঠা-জন্য আপনা হইতেই মরণভয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তাদৃশ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াও নিজের ভক্তিনিষ্ঠাই আপনি দেখাইবেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বে ভক্তির প্রতি মহারাজের নিষ্ঠার কথা প্রথমস্কন্ধে ১৯।১৫ শ্লোকে "মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাই সকলপুরুষার্থ হইতে অধিক মনে করিয়া শ্রীগঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন"। ১।১৯।৭ শ্লোকে ও "সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত মৌনী মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীমুকুন্দের চরণকমল ধ্যান করিয়াছিলেন।" এই দুইটী শ্লোকে ভক্তিতে মহারাজের নিষ্ঠাটী প্রকাশ পাইয়াছে। ১৫ শ্লোকেও মহারাজের সর্পদংশন হইতে ভয়নিবৃত্তির কথা নিজবাক্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা ব্রাহ্মণ-কর্তৃক প্রেরিত কোন কুহক অথবা যথার্থতক্ষক আমাকে যথেষ্টভাবে দংশন করুক্। আপনারা শ্রীকৃষ্ণের গুণকথা কীর্ত্তন করুন। এইরূপ নিজপ্রার্থনায় স্পষ্টরূপেই মৃত্যুভয়-নিবৃত্তি বুঝা যাইতেছে। দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে "ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি" অর্থাৎ "হে রাজন্! তুমি মরিবে এইরূপ অবিবেক প্রাপ্ত হইও না" এই হইতে আরম্ভ করিয়া যে জ্ঞান উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা শ্রবণের পরেও পূর্ব্বের মত মহারাজের শ্রীহরিভক্তিনিষ্ঠার অব্যভিচারিতা দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২।৬।২—৪ এই তিনটী শ্লোকে জ্ঞানোপদেশ তুচ্ছ করিয়া শ্রবণলক্ষণা-ভক্তিদ্বারাই মহারাজ নিজে কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— "হে প্রভো! সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি আপনাকর্তৃক আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যেহেতু আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অনাদিনিধন শ্রীহরির কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। যাঁহাদের শ্রীহরিগতপ্রাণ, সেই মহাপুরুষদিগের ত্রিতাপদগ্ধ অজ্ঞ দেহাভিমানী জীবের প্রতি, এতাদৃশ অনুগ্রহ কিছু অদ্ভুত মনে করি না। হে প্রভো! আপনার

শ্রীমুখচন্দ্রবিনিঃসৃত এই পুরাণসংহিতারূপ অমৃত আমরা পান করিলাম, যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবান্ অনুক্রমে বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেকে এবং গৌণ ও মুখ্যবৃত্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতে লক্ষ্য ও বাচ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।" এই প্রকারে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের জ্ঞানোপদেশশ্রবণের পরেও শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠানেই চিত্তের একতানতা দেখান হইয়াছে। পুনর্ব্বার একটী শ্লোকে শ্রীগুরুবাক্যের গৌরব রক্ষার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানটীকে তক্ষকদংশন হইতে ভয়-নিবৃত্তির হেতুরূপে অঙ্গীকার করিয়াও, অন্য দুইটী শ্লোকে (১২।৬।৫—৬) ব্রহ্মজ্ঞানেরও উপরিস্থিত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেই বাক্য ও চিত্তে তাঁহার নামকীর্ত্তনে ও ধ্যানে আবেশ-প্রাপ্তির অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "হে ভগবন্! আমি তক্ষকাদি মৃত্যুগণ হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছি না। যেহেতু তোমাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অভয় ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছি।" এই শ্লোকটীতে শ্রীগুরুবাক্যানুরোধে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গীকারটী সূচিত হইয়াছে। তৎপর শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অধিক আস্বাদনযুক্ত অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বাক্য ও চিত্তের গাঢ় আবেশ প্রার্থনা যথা,—"হে বেদজ্ঞ-শিরোমণে! আপনি আমার প্রতি এই কৃপা করুন, যেন আমি অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বাগিন্দ্রিয় সমর্পণ করি অর্থাৎ মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করি; এবং সর্ব্বভোগবাসনা-শূন্য-চিত্তটী তাঁহার চরণে আবিষ্ট রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

ইহার পর পুনরায় অন্য একটি শ্লোক দ্বারা অজ্ঞান-নিবর্ত্তক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের সিদ্ধিটি ও শ্রীভগবৎ-পদারবিন্দ-সাক্ষাৎকাররূপ আনন্দের অন্তর্ভূতরূপেই মহারাজের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে এইরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। যথা ১২।৬।৭ শ্লোকে—"হে প্রভো! যদি বলেন প্রাণ-ত্যাগের জন্য কিছু সময় জ্ঞাননিষ্ঠ হও, তাহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে, আপনার কৃপার প্রভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠাহেতু আমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এমন কি সেই অজ্ঞানের সংস্কার পর্য্যন্ত আমার নষ্ট হইয়াছে। এ সমুদয়ই আপনার কৃপার বৈভব বলিয়া মনে করিতেছি। যেহেতু আপনি ভগবানের পরম অভয়-শ্রীচরণারবিন্দ দর্শন করাইয়াছেন।" এস্থানে শ্লোকটিতে উল্লিখিত "পদ" শব্দের চরণারবিন্দ অর্থটি সুসঙ্গত। যেহেতু প্রথমস্কন্ধে ১৮।১৬ শ্লোকে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের উক্তিতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে যে,—"জ্ঞানেন বৈয়াসকি-শব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্র-ধ্বজপাদমূলম্"। অর্থাৎ বৈয়াসকি শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক কথিত জ্ঞানসাধনের দ্বারা যে পরীক্ষিত মহারাজ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল লাভ করিয়াছিলেন। অতএব এই প্রকরণের অর্থ প্রথমস্কন্ধ অষ্টাদশ অধ্যায় হইতে শ্রীসূত-গোস্বামিপাদই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—"হে শৌনক! যে পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপোত্থিত তক্ষক হইতে প্রচুরতরভয়হেতু প্রাণনাশজন্য কোন প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। কারণ তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রাণমন সব অর্পণ করিয়াছিলেন। হে শৌনক! ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে—যাঁহারা আসক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিকথামৃত আস্বাদন করেন, তাঁহাদের মহিমাও শ্রীভগবানের মত অতিপবিত্র। সেই সকল মহাভাগবত-গণের মৃত্যুকালেও কোন প্রকার সম্ভ্রম উপস্থিত হয় না। কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণচরণকমল স্মরণ করেন বলিয়া দেহাদি অনুসন্ধান করিবার অবসর থাকে না। যাহাদের দেহানুসন্ধান আছে তাহাদেরই মৃত্যু হইতে ভয় হইয়া থাকে"।

এই প্রকার পূর্ব্বে প্রথমস্কন্ধের অন্তে ১৯.৩৭ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদের নিকটে যে প্রশ্নটী করিয়াছিলেন, অর্থাৎ "যোগিগণের পরমগুরু আপনাকে যাহা হইতে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, সেই সংসিদ্ধিটী জিজ্ঞাসা করিতেছি। মুমূর্ষু মানবের এই সংসারে যেটী অবশ্যকর্ত্তব্য, সেইটী আমার নিকটে প্রকাশ করুন।" এই শ্রীপরীক্ষিৎকৃত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে দ্বাদশস্কন্ধেরই তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি স্বয়ংই শ্রীভগবদ্ধ্যান ও কীর্ত্তন অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—হে রাজন্! যখন বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণনিরোধ, সর্ব্বজীবে বন্ধুভাব, তীর্থযাত্রা, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি রাশি রাশি সাধনেও অন্তরাত্মা (জীব) তেমন শুদ্ধিলাভ করে না, ভগবান্ শ্রীহরিকে হৃদয়ে চিন্তা করিলে যেমন শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকারে কেশবকে হৃদয়ে ধারণা কর; তুমি মুমূর্ষুসময়েও যদি হরিকে

হৃদয়ে রাখিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই পরমা গতি লাভ করিবে, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। ম্রিয়মাণ-জনের পরমেশ্বর শ্রীহরিকে ধ্যান করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যেহেতু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসম্ভব শ্রীভগবান্ নিজ স্মরণকারী ভক্তকে আপনার স্বরূপ অবশ্যই প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। হে রাজন! যদ্যপি কলিযুগ অশেষ দোষের আকর, তথাপি তাহার একটী মহীয়ান্ গুণ এই যে—"একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই সমস্ত আসক্তির বন্ধন নির্ম্মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে পারে"। ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদ সুস্পষ্টরূপেই শ্রীভগবানের ধ্যান ও কীর্ত্তনের কথা উপদেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "কেশবে অবহিত" শব্দে কৃতানুসন্ধান অর্থই বুঝিতে হইবে। আর "আত্মভাব" পদে আত্মভক্তি অর্থই সুসঙ্গত। তন্মধ্যেও অর্থাৎ ধ্যান কীর্ত্তন এই দুইটী অঙ্গের মধ্যেও শ্রমসাধ্য ধ্যান হইতে ও অনায়াসসাধ্য কীর্ত্তন হইতেই সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে। যেহেতু কীর্ত্তনের এইরূপই মহামহিমাবিশেষ। এই প্রকারে ২।২।৩৩ "হে মহারাজ! ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কোন মঙ্গলময় পন্থা নাই," এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, ২।৩।১ "হে মহারাজ! আপনি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলাম", এই শ্লোক পর্য্যন্ত বিবিধ অঙ্গের শুদ্ধভক্তিযোগের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহা-রাজকৃত মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্যতাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যেও ২।২।৩৭ "যাঁহারা সাধুমুখে শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করেন, "এই শ্লোকে লীলাকথাশ্রবণেরই পরম পর্য্যবসান দেখাইয়াছেন। অতএব ১২।৫।২ "হে মহারাজ! তুমি মরিবে এইপ্রকার অবিবেক-বুদ্ধি পরিত্যাগ কর" ইত্যাদি শ্রীশুকোক্ত এই শ্লোকটী যে পরীক্ষিতের ভক্তিনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সুন্দর বলা হইয়াছে। যেহেতু ভক্তিতেই শ্রীশুকদেবের উপদেশের তাৎপর্য্য। এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হয় না। কারণ ২।৮।৩ শ্লোকে মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"হে শ্রীগুরুদেব! আপনি এই কৃপা করুন, যেন অন্য বাসনা কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ মনটীকে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারি।" যখন ভক্তিবিষয়ক প্রশ্ন হইয়াছিল, তখন তাহার উত্তরটীও তদনুরূপ না হইলে, সে প্রশ্ন ব্যর্থ। অতএব "যাঁহারা সাধুমুখে লীলাকথা শ্রবণ করেন" এই উপসংহার-বাক্য-দ্বারাও সুন্দরই স্থাপন করা হইয়াছে যে—লীলাকথা শ্রবণ-ব্যতীত সংসারসমুদ্র উত্তরণের আর অন্য কোন উপায় নাই॥ (১২।৪।৪০)॥ শ্রীশুকঃ॥ ৮৫। ৮৬॥

সূতোপদেশান্তেহপি পঞ্চভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ॥ ৮৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।১২ অধ্যায়ে শ্রীপাদ সূতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে অনেক উপদেশ করিয়া পূর্ব্বে শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ যে কয়েক শ্লোক উপদেশ করিয়াছিলেন, উপসংহার বাক্যে সেইরূপ ৫টী শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন।

হে শৌনক! নিষ্কর্ম্মতারূপ ব্রহ্মপ্রকাশক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটি নিরুপাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও যদি অচ্যুতে ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানও অতিশয়রূপে শোভা পায় না—অপরোক্ষ-জ্ঞানের সাধক হইতে পারে না। অতএব যে কর্ম্ম, সাধন ও সাধ্য উভয় কালেই দুঃখদায়ী অমঙ্গলস্বরূপ, সেই কর্ম্ম যদি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানে অর্পণ না করে, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম যে চিত্তশোধন করিতে পারিবে না তাহার আর কথা কি! অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই নিষ্কামকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে তুচ্ছবুদ্ধিরূপ চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। আর সকাম কর্ম্ম যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, সেই কর্ম্ম হইতে যে কোনই ফল লাভ হইতে পারে না তাহার আর কথা কি? ইতি শ্লোকার্থ॥ ৮৭॥

টীকা চ—ইদানীং জ্ঞানকর্ম্মাদরাদপি ভগবৎ-কীর্ত্তনাদিষ্বেবাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ, নৈষ্কর্ম্ম্যং তৎ-

প্রকাশকং যজ্‌জ্ঞানং যতো নিরঞ্জনমুপাধিনিবর্ত্তকং তদপ্যচ্যুতভক্তিবর্জিতং চেৎ ন শোভতে নাপরোক্ষ-পর্য্যন্তং ভবতীত্যর্থঃ, ইত্যাদিকা। তথা, যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু। অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োর্গুণানুবাদশ্রবণাদিভির্হরেঃ॥ ৮৮ ॥

এইশ্লোকে শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—

এইক্ষণ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি আদর হইলেও শ্রীভগবৎ-কীর্ত্তনাদিতেই আদর করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—নৈষ্কর্ম্ম্য, নিষ্কর্ম্মতারূপ ব্রহ্মপ্রকাশক যে জ্ঞান; যেহেতু এই জ্ঞানটী নিরঞ্জন অবস্থাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই তিনটী উপাধির নিবর্ত্তক। অতএব এতাদৃশ জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপ আবির্ভাবের যোগ্যতা আছে। কিন্তু সেই জ্ঞানও যদি অচ্যুতে ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে শোভা পায় না, ইত্যাদি টীকার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। তৎপর আরও একটী শ্লোকেও শ্রীহরিকীর্ত্তনেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখাইতেছেন—

হে শৌনক! বর্ণ ও আশ্রমসমুচিত আচার এবং তপস্যা ও অধ্যয়নাদি কর্ম্মে যে মহান্ পরিশ্রম, সেইসকল পরিশ্রমে কেবল যশঃ ও সম্পৎ প্রভৃতিই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখত্রয়নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হয় না। হরি-গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা শ্রীধরপাদপদ্মযুগলে অবিস্মৃতিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৮৮ ॥

টীকা চ—কিঞ্চ বর্ণাশ্রমাচারাদিষু যঃ পরো মহান্ পরিশ্রমঃ স যশোযুক্তায়াং শ্রিয়ামেব কীর্ত্তৌ সম্পদি বা কেবলং, ন পরমপুরুষার্থঃ। গুণানুবাদাদিভিস্তু শ্রীধরপাদপদ্ময়োরবিস্মৃতিঃ ভবতীত্যেষা। তথা, অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাঞ্চ ভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ৮৯ ॥

এইশ্লোকে শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার ব্যাখ্যাও এইরূপ বুঝিতে হইবে।—কিঞ্চ হে শৌনক! আরও বলি, বর্ণ ও আশ্রমসমুচিত আচারাদি প্রতিপালনে যে মহীয়ান্ পরিশ্রম, তাহা কেবল নিজ সুযশঃ অথবা সম্পত্তি-প্রাপ্তিরই কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির কারণ হয় না। শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা কিন্তু শ্রীধর-পাদপদ্মযুগলে অবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। এই স্থানের অভিপ্রায় এই যে—শ্রীধরভগবান্, অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দের মূর্ত্তি, অনবরতঃ হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতিটীই পরমানন্দপ্রাপ্তি-রূপ পরমপুরুষার্থ। শ্রীহরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীধরপাদপদ্মে অনবরতঃ স্মৃতিরূপ পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব জীবনের অন্য কোন সাধনে আদর না রাখিয়া শ্রীহরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদিতেই আদর রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার তাৎপর্য্যার্থ॥

এইক্ষণে আরও একটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে স্মৃতির মহিমাবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছেন—হে শৌনক! অনবরত শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দযুগলের স্মৃতিটী নিখিল অমঙ্গলরাশি ক্ষয় করিয়া দিয়া থাকেন। এমন কি সকল অমঙ্গলের মূলজননী ভগবদ্‌বিমুখতা পর্য্যন্ত নিবৃত্তি করিয়া থাকেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে অতুলনীয় মাধুর্য্যাস্বাদ বিস্তার করিয়া থাকেন। এমন কি—ঐহিক-পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণার কথা দূরে থাকুক, মুক্তিতে পর্য্যন্ত আনন্দের বুদ্ধি আনিয়া দেয়। তৎপর শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে আকুলতা-মাখা পরম আবেশময়ী পরাভক্তির আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। ও অনুভবমাখা পরোক্ষজ্ঞান ও বিষয়বৈরাগ্য জন্মাইয়া দেয়॥ ৮৯ ॥

স্পষ্টম্। তথা—যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা যৎ শশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্। নারায়ণং দেবমদেবমীশ-মজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য॥ ৯০ ॥

টীকা চ—তদেবং শ্রোতৄনাত্মানঞ্চ অভিনন্দয়ন্নাহ। তথা হে দ্বিজাগ্র্যা যদ্ যস্মাদাত্মন্যন্তঃকরণে শ্রীনারায়ণ-মাবিবেশ্য শশ্বৎ ভজন্, সম্ভাবনায়াং লোট্, অতো ভূরিভাগাব সুপুণ্যাঃ, কথম্ভূতমখিলাত্মভূতম্ সর্ব্বাত্ম

র্য্যামিণং। অতএব দেবং সর্ব্বোপাস্যং অদেবং ন দেব অন্য যস্য তম্। কুতঃ ঈশম্। যদ্বা যস্মাদ্‌যুয়ং ভূরিভাগাস্তপআদিনা সম্পন্নাস্ততো নারায়ণং ভজেতেতি বিধিরিত্যেষা। অত্র তপআদিসম্পত্তেঃ সার্থকত্বং নারায়ণভজনেন ভবতীতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ। তথা—অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ। প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ সদস্যৃষিণাং মহতাঞ্চ শৃন্বতাম্ ॥ ৯১ ॥

অথবা যেহেতুক তোমরা প্রচুরতর ভাগ্যবান্, অর্থাৎ তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। অতএব শ্রীনারায়ণকে ভজনা কর। এস্থলে মূল শ্লোকে "ভজত" এই ক্রিয়াটী বিধিলিঙ্গ—অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই স্বামিপাদ কৃত টীকার ব্যাখ্যা॥ স্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যায় ইহাই বুঝায় যে, তপস্যা প্রভৃতি সম্পত্তি শ্রীনারায়ণকে ভজন করিলেই যথার্থ সফল হইয়া থাকে। আর যদি তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সম্পত্তি যুক্ত হইয়াও শ্রীনারায়ণকে ভজন না করে, তাহা হইলে সেই সকল সম্পত্তি মায়াবন্ধননিবৃত্তির কারণ হয় না বলিয়া বিফল হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার অভিপ্রায়। এই প্রকার আরও একটী শ্লোক শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে বলিয়াছেন—হে দ্বিজগণ! তোমাদের সহিত প্রসঙ্গে আমি নিজে ধন্য হইয়াছি, যেহেতুক পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, তখন সেই সভাতে ঋষিকুলমুকুটমণি শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে বিগলিত যে আত্মতত্ত্বটী অন্যান্য মহাত্মা-ঋষিগণ শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে আমিও যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এখন তোমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সেই অখিল-আত্মস্বরূপ শ্রীনারায়ণের প্রতি আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৯০-৯১ ॥

এতৎপ্রসঙ্গেনাহঞ্চাত্মতত্ত্বম্ অখিলাত্মভূতং শ্রীনারায়ণং স্মারিতঃ তং প্রতি পরমোৎকণ্ঠিতী-কৃতোঽস্মীত্যর্থঃ। যদাত্মতত্ত্বং মে ময়া মহর্ষিমুখাৎ-শ্রুতম্ ॥ ১২ ॥ ১২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৮০—৯১ ॥

হে ঋষিগণ! তোমাদের সহিত এই হরিকথাপ্রসঙ্গে নিখিল পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ আত্মতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের প্রতি আমি পরম উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। এই আত্মতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের প্রতি আমার উৎকণ্ঠা-উদ্বোধনের হেতু একমাত্র তোমাদের সহিত এই শ্রীভগবৎকথাপ্রসঙ্গ। যে আত্মতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের কথাপ্রসঙ্গ মহর্ষি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে পরীক্ষিৎসভায় শ্রবণ করিয়াছিলাম। "নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং এই পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্লোক ১২ স্ক, ১২ অঃ, শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৮৭-৯১ ॥

তদেবমস্মিন্ শ্রীমতি মহাপুরাণে গুরুশিষ্যভাবেন প্রবৃত্তানামুপদেশশিক্ষাবাক্যেষু ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং সাধিতম্। তথা, তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণু-কথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্। ইত্যনুসারেণ সর্ব্বেষামিতিহাসানামপি তন্মাত্রতাৎপর্য্যত্বং জ্ঞেয়ম্। বিস্তরভিয়া তু ন বিব্রিয়তে। অন্যত্র চ তদেব দৃশ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা—এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥৯২॥

তাহা হইলে এই প্রকারে এই পরমসুন্দর মহাপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতে গুরুশিষ্যভাবে যাঁহারা যাঁহারা কথা প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই গুরুভাবে যে বাক্য উপদেশ করিয়াছেন এবং শিষ্যভাবে যে বাক্য শিক্ষা করিয়াছেন, সেই সমুদয় বাক্যেই শ্রীভগদ্ভক্তিরই একান্ত অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিশ্চিত হইয়াছেন। শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ যখন শ্রীসূত গোস্বামীর চরণের নিকটে হরিকথা বর্ণনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই সময়েও ১।১৬।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—হে মহাভাগ! আপনি সেই কথা-প্রসঙ্গ করুন অর্থাৎ পরীক্ষিৎ মহারাজ দিগ্বিজয় করিবার সময়ে যে কলিকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই কথা প্রসঙ্গে যদি শ্রীকৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ থাকে, অথবা শ্রীকৃষ্ণচরণকমলের মকরন্দ-আস্বাদনকারী সাধু ভক্তজনের কথাপ্রসঙ্গ থাকে,

তাহা হইলেই পরীক্ষিৎ মহারাজকর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ প্রসঙ্গটী বর্ণন করুন অর্থাৎ সেই প্রসঙ্গবর্ণনে যদি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তজনের কথাপ্রসঙ্গ থাকে তাহা হইলেই বর্ণন করুন। আর যদি সেই কলিনিগ্রহ-প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের অথবা তাঁহার রসিক ভক্তজনের কথাপ্রসঙ্গ না থাকে তাহা হইলে সেই কথাপ্রসঙ্গ বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রার্থনানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সমুদয় ইতিহাস-প্রসঙ্গেরও শ্রীভগবানের অথবা তাঁহার ভক্তজনের কথা-প্রসঙ্গ বর্ণন করাই একমাত্র মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে ইতিহাসপ্রসঙ্গেও শ্রীভগবানের ও তাঁহার ভক্তজনের কথাপ্রসঙ্গ বর্ণন ভিন্ন সাধারণ কাব্যের মত বিকল প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েন নাই। প্রত্যেক ইতিহাস-বর্ণন প্রসঙ্গে যে ভগবানের ও ভক্তজনের কথাবর্ণন করাই একমাত্র মুখ্য তাৎপর্য্য, তাহা গ্রন্থবিস্তার ভয়ে বিস্তার করা হইল না। এতদ্ভিন্ন অর্থাৎ শ্রীসূতশৌনক সংবাদ-ভিন্ন অন্য সংবাদেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিযোগেরই একান্ত আবশ্যকতা দেখা যায়। তন্মধ্যে অন্বয় মুখে অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতা মুখে ৬।৩।২২ শ্লোকে ধর্ম্মরাজ যম নিজ ভৃত্যগণের প্রতিও ভক্তিযোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন। যথা—হে ভৃত্যগণ! এই সংসারে মানব মাত্রেরই ইহাই পরমধর্ম্মরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে—শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তিযোগ লাভ করা। ইহা দ্বারা ভক্তি-যোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। ইতি শ্লোকার্থ।

পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরঃ ধর্ম্মঃ সার্ব্বভৌমো ধর্ম্ম এতাবান্ স্মৃতঃ নৈতদধিকঃ। এতাবত্ত্বমেবাহ, তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তিরিতি। এবকারেণান্যব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি, ভগবতীতি। নামগ্রহণাদিষ্বপি যদি কর্ম্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যার্থং প্রযুজ্যন্তে তদা তস্য পরত্বং নাস্তি তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ। তথৈব ক্ষয়িষ্ণু-ফলদাতৃত্বশ্চ ভবতীতি ভাবঃ॥ ৬।৩। শ্রীযমঃ স্বভটান্॥ ২২॥

পুরুষসকলের অর্থাৎ জীবমাত্রের পরধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমধর্ম্ম—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। ইহার অধিক ধর্ম্ম কিছুই হইতে পারে না। সেই এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মটীই বা কি? অর্থাৎ যে ধর্ম্মে সর্ব্বজীবের সমান অধিকার, এবম্ভূত শব্দটীই বা কি? তাহাই বলিতেছেন—সেই হরির নামগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবানে ভক্তিযোগের আবির্ভাব লাভ করা অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভক্তিটী অনুষ্ঠান করা। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—যিনি যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন, সেই ধর্ম্মে যদি শ্রীভগবানের প্রতি প্রাণে আকুলতা না আইসে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান পণ্ডশ্রম মাত্র। মূল শ্লোকে "এতাবানেব" এই এবকারের উল্লেখ থাকাতে অন্য সাধনের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বাধাটি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছে। আরও মূল শ্লোকে "ভগবতি" এই পদটি প্রয়োগ থাকাতে ইহাও বুঝাইতেছে যে—শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদিও যদি কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি সাধনের সফলতা সম্পাদনের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করা হয়, সেই ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। যেহেতু অন্যনিরপেক্ষ ভক্তিযোগ কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনের যে তুচ্ছ ফল, সেই তুচ্ছ ফলের জন্য প্রযুক্ত হয় বলিয়া ভক্তিযোগের নিকটে অপরাধই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার সেই অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগটিতে নামাপরাধই উদ্‌গম্ করিয়া থাকে, এবং সেই নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা বিনাশশীল লাভই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীহরির চরণে পরম পুরুষার্থরূপ প্রেমফল লাভ করিতে পারা যায় না। যেহেতু অন্য সাধনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া শ্রীনামাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযোগ সেই সাধকের প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন। সুতরাং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের মুখ্য ফল প্রেম-লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। যেমন কোনও একটী সদাচার-সম্পন্ন সামর্থ্যশালী ব্রাহ্মণকে অন্য কোন হীনাচার সম্পন্ন জাতি ও ব্যক্তির সহিত বসাইলে সেই ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি কখনও প্রসন্ন হইতে পারে না, তেমনি ভক্তিপরতন্ত্র জ্ঞান কর্ম্মাদি সাধনের সহিত অন্যনিরপেক্ষ সর্ব্বসাধনফলদানে সমর্থ ভক্তিযোগটীকে মিশ্রিত করিয়া সাধন করিলে ভক্তি-যোগ কখনও সেই সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইতে পারে না

এবং নিজ মুখ্যফল প্রেমদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আঃ ৮ম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

এই অভিপ্রায়েই মূল শ্লোকে "ভগবতি" এই পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে। ৬।৩ অঃ শ্রীযম নিজ দূতগণকে বলিয়াছেন॥ ৯২॥

তথা—সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ। সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৯৩॥

অয়ং পন্থাঃ শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গঃ॥ ৬॥ ১॥ শ্রীশুকঃ ৷ ৯৩॥

সাক্ষাৎ ভক্তিযোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা ৬।১।১৭ শ্লোকে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন! শ্রীনারায়ণ-ভক্তিযোগ-প্রভাবে মহা মহা পাপীয়ান্‌গণও যে পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গ অতি সমীচীন, অর্থাৎ অতি সুন্দর পরম পবিত্র। যেহেতু এই ভক্তিমার্গটী অতি ক্ষেম মঙ্গলময়। যাহারা এই মার্গ আশ্রয় করেন, তাহাদের কোথাও হইতে কোন প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু এই ভক্তিমার্গে যাহারা বিচরণ করেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ পরম কৃপালু এবং নিষ্কাম ও একমাত্র শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ। অতএব জ্ঞানমার্গ যেমন অসহায়তা দোষে দুষ্ট, এবং কর্ম্মমার্গ যেমন পরশ্রীকাতরতা দোষদুষ্ট, কিন্তু এই শ্রীভক্তিমার্গ সেই দুই প্রকার দোষে দুষ্ট নহে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—যাহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন তাহারা "আমি ঈশ্বর" অথবা 'ব্রহ্ম' এই প্রকার ঈশ্বরের সহিত নিজের অভেদ-ভাবনা করেন বলিয়া সেই জ্ঞানী স্খলন ও পতনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এই শ্রীভক্তিমার্গে সাধক নিজেকে শ্রীহরির দাস ও শ্রীহরিকে আপনার প্রভু বলিয়া ভাবনা করেন, এবং শ্রীহরির অনুগ্রহই নিজের একমাত্র জীবাতু বলিয়া অভিমান্ করেন, এইজন্য সেই ভক্তিমার্গস্থিত ভক্তগণের প্রতি শ্রীহরির ও শ্রীহরিভক্তগণের সর্ব্বদাই অনুগ্রহ উদয় হইয়া থাকে। যাহারা কর্ম্মমার্গে বিচরণ করেন, তাহারা যদি সকাম হয়েন, তাহা হইলে সেই কর্ম্মিগণের হৃদয় পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ থাকে বলিয়া অন্য কেহ সেই জাতীয় কর্ম্ম সাধন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে অন্যকর্ম্মীগণ তাহার প্রতি বিবিধ বাধা জন্মাইয়া থাকে। ভক্তিপথে যাহারা বিচরণ করে তাহারা নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া যাহারা শ্রীহরিকে ভক্তি করেন, সেই সকল ভক্তিসাধকগণের প্রতি সর্ব্বদাই করুণাময়ী দৃষ্টি করিয়া থাকেন, এইসব কারণে ভক্তিমার্গটী সর্ব্বথা অকুতোভয়-মঙ্গলস্বরূপ।

এ স্থলে মূল শ্লোকে উক্ত "অয়ং পন্থাঃ" এই পদটীর অর্থ শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গ। ৬।১ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন॥ ৯৩॥

তত্রৈবান্বয়েন সর্ব্বশাস্ত্রফলত্বং সকৈমুত্যমাহ—শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্।

পুংসাং শ্রুতস্য বেদার্থাবগতেরয়মেবার্থ ঈড়িতঃ শ্লাঘিতঃ। কোঽসৌ মুকুন্দস্য পাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষু বর্ত্ততে তেষাং তত্তদ্‌গুণানাং ভগবদ্ভক্ত্যাত্মকানামনুশ্রবণং যৎ সোঽয়মিতি। ততঃ সুতরামেব শ্রীমুকুন্দস্যেত্যর্থঃ। এবমেবোক্তং বাসুদেবপরা বেদা ইত্যাদি, ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেন ইত্যাদি। তথাচ পাদ্মবৃহৎসহস্রনাম্নি—স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ইতি। তথাচ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে লিঙ্গপুরাণে চ—আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদেতি। অতএব বেদার্পণমন্ত্রঃ—ইতি বিদ্যাতপোযোনিরয়োনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ। ব্রহ্মাজ্ঞস্তপতে দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ৩। ১৬॥ শ্রীবিদুরঃ॥ ৯৪॥

সেই প্রসঙ্গে অন্বয়মুখে নিখিল শাস্ত্র-অধ্যয়নের মুখ্য-ফলরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা কৈমুত্যরীতি-অবলম্বনে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই দেখাইতেছেন—পুরুষ-মাত্রের দীর্ঘকালব্যাপী শ্রমসাধ্য বেদার্থজ্ঞানের এইটীই পরমফলরূপে সমস্ত বিদ্বজ্জনকর্ত্তৃক উচ্চৈস্বরে প্রশংসিত হইয়াছে। সেই মুখ্য ফলটী কি তাহাই প্রকাশ করিতে-ছেন—যাহাদের হৃদয়ে অনবরত শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ বিরাজ-মান্ আছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণের শ্রীমুখচন্দ্রবিনিঃসৃত শ্রীহরির সুধামাখা গুণকথা শ্রবণ করা। অর্থাৎ শ্রীহরিতে জাতরতি-ভক্তজনমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করাই নিখিল বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-অধ্যয়নের মুখ্য ফল। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৪ ॥

এই শ্লোকে শ্রীগোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ যথা—পুরুষমাত্রের বেদতাৎপর্য্যবোধের এইটীই মুখ্য ফল-রূপে সর্ব্বসাধুজনকর্ত্তৃক প্রশংসিত। সেই ফলটী কি তাহাই বলিতেছেন—যাহাদের হৃদয়ে মুকুন্দের চরণারবিন্দ বিদ্যমান আছে, সেই সকল মহাপুরুষ ভক্তবৃন্দের ভক্তিমাখা গুণ-সমূহের অনবরত যে শ্রবণ, তাহাই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের মুখ্য ফল বলিয়া সাধুসমাজ ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অতএব ভক্তজনগুণকথা শ্রবণেরই এতাদৃশ অবশ্য-কর্ত্তব্যতারূপে সাধুজনমাত্র উচ্চপ্রশংসা করেন, তাহা হইলে শ্রীমুকুন্দের গুণকথাশ্রবণের যে নিখিল বেদাদি-অধ্যয়নের মুখ্য ফল রূপে উদ্‌ঘোষণা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে অধিক বলিবার আর কি আছে। এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এইরূপই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার অভিপ্রায়ে "বাসুদেব-পরাবেদা বাসুদেবপরামখা" ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধোক্ত এবং "ভগবান ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এইসকল শ্লোক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া এস্থানে আর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করা হইল না। এই প্রকার শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা পদ্ম পুরাণে উক্ত বৃহৎ সহস্র নাম স্তোত্রে অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে সুস্পষ্ট-ভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—

সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিৎ নহে। শাস্ত্রের নিখিল কর্ত্তব্য-উপদেশ সতত শ্রীবিষ্ণুস্মরণ রূপ কর্ত্তব্য-বিধির অনুগত কিঙ্কর। আবার শাস্ত্রের নিখিল নিষেধ অর্থাৎ অকর্ত্তব্য-উপদেশ বিষ্ণুবিস্মরণরূপ নিষেধবিধির অনুগত কিঙ্কর। যেমন রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে রাজ-অনুগত কিঙ্কর-গণের পৃথক্ মর্য্যাদা না করিলেও রাজার প্রসন্নতাতেই তদনুগত কিঙ্করগণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে, তেমনই নিখিল কর্ত্তব্যবিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে তদনুগত কিঙ্করস্থানীয় নিখিল কর্ত্তব্যবিধির স্বতন্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা না করিলেও তাহারা সকলেই প্রসন্ন থাকেন।

তেমনই আবার নিখিল অকর্ত্তব্যবিধির রাজস্থানীয় "শ্রীবিষ্ণুকে ভুলিও না" এই অকর্ত্তব্যবিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অকর্ত্তব্যবিধির মর্য্যাদা না করিলেও তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। এই প্রমাণে অন্বয় ও বিধিমুখে শ্রীহরিভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদেশ করা হইয়াছে। তেমনই স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে এবং লিঙ্গপুরাণেও অন্বয়মুখে শ্রীবিষ্ণুভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদেশ আছে। যথা—সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া এবং পুনঃ পুনর্ব্বার বিচার করিয়াও ইহাই সুসিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সর্ব্বদা শ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে। এই শ্লোকটী অর্থাৎ "আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা" এইশ্লোকটী দুই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্পণ মন্ত্রটীতেও শ্রীবিষ্ণুভক্তিরই প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যথা—এই প্রকারে বিদ্যা ও তপস্যার উদ্‌গমস্থান শ্রীবিষ্ণু। অথচ সেই শ্রীবিষ্ণু অযোনি বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। ব্রহ্মজ্ঞানি-গণ যে শ্রীবিষ্ণুকে তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বারাধ্য জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণু, আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হউন্। ৩।১৩। অঃ শ্রীবিদুর মহাশয় মৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

যতো যশ্চ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে তস্যাপ্যনুপমচরিতং ফলং ভক্তিরেব। যথা—দান-ব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্ব্বি-বিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ৯৫ ॥

দানাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণার্পিতৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মন ইত্যাদি। বৃহন্নারদীয়ে—জন্মকোটীসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দন ইতি। অগস্ত্যসংহিতায়াম্—ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ। যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্ ভক্তির্ভবতি মাধবে॥ ইতি। এতদেব ব্যতিরেকেণোক্তম্—ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসামিত্যাদৌ যশঃ শ্রিয়ামেবেত্যাদৌ চ উদ্ধবঃ শ্রীব্রজদেবীঃ॥ ৯৫॥

এইজন্য শাস্ত্রে যে সকল বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচারবিধান করা হইয়াছে, সেই আচারেরও অতুলনীয় ফল শ্রীভগবদ্ভক্তিরই ১০।৪৭ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবমহাশয় শ্রীলব্রজদেবীগণকে এইরূপেই উপদেশ করিয়াছেন যথা—হে শ্রীলব্রজদেবীগণ! দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, স্বাধ্যায় (নিজ অধিকার-অনুরূপ অধ্যয়ন) এবং ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি দ্বারা—অধিক কি বলিব—অন্য যত যত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আছে, সেই সকল সাধনরাশির মুখ্য সাধ্য অর্থাৎ ফল শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৯৫॥

এই শ্লোকে যে দানাদি সাধনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল সাধনের মধ্যে বুঝিতে হইবে—সকলগুলি সাধনই শ্রীকৃষ্ণার্পিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ যে দান ব্রত তপস্যা প্রভৃতি সাধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয় না, সেইসকল সাধনে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। এই অভিপ্রায়েই ৪।৩১ অঃ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে বলিয়াছিলেন—"তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ। নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ"॥ অর্থাৎ মানব মাত্রের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্ম্মই যথার্থতঃ কর্ম্ম; সেই জীবনই যথার্থতঃ জীবন, সেই মন ও বাক্য যথার্থতঃ ধন্য—যে জন্মে যে কর্ম্মে, যে জীবনে, যে মনে, যে বচনে ভগবান্ শ্রীহরি সেবিত হয়েন। অতএব এই সকল প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দানাদি সাধনরাশি শ্রীকৃষ্ণার্পিত রূপেই বুঝিতে হইবে। বৃহন্নারদপুরাণেও শ্রীভগবদ্ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—হাজার হাজার কোটী কোটী জন্মে যাহারা পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদেরই সর্ব্বদেবারাধ্য শ্রীজনার্দ্দনে বিশুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অগস্ত্য সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়—রাশি রাশি ব্রত উপবাস নিয়ম প্রভৃতি—যাহা কোটী কোটী জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং কোটী কোটী জন্মে নানাপ্রকার যজ্ঞরাশি যাঁহারা অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাদেরই শ্রীমাধবে সম্যক্ ভক্তি উদয় হইয়া থাকে। এই শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রথমস্কন্ধে সূতশৌনক সংবাদে ব্যতিরেকমুখে বলা হইয়াছে। যথা—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং "এবং" যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরঃ। ইত্যাদি শ্লোকে॥ ৯৫॥

যচ্চ তত্র জ্ঞানমভিধীয়তে তদপি ভক্ত্যন্তর্ভূততয়ৈব লভ্যম্। যথা—পুরেহ ভূমন্ বহবোহপি যোগিনস্তদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া। বিবুধ্য ভক্ত্যৈবকথোপনীতয়া প্রপেদিরেহঞ্জোহচ্যুত তে গতিং পরাম্॥ ৯৬॥

হে ভূমন্ ইহ লোকে পূর্ব্বং যোগিনোহপি সন্তঃ যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্ত্বয়ি অর্পিতা লৌকিক্যপি চেষ্টা তথার্পিতানি যানি নিজানি কর্ম্মাণি তৈর্লব্ধয়া কথারুচিরূপয়া পুনশ্চ কথোপনীতয়া কথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া কথনীয়রুচিরূপয়া ভক্ত্যৈব অঞ্জঃ সুখেন বিবুধ্য আত্মতত্ত্বমারভ্যঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বপর্য্যন্তমনুভূয় তব পরমান্তরঙ্গাং গতিং প্রাপ্তাঃ। শ্রীগীতোপনিষৎসু চ, অহং সর্ব্বস্য প্রভব ইত্যাদিভিঃ শুদ্ধাং ভক্তিং উপাদিশ্যাহ—তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতেতি॥ ১০।১৪। ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্॥ ৯৬॥

সেই শ্রীমদ্ভাগবতে মাঝে মাঝে যে জ্ঞানসাধনের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানটীও ভক্তিসাধনের অন্তর্ভূত

রূপেই লাভ করিতে পারা যায়, এইরূপ ভাবেই উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধাভক্তি সাধন না করিলে শ্রীমদ্ভাগবতে যে বিমল জ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানটি স্বতন্ত্রভাবে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যেমন ১০।৫৫।৫ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে ভূমন! অর্থাৎ স্বরূপ ও গুণে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ! এই জগতে কোনও বস্তু স্বরূপে মহৎ অর্থাৎ বড়, কিন্তু গুণে ছোট, আবার কোন বস্তু গুণে বড় স্বরূপে ছোট। যেমন আকাশ স্বরূপে বড়, কিন্তু গুণে একমাত্র শব্দগুণ। আবার পৃথিবী শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চগুণে পূর্ণ, কিন্তু স্বরূপে ছোট। তেমনি পারমার্থিক জগতে নির্ব্বিশেষব্রহ্ম স্বরূপে সর্ব্বথা পূর্ণ কিন্তু গুণে হীন, অর্থাৎ প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোন প্রকার গুণই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নাই।

হে নাথ! তুমি যেমন স্বরূপে পূর্ণ, তেমনি স্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণরাশিতেও সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। এই অভিপ্রায়েই শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে "হে ভূমন" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহলোকে বহু বহু মহাত্মাগণ যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও সেই যোগসাধন দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া পরে তোমাতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ চেষ্টাই সমর্পণ করতঃ নিজ কর্ম্মে তোমার কথাতে রুচিলক্ষণা ভক্তি লাভ করিয়া পরে তোমাতেও পরমা ভক্তি লাভ করিয়া অতিসুখে তোমার সান্নিধ্যরূপ পরমা গতি লাভ করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৬॥

এই শ্লোকটির শ্রীগোস্বামিপাদ নিজে যে ব্যাখ্যাটি করিয়াছেন তাহারই বঙ্গানুবাদ করা যাইতেছে ঃ—

হে ভূমন! ইহলোকে পূর্ব্বে অনেক মহাত্মাগণ যোগী হইয়াও রাশি রাশি যোগসাধনে বিমল জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া পরে লৌকিকী চেষ্টাও তোমাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই তোমাতে অর্পিত নিজ কর্ম্মরাশির ফলে তোমার কথাতে রুচিলক্ষণা-ভক্তিলাভ করেন। তৎপরে তোমার কথাতে রুচিলক্ষণা-ভক্তিলাভের ফলে তোমার-সান্নিধ্যপ্রাপিকা তোমাতে রুচিলক্ষণা ভক্তি লাভ করে। সেই ভক্তিলাভের ফলেই সুখে আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করতঃ তোমার পরম অন্তরঙ্গা গতি লাভ করিয়াছেন। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই আছে যে—ভগবদর্পিত কর্ম্মফলে শ্রীভগবানের কথাতে রুচি লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ করিতে করিতে যদি সৎসঙ্গরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই সেই সৌভাগ্যের ফলে শ্রীহরিকথায় রুচির উদয় হইয়া থাকে। আর যদি সৎসঙ্গরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে কেবলমাত্র ভগবদর্পিত কর্ম্মদ্বারাই শ্রীহরিকথায় রুচির উদয় হইতে পারে না। পুনশ্চ শ্রীহরিকথায় রুচিলাভের ফলে কথনীয় পদার্থ শ্রীহরিতে রুচিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে রুচিলক্ষণা ভক্তিটি নিষ্ঠাভক্তির পরের অবস্থা বলিয়া—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়াঃ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠা ততো রুচিঃ॥

ইত্যাদি বচনে বর্ণিত হইয়াছেন। একটি রুচি হইল হরিকথায়, অপর রুচিলক্ষণা ভক্তিটি শ্রীহরিতে। এস্থলে সেইরূপ ভঙ্গীতে কথাটি বলা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত কথনীয় শ্রীহরিতে রুচির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরির জন্য যথার্থতঃ প্রাণে আকুলতা আসিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবৎভক্তির অন্তর্ভূতরূপেই জ্ঞানলাভের কথাটা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীভগবৎভক্তির অনুষ্ঠান বিনা স্বতন্ত্ররূপে বিমল জ্ঞান লাভের কোনও সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। শ্রীভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়েও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যৎ ততোঽন্যথা॥

এইশ্লোকে বিশুদ্ধা-ভক্তি ভিন্ন যে জ্ঞানসাধন, তাহাকে অজ্ঞান বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদে আরও দেখা যায়—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ॥

যান্যন্যানি সর্ব্বাণি তত্র পুরুষার্থসাধনান্যুচ্যন্তে তান্যপি তথৈব ভক্তিমূলান্যেব। যথা—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥ ৯৭ ॥

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রমিত্যাদিন্যায়েন মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যাদ্যুক্তনিত্যত্বেন চ সর্ব্বথা তদ্বহির্ম্মুখানাং তু তত্তদলাভ এব স্যাদিত্যর্থঃ। যথা স্কান্দে,—বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবদিতি ॥ তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ,—ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি। ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি। বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গমাশাসতে যদি তু আশিষ ঈশ নান্যে ॥ ইতি। অত উক্তং বৃহন্নারদীয়ে,—যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতং। তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥ ১০।৮১ ॥ শ্রীদামবিপ্রঃ ॥ ৯৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্য যে সমস্ত পুরুষার্থ-সাধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই মূল ভক্তি। অর্থাৎ ভক্তিবলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১০।৮১। ১৯ শ্লোকে শ্রীদামবিপ্রের বাক্যেও উক্ত হইয়াছে যে, স্বর্গে মুক্তিতে রসাতলে এবং ভূতলে পুরুষের যতকিছু সম্পত্তি আছে, এবং যত প্রকারের সিদ্ধি আছে, শ্রীভগবানের চরণ-অর্চ্চনই তাহাদের সকলের মূল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণার্চ্চন বিনা ঐ সকল পুরুষার্থ বস্তু লাভ হইতে পারে না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৭ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানে মন্ত্রগত ও সাধনগত বহু ত্রুটী উপস্থিত হয় (৮।২৩।২৬) বলিয়া, এবং (১১।৫।২।৩) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ এই শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণ কখনও স্বর্গাদি সুখ বা কোন প্রকার পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না! পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—বেশ্যাগণের ব্যভিচার যেমন কায়িকক্লেশেই পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিহীন জনগণ যে-সমস্ত বেদোক্ত কিম্বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয় কেবল কায়িকক্লেশেই পর্য্যবসিত হয়। ভক্তির সাহায্যব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। কেবল কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের পরিশ্রমই তাহাদের সার হইয়া থাকে; শ্রীযুধিষ্ঠির মহাশয়ও (১০।৭২।৪) বলিয়াছেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! সর্ব্ব-অমঙ্গল-বিনাশকারী তোমার শ্রীচরণপাদুকাযুগল যাঁহারা পবিত্রভাবে দেহদ্বারা নিয়ত পরিচর্য্যা করেন, মনে মনে ধ্যান করেন, এবং বাক্যদ্বারা তোমার লীলাকথা কীর্ত্তন করেন, হে কমলনাভ! তাঁহারা মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যদি তাঁহারা অন্য কোন কামনার পূর্ত্তিলাভের জন্য ইচ্ছা করেন, তবে তোমার শ্রীচরণসেবাপ্রসাদেই তাহাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার ভক্তব্যতীত অন্য কেহ তৎসমুদয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য বৃহৎ নারদীয় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে,—জল যেমন নিখিল লোকের জীবন, সেইপ্রকার ভক্তিও অখিল সিদ্ধির জীবনস্বরূপ ॥ শ্রীদামবিপ্র বলিয়াছেন ॥ ৯৭ ॥

তদেবং তানি সাধনানি ভক্তিজীবনান্যেবেতি ভক্তেরেব সর্ব্বাত্রাভিধেয়ত্বং। তানি বিনাপি চ ভক্তেরেব তত্র সাধকত্বমপি দর্শিতম্, অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদৌ। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পুলহবাক্যম্—যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্। তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিন্তুদস্তি জনার্দ্দনে ॥ অতএব মোক্ষধর্ম্মে,—যা বৈ পুরুষসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয় ইতি। তস্মাৎ সাধূক্তং সর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণফলত্বেন তদভিধেয়ত্বং। অতএব প্রথমং স্বয়ং ভগবতা সৈব প্রবর্ত্তিতেত্যুক্তম্,—কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়মিত্যাদিনা। তদেবং সতি যেতু নাতিকোবিদাস্তে তত্তদর্থং কর্ম্মাদ্যঙ্গত্বেনৈব শ্রীবিষ্ণুপাসনাং কুর্ব্বতে। ততস্তদপরাধেন নিজকামনামাত্রফলপ্রদত্বং তত্রানিয়তত্বঞ্চ, তস্মাত্তদর্থমপি-স্বতন্ত্রত্বেন ক্রিয়মাণায়া ভক্তেস্তু বশ্যং তত্তৎফলপ্রদত্বং। ন চ তত্তন্মাত্রদানেন পর্য্যাপ্তিঃ, কিন্তু পর্য্যবসানে

পরমফলপ্রদত্বমেবেতি। ততস্তস্যাএব পরমহিতত্বে-নাভিধেয়ত্বমাহ,—

> সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
> নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
> স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
> মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৯৮॥

অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ নৃণামর্থিতং সত্যমেব দদাতি। ন তত্র কদাচিদ্ ব্যভিচার ইত্যর্থঃ। কিন্তু তথাপি তন্মাত্রেণার্থদো ন ভবতি তন্মাত্রং দত্বা নিবৃত্তো ন ভবতি ইত্যর্থঃ। যত উপাসকস্তত্রাপূর্ণত্বাৎ ভোগক্ষয়ে সতি তদেব পুনরর্থিতো ভবতি, ন জাতু কামঃ কামানামিত্যাদেঃ। তদেবমভিপ্রেত্য পরম-কারুণিকস্তৎপাদপল্লবমাধুর্য্যাজ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতামিচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামসমাপকং নিজপাদ-পল্লবমেব বিধত্তে তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ। যথা মাতা চর্ব্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তং, অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে,—যদ্দুর্ল্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্ তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদন ইতি। এবং সনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া॥ ৫।১৯॥ দেবাঃ পর-স্পরম্॥ ৯৮॥

অতএব সেই সমস্ত সাধনের ভক্তিই জীবন বলিয়া, সর্ব্বত্রই ভক্তির অভিধেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সেই সমস্ত সাধন ব্যতীতও ভক্তি স্বয়ংই পুরুষার্থ-বস্তু দান করিতে সমর্থ, ইহা ইতিপূর্ব্বেই ২।৩।১ অকাম অথবা সর্ব্বকাম ইত্যাদি শ্লোকোল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে পুলহ ঋষির বাক্য যথা,—যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ বলিয়া কথিত, এবং যিনি যোগসাধনায় পরম পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীজনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, কোন বস্তু অপ্রাপ্য থাকে কি? মোক্ষধর্ম্মেও লিখিত আছে যে, চতুর্ব্বর্গ-পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে যে সমস্ত সাধন-সম্পত্তির কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, মানবগণ শ্রীনারায়ণের আশ্রয়লাভ করিয়া সেই সমুদয় সাধন ব্যতীতও পুরুষার্থবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রবণের ফলরূপে যে ভক্তির অভিধেয়ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা সুন্দরই হইয়াছে। এইজন্য শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ভক্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা ১১।১৪।৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের নিকট বলিয়াছেন,—"মহাপ্রলয়ের সময় কালক্রমে আমার আদেশ-রূপ বেদবাণী জগতে তাদৃশ গ্রাহকের অভাবজন্য বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। পরে মহাপ্রলয়ান্তে প্রথমেই আমি ব্রহ্মার নিকটে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী উপদেশ করিয়া-ছিলাম;—যন্মধ্যে মদাত্মক ধর্ম্ম বর্ণিত আছেঃ—অর্থাৎ আমার যে আদেশবাণীতে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপ ভক্তিনামে অভিহিত ধর্ম্মটীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। অতএব যাহারা বিশেষ অভিজ্ঞ নহে, তাহারা ধর্ম্মাদি-লাভের জন্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকে। ইহাতে ভক্তিদেবীর অমর্য্যাদা করা হয় বলিয়া, তিনি কেবলমাত্র তাহাদিগের কামনানুরূপ ফলদান করেন, এবং সেই ফলও চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু যদি সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদের অভিলষিত পুরুষার্থ-প্রাপ্তির জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান করিত, তবে অবশ্যই ভক্তিদেবী তাহাদিগকে অন্যান্য সাধনের সেই সকল ফল প্রদান করিতেন। অধিকন্তু কেবলমাত্র ইহা দান করিয়াই তিনি নিরস্ত হইতেন না, পরন্তু পর্য্যবসানে পরমফল যে প্রেম, তাহা পর্য্যন্ত দান করিতেন। অনন্তর পরম-হিতকারিত্বরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। ৫।১৯।৩৬ শ্লোকে দেবগণ পরস্পর বলিতেছেন,—মানবগণ ভক্তিসাধন অনুষ্ঠান করিয়া যদি শ্রীভগবানের নিকটে অন্য কিছু পুরুষার্থ-বস্তু প্রার্থী হয়েন, তবে পরম কৃপালু শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থনা-অনুরূপ ধর্ম্মাদি পুরুষার্থবস্তু দান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মনে মনে বিচার করেন, যে আমি যাহা দান করিলাম, তাহা পরম পুরুষার্থ বস্তু নহে। যেহেতু এই সকল কামিত বস্তু লাভ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে অভাববুদ্ধি জাগিবে, এবং পুনশ্চ আমার

নিকটে ধনজন প্রভৃতির প্রার্থনা করিবে। এই ভাবিয়া শ্রীভগবান্ সেই সকল সকাম ভক্তগণের হৃদয়ে যাহাতে অন্য কোন বাসনার উদ্গম না হয়, তাহার জন্য তথায় নিজ পদপল্লব দান করিয়া থাকেন ॥ ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর শ্রীগোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা,—শ্রীভগবান্ সকাম ভক্তগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু সত্যই প্রদান করেন। এ বিষয়ে কখনও ব্যভিচার ঘটে না। কিন্তু কেবলমাত্র তন্মাত্রেই তিনি অর্থদ নহেন, অর্থাৎ তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হয়েন না। যেহেতু উপাসকগণ যে কামিত বস্তু লাভ করেন, তাহা অপূর্ণ বলিয়া, সেই বস্তু ক্ষয় হইলেই পুনরায় তাঁহারা সেই বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেহেতু ৯।১৯।১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

অর্থাৎ ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি যেমন বর্দ্ধিতই হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগে কাম কখনও শান্ত হয় না কেবল বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই পরম-কারুণিক শ্রীভগবান্ নিজপাদপল্লবের মাধুর্য্যবিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু তদ্বিষয়ে অনিচ্ছাকারী ভক্তগণের সম্বন্ধে ইচ্ছাপিধানকারী অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ-পরিপূর্ণকারী নিজ-পাদপল্লব বিধান করেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। নিজ বালককে মৃত্তিকা চর্ব্বন করিতে দেখিয়া মা যেমন তাহার মুখ হইতে মৃত্তিকা অপসারিত করিয়া মিশ্রী ভক্ষণ করিতে দেন, এস্থলেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিজভক্তের হৃদয় হইতে অন্য কামনা বাসনা বিদূরিত করিয়া নিজ-চরণে মাধুর্য্যের আস্বাদন প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে যে,—

কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃতদানে বিষয় ভুলাইব ॥ চৈঃ মঃ ২২ পরিঃ।

এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ভক্ত ভক্তি-সাধনটীকে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির সহিত মিশ্রণ না করিয়া বিশুদ্ধরূপে অনুষ্ঠান করে, অথচ তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমপ্রাপ্তির কিম্বা ভগবৎসেবারূপ পরমপুরুষার্থ বস্তু লাভের বাসনার সঙ্গে সূক্ষ্মরূপে স্বর্গাদি সুখ অথবা ত্রিবর্গ-পুরুষার্থ-বাসনা বিদ্যমান থাকে; তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীচরণারবিন্দের আস্বাদন প্রদান করিয়া, অন্য সকল বস্তুতে বিতৃষ্ণা আনাইয়া দেন। কারণ বিশুদ্ধভজনকারী ভক্তগণের কল্যাণ বিধান করাই শ্রীপ্রভুর কাজ। আর শ্রীভগবচ্চরণমাধুর্য্য আস্বাদনেরও এমনই গুণ যে, একবার তাহার আস্বাদ ভোগ হইলে আর তদতিরিক্ত বস্তুতে চিত্তের আসক্তি জাগে না। ২।২।১০ অকাম বা সর্ব্বকাম ইত্যাদি শ্লোকেও ভক্তির তীব্রত্বের কথা বলা হইয়াছে। গরুড় পুরাণেও কথিত হইয়াছে যে,—যে বস্তুদুর্ল্লভ, যাহা দুষ্প্রাপ্য এবং যাহা মনেরও অগোচর, এবম্ভূত বস্তু কেহ প্রার্থনা না করিলেও, শ্রীমধু-সূদনের ধ্যান করিলে, তিনি তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। এই রীতি অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীসনকাদি চতুঃসনেরও ভক্তির অনুবৃত্তি শ্রীভগবানের শ্রীচরণপল্লবপ্রাপ্তি হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। দেবতাগণ পরস্পরকে বলিয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

অথ ব্যতিরেকে কর্ম্মানাদরেণাহ। তত্র কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্ত্যাবনিশ্চয়বত্ত্বং দুঃখরূপত্বঞ্চ ভক্তেস্তু তস্যা-মাবশ্যকত্বং সাধকদশায়ামপি সুখরূপত্বঞ্চেত্যাহ,—

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ৯ ॥

অস্মিন্ কর্ম্মণি সত্রে অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্যেন কৃষিবৎ ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। অনেন ভক্তের্বিশ্বসনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ধূমেন ধূম্রৌ বিরঞ্জিতৌ আত্মানৌ শরীরচিত্তে যেষাং, কর্ম্মণি ষষ্ঠী, তানস্মান্ ইত্যর্থঃ পাদপদ্মস্য যশোরূপমাসবং মকরন্দং মধু মধুরম্। অত্র সত্রবৎ কর্ম্মান্তরং যশঃশ্রবণবদ্ ভক্ত্যন্তরঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং ভক্তিং বিনা ভূতানাং কর্ম্মাদিভিরস্মাকং দুঃখমেবাসীদিতি ব্যতিরেকত্বমত্র গম্যতে। তদুক্তম্,—যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পর ইত্যাদি। অতো বৈ কবয়ো নিত্যমিত্যাদিচ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ শিবং প্রতি বিষ্ণুবাক্যম্—যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা। কলৌ কলুষ চিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতীনি চ। ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং নতু মচ্ছরণার্থিনামিতি ॥ ১।১৮ ॥ ঋষয়ঃ সূতম্ ॥৯৯॥

অতঃপর ব্যতিরেকমুখে কর্ম্মের অনাদর করিয়া ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপন করিতেছেন। তন্মধ্যে ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্ম্মসাধনের অনিশ্চয়ত্ব ও দুঃখরূপত্ব. কিন্তু ভক্তি-সাধনের অবশ্যফলদায়কত্ব এবং সিদ্ধাবস্থার কথা দূরে থাক্, এমন কি সাধ্যদশাতেও সুখরূপত্ব ১।১৮।২২ শ্লোকে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীসূতমুনিকে বলিয়াছেন, "হে মুনিবর! আমরা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলাম তাহা অবিশ্বসনীয়। যেহেতু ইহাতে বহু বৈগুণ্য আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই। অধিকন্তু এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে, ইহাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে উত্থিতধূমে আমাদের শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবম্ভূত অবস্থায় আপনি আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণপদ্মের মধুর মকরন্দ সম্যক্‌রূপে পান করাইতেছেন। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৯ ॥

এই কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞে, অনাশ্বাসে অর্থাৎ অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্য বশতঃ ফলের নিশ্চয়তা নাই। যেমন কৃষিকার্য্যে জমিতে বীজাদি বপন করিলেই যে অবশ্যই ফললাভ হইবে, এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না; সেই প্রকার যজ্ঞ করিলেই যে যজ্ঞের ফললাভ হইবে, সে বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই। ইহাদ্বারাই ভক্তির বিশ্বসনীয়ত্ব ধ্বনিত হইতেছে। ধূমের দ্বারা ধূম্র অর্থাৎ বিরঞ্জিত আত্মা অর্থাৎ শরীর ও চিত্ত যাহাদিগের, সেই আমাদিগের। এস্থলে "ধূমধূম্রাত্মনাং" এই পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। অর্থাৎ সেই আমাদিগকে এই প্রকার বুঝিতে হইবে। পাদপদ্মের যশরূপ আসব অর্থাৎ মকরন্দ। মধু অর্থ মধুর। এস্থলে যজ্ঞের ন্যায় অন্য যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডের সাধনকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ নিখিল কর্ম্মসাধনই দুঃখকর, এবং অভীষ্ট-ফলদানে তাহাদের নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভক্তির যাবতীয় অঙ্গগুলিই সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই সুখপ্রদ, এবং ফলপ্রদানে তাহাদের কোনরূপ ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না। এইপ্রকারে এস্থলে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতমুনির সমীপে ব্যতিরেকমুখে ইহাই বলিতেছেন যে, ভক্তির সাহায্য গ্রহণ করি নাই বলিয়া কেবল কর্ম্মের দ্বারা আমরা দুঃখভোগই করিতেছিলাম। এই প্রকারই ১২।১২ ৫৪ শ্লোকে শ্রীসূতমুনি বলিয়াছেন যে,—

যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচার তপঃ শ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
গুর্ণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ ॥

অর্থাৎ বর্ণ এবং আশ্রমের উচিত আচারে, তপস্যায় এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে মানবগণ যে মহান্ পরিশ্রম করে, তাহা যশঃ ও সম্পত্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ যশঃ ও সম্পত্তি লাভকেই তাহারা পরমপুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। তজ্জন্যই তাহারা বর্ণাশ্রমোচিত আচরণসকল পালন করিয়া থাকে। এস্থলে ইহাই দেখান হইল যে—শ্রীভগবৎ সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে বর্ণাশ্রমোচিত আচরণ ও তপস্যা প্রভৃতিতে কেবল পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে। ভক্তির পরমসুখপ্রদত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রীসূতমুনি ১।২।২২ শ্লোকে বলিয়াছেন যে,—

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥

অতএব কবিগণ পরম আনন্দের সহিত বাসুদেব শ্রীভগবানে আত্মার প্রসন্নতা-সম্পাদক ভক্তি নিত্যই বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীবিষ্ণু এইরূপ বাক্যই বলিয়াছেন যথা,—যদি কেহ আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে সে অবশ্যই আমাকে লাভ করিবে, ইহার কিছুতেই অন্যথা হয় না। কলিকালে যাহারা কেবল বর্ণ ও আশ্রমোচিত আচরণ করে, তাহারা অতিশয় কলুষচিত্ত, এবং তাহাদের আয়ু প্রভৃতি বৃথাই অতিবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই কৃতার্থ। শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতমুনিকে বলিয়াছেন ॥ ৯৯ ॥

তথা ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মমিত্যাদিকমনুসন্ধেয়ম্। এবং মহাবিত্তমহায়াসসাধ্যেন কর্ম্মাদিনা তুচ্ছং স্বর্গাদি-

ফলং, স্বল্পায়াসস্বল্পবিত্তাদিসাধ্যয়া ভক্ত্যা তদাভাসেন চ পরমমহৎফলং তত্র তত্রানুসন্ধায় ভক্তাবেব শাস্ত্র-তাৎপর্য্যং পর্য্যালোচনীয়ম্। তস্মাৎ তত্তচ্ছাস্ত্রাণামপি ভক্তিবিধেয়ক তত্তদনুবাদেন প্রবৃত্তত্বান্ন বৈফল্যমিত্যপি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ,

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ-শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমান ইতি ॥১০০॥

টীকা চ।—ভক্ত্যৈবকেবলয়া হরেস্তোষঃ সন্তবতীত্যুক্তম্। ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিত্তোষহেতুরিত্যাহ বিপ্রাদিতি। মন্যে ধনাভিজন রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজস্তেজঃ প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগা ইত্যাদৌ পূর্ব্বোক্তা যে ধনাদয়ো দ্বিষট্-দ্বাদশ গুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠম্ মন্যে। যদ্বা সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশ ধর্ম্মাদয়ো গুণাঃ দ্রষ্টব্যাঃ—ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥ ইতি। কথম্ভূতাদ্বিপ্রাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তম্। ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ, স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি। ভূরি মানো গর্ব্বো যস্য স তু বিপ্রঃ আত্মানমপি ন পুনাতি কুতঃ কুলম্। যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি নতু শুদ্ধয়ে। অতো হীন ইতি ভাব ইত্যেষা। মুক্তাফলটীকাচ—দ্বিষট্ দ্বাদশ গুণাঃ ধনাভিজনাদয়ঃ যদ্বা শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জববিরক্তয়ঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যং দ্বিষড়্গুণাঃ ॥ ইত্যত্রোক্তা ইত্যেষা। স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যম্,—কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং নত্বষ্টাদশবিত্তকঃ। ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতির্ধার্ম্মিকস্তথা ॥ কাশীখণ্ডে চ,—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥ বৃহন্নারদীয়ে,—বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চাণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ নারদীয়ে চ—শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো দ্বিজাতিঃ শ্বপচাধিকঃ ॥ ইতি। অত্রমূলপদ্যে কুলং পুনাতীত্যুক্তে স্বং পুনাতীতি সুতরামেব সিদ্ধম্। যথোক্তম্—কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নম ইতি ॥ ৭। ৯ ॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ১০০ ॥

এই প্রকারে 'ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং' (১।৫।১৭) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাও এই প্রসঙ্গের অনুকূল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—ভজন করিতে করিতে যদি কোন সাধক নিজ সাধন-পথ হইতে দৈবক্রমে কোন অপরাধবশতঃ বিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তাহাতে বিশেষ কিছু অমঙ্গল উপস্থিত হয় না। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণপদ্ম ভজন পরিত্যাগ করিয়া, কেবল স্বধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা কিছুই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহা দ্বারাও কর্ম্মসাধন হইতে ভক্তির সুখকরত্ব এবং সুফলদাতৃত্ব দেখান হইল। আরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রবাক্য হইতে ইহাই জানিতে পায়া যায় যে, বহু অর্থ ও বহু পরিশ্রমের দ্বারা অতিতুচ্ছ স্বর্গাদি ফল লাভ হয়. কিন্তু অল্প অর্থ ও অল্প পরিশ্রমের দ্বারা সাধ্য যে ভক্তি, তাহার আভাসদ্বারাও পরম মহৎ ফল লাভ করিতে পারা যায়। এই সকল বাক্য হইতে ভক্তিতেই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সেই কর্ম্মাদি সাধনের ও ফলের এতই দোষ থাকে, তবে পরমকারুণিক শাস্ত্র সেই সকল সাধন অনুষ্ঠান করিবার আদেশ করেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, যতদিন পর্য্যন্ত মহৎসঙ্গ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসাধনের প্রতি আদরবুদ্ধি

আসিতে পারে না। অথচ আদরবুদ্ধিটী না আসা পর্য্যন্ত ভক্তি-অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে আবেশ জন্মিতে পারে না। এই জন্য যতদিন পর্য্যন্ত মহৎসঙ্গ-জন্য সৌভাগ্য-বশতঃ ভক্তিতে আদরবুদ্ধি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তি-সম্বলিত কর্ম্মাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিতে করিতে সৎসঙ্গলাভের সম্ভাবনা আছে। সেই সৎসঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথায় রুচিলাভের পর বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রবেশের অধিকার লাভ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সেই কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠানের কথা বারংবার উল্লেখ করিতে নিখিল শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া, তাহাদের বৈফল্য ঘটিতে পারে না। কিন্তু নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য ক্রমমুক্তি-প্রাপ্তির উপায়ের মত বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে ৭।৯।১০ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও নিজ প্রভু নৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন,—হে নাথ! ধনাভিজন প্রভৃতি অথবা ধর্ম্ম সত্য প্রভৃতি দ্বাদশগুণসমন্বিত ব্রাহ্মণ হইতে শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। তাহার কারণ সেই ব্রাহ্মণটী দ্বাদশগুণসমন্বিত হইলেও, হে কমলনাভ! তোমার পদারবিন্দ হইতে বিমুখ হয়, আর শ্বপচটী (কুক্কুরভক্ষক জাতিবিশেষ) জাতিদোষদুষ্ট হইয়াও যদি তোমার চরণে কায়িক মানসিক ও বাচিক ব্যাপার, এবং অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করে, তাহা হইলে সেই ভগবৎ-বহির্ম্মুখতা-দোষদুষ্ট ব্রাহ্মণ হইতেও তোমাতে অর্পিত-মনঃপ্রাণ বলিয়া সেই শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই ভগবৎবহির্ম্মুখত-দোষদুষ্ট ব্রাহ্মণ যতই সাধন অনুষ্ঠান করুক্ না কেন অথবা যতই গুণসম্পন্ন হউক না কেন তাহার প্রত্যেকটী সাধনানুষ্ঠানের ভিতরে ও প্রত্যেকটী গুণের মধ্যে মায়াময় অভিমান জন্মায় বলিয়া নিজেকে পবিত্র করিতে পারে না। আর ভক্তি অনুষ্ঠান জন্য দীনতালাভে সেই শ্বপচ বংশপর্য্যন্ত পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ১০০॥

এই শ্লোকটীর শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা,—কেবল ভক্তিতেই শ্রীহরির সন্তোষ সম্ভাবিত হয়, এই কথাটী "ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়" এই পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এইক্ষণ ব্যতিরেকমুখে ভক্তি বিনা অন্য কিছুই শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, এই কথাটী "বিপ্রাদ্দ্বিষট" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের দ্বাদশটী গুণ কি তাহার পরিচয় দিতেছেন—"মন্যে ধনাভিজন" (৭।৯।৯ ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপস্যা, শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি। এই দ্বাদশ-গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতেও শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। অথবা সনৎ সুজাত উক্ত ধর্ম্ম সত্য প্রভৃতি দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে বুঝিতে হইবে। সেই দ্বাদশটী গুণ যথা'—ধর্ম্ম সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, হ্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, ও শ্রুত (পাণ্ডিত্য) এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের ব্রত। এই প্রমাণ অনুসারে দ্বাদশগুণ বলিতে এস্থলে ধর্ম্মাদি বুঝিতে হইবে। সেই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণের দোষ দেখাইতেছেন,—অরবিন্দনাভপদারবিন্দ-বিমুখঃ অর্থাৎ শ্রীহরিচরণে বহির্ম্মুখতা-দোষদুষ্ট। যে মহৎ-গুণে শ্বপচের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাই দেখাইতেছেন। সেই অরবিন্দনাভ শ্রীকৃষ্ণে মন প্রভৃতি যে জন অর্পণ করিয়াছে। শ্লোকোক্ত ঈহিত শব্দের অর্থ কায়িক কর্ম্ম। সেই ভগবদ্-বহির্ম্মুখ দ্বাদশগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে ভগবদুন্মুখ শ্বপচের শ্রেষ্ঠত্বের কারণটী বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ণিতলক্ষণ শ্বপচ-সকল কুল পবিত্র করে, আর প্রচুরতর মায়াময় অহঙ্কার বিশিষ্ট ভগবদ্ বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণটী আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না, আর কুল পবিত্র করার কথা ত বহুদূরে। যেহেতু শ্রীভগবানে ভক্তিহীনের এই সকল গুণ কেবল মায়াময় অহঙ্কারই জন্মাইয়া থাকে, কিন্তু চিত্তশোধন করে না অতএব সেই ভগবদ্ বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ দ্বাদশগুণ যুক্ত হইলেও অতিশয় হীন। এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। শ্রীবোপদেব গোস্বামিকৃত "মুক্তাফল" গ্রন্থের হেমাদ্রিকৃত টীকাতেও উল্লেখ আছে যে, ধনাভিজন প্রভৃতি দ্বাদশ গুণ, অথবা

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জববিরক্তয়ঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞান-সন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যং দ্বিষড্ গুণাঃ॥

অর্থাৎ শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষান্তি, সারল্য, বিরক্তি, জ্ঞান (শাস্ত্রবোধ), বিজ্ঞান (অনুভব), সন্তোষ, সত্য,

আস্তিক্য প্রভৃতি দ্বাদশটী গুণের কথা এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত হেমাদ্রিকৃত টীকার ব্যাখ্যা। স্কন্দপুরাণোক্ত দেবর্ষি নারদের বাক্যও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্‌ভক্ত শ্বপচের শ্রেষ্ঠত্বের কথার সমর্থন করিতেছ; যথা,—কুল ও আচারবিহীন জনও যদি দৃঢ় ভক্তিমান্ ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে তিনি জনসমাজের মধ্যে প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন। কিন্তু অষ্টাদশশাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী সদ্বংশসম্ভূত. শান্ত ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণও যদি ভক্তি-হীন অজিতেন্দ্রিয় হয়েন, তবে তিনিও সেইরূপ প্রশংসনীয় হয়েন না। কাশীখণ্ডে কথিত আছে যে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র অথবা ইতর জাতীয় কোন জন যদি বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহাকে নিখিল উত্তমজনগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে। বৃহৎ নারদীয় পুরাণে বলেন—"যাহারা শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিবিহীন, তাহারা চণ্ডাল নামে পরিকীর্ত্তিত। পক্ষান্তরে শ্রীহরিচরণে ভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ"। নারদপুরাণে উক্ত আছে,—হে মহারাজ! শ্রীবিষ্ণুভক্ত শ্বপচ ও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তচ্চরণে ভক্তিবিহীন যে ব্রাহ্মণ তিনি শ্বপচ হইতেও অধম। পূর্ব্ববর্ণিত মূলপদ্যে অর্থাৎ "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে—ভগবচ্চরণে ভক্তিমান্ শ্বপচ নিজ-কুলকেও পবিত্র করে। অতএব নিজকেও পবিত্র করিতে পারে, তাহা স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে। ২।৪।১৮ শ্লোকেও শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন যে—কিরাত, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি অতিনীচ পাপজাতীয় জনসকল, এবং অন্য যে সকল লোক পাপকর্ম্মের আচরণ করিতে করিতে নিজেরা সাক্ষাৎ পাপের মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে; তাহারাও যে শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তজনের আশ্রয়লাভ করিয়া, অন্তরে ও বাহিরে উভয়তঃই পবিত্রতা লাভ করে, সেই পরম-প্রভাবসম্পন্ন শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি॥ ৭।৯॥ শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন॥ ১০০॥

অতএবাহুঃ,—

ধিগ্ জন্ম ন স্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ১০১॥

টীকা চ—ত্রিবৃৎ 'শৌক্র্যং' 'সাবিত্র্যং' 'দৈক্ষ্যমিতি' ত্রিগুণিতং জন্ম। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্। ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি দাক্ষ্যঞ্চেত্যাদিকা। তথোক্তম্—কিং জন্মভিস্ত্রিভি-রিত্যাদি॥ ১০।২৩॥ যাজ্ঞিক বিপ্রাঃ॥ ১০১॥

অতঃপর ভগবদ্ভক্তিবহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ যে অতিশয় নিন্দনীয় সেই কথাটী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ নিজমুখেই ১০।২৩।৩৯ শ্লোকে আত্মধিক্কার করিতে করিতে বলিতেছেন, যেহেতু আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিবিহীন, সুতরাং আমাদের শৌক্র্য, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য এই তিন প্রকার জন্মে ধিক্। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি, সেই ব্রতকে ধিক্। আমরা আমা-দিগকে বহুদর্শী বলিয়া অভিমান করিতাম, আমাদের সেই বহুজ্ঞতাকে ধিক্। আমরা যে সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রশংসা করিতাম, সেই আমাদের কুলকে ধিক্। এবং আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি, এবং সেই সকল কর্ম্মে যে নিপুনতা প্রকাশ করিয়া আসি-তেছি আমাদের সেই সকল কর্ম্মে ও নিপুণতায় শতধিক্কার দিতেছি! কারণ ভগবচ্চরণে বহির্ম্মুখ মানবগণের নিখিল ব্রত তপস্যাদি কার্য্য কেবল ঘোরতর আত্মাভিমানেই পর্য্যবসিত বলিয়া কোন দিনই নিজ নিজ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না॥ ১০১।

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকা যথা,—ত্রিবৃৎ বলিতে শৌক্র্য জন্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে উৎপত্তি, সাবিত্র্য জন্ম অর্থাৎ গায়ত্রীজন্ম এবং দৈক্ষ্য অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণান্তর যে জন্ম এই তিন প্রকারের জন্ম বুঝিতে হইবে। ব্রত অর্থ ব্রহ্মচর্য্য। ক্রিয়া বলিতে কর্ম্ম এবং দাক্ষ্য বলিতে তদ্বিষয়ক নিপুণতা বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় এই কথাটীকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রচেতাগণের প্রতি দেবর্ষি নারদের বাক্যগুলিকে উল্লেখ করিতেছেন যথা, "কিংজন্মভিস্ত্রিভিঃ ইত্যাদি ৪।৩১।১০। পূর্ব্বে এই সকল শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই-সকল শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যত কিছু সাধন ও গুণ

মনুষ্যের আছে তাহাতে যদি ভগবৎসম্বন্ধ না থাকে, তবে সে সকল ব্যর্থ হইয়া যায়॥ ১০১ ॥

শ্রীভগবৎসমর্পিতকর্ম্মণোঽপ্যনাদরেণ তু দর্শিতম্-তস্মাদেকেন মনসেত্যাদি। গীতোপনিষৎসু চ ভক্ত্যসামর্থ্যএব তদ্বিহিতম্—ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ। অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। ইতি। অত্র পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যেতিহাসোঽনুসন্ধেয়ঃ। চোলদেশরাজস্য কস্যচিদ্বিষ্ণুদাসনাম্না বিপ্রেণ শুদ্ধমর্চ্চনমেব কুর্ব্বতা সহ, কস্য পূর্ব্বং ভগবৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি স্পর্দ্ধয়া বহূন্ যজ্ঞান্ ভগবদর্পিতানপি সুষ্ঠু বিদধতো ন ভগবৎপ্রাপ্তিরভূৎ। কিন্তু বিপ্রস্য ভগবৎপ্রাপ্তৌ দৃষ্টায়াং তান্ পরিত্যজ্য "যৎস্পর্দ্ধয়া ময়া চৈতদ্-যজ্ঞদানাদিকং কৃতং। স বিষ্ণুরূপধৃগ্ বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্। তস্মাদ্ যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি। ভক্তিরেব পরং তস্য নিদানং তোষণে মতম্॥ ইতি মুদ্গলং প্রত্যুক্ত্বা, বিষ্ণৌ ভক্তিং স্থিরাং দেহি মনোবাক্কায়কর্ম্মণা। ত্রিরুচ্চৈ র্ব্যাজহারাসৌ হোমকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ॥ ইত্যুক্ত্বা, শুদ্ধভক্তিশরণতামেব মুহুর্দৈন্যেনাঙ্গীকৃত্য হোমকুণ্ডে দেহং ত্যজতঃ পশ্চাদেব তৎপ্রাপ্তিরিতি। যোগানাদরেণাহ—যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে কচিদুত্থিতম্॥ ১০২ ॥

অনন্তর শ্রীভগবৎসমর্পিত কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রদর্শন করাইয়াছেন। এই কথাটী শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি মুনিগণের কিংকর্ত্তব্যতা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে,—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ॥১।২।১৪

হে মুনিবর্গ! যখন ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে কেবল পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে, তখন ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। অতএব একাগ্রচিত্তে ভক্তগণের পালনকর্ত্তা শ্রীভবানের লীলাকথাই সর্ব্বদা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করা এবং সেই শ্রীভগবানেরই ধ্যান ও পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগীতোপনিষৎ শাস্ত্রেও বিধান করা হইয়াছে যে,—বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনের অনুষ্ঠান করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ, তাহার পক্ষেই ভগবৎসমর্পিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গীতা শাস্ত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! আমার ভক্তগণ আমার কৃপায় অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করে। অতএব তুমি তোমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনটীকে আমাতেই স্থির নিবিষ্ট করিয়া রাখ, অর্থাৎ অন্য জাগতিক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া কোন সংকল্প বিকল্প না করিয়া কেবল আমার সম্বন্ধে কি করিলে আমার সন্তোষ হয় এবং কিসে আমার অসন্তোষ হয় সেই প্রকারের সংকল্প বিকল্প করিতে থাক। তুমি তোমার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিটীকেও আমাতেই নিবিষ্ট করিয়া রাখ। অর্থাৎ আমার প্রীতিসম্পাদক ও অপ্রীতিকর বিষয় চিন্তা করিয়া, যাহাতে আমার সন্তোষ বিহিত হয়, কেবল সেই সকল কার্য্যই করিবে বলিয়া হৃদয়ে স্থির-সংকল্প কর। এই প্রকারে আমার বিষয়ে সর্ব্বদা অনুশীলন করিতে করিতে শ্রীভগবৎভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ ইত্যাদি-রূপ সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। এই অবস্থায় দেহত্যাগের পরে তুমি আমার স্বরূপেই অবস্থান করিবে। ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু হে ধনঞ্জয়! যদি স্থিরভাবে আমাতে চিত্তধারণ করিয়া রাখিতে না পার, তবে তুমি তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বারংবার সংযত করিয়া, আমার নিরন্তর স্মরণরূপ অভ্যাসযোগের সাধন করিবে। এবং এই প্রকারেই তুমি আমাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। পুনরায় যদি তুমি এই প্রকারে তোমার চিন্তাটীকে বারংবার বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত

করিয়া আমার স্মরণে নিযুক্ত করিতে সমর্থ না হও, তবে শ্রীএকাদশীর উপবাস প্রভৃতি আমার সম্বন্ধীয় ব্রতসমূহ, অর্চ্চন ও নাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মে আমার প্রীতির উদয় হয়, একাগ্রমনে সেইসকল কর্ম্মকেই নিজ শ্রেষ্ঠকর্ত্তব্য মনে করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাক। কেবলমাত্র আমারই সন্তোষের জন্য এই সকল কর্ম্ম করিতেছ বলিয়া তুমি অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে। পুনরায় যদি তুমি এই প্রকারে আমার প্রীতিসম্পাদককর্ম্মও আচরণ করিতে সমর্থ না হও, তবে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে নিত্য-নৈমিত্তিক সকলকর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে—বর্ণ বা আশ্রম-উচিত কার্য্য করা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আমি বলিতেছি। কিন্তু এই সকল কর্ম্মের দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সকল ফলই পরমেশ্বরের অধীন। এবিষয়ে আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। এই প্রকারে ভাবযুক্ত হইয়া যদি তুমি নিখিল কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পার, তবে তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে। (শ্রীগীতা ১২ ৮-১১) শ্রীগীতার ঐসকল বাক্য হইতে ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে—বিশুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ না হইলে শ্রীভগবদর্পিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এই বিষয়ে পদ্মপুরাণান্তর্গত কার্ত্তিকমাহাত্ম্যবর্ণনপ্রসঙ্গে একটী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। সেটীও এস্থলে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এক সময়ে চোলদেশের অধিপতি, শুদ্ধ অর্চ্চনাঙ্গভক্তির অনুষ্ঠানকারী বিষ্ণুদাস নামক কোন একজন ব্রাহ্মণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন যে,—'দেখা যাউক্, কাহার প্রথমতঃ ভগবৎপ্রাপ্তি হয়'। এই প্রকারের স্পর্দ্ধা করিয়া সেই রাজা শ্রীভগবানে ফল অর্পণ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ অর্চ্চনরূপ ভক্তির সামর্থ্যে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিলেন দেখিয়া সেই রাজা ভগবদর্পিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মুদ্গলনামে কোন একজন ভক্তকে বলিতে লাগিলেন,—"আমি যে ব্রাহ্মণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া এই সকল যজ্ঞ দান প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম, সেই ব্রাহ্মণ আমার পূর্ব্বেই শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ লাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠমন্দিরে চলিয়া যাইলেন। অতএব আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যজ্ঞ দান প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কখনও শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন না। তাঁহার সন্তোষবিধানে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ"। এই কথা বলিয়া রাজা হোমকুণ্ডের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া "মানসে বাক্যে এবং কায়িক কর্ম্মের দ্বারা কেবলমাত্র ভক্তি অনুষ্ঠান করিতে আমাকে যোগ্যতা প্রদান করুন" এই কথাটী তিনবার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে রাজা বারম্বার দীনভাবে ভক্তিদেবীর শরণ গ্রহণ করিয়া হোমকুণ্ডে নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং অবশেষে তিনি শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গের দ্বারা ইহাই দেখান হইল যে—বিশুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠানই ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। ভগবদর্পিত কর্ম্মাদি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না॥ ১০২॥

অনন্তর যোগ-সাধনের অনাদর করিয়া ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপন করিতেছেন। ১০।৫১।৬০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দ মহারাজের নিকট ভক্তিহীন-জনগণের নিন্দাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"হে মহারাজ! যে সমস্ত ভক্তি-হীনজন কেবল মাত্র প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধন দ্বারা নিজ নিজ মনকে সংযত করে, বাসনা ক্ষীণ হয় না বলিয়া তাহাদের সেই মনকে কখনও কখনও বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখা যায়।" ইতি শ্লোকার্থ॥ ১০২॥

উত্থিতং বিষয়াভিমুখম্॥ ১০।৫১॥ শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দম্॥ ১০২॥

উত্থিত পদে বিষয়ের প্রতি ধাবিত এই প্রকার ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামিপাদও করিয়াছেন॥ ১০।৫১। শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দ মহারাজের নিকট বলিয়াছেন॥ ১০২॥

তথা, যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ ১০৩॥

ততঃ সুতরামেব ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিকমিতি ভাবঃ॥ ১৬॥ শ্রীনারদো ব্যাসম্॥১০৩॥

দেবর্ষি নারদ শ্রীবেদব্যাসের নিকটেও ইহাই বলিয়াছেন যে,—"হে মহর্ষে! অনুক্ষণ কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ষড়্‌রিপু কর্ত্তৃক অভিভূত আত্মা শ্রীমুকুন্দের সেবা দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎরূপে শান্তিলাভ করে, যম নিয়ম প্রভৃতি যোগসাধন দ্বারা সেই আত্মা কখনও সেই প্রকারের শান্তি লাভ করিতে পারে না॥ ১।৬।৩৬॥ ১০৩॥

এবং এই জন্যই শ্রীভগবান্ নিজ প্রিয় ভক্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের নিকটে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥

১১।১৪.২০॥

পরম শক্তিমতী মদ্বিষয়িনী বিশুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত—যোগ, সাঙ্খ্য ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনসকল আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা॥ ১৬॥ শ্রীনারদ বেদব্যাসকে বলিয়াছেন॥১০৩॥

অথ জ্ঞানানাদরেণাভ্যুদাহ্রিয়তে। তত্র তস্য কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বেনানাদরো দর্শিত এব, পানেন তে দেব কথাসুধায়া ইত্যাদিভ্যাম্। তথোক্তং শ্রীকুমারোপদেশে, কৃচ্ছ্রো মহানিত্যাদি। শ্রীগীতাসু চ—অর্জ্জুন উবাচ। এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ?॥ শ্রীভগবান্ উবাচ। ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ। যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ইতি। ভক্তিমার্গে তু শ্রমো ন স্যাৎ। তদ্বশীকারিতারূপং ফলঞ্চাপূর্ব্বমিত্যাহ—জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্তএব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০।১৪॥ ১০৪॥

উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা। স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ। সদ্ভির্মুখরিতাং স্বতএব নিত্যং প্রকটিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণং প্রাপ্তাং প্রায়শো বাহুল্যেন, তনুবাঙ্‌মনোভির্নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽসি বশীকৃতোঽসি। অতএবোক্তং শ্রীনৃসিংহপুরাণে,—পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্ন ইতি। বস্তুতস্তু, শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥১০৫॥

টীকা চ। ভক্তিং বিনা চ জ্ঞানং ন সিধ্যতীত্যাহ শ্রেয় ইতি। শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং, তাং তে তব ভক্তিমুদস্য ত্যক্ত্বা তেষাং ক্লেশল এব শিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ। যথা অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসান্ যেঽবঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলং, এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধায় প্রযতন্তে তেষামপীত্যেষা। শ্রীগীতাসু চ, অমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদিকং জ্ঞানযোগমার্গমুপক্রম্য মধ্যে "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণীত্যপ্যুক্ত্বা প্রান্তে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনমিতি সমাপ্যাহ, এতজ্‌জ্ঞানমিতিপ্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ইতি। ততো ভক্তিযোগং বিনা জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। অন্তেঽপ্যুক্তং মদ্ভক্ত এতদ্‌-বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ইতি। তত্রান্যত্র চ—অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্ম-

নীতি। অস্য সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়-ব্রতা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তলক্ষণস্য ইত্যর্থঃ। অতএবাস্ফুটভক্তীনাং মুদ্‌গলাদীনামপি কৃতচরী সাধনভক্তি-রনুসন্ধেয়া॥ ১০।১৪ ॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০৪—১০৫ ॥

অধুনা জ্ঞান-সাধনকে অনাদর করিয়া ভক্তির অভিধেয়ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছেন। তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, জ্ঞান সাধন বহু কষ্টসাধ্য বলিয়া তাহাকে কেহ আদর করেনা। এ বিষয়ে ৩।৫।৪৫ ও ৩।৫।৪৬ "পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোককে উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। সে স্থলের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীভগবানের কথামৃত পান করিতে করিতে প্রকৃষ্ট ভক্তিলাভ করিয়া যাঁহারা পবিত্রচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বৈরাগ্যসার জ্ঞানলাভ করিয়া অতি সহজেই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। আর যাঁহারা মনঃস্থৈর্য্যরূপ যোগশক্তির সাহায্যে পরম বলবতী প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া পরমাত্ম-স্বরূপকে লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কেবল পরিশ্রমই হইয়া থাকে. শ্রীভগবৎসেবায় এ জাতীয় পরিশ্রম হয় না। শ্রীসনৎকুমার পৃথুমহাশয়ের নিকটেও উপদেশ দান প্রসঙ্গে ইহাই বলিয়াছেন যে—

> কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
> ষড়্‌বর্গ-নক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
> তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
> কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥ ৪।২২।৪০।

হে মহারাজ! যদি বলেন যে, যতিব্যক্তি-সকল ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ। যে হেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে যে—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ইতি"। তথাপি তাঁহারা সুখে সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। কারণ যে সকল যতি ভবসমুদ্র-উত্তারণের একমাত্র উপায়-স্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় না করেন, তাঁহাদের অতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। যে হেতু এই ভবসমুদ্রে কামক্রোধাদি ছয়টী নক্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া, ইহা অতিশয় ভীষণ। শ্রীভগবানে ভক্তিহীন দুর্ব্বল যতিসকল যোগাদি সাধন দ্বারা অতিদুঃখের সহিত এবম্ভূত সমুদ্র কেবলমাত্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছাই করিয়া থাকেন। কিন্তু কখনও উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। অতএব হে মহারাজ! "ভজনের বিষয় যে শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগল, তাহাকে প্লবরূপে আশ্রয় করিয়া তুমি এই দুস্তর ভবসমুদ্ররূপদুঃখ সুখে উত্তীর্ণ হইয়া যাও।" এই শ্লোকেও দেখান হইল যে—ভক্তি-ব্যতীত অন্য সকল সাধনই কেবল দুঃখময়। শ্রীগীতা-শাস্ত্রের দ্বাদশাধ্যায়ের প্রথমেই পাঁচটী শ্লোকে এই প্রসঙ্গটী আলোচিত হইয়াছে। যথা শ্রীঅর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন,—"হে ভগবন! পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আপনি ভক্তিনিষ্ঠ ও জ্ঞাননিষ্ঠ উভয়বিধ ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমার এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে,—আপনাতেই নিখিল কর্ম্ম-সমর্পণ করিয়া যাঁহারা আপনাতে একান্ত নিষ্ঠাবান্ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিপূর্ণ আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন, এবং যাঁহারা অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন, এই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া আপনার সম্মত? ১২।১॥ এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"হে কৌন্তেয়! সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বররূপ আমাতেই সম্যক্‌রূপে মনটীকে আবিষ্ট রাখিয়া আমারই নিমিত্ত কর্ম্মানু-ষ্ঠান দ্বারা মন্নিষ্ঠ হওতঃ যাহারা পরমশ্রদ্ধার সহিত আমার আরাধনা করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠযোগী বলিয়া আমার সম্মত। ১৩।২॥ ভক্ত ও জ্ঞানীভেদে দুই প্রকার উপাসকের মধ্যে যাহারা ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আমাকে (শ্রীভগবান্‌কে) উপাসনা করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠতম। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকের এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ পাওয়াতে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে—যাহারা ভক্তিভিন্ন অন্য উপাসনা করে, তাহারা কি শ্রেষ্ঠ নহে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, যাহারা নির্ব্বি-শেষ নিষ্ক্রিয় নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্বরূপের ধ্যান করে, তাহারাও আমাকে পাইয়া থাকে। যেহেতু আমিই সধর্ম্মক ও নির্ধর্ম্মক ভেদে দুই প্রকারে অভিব্যক্ত আছি। তন্মধ্যে যাহারা ভক্তিমার্গে আমাকে উপাসনা করে, তাহারা সশক্তিক সবিগ্রহ তমালশ্যামল-কান্তি আমাকে লাভ করিয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞানমার্গে আমাকে উপাসনা করে,

তাহারা আমারই নির্ব্বিশেষ স্বরূপটী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন, সে জ্ঞানীগণও আমাকেই পাইয়া থাকে। কিন্তু আমার এই সবিশেষ সবিগ্রহ স্বরূপটী পাইতে পারে না। এইক্ষণে জ্ঞানীগণের প্রাপ্য অক্ষর-স্বরূপের লক্ষণ বলিতেছেন। যথা "অনির্দ্দেশ্যম্" অর্থাৎ ইদং তৎ ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশের অতীত। যেহেতু "অব্যক্ত" অর্থাৎ রূপাদিহীন। "সর্ব্বত্রগ" অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপী, অতএব অচিন্ত্য। "কূটস্থ" মায়াময় প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান। "অচল" স্পন্দন-রহিত। অতএব "ধ্রুব" অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রভৃতি ষড়্‌বিচার-রহিত বলিয়া নিত্য। ১২।৩॥ এই প্রকার লক্ষণযুক্ত অক্ষর-স্বরূপের উপাসকগণ সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি রাখিয়া ও সর্ব্বভূতহিতসাধনে নিরত থাকিয়া সাধন করিতে করিতে সিদ্ধ অবস্থায় আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১২।৪॥ এই কথার উপরেও আর একটী প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যদি আপনার নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের উপাসকও আপনাকেই পায়, তাহা হইলে সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের উপাসক ভক্তিসাধ-কের যুক্ততমত্ব বলা হইল কেন? ইহারই উত্তরে বলিতে-ছেন, অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ অক্ষর-স্বরূপে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যেহেতু যতদিন পর্য্যন্ত দেহে আত্ম-অভিমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অব্যক্ত-স্বরূপে নিত্যনিষ্ঠা লাভ করা অতীব দুর্ঘট॥ ১২।৫॥ এই শ্রীভগবদ্গীতার কতিপয় বচনের মর্ম্মার্থে বেশ বুঝা যায় যে, ভক্তিমার্গে শ্রম নাই, কিন্তু জ্ঞান-মার্গে বহুতর ক্লেশস্বীকার করিতে হয় বিশেষতঃ ভক্তি-সাধনের এতদূর পর্য্যন্ত সামর্থ্য যে—শ্রীভগবান্‌কেও বশীভূত করিয়া দেয়। সেই শ্রীভগবদ্-বশীকারিত্বই বিশুদ্ধ ভক্তির মুখ্য ফল। ইহাই শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। যথা—হে অজিত! যাহারা জ্ঞানলাভের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়াস না করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সাধুসমীপে অবস্থান করতঃ স্বতঃই শ্রুতিগত মহৎ-মুখরিত আপনাদের কথামৃত শ্রবণ করাই নিজ জীবন-রক্ষার মূল হেতুরূপে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মহাভাগ্য-বান্ ভক্তসকল ত্রিভুবন-মধ্যে ইন্দ্রিয়গণের অপ্রাপ্য বলিয়া অজিত নামে খ্যাত আপনাকেও কায় বাক্য মনের সহিত বশীভূত করিয়া থাকে। অথবা সেই মহাপুরুষগণ নিজ কায় বাক্য মনের দ্বারা আপনাকে বশীভূত করিয়া থাকে॥ ইতি শ্লোকার্থ॥ ১০৪॥

এক্ষণে শ্রীল গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে-ছেন। "উদপাস্য" অর্থাৎ অল্পমাত্রও না করিয়া। "স্থানে" অর্থাৎ সাধুমহাত্মাগণের নিবাসস্থানে স্থিত হইয়া। সাধুগণ কর্তৃক মুখরিত অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে স্বতঃই নিত্য শ্রীভগবানের গুণলীলাদি কথা প্রকটিত হইতেছেন। যেহেতু তাঁহারা শ্রীভগবদ্‌গুণাদি কীর্ত্তন ব্যতীত ক্ষণকালও বৃথা অতিবাহিত করেন না। সুতরাং তাঁহাদের নিকটে গমন-মাত্রেই শ্রীভগবৎকথা বিনাপ্রয়াসেই আগন্তুকের শ্রুতিগত হয়, অর্থাৎ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। প্রায়শঃ অর্থাৎ বহুল-ভাবে। অনুবাক্য ও মনের দ্বারা নমস্কার করিয়া অর্থাৎ সৎকার করিতে করিতে (শ্রীহরিকথাশ্রবণের সৎকার তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রবণ-সময়ে অঞ্জলি-বন্ধনাদি কায়িক-সৎকার। সাধু সাধু এইরূপ বলা বাচিক-সৎকার। এবং সেই কথাতে আস্তিক্যবুদ্ধি মানসিক-সৎকার) যাহারা বাঁচিয়া থাকে, আর তাহারা যদি অন্য কিছুই না করে, তাহা হইলে আপনি ত্রিভুবনে অন্যকর্তৃক অজেয় হইয়াও সেই সমস্ত ভক্তজনকর্তৃক প্রায়ই পরাজিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ আপনি তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহ পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে যে,—জগতে যখন পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল প্রভৃতি বস্তু বিনামূল্যে অনায়াসেই সকল সময়ের জন্য পাওয়া যায়, এবং পুরাণ-পুরুষ শ্রীভগবান্‌কেও যখন একমাত্র ভক্তিতেই লাভ করা যায়, তখন আর মুক্তিলাভের জন্য বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? এই প্রমাণ দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সেই বাক্যই সমর্থিত হইতেছে যে, ভক্তিসাধনে কিছুমাত্র পরিশ্রম না। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবৎসমীপে আরও বলিতেছেন যে, বাস্তবিক কিন্তু একদিকে জ্ঞানমার্গ যেমন অতিশয় পরিশ্রমসাধ্য, তেমনই অন্যদিকে ভক্তির সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান কখনও স্বতন্ত্রভাবে কোনও ফল দিতে পারে না। যথা,—হে বিভো! যাহারা নিখিলমঙ্গলজননী ভক্তিকে তুচ্ছবুদ্ধিতে অনাদর করিয়া

কেবল বোধলাভের জন্য ক্লেশস্বীকার করিতেছে, তাহাদের সেই প্রযত্ন কেবল ক্লেশদায়ী হইয়া থাকে। ধান্যের পরিমাণ অল্প দেখিয়া অনাদর করতঃ যাহারা স্থূল-তুষাবঘাতনে যত্নবান হয়, তাহাদের যেমন কেবল হস্তবেদনাই সার হইয়া থাকে, কিন্তু তণ্ডুললাভ হয় না, তেমনই অল্পশ্রমসাধ্য ভক্তিসাধনে অনাদরকারী জ্ঞানসাধকেরও কেবল পণ্ডশ্রমই হইয়া থাকে॥ ইতি শ্লোকার্থ ৭।১০।১৪। ৪॥ ১০৫॥

এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা,—ভক্তি বিনা জ্ঞানও সিদ্ধ অর্থাৎ ফলপ্রদ হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে "শ্রেয়ঃ স্তুতিং" এই শ্লোকটী বলিতেছেন। ভক্তিরসাবিষ্ট শ্রীব্রহ্মা ভক্তির একটী বিশেষণ দিয়াছেন "শ্রেয়ঃ স্তুতিং" অর্থাৎ সরোবর হইতে নির্গত নির্ঝর-সমূহের মত যে ভক্তি হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ নির্গম হইয়া থাকে, এবম্ভূত নিখিল-মঙ্গল-জননী তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা জ্ঞান-সাধনের জন্য যত্নবান্ হয়, তাহাদের কেবলমাত্র ক্লেশই ফলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এস্থলের অভিপ্রায় এই যে —যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য ত্যাগ করিয়া, অন্তঃকণহীন স্থূল ধান্যাভাসরাশি যাহারা অবঘাতন করে তাহাদের কিছুই ফল হয় না। সেই প্রকার যাহারা ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া, কেবল বোধলাভের জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে, তাহাদেরও কেবল তপস্যা সংযম ও শাস্ত্র-অধ্যয়নাদি-জনিত শ্রমই লাভ হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। ভক্তিবিনা জ্ঞান যে কেবল দুঃখদায়ী, তাহা শ্রীভগবদ্গীতা-তেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "অমানিত্বমদম্ভিত্বং" ইত্যাদি জ্ঞান-যোগমার্গ উপক্রম করিয়া, মধ্যে "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।" অর্থাৎ আমাতে অনন্য উপায়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিটী থাকা চাই। ইহা উল্লেখ করিয়া অবশেষে "তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফলরূপ আত্মদর্শন, এইরূপে সমাপন করিয়াও, "এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা" অর্থাৎ অনন্য উপায়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিই যথার্থ জ্ঞানশব্দবাচ্য। আমাতে ভক্তি-শূন্য যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান-সংজ্ঞায় পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিযোগ ভিন্ন জ্ঞান কখনও জ্ঞানশব্দ-বাচ্য হইতে পারে না। উক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্তেও বলিয়াছেন—"মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত মদ্বর্ণিত জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ যথাযথভাবে অবগত হইয়া নিজভাবসমুচিত—স্বরূপের আবির্ভাবলাভের উপযোগিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্যত্র এবং অন্যস্থলে নবমাদি অধ্যায়েও এই জাতীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৩ শ্লোকে হে পরন্তপ! ভক্তির সহিত জ্ঞানলক্ষণ-ধর্ম্মকে আস্তিক্যরূপে গ্রহণ না করিয়া সাধারণ মানবগণ উপায়ান্তর-দ্বারা আমাকে পাইবার জন্য যত্ন করিয়াও আমাকে না পাইয়া মৃত্যুসঙ্কুল সংসারপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এস্থলে শ্লোকোক্ত "ধর্ম্মস্যাস্য" পদের অস্য পদের অর্থ যথা—"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! কোন কোন উত্তম অধিকারী আমাকে স্তোত্র-মন্ত্রাদি দ্বারা সেবা করিয়া থাকে। কোন কোন অধি-কারী দেহসম্বন্ধে ঈশ্বরজ্ঞানাদি এবং ইন্দ্রিয়সংযমাদিতে প্রকৃষ্ট যত্নযুক্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করে। কেহ কেহ বা ভক্তিযুক্ত-মানসে সতত প্রণামের দ্বারা আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে। এই শ্লোকটীতে যে ভক্তিধর্ম্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এস্থলে সেই ভক্তিধর্ম্মের কথাই বুঝিতে হইবে। অতএব ভক্তি-সাধনের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন কোন সাধনেই মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে না। অতএব মুদ্গল প্রভৃতির সুস্পষ্টরূপে ভক্তিসাধনের কথা উল্লেখ না থাকিলেও জন্মান্তরে তাঁহারা যে সাধন-ভক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই বুঝিয়া লইতে হইবে। "শ্রেয়ঃ স্তুতিং" এই শ্লোকটী শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন॥ ১০।১৪॥ ১০৪—১০৫॥

আশ্রয়ান্তরস্বাতন্ত্র্যানাদরেণাহ—অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥ ১০৬॥

অবিস্মিতং ততোঽন্যস্যাপূর্ব্ববস্তুনোঽসদ্ভাবাদ্বিস্ময়রহিতম্। অতঃ স্বেনৈব স্বীয়েনৈব স্বস্যৈব কর্ম্মভূতস্য ক্রিয়াভূতেন লাভেন পরিপূর্ণকামং নান্যস্যেত্যর্থঃ। তথোক্তং, রজস্তমঃ প্রকৃতয় ইত্যাদি। স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ। তত্রৈবান্যত্র চ—বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্। মহাভারতে—যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে। স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতীতি। অতএবোক্তং শ্রীসত্যব্রতেন—ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশমন্যে ন দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্। কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংসস্তমীশ্বরং বৈ শরণং প্রপদ্যে ইতি। শ্রীব্রহ্মশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত; স আদিদেবো ভজতাং পরো গুরুঃ, বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুরিত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। অতএব দ্বাদশে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বচনম্—বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ। ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ীতি। ত্বয্যপি তৎপর ইত্যর্থঃ। অতএবাষ্টমে প্রজাপতিকৃতশিবস্তুতৌ—যে ত্বাত্মারামগুরুভির্হৃদিচিন্তিতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বমিতি। চতুর্থে শ্রীমদষ্টভুজং প্রতি প্রচেতোভিরপি—বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেনেতি। বৈষ্ণবস্য সতঃ সমদর্শিনস্তু ন ভক্তিলাভঃ প্রত্যবায়শ্চ। যথা শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে—ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ। যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবমিতি। অতএবাভেদদৃষ্টিবচনং শমভক্তজ্ঞান্যাদিপরমেব। যথা শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে দ্বাদশ এব শ্রীশিববাক্যম্—ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ। একান্তভক্তা অস্মাসু নির্ব্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥ সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চ্চন্ত্যুপাসতে। অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ॥ ন তে ময্যচ্যুতে যে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে। নাত্মনশ্চ পরস্যাপি তদ্‌যুষ্মান্ বয়মীমহীতি॥ তত্ততোঽপি তানতিক্রম্য যুষ্মান্ মার্কণ্ডেয়াদীন্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্ বয়মীমহি ভজেমেত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীশিবেনৈব প্রচেতসং প্রতি—অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা। ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ। অন্যত্র—প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রিয়েঽহং সচরাচর ইতি চ। তস্য শুদ্ধবৈষ্ণবত্বঞ্চোক্তমেতৎপূর্ব্বম্—নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয় ইতি মার্কণ্ডেয়মুদ্দিশ্য শ্রীশিবেন। তথা শ্রীশিবস্য তচ্চেতস্যাবির্ভাবাৎ সমাধিবিরামেণ চ তদেব ব্যঞ্জিতম্। যথা—কিমিদং কুতএবেতি সমাধের্ব্বিরতো মুনিরিতি। কিঞ্চ ব্রাহ্মণাঃ সাধব ইত্যাদাবভেদদৃষ্টিবচনেঽপি স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বর ইত্যনেন তস্যৈব প্রাধান্যমুক্তম্। তস্যৈব স্বয়মীশ্বরত্বঞ্চোক্তং—পার্থিবাদ্দারুণ ইত্যাদিনা। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যমপি তথৈব—যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্। দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবানিতি। তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাদিতিভাবঃ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তম্। কেচিত্তু বৈষ্ণবাস্তৎপূজনমাবশ্যকত্বেনোপস্থিতং চেত্তর্হি তস্মিন্নধিষ্ঠানে শ্রীভগবন্তমপি পূজয়ন্তি। যথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাস্তিমোঽয়মিতিহাসঃ। বিশ্বক্‌সেননামা কশ্চিদ্‌বিপ্র একান্তভাগবতঃ পৃথিবীং বিচরন্নাসীৎ। স কদাচিদেক এব বনান্তএব উপবিষ্টস্তত্রাথ গ্রামাধ্যক্ষসুতঃ কশ্চিদাগতস্তমুবাচ কোঽসীতি। ততঃ কৃতস্বাখ্যানং পুনস্তমুবাচ মম শিরঃপীড়াদ্য জাতেতি নিজেষ্টং

দেবং শিবং পূজয়িতুং ন শক্নোমীতি ততো মম প্রতিনিধিত্বেন ত্বমেব তং পূজয়েতি। এতদনন্তরঞ্চ তত্রত্যং সার্দ্ধং পদ্যং—এতদুক্তঃ প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ। চতুরাত্মা হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবগতোঽথবা। পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মাচিরমিতি। ততস্তস্মিংস্তদনঙ্গীকৃতবতি স খড়্গমুন্নমিতবান্ শিরশ্ছেত্তুম্। ততশ্চাসৌ বিপ্রস্তদ্ধস্তেন মৃত্যুমনভীপ্সন্ বিচার্য্যোক্তবান্, ভদ্রং তত্র গচ্ছাম ইতি। গত্বা চেদং মনসি চিন্তিতম্, অয়ং রুদ্রঃ প্রলয়হেতুতয়া তমোবর্দ্ধনত্বাত্তমোভাবঃ। শ্রীনৃসিংহদেবশ্চ তামসদৈত্যগণবিদারকতয়া তমোভঞ্জনকর্তৃত্বাত্তদ্ভঞ্জনার্থমেব তত্রোদয়তে সূর্য্য ইব তমোরাশেঃ। অতো রুদ্রাকারাধিষ্ঠানেঽপি তদুপাসকানামেষাং তদ্ভঞ্জনকৃতে শ্রীনৃসিংহপূজামেবাস্মিন্ করিষ্যামীতি। অথ শ্রীনৃসিংহায় নম ইতি গৃহীতপুষ্পাঞ্জলৌ তস্মিন্ পুনঃ ক্রোধাবিষ্টেন গ্রামাধ্যক্ষপুত্রেণ খড়্গঃ সমুদ্যমিতঃ। ততশ্চাকস্মাত্তদেব লিঙ্গং স্ফোটয়িত্বা শ্রীনৃসিংহদেবঃ স্বয়মাবির্ভূয় তং গ্রামাধ্যক্ষপুত্রং সপরিকরং জঘান। দক্ষিণস্যাং দিশ্যতিপ্রসিদ্ধো লিঙ্গস্ফোটনামা স্বয়ং তত্র স্থিতবানিতি। অতোঽনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি। কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা। অতএবোক্তমাদিবরাহে—জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্। বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতীতি। অতএব শ্রীনৃসিংহশিবভক্ত্যোরন্তরং বৃহদেব শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং শ্রুতৌ—অনুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমম্, উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং, গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমম্, বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমং, যতীনান্তু শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন, শতমেকমথর্ব্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমমথর্ব্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমমিতি। মন্ত্ররাজশ্চ তত্র শ্রীনৃসিংহমন্ত্র এবেতি। স্বতন্ত্রত্বেন ভজনে তু ভৃগুশাপো দুরত্যয়ঃ। যথা চতুর্থে—ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্। ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতা। পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিন ইত্যাদি। বেদবিহিতমেবাত্র ভবব্রতমদন্যতে। অন্যবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ববিধানাযোগঃ স্যাৎ পূর্ব্বতএব পাষণ্ডিত্বসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ। যতশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দ্দনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্—এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ। যং পূর্ব্বে চানুসংতস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দ্দন ইতি। এষ বেদলক্ষণো যৎপ্রমাণং যত্র মূলমিত্যর্থঃ। অতএবান্বয়েনাপি শ্রীবিষ্ণুভক্তি দৃঢ়ীকৃতা সত্ত্বং রজস্তম ইত্যাদিনা। তথা শ্রীহরিবংশে শিববাক্যমেব—হরিরেব সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ। বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাতকেশবমিতি। তস্মাচ্ছ্রীশিবভক্তেরপ্যেবম্ভূতে স্থিতে পরাণামপি দেবতানাং বৈষ্ণবাগমাদৌ তদ্বহিরঙ্গাবরণসেবকত্বেনাপ্রাকৃতানামেব পূজাবিধানং শ্রীভগবল্লোকসংগ্রহপরাণাং তল্লীলৌপয়িকনরলীলাপার্ষদানাং বা ভগবৎপ্রীণনযজ্ঞাদৌ তু শ্রীযুধিষ্ঠিররাজসূয়বৎ অন্যাসামপি তদ্বিভূতিত্বেনেবেতি জ্ঞেয়ম্। যথানুষ্ঠিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন—ততঃ সংপূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্। ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলা ইতি। তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণৈব—ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ। যক্ষে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ইতি। পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামাং প্রতি শ্রীভগবতা—সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ। মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা। একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়া নামভিঃ কিল। দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদিজননামভিরিতি। বস্তুতস্তু সর্ব্বাপেক্ষয়া

শ্রীবৈষ্ণবা এব শ্রেষ্ঠাঃ। তদুক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে তত্রৈবান্যত্র প্রহ্লাদসংহিতায়ামেকাদশীজাগরণপ্রসঙ্গে চ—ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ। ন চান্যদেবতাভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপম ইতি। তাদৃশসৌরাদীনাং তৎপ্রাপ্তিশ্চ ন কেবলং তদ্ধেতুকৈব কিন্তু ভগবৎপ্রীত্যর্থকৃততজ্জাতশুদ্ধভক্তি-দ্বারা বা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রমরণাদিপ্রভাবেণ বা যথা তত্রৈব-বর্ণিতয়োর্দেবশর্ম্মচন্দ্রশর্ম্মনাম্নোঃ সূর্য্যমারাধয়তোঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতা—তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ ধর্ম্মশীল-তয়া পুনঃ। বৈকুণ্ঠভবনং নীতৌ মৎপরৌ মৎ-সমীপগৈঃ। যাবজ্জীবন্তু যত্তাভ্যাং সূর্য্যপূজাদিকং কৃতম্। তেনাহং কর্ম্মণা তাভ্যাং সুপ্রীতো হ্যভবং কিলেতি। তৎক্ষেত্রং মায়াপুরী। তৌ চ কৃষ্ণাবতারে সত্রাজিদক্রূরাখ্যৌ জাতাবিতি চ তত্র প্রসিদ্ধিঃ। এবং পুণ্ডরীকস্য পিতৃসেবয়া তৎপ্রাপ্তিশ্চ যোজনীয়া। স্বতন্ত্রো-পাসনায়াং তৎপ্রাপ্তিঃ শ্রীগীতোপনিষৎস্বেব নিষিদ্ধা। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে। যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্। তস্মাৎ তদীয়ত্বেনোপাসনায়াং ক্বচিদ্গুণোঽপি ভবতি। অবজ্ঞাদৌ তু দোষঃ, শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দান্যত্র চাপি হীতিবৎ। যথা পাদ্মে—হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচনেতি। গৌতমীয়ে চ—গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্। অস্তু তাবৎ পরোধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতীতি। অতএব হয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাদিতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মণি তদাগঃপ্রায়শ্চিত্তম্। বিষ্ণুধর্ম্মে চায়মিতিহাসঃ—পূর্ব্বং শ্রীমদম্বরীষো বহুদিনং ভগবদারাধনং তপোঽনুষ্ঠিত-বান্ তদন্তে চ ভগবানেবেন্দ্ররূপেণৈরাবতীকৃতং গরুড়মারুহ্য তং বরেণ চ্ছন্দয়ামাস। স চেন্দ্ররূপং দৃষ্ট্বা তং নমস্কারাদিভিঃ আদৃত্যাপি তস্মাদ্বরং নেষ্ট-বান্ উক্তবাংশ্চ মমারাধ্যাকারো যঃ সএব মম বরদাতা ভবেন্নান্য ইতি। অথ তদ্দেয়ং বরমহমেব দাস্যামীতি পুনরুক্তবত্যপীন্দ্রে তং নেষ্টবন্তং তং প্রতি সঃ বজ্রং সমুদ্যতবান্। তদাপি তং বরং নাঙ্গীকৃতবতি তস্মিন্ সুপ্রসন্নো ভূত্বা তদ্রূপমন্তর্দ্ধাপ্য স্বরূপমাবির্ভাব য়ন্ননুজগ্রাহেতি। তত্র চ শিবাবজ্ঞাদৌ মহান্ এব দোষঃ। যথা চতুর্থএব নন্দীশ্বরশাপঃ—সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু সর্ব্বাবমানিনমিতি। ইদমপি যৎ-কিঞ্চিদেব, শ্রীশিবস্য মহাভাগবতত্বেন দোষস্য স্বয়-মেব সিদ্ধত্বাৎ। হেলনং গিরীশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতমিতি স্বায়ম্ভুবোক্তরীত্যা নূনং যৎসখ্যমনুস্মৃত্যৈব কুবেরাদপি শ্রীধ্রুবেণ ভগবদ্ভক্তিস্বভাবকৃতসর্ব্ববিষয়ক-বিনয়পুনঃপুনঃভক্ত্যভিলাষাভ্যাং যুক্তেন সতা কৃতং ভগবদ্ভক্তিবরপ্রার্থনমিতিচতুর্থাভিপ্রায়ঃ অত-এবোক্তম্—যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুব-মিতি। দৃষ্টঞ্চ তথা চিত্রকেতুচরিতে। শ্রীকপিল-দেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানাম্। তথাহি—অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্। ভূতেষু বক্ষ্যমাণরীত্যা অপ্রাণ-ভৃজ্জীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্মজীবপর্য্যন্তেষু। ভূতাত্মা তদন্তর্য্যামী। তং মামবজ্ঞায়। তেষামবজ্ঞয়া তদধি-ষ্ঠানকস্য মমৈবাবজ্ঞাং কৃত্বেত্যর্থঃ। ততস্তাং কৃত্বা যোঽর্চ্চাং মৎপ্রতিমাং কুরুতে স তদ্বিড়ম্বনং তস্যা অবজ্ঞামেব কুরুত ইত্যর্থঃ। যতঃ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যা-দ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। মৌঢ্যাৎ শৈলী দারুময়ী বা

কাঁচিৎ প্রতিমেয়মিতি মূঢ়বুদ্ধিত্বাৎ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বর্ত্তমানং পরমাত্মানমীশ্বরং মাং হিত্বা তস্যা ময়ৈক্যমবিভাব্য অর্চ্চাং মদীয়াং প্রতিমাং ভজতে কেবললোকরীতিদৃষ্ট্যা তস্যৈ জলাদিকমর্পয়তি। যথাগ্নিপুরাণে দশরথমারিতপুত্রস্য তপস্বিনো বিলাপে—শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া। কিং ময়া পথিদৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ। তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ। যেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশ ইতি। যথা চোক্তম্—অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ শুদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী স ইতি। তস্য চ মূঢ়স্য মদ্দৃষ্ট্যভাবাৎ সর্ব্বভূতাবজ্ঞাপি ভবতি। ততস্তদ্দোষেণ ভস্মনি যথা জুহোতি কশ্চিৎ, তথা তস্যাশ্রদ্দধানস্য ফলাভাব ইত্যর্থঃ। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা লোকপরম্পরামাত্রজাত-যৎকিঞ্চিচ্ছ্রদ্ধাসদ্ভাবে তু কনিষ্ঠভাগবতত্বমেব। অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত ইত্যুক্তেঃ। যদ্যপি যথাকথঞ্চিদ্ভজনস্যৈবাবশ্যং ফলাবসানতাস্ত্যেব, তথাপি ঝটিতি ন ভবতীত্যেব। তথোক্তং বক্ষ্যতে চ সাফল্যম্—অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদিত্যাদিনা। অবজ্ঞামাত্রস্য তাদৃশত্বে সুতরান্তু—দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি। ভিন্নদর্শিনঃ সর্ব্বত্রান্তর্য্যাম্যেকদৃষ্টিরহিতস্য অতএব মানিনঃ, অতএব বদ্ধবৈরস্য চ। তথা চ মহাভারতে—পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতীতি। কিঞ্চ—অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ। অবমানিনঃ নিন্দাকর্ত্তুঃ। নিন্দাপি দ্বেষসমা। কিম্বা, ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈর্হি মর্ম্মগৈঃ। যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা অসতাং পরুষেষবঃ। ইত্যুক্তরীত্যা ততোঽধিকেতি নায়ং ব্যুৎক্রমঃ ইত্যভিপ্রেত্য ন দ্বেষাৎ পূর্ব্বমসৌ পঠিতা। তদেবমীশ্বরজ্ঞানাভাবাৎ ভক্তাবশ্রদ্দধানস্য দোষ উক্তঃ। অথ তচ্ছ্রদ্ধাহেতুতজ্জ্ঞানস্য স্বধর্ম্মসংযুক্তং তদর্চ্চনমেব কারণমুপদিশন্ তাদৃশার্চ্চনস্যাপ্যব্যর্থতাঙ্গীকরোতি। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ তাবদেব স্বকর্ম্মকৃৎ সন্ অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ যাবৎ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ঈশ্বরং মাং ন বেদ ন জানাতি। অত্র স্বকর্ম্মসহায়ত্বমজাতশ্রদ্ধস্য শুদ্ধভক্তাবনধিকারাৎ। ততঃ প্রতিপাদয়িষ্যতে—জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্বিত্যাদিনা। অতো ভগবজ্জ্ঞানার্দ্ধং জাতশ্রদ্ধস্তু স্বকর্ম্মকৃৎ সন্ ন শুদ্ধমর্চ্চাং কিন্তু দিকমেব কুর্ব্বীতেত্যায়াতম্। তচ্চ প্রতিপাদয়িষ্যতে—তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেত্যাদিনা। ন ত্বর্চ্চাং পরিত্যজেদিত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ। বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনমিতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবিরোধাৎ। অথ স্বধর্ম্মপূর্ব্বকমর্চ্চনং কুর্ব্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতীত্যাহ—আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্। অন্তরোদরম্ উদরভেদেন ভেদং করোতি নতু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং পশ্যতি। ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোঽহমুল্বণং ভয়ং সংসারম্। নিগময়তি—অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃপালয়ম্। অর্চ্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ অথ অতো হেতোঃ। যথাযুক্তং যথাশক্তি দানেন তদভাবে মানেন চ। অভিন্নেন চক্ষুষা ইতি পূর্ব্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি বৈকুণ্ঠদেবেন—যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্ম্মদীয়া ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা

ইত্যাদি। যদ্বা ভিন্নেন চক্ষুষান্যত্র যা দৃষ্টিস্ততোঽতি-বিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। তত্র সর্ব্বেষাং সাধারণ্যেনৈবার্হণে প্রাপ্তে বিশেষয়তি—জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে। ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ। তেভ্যো গন্ধ-বিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ। রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ। তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতু-ষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ। ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ। ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽ-ভ্যধিকস্ততঃ। অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ। তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ। ময্যর্পিতা-ত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ। ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ পূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরস্মিন্নে-কৈকগুণাধিক্যেনাধিক্যম্। ধর্ম্মমদোগ্ধা নিষ্কামকর্ম্মা। নিরন্তরো জ্ঞানাদ্যব্যবহিতভক্তিঃ। অকর্ত্তুরপিতাত্ম-ত্বেন স্বভরণাদিকর্ম্মানপেক্ষমানাৎ। যদ্ভগবতি ভক্তিঃ ক্রিয়তে তত্রাপি স্বস্য ভগবদধীনত্বং জ্ঞাত্বা তদভিমান-শূন্যাচ্চ। সমদর্শনাৎ ভগবদধিষ্ঠানতাসাম্যেনাত্মবৎ পরেষ্বপি হিতমাশংসমানাৎ। জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানা-মিত্যাদিনা ভেদো হি বিবক্ষিতঃ। ততো মদ্ভক্তে-ষ্বেবাদরবাহুল্যাদিকং কর্ত্তব্যম্। অন্যত্র তু যথাপ্রাপ্তং যথাশক্তি চেতি ভাবঃ। তথৈবোক্তম্—মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতীতি। জীবকলয়া তত্তৎকলনয়া তদন্তর্য্যামিতয়েত্যর্থঃ। তদেবং প্রথমোপাসকানাং সর্ব্ব-ভূতাদরো বিহিতঃ। সশ্রদ্ধসাধকানান্তু ভগবদ্বৈভব-সার্ব্বত্রিকতাস্ফূর্ত্ত্যা ভবত্যেবাসৌ। যথোক্তং স্কান্দে—এতেন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। হরি-ভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা শুদ্ধবন্ধুত্বাদিভাবসাধকানা-মপি বন্ধুভাবসিদ্ধশ্রীগোকুলবাস্যাদিশীলানুসরণেন তাদৃশ ভগবদ্গুণানুসরণেন চাসৌ জায়তে। জাতভাবানাং ত্বহিংসা চোপরমশ্চ স্বীয় এব স্বভাবঃ। যথা—যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্। ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্য-মন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপরমঃ স্বধর্ম্মঃ॥ ইত্যনুসারেণ পরমসিদ্ধানাঞ্চ, সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধএব সঃ। তত্র সাধকানাং যত্তু, যথাতরোর্মূলনিষেচনেন ইত্যাদৌ, তদন্যোপাস-নানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্র-তত্তদ্দৃষ্ট্যোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগ-দ্বেষনিবৃত্ত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলভূতানু-কম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাদ্ভূতদয়ৈব ভবদ্ভক্তিমুখ্যা নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্। তথৈব তদব্যবহিতপূর্ব্বং নির্গুণভক্ত্যুপায়ত্বেন ক্রিয়া-যোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশ ইত্যত্রাতি-শব্দেন পাঞ্চরাত্রিকার্চ্চনলক্ষণক্রিয়াযোগার্থা পত্র-পুষ্পাবচয়াদিলক্ষণা কিঞ্চিদ্ধিংসাপি বিহিতা। তস্মাদ-ন্যেষামনাদরো ন কর্ত্তব্যস্তৎসম্বন্ধেনাদরাদিকঞ্চ কর্ত্ত-ব্যম্। স্বাতন্ত্র্যেণোপাসনন্তু ধিক্‌কৃতমিতি সাধ্বে-বোক্তম্ অবিস্মিতং তমিত্যাদি। ৬াঃ॥ দেবাঃ শ্রীমদাদিপুরুষম্॥ ১০৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।৯।২২ শ্লোকে শ্রীদেবগণকৃত ভগবৎস্তুতি-প্রসঙ্গেও স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের আশ্রয়ের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—হে প্রভো! নিরহঙ্কার রাগাদি-শূন্য নিজ-স্বরূপানন্দ-অনুভবে পরিপূর্ণকাম উপাধিগত-পরিচ্ছেদশূন্য পরমেশ্বর যে তুমি, সেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যেজন অন্য দেবতাকে আশ্রয় করে, সে জন নিশ্চয়ই অজ্ঞ। যেহেতু, দেবতান্তর-আশ্রয়কারী ব্যক্তি কুক্কুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া অতি বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা

করিতেছে। যেমন কুকুরের পুচ্ছ ধরিয়া অতি বিস্তীর্ণ সাগর উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব তেমনি পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিয়া দেবতান্তরের আশ্রয়ে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না। ইতি শ্লোকার্থ॥ ১০৬॥

এক্ষণে শ্রীগোস্বামিপাদকৃত টীকার মর্ম্মার্থ যথা—অবিস্মৃত শ্রীভগবদ্‌ভিন্ন অপূর্ব্ব-বস্তু না থাকায় যিনি বিস্ময়-রহিত, অতএব নিজ স্বরূপানন্দ লাভে যিনি পূর্ণকাম। এস্থলে "স্বেনৈব" পদের অর্থ স্বীয় অর্থাৎ আপনাকে আপনি লাভ করিয়া যিনি পরিপূর্ণকাম। "স্বেন" পদটী শ্লোকোক্ত কর্ম্ম, লাভ পদটী ক্রিয়া। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—যাহার নিজ স্বরূপ ভিন্ন অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। এই প্রকার অভিপ্রায়ই—

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ।

অর্থাৎ যাহারা বৈভবের সহিত ঐশ্বর্য্য এবং পুত্রসন্ততি প্রভৃতি ইচ্ছা করে, তাহারা রজস্তমঃস্বভাবজন্য পিতৃভূত প্রভৃতির সহিত সমান স্বভাব বলিয়া সেই সকল দেবতাকে উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া দেবতান্তরের উপাসনা করেন না। এই ১।২।২৭ শ্লোকেও শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া দেবতান্তরের উপাসনায় যে মুক্তিলাভ হয় না তাহা স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদেও এইরূপ অভিপ্রায়ই দেখা যায়।—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥

অর্থাৎ যে জন বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবকে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি নিজ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্বপচীকে বন্দনা করে। সেই স্কন্দপুরাণেই অন্যত্রও দেখা যায়—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্।

অর্থাৎ যে বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই মূঢ়চিত্তব্যক্তি অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল-বিষ ভোজন করিতেছে। মহাভারতেও দেখা যায়—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেজন স্বর্ণরাশি পরিত্যাগ করিয়া পাংশুরাশিতে অভিলাষ করিতেছে। অতএব শ্রীসত্যব্রত মহারাজও শ্রীমৎস্যদেবকে স্তুতি করতঃ বলিয়াছিলেন—অন্য দেবগণ গুরুবর্গ এবং মহাত্মাগণ স্বতন্ত্রভাবে মানবের প্রতি যে তোমার অনুগ্রহের অযুত-ভাগের লেশমাত্রও করিতে সমর্থ হয়েন না। সেই পরমেশ্বর তোমাকে আমি শরণ লইতেছি॥ ৮।২৪।৪৯।

শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীশিবকেও বৈষ্ণবদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে না; এ বিষয়ে ২।৯।৫ শ্লোকে শ্রীশুক মুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীব্রহ্মার বিষয়ে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও জগদ্‌গত জীবের পক্ষে সেই ভগবদ্‌ভক্তির উপদেষ্টা পরমগুরু বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত
তাং নাধ্যগচ্ছদ্‌দৃশমত্র সম্মতাম্
প্রপঞ্চনির্ম্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ।

সেই জগতের সম্বন্ধে শ্রীভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টা আদিদেব শ্রীব্রহ্মা নিজ উৎপত্তিস্থান শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করতঃ সেই অধিষ্ঠানের অন্বেষণের জন্য জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও অবধি না পাইয়া পরে অন্বেষণ হইলে নিবৃত্ত হইলেন। এবং নিজ অধিষ্ঠানে থাকিয়া কেমন করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিবেন, এই বিষয়ে সমালোচনা করিতেছিলেন। যে প্রজ্ঞা দ্বারা প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতে পারে, সেই সৃষ্টি-বিষয়ে অনুকুল প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারিলেন না। শ্লোকে "পরো গুরু" এই পদের শ্রীধরস্বামিপাদ "ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব শ্রীব্রহ্মাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতেই আরাধনা করা কর্ত্তব্য। শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীশিবকেও যে বৈষ্ণববুদ্ধিতে আরাধনা করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।" এই ১২।১৩।১৬ শ্লোকে

সুস্পষ্টই উল্লেখ করা আছে। অতএব ১২।১০।৩৪ শ্লোকে শ্রীশিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির উক্তিতেও এইরূপই পাওয়া যায়। হে প্রভো! যদ্যপি আমার অন্য কিছুই চাহিবার নাই, তথাপি সর্ব্বাভীষ্টবর্ষণকারী পূর্ণকাম তোমার নিকটে এই একটী বর প্রার্থনা করিতেছি যে,—আমার যেন শ্রীভগবানে এবং শ্রীভগবদ্ভক্তগণে ও তোমাতে অচলা ভক্তি থাকে। মূল শ্লোকে "ত্বয্যপি" পদের অর্থ—"সেই ভগবৎপরায়ণ যে তুমি" এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

যেহেতু যদি শ্রীশিবে ভগবৎপ্রিয়দৃষ্টিতে ভক্তি প্রার্থনা না করিতেন তাহা হইলে শ্রীভগবানে অচ্যুতা ভক্তি প্রার্থনাতেই শ্রীশিবের প্রতিও ভক্তি প্রার্থনা করা হইত; পৃথক ভাবে তোমাতেও যেন ভক্তি থাকে এইরূপ উল্লেখ করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। অতএব অষ্টমস্কন্ধে ৭।৩৩ শ্লোকে শ্রীপ্রজাপতিগণকৃত শ্রীশঙ্করের স্তুতিতে এইরূপ অভিপ্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যে ত্বাত্মারামগুরুভি র্হৃদি চিন্তিতাঙ্‌ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং চরন্তমুময়া তপসাভিতপ্তম্।
কথন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে
তে নূনমূতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ॥

হে প্রভো! ভগবদ্ভক্তি-উপদেশে পরকে অনুগ্রহ করিতে নিত্য ব্যাকুল তোমাকে যাহারা নিন্দা করে তাহারা অতিমূর্খ। যাহারা তুমি উমাতে অত্যন্ত কামুক ও শ্মশানে বিচরণ কর এইজন্য সদাচারবহির্ভূত এবং অতিশয় ক্রূরচেষ্টিত বলিয়া নিন্দা করে তাহারা তোমার লীলা কিছুই বুঝিতে পারে না। যেহেতু আত্মারামগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার চরণযুগল সেবিত হয়, তাহার কামিত্ব অসম্ভব। তপস্যার দ্বারা অভিতপ্ত শান্তমূর্ত্তি তোমার কখনও উগ্রত্ব সম্ভব হইতে পারে না। নির্ল্লজ্জ মূর্খগণই তোমার লীলারহস্য বুঝিতে না পারিয়া কদর্থনা করিয়া থাকে। এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি-উপদেশে জগতের কল্যাণকারীত্ব-গুণে শ্রীশঙ্করের মহাভাগবতত্বই দেখান হইয়াছে। চতুর্থ স্কন্ধে ৩০।৩৮ শ্লোকে শ্রীপ্রচেতাগণ শ্রীহরিকে স্তব করিয়াও শ্রীশঙ্করের ভগবৎপ্রিয়ত্বই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবান্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥

অর্থাৎ প্রচেতাগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! সৎসঙ্গের ফল আমরাই অনুভব করিয়াছি, যেহেতু তোমার প্রিয়তম এবং সখা শ্রীশঙ্করের ক্ষণকাল সঙ্গের প্রভাবেই চিকিৎসায় সুদুঃসাধ্য জন্ম ও মৃত্যু শ্রেষ্ঠ-চিকিৎসক পরমগতি তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। যদি তোমার প্রিয়তম শ্রীশঙ্করের সঙ্গ না পাইতাম, তাহা হইলে আমরা তোমার চরণে শরণাগত হইতে পারিতাম না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকে শ্রীমহাদেবকে শ্রীহরির সখা ও প্রিয়তম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীবৈষ্ণব হইয়া হরি ও হরে সমদর্শী হইলে কিন্তু ভক্তিলাভ হয় না। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীবৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীশঙ্করে ও শ্রীহরিতে প্রিয়তা-দৃষ্টিই রাখিতে হইবে। স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-ভাবে উপাসনা করিলে শৈব সংজ্ঞায় পরিগণিত হইবে। শ্রীশঙ্করের ঈশ্বর ও ভক্তভাবের সত্তা আছে। তন্মধ্যে যাঁহারা স্বতন্ত্র-ঈশ্বররূপে উপাসনা করেন তাঁহারা শৈব, আর যাঁহারা ভক্তিভাব-অবলম্বনে উপাসনা করেন তাঁহারা বৈষ্ণব। স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শ্রীশঙ্করকে উপাসনা করিলে কেবল ভক্তিলাভ হয় না তাহাই নহে, কিন্তু প্রত্যবায়ও ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে বৈষ্ণবতন্ত্রে লিখিত প্রমাণ যথা—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্য-দর্শিনঃ,

"অর্থাৎ শ্রীহরিতে একাগ্রমনা হইয়াও যদি শ্রীবিষ্ণুর সহিত শ্রীশিব ব্রহ্মা প্রভৃতির অভেদদর্শী হয় তাহা হইলে সেই জড়বুদ্ধি মানবগণ শ্রীহরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারিবেনা। এই প্রমাণে শ্রীহরির সহিত শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অভেদদৃষ্টিকারীর যে ভক্তিলাভ হয় না তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। উভয়ে তুল্য-দৃষ্টিকারীর যে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে তাহাও ঐ বৈষ্ণব-তন্ত্র হইতেই দেখাইতেছেন। যথা—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ যেজন পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সহিত সমান রূপেই দেখে, সেজন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইবে। অতএব শাস্ত্রে যে যে স্থানে হরি হরে প্রভেদ-দৃষ্টিপর বচন আছে, সে সমস্ত বচনই শান্তভক্ত-জ্ঞানীপরই বুঝিতে হইবে। যেমন ১২।১০।২০—২১—২২ শ্লোকে শ্রীশিববাক্য—হে মার্কণ্ডেয়! সে সকল ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পন্ন, মাৎসর্য্যাদিরহিত, সর্ব্বভূতে বাৎসল্যযুক্ত, আমাদের প্রতি (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের প্রতি) একান্ত ভক্তিমান্ অথচ নির্বৈর এবং সমদর্শী, এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে লোকপালগণসহ চতুর্দ্দশ-ভুবনবাসী লোক-সমাজ বন্দনা করে, অর্চ্চন করে এবং উপাসনা করে। কেবল তাহারাই উপাসনা করে তাহা নহে, আমি ব্রহ্মা অধিক কি স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বর হরিও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে বন্দন অর্চ্চন ও উপাসনা করিয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহারা আমাতে (শিবে) ব্রহ্মাতে ও অচ্যুতে কিছুমাত্র ভেদদৃষ্টি করে না এবং আপনার সহিত জগদ্গত জনমাত্রেরও কোন ভেদদৃষ্টি করে না, সেই তোমাদিগকে আমরা স্তব করিয়া থাকি। এস্থলে "নাত্মনশ্চ পরস্যাপি তদ্যুষ্মান্ বয়মীমহি" এই শ্লোকস্থ তৎপদের অর্থ শ্রীগোস্বামি-পাদ করিতেছেন—"তৎ ততোঽপি তানতিক্রম্য মার্কণ্ডেয়া-দীন্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্ বয়মীমহি ভজেম ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ সেই সকল সমদর্শী শান্তজ্ঞানী ভক্তকে অতিক্রম করিয়াও শুদ্ধ-বৈষ্ণব মার্কণ্ডেয় প্রভৃতিকে আমরা (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব) ভজন করিয়া থাকি। শ্রীশিব ৪।২৪।৩০ শ্লোকে শ্রীপ্রচে-তার প্রতি যাহা বলিয়াছেন তাহারও অভিপ্রায় পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেই পাওয়া যায়। ভগবান্ যেমন্ আমার প্রিয় ভগবদ্ভক্ত তোমরাও আমার সেইপ্রকার প্রিয়। ভগবদ্ভক্ত-গণেরও আমা ভিন্ন অন্য কেহ প্রিয় নাই; আমারও শ্রীভগ-বদ্ভক্তভিন্ন অন্য কেহই প্রিয় নাই। এই প্রমাণে শ্রীশঙ্করের শ্রীভগবৎপ্রিয়ত্বই বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্রও দেখা যায়—ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে স্থাবর জঙ্গমের সহিত আমি (শিব) প্রসন্ন হইয়া থাকি। শ্রীমার্কণ্ডেয়ের শুদ্ধ-বৈষ্ণবত্ব-সম্বন্ধে পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২।১০।৬ শ্লোকে শ্রীশিববচনে স্পষ্ট-রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে,

অর্থাৎ শ্রীশঙ্কর শ্রীউমাকে কহিলেন—হে প্রিয়ে! এই ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয় কোন স্থানে কাহারও নিকটে ধর্ম্ম অর্থ কাম ত প্রার্থনা করেই না, এমন কি মোক্ষের পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে না। তাহা করিবেই বা কেন? এই মার্কণ্ডেয় যে অব্যয়-পুরুষ-শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়াছে। আরও একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীশিব যখন মার্কণ্ডেয়ের হৃদয়ে অবির্ভূত হইলেন—তখন তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। এস্থলে যদি শ্রীহর ও শ্রীহরি সর্ব্বথা অভেদ হইবেন—তবে মার্কণ্ডেয়ের সমাধি-ভঙ্গ হইবে কেন? ইহা দ্বারা শ্রীহরি-হরের পার্থক্য স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। সেই সমাধিভঙ্গ-বিষয়ে ঐ দ্বাদশ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে—"কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ", অর্থাৎ মুনি মার্কণ্ডেয় নিজ হৃদয়ে আবির্ভূত শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবিলেন—আমার হৃদয়ে এ কি দেখিতেছি এবং এ মূর্ত্তিটী কোথা হইতেই বা আসিল এই প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্য বশতঃ সমাধি হইতে বিরত হইলেন। ১২।১০ অধ্যায়ে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীশিব "ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা" ইত্যাদি "অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরি-রীশ্বর" এই শ্লোকে যে হরিহরে অভেদদৃষ্টি উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও হরি শব্দের পূর্ব্বে স্বয়ং এই পদটী উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা দ্বারাও শ্রীহরিরই প্রাধান্য বলা হইয়াছে। সেই শ্রীহরিরই স্বয়ং ঈশ্বরত্ব ১।২৪ শ্লোকে স্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যথা—

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।

অর্থাৎ যেমন স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিপ্রকাশরহিত কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তিস্বভাব ধূম শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে বেদোক্ত কর্ম্মের সাক্ষাৎ সাধন-অগ্নি শ্রেষ্ঠ, তেমনই লয়াত্মক তমোগুণ হইতে সোপাধিক জ্ঞান-হেতুক বিক্ষেপাত্মক রজগুণ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনহেতু রূপপ্রকাশবহুল সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীশিব শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি বচনে শ্রীবিষ্ণুর স্বয়মীশ্বরত্ব প্রতিপাদন

করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর স্বয়মীশ্বরত্ব-বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যও পাওয়া যায় যথা—

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্
দ্রষ্টব্যাস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান। ইতি

অর্থাৎ যেজন আমাকে (শিবকে) অথবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা কর্তৃক প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেবই দ্রষ্টব্য। যেহেতু ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের অনুভব হইলে শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার অনুভব স্বতঃই হইয়া থাকে। এইসকল প্রমাণে বৈষ্ণবরূপেই যে শিবের ভজন করা কর্ত্তব্য, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। কোন কোন বৈষ্ণবগণ শিবের পূজাটীই যদি অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব রূপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই শিবলিঙ্গাধিষ্ঠানে ভগবান্ শ্রীহরিকেও পূজা করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মের শেষভাগে এই ইতিহাসটী দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্বক্‌সেন নামা কোন একটী ব্রাহ্মণ শ্রীহরিতে একান্ত ভক্ত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই বৈষ্ণব একাকী কোন একটী বনের ভিতরে বসিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে কোন একটী গ্রামাধ্যক্ষের পুত্র আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলেন—তুমি কে? তাহার উত্তরে ভক্ত ব্রাহ্মণটী নিজ পরিচয় প্রদান করেন। সেই গ্রামধ্যক্ষপুত্র পুনর্ব্বার তাহাকে বলেন—আমার আজ বড় শিরঃপীড়া হইয়াছে বলিয়া নিজ ইষ্টদেব শিবকে পূজা করিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি আমার প্রতিনিধি-রূপে সেই শিবকে পূজা কর। এই কথার পর সেই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেড়টা শ্লোক যথা—

এতদুক্তঃ প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ
চতুরাত্মা হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবং গতোঽথবা,
পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মাচিরম্। ইতি॥

অর্থাৎ সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্রের প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া সেই ভক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—হে যুবক! আমরা শ্রীভগবানের একান্তী ভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত। একমাত্র তুরীয়স্বরূপ শ্রীহরিই বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধরূপে যদি আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ দর্শন করিলে আমরা পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু অন্য কোন দেবতাকে আমরা পূজা করি না। অতএব তুমি সত্বর এখান হইতে যাও। তৎপরে সেই ভক্তব্রাহ্মণ কিছুতেই শিবপূজা করিতে সম্মত না হইলে সেই গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্র ব্রাহ্মণের মস্তকচ্ছেদনের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল. তৎপরে সেই ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলেন—এই যুবকের হাতে মৃত্যু হওয়া প্রার্থনীয় নয়। এ সঙ্কটে কি করা যায়! এই প্রকার অনেক বিচার করিয়া বলিলেন—আচ্ছা আমি যাইতেছি। তৎপরে সেই শিবলিঙ্গের নিকট যাইয়া মনে মনে এই বিচার করিয়াছিলেন—এই শিব প্রলয়হেতু তমোগুণবর্দ্ধক বলিয়া তমোভাবাপন্ন আর শ্রীনৃসিংহ দেবও তামস দৈত্যগণকে বিদীর্ণ করেন বলিয়া তমোগুণভজনকারী হেতু তমোগুণনাশের জন্য তমোরাশি-নাশক সূর্য্যের মত তামস দৈত্যগণের ভিতর উদিত হইয়া থাকেন।

এই গ্রামাধ্যক্ষপুত্র দৈত্যমধ্যে পরিগণিত; অতএব শিবাকার অধিষ্ঠানেও শিব উপাসক এই সকল দুষ্টগণের দুষ্টভাব বিনাশের জন্য শ্রীনৃসিংহদেবকে পূজা করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া যখন পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকচ্ছেদনের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল। তখনই অকস্মাৎ সেই শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে সপরিকরে বিনাশ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি দক্ষিণদিকে অতি প্রসিদ্ধ লিঙ্গস্ফোট নামে শ্রীনৃসিংহ দেব বিদ্যমান আছেন। অতএব অনন্যভক্তগণ শ্রীশিবকেও চৈতন্যরূপেই সম্মান করিয়া থাকেন। অথবা কোন কোন ঐকান্তিক-ভক্ত কখনও শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান রূপেই শ্রীশিবকে পূজা করেন। সেইজন্য আদি বরাহ-পুরাণে উক্ত আছে—

জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র জন্ম বৃষধ্বজ মহা-দেবকে সম্যক্ আরাধনা করিয়া সর্ব্বপাপক্ষয় হইলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করিয়া থাকে। অতএব শ্রীনৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে শ্রীনৃসিংহ ও শিবভক্তির বহুল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অনুপনীত একশত ব্রাহ্মণবালক একটী

উপনীত ব্রাহ্মণের সমান, আবার একশত ব্রাহ্মণ একটী গৃহস্থের সমান, একশত গৃহস্থ একটী বানপ্রস্থের সমান, একশত বানপ্রস্থ একটী সন্ন্যাসীর সমান, আবার একশত সন্ন্যাসী একটী রুদ্রজাপকের সমান, একশত রুদ্রজাপক একটী অথর্ব্ববেদান্তর্গত আঙ্গিরসশাখাধ্যাপকের সমান, আবার একশত অথর্ব্বাঙ্গীরস শাখাধ্যাপক একটী মন্ত্ররাজাধ্যাপকের সমান, সেস্থানে (শ্রীশ্রীনৃসিংহতাপনীতে) "মন্ত্ররাজ' শব্দে শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্রেরই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে ভজন করিলে কিন্তু মুনিবার ভৃগুশাপই উপস্থিত হইবে। ভৃগুমুনির অভিসম্পাত যথা— ৪।২।২৮—২৯শ্লোকে—

ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্।
ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিন,
ইত্যাদি।

অর্থাৎ ভৃগুমুনি শিবানুচর নন্দীশ্বরের অভিশাপ শ্রবণ করিয়া দুরতিক্রম ব্রহ্মদণ্ডরূপ প্রতিঅভিশাপ দান করিয়াছিলেন—যাহারা মহাদেবের ব্রতধারণকারী এবং যাহারা মহাদেবের ভক্তের আনুগত্য স্বীকার করিবে, তাহারা সকলে সচ্ছাস্ত্রের (বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের) প্রতিকুল পাষণ্ডী হউক্। এস্থলে "ভবব্রত" বলিতে বেদবিহিত ভবব্রতই বুঝিতে হইবে। বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রবিহিত ভবব্রতধারী স্বতঃই পাষণ্ডী। সুতরাং তাহাদিগের প্রতি পাষণ্ডী হইবার অভিশাপ প্রদান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যেহেতু বেদবিরুদ্ধ-শাস্ত্রের অনুশীলনকারী মাত্রই পাষণ্ডী। স্বতন্ত্র-ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীশিবের উপাসনাতেই ভৃগুমুনির অভিসম্পাৎ-জনিত দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ সেই প্রসঙ্গে ভৃগুমুনি শ্রীজনার্দ্দনেরই বেদমূলত্ব উল্লেখ করিয়াছেন।

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যং পূর্ব্বে চানুসংতস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দ্দনঃ॥

অর্থাৎ এই বেদবিহিত উপায়ই মানবমাত্রের সনাতন মঙ্গলময় পন্থা। পূর্ব্বে ঋষিগণ নিজ নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন, জনার্দ্দনই বেদের মূল আশ্রয়, অতএব কর্ত্তব্যতামুখেও ১।২। অধ্যায়ে "সত্ত্বং রজস্তম" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুভক্তিরই দৃঢ়তা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রীহরিবংশে শ্রীশিবই শ্রীহরিভক্তির দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

হরিরেব সদাধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠাধ্বং ধ্যাতকেশবম্॥

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণগণ! সাত্ত্বিকস্বভাব আপনাদের পক্ষে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করা কর্ত্তব্য, অতএব সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ করুন এবং কেশবকে ধ্যান করুন। অতএব শ্রীশিবভক্তির সম্বন্ধে যদি এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইল তাহা হইলে বৈষ্ণবতন্ত্রাদিতে অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার যে বিধান করা হইয়াছে, সেস্থানে বুঝিতে হইবে শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গ আবরণের সেবক বলিয়া তাহারা সকলেই অপ্রাকৃত। অথবা ভগবানের লোকসংগ্রহপর নরলীলার উপযোগী পার্ষদ-গণেরই পূজা বিধান করা হইয়াছে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীভগবান্ যখন নরজগতে আসিয়া মনুষ্যলীলা প্রকাশ করেন, তখন সাধারণ মানুষের মত তাঁহার প্রিয়-পার্ষদগণ নানা দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন এবং সেই-সকল দেবতাগণও শ্রীভগবানের মানবলীলার পরিকর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের মত শ্রীভগবৎসন্তোষার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিতে কিন্তু অন্যান্য দেবতা-গণকেও ভগবদ্‌বিভূতি বুদ্ধিতেই আরাধনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের আচরণটী ৭।১০।২২ শ্লোকে যেমন বর্ণন করিয়াছেন, ঐকান্তিক হরিভক্তের পক্ষে সেইরূপই আচরণ করা কর্ত্তব্য যথা—অনন্তর শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় প্রজাপতিগণ ও অন্যান্য দেবগণকে সুন্দররূপে পূজা করিয়া মস্তকের দ্বারা বন্দনা করিয়াছিলেন। এস্থলে মূল শ্লোকে "ভগবৎকলাঃ" এই বিশেষণ পদটী স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের উক্তিতেও সেই রূপই পাওয়া যায়। যথা—

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো॥

অর্থাৎ হে গোবিন্দ! নিখিল যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় দ্বারা তোমার পবিত্রকারিণী বিভূতি সকল আরাধনা করিব। তুমি সর্ব্বসমাধানে সমর্থ অতএব আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। এই ১০।৭২।৩ শ্লোকে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ দেবতা-ন্তরকে ভগবানের বিভূতিরূপেই অর্চ্চনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার

প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন। যথা—হে দেবি! বর্ষাকালে যেখানেই জলবর্ষণ হউক্ না কেন যেমন সমুদয় জলই সাগরে প্রবেশ করে, তেমনই যাহারা শিব গণেশ বিষ্ণু ও শক্তির পূজা করে তাহারা সকলে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রামধনের বাবা শ্যামধনের পিতা, কৃষ্ণধনের ভ্রাতা, হরিধনের পুত্র ইত্যাদি নামে একই দেবদত্ত যেমন যেমন বহুসংজ্ঞায় অভিহিত হয়, তেমনই এক আমিই ক্রীড়া ও নাম ভেদে পঞ্চপ্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকি। বস্তুতঃ সকল উপাসকের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ এই প্রকার উক্তি স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে এবং সেই স্কন্দপুরাণেরই অন্যত্র একাদশী জাগরণ প্রসঙ্গে ও শ্রীপ্রহ্লাদ সংহিতাতেও শ্রীবৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উক্তি আছে।—

ন শৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্য দেবতাভক্তো ভবেদ্ ভাগবতোপমঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্‌ভক্তের তুল্য সূর্য্য উপাসক নয়, শিব উপাসকও নয়, ব্রহ্মার উপাসকও নয় অথবা শক্তি উপাসকও নয়। অধিক কি অন্য দেবতামাত্রের ভক্তই শ্রীভগবদ্-ভক্তের তুল্য নহে। পূর্ব্বে পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বোপাসকেরই ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে—সেই সেই সূর্য্যাদি দেবগণের উপাসনাই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু নহে, কিন্তু ঐ সূর্য্যাদিদেবগণকে যদি ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই সকল উপাসনা হইতে বিশুদ্ধভক্তির আবির্ভাবের দ্বারাই হউক্ অথবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে মরণাদিপ্রভাবেই হউক্ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তাহা ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনায় শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। সূর্য্য আরাধক দেবশর্ম্মা এবং চন্দ্রশর্ম্মার প্রস্তাবে শ্রীভগবান্ শ্রীসত্যভামার নিকটে বলিয়াছেন—হে দেবি! সেই বিষ্ণুক্ষেত্রের প্রভাববলে ধার্ম্মিকপ্রবর দেবশর্ম্মা ও চন্দ্রশর্ম্মা নামে দুইটী সূর্য্যভক্ত আমাতে পরম ভক্তিলাভ করতঃ আমার পার্ষদগণকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠধামে নীত হইয়াছিল। যাবজ্জীবন সেই দুইটী মহাত্মা করিয়াছিল যে সূর্য্যপূজাদি করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের প্রতি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম—পদ্মপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে, এইস্থলে ক্ষেত্রবাস বলিতে মায়াপুরীতে বাসই বুঝিতে হইবে। সেই দেবশর্ম্মা এবং চন্দ্রশর্ম্মাই শ্রীকৃষ্ণাবতারে সত্রাজিৎ এবং অক্রুর নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পুণ্ডরীক নামে কোনও ভক্তের পিতৃসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির কথা যে উল্লেখ আছে, তাহাতেও এইরূপ সিদ্ধান্তই যোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবদন্তর্যামিত্ব-দৃষ্টিতে পিতৃসেবা করাতে শ্রীভগবানের সন্তোষ এবং ভগবৎ-সন্তোষে বিশুদ্ধ ভক্তিলাভ, পরে বিশুদ্ধ-ভক্তিতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র ভাবে দেবতান্তরের উপাসনা করিলে যে শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, সে বিষয়ে শ্রীভগবৎগীতোপনিষদে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে। যথা—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ইতি

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে সেই সেই দেবতাকে উপাসনা করে তাহারা আমাকেই উপাসনা করে। যেহেতু সেই দেবতা আমারই বিভূতিস্বরূপ অথবা অন্তর্য্যামি ভাবে সেই সেই দেবতার মধ্যে আমিই বর্ত্তমান আছি। কিন্তু যে প্রকারে আমাকে উপাসনা করিলে মোক্ষলাভ হয়, সেই উপায়ে উপাসনা করে না। অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের উপাসনা করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুর উপাসনা ভিন্ন মুক্তিলাভ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—"অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তি।" শ্রীধরস্বামিপাদও "মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা" অর্থাৎ যে উপায়ে উপাসনা করিলে মুক্তি পাওয়া যায়, সেই বিধিটী উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্চ্চন করিয়া থাকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমাকে উপাসনা না করিলে মুক্তি না পাইবার কারণ এই যে, আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং কর্ম্মফলদাতা ও কর্ম্মে প্রবৃত্তির নিয়ামক প্রভু। যথাযথ স্বরূপে আমাকে না জানাতেই সেই সেই দেবতান্তরের উপাসকগণ পরমার্থ

হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা যে যে দেবতার উপাসনা করিবে তাহারা সেই সেই দেবলোকে যাইয়া থাকে. পিতৃ-পুরুষের উপাসকগণ পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে, আর ভূতগণের উপাসনা করিয়া প্রেতলোকেই গমন করিয়া থাকে, যাঁহারা কেবল আমাকেই উপাসনা করে তাহারা আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবদ্গীতার এই সকল প্রমাণে স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের উপাসনায় যে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবৎপ্রিয়ত্বরূপেই দেবতান্তরের উপাসনা করিলে কোন কোন বিষয়ে গুণও হইয়া থাকে। অবজ্ঞা করিলে কিন্তু দোষই হইবে—এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩ অধ্যায়ে যেমন "শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্র চাপিহি" ভগবৎপ্রাতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা রাখিবে অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করিবে না। এইরূপ প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের উপদেশের মত শ্রীবিষ্ণুতে আদরবিশেষ রাখিবে কিন্তু দেবতান্তরের নিন্দা করিবে না। যেমন পদ্মপুরাণে উক্ত আছে, —হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচনঃ। সর্ব্বদেবগণের ঈশ্বর, ব্রহ্মাশিবেরও আরাধ্য শ্রীহরিকেই সর্ব্বদা আরাধনা করিবে, কিন্তু কখনও ব্রহ্মরুদ্র প্রভৃতি দেবতান্তরকে অবজ্ঞা করিবে না। গৌত-মীয় তন্ত্রেও উক্ত আছে যে—গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়ে-দন্যদেবতান্। অস্তু তাবৎ পরোধর্ম্ম পূর্ব্বধর্ম্মোহপি নশ্যতি॥ অর্থাৎ যেজন গোপালদেবকে পূজা করে কিন্তু অন্যদেবতাকে অবজ্ঞা করে, তাহার পরধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্, পূর্ব্বধর্ম্মও নষ্ট হয়। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।৮।১৭ শ্লোকে নারায়ণ-বর্ম্মে উক্ত আছে যে—ভগবান্ হয়গ্রীব পথমধ্যে দেবতা-ন্তরের অবহেলা হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এইরূপ দেবতা-ন্তরের নিন্দাজনিত প্রায়শ্চিত্ত উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু-ধর্ম্মে এই ইতিহাসটী আছে যথা—পূর্ব্বে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবদারাধন রূপ তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। তৎপর শ্রীভগবান্ ইন্দ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐরাবত-রূপী গরুড়ে আরোহণ করতঃ অম্বরীষ মহারাজের নিকটে আসিয়া "আমার নিকটে বরগ্রহণ কর" এইরূপ অনুজ্ঞা করেন। অম্বরীষ মহারাজও ইন্দ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার প্রভৃতির দ্বারা যথেষ্ট আদর করিয়াও সেই ইন্দ্রমূর্ত্তির নিকট হইতে বর চাহিলেন না; এবং বলিয়াছিলেন, যিনি আমার আরাধ্য সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাকে বর দিবেন। অন্য কেহ আমার বরদাতা হইতে পারেন না, অর্থাৎ আমি আর কাহারও নিকট বর গ্রহণ করিব না, অম্বরীষ মহারাজের এই বাক্য শ্রবণে ইন্দ্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—তোমার আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যে বর দিতেন, আমিই তোমাকে সেই বর দিব। পুনর্ব্বার এইরূপ বলা সত্ত্বেও মহারাজ অম্বরীষ বরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, ইন্দ্র-রূপী শ্রীকৃষ্ণ কোপের অভিনয় করিয়া তাহার মস্তকে বজ্র-নিক্ষেপের জন্য সমুদ্যত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেও যখন মহারাজ বর অঙ্গীকার করিলেন না, তখন ইন্দ্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ তৎকৃপেক্ষণ নামক ভক্তির গাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া তৎপ্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন এবং স্বীকৃত ইন্দ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন ও যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। যদ্যপি দেবতান্তরের নিন্দামাত্রই দোষজনক তন্মধ্যেও শ্রীশিবের অবজ্ঞা প্রভৃতি করা অত্যন্তই দোষাবহ। যেমন চতুর্থস্কন্ধে ২।৪ শ্লোকে শিবপ্রিয় নন্দীশ্বরের শিবাবমান কারীর প্রতি অভিশাপ—যে যে এই শিবনিন্দাকারী দক্ষ-প্রজাপতির অনুগত হইবে, তাহারা সকলেই জন্মমরণাদি-দুঃখসঙ্কুল সংসারদশা প্রাপ্ত হউক্। এই অভিসম্পাতটীও অতি তুচ্ছ, কারণ মহাভাগবত শ্রীশিবের নিন্দাজনিত অপরাধটী দশটী নামাপরাধের মধ্যে মুখ্য অপরাধ বলিয়া গণিত। শ্রীমহাদেব যে পরম ভাগবত এ বিষয়ে চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীধ্রুব চরিত্রে ১১।৩৩ শ্লোকে "হেলনং গিরিশ-ভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্।" অর্থাৎ হে বৎস্য! তুমি মহাদেবের ভ্রাতা (সখা) কুবেরের প্রচুরতর অবজ্ঞা করিয়াছ; যেহেতু ভ্রাতৃহত্যাকারী বোধে বহুল যক্ষগণকে বিনাশ করিয়াছ। স্বায়ম্ভুবমনু-কথিত এই রীতি অনুসারে নিশ্চয় যে শ্রীমহা-দেবের সখা বলিয়া কুবেরের নিকট অপরাধও বৈষ্ণবাপরাধ মধ্যে গণনা করিয়াই ভগবদ্ভক্তস্বভাবসমুচিত সর্ব্ববিষয়ক বিনয় এবং পুনঃ পুনঃবার ভক্তিলাভে অভিলাষী হইয়া শ্রীধ্রুবমহাশয়ও কুবেরের নিকট হইতে ভগবদ্ভক্তি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—এইরূপ চতুর্থ স্কন্ধের অভি প্রায়। এস্থানের উদ্দেশ্য এই যে—মহাভাগবতোত্তম শ্রীমহাদেবের সহিত কুবেরের বন্ধুত্ব-জন্য তাঁহারও

ভাগবতত্ব স্বীকার করিয়াই তাহার নিকটে কৃত অপরাধ বৈষ্ণবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই কুবেরের নিকটে শ্রীধ্রুব মহাশয় অত্যন্ত বিনীত-ভাবে পুনঃপুনঃবার ভক্তিভরে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবানের উক্তি আছে যে—যেজন একান্ত-ভাবে আমাকে নিত্য অর্চ্চন করে, অথচ মহাদেবকে নিন্দা করে, সেজন নিশ্চয়ই নরকগামী হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতু-চরিত্রেও সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেব সাধারণ প্রাণী মাত্রেরই অবমান করা অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি সাধারণ-প্রাণীর নিন্দামাত্রই এত দোষাবহ হয়, তবে মহাভাগবতোত্তম শ্রীশিবের নিন্দা যে কত দোষাবহ তাহা বর্ণনাতীত। ৩।২৯।২১ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি যথা—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্য কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥"

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা অবস্থিত আছি; সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে মানুষ আমার প্রতিমাতে অর্চ্চনা করে সেই মানুষ আমার প্রতি অবজ্ঞাই করিয়া থাকে। এস্থানে "ভূতেষু" বলিতে বক্ষ্যমান রীতি অনুসারে অপ্রাণি-জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানেই যাহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন সেই পর্য্যন্ত জীবকেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অপ্রাণি-জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানের ঐকান্তিক-ভক্তমধ্যে কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে আমাকেই অবজ্ঞা করা হয়, কারণ ঐ সমুদয় জীব-মধ্যেই অন্তর্য্যামী ভাবে আমি বিদ্যমান আছি। অতএব সেই সকলের প্রতি অবজ্ঞা করিলে সেই সেই দেহে অন্তর্য্যামীরূপে বিদ্যমান আমারই অবজ্ঞা করা হয়, সেইরূপ অবজ্ঞা করিয়া যেজন আমার প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সেজন আমার প্রতিমার অবজ্ঞাই করিয়া থাকে। যেহেতু ৩।২৯।২২ শ্লোকে শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

যেজন সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমাতে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধির অভাব জন্য শিলাময়ী বা কাষ্ঠময়ী প্রতিমাবুদ্ধি পোষণ করে, সেই মুর্খতা দোষে তাহার ভস্মতেই আহুতি দেওয়া হয়, এস্থানের অভি-প্রায় এই যে—সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে বিদ্যমান পরমেশ্বর আমার সহিত প্রতিমার একত্র ভাবনা না করিয়া যেজন আমার প্রতিমা ভজন করে, সেজন তত্ত্বানভিজ্ঞতা-দোষে কেবল লোকরীতিদৃষ্টিতে সেই প্রতিমাতে জলাদি অর্পণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ সেই প্রতিমাসেবকের হৃদয়ে যিনি সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামী রূপে বিদ্যমান আছেন, তিনিই প্রতিমা-রূপে আমার গৃহে অবস্থিত এইরূপ বুদ্ধির অভাব জন্য সর্ব্ব-ভূতকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যেমন অগ্নিপুরাণে শ্রীদশরথ-মহারাজ মৃগভ্রান্তিতে যখন অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে মারিয়াছিলেন, তখন সেই তপস্বীপ্রবর অন্ধমুনির বিলাপ-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া।
কিং ময়া পথিদৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ,
যেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশ ইতি।

অর্থাৎ আমি কখনও কি শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম? কিম্বা পথমধ্যে ভগবদ্ভক্তসমুচিত হরি-নামাক্ষর শঙ্খচক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিতদেহ বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া আমি কখনও কি মনে অনাদর করিয়াছিলাম? যে কর্ম্ম-ফলে আমার এই প্রকার পুত্রশোক উপস্থিত হইল। শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে যে—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ
শুদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তাদিতর-সমধীর্যস্য বৈ নারকীঃ সঃ।

অর্থাৎ যে জন শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি; শ্রীভগ-বন্মন্ত্রোপদেষ্টা ও ভজনশিক্ষাদাতা শ্রীগুরুবর্গে সাধারণ-নরবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি. বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবগণের কলি-মলমথনকারী চরণামৃতে সাধারণ-জলবুদ্ধি, পরম পবিত্র সকল-পাপহারী ভগবন্নাম ও মন্ত্রে সাধারণ-শব্দবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরগণ-আরাধ্যপদারবিন্দ শ্রীবিষ্ণুতে দেবতাসামান্যবুদ্ধি করে, সে জন নিশ্চয়ই নারকী; এতাদৃশ মুর্খেরই ভগবৎপ্রতিমাতে ভগবদ্দৃষ্টি না থাকাতে সর্ব্বভূতে অবজ্ঞা করা সম্ভব হয়। অতএব সর্ব্বভূতাবজ্ঞা-দোষে যেমন কেহ ভস্মেতে আহুতি

প্রদান করিলে, সেই আহুতির জন্য কোনই ফললাভ হয় না, তেমনি শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাবিহীন জনের শ্রীভগবৎপ্রতিমাপূজাতেও ফললাভ হয় না। শ্রীভগবদ্গীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ে উক্ত—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহরজস্তমঃ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে উপাসনা করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ইত্যাদি প্রমাণে উক্ত রীতিতে লোকপরম্পরানুসারে যদি প্রতিমা-পূজনে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কিন্তু কনিষ্ঠ-ভাগবত-লক্ষণে পর্য্যবসিত হইবে যেহেতু—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যৎ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যেজন শ্রীহরিসন্তোষার্থে শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে প্রতিমাতেই পূজা করেন, অথচ ভগবদ্ভক্তগণে কিম্বা সাধারণ জীব-সমূহে সম্মান বা আদর-বুদ্ধি করেন না, সেই ভক্ত প্রাকৃত; অর্থাৎ এখনই মাত্র ভক্তসমুচিত স্বভাবের প্রারম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২ অধ্যায়ে এইরূপ উক্তিতে লৌকিকী-শ্রদ্ধাযুক্ত ভগবৎপ্রতিমাসেবককে কনিষ্ঠ ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থানে "শ্রদ্ধা" শব্দে লৌকিকী-শ্রদ্ধাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য-অবধারণ-জনিত শ্রদ্ধা থাকিলে ভগবদ্ভক্তে ও সর্ব্বভূতে অবশ্যই তাহার আদর-বুদ্ধি থাকিত, এই কনিষ্ঠ ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ ভাগবতও কালে মহাভাগবত হইবেন। যদ্যপি যথাকথঞ্চিৎ ভজনেও অবশ্য ফললাভ হইয়া থাকে, তথাপি সর্ব্বভূতে আদরবুদ্ধি না থাকিলে সত্বর ফললাভ হইবে না—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স হৃদে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ॥

এই ৩।২৯।২৫ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবই বলিয়া-ছেন—যতদিন পর্য্যন্ত নিজহৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামী-রূপে অবস্থিত পরমেশ্বর আমাকে অনুভব করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত নিজ বর্ণাশ্রম-উচিত ধর্ম্মের অবরোধে প্রতিমা-তেই আমাকে অর্চ্চন করিবে। এই উক্তিতে প্রতিমা-পূজার সাফল্য বলা হইবে; অবজ্ঞামাত্রই যদি এতাদৃশ দোষাবহ, তাহা হইলে, সর্ব্বভূতে দ্বেষভাব যে কত দোষের তাহা বলাই বাহুল্য। ৩।২৯।২৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি যথা—

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

অর্থাৎ যেজন সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে একমাত্র আমিই বিদ্যমান আছি এইরূপ একত্বদৃষ্টি না থাকাতে অভিমানী হইয়া প্রাণীগণের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে, তাহার মন কখনও শান্তিলাভ করিতে পারেনা। এই উক্তির অনুরূপ মহাভারতেও—

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষিকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি॥

অর্থাৎ পুত্রের প্রতি করুণ পিতার মত যে ব্যক্তি কোন কাহাকেও উদ্বেগ দেয় না, সেই পবিত্রহৃদয় ভক্তের প্রতি ভগবান্ হৃষিকেশ অতি সত্বর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই প্রমাণে ভূতোদ্বেগদায়ী ভক্তের প্রতি ভগবান্ যে সত্বর প্রসন্ন হয়েন না, তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। ৩।২৯।২৪শ্লোকেশ্রীকপিল-দেব আরও বলিয়াছেন—অয়ি পবিত্র স্নেহময়ি জননি! প্রচুরতর-গুণসম্পন্ন রাশি রাশি দ্রব্যে অনুষ্ঠিত ক্রিয়ায় প্রতিমাতে অর্চ্চিত হইয়াও প্রাণীমাত্রের নিন্দাকারীর প্রতি আমি কিছুতেই সুপ্রসন্ন হই না। এই নিন্দাকে দ্বেষের মতই বুঝিতে হইবে। অথবা—"ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ। যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পরুষেশবঃ"॥ অর্থাৎ মর্ম্ম-ভেদী রাশি রাশি বাণে বিদ্ধ হইয়াও মানুষ তেমন সন্তপ্ত হয় না দুষ্টজনের মর্ম্মবিদারক রুক্ষ-বাক্যরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া যেমন সন্তপ্ত হয়। এই ১১।২৩।৩ শ্লোকের ভগবদুক্তি-অনুসারে দ্বেষ হইতেও নিন্দার দুঃখাধিক্য বলিয়াই শ্রীকপিল-দেবের উক্তিতে দ্বেষের কথা উল্লেখের পর নিন্দার প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় ক্রমভঙ্গ-দোষ ঘটে নাই। যেহেতু দ্বেষ হইতেও নিন্দা অত্যন্ত দুঃখদায়ী; এস্থলের অভিপ্রায় এই যে—সর্ব্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকাতে ভক্তিতে অশ্রদ্ধাবান জনের পক্ষে সর্ব্বভূতে আদরশূন্য হইয়া শ্রীভগবৎপ্রতিমা-পূজাতে দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনন্তর ভক্তিতে শ্রদ্ধার আবির্ভাবের হেতুরূপ সর্ব্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধির কারণরূপে স্বধর্ম্মযুক্ত হইয়া শ্রীভগবৎপ্রতিমা অর্চ্চনাকেই উপদেশ

করিবার জন্য সর্ব্বভূতে অনাদর বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও "শ্রীভগবৎ-প্রতিমা অর্চ্চনেরই অব্যর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎপ্রতিমা পূজা করিতে করিতে ক্রমে ভক্তিতে শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বত্র শ্রীভগবৎসত্তার উপলব্ধি করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে—"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ; এস্থানে ভক্তিতে অজাতশ্রদ্ধ ভক্তের শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার নাই বলিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-আচার সম্বলিত হইয়া প্রতিমা অর্চ্চনের উপদেশ করিয়াছেন। এই অভি-প্রায়ে যেজন আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ এবং সর্ব্বকর্ম্মানু-ষ্ঠানে দোষদৃষ্টিতে অলংপ্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে, অথচ নিখিল বিষয়ভোগ দুঃখাত্মক-রূপে জানা সত্ত্বেও ত্যাগে অসমর্থ, এই প্রকার অবস্থা লাভ করার পর প্রীতিযুক্ত-মানসে শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া একমাত্র আমাকেই ভজন করিবে। এই ১১।২০।২৭ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ প্রতিপাদন করিবেন।

অতএব সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধির পর শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত স্বধর্ম্ম-আচার-যুক্ত হইয়া প্রতিমা অর্চ্চন করিবে না, কিন্তু বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনাদি ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠান করিবে ; ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে এই প্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে।—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

অর্থাৎ ভক্তি-সাধকের যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, এবং জ্ঞানীর যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক-পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা না আসিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই কর্ম্ম করিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র ১১।২০।৯ শ্লোকে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রতিমাপূজা ত্যাগ করিবে না—

প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ অথবা মস্তকচ্ছেদন পর্য্যন্ত অঙ্গী-কার করিবে, তথাপি প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত জীবন আছে, ততদিন পূজা করিবে। এই হয়শীর্ষা পঞ্চরাত্রে উক্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, প্রতিমাপূজা কখনও পরিত্যাগ করিতে নাই। অনন্তর স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিমাপূজা করিয়াও সর্ব্বভূতে দয়ার উদয় না হইলে, সেই পূজাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ভগবান্ কপিলদেব ৩।২৯।২৬ শ্লোকে ইহাই বলিয়াছেন ; যথা—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

যেজন নিজের ও পরের উদরভেদে ভেদদৃষ্টি করে, কিন্তু সর্ব্বভূতে আমি বিদ্যমান আছি এইরূপ দৃষ্টিতে আত্মসম দেখেনা, সেইজন্য অন্যকে ক্ষুধার্ত্ত বা পিপাসু দেখিয়াও কেবল নিজের উদর প্রভৃতিকেই পোষণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অপরকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়াও আহার না দিয়া কেবল নিজের উদরভরণ করে, সেই ভিন্নদৃষ্টি মানবের প্রতি আমি মৃত্যু-মূর্ত্তিতে জন্মমরণস্বভাব সংসার বিধান করিয়া থাকি। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উপদেশ যথা—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্চ্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

অতএব অন্তর্য্যামী ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে যথাযুক্ত যথাশক্তি দানে, এবং দানে অসমর্থ হইলে কেবল সম্মানে মিত্রভাবে অভিন্ন দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রাণীর সম্মান করিবে। এস্থলে মূলশ্লোকে 'অথ' শব্দটী হেত্বর্থবাচী, এই প্রকার ঋষিগণের প্রতি বৈকুণ্ঠদেবেরও উক্তি যথা—

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া।
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা॥ ইত্যাদি

ঘোরতর পাপে নষ্টদৃষ্টি সর্পতুল্য কোপনস্বভাব যাহারা আমার অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে এবং বিষ্ণুমূর্ত্তি সূর্য্য হইতে সমুৎপন্ন ধেনুগণকে ও নিরাশ্রয় প্রাণীবৃন্দকে ভেদ-বুদ্ধিতে দেখিয়া থাকে, তাহাদিগকে পাপীগণের দণ্ডকর্ত্তা যমের গৃধ্রতুল্য কিঙ্করগণ ক্রোধাবেশে চঞ্চুদ্বারা ভীষণ আঘাত করিয়া থাকে। ইত্যাদি প্রমাণে ভগবদধিষ্ঠানবোধে গো ব্রাহ্মণ নিরাশ্রয় প্রাণীমাত্রের অনাদরকারীর গুরুতর অপরাধ-জনিত যমদণ্ডের কথা বর্ণিত হইয়াছে ; অথবা ভগবান্ কপিলদেবকর্ত্তৃক কথিত—"মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা" এইস্থানে ভিন্ন চক্ষুতে সম্মান করিবে। অর্থাৎ অন্যত্র, যেভাবে দৃষ্টি করা হয়, তাহা হইতে অতিবিলক্ষণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ সম্মান-

জনক দৃষ্টিতে পূজা করিবে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। সেস্থানে সকল প্রাণীর সম্বন্ধে সাধারণভাবে অর্চ্চনের উপদেশ থাকিলেও সেই প্রাণীগণের মধ্যেও যাহার যেরূপ বৈশিষ্ট্য আছে ভগবান্ কপিলদেব তাহাই দেখাইতেছেন—

জীবাঃ শ্রেষ্ঠাহ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ।
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ।
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মনঃ
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ ৩।২৯।২৮—৩৪

অর্থাৎ অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন পদার্থ, তাহা হইতে বোধশক্তিযুক্ত, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত, তাহার মধ্যে স্পর্শবেদী, তাহা হইতে রসজ্ঞ, তাহা হইতে শব্দজ্ঞ, তাহা হইতে রূপভেদজ্ঞ, তাহা হইতে মুখের নিম্ন ও উর্দ্ধে দন্তশালী, তাহার মধ্যে বহুপদ, তাহার হইতে চতুষ্পদ, তাহা হইতে দ্বিপাৎ (মনুষ্য), তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এই চারিটী বর্ণ শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যেও বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞ হইতেও বেদতাৎপর্য্যাভিজ্ঞ অধিক শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতেও সংশয়চ্ছেত্তা, তাহা হইতে স্বধর্ম্ম-আচরণশীল শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে নিষ্কামভাবে ধর্ম্ম-আচরণকারী শ্রেষ্ঠ তাহা হইতেও যেজন জ্ঞানাদি সাধনের প্রতি আদর না রাখিয় অশেষ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল আমাতে অর্পণ করেন, সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ। হে মঙ্গলমূর্ত্তিজননি! যে জন আমাতে সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া নিজ দেহের ভরণপোষনাদি-জন্য কোন চিন্তা না রাখিয়া সর্ব্বদা আপনাকে ভগবদধীন-ভাবনায় অন্য কোনও কর্ম্ম না করিয়া একমাত্র ভগবান্ যে আমি,সেই আমাকেই ভক্তি করে এবং সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠান-বোধে নিজের মত হিতকামনা করেন, সেই ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ-প্রাণী কাহাকেও দেখি না।

এই প্রমাণে দেহধারী জীবগণের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ-অনুসারে উত্তম কনিষ্ঠাদি ভেদ প্রদর্শন করানই ভগবান্ কপিলদেবের অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায়ের মর্ম্ম এই যে—সকল প্রাণী হইতে আমার ভক্তগণের প্রতি বহুল আদর করা অবশ্যকর্ত্তব্য। অন্য সাধারণ প্রাণীর প্রতি যথাযোগ্য যথাশক্তি আদর করিবে। সেই প্রকার ভাবেই ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

ঈশ্বর ভগবান্ সর্ব্বভূতে জীবনিয়ামকরূপে প্রবিষ্ট আছেন, এইরূপ মানস-সঙ্কল্পে এই সমুদায় প্রাণীকে বহু-সম্মানপূর্ব্বক মান প্রদান করিবে। তাহা হইলে এস্থলে একটি বিষয় বুঝিবার এই যে—প্রথম উপাসনায় প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে সর্ব্বভূতের প্রতি আদর রাখিতে হইবে, এইরূপ বিধি করা হইয়াছে, সাধুশাস্ত্রে গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের পক্ষে কিন্তু সর্ব্বত্র ভগবদ্বৈভবস্ফূর্ত্তি হওয়ায় স্বতঃই সর্ব্ব-ভূতাদর হইয়া থাকে ; স্কন্দপুরাণে ব্যাধের প্রতি পর্ব্বত মুনির উক্তি যথা—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসা প্রভৃতি গুণ কিছু আশ্চর্য্য নহে ; যেহেতু যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাহারা পরকে উদ্বেগ দেয় না। এই প্রমাণে হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত ব্যাধের সর্ব্বত্র ভগবদ্বিভূতি-স্ফূর্ত্তি দেখান হইল। বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ-বন্ধুত্বাদিভাবে সাধকগণেরও অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অনুসন্ধান না করিয়া কেবল "মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি" এই জাতীয় বিশুদ্ধভাব-প্রাপ্তির জন্য সাধন করিতেছেন, তাহাদেরও বন্ধুভাবে নিত্য-সিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসী প্রভৃতির অনুসরণ থাকাতে এবং সর্ব্বত্র বন্ধুভাবসমুচিত ভগবদ্গুণের অনুসরণজন্যও সর্ব্বজীবে সর্ব্বত্র প্রিয়তাবুদ্ধি স্বভাবতই উদিত হইয়া থাকে। যাহা-দের শ্রীভগবানে ভাব অর্থাৎ রতির উদয় হইয়াছে, তাহা-দিগের অহিংসা ও উপরতি কিন্তু নিজেরই অসাধারণ-

স্বভাব। যেমন ১।১৮।২২ শ্লোকে শ্রীসূত মহাশয়ের উক্তি—

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা-
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নো হিংসোপরমঃ স্বধর্ম্মঃ॥

যে শ্রীভগবানে অনুরক্ত সাধুসকল দেহাদিতে কৃত আসক্তি ত্যাগ করিয়া অন্ত্যপারমহংস্য-পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ জ্ঞানী ও ভাগবতভেদে পরমহংসপদবী দুই-প্রকার। তন্মধ্যে ভগবানে অনুরক্ত সাধুগণ "অন্ত্য ভাগবত-পরমহংস্য" পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন। যে পদবীতে আরোহণ করিলে স্বভাবসিদ্ধ অহিংসা ও উপশমটি উদিত হইয়া থাকে। এই প্রমাণে ভগবানে জাতরতি ভক্তগণের অহিংসা এবং উপরতিটি যে স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম তাহাই দেখানো হইল। পরমসিদ্ধ মহাভাগবতগণেরও—"সর্ব্বভূতেষু য পশ্যেদ্ভ-গবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ যেজন, চেতন অচেতন সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্ট ভগবানের সত্তা অনুভব করেন এবং সর্ব্বভূতকে ভগবদাশ্রিত-রূপে উপলব্ধি করেন। তৃতীয়তঃ নিজের অভীষ্ট ভগবানের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি মধ্যে যে কোনও ভাব থাকুক্ না কেন, সেই ভাবের সত্তা চেতন অচেতন সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীহরি নামে যোগীন্দ্রের উক্তি অনুসারে সর্ব্বভূতে ভগবৎসত্তাদি অনুভব করেন বলিয়া হিংসাদিদৃষ্টির স্বতঃই অভাব ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে সাধক-ভক্তগণের কিন্তু "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" অর্থাৎ বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ ভূজ উপশাখা সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এই ৪।৩১।১৩ শ্লোকে শ্রীনারদের উক্তি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাতে নিখিল দেবগণের উপাসনা হইয়া থাকে। অতএব সেই শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন দেবতান্তরের উপাসনা-করিবার উপদেশ পুনরুক্তি-দোষের মত প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করি-লেই যখন যখন সকল দেবতার উপাসনা হয়, তখন অন্য-দেবতার উপাসনা করিবার কি প্রয়োজন? তাহাতেই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—কেবল স্বতন্ত্র ঈশ্বরদৃষ্টিতে পৃথকরূপে দেবতান্তরের উপাসনাই ভক্তিসাধকের পক্ষে দোষাবহ বলিয়া অকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই প্রক-রণে কিন্তু সেই সেই ব্রহ্মাদি প্রাণীবৃন্দে শ্রীভগবানেরই উপাসনার বিধি করা হইয়াছে। সর্ব্বভূতকে অবশ্যই আদর করিতে হইবে—এটিও ভগবৎসম্বন্ধেই সম্পন্ন হইতে পারে; ভগবদ্দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতে আদর করিলে অতি সত্বর অন্যত্র রাগ, দ্বেষ নিবৃত্তি হইবে। এই অভিপ্রায়ে ভগবদ্দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতে আদরের উপদেশ করিয়াছেন।

অতএব কেবল ভূতগণের প্রতি অনুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবদর্চ্চন পরিত্যাগ করাতে শ্রীভরতমহাশয়ের ভগবদ্ভক্তির বিঘ্নই উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য যাঁহারা বলেন—জীবে দয়া করাই মুখ্য ভগবদ্ভক্তি, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ পূজা মুখ্য ভগবদ্ভক্তি নহে, ভরত মহাশয়ের দৃষ্টান্তে সেই মতটি নিরস্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের নির্গুণ-ভক্তিলাভের উপায়রূপে সর্ব্বভূতে অনাদরকারীর দোষ উল্লেখের অব্যবহিত পূর্ব্বে "ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ" সেই নির্গুণ ভক্তিযোগটি লাভ করিবার হেতুরূপ নিষ্কামভাবে সম্যগ্-অনুষ্ঠিত-স্বধর্ম্মে এবং প্রবলতর শ্রদ্ধার সহিত নিত্য অনুষ্ঠিত অতিশয় হিংসাশূন্য নিষ্কামক্রিয়াযোগে আমার শ্রীমূর্ত্তি-উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা উল্লেখ করিয়া-ছেন। সেই উক্তিতে "নাতিহিংস্রেন। অর্থাৎ অতিশয় হিংসা না করিয়া নারদ পঞ্চরাত্রাদির বিধি অনুসারে অর্চ্চনাদি-লক্ষণা ক্রিয়াযোগের "পত্র-পুষ্প-অবচয়ন রূপ" কিছু হিংসারও বিধান করা হইয়াছে। যেহেতু "অতিশয় হিংসা করিবে না" এইরূপ উল্লেখ থাকায় কিছু হিংসা করিবে এই-রূপ সম্মতিই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হিংসাটি নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য না করিয়া ভগবদ্ভক্তি-রক্ষার অনুকুলে যতটুকু হিংসা করা প্রয়োজন, ততটুকু পরিমাণে সাত্ত্বিকী হিংসায় কোন দোষ হইতে পারে না। প্রত্যুত ভক্তি-অঙ্গ-পোষণ-জন্য গুণই হইয়া থাকে। ভক্তির অনুকুলে সাত্তিকী উদ্ভিজ্জ-জাতির হিংসা না করিলে, শ্রীবিগ্রহসেবা পূজাদি ভক্তিঅঙ্গ-অনুষ্ঠানই হইতে পারে না। অতএব অন্যভূতের অনাদর করিবে না—ভগবদধিষ্ঠান-দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতে আদরই করিবে, ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উপদেশের মর্ম্মার্থ এইরূপই বুঝিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের উপাসনাকে কিন্তু

ধিক্কারই করা হইয়াছে, অতএব "অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ-কামম্" এই শ্লোকের ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দরই করা হইয়াছে। ৬।৭ অধ্যায়ে দেবগণ শ্রীমান্ আদিপুরুষকে এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১০৬ ॥

তথা—কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্ত-প্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ১০৭ ॥

সুহৃদো হিতকারিস্বভাবাত্তত্রাপি কৃতজ্ঞাদুপকারাভাবেঽপি বহুমন্তানাৎ যো ভজতো ভজমানায় সর্ব্বান্ কামানভীষ্টানভি সর্ব্বতোভাবেন দদাতি। তত্র সুহৃদঃ সুহৃদে সপ্রীতয়ে ত্বাত্মানমপি দদাতি। ন চ সর্ব্বতোভাবেন দানে তাদৃশেভ্যো বহুভ্যো দানে বা সমাবেশাভাবঃ স্যাদিত্যাহ, উপচয়েতি ॥ ১০।১৮ ॥ অক্রূরঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০৭ ॥

শ্রীঅক্রূর মহাশয় নিজ গৃহে অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া যথোচিত পূজাদিকরতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! কোন্ পণ্ডিতজন ভক্তপ্রিয় সত্যবাক্ সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ তোমাকে ছাড়িয়া দেবতান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে! যেহেতু তুমি নিজ ভজনকারী সুহৃজ্জনকে তাহাদের অভিলষিত সর্ব্ব ভোগ দান করিয়াও সেইদানে নিজে পরিতৃপ্ত না হওয়ায় আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাক; অথচ অনন্ত ভক্তে সেই আত্মদান করাতেও যে তোমার কোন উপচয় বা অপচয় ঘটে না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১০৭ ॥

শ্রীগোস্বামিপাদকৃত শ্লোক-ব্যাখ্যা যথা—"সুহৃৎ হিতকারী স্বভাব। তন্মধ্যেও কৃতজ্ঞ—উপকারের আভাবেও বহুমননকারী। যিনি ভজনকারীজনের সর্ব্ব অভীষ্ট বিষয় সর্ব্বতোভাবে দান করেন। তন্মধ্যেও নিজের সুপ্রীতিলাভের জন্য কিন্তু আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে "সুহৃদঃ" এই ষষ্ঠী বিভক্তিটি "সুহৃদে" এই চতুর্থী বিভক্তির স্থানে আর্ষ-প্রয়োগ হইয়াছে। সর্ব্বতোভাবে ভোগদানে ও আত্মদানে সম্যগ্ আবেশের কোনই অভাব ঘটে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তাঁহার উপচয় ও অপচয় নাই। অর্থাৎ বহুল ভক্ত একই শ্রীভগবান্কে ভজিতেছেন, ভগবান্ একই সময়ে সকল ভক্তগণের নিকটে উদিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তকেই সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও আত্মদান সর্ব্বতোভাবে করাতে একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে—ভগবান্ হইলেন এক, ভক্ত হইলেন বহু; কি প্রকারে ভগবান্ প্রতি ভক্তে আবেশ রক্ষা করিতে পারেন? এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগদানে ও আত্মদানে সমর্থ হইতে পারেন? তাহার উত্তর শ্রীভগবান্ অব্যয়-অখণ্ডতত্ত্ব-স্বরূপ বলিয়াই সর্ব্ব সমাধানে সমর্থ ও সর্ব্ব স্বদানেও তাহার কিছু ক্ষতি হয় না। ১০।৪৮। অক্রূর শ্রীভগবান্কে বলিয়াছেন ॥১০৭॥

তদভক্তমাত্রানাদরেণাহ—যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র। নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ১০৮ ॥

যত্র যস্যাং ভগবদ্ধর্ম্মপর্য্যন্তো ধর্ম্মো ভবতি ভগবৎ-পর্য্যন্তস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। তাং প্রাপ্তা অপি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং জ্ঞানানাঞ্চ মূলং যে ভগবত আরাধনং ন বিতরন্তি ন কুর্ব্বন্তি। তদুক্তম্—বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ইত্যাদি। তথা চ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে—প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্। যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিত-শ্চিরম্। অশীতিচতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু। ভ্রমদ্ভি পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্ম পর্য্যয়াৎ। তদপ্য-ফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্। বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়মিতি ॥ ৩।১৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীব্রহ্মা ৩।১৫।২৪ শ্লোকে দেবগণের নিকট শ্রীভগবানের অভক্তমাত্রের অনাদর দ্বারাও ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব বলিয়াছেন। যাহারা আমাদেরও অত্যন্ত প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এই শ্রীভগবানের আরাধনা করেনা, তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহার সুবিস্তৃত মায়ার সম্যক্ বিমোহিত সেই ভগবদভজনকারী মানবের জন্য আমাদের বড়ই শোক হয়, যেহেতু এই মনুষ্যজনমটি ধর্ম্মসহিত তত্ত্বজ্ঞানের সাধক। ইতি শ্লোকার্থ ॥১০৮॥

এই শ্লোকের গোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা—যে মনুষ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবদ্ধর্ম্মপর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়, এবং ভগবৎপর্যন্ত তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হয়। সেই মনুষ্য-জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের এবং সমুদায় জ্ঞানলাভের মূল ভগবানের আরাধনা না করে তাহা হইলে সেই সকল অভক্তজনের দুর্দ্দশাদর্শনে আমাদের অত্যন্ত খেদ উপস্থিত হয়। শ্রীশৌনকমুনির ২.৩।২০ শ্লোকে খেদোক্তি যথা—"যে মানবের দুইটী কর্ণরন্ধ্র ভগবানের প্রভাবময় চরিত্র শ্রবণ করে না, সেই দুইটি কর্ণ গর্ত্ততুল্য। যাহার জিহ্বা শ্রীভগবদ্‌গুণগাথা গান করে না, সেই জিহ্বা দুষ্ট-ভেকজিহ্বার তুল্য। ইত্যাদি বাক্যে ভগবদভজনকারীর নিন্দা বহুল প্রকাশ করা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও এইরূপ ভগবদভজনকারীর প্রতি আক্ষেপোক্তির কথা পাওয়া যায়। যাহারা দেবগণেরও অভিলষিত দুর্ল্লভতর মনুষ্যজনম পাইয়া শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রয় না করে, তাহারা অনাদিকাল আত্মবঞ্চক। চতুরশীতিলক্ষ জীবযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যজনম লাভ করিয়া আত্মাভিমানী ক্ষুদ্রচেতা মানবের গোবিন্দচরণযুগল আশ্রয় না করাতে সেই দুর্ল্লভ মনুষ্যজনম বিফলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।১৫ ॥১০৮॥

তথা—যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১০৯ ॥

অকিঞ্চনা নিষ্কামা গুণৈঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ সর্ব্বে শিবব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সম্যগাসতে ॥ ৫।১৮ ॥ ভদ্রশ্রবসঃ শ্রীহয়শীর্ষম্ ॥ ১০৯ ॥

সেই প্রকার অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব ৫।১৮।৩২ শ্লোকের ভদ্রশ্রবাবংশধরগণ শ্রীহয়শীর্ষা নামে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "হে প্রভো! মানসশুদ্ধি হইলে হরিতে ভক্তির উদয় হয় তৎপরে শ্রীভগবানের প্রসন্নতায় সকল দেবগণও ধর্ম্মজ্ঞানাদি সকল গুণের সহিত সেই ভক্তি নিত্যবাস করিয়া থাকে।

যেজন গৃহাদিতে আসক্ত তাহার পক্ষে শ্রীভগবানে ভক্তি হওয়া অসম্ভব। যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি হওয়াই অসম্ভব, তাহার কেমন করিয়া মহাপুরুষগণের গুণ যে জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি—তাহা কিরূপে লাভ হইতে পারে? যেহেতু সেজন অসৎ বিষয়সুখভোগসঙ্কল্পের ভগবদ্বহির্ম্মুখ পথে ধাবিত হইতেছে। ইতি শ্লোকার্থঃ ॥১০৯।

মূল শ্লোকের শ্রীগোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা—আকিঞ্চন নিষ্কামা। গুণ ও বৈরাগ্য প্রভৃতির সহিত শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেই ভক্তে নিত্যবাস করিয়া থাকেন। ৫।১৮ ॥১০৯॥

অতএব তন্মার্গসিদ্ধমুনীনামপ্যনাদরঃ—অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবাহতার্থরচনা মুনয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১১০ ॥

অহ্নি আপৃতেত্যাদিস্বভাবা যুষ্মদ্ভজনবিমুখাঃ চেৎ সংসারিনো ভবন্তি। কিং বহুনা তত্তন্মার্গসিদ্ধা মুনয়োঽপি যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখাশ্চেৎ ইহ জগতি তদ্বদেব সংসরন্তি। অথবা মুনয়োঽপি তদ্বিমুখাশ্চেত্তর্হি সংসরন্ত্যেব। কথম্ভূতাঃ সন্তঃ সংসরন্তীত্যত্রাহ, অহ্ন্যাপৃতেত্যাদি। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদমিত্যাদেঃ। অত উক্তং শ্রীধর্ম্মেণ—ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ। ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ। স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ। গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে। এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃত ইত্যাদি। এতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকা বিজানীমঃ নতু স্বস্মৃত্যাদিষু প্রায়েণোপদিশাম ইত্যর্থঃ। অতঃ গুহ্যমপ্রকাশ্যং দুর্ব্বোধমন্যৈস্তথা গৃহিতুমশক্যঞ্চ। গুহ্যত্বে হেতুঃ যজ্‌জ্ঞাত্বেতি। অতএব বক্ষ্যতে—প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়মিত্যাদি। মহাজনো দ্বাদশেভ্যস্তদনুগৃহীতসংপ্রদায়িভ্যশ্চান্যো মহাগুণযুক্তোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ

সাধূক্তমত্ত্বাপৃতার্ত্তেত্যাদি ॥ ৩।৭ ॥ ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্ ॥১১০॥

অতএব জ্ঞানাদি-মার্গে সিদ্ধমুনিগণও যদি ভক্তিবিমুখ হয়েন, তখা হইলে সেই মুনিগণের প্রতিও অনাদর প্রকাশ করিয়া ৩।৭।১০ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন — হে প্রভো! ভক্তিহীন অবিবেকীজনের সংসারদুঃখ ত নিবৃত্তি হয়ই না, বিবেকীজনও যদি তোমাকে ভক্তি না করে, তাহা হইলে সেই দোষে অনিবার্য্য সংসারদুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ঋষিগন তুমি ও তোমার ভক্তগণের কথা হইতে বিমুখচিত্ত, তাহারা দিবাভাগে নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, এবং উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ক্লিষ্ট করিয়া থাকে। রজনীযোগে নিদ্রা করিয়াও নানা সঙ্কল্পাত্মক চিত্তের বিক্ষেপে ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, অতএব দিবা ও রজনীর মধ্যে কোন সময়েই ঐন্দ্রিয়ক সুখলব লাভ করিতে পারে না। দুরদৃষ্টবশতঃ অর্থলাভের জন্য কৃত উদ্যমও বিফল হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ। ১১০॥

শ্রীগোস্বামীপাদ কৃত ব্যাখ্যা— দিবসে নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা এবং উপাবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে ক্লিষ্ট করাই যাহাদের স্বভাব, হে ভগবন্! সেই সকল ঋষিগন যদি তোমার এবং তোমার ভক্তগণের ভজন বিমুখ হয়, তবে তাঁহারা সংসার দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অধিক কি বলিব সেই সেই সাধন মার্গে সিদ্ধমুনিগণও যদি তোমার প্রসঙ্গ বিমুখ হয়, তাহা হইলে জগতের সাধারণ জীবের মত সংসার দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অথবা মুনীশ্বরগণও যদি তোমার প্রসঙ্গ বিমুখ হয়, তাহা হইলে সংসার দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই মুনীশ্বরগণ কি প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়া সংসার দশা লাভ করে তাহার পরিচয় দিতেছেন। দিবাভাগে নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত ও উপাসনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে [illegible] ক্লেশ দানে ক্লিষ্ট করিয়া থাকে। এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়সুখ ও পারমার্থিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে॥ গর্ভস্তুতি প্রসঙ্গে ব্রহ্মাদি দেবগণও ১০।২ অধ্যায়ে বলিয়াছেন —

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ
ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

হে কমললোচন! যাহারা ভক্তিহীন হইয়া নিজেকে স্থূল সূক্ষ্মদেহ হইতে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাহাদের কিন্তু তোমাতে ভক্তির অভাব-জন্য চিত্তের বিশুদ্ধি অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণাই হয় নাই। সেই ভক্তিহীন জ্ঞানসাধকগণ বহুকষ্টে তপস্যা ও শাস্ত্রাদির বিচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তুমি ও তোমার ভক্তগণের চরণের অনাদর অপরাধে অধঃপতিত হইয়া থাকে।

অতএব ৬।৩ অধ্যায়ে ধর্ম্মরাজ শ্রীযম নিজ ভৃত্যগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন— হে ভটগণ! সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্ম কিন্তু ঋষিগণ জানেন না, দেবগণ জানেন না, সিদ্ধমুখ্যগণ জানেন না, অতএব অসুরগণ মনুষ্যগণ বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ যে জানেন না তাহা আর কি বলিব? কেবল স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু (মহাদেব), কুমার (চতুঃসন), কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলী, বৈয়াসকী (শুকদেব) আর আমি (ধর্মরাজ যম) এই দ্বাদশ জন ভাগবতধর্ম্ম জানি। যেহেতু এই ভাগবতধর্ম অতি গুহ্য এবং বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) ও দুর্ব্বোধ। যে ভাগবতধর্ম জানিয়া জন্ম মরণ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, অথবা ভগবৎপার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহলোকে মানবমাত্রের এই ভাগবতধর্ম্মটাই পরমধর্ম্মরূপে বর্ণিত আছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক আমরা দ্বাদশজন এই ভাগবতধর্ম্ম জানি বটে, কিন্তু [illegible] স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রায়শই উপদেশ করি না। শ্লোকোক্ত "বিজানীমঃ" ক্রিয়ার এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। যেহেতু এই ভাগবতধর্ম্ম অতি গুহ্য অর্থাৎ অপ্রকাশ্য, দুর্ব্বোধ অন্য সকলে তথাকথিত রূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। কেন গুহ্য তাহারই হেতু বলিতেছেন— যে ভাগবতধর্ম্ম জানিয়া জন্মমৃত্যুধর্ম্ম সংসার দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায়।

অতএব ধর্ম্মরাজ যমই ৬.৩।২৫ শ্লোকে বলিবেন— স্বয়ম্ভু, শম্ভু প্রমুখ দ্বাদশ মহাজন ভিন্ন মনু প্রভৃতি মহাজন প্রায়শঃ এই ভাগবতধর্ম্ম জানেন না। যেহেতু তাঁহাদের মতি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী- মায়ায় অত্যন্ত বিমোহিত বলিয়া আপাততঃ মধুর পুষ্পস্থানীয় অর্থবাদময় (প্রশংসাবাক্যময়) ত্রিগুণময়ী শ্রুতিতে বুদ্ধি অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট; সেইজন্য অতিবিস্তার অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মে সমাযুক্ত, অর্থাৎ অল্পশ্রমসাধ্য ভাগবতধর্ম্মে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। যেমন মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ না জানাতে বৈদ্যগণ ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য ত্রিকুট নিম্ব প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তেমনই সুধাময় ভাগবতধর্ম্মের অনুসন্ধান না জানাতেই সাধন ও সাধ্য এই উভয় কালেই দুঃখপ্রদ বহু আয়াসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অথবা কোন ব্যক্তির পরম স্বাধীন সিংহ থাকিলেও অতিতুচ্ছ অশ্ব, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি তাড়াইবার জন্য সিংহকে নিযুক্ত করে না, তেমনই অতিতুচ্ছ পাপ প্রবৃত্তির জন্য পরমমঙ্গল হরিনাম উপদেশ করেন না। কিম্বা নামমাহাত্ম্য জ্ঞান হইলে সর্ব্বজীবের মুক্তিলাভ হইবে, এই ভয়েও মহাজনগণ পাপাদি-নাশের জন্য মায়াবন্ধ বিমোচনকারী শ্রীহরিনাম উপদেশ করেন না। শ্লোকোক্ত "মহাজন" পদে উল্লিখিত স্বয়ম্ভু প্রভৃতি দ্বাদশ মহাজন হইতে এবং সেই দ্বাদশজনে মহাজনে কর্ত্তৃক অনুগৃহীত সম্প্রদায়াচার্য্য হইতে পৃথক্ মহাগুণযুক্ত মহাজন ও এই ভাগবতধর্ম্ম জানেন না— এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। অতএব "তস্মাৎপুত্র" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা সুন্দরই করা হইয়াছে। ৩।৭॥১১॥

তদেবং শ্রীভগবদ্ভক্তেরেব সর্ব্বোর্দ্ধমভিধেয়ত্বং স্থিতম্। তথাচ গীতাসু তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত ইতি। সর্ব্বশব্দোঽত্র দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে ইত্যাদিনা পূর্ব্বপূর্ব্বোক্তান্

সর্ব্বানপ্যুপায়িনো গৃহ্ণাতীতি জ্ঞেয়ম্। তদেবমভক্তনিন্দা-
শ্রবণাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তেঃ সর্ব্বেষু নিত্যত্বমপি
সিদ্ধম্। উক্তঞ্চ শ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি — ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ
শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসামিত্যাদৌ
সর্ব্বেষাং মদুপাসনমিতি। তথা শ্রীনারদেন চ
সার্ব্ববর্ণিকস্বধর্ম্মকথনে শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্যেত্যাদি।
অকরণে দোষশ্রবণঞ্চান্যত্র মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যাদি।
তথাচ মহাভারতে — মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহার-
কারকম্। যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্ম-
ঘাতকমিত্যাদি। শ্রীগীতোপনিষৎসু — ন মাং দুষ্কৃতিনো
মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা
আসুরং ভাবমাশ্রিতা ইতি।

আগ্নেয় বিষ্ণুধর্ম্মে চ — দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং
দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুর-
স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। অন্যদপ্যুদাহৃতম্ — বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদ-
রবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাদিতি।
শ্বপচোঽপি মহীপালেত্যাদি চ॥ তথা গারুড়ে —

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

বৃহন্নারদীয়ে চ —

হরিপূজাবিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা।
দ্বিজগোদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অপরস্তাহ —

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

প্রথমতস্তাবৎ 'ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ', ধর্ম্মঃ
সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥
ইত্যাদ্যুক্তেঃ, তথা জ্ঞানমার্গমাশ্রিত্য "বিমুক্তমানিনঃ"
দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেনাত্মানং ভাবয়ন্তঃ; ততঃ
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
ইত্যাদ্যুক্তেঃ কৃচ্ছ্রেণ জীবন্মুক্তিরূপা-

মারুহ্য প্রাপ্যাপি ততোহধঃ পতন্তি ভ্রশ্যন্তি। কদেত্য-পেক্ষায়ামাহ, মাদৃতেতি। যদীতি শেষঃ। তেষাং ভক্তিপ্রভাবস্যানুবৃত্তেরবুদ্ধিপূর্ব্বকস্য তদনাদরস্য নিবর্ত্তকাভাবাৎ, তথাপি দগ্ধানামপি পাপকর্ম্মণাং মহাশক্তিশ্রীভগবৎপাদপদ্মাবজ্ঞয়া পুনর্ব্বিরোহাৎ। তথাচ বাসনাভাষ্যোত্থাপিতং ভগবৎপরিশিষ্টবচনম্—জীব-ন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ অতএব তত্রৈব—জীব-ন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরা ইতি। তথা রথযাত্রাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদির্ধৃতং পুরাণান্তরবচনম্—নানুব্রজতি যো মোহাৎ ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেৎ ব্রহ্মরাক্ষস ইতি। এবমেবোক্তম্—যো আদৃতো নরকভাগ্ ভব-সৎপ্রসঙ্গৈরিতি। অতএবোপদিষ্টম্—তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ। ইতি। তস্মাৎ সুতরামেব সর্ব্বেষাং শ্রীহরিভক্তির্নিত্যৈত্যায়াতম্॥ দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ১১১॥

তাহা হইলে পূর্ব্বে উক্ত সিদ্ধান্তে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব নির্দ্ধারিত হইল। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়েও ভগবদ্ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব বর্ণিত আছেন। যথা—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন! ॥৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৪৭

হে অর্জ্জুন! তপস্বীগন হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগন হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীগন হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি যোগী হও। আবার সমুদয় যোগীগনের মধ্যে মদ্গত চিত্তে গাঢ় বিশ্বাস হইয়া যে জন আমাকে ভজন করে,

তাহাকে আমি যুক্ততম বলিয়া মনে করি। এখানে "সর্ব্ব" শব্দটী "দেবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা চতুর্থ অধ্যায়ে—যোগিগণের যে সকল বিভেদ দেখান হইয়াছে, সে সমুদয় সাধক ও সিদ্ধ যোগিগণকেই বুঝান হইয়াছে। তাহা হইলে এই প্রকারে যাহারা ভগবানকে ভজন করে না, তাহাদের সকলেরই নিন্দা উল্লেখ থাকাতে সর্ব্বপ্রকার সাধকেই ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্বও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যিনি যে সাধনই করুন, সকলেরই ভগবানে ভক্তি অবশ্য করা কর্ত্তব্য। ভক্তি বিনা কোন সাধনই স্বতন্ত্ররূপে ফল প্রদানে সমর্থ নহে। শ্রীভগবান্ ১১।১৮।৪২ শ্লোকে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসাং
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনঃ॥

হে উদ্ধব! অন্তঃকরণসংযম ও অহিংসা এই দুইটী সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। ক্লেশ সহ্য করা ও ঈক্ষা এই দুইটী বানপ্রস্থের ধর্ম্ম, প্রাণিগণকে রক্ষা করা ও যজ্ঞ এই দুইটী গৃহস্থের ধর্ম্ম, আচার্য্যসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। কেবলমাত্র ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগকারী গৃহস্থেরও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিনটী আশ্রমের—ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ ও জীবে বন্ধুভাব রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু চারি আশ্রমীরই আমার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইপ্রমাণে সকল আশ্রমীকেই যে ভগবানে ভক্তি করিতে হইবে তাহাই দেখান হইল।

সেইরূপ শ্রীনারদও সর্ব্ব বর্ণের স্বধর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গে ৭।১১।১১-১২ শ্লোকে বলিয়াছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণঃ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশৎ লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি॥

হে রাজন্! সাধুজনার একমাত্র গতি এই শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চন, নমস্কার, দাস্য, সখ্য এবং আত্মসমর্পণ— সকল মানব মাত্রেরই এই নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। অর্থাৎ সকল মানবেরই এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কোন এক অঙ্গ ভক্তি অবশ্য করিতে হইবে। সত্য দয়া প্রভৃতি পূর্ব্ব বর্ণিত এই ৩০টী লক্ষণ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানে ভক্তি না করিলে সর্ব্ববর্ণী ও আশ্রমীর প্রত্যবায়ের কথা ১১।৫ অধ্যায়ে "মুখবাহূরু-পাদেভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে শুনা যায়, তেমনই—

"মাতৃবৎপরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্"
যো নার্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকম্॥

যিনি মাতার মত সর্ব্বজীবকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন, সেই দেবারাধ্য সৃষ্টিসংহারকারকশ্রীকৃষ্ণকে যে মানব অর্চন করে না, সেইজন ব্রহ্মঘাতী। ইত্যাদি শ্লোকে মহাভারতে শ্রীভগবানে ভক্তিহীন জনের নিন্দার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

হে অর্জুন! আসুরভাবাপন্ন মায়ায় অপহৃত বিবেক দুষ্কর্ম নিরত মূঢ় নরাধমগণ আমার চরণে শরণ গ্রহণ করে না— ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদেও শ্রীভগবানে ভক্তিহীন মানুষের নিন্দার উল্লেখ আছে।

দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব অসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

দৈব এবং আসুর-ভেদে ভূতসর্গ দুই প্রকার। তন্মধ্যে বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ দৈব আর বিষ্ণুভক্তিহীন আসুর। অগ্নি ও বিষ্ণুপুরাণে— বিষ্ণুভক্তিহীন প্রাণীকে আসুর-সর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে মদর্পিতমনো বচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ নিজপ্রভু শ্রীনৃসিংহকে বলিলেন—

হে প্রভো! ভগবৎচরণারবিন্দে ভক্তিহীন অথচ ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, অধ্যয়ন, ব্রত এই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতেও তাঁহার চরণে যে জন, মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে সেই শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই ভক্তিমান শ্বপচ নিজ বংশ পবিত্র করে, কিন্তু ভগবানে ভক্তিহীন দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ভক্তিহীনতা দোষে ঘোরতর অভিমানী হয় বলিয়া আপনাকে আপনি শোধন করিতে পারে না। ৭।৯।১০ শ্লোকেও ভগবানে ভক্তিহীন মানবের অন্য প্রকার নিন্দা শ্রবণ করা যায়। "শ্বপচোহপি মহীপাল" ইত্যাদি শ্লোকেও অভক্তকে নিন্দা করিয়াছেন। গরুড় পুরাণেও তেমনই অভক্তের নিন্দা যথা—

অন্তং গতোহপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমঃ॥

সমস্ত বেদের পারঙ্গত হইয়াও এবং সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ হইয়াও যে জন সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানে ভক্তি করে না, তাঁহাকে পুরুষাধম বুঝিতে হইবে। বৃহন্নারদীয়েও অভক্তনিন্দা যথা—

হরিপূজা বিহীনশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা। দ্বিজগোদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ইতি। যাহারা হরিপূজা বিহীন এবং বেদ বিদ্বেষী ও গো ব্রাহ্মণ দ্বেষকারী তাহারা রাক্ষস সংজ্ঞায় অভিহিত॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২ অধ্যায়ে গর্ভস্তুতি প্রসঙ্গে অভক্তগণের আরও নিন্দার কথা শুনা যায়। যথা—হে কমললোচন! ভক্তসম্প্রদায় হইতে অন্য যাহারা নিজেকে স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহারা কিন্তু তোমাতে ভক্তিহীন বলিয়া অবিশুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ তাহাদের চিত্ত জড় বিষয়িক সুখভোগে বিতৃষ্ণ হয় নাই। কারণ তোমাতে ভক্তি না করিলে মনের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ভোগবাসনা কোন উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে না। অথচ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা না জন্মিলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারীতাই লাভ করা যাইতে পারে না। সেই সকল অভিমানী জ্ঞানীগণ তোমার ও তোমার ভক্তগণের চরণে,

অনাদর দোষে বহুকষ্টে শ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥১১১॥

শ্লোকের শ্রীগোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা—প্রথমতঃ তোমাতে ভক্তিশূন্যতাদোষে সেই সকল জ্ঞানী অশুদ্ধচিত্ত; যেহেতু ১১।১৪।২২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্ম, তপস্যাযুক্ত বিদ্যা প্রভৃতি আমার ভক্তিবিমুখচিত্তকে সম্যক্ শোধন করিতে পারে না। এ বিষয়ে সংশয় করিবার কিছুই নাই। এইরূপ উক্তি থাকাতে ভক্তিহীন জ্ঞানীর চিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এমত অবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের অভেদভাবনা করিতে করিতে স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে নিজেকে অতিরিক্তরূপে মনে করেন। তাহার পর—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" হে অর্জ্জুন! যাহাদের চিত্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে আসক্ত, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়। শ্রীভগবদ্গীতায় এইরূপ উল্লেখ থাকাতে সেই জ্ঞানীগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া জীবন্মুক্তির দশা লাভ করিয়াও সেস্থান হইতে অধঃপতিত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কখন ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যখন সেই জ্ঞানীগণ তোমার ও তোমার ভক্তগণের অনদরবুদ্ধি করিয়া থাকে। যেহেতু তোমাতে অনাদরকারী সেই জ্ঞানীগণের সম্বন্ধে ভক্তিপ্রভাবের আবির্ভাব হয় না। অবুদ্ধিপূর্ব্বক তোমাকে অনাদর করিলে দেহদ্বয়ে আসক্তি নিবৃত্তি অসম্ভব। যদ্যপি সেই জ্ঞানিগণের পাপকর্ম্মসকল দগ্ধ হইয়া পড়ে, তথাপি মহাশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মযুগলের অবজ্ঞাদোষে, পুনর্ব্বার ভোগবাসনার উদ্গম হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বাসনা-ভাষ্যে ভগবৎপরিশিষ্টে একটী বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

জীবন্মুক্তাঃ জনা যদ্বৎ বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হয়, তাহা হইলে কর্ম্মরাশির দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সেই বাসনা-ভাষ্যেই উল্লেখ আছে—

জীবন্মুক্তোঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্
যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥

জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণও কখন সংসারবাসনা প্রাপ্ত হয়, ভগবৎপরায়ণ যোগিগণ কখন কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না। সেই প্রকার বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে রথযাত্রাপ্রসঙ্গে পুরাণান্তরের বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

নানুব্রজতি যো মহাৎ ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥

যে জন অজ্ঞান বশতঃ রথারোহণ করিয়া যাত্রাকারী শ্রীভগবানের পশ্চাৎ গমন করে না. সেইজন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধকর্ম্মা হইয়াও ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—তুমি অসৎপ্রসঙ্গকারী নরকগামীগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া থাক, ইহার দ্বারা যাহারা শ্রীভগবানকে অনাদর করেন, তাহারা যে নারকী তাহাই দেখান হইল। অতএব ১১।১৯।৫ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও উদ্ধব মহাশয়কে এই উপদেশ করিয়াছেন। হে উদ্ধব! অন্য কোনও পবিত্র অনুষ্ঠানে চিত্তকে তেমন বিশুদ্ধ করিতে পারে না. অর্থাৎ ভক্তিসাধনে তেমন যোগ্যতা জন্মায় না, জ্ঞানলেশে যেমন যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া থাকে। জীবের কৃষ্ণদাসত্ব-স্বরূপ যথাযথ অনুভব হইলে যেমন ভক্তিসাধনেও আদর ও আবেশ ঘটে, অন্য কোন পবিত্র সাধনেই তেমন ভক্তিতে আবেশ ও আদর উপস্থিত হয় না। অতএব ভক্তি-অবিরুদ্ধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য থাকায় শাস্ত্রার্থ বিচারে জীবের যথার্থ ভগবদ্দাসত্ব স্বরূপ পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া জীবস্বরূপজ্ঞান ও অনুভবসম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজন কর এবং অন্য সমুদয় আবেশ পরিত্যাগ কর। এইরূপ জ্ঞানী সাধকেরও যে শ্রীহরিতে ভক্তি অবশ্য করা কর্ত্তব্য তাহাই দেখান হইল। অতএব সর্ব্বসাধকেরই যে অতিশয়রূপে শ্রীহরিভক্তি করা কর্ত্তব্য তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। ১৩২ ॥ ১১১ ॥

প্রেমকৃতকর্ম্মাশয়নির্ধূননান্তরমপি ভক্তিঃ শ্রূয়তে—যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতঃ পুনঃ

স্বং ভজতে চ রূপম্। আত্মাচ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ ১১২ ॥

তথৈবাত্মা জীবো মৎপ্রেম্না কর্ম্মাশয়ং বিধূয় ততঃ শুদ্ধস্বরূপঞ্চ প্রাপ্য মাং ভজতীত্যর্থঃ। তদুক্তম্—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইতি ॥ ১১। ১৪। শ্রীভগবান্ ॥ ১১২ ॥

ভগবৎপ্রেমে কর্ম্মাশয় নির্ধূত হইবার পরেও ভক্তি-অনুষ্ঠানের কথা ১১।১৪।২৪ শ্লোকে শুনা যায়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! অগ্নিদ্বারা স্বর্ণ যেমন নিজ মালিন্য ত্যাগ করে, এবং যতই পোড়ান যায় ততই নিজের উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে তেমনই জীব প্রেমভক্তিদ্বারা কর্ম্মবাসনার মালিন্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রেমের আবির্ভাব-হেতু আমার পূর্ণ সেবাপদ্ধতি লাভ করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১১২ ॥

শ্রীগোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা—স্বর্ণ যেমন অগ্নির দ্বারা নিজ মালিন্য ত্যাগ করে, এবং যতই দগ্ধ করা যায় ততই নিজের উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে, জীবও তেমনই মদ্বিষয়ক প্রেমে কর্ম্মাশয় বিধূত করিয়া তৎপর বিশুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজন করে। সহস্র নাম ভাষ্যেও—"মুক্তাহ্যেতমুপাসতে" এই শ্রুতি ব্যাখ্যায় "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" মুক্তপুরুষগণও লীলাতে শরীর গ্রহণ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করিয়া থাকেন—এই প্রমাণে বিশুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তির পরেও যে ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাই প্রমাণ করা হইল। ১১।১৪ ॥ ১১২ ॥

এবমপ্যুক্তং স্কান্দে রেবাখণ্ডে—ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈবহি। শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব। শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ। তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখ ইতি ॥ তথৈবাহ—যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মুর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ইতি ॥ ৩।২৮ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ১১৩ ॥ স্পষ্টম্। তস্মাৎ ভক্তের্মহানিত্যত্বেনাপ্যভিধেয়ত্বমায়াতম্। অগ্রে স্বকৃত পুরেষ্বিত্যাদৌ জীবানাং স্বভাবসিদ্ধা সৈবেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩।২৮ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ১১৩ ॥

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডেও এই প্রকার উক্তি আছে যথা—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ ॥

হে কেশব! ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা এমন কি শ্বপচও তখনই পরমব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে—যখন তুমি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আবার ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তখনই শ্বপচ হইতেও অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, যখন তুমি তাহাদের উপর অপ্রসন্ন হও—শ্রীকপিলদেবের শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৮।২২ শ্লোকেও সেই প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিব যাঁহার চরণপ্রক্ষালন হইতে নিসৃত পরম পবিত্র সরিৎপ্রবর গঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব-নামে অভিহিত হইয়াছেন"। এই প্রমাণে বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ হইয়াও যে শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন তাহাই দেখান হইল ॥ ১১৩ ॥

অতএব ভক্তির মহানিত্যত্ব জন্যও অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্রেও—"স্বকৃত-পুরেষ্বমীস্ববহিরন্তরসংবরণমিত্যাদি" ১০।৮৭।২০ শ্লোকে "জীবমাত্রের ভগবৎসেবা স্বভাবসিদ্ধা" এই ব্যাখ্যাই করা হইবে ॥ ১১৩ ॥

তদেবমবান্তরতাৎপর্য্যেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং ষড়্‌বিধৈরপি লিঙ্গৈরবগম্যতে। তত্রোপক্রমোপসংহারয়োরেকত্বেন যথা, জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদাবুপক্রমপদ্যে সত্যং পরং ধীমহীতি। অত্র শ্রীগীতাসু, এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসত ইত্যাদৌ শ্রীভগবত্যেব ধ্যানস্যাকষ্টার্থত্বেন তদ্ধ্যানিনো যুক্ত-

তমশ্বেন চোক্তত্বাৎ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদৌ পরতত্ত্বস্য শ্রীভগবদ্রূপ এব পর্য্যবসানাৎ, তস্যৈব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্বাভ্যাং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বাত্তত্র শ্রীভগবত্যেব ধ্যানমভিধীয়তে। তথৈব হি তৎ পদ্যং পরমাত্মসন্দর্ভে বিবৃতমস্তি। কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরেত্যাদাবুপসংহারপদ্যেঽপি সত্যং পরং ধীমহীতি। অতএব স্পষ্টমেবাস্য শ্রীভগবত্ত্বং শ্রীভাগবতবক্তৃত্বাৎ। পূর্ব্বঞ্চ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য চাদিকবয় ইত্যুক্তম্। অভ্যাসেনোদাহরণম্ পূর্ব্বং দর্শিতমদর্শিতং চানেকবিধমেব। অপূর্ব্বতয়া ফলেন চ দর্শিতং শ্রীব্যাসসমাধৌ— অনর্থোপশমং সাক্ষাদিত্যাদি। প্রশংসালক্ষণেনার্থবাদেন চাভ্যাসবদ্বহুবিধমেব তত্রাস্তি। উপপত্ত্যা চ—ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি অনেকমিতি। অত্র গতিসামান্যে চ—ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বেত্যাদি। তথাহ—মুনিবিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণ ইত্যাদি ॥ ১১৪ ॥

তাহা হইলে এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টী লক্ষণেও অবান্তর-তাৎপর্য্যে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বুঝিতে পারা যায়। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম ও উপসংহারে একই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ এক ভগবান্‌কেই ধ্যান করিবার সামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা উপক্রম শ্লোকে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, উপসংহারশ্লোকেও তেমনই প্রার্থনা করা হইয়াছে। "জন্মাদ্যস্য যত" ইত্যাদি উপক্রম শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি" এইরূপ ভগবান্‌কে ধ্যান করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই ধ্যান বিষয়ে শ্রীভবদ্গীতাতেও দ্বাদশাধ্যায়ে—"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে" হে ভগবন্! এই প্রকার সতত অভিযুক্তচিত্তে যে সকল ভক্ত তোমাকে উপাসনা করে, আর যাহারা তোমার অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা করে, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা যোগবিত্তম—অর্থাৎ উভয়বিধ যোগীর মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ? ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্‌কে যাহারা ধ্যান করে, তাহাদের কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হয় না,— এইরূপ উক্তিতে শ্রীভগবদ্ধ্যানের সুখসাধ্যত্ব দেখান হইয়াছে; এবং "ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! যে সকল ভক্ত আমাতে আবিষ্টমনে নিত্য অভিযুক্ত হইয়া পরমশ্রদ্ধান্বিত-হৃদয়ে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকেই যুক্ততম বলিয়া মনে করি। ভগবানের এইরূপ উক্তিতে যে সকল ভক্ত ভগবৎস্বরূপে ধ্যান করে, তাহাদিগকেই যুক্ততমরূপে উল্লেখ থাকাতে "সত্যং পরং ধীমহি" এই পদব্যাখ্যায় ভগবদ্ধ্যানেরই যোগ্যতা প্রার্থনা করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শ্রীভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের এই শ্লোকে আমি অমৃত অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা। যেমন চিনির রস ঘন পরিপাকে চিনির পুতুল হইয়া থাকে, তেমনই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দরসই অঘটনঘটন পটীয়সী চিন্ময়ী যোগমায়াশক্তির বৈচিত্রীতে ভগবদ্রূপে অভিব্যক্ত—এই উক্তিতে "পরতত্ত্বের" অর্থাৎ পারমার্থিকশ্রেষ্ঠতত্ত্বের শ্রীভগবদ্রূপেই পর্য্যবসান থাকা জন্যই অর্থাৎ সবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ই অন্যনিরপেক্ষ পরতত্ত্ব; এইজন্য সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিযুক্ত বলিয়া শ্রীভগবানই জগতের জন্ম স্থিতি নাশের হেতু ইত্যাদি হেতুতে "সত্যং পরং ধীমহি" এই বাক্যে পরশব্দে শ্রীভগবান্‌ই অভিহিত হইয়াছেন এবং সেই শ্রীভগবানেই ধ্যানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই উপক্রম-বাক্যেও ভক্তির ধ্যানাঙ্গরূপ অভিধেয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভের "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকটীর তাৎপর্য্য শ্রীভগবানেই পর্য্যবসান করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

"কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা"

ইত্যাদি উপসংহারশ্লোকেও "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি উপক্রম শ্লোকের মত "সত্যং পরং ধীমহি" এইরূপ অবিকৃত একই পদ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব এই পর শব্দের বাচ্য শ্রীভগবান্, যেহেতু শ্রীভগবানই শ্রীমদ্ভাগবতের

বক্তা। সংক্ষেপে তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য পরমগুহ্য ভগবজ্জ্ঞান, ভগবদনুভব, ভগবৎপ্রেম, এবং ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্তির অব্যভিচারী উপায় সাধনভক্তি, এই চারিটী বস্তু শ্রীব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। উপক্রম-শ্লোকেও যেমন—"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টির প্রথমে বেদার্থতাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে, তেমনই উপসংহার-বাক্যেও "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার নিকটে সাধ্যসাধনাদি তত্ত্বজ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই সত্যরূপ "পর" অর্থাৎ ভগবান্‌কে ধ্যান করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করি; এইরূপ উপক্রম ও উপসংহার-বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য শ্রীভগবানের ধ্যানেই পর্য্য-বসান করা আছে।

শাস্ত্রের নিয়ম করা আছে—ছয়টী লক্ষণের দ্বারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রসঙ্গানু-রোধে অনেক বিষয়েরই সমালোচনা করা হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কি এইটী জানিতে হইলে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস (পুনঃপুনঃ উল্লেখ), এবং অপূর্ব্বফল, অর্থবাদ ও যুক্তি এই ছয়টী লক্ষণের দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উপক্রম ও উপসংহার বাক্যে যেমন শ্রীভগবদ্ধ্যানেরই প্রার্থনা করা হইয়াছে, তেমনি অভ্যাস অর্থাৎ একটী বিষয়েরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখের দ্বারাও ভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপ অভিধেয়ত্ব পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে এবং এই সন্দর্ভে অনুল্লিখিত রূপেও শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক প্রকার উল্লেখ করা আছে। অপূর্ব্ব ফলের দ্বারাও শ্রীব্যাসসমাধিতে "অনর্থো-পশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে" যে ভক্তিযোগে নিখিল অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অধোক্ষজ শ্রীভগবানে সেই সাক্ষাৎ ভক্তিযোগটীও দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ভক্তিযোগের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিরূপ অপূর্ব্ব ফলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ ভগবদ্ভক্তিযোগের অপূর্ব্বফল বহুস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশংসা-লক্ষণ অর্থবাদদ্বারাও অভ্যাসের মত ভক্তিযোগের বহু-প্রকারই প্রশংসা উল্লিখিত আছে। উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি-দ্বারাও ভগবদ্ভক্তি বিনা কোন উপায়েই যে জীবের মায়া-নিবৃত্তি ও স্বরূপজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, সে বিষয়ে ১১।২ অধ্যায়ে "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে অনেকই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৫।২২ শ্লোকে গতিসামান্যেও অর্থাৎ নিখিল সাধনের সমান ফলরূপেও—

> ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
> স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ
> অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো-
> যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥

মানবমাত্রের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রজপ, জ্ঞান এবং দান এই সকল সাধনের মুখ্যফল উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবর্ণন। অর্থাৎ পণ্ডিতগণ হরিগুণকীর্ত্তনকেই নিখিল-সাধনের মুখ্যফলরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব সকল সাধনের সমান অর্থাৎ একফলরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।—

> মুনির্বিবক্ষুর্ভগবৎগুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
> যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্গৃহীতানুহরেঃ কথায়াম্॥

৩।৫।১২ শ্লোকে শ্রীবিদুর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে বলিলেন—তোমার সখা মুনি বেদব্যাস ভগবদ্‌গুণবর্ণনের ইচ্ছায় মহাভারত বর্ণন করিয়াছেন। যে মহাভারতে হরিকথার মধ্যে প্রবেশের জন্য মানবগণের অর্থকামাদি বর্ণনরূপ গ্রাম্যসুখের অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাদ্বারাও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি পুরুষার্থ সকলেরও যে মুখ্যপুরুষার্থ হরিকথা-কীর্ত্তন তাহাই দেখান হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকের মধ্যে "ইদং হি পুংস" ইত্যাদি শ্লোকে নিখিল সাধনের মুখ্যফলরূপে হরিকীর্ত্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। "মুনি-বিবক্ষুর্ভগবৎগুণানাম্" ইত্যাদি শ্লোকে হরিকথা-কীর্ত্তনকেই নিখিল সাধ্যের বা পুরুষার্থের মুখ্য ফল বা মুখ্যপুরুষার্থ-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে নিখিল সাধ্যের মুখ্যফল শ্রীহরিকীর্ত্তন—ইহাই গতিসামান্যেও বিশেষরূপে দেখানো হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে মুখ্য অভিধেয় যে শ্রীহরিভক্তি, এ বিষয়ে কোন সংশয় করিবার আর অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ৩।৫ ॥ ২১৪ ॥

ইয়মেব ভক্তিঃ, ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যত্রোক্তা। অত্র সর্গো বিসর্গশ্চেত্যাদৌ দশলক্ষণ্যামপি সদ্ধর্ম্ম ইত্যেকলক্ষণত্বেনোক্তা। তস্যা অভিধেয়ত্বং শ্রীভাগবতবীজরূপায়াং চতুঃশ্লোক্যামপ্যুদাহৃতম্—এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেত্যাদি। পূর্ব্বং হি জ্ঞানবিজ্ঞানরহস্যতদঙ্গানি বক্তব্যত্বেন চত্বার্য্যেব প্রতিজ্ঞাতানি। তত্র চতুঃশ্লোক্যাং প্রাক্তনাস্ত্রয়োঽর্থা অপি ক্রমেণৈব প্রাক্তনশ্লোকত্রয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। রহস্য শব্দেন তত্র প্রেমভক্তিঃ তদঙ্গশব্দেন সাধনভক্তিরুচ্যতে। টীকা চ—রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং সাধনমিত্যেষা। ততঃ ক্রমপ্রাপ্তত্বেন, কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চ চতুর্থেঽস্মিন্ পদ্যে সাধনভক্তিরেব ব্যাখ্যাতা। অত্র চ পুনর্ব্যাখ্যা বিবরণায়োত্থাপ্যতে। তথাহি, আত্মনঃ মম ভগবতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা প্রেমরূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবন্মাত্রং জিজ্ঞাসিতব্যং শ্রীচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিন্তৎ, যদেকমেব অন্বয়েন বিধিমুখেন ব্যতিরেকেন নিষেধমুখেন চ স্যাদুপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা, এতাবানেব লোকেঽস্মিন্নিত্যাদি, মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ইত্যাদি চ। ব্যতিরেকেন যথা, মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া ইত্যাদি। যাবজ্জনো ভজতে নো ভুবি বিষ্ণুভক্তিবার্ত্তাসুধারসমশেষরসৈকসারম্। তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাতদুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানীতি পদ্মপুরাণে চ কুত্র কুত্রোপপদ্যতে। সর্ব্বত্র শাস্ত্রকর্ত্তৃদেশকরণদ্রব্যক্রিয়াকার্য্যফলেষু সমস্তেষ্বেব। তত্র সমস্তশাস্ত্রেষু যথা স্কান্দে ব্রহ্মানারদসংবাদে—সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে। পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্॥ তত্রাপ্যন্বয়েন যথা—ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়েত্যাদি। তথা স্কান্দে—আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদেতি। ব্যতিরেকেন যথা—পারং গতোঽপি বেদানামিত্যাদিকং সর্ব্বমবগন্তব্যম্। তচ্চান্তে দর্শয়িষ্যতে। সর্ব্বকর্ত্তৃষু যথা—তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াম্। স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ ইতি। গারুড়ে—কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সন্ন্যস্তচেতসাম্। ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥ ইতি। অত্রৈব সাচারে দুরাচারে জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি বিরক্তে রাগিণি মুমুক্ষৌ মুক্তে ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে তস্মিন্ ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে তস্মিন্নিত্যপার্ষদে চ সামান্যেন দর্শনাদপি সার্ব্বত্রিকতা। তত্র সাচারে দুরাচারে যথা—অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ইতি। সদাচারস্তু কিং বক্তব্য ইত্যপেরর্থঃ। জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি চ—জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামিত্যাদি। হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃত ইত্যাদি। বিরক্তে রাগিণি চ—বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে। অবাধ্যমানস্তু সুতরাং নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ। মুমুক্ষৌ মুক্তে চ—মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ ইত্যাদি। আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদি। ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে চ—কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্কর ইতি। ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি। ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ ইতি। নিত্যপার্ষদে—বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্। অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্রমুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীরিতি। সর্ব্বেষু বর্ষেষু ভুবনেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু তেষাং বহিশ্চ তৈস্তৈঃ শ্রীভগবদুপাসনায়া ক্রিয়মানায়াঃ শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধেবেতি সর্ব্বদেশোদাহরণং জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বেষু করণেষু যথা। মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ইত্যাদি। এবম্ভূতবচনে হি অস্তু তাবৎ বহিরিন্দ্রিয়েণ মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধিপ্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বদ্রব্যেষু যথা—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মন ইতি। সর্ব্বক্রিয়াসু যথা—শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হীতি। যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণমিতি। এবং ভক্ত্যাভাসেষু ভক্ত্যাভাসাপরাধেষ্বপি অজামিলমুষিকাদয়ো দৃষ্টান্তা গম্যাঃ। সর্ব্বেষু কার্য্যেষু যথা—যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপো যজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতমিতি। সর্ব্বফলেষু যথা—অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীরিত্যাদি। যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেনেত্যাদিবাক্যেন হরিপরিচর্য্যায়াং ক্রিয়মানায়াং সর্ব্বেষামন্যেষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত এব সিধ্যতীত্যতোঽপি সার্ব্বত্রিকতা। যথোক্তং স্কান্দে ব্রহ্মানারদসংবাদে—অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিরিতি। এবং যো ভক্তিং করোতি যদ্গবাদিকং ভগবতে দীয়তে যেন দ্বারভূতেন ভক্তিঃ ক্রিয়তে যস্মৈ শ্রীভগবৎপ্রীণনার্থং দীয়তে যস্মাদ্গবাদিকাৎ পয়আদিকমাদায় ভগবতে নিবেদ্যতে যস্মিন্ দেশাদৌ কুলে বা কশ্চিদ্ভক্তিরনুতিষ্ঠতি তেষামপি কৃতার্থত্বং পুরাণেষু দৃশ্যতে ইতি কারকগতাপি। এবং সার্ব্বত্রিকত্বং সাধিতম্। সদাতনত্বমাহ সর্ব্বদেতি। তত্র স্বর্গাদৌ যথা—কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা ইত্যাদি। স্বর্গমধ্যে বহুধৈব। চতুর্ব্বিধপ্রলয়েষ্বপি—তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতি বিদুরপ্রশ্নে। সর্ব্বেষু যুগেষু—কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাদিতি। কিং বহুনা, সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যত ইতি বৈষ্ণবে। সর্ব্বাবস্থাস্বপি গর্ভে শ্রীনারদকারিতশ্রবণেন প্রহ্লাদে প্রসিদ্ধম্। বাল্যে শ্রীধ্রুবাদিষু। যৌবনে শ্রীমদম্বরীষাদিষু। বার্দ্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদিষু। মরণেঽজামিলাদিষু। স্বর্গিতায়াং শ্রীচিত্রকেত্বাদিষু। নারকিতায়ামপি, যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুরিতি শ্রীনৃসিংহপুরাণাৎ। অতএবোক্তং দুর্ব্বাসসা—মুচ্যতে যন্নাম্ন্যদিতে নারকোঽপীতি। তথা, এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনমিত্যত্রাপি। তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণানি চ কিয়ন্তি দর্শ্যন্তে—কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিম্বা তীর্থনিষেবনৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥ ইতি। কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বাজপেয়সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে। ইতি বৃহন্নারদীয় পাদ্মবচনাদীনি। তথা—তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স

সেব্যতাম্। যথা চ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ পাদং স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্। সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহানহো সুরাণাঞ্চ তমোঽধিগাঢ্যতাম্। সালোক্য-সাষ্টিসারূপ্যেত্যাদি। ন দানং ন তপো-নেজ্যেত্যাদি নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতমিত্যাদি। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে ইত্যাদি চ। অথ সদা সর্ব্বত্র যত্নুপপদ্যতে ইত্যাদিযোজনি-কার্থৌ যুগপদ্যথা—তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেত্যাদি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা যত্নুপ-পদ্যত ইত্যত্র যথা—স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করা ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র যত্নুপপদ্যত ইতি সাকল্যেন যথা—ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা ইত্যুপক্রম্য তদুপসংহারে—তস্মাৎ সর্ব্বা-ত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিত-ব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ণামিতি। নৃণাং জীবানামিতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয় ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি। যৎ কর্ম্ম তৎ সন্ন্যাসভোগশরীরপ্রাপ্ত্যবধি যোগঃ সিদ্ধ্যবধি সাংখ্যমাত্মজ্ঞানাবধি জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা তথা তত্তদ্যোগ্যতাদিকানি চ সর্ব্বাণি। এবং তেষু কর্ম্মাদিষু শাস্ত্রাদিব্যভিচারিতা জ্ঞেয়া। হরি-ভক্তেস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র তন্মহিম-ভিরুপপন্নত্বাৎ তথাভূতস্য রহস্যস্যাঙ্গত্বং যুক্তম্। অতো রহস্যাঙ্গত্বেন চ জ্ঞানরূপার্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈবেদ-মুক্তমিতি। তদেবং শ্রীভাগবতং সংক্ষেপেণোপদেক্ষ্যন্তং শ্রীনারদং শ্রীব্রহ্মাপি তথৈব সঙ্কল্পং কারিতবান্। যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি। সর্ব্বাত্মন্যখিলা-ধার ইতি সংকল্প্য বর্ণয় ॥২১৫॥

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে এই বিশুদ্ধ ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধু-গণের মোক্ষাভিসন্ধি প্রমুখ কাটিতাশূন্য পরমধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছেন। এস্থানে "পরমধর্ম্ম" বলিতে বিশুদ্ধ ভক্তিই বুঝিতে হইবে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ২।১০।১ অধ্যায়ে—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।

এই দশটী লক্ষণের মধ্যেও যে সদ্ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; সেই সদ্ধর্ম্ম এবং "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈত-বোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত পরমধর্ম্মের একই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ মহাপুরাণের যে দশটী লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই দশটী লক্ষণের মধ্যে "ঈশানুকথা" ব্যাখ্যায় "মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত সদ্ধর্ম্ম এবং শ্রীমদ্ভাগবতপ্রতিপাদ্য 'পরমধর্ম্ম' একার্থবাচক। ভগবদ্ভক্তির অধিকত্ব শ্রীভাগ-বতের বীজরূপা "চতুঃশ্লোকীতেও" কথিত হইয়াছে, যথা—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ জ্ঞান বিজ্ঞান রহস্য ও তাহার অঙ্গ এই চারিটী বিষয় বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই চতুঃশ্লোকীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য এই তিনটী বিষয় ক্রমে "অহমেবাসমেবাগ্রে" "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" "যথা মহান্তি ভূতানি" এই তিনটী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই প্রতিজ্ঞাত চারিটী পদার্থের মধ্যে "রহস্য" শব্দের অর্থ প্রেমভক্তি এবং তাহার অঙ্গ শব্দের অর্থ সাধনভক্তি। এস্থানে শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকাতেও "রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং সাধনমিত্যেষা" অর্থাৎ রহস্য শব্দের অর্থ ভক্তি এবং অঙ্গ শব্দের অর্থ সেই প্রেমভক্তি-প্রাপ্তির উপায়রূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি বিশুদ্ধ সাধন-ভক্তি। অতএব ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা"।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব! প্রলয়কালে বিশুদ্ধ ভক্তি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলনা বলিয়া, এই জগতে বেদের মুখ্য আদেশবাণীরূপ এই ভক্তি অপ্রকাশিত ছিল। আমি সৃষ্টির প্রথমে যে আদেশবাণীতে আমার স্বরূপভূত ধর্ম্মের উপদেশ আছে, সেই বিশুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। এই ভগবদুপদেশবাক্যানুসারেও

চতুর্থ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"ইত্যাদি শ্লোকে সাধনভক্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থানেও পুনর্ব্বার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিবার জন্য শ্লোকটী উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা যথা—আত্মা ভগবান্ যে আমি সেই আমার প্রেমরূপ রহস্যতত্ত্ব অনুভব করিতে যে জন ইচ্ছা করে, সেইজন শ্রীগুরুচরণের নিকটে এতাবন্মাত্রই জিজ্ঞাসা করিবে। সেই জিজ্ঞাস্য বিষয়টী কি, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—যে একই বস্তু অন্বয় অর্থাৎ বিধিমুখে ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অন্বয়-মুখে প্রাপ্তি যথা—৩।২৫।৪৪ শ্লোকে—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো মষ্যর্পিতং স্থিরম্॥

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজ জননীকে কহিলেন—হে মাতঃ! তীব্রভক্তিযোগে আমাতে অর্পণ করিলেই চঞ্চল মন স্থির হইয়া থাকে। এইটীই ইহলোকে মানবমাত্রের নিঃশেষ-মঙ্গলপ্রাপ্তি। শ্রীভগবদ্‌গীতাতেও—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্বিষক সঙ্কল্পযুক্ত ভক্ত হও, আমার পূজাশীল হও, আমাকে প্রণাম কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। আমি তোমারই নিকটে শপথ করিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি—এইরূপ ভজন করিতে করিতে তুমি অবশ্যই আমাকে পাইবে; এ বিষয়ে আমি প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন রহিলাম। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, তুমি অন্য যে কোন সাধনপথেই যাও, আমার সহিত তোমার দেখা হইবে না। তুমি হয় ত ভুক্তিতে, সিদ্ধিতে, অথবা মুক্তিতে অর্থাৎ স্বরূপানন্দ-আস্বাদন-আবেশে ডুবিয়া থাকিবে, আমার কথা তোমার মনেও পড়িবে না। আমি কিন্তু তোমাকে প্রীতি করি বলিয়া তোমাকে পাইবার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করি। যদি এই বিশুদ্ধ ভক্তিপথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে আমাতে তোমাতে নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগিবে; এবং আমাকে পাইয়া তুমি সুখী হইবে তোমাকে পাইয়া আমি সুখী হইব। এই বিশুদ্ধ ভক্তিপথই আমার প্রাপক। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় অন্বয়মুখে ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।২—৩ শ্লোকে শ্রীচমস যোগীন্দ্রও নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন; যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাগুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

হে রাজন! দ্বিতীয় পুরুষের মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে সত্বগুণে ব্রাহ্মণ, রজঃসত্ত্বগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে বৈশ্য, কেবল তমোগুণে শূদ্র,—এই চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার সেই পুরুষের জঘন-দেশ হইতে গার্হস্থ্য, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাহারা নিজের জনক-পুরুষ পরমেশ্বরকে ভজন করে না, কিন্তু অবজ্ঞাই করিয়া থাকে, তাহারা নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই দুইটী শ্লোকে যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেনা, তাহাদের দোষের উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবদ্‌ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।

হে অর্জ্জুন! দুষ্কৃতিমূঢ় মায়ায় বিলুপ্ত আসুরভাবাপন্ন নরাধমগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না। এই শ্লোকেও ভগবদভজনাকারীর প্রচুরতর নিন্দাদ্বারা ভগবদ্‌ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্ত্তাসুধারসমশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জড়া-মরণ-জন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥

এই পৃথিবীতে যে জন জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ আস্বাদনের মুখ্য সারবস্তু বিষ্ণুভক্তিকথাসুধারস সেবা করে না, সেইজন বহু বহু জন্মে দেহ ধারণ করিয়া জড়া-মরণ-জন্ম-শতদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; পদ্মপুরাণে কোথাও কোথাও এরূপ দেখা যায়। এই প্রকার দোষকীর্ত্তনের

দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অন্বয় অর্থাৎ বিধিমুখে ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধ-মুখে ভগবদ্ভক্তির সংবাদ যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় সেইটী দেখাইয়া যে পদার্থটী সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা পাওয়া যায় সেই পদার্থটী শ্রীগুরুচরণ সমীপ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে; এক্ষণে কোন বস্তুটী সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, তাহাই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্বকর্ত্তায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকরণে, সর্ব্বদ্রব্যে, সর্ব্বক্রিয়ায়, সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্বফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একে একে প্রমাণের দ্বারা দেখাইতেছেন। সমস্ত শাস্ত্রে যে ভক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে বর্ণিত আছে; যথা—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্॥

সমস্ত শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ বলেন—এই মহাঘোর জন্ম-মৃত্যুসমাকুল সংসারে শ্রীবাসুদেবের পূজাই সংসারদুঃখ হইতে উদ্ধারকারী; এই প্রমাণে সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীভগবদ্ভজনেরই যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দেখানো হইল। সর্ব্বশাস্ত্রেও অন্বয়মুখে যে শ্রীভগদ্ভজনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ২।২।৩৪ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যথা ভবেৎ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে নিখিল বেদ তিনবার বিচার করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে—নিখিল বেদ যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীহরিতে রতির উদয় হয়, তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার দ্বারা নিখিল বেদের শ্রীভগবদ্ভক্তিরই মুখ্য অভিধেয়ত্ব দেখান হইল। তেমনই স্কন্দ পুরাণেও উল্লেখ আছে যে—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণো সদা॥

সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া ও পুনঃপুনঃ বিচার করতঃ মুখ্যরূপে ইহাই সুনিষ্পন্ন হইল যে—সর্ব্বদাই নারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে।

ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখেও—

"পারং গতোঽপি বেদানাং"

ইত্যাদি শ্লোকে দেখানো হইবে যে—সর্ব্ববেদবিৎ হইয়াও যে জন জনার্দ্দন শ্রীহরিতে ভক্তিহীন, তাহার সমু-দায় অধ্যয়ন পণ্ডশ্রম মাত্র।

এই বিষয়গুলি পরে দেখান হইবে। এখানে সকলেই যে ভগবান্‌কে ভক্তি করিতে অধিকারী, তাহাই দেখানো হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৭।৪৬ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা
তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

স্ত্রী শূদ্র হূন শবর এমন কি যাহাদের পাপেই উৎপত্তি সেই বেশ্যাপুত্র প্রভৃতি তাহারাও যদি অদ্ভুতপরাক্রম শ্রীহরি যাহাদের একমাত্র আশ্রয় সেই ভগবদ্ভক্তগণের স্বভাব অনুশীলন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারাও শ্রীভগ-বানের তত্ত্ব জানিতে ও তাহার মায়া অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন। অধিক কি হংস গজ শুক শারী সর্প প্রভৃতিও ভক্তসঙ্গে যদি তাহাদের আচার ও স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারে, তাহারাও ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ও মায়া উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাহা হইলে যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীভগবানের নাম জপ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি করে তাঁহারা যে ভগবত্তত্ত্ব জানিবে ও মায়া উত্তীর্ণ হইবে এ বিষয়ে সংশয় করিবার অবসর কোথায়? এই প্রমাণে সকলেই যে ভগবদ্ভজনে অধিকারী তাহাই দেখানো হইল। গরুড়-পুরাণে উল্লেখ আছে—

কীটপক্ষিমৃগানাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তচেতসাম্
ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিংপুনঃ জ্ঞানিনাং নৃনম্॥

শ্রীভগবান্ শ্রীহরিতে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিলে কীট পক্ষী মৃগ প্রভৃতিরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে; তাহা

হইলে জ্ঞানি মানবগণের যে উর্দ্ধগতি হইবে ইহাতে আর সংশয় করিবার কি আছে? সাচার, দুরাচার, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিরক্ত, বিষয়াসক্ত, মুমুক্ষু মুক্ত, ভক্তিসিদ্ধ, ভক্তিতে অসিদ্ধ, ভগবৎপার্ষদতাপ্রাপ্ত এবং নিত্যপার্ষদ প্রভৃতিতে সাধারণ ভাবে ভক্তির ব্যাপ্তি দেখা যায় বলিয়াও এই ভক্তির সর্ব্বত্র অধিকার আছে। তন্মধ্যে সদাচারনিষ্ঠে এবং দুরাচারেও যে ভক্তির অধিকার আছে তাহাই—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্

সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগ্ ব্যবহিতো হি সঃ॥

দুষ্কর্ম্মরতঃ সুদুচারও যদি অন্য দেবতাকে ভজন না করিয়া আমাকে ভজন করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে—ইহা আমার সাক্ষাৎ আদেশ। যেহেতু সেই জন দুরাচার হইলেও হৃদয়ে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছে। অতি সত্বরই সে জন ধর্ম্মজীবন হইবে এবং নিরন্তর দুষ্কর্ম্ম হইতে অনুতপ্তহৃদয়ে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ যেজন আমায় অনন্যভক্তিতে বিশ্বস্ত হইয়াছে, তাহার কখনও নাশ নাই। যদি অসদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিও শ্রীহরিভক্তি অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়, তাহা হইলে সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি যে অধিকারী হয় এ বিষয়ে আর কি বলিব? "অপি চেৎ সুদুরাচার" এই শ্লোকস্থ "অপি" শব্দে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ই ভক্তি-অনুষ্ঠানে অধিকারী, এ বিষয়ে ১১।১১।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শ্রীমুখেই আদেশ করিয়াছেন; যথা,—জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ" হে উদ্ধব! যাহারা দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বাত্মা সচ্চিদানন্দাদিরূপে আমাকে জানিয়াই হউক্ অথবা না জানিয়াই হউক্ কেবল শ্রীব্রজরাজনন্দনাদি রূপে নিজের অভীপ্সিত দাস্যাদি-ভাবের মধ্যে একতর ভাবেই আমাকে ভজন করিতেছে, কিন্তু কখনও অন্যভাবে ভজে না তাহাদিগকে কিন্তু আমি ভক্ততম বলিয়াই মনে করি,—এই প্রমাণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এই দুই প্রকার ব্যক্তিতেই ভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। অন্যত্র "হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ"। অর্থাৎ দুষ্টচিত্তজনগণও যদি শ্রীহরিকে স্মরণ করে তাহা হইলে শ্রীহরি তাহাদিগের সর্ব্বপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, ইত্যাদি প্রমাণে পাপিজনেরও হরিভক্তিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিষয়-বিরক্ত ও বিষয়াসক্ত উভয়বিধ ব্যক্তিই যে ভক্তিঅনুষ্ঠানে অধিকারী সে বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৪।১৭ শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। যথা—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ

প্রায় প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে"

হে উদ্ধব! আমার ভক্ত ভক্তিপ্রারম্ভে বিষয়রাশিকর্ত্তৃক আকৃষ্যমান হইয়াও প্রায়শঃ সমর্থাভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না। এই প্রমাণে বিষয়াসক্ত জনেও ভক্তির অধিকারিতা দেখান হইয়াছে; অতএব বিষয়বিরক্ত জন যে ভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না ইহা বলাই বাহুল্য। "বাধ্যমনোঽপি" এই শ্লোকস্থ অপি শব্দের দ্বারা এই অর্থই ধ্বনিত হইতেছে। মুমুক্ষু ও মুক্ত-পুরুষে যে ভক্তির বৃত্তি আছে, তাহা এই নিম্ন শ্লোকে দেখাইতেছেন—

মুমুক্ষবো ঘোররূপাং হিত্বা ভূতপতীনথ।

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

অর্থাৎ শ্রীসূত গোস্বামী কহিলেন,—হে শৌনক! অবিদ্যা-বন্ধন হইতে যাহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, সেই মুমুক্ষু মানবগণ ঘোরমূর্ত্তি ভৈরবাদিকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের বিভূতি সকলকে উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু দেবতান্তরের প্রতি কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করেন না। এই ১।২।২৬ শ্লোকে মুমুক্ষু জনে হরিভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতো গুণো হরিঃ। হে শৌনক! অহঙ্কার রূপ চিৎ জড়ের গ্রন্থি হইতে নির্মুক্ত আত্মারাম মুনীশ্বরগণও শ্রীহরিগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিতে অহৈতুক ভক্তি করিয়া থাকেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৭।১০ শ্লোকের প্রমাণে মুক্ত পুরুষেও শ্রীহরিভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। যেজন ভক্তিতে অসিদ্ধ অর্থাৎ অজাতরতি এবং ভক্তি-সাধনে যেজন সিদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ হরিতে রতি লাভ

করিয়াছেন, এই উভয়বিধ অধিকারীতে ভক্তির বৃত্তি আছে। যথা—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ"

শ্রীশুকমুনি ৬।১।১৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন,—হে রাজন্! বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন মহানুভবগণ কেবলা ভক্তির প্রভাবে ভাস্কর যেমন কুজ্ঝটিকা বিনাশ করে, তেমনি নিখিল পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে অজাতরতি ভক্তে ভক্তির বৃত্তি দেখান হইল, ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরভিবিমৃগ্যাৎ, ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ" শ্রীহরি যোগীন্দ্র শ্রীল নিমি মহারাজকে কহিলেন,—হে রাজন্! ত্রিভুবনবৈভবপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়ও শ্রীহরিচরণগতজীবন দেবগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে যাহার লব নিমেষার্দ্ধ কালের জন্যও চিত্ত কখনও বিচলিত হয় না, সেইজন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১১।২।৫১ শ্লোক প্রমাণে জাতরতি ভক্তে ভক্তির বৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎপার্ষদদেহপ্রাপ্ত ভক্তজনেও ভক্তির বৃত্তি দেখা যায়। যথা—

"মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্,
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কিমন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

৯।৪।৬৭ শ্লোকে শ্রীভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ঋষিপ্রবর শ্রীদুর্ব্বাসাকে কহিলেন হে মুনিবর! আমার সেইসকল নিষ্কাম ভক্তগণ আমার ভক্তির প্রভাবে সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য নামক চারিটি মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা সেই চারিটীর মুক্তির মধ্যে একটীর প্রতিও ইচ্ছা করেন না; যেহেতু তাঁহারা আমার সেবানন্দে বিভোর থাকেন বলিয়া ঐ মুক্তিসকলের প্রতি সততই তাহাদের তুচ্ছবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, যখন তাঁহারা পরমানন্দস্বরূপ মুক্তির প্রতিই আকাঙ্খা করেন না; তখন কালবিনষ্ট পদার্থের প্রতি যে তাঁহাদের আকাঙ্খা জন্মে না এ বিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র। এই প্রমাণে প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ ভক্তজনে ভক্তির বৃত্তি দেখান হইল, নিত্যপার্ষদগণে ভক্তির বৃত্তি যথা—

"বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু,
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীরিতি॥

শ্রীব্রহ্মা ৩।১৫।২২ শ্লোকে দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! যে স্থানের সরোবরসকলের জল অতি স্বচ্ছ ও অমৃততুল্য স্বাদু এবং তটসকল প্রবালময়, লক্ষ্মী সেই তটের নিকবর্ত্তী নিজবনে উপবেশন করিয়া দাসীগণের সহিত তুলসী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিতেছেন; সেই অর্চ্চন-সময়ে সরোবর-জলে নিজ সুকুঞ্চিত সুন্দর কুন্তলাবলী ও উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মনে করেন,—"ভগবান্ শ্রীনারায়ণ আমার মুখ চুম্বন করিতেছেন" লক্ষ্মীর হৃদয়ে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই প্রমাণে নিত্যসিদ্ধা শ্রীলক্ষ্মীরও শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। সকল বর্ষে সকল ভুবনে সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং সেই বর্ষ ভুবন ও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে অষ্ট আবরণ আছে, সেই সকল আবরণেও অবস্থিত জনগণ যে শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত আছেন, ইহা দ্বারা সর্ব্বদেশে শ্রীহরিভক্তির বৃত্তির উদাহরণ বুঝিতে হইবে। এইক্ষণ সর্ব্বকরণে ভক্তির বৃত্তি দেখা যায় যথা—

"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।
পরেঽবাঙ্মনসা গম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে।

আনন্দের সহিত মানস উপচারে শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া মহাভাগ্যবান্ মানবগণ অবাঙ্মনসগোচর সেই শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন ইত্যাদি প্রমাণে অন্তঃকরণ দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনার সংবাদ পাওয়া যায়। এই প্রকার বচনে নিশ্চয় বহিরিন্দ্রিয় মন ও বচনের দ্বারাও তাঁহার উপাসনা করিলে শ্রীহরিভক্তি সিদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধ আছে। সর্ব্বদ্রব্যে ভগবৎভক্তিসিদ্ধির উপযোগিতা যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
দেহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥"

হে অর্জ্জুন! যেজন ভক্তিযুক্ত হইয়া ভক্তিতে সংগৃহীত পত্র পুষ্প ফল জল আমাকে অর্পণ করে, আমি সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ভক্তদত্ত পত্রপুষ্পাদি ভোজন করিয়া থাকি।

সর্ব্বক্রিয়াতে যে ভগবৎভক্তির বৃত্তি আছে তাহার প্রমাণ ১১।২।১২ অধ্যায়ে যথা—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুণাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি শ্রীবাসুদেব মহাশয়কে কহিলেন, হে বাসুদেব! ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিলে, শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিবার পর নিজে পাঠ করিলে, ধ্যান করিলে, আদর করিলে অথবা যে জন ভাগবত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে তাহাকে প্রশংসা করিলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বদ্রোহী জন-সমূহকেও দেহাবেশ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া শ্রীভগবানের চরণে আবিষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীভগবৎগীতাতেও সর্ব্ব ক্রিয়াতে ভগবৎভক্তির বৃত্তির সংবাদ পাওয়া যায়। যথা—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্" ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি সেই কর্ম্ম করিও তাহাই ভোজন করিও, সেই হোমই করিও, সেই দানই করিও এবং সেই তপস্যাই করিও—যে কর্ম্ম, যে ভোজ্য, যে হোম, যে দান, যে তপস্যা, আমাতে অর্পণযোগ্য হইতে পারে। এই প্রকার ভক্তির আভাসে এবং ভক্তির আভাস অথচ সেটী অপরাধ এমত স্থলেও ভক্তি-অনুষ্ঠান-জনিত ফল-প্রাপ্তি অজামিল মূষিক প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অজামিল মৃত্যুসময়ে নিজ পুত্র নারায়ণকে প্লুতস্বরে আহ্বান করিয়াও ভক্তিপ্রাপ্য শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া ছিলেন। একটী মূষিক শ্রীভগবন্মন্দিরে বাস করিত; প্রতিদিন শ্রীভগবানের আরত্রিকের ঘৃতযুক্ত তুলার বাতি মুখে করিয়া লইয়া যাইত, একদিন তুলার বাতি মুখে করিয়া লইয়া যাইতে শ্রীমন্দিরস্থিত প্রদীপের তুলার বাতির অগ্রভাগটী লাগাতে আগুন ধরিয়া উঠিল তখন মুখে আগুনের তাপ লাগায় শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ছটফট্ ছট্ফট্ করিতে লাগিল অথচ তুলার বাতি দাঁতে জড়াইয়া যাওয়ায় ছাড়াইতে পারিল না, তাহাতে শ্রীমূর্ত্তির আরত্রিক করার ফলে পরজন্মে কোন রাজমহিষীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুলদীপবলিকা উৎসব করিয়া শ্রীভগবানের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করেন। এস্থলে মূষি-কের শ্রীভগবানের আরত্রিকরূপ ভক্তির আভাস দেখা যায়। অথচ দীপবর্ত্তি হরণ করা রূপ অপরাধটীও আছে। তথাপি শ্রীভগবান্ সেই মূষিকের অপরাধের দিকে না তাকাইয়া দীপপ্রদানরূপ ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া ভক্তিলভ্য নিজধাম প্রাপ্তি করাইয়াছেন।

জগতে যে সমস্ত বৈদিক বা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যেও ভক্তির অনুবৃত্তি দেখা যায়। যথা—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
নূনং সম্পূর্ণতাং যান্তি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥

যাঁহার স্মরণে এবং নামগ্রহণ করিলে তপ যজ্ঞ এবং ক্রিয়া প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ হয়, সেই অচ্যুতকে নমস্কার করি।

(এই শ্লোকে সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান শ্রীহরিস্মৃতিতে এবং শ্রীনাম গ্রহণেই যে সম্পূর্ণ হয় তাহা বলা হইল। ইহাতে ভক্তের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে যে অনুবৃত্তি আছে তাহা বলা হইল।

ইহলোকে এবং পরলোকে যত প্রকার ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, সমস্ত প্রকার ফলপ্রাপ্তিতেই ভগবদ্ভক্তির অনুবৃত্তি আছে। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্ ॥

উদার বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং ভগবানের একান্ত ভক্তগণ, যদি কোনপ্রকার কাম্যফল প্রার্থী হয়েন আর নাই হয়েন, কিম্বা যদি সমস্ত বিষয়েই কামনাবিশিষ্ট হয়েন অথবা মুক্তিলিপ্সুই যদি হয়েন, তাহা হইলেও তাঁহারা- তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ ভগবান্‌কেই আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই প্রমাণে সমস্ত ফলপ্রাপ্তিতে যে ভগবদ্ভক্তির অনুবৃত্তি আছে তাহা স্থিরীকৃত হইল।

যথা তরো মূ‍র্ল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হন মচ্যুতেজ্যা॥

যে প্রকার বৃক্ষমূলে জল অর্পণ করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা উপশাখা ফলপুষ্প প্রভৃতি সকলই তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। যে প্রকার ভোজন করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের অর্চ্চন করিলেই সকল দেবতার পূজা নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

এই বাক্যদ্বারা শ্রীহরিপূজা করিলে অন্যান্য সকল দেবতার পূজা যে স্বতঃই নিষ্পন্ন হয় তাহাই বলা হইল। এইজন্যও শ্রীশ্রীহরিভক্তির সার্ব্বত্রিকতা কথিত হইল।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে এই প্রকারই উক্ত হইয়াছে।

অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খ-চক্র-গদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যু যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ॥

"শঙ্খ চক্র গদাধর দেবদেব অর্চ্চিত হইলে সমস্ত দেবতাই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্ব-দেবময় ইত্যাদি।

এই প্রকার যে হরিভক্তি করেন, যে গো প্রভৃতি জন্তু ভগবান্‌কে অর্পণ করা হয়, যে ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি করা হয়, শ্রীভগবানের প্রীতিকামনা করিয়া যাহাকে দান করা হয় এবং যে দেশাদিতে বা যে কুলে কোন লোক যদি ভক্তি অনুষ্ঠান করেন ইহাদের সকলেই কৃতার্থতা লাভ করেন, ইহা পুরাণ সকলে দেখা যায়। এই প্রকারে সকল কারকেই ভগবদ্ভক্তির অনুবৃত্তি সাধিত হইল।

হরিভক্তি যে পূর্ব্বকালে ছিলেন এবং বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবেন তাহা সম্প্রতি বলা হইল যথা—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৪।৩

"যাহাতে আমার ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে সেই বেদবাক্য সকল কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছিল। পরে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।

"ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মক" এই কথা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রলয়ের পূর্ব্বেও যে ভাগবত ধর্ম্ম ছিল তাহা বুঝা যায়।

সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী কালে বহু স্থলেই শ্রীভগবদ্ভক্তির কথা শুনা যায়।

তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরতে।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৭।৩৭

সেই সকল প্রলয়কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের কাহারা উপাসনা করেন? আর কে কে বা তাঁহাতে লীন হইয়া যায়?

এই বিদুর-প্রশ্নে প্রলয়-সময়কালেও যে ভগবদ্ভক্তি বিদ্য-মান থাকে তাহা কথিত হইল।

সম্প্রতি সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিতে শ্রীহরিভক্তি বিদ্যমান, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীভা ১২।৩।৫২

সত্যযুগে ভগবদ্ধ্যানকারীর যে ফল হইত, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা ভগবদারাধনায় যে ফল হইত, আর দ্বাপরে অর্চ্চন দ্বারা যে ফললাভ হইত, কলিযুগে শুধু কীর্ত্তন দ্বারাই সে সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে। এবং সেই সকল সাধন, যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না, কলিযুগে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা তাহা লাভ হইয়া থাকে।

এ শ্লোকে সর্ব্বযুগেই যে ভগবদ্ভক্তির অঙ্গসমূহ যাজিত হইত তাহা সূচিত হইয়াছে।

সা হানি স্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ সচ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥

বিষ্ণুপুরাণ

সেইটাই হানি সেইটাই মহাচ্ছিদ্র সেইটাই মোহ সেইটাই বিভ্রম যে মুহূর্ত্ত কিম্বা যে ক্ষণ বাসুদেবকে চিন্তা করা হয় না;—এই শ্লোকে সর্ব্বক্ষণেই শ্রীহরিস্মরণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জীবগণের যত প্রকার অবস্থা সম্ভব সকল অবস্থাতেই যে ভগবদ্ভক্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

গর্ভাবস্থায় নারদ প্রহ্লাদকে হরিকথা স্মরণ করাইয়াছিলেন, ইহাতে গর্ভেও হরিভক্তির অনুবৃত্তি দেখা যায়।

বাল্যকালে ধ্রুবের মধ্যে হরিভক্তি দেখা যায়।

যৌবনে শ্রীঅম্বরিষ মহারাজে, বার্দ্ধক্যে শ্রীধৃতরাষ্ট্রে, মরণ সময়ে—অজামিল কর্ত্তৃক শ্রীহরিভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াও শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতি শ্রীভগবানের নামাদি কীর্ত্তন করিতেন।

নারকী অবস্থায়ও শ্রীহরিভক্তির অনুবৃত্তি শাস্ত্রে দেখা যায়। যথা শ্রীনৃসিংহ পুরাণে—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তিস্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরেভ ক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযৌ॥

নারকী জীবগণ যেমন যেমন ভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন তেমন তেমন ভাবে তাঁহারা শ্রীহরিভক্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। এস্থলে স্বর্গপদের অর্থ বৈকুণ্ঠ।

এইজন্য দুর্ব্বাসাও বলিয়াছিলেন যে যাঁর নাম গ্রহণ করিলে নারকী জীবও মুক্ত হইয়া থাকে,—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্নীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

২।১।১১

হে রাজন! হরির যে নামানুকীর্ত্তন, ইহা ফলাকাঙ্খিপুরুষদিগের ও তৎফলের সাধন। মুমুক্ষুদিগেরও উহা মোক্ষসাধন এবং জ্ঞানিদিগেরও ইহাই জ্ঞানের ফল হয়। অতএব সাধক এবং সিদ্ধ কাহারও পক্ষে ইহা অপেক্ষায় অন্য পরম মঙ্গল নাই।

এস্থলে বিষয়ী, মোক্ষার্থী এবং জ্ঞানী অবস্থায়ও যে ভগবদ্ভক্তি অনুবর্ত্তিত হয়, তাহা সূচিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীহরিভক্তির যে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা অনুবৃত্তি আছে, তাহার বর্ণন নিষেধমুখেও আছে। তৎসম্বন্ধে—

কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্ব্বা কিম্বা তীর্থনিষেবনৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

যাহাদের বিষ্ণুভক্তি নাই তাহাদের পক্ষে বেদ শাস্ত্র তীর্থসেবা তপস্যা এবং যজ্ঞের প্রয়োজন নাই।

এস্থলে বেদশাস্ত্রাদি, বিষ্ণুভক্তি যাহার নাই তাহার পক্ষে ফলপ্রদ নহে, যিনি শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ তাঁহার পক্ষেই ফলপ্রদ। এইকথা বলায় বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদিতে শ্রীহরিভক্তির অনুবৃত্তির কথা অনুমোদিত করিয়া বুঝিতে হইবে।

আবার অন্বয় মুখে দেখাইতেছেন। যথা—

কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
বাজপেয়সহস্রৈর্ব্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥

যাহার জনার্দ্দনে ভক্তি আছে তাহার পক্ষে বহুশাস্ত্র জ্ঞানেরই বা কি প্রয়োজন? তপস্যা বা যজ্ঞেই বা তাহার কি করিবে? সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞেই বা তাহার কি দরকার?

এখানেও সর্ব্বত্র শ্রীহরিভক্তির অনুবর্ত্তন পূর্ব্ববৎ বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে।

যেমন বৃহন্নারদীয় ও পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৪।১৭ শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

তপস্বিনো দানপরা যশঃস্বিনো,
মনঃস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ!!

শ্রীশুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবতকথাপ্রসঙ্গ করিবেন বলিয়া নিজ অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিতে করি[illegible] বলিলেন, হে নাথ! তোমার চরণে ভক্তিহীন জনের সকল সাধনাই বিফলতা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানিগণ, দানপর কর্ম্মিগণ, যশোলিপ্সু কর্ম্মিগণ, অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণ, মনস্বিযোগিগণ, মন্ত্রজাপকগণ, সদাচারনিষ্ঠাগ[illegible] যে তোমাতে তপস্যা প্রভৃতি সাধন সমর্পণ না করি[illegible] [illegible]ই সকল অনুষ্ঠিত সাধনের ফললাভে বঞ্চিত হয় এবং [illegible]বধ বিঘ্নের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া থাকে; সেই সুমঙ্গলযশা; অর্থাৎ যাহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মাত্রেই সর্ব্বাভীষ্ট লাভ

ও সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে সেই তোমার চরণে আমার ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১৯।২৪ শ্লোকেও ভক্তি বিনা সমস্ত-দেশের হেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছেন, যথা—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা,
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ,
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

যেখানে হরিকথা সুধা স্বর্ধুনী প্রবাহিত হয় না, যেস্থানে হরিকথারসিক সদাচারপরায়ণ ভগবদ্ভক্তগণ বাস করেন না, যেস্থানে যজ্ঞেশ্বরপ্রবর্ত্তিত যজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ মহোৎসব হয় না, এমত স্বর্গ-লোকও কখনও সেবা করিবে না।

শ্রীভগবানে ভক্তিহীনজনের নিন্দার প্রসঙ্গও শ্রীমদ্ভাগ-বতে অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যথাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ,
পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহা-
নহো সুরাণাঞ্চ তমোধিগাঢ্যতাম্॥ ১০।৫০।৩০

পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রাদিদেবগণের পরাজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া স্বার্থসাধক নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত মহারাজের প্রতি শ্রীশুকদেব দেবরাজ ইন্দ্রের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতেছেন—

হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র স্বার্থসাধক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো! আপনি নরককে বধ করিয়া আমার জননী অদিতির কুণ্ডলাদি আনিয়া দিউন। শ্রীকৃষ্ণও ইন্দ্রের প্রার্থনায় নরকবধপূর্ব্বক কুণ্ডলাদি আনয়ন করিয়া অদিতিকে সমর্পণ করেন। তথাপি সত্যভামার প্রার্থনায় পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গরুড়ের উপরে স্থাপন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বে নিজে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিরীটকোটী দ্বারা যাহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, এইক্ষণ সাধারণ পারিজাত বৃক্ষের জন্য তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অহো! দেবগণের ঐশ্বর্য্য-জনিত কি মহীয়ান্ ক্রোধ!

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৯।১৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের ভজনা-নন্দে যাহাদের চিত্ত গাঢ় আবেশপ্রাপ্ত, তাহারা যে সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেও অনাদর করিয়া থাকেন, তাহাই শ্রীভগবান কপিলদেবের শ্রীমুখ বচনে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শ্রীভগবান্ নিজজননী দেবহূতিকে কহিলেন,—হে মাতঃ! যাহারা আমার মানুষ অর্থাৎ আমার ভজনরসে-রসিক তাহারা আমার সেবার উপযোগিতা ভিন্ন সুখৈশ্বর্য্য-কামনায় সালোক্য (সমান লোকে বাসের অধিকার-প্রাপ্তি) সার্ষ্টি (ভগবানের সমানৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি) সারূপ্য (ভগবানের সমানরূপ প্রাপ্তি) সামীপ্য (শ্রীভগবানের সমীপে যাইবার অধিকার প্রাপ্তি) একত্ব (সাযুজ্য) এই পাঁচ প্রকার মুক্তি আমি তাহাদিগকে দিলেও তাহারা গ্রহণ করে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৭।৫২ শ্লোকেও ব্যতিরেক ও অন্বয়মুখে ভগবদ্ভক্তিকেই ভগবৎসন্তোষের একমাত্র হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিলেন—হে ভ্রাতৃবর্গ! দান তপঃ যাগ শৌচ ব্রত প্রভৃতি শ্রীহরিকে সন্তোষ করিতে পারে না। একমাত্র নিষ্কাম-ভক্তিতেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্য সকল অনুষ্ঠানই অভিনয় মাত্র, যেহেতু কোনও সাধনে শ্রীহরির জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হয় না।

ভা ১।৫।১২ শ্লোকেও ভক্তি বিনা জ্ঞানাদি সকল সাধনের বিকলতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্।

শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিলেন—হে মুনিবর! নির্ব্বাণরূপ নিরুপাধি-জ্ঞানও যদি ভগবানে ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-সাধনও সম্যক্ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্যতালাভ করে না, অর্থাৎ ভক্তিহীন নিরুপাধি জ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করাইতে সর্ব্বথা অসমর্থ। তাহা হইলে সাধ্য ও সাধনকালে অমঙ্গলরূপ নিষ্কামকর্ম্ম-সাধন যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই নিষ্কাম-কর্ম্ম যে চিত্তশুদ্ধ করিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য।

ভা ৩।১৫।৪৮ শ্লোকে ভগবদ্ভক্তিরসিকের নিকটে ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তিস্থলে পর্য্যন্ত তুচ্ছ বুদ্ধি উপস্থিত করায়, সুতরাং স্বর্গাদি সুখে যে তুচ্ছবুদ্ধি করায় তাহা ত বলাই বাহুল্য, যথা—

> নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং,
> কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
> যেঽঙ্গ ত্বদঙ্‌ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ॥
> কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥

শ্রীসনকাদি ঋষিগণ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে কহিলেন, হে নাথ! যাঁহারা তোমার চরণে একান্ত শরণাগত হইয়া জগৎ পবিত্রকারিত্ব ও রমণীয়ত্ব হেতুক কীর্ত্তনীয় যশা তোমার কথার আস্বাদনে লম্পট হয়েন, সেই সকল চতুর ভক্তসমাজ তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ মুক্তি সুখকেও আদর করেন না, অতএব তোমার ভ্রুবিজৃম্ভে ভয়সঙ্কুল স্বর্গাদি সুখের প্রতি যে আদর বুদ্ধি রাখেন না তাহা ত বলাই বাহুল্য।

এই সকল প্রমাণে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে শ্রীভগবদ্ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা এবং সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অনুবৃত্তি দেখান হইল। অনন্তর পক্ষান্তর অবলম্বনে "সদা সর্ব্বত্র" এই দুইটী পদের যুগপৎ উপপত্তি যোজনা করিয়া যে অর্থটী প্রকাশ পায় তাহাই দেখাইতেছেন। অর্থাৎ যে বিধি-বাক্যে যুগপৎ "সদা এবং সর্ব্বত্র" এই দুইটী পদে উল্লেখ করিয়া যাহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাই শ্রীগুরুচরণ সমীপ হইতে অবশ্য শিক্ষণীয়, এই অর্থটীও দেখান হইতেছে, যথা—

> তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্! হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
> শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥

২।২।৩৬ শ্লোকে শ্রীপাদশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে রাজন্! নিখিল বেদের মুখ্য অভিধেয় শ্রীহরিভক্তি, অতএব মানব-মাত্রের সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরির কথাই শ্রবণকরা কীর্ত্তনকরা ও স্মরণকরা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকে যুগপৎ "সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা" এই দুইটী পদ উল্লেখ করিয়া শ্রীহরিভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পুনশ্চ পক্ষান্তরে অন্য অর্থ করিয়া দেখাইতেছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে সদা পদের অর্থ যোজিত হইয়া যাহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছেন, তাহাই শ্রীগুরুচরণ-সমীপ হইতে অবশ্য শিক্ষণীয়। এইরূপ অর্থের প্রমাণ যথা—

> স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
> সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেবকিঙ্করাঃ॥

সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখনও বিস্মরণ হইবে না। নিখিল কর্ত্তব্য-উপদেশ এবং নিষেধ-উপদেশ শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ও বিস্মরণেরই কিঙ্কর। অর্থাৎ নিখিল বিধির রাজা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ। নিখিল নিষেধের রাজা শ্রীবিষ্ণুর বিস্মরণ। অন্য সকল বিধি নিষেধ এই দুই রাজারই কিঙ্কর অর্থাৎ অনুগত। যেমন রাজার মর্য্যাদা করিলে কিঙ্করগণ আপনিই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তেমনই রাজবিধি বিষ্ণুস্মরণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে তাহার অনুগত নিখিল বিধিরই মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়; আবার নিখিল নিষেধ-রাজ্যের রাজা শ্রীবিষ্ণুকে বিস্মরণ না হওয়া রূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে নিখিল নিষেধ-উপদেশের মর্য্যাদা করা হইয়া থাকে। এই প্রমাণে অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে এবং "সতত" পদ যোজিত করিয়া শ্রীবিষ্ণুভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে অর্থ করিতেছেন যে—বিধি ও নিষেধ সংবলিত "সদা এবং সর্ব্বত্র" এই দুইটী পদে যে কর্ত্তব্য উপদেশে পাওয়া যায়, তাহাই শ্রীগুরুচরণ-সমীপ হইতে অবশ্যশিক্ষণীয়। এইরূপ সাকল্যের দ্বারা অর্থাৎ

অন্বয় ব্যতিরেক ও "সদা সর্ব্বত্র" পদ যোজিত ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে প্রমাণ যথা—

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ২।২।৩৩
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ২।২।৩৬

শ্রীপাদ শুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন—হে রাজন্ যে জন এই সংসারসাগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংসার হইতে মুক্তি পাইবারজন্য তপস্যা অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনেক সাধনই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইটীই সর্ব্বপ্রকারে সুখময় ও সমীচীন পন্থা। সেই পন্থাটী কি তাহাই বলিতেছেন—যে সাধনটী অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে প্রেমলক্ষণা ভক্তিযোগ আবির্ভূতা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সুখরূপ নির্ব্বিঘ্ন পন্থা আর নাই। এই হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে বেদের মুখ্য অভিধেয় তাহাই প্রতিপাদন করতঃ বলিতেছেন—হে রাজন্! অতএব সর্ব্বভাবে "সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা" ভগবান্ শ্রীহরির কথা শ্রবণ করা কীর্ত্তন করা ও স্মরণ করাই মানবমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্লোকটীতে "সদা ও সর্ব্বত্র" পদ যোজিত করিয়া শ্রীহরিভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

শ্লোকস্থ "ভগবান্ নৃণাম্" এই "নৃ" পদের—

ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং।
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥

১০।৮৭।২০ শ্লোকোক্ত প্রমাণানুসারে জীবমাত্র অর্থই বুঝিতে হইবে, যেহেতু কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের মত ভক্তিমার্গে অধিকারিগত কোন বিচার নাই. জীবমাত্রই শ্রীভগবান্কে ভক্তি করিতে সমান অধিকারী। শ্রীভগবান্ জীবমাত্রেরই সেব্য প্রভু, এবং জীবমাত্রই শ্রীভগবানের নিত্যসেবক।

এই সকল ব্যাখ্যায় এই উদ্দেশ্যই প্রকাশ করা হইল যে—যেটী কর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত সেইটী, মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসলক্ষণ ত্যাগমার্গ আশ্রয় না করিবে, এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ-উপযোগী দেহ প্রাপ্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তৎপরে কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া থাকে। আবার যোগ সাধনটীও যতদিন সিদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই অনুষ্ঠান করিতে হয়, সিদ্ধিপ্রাপ্তির পর যোগ অনুষ্ঠান নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আবার আত্মার অনাত্মবিবেক ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্তই তাহা অনুষ্ঠান করিতে হয়। আত্মজ্ঞান লাভের পর নিবৃত্তি। সেইরূপ জ্ঞানসাধনটীও অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের অভেদ অনুসন্ধান ও মুক্তিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত করিতে হয়। মুক্তিলাভের পর জ্ঞান সাধনের যোগ্যতাই থাকে না, তেমন তেমন ভাবে সেই সেই সাধন অনুষ্ঠানের যোগ্যতা প্রকৃতির অপেক্ষা আছে, এবং সেই সেই কর্ম্মাদিতে শাস্ত্র প্রকৃতিতে ব্যভিচারিতা দেখা যায়; অর্থাৎ আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে, এবং কিরূপ যোগ্যতা লাভ হইলে ঐ ঐ সাধন অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় তাহাও শাস্ত্রে সাধুগণ বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তির কিন্তু বিধি ও নিষেধ মুখে "সদা এবং সর্ব্বত্র" ভক্তির মহিমা বর্ণনপূর্ব্বক অনুবৃত্তি দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তির আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি নাই এবং অধিকারিগত যোগ্যতার কোন অপেক্ষা নাই। অতএব এইপ্রকার শ্রীহরিভক্তিই প্রেমলক্ষণ রহস্যতত্ত্বের অঙ্গ (সাধন) হইবার উপযুক্ত, এই জন্যই রহস্য বস্তুর অঙ্গ বলিয়াই জ্ঞানরূপ অর্থান্তর দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াই এই ভক্তিসাধনটীর উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, রহস্য শব্দের অর্থ গোপনীয়, যেটী গোপনীয় বস্তু সেটীর সাধনও গোপনীয় হওয়া উচিৎ। শ্রীব্রহ্মাও ভবিষ্যতে জগৎকে উপদেশ করিবেন যে নারদ তাঁহাকে সেই প্রকারই সংকল্প করাইয়াছিলেন। যথা—

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতিসঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥ ২।৭।৫২

হে বৎস! তুমি যে জগৎকে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মার্থ উপদেশ করিবে তাহাতে অখিলাধার সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিতে যাহাতে মানব মাত্রের ভক্তির উদয় হয়, এইরূপ সংকল্প, অর্থাৎ যথা নিয়মে অঙ্গীকার করতঃ উপদেশ কর। ১১৫

শ্রীনারদেনাপি তন্মহাপুরাণাবির্ভাবার্থং যথৈবোপদিষ্টং—অথো মহাভাগ! ভবানমোঘদৃক্, শুচিশ্রবাঃ সত্যব্রতো ধৃতব্রতঃ। উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে, সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥ ১১৬

শ্রীনারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হৃদয়ে সেই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাব করাইবার জন্য শ্রীব্রহ্মা যে প্রকার সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন, সেই প্রকারই যথাযথরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন।

১।৫।১৩ শ্রীপাদ দেবর্ষিনারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে কহিলেন, হে মুনিবর! ভক্তিশূন্যজ্ঞান, বাক্চাতুর্য্য, কর্ম্মকৌশল প্রভৃতি সকলই যে বিফল ইহা আমি যুক্তির সহিত তোমাকে কহিলাম। অতএব শ্রীহরির চরিত্রই নিরন্তর বর্ণন কর। যে হেতু তুমি অমোঘদৃষ্টি, পবিত্রযশা, সত্যেনিরত এবং ধৃতব্রত এইসকল মহাগুণ তোমাতে বিদ্যমান আছে। অতএব উরুক্রম-শ্রীভগবানের বিবিধ লীলা চিত্তের একাগ্রতার সহিত অখিলজীবের মায়াবন্ধন বিমোচনের জন্য তুমি নিরন্তর স্মরণ কর, এবং বর্ণন কর। ১১৬

অথো অতঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিত মিত্যাদ্যুক্তেঃ কারণাৎ। অত্র বিচেষ্টিতানুস্মরণে নাম্নৈব ভক্তির্লক্ষ্যতে। অন্তে চ—ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ, সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্। প্রখ্যাহি দুঃখৈ র্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা। ১১৭

বিদাং বিদুষাম্ ১॥৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্॥ ১১৬॥১১৭॥

শ্লোকস্থ "অথ" শব্দের অর্থ—"অতএব"। অর্থাৎ "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাব বর্জ্জিতং" এই কারণ উল্লেখ থাকার জন্য শ্রীহরি কথা বর্ণনই মানব মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকে শ্রীহরির বিবিধলীলা নিরন্তর অনুস্মরণের কথা উপদেশ করাতে স্বখণ্ডাভক্তি লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীনারদকৃত উপদেশের অন্তেও বলিয়াছেন, হে অপ্রতিহতজ্ঞান! অতএব তুমিও শ্রীভগবানের সুবিমল-যশঃ বর্ণন কর, যে ভগবদ্ যশঃ অনুভব করিতে পারিলে বিজ্ঞজনমাত্রের বস্তুতত্ত্ব জানিব বলিয়া যে বলবতী আকাঙ্ক্ষা জাগে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবত কথা রস আস্বাদন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ের জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না, অথচ যতদিন পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত রসময় শ্রীভগবান্‌কে বিমল আস্বাদন করিতে পারা যায় না। শ্রীভগবৎ কথা কীর্ত্তন হইতে রাশি রাশি দুঃখে প্রপীড়িত মানবগণের সম্যক্ ক্লেশশান্তি ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন উপায়ে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনারদ ১।৫।৪০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। ১১৬।১১৭।

শ্রীব্যাসোঽপি তন্মহাপুরাণপ্রচারণারম্ভে ভক্তিমেব পরমশ্রেয়ঃ প্রদত্বেন সমাধাবনুভূতবানিতি প্রথমসন্দর্ভে দর্শিতং, ভক্তিযোগেন মনসীত্যাদি প্রকরণে। তথৈব, কোলাভ ইতি প্রশ্নানন্তরং শ্রীভগবতৈব সম্মতং—ভগো ম ইত্যাদৌ লাভো-মদ্ভক্তিরুত্তম ইতি॥ ১১৮॥

স্পষ্টম্॥ ১১॥১৯॥ শ্রীভগবান্॥১১৮॥

শ্রীব্যাস ও শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য মহাপুরাণ প্রচারারম্ভে প্রেম-ভক্তি সমাধিতে ভক্তিকেই পরমমঙ্গলপ্রদরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গ প্রথমসন্দর্ভে (তত্ত্ব-সন্দর্ভে) "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে" ইত্যাদি প্রকরণে দেখান হইয়াছে। সেই প্রকার ভাবেই শ্রীমান্ উদ্ধবকৃত "কোলাভঃ" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানই "ভগো ম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ" অর্থাৎ হে উদ্ধব! আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষাড়্গুণ্যই পরম ভাগ্য। আমার চরণে ভক্তিই উত্তমলাভ। এইরূপ নিজসম্মত ভক্তিকেই পরমলাভ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১১।১৯।৪০

স্বগতং বিচারয়তিস্ম—কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ। প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব

ষ্চ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ১১১ ॥ স্পষ্টং। ১।৪। শ্রীব্যাসঃ। ১১৯ ॥

শ্রীবেদব্যাসও নিজ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন, কিম্বা আমি ভাগবতধর্ম্ম বহুলরূপে বর্ণন করি নাই, সেই জন্যই কি আমি চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিতেছি না। যেহেতু পরমহংস আত্মারামগণের এবং শ্রীভগবানেরও সেই ভাগবত ধর্ম্মই একান্ত প্রিয়।

১।৪।৩১ ॥ ১১৯ ॥

অশেষোপদেষ্টুরপি তদুপদেশেনৈব ভগবতঃ পরম উৎকর্ষ উচ্যতে। যথা—জিতমজিত তদা ভগবন্ যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যমিতি।

জিত মিত্যত্র ভবতেতি জ্ঞেয়ং। আহেত্যত্রতু ভবানিতি ॥৬॥১৬॥ চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥১২০॥

অশেষ কর্ত্তব্য উপদেশের কর্ত্তা শ্রীভগবানেরও শ্রীভাগবতধর্ম্ম উপদেশের দ্বারাই পরম উৎকর্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীচিত্রকেতু মহারাজ নিজ প্রভু শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবকে কহিলেন, হে অজিত! হে ভগবন্! আপনি যখন এই জগতে আসিয়া বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, তখনই নিষ্কাম ভক্তিরসিক ভক্তগণকে জয় করিয়াছেন, এইরূপ উক্তিতে ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশের দ্বারায় শ্রীভগবানের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

তদেব ভক্তে রেবাভিধেয়ত্বং স্থিতং। তত্র যদ্বহুত্র কর্ম্মাদিমিশ্রত্বেন তদ্ধর্ম্ম উপদিশ্যতে, তত্তু তত্তন্মার্গ নিষ্ঠান্ ভক্তিসম্বন্ধেন কৃতার্থয়িতুং তানেব কাংশ্চি ভক্ত্যাস্বাদনেন শুদ্ধায়ামেব ভক্তৌ প্রবর্ত্তয়িতুং চেতি জ্ঞেয়ম্। পুনশ্চ সর্ব্বত্র তস্যাএবাভিধেয়ত্বং বক্তুং তদীয়মহিমা পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতোঽপি ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে।

সর্ব্বৈরেব বিশেষতঃ ভক্তেরন্যত্তু ন কর্ত্তব্যমিত্য ভিপ্রায়েণ। তত্র তস্যাঃ পরমধর্ম্মত্বং সর্ব্বকামপ্রদত্বঞ্চ এতাবানেব লোকে ঽস্মিন্নিত্যাদৌ, অকামঃ সর্ব্বকামোবা ইত্যাদৌ, সর্ব্বসামপিসিদ্ধীনা মিত্যাদৌ চ দর্শিতমেব। স্কান্দেচ সনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সংবাদে বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মানাং ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চনং নৃণাম্। সর্ব্বযজ্ঞতপোহোমতীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলং। তৎ ফলং কোটিগুনিতং বিষ্ণুং সংপূজ্য চাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ ॥ ব্রহ্মনারদ সংবাদেচ—অশ্বমেধ সহস্রানাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ। ন তৎফল মবাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যত ইতি ॥ অশুভয়ত্বমপি সধ্রীচিনোহ্যয়ং লোকে পন্থা ইত্যাদৌ দর্শিতম্। টীকা চ—অতো ন জ্ঞানমার্গ ইবা সহায়তানিমিত্তং ভয়ং নাপি কর্ম্মমার্গবন্মৎসরাদিযুক্তোভ্যো ভয় মিতি ভাব ইত্যেষা। তথা চ স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে পরমেশ্বরবাক্যং—মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসা মিহলোকে পরে ঽপি বা। নাশুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্দিবমিতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেস্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষন্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিমিতি। সর্ব্বান্তরায়নিবারকত্বমাহুঃ—তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তিমার্গাত্ত্বয়িবদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ১২১

তাহা হইলে এইরূপ অশেষ বিশেষ বিচারের দ্বারা শ্রীভক্তিরই অভিধেয়ত্ব, অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইল। তন্মধ্যে যে বহুশাস্ত্রে কর্ম্মজ্ঞানাদি মিশ্ররূপে ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেটী কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনমার্গে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সাধকগণকে ভক্তি সম্বন্ধে কৃতার্থ করিবার জন্য, এবং কোনও কোনও সাধকগণকে ভগবদ্ভজনজনিত আনন্দ আস্বাদন দ্বারা বিশুদ্ধ ভক্তিতেই প্রবর্ত্তন করাইবার জন্যই সেইরূপ উপদেশ করিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রে সেই ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বলিবার জন্য পূর্ব্বে যদ্যপি ভক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি ক্রমরীতি অবলম্বনে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সকলের পক্ষে বিশেষতঃ ভক্তের কিন্তু, ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই করা

কর্ত্তব্য নহে, এই অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার ভক্তির মহিমা বর্ণন করা হইতেছে। সেই মহিমা বর্ণনে শ্রীহরিভক্তির পরম ধর্ম্মত্ব এবং সর্ব্বাভীষ্ট প্রদত্বও

এতাবানেব লোকেস্মিন্ পুংসাং নিশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো মধ্যর্পিতং স্থিরম্॥ ৩।২৫।৪৪
অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ২।৩।১০
স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্॥ ১০।৮১।১৯

ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যা পূর্ব্বক বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণেও সনৎকুমার মার্কণ্ডেয় সংবাদে, যথা—

বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাম্।
সর্ব্ব যজ্ঞ তপোহোম তীর্থ স্নানৈশ্চ যৎফলম্॥
তৎফলং কোটি গুণিতং বিষ্ণুং সম্পূজ্য চাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণ মিহার্চ্চয়েৎ॥

শ্রীসনৎকুমার মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! মানব মাত্রের সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ত্তব্যতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনই বিশিষ্ট ধর্ম্ম। সর্ব্বযজ্ঞ, তপ, হোম, ও তীর্থস্নানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক্-রূপে পূজা করিয়া সেই ফলই কোটিগুণ অধিকরূপে লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্ব প্রথমে এই সংসার শ্রীনারায়ণকেই পূজা করিবে।

শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদেও যথা—

অশ্বমেধ সহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ।
ন তৎফল মবাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে॥

যে জন সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাতেও সেই ফল লাভ করিতে পারে না, আমার ভক্তগণ যে ফললাভ করিয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্তির নিখিল অশুভ বিনাশে সামর্থ্যের সংবাদ ৬।১।১৭ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বর্ণন করিয়াছেন, যথা,—

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে পাপীয়ান্ জন তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা তেমন বিশুদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ অর্পণ করিলে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তজন সেবায় যেমন বিশুদ্ধিতা লাভ করেন। হে রাজন্! এই ভক্তিমার্গই সমীচীন। যেহেতু এই ভক্তিমার্গ মঙ্গলপ্রদ এবং অকুতোভয়, কোন বিঘ্ন হইতে ভয়ের আশঙ্কা থাকে না, যেহেতু এই ভক্তি-মার্গে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা কৃপালু নিষ্কাম এবং নারায়ণপরায়ণ, যাঁহারা এই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের সাহায্য করিবার জন্য সেই সকল কৃপালু ভক্তগণ সর্ব্বদাই আনুকূল্য করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞানমার্গের মত ভক্তিমার্গে অসহায়তা নিমিত্ত ভয় নাই, এবং কর্ম্মমার্গের মত পরশ্রীকাতরতাযুক্ত মানব হইতেও ভয়ের আশঙ্কা নাই।

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যেও সেইরূপেই পরমেশ্বরের বাক্য দেখা যায়। যথা—

মদ্ভক্তিংবহতাংপুংসাং ইহ লোকে পরেঽপি বা।
না শুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটি নয়েদ্দিবম্॥

যে সকল মানব আমার চরণে ভক্তি অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে কোন অমঙ্গল থাকে না, এবং কোটিকুলকে স্বর্গে (বৈকুণ্ঠ) প্রাপ্তি করাইয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উল্লিখিত আছেন। যথা—

স্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানব মাত্র সকল কল্যাণের পাত্র হইয়া থাকে, আমি সেই পুরুষ অজ শ্রীহরিকে শরণ লইতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২।৩৩ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীদেবকীদেবীর হৃদয়ে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতেও ভক্তির সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-নিবারকত্ব দেখান হইয়াছে। যথা—

তথান তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্,
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া,
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! জ্ঞানিগণ যেমন সাধন-মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, যাহারা তোমার মানুষ বলিয়া হৃদয়ে অভিমান্ করে, তাহারা তেমন ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না; যেহেতু তাহাদের তোমাতে বন্ধু-ভাবটী অতি সুদৃঢ়, অতএব তোমা-কর্ত্তৃক সর্ব্ব বিঘ্ন হইতে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নসকলের মধ্যে যে সকল বিঘ্ন অতি প্রবলতর, তাহাদেরও মস্তকে বিচরণ করিয়া থাকে। যেহেতু তুমি ভক্তরক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বথা সমর্থ, এই অভিপ্রায়েই সম্বোধন করিলেন "হে প্রভো!" ॥১২১॥

পূর্ব্বং যেহন্যেরবিন্দাক্ষ ইত্যাদিনা মুক্তানামপি ভগবদনাদরেণ পরমার্থভ্রংশ উক্তঃ। ভক্তানাং স নাস্তি ইত্যাহ, তথেতি। যথা পূর্ব্বে আরূঢ়পরমপদস্থাবস্থাতোহপি ভ্রশ্যন্তি তথা তাবকা মার্গাৎ সাধনাবস্থাতোহপি ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। শ্রীবৃত্রগজেন্দ্র-ভরতাদীনাং সজ্জন্মতো ভ্রংশেহপি ভক্তিবাসনানুগতি-দর্শনাৎ। মুক্তা অপি প্রপদ্যন্তে পুনঃ সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ইতি তেষাং তু পুনঃ সংসারবাসনানুগতেঃ। যতস্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ সৌহৃদমত্র শ্রদ্ধামার্গাদিতি সাধকত্বপ্রতীতেরেব। ত্বদ্বদ্ধসৌহৃদত্বাদেব ত্বয়েত্যাদি। তথোক্তম্—ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা ইত্যাদৌ ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিত্যাদৌ চ॥ ১০॥২॥ ব্রহ্মাদয়ো ভগবন্তম্॥ ১২১॥

পূর্ব্বে উল্লেখিত "তথা ন তে মাধব" এই শ্লোকের শ্রীগোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা—এই শ্লোকের পূর্ব্বে "যেহন্যে-রবিন্দাক্ষঃ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগেরও শ্রীভগবানের ও শ্রীভক্তগণের অনাদররূপ অপরাধে পরমার্থ-বস্তু হইতে ভ্রংশ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু ভক্ত-গণের কখনও পরমার্থবস্তু হইতে ভ্রংশ হইতে হয় না, ইহাই "তথেতি" শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন পূর্ব্বে "পরম-পদে" আরূঢ় অবস্থা হইতেও জ্ঞানিগণ ভ্রষ্ট হয়, তেমন যাহারা তোমার মানুষ তাহারা মার্গ অর্থাৎ সাধন-অবস্থা হইতেও ভ্রষ্ট হয় না। ইহাতে কেহ এইরূপ সংশয় উপস্থিত করিতে পারেন যে, শ্রীবৃত্র গজেন্দ্র, ভরত প্রভৃতি সজ্জন্ম হইতে, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে ভগবদ্ভজনোপযোগি-মানুষ দেহ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া দেখা যায় কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—তাহারা সজ্জন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেও শ্রীভগবান্কে ভজন করিবার বাসনা অসুরদেহে, হস্তিদেহে, ও মৃগদেহেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিবাসনার কোনরূপ হানি না ঘটায় সেই পতনটী পতনশব্দবাচ্য নহে। মহারাজ বিদেশে গেলে মহামূল্য নিধি আঁচলে বাঁধা থাকিলে, রাজাকে যেমন দরিদ্র বলা যায় না, এস্থলেও তেমনই বুঝিতে হইবে। মুক্তমহাপুরুষগণ ভগবানে অপ-রাধী হইলে যে পুনর্ব্বার সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়েন, সেই বিষয়ে বাসনা-ভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট বচন। যথা—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

জীবন্মুক্তমহাপুরুষগণও যদি অচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধী হয়েন, তবে পুনর্ব্বার কর্ম্মরাশিদ্বারা বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হন। সেই স্থানেই আর একটী বচন। যথা—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥

জীবন্মুক্ত যোগিপুরুষগণ কখনও কখনও সংসারদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না।

রথযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ে ধৃত পুরাণান্তর-বচন, যথা—

নানুব্রজতি যো মোহাৎ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ।

যে জন মোহান্ধ হইয়া রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা-কারী শ্রীভগবানের পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করে না। সে জন জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা হইয়াও ব্রহ্মরাক্ষসত্ব লাভ করে।

এইজন্য সেই ভগবদবজ্ঞাকারী জ্ঞানিগণের কিন্তু সংসারবাসনার পুনর্ব্বার উদ্গম দেখা যায়।

ভক্তগণের অপতনে কারণ তোমাতে তাহাদের সুহৃদ্ভাব বদ্ধমূল। এস্থানে সুহৃদ্ভাব বলিতে শ্রদ্ধামার্গই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তোমার প্রতি তাহাদের দৃঢ়

বিশ্বাস। দৃঢ়বিশ্বাসে অবস্থিতি বলিয়া ইহাদিগকে সাধক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তোমাতে তাহাদের সুহৃদ্ভাব আছে বলিয়া তুমিও তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাক।

শ্রীভগবানের ভক্তগণ নিজ প্রভুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যে বিঘ্নগণের মস্তকে পদধারণ করিয়া থাকেন, সেই বিষয়ে ১১।৪।১০ শ্লোকটী প্রমাণ-রূপে উল্লেখ করিতেছেন। যথা—

> ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ,
> স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
> নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্,
> ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥

মদন, মারুত ও দেববধূগণ বদরিকাশ্রমে শ্রীনরনারায়ণকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! যাহারা যজ্ঞস্থলে দেবগণকে হবি প্রদান করে, সেই সকল কর্ম্মিগণের প্রতি দেবগণ কোন বিঘ্ন আচরণ করেণ না। কিন্তু যাহারা দেবতান্তরের অর্চ্চন করে না, একমাত্র তোমাকেই সেবা করে, তাহাদের প্রতি দেবগণ বহুল বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। কারণ দেবগণ মনে করেন, ইহারা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের পায়ের নীচে ছিল, এখন শ্রীহরিকে ভজন করিয়া আমাদের মাথার উপরে শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবে। যাহাতে বৈকুণ্ঠে যাইতে না পারে তাহার জন্য বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিব, কিন্তু তোমা-কর্ত্তৃক সেই ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া আগন্তুক-বিঘ্নগণের মস্তকে পদ ধারণ করতঃ তোমার চরণকমল-সমীপে উপস্থিত হন। শ্রীভগবদ্ভক্তগণ যে কখনও বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হন না, সেই বিষয়ে ১১।২।৩৫ শ্লোক প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন। যথা—

> যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
> ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

শ্রীকবি যোগীন্দ্র নিমিমহারাজকে কহিলেন, হে রাজন্! যে ভাগবতধর্ম্মে বিশ্বাস করিলে নর মাত্র কখনও বিঘ্নের দ্বারা অভিভব প্রাপ্ত হয় না, এবং শ্রুতি ও স্মৃতি জ্ঞানরূপ নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলে এই ভাগবতধর্ম্ম-মার্গে কখনও স্খলন বা পতন নাই ॥ ১২১ ॥

তথা—ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ-মদর্হণম্। ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥ ১২২ ॥

ময়ি সংগৃভিতঃ সংগৃহীতো বদ্ধ আত্মা যেষাম্। তথা বাধ্যমানোঽপীত্যাদিকমপ্যত্রোদাহরণীয়ম্। অত্র প্রায়ো বাধ্যমানত্বং কদাচিত্তদ্ধ্যানাদিত আকৃষ্য-মাণত্বমবগম্যতে। তথাপ্যনভিভূতত্বং, বেদ দুঃখাত্ম-কান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বর ইত্যাদিন্যায়েন। তত্রাপি ভগবন্তং প্রতি নিজদৈন্যাদিনিবেদনাদিনা ভক্তেরেবানুবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩।২১॥ শ্রীশুকঃ কর্দ্দমম্ ॥ ১২২ ॥ ৩।২১।২৪।

শ্রীভগবান্ শ্রীল কর্দ্দমঋষিকে কহিলেন, হে প্রজাধ্যক্ষ! (প্রজাপতে) যাহারা আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছে, তাহাদের আমার অর্চ্চন কখনও বিফল হয় না, তন্মধ্যে আপনাদের মত মহানুভবগণ যে আমার অর্চ্চন করেন, তাহা যে বিফল হয় না সেটী বলাই বাহুল্য।

শ্রীগোস্বামিপাদকৃত শ্লোক-ব্যাখ্যা—হে প্রজাপতে! আমাকে সংগৃহীত অর্থাৎ বদ্ধচিত্ত যাহারা—তাহারা যে আমাকে অর্চ্চন করে, তাহাই বিফল হয় না। সেই প্রকার—

> বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
> প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥

১১।১৪।১৮

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ বিষয়ের দ্বারা বাধ্যমান হইলেও প্রগল্ভা ভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না। এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এইযে "বাধ্যমান" পদটীও বর্ত্তমান্‌কালে প্রয়োগ করা হইয়াছে। আবার "অভিভূয়তে" পদটীও বর্ত্তমানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখনই বাধিত হইতেছে, তখনই বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইতেছে না। যেমন জ্বরপ্রতি-ষেধক ঔষধি সেবন করিলে, সেই দিন জ্বর আইসে বটে কিন্তু সেরূপ অভিভূত করিতে পারে না। তেমনি বিষয়-

বাসনার প্রতিষেধক শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠান করিলে, বিষয়বাসনা আসিয়া আক্রমণ করিতে চায় বটে, কিন্তু ভক্তির সাধনে বাধা দিতে পারে না। এস্থলে প্রায়শঃ বাধিত হইলেও ভগবদ্ধ্যানাদি দ্বারা আকৃষ্যমাণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যানের প্রভাবে চিত্তটীকে শ্রীভগবানের দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। বিষয়বাসনার চিত্তআকর্ষণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। যদ্যপি বিষয়ে শ্রীভগবান্ হইতে চিত্তআকর্ষণ করে বটে, তথাপি "বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ" ইত্যাদি ন্যায়ে, অর্থাৎ বিষয়ভোগ যে দুঃখেরই কারণ এটী বেশ বুঝিতে পারেন, কিন্তু পরিত্যাগে অসমর্থ সে অবস্থাতেও শ্রীভগবানের প্রতি নিজদৈন্য প্রভৃতি নিবেদনের দ্বারা শ্রীহরিভক্তির অনুবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ তখন নিজ ক্ষমতায় বহু চেষ্টা করিয়াও লয়বিক্ষেপের হস্ত হইতে নিস্কৃতি না পায়, তখন নিজের কর্তৃত্বে কিছুই হইবার উপায় নাই, ইহাই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া শ্রীভগবানের চরণে—"প্রভো! তুমি রক্ষা না করিলে আমি আর লয়বিক্ষেপের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারি না" এইরূপ শ্রীভগবানের চরণে কাতর নিবেদন জানাইতে থাকে। তাহা দ্বারা নিরন্তর চিত্তটী অভিমানশূন্য হইয়া দীনভাবে বিগলিত হয়। তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি আকর্ষণ করিতে পারে। এইরূপ ভক্তির অনুবৃত্তি, বিষয়ে বাধ্যমান অবস্থাতেও প্রকাশ পায়॥ ১২২॥

দুষ্টজীবাদিভয়নিবারকত্বমাহ—দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥ হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরসুতম্। চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত॥ ১২৩॥

অত্র দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা ইত্যাদিকং বৈষ্ণববচনজাতমনুসন্ধেয়ম্। ন যত্র শ্রবণাদীনি ইত্যাদিকঞ্চ। যথা বৃহন্নারদীয়ে—যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি। প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা-গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকমিতি॥ ৭॥ ৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্॥ ২৩॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির দুষ্টজীবাদি হইতে ভয়নিবারকত্ব বলিতেছেন ;—

হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য—দিগ্‌হস্তিগণ দ্বারা, বিষধরসর্পসমূহ দ্বারা, অভিচারযজ্ঞদ্বারা, উচ্চ পর্ব্বত হইতে ভূতলে পাতনদ্বারা, আসুরিকমায়াসমূহের দ্বারা, গর্ত্তমধ্যে অবরোধন দ্বারা, বিষভক্ষণ দ্বারা, হীম-বায়ু-অগ্নি-সলিলমধ্যে-নিক্ষেপ দ্বারা, অনাহার দ্বারা, পর্ব্বতক্ষেপণ দ্বারা, যখন অসুরের রাজা নিষ্পাপ নিজ পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিল না, তখন অপার চিন্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিকারের কোনই উপায় দেখিল না। ৭।৫।৪৩-৪৪॥১২৩

এস্থানে "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা" ইত্যাদি বৈষ্ণব-বচনসমূহ অনুসন্ধান করিতে হইবে, অর্থাৎ যখন হস্তী প্রহ্লাদকে বজ্র হইতে কঠিন দন্তের দ্বারা নিপীড়ন করিতে লাগিল, তখন কোমলা ভক্তিশক্তির প্রভাবে সেই কঠিন দন্তসমূহ তুলা হইতে অতি সুকোমল হইয়াছিল।

এই প্রকার অগ্নিও চন্দ্র হইতে সুশীতল, বিষ অমৃত হইতেও স্বাদু প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণে ভক্তিশক্তির নিকটে নিখিল মায়াময়ী জড়াশক্তি যে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল।

> ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
> কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥
>
> ১০।৬।৩

শ্রীশুকমুনি কহিলেন, হে রাজন্! যে যজ্ঞ প্রভৃতি অশেষ কর্ম্মে ভক্তজনবল্লভ শ্রীহরির রাক্ষসবিনাশকারী শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান হয় না, সে স্থানে রাক্ষসীগণ নিজ নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থা হয়। এই ব্যতিরেক-মুখে ভক্তির দুষ্ট জীব হইতে ভয়নিবারকত্ব দেখান হইয়াছে।

বৃহন্নারদীয়েও বর্ণিত হইয়াছেন। যেমন—

যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্॥

যে স্থানে বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ভক্ত অবস্থান করেন, সে স্থানে বিঘ্ন কোন প্রকার বাধা উপস্থিত করিতে পারে না। রাজা, চোর ব্যাধি সে স্থানেতে থাকে না। প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড-গ্রহ, বালগ্রহ, ডাকিনী, রাক্ষস প্রভৃতি কেহই শ্রীহরির অর্চ্চনকারী ভক্তকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না। ৭।৫। শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন॥ ১২৩॥

তথা—শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥ ১২৪॥

এবমপ্যুক্তং গারুড়ে—ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদন ইতি॥ ৩।২২॥ শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্॥ ১২৪॥

হে বৈয়াসে! (হে ব্যাসনন্দন বিদুর!) শারীর, মানস, (আধ্যাত্মিক) দিব্য (আধিদৈবিক) মানুষ (আধিভৌতিক) প্রভৃতি ক্লেশসমূহ হরিপদাশ্রিত ভক্তগণকে কেমন করিয়া বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইতে পারে? ১২৪॥

গরুড়-পুরাণেও এই প্রকারই উল্লেখ আছে। যথা—

ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ।
হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে।

যাহার হৃদয়ে শ্রীমধুসূদন অবস্থান করেন, দুর্ব্বাসামুনির শাপ এবং শচীপতি ইন্দ্রের বজ্রও সেই পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছিলেন! ॥ ১২৪॥

অথ পাপঘ্নত্বে তাবদপ্রারব্ধপাপঘ্নত্বমাহ—যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১২৫॥

টীকা চ—পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি তথা যাগাদিনাপি কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি ভগবানপি স্বভক্তিমহিমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি, অহো উদ্ধব, বিস্ময়ং শৃণ্বিত্যেষা। পাদ্মপাতালখণ্ডস্থ বৈশাখমাহাত্ম্যে চ—যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাদিতি। যদ্যপি হরিরিত্যবশেনাপি পুমান্নার্হতি যাতনামিত্যাদৌ লিঙ্গাদিপ্রত্যয়বিরহেঽপি পূষাপ্রবিষ্টভাগো যদাগ্নেয়াষ্টাকপালো ভবতীত্যাদিবদ্বিধিত্বমস্তি, তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়মিত্যাদৌ সাক্ষাদ্বিধিশ্রবণমপ্যস্তি, তস্মাদিতি হেতুনির্দ্দেশশ্চাকরণে দোষং ক্রোড়ীকরোতি, তথাপি বিধিসাপেক্ষেয়ং ন ভবতীতি, তথাভূতস্বভাবাগ্নিলক্ষণবস্তুদৃষ্টান্তেন সূচিতম্। অতএব যানাস্থায় নরো রাজন্নিত্যাদিকমপি দৃশ্যতে। সুসমিদ্ধার্চ্চিরিত্যনেন সাধনান্তরসাপেক্ষত্বমশক্যসাধ্যত্বং বিলম্বিতত্বঞ্চ নিরাকৃতম্। তদেবং ব্যক্তং পাদ্মাৎ তৎক্ষণাদিতি॥ ১১।১৪॥ শ্রীভগবান্॥ ১২৫॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির সর্ব্ববিধপাপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে, তন্মধ্যে অপ্রারব্ধ অর্থাৎ যে পাপের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল পাপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা বলিতেছেন। যথা—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

১১।১৪।১৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি নিখিল পাপরাশিকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ১২৫॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—যেমন পাককার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রজ্জলিত অগ্নি কাষ্ঠসমুদায়কে ভস্মসাৎ করে, তেমনি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারাও কোন প্রকারে মদ্বিষয়া ভক্তি

অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত পাপরাশিকে বিনাশ করিয়া থাকে। এস্থলে স্বামিপাদের এইরূপ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এই যে, অগ্নিপ্রজ্বালনের মুখ্য উদ্দেশ্য রন্ধনকার্য্য নিষ্পাদন করা, আনুসঙ্গিকরূপে যেমন কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ হয়, তেমনি শ্রীভগবানের প্রেমপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তিও আনুষঙ্গিক ভাবে কৃত, ক্রিয়মাণ ও করিষ্যমাণ এই তিন প্রকার পাপই নষ্ট করিয়া থাকে। ভগবান্‌ও নিজ ভক্তিমহিমায় চমকিত হইয়া শ্রীউদ্ধবকে সম্বোধন করিতেছেন—হে উদ্ধব! বিস্ময়ের কথা শুন; এই পর্য্যন্ত স্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্য যথা—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ।

যেমন প্রজ্বলিত কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবদ্বিষয়া-ভক্তি পাপ সকলকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে। যদ্যপি "পতিত স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ, হরিরিত্যবশেনাপি পুমান্ নার্হতি যাতনাম্॥ ৬।২।১৫। এস্থলে যদ্যপি সংকল্পপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ করে নাই, অর্থাৎ এই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে আমার নিখিল পাপ বিনাশ হইবে, শ্রীঅজামিলের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু নিজ-পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া নারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি সঙ্কল্প বিনাও অনমুসন্ধানে যে জন হরি বলে, সেজন যাতনা প্রাপ্ত হয় না। শ্রীনামগ্রহণ-বিষয়ে বর্ণাশ্রমাদি নিয়ম নাই, সেইটীই দেখাইতেছেন—কোনও প্রাসাদ হইতে পতিত হইয়া, কিম্বা পথে স্খলিত হইয়া, ভগ্নগাত্র হইয়া, সর্পাদি দ্বারা সন্দষ্ট হইয়া, জরাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অনমুসন্ধানে যদি শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করে তথাপি নামোচ্চারণকারী কোনও যাতনা প্রাপ্ত হয় না। যদ্যপি এইশ্লোকে লিঙাদি প্রত্যয় প্রয়োগ করা হয় নাই, পূর্ব্বমীমাংসায় উল্লিখিত "পূষা প্রবিষ্টভাগো যদাগ্নেয়োষ্টাকপালো ভবতীত্যাদিবদ্বিধিত্বমস্তি" অর্থাৎ পূষাপ্রবিষ্টভাগও আগ্নেয়-যাগে অষ্টকপাল হইয়া থাকে, এস্থানে বিধিলিঙ্ প্রয়োগের অভাবেও যেমন বিধিধর্ম্ম আছে, অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতার বোধক হইয়াছে, তেমনি এস্থানে বিধিলিঙ্ প্রয়োগের অভাবেও বিধিত্বপ্রতিরোধক হইবে, বিশেষতঃ—

"তস্মাদ্ ভারত! সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্"
২।১।৫

শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন—হে ভারত! অতএব সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরি মোক্ষবাঞ্ছাকারী মানবমাত্রের অবশ্য কীর্ত্তিতব্য এবং স্মর্ত্তব্য। ইত্যাদিশ্লোকে সাক্ষাৎ বিধির কথাও শোনা যায়; তন্মধ্যেও "তস্মাৎ" অর্থাৎ অতএব এই হেতু নির্দ্দেশ থাকার জন্য অকরণে প্রত্যবায় সূচিত হইয়াছে, তথাপি অনমুসন্ধানেও দহনস্বভাবঅগ্নিলক্ষণ বস্তুর দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ভক্তি বিধিসাপেক্ষ হইতে পারে না, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক ভক্তি-অনুষ্ঠানেই ফললাভ করিতে পারিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কেননা যেমন তেমন করিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও ফললাভে বঞ্চিত হইবে না। এইজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—

যৈছে তৈছে যে কৈ করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ॥ চৈঃ মঃ ২৫।

অতএব "স্বানাস্থায় নরো রাজন্!" ইত্যাদি শ্লোকে "ন স্খলেন্ন পতেদিহ" এবং "নেত্রে নিমীল্য" অর্থাৎ শ্রুতি-জ্ঞান স্মৃতিজ্ঞানশূন্য হইয়া বিধি অতিক্রম করিয়াও যদি ভক্তির অনুষ্ঠান করে তাহা হইলেও স্খলন পতন হইবে না এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ "যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ" এইরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তির সাধনান্তরের সাপেক্ষত্ব অশক্যসাধ্যত্ব এবং বিলম্বিতত্ব নিরাশ করা হইয়াছে অর্থাৎ ভক্তি স্বয়ংই অচিন্ত্যপ্রভাব-শালিনী বলিয়া অন্য কোনও সাধনের সাহায্য অপেক্ষা করেন না এবং নিজ সাধ্য প্রেমদানে সামর্থ্যহীনা নহেন, সেই প্রেমদানে বিলম্ব করেন না, ইহাই দেখান হইয়াছে, তাহাই স্পষ্টরূপে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের বৈশাখ-মাহাত্ম্যে "পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ" এইশ্লোকে তৎক্ষণাৎ পদদ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। ১১।১৪॥

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন। ১২৫।

তথা চ—"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ১২৬॥

টীকা চ—কেচিদিত্যনেনৈবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। কেবলয়া তপআদিনিরপেক্ষয়া। বাসুদেবপরায়ণা ইতি নাধিকারিবিশেষণমেতৎ, কিন্তু অন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাত্তেষ্বেব পর্য্যবসানাদনুবাদমাত্রমিত্যেষা। অত্র ভাস্করো হি কেবলেন স্বরশ্মিনা স্বভাবত এব নীহারং নিঃশেষং ধুনোতি, ন তদর্থং প্রযত্নতঃ তথা বাসুদেবপরায়ণ অপি ভক্ত্যেতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ—"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ। যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া॥ ১২৭॥

টীকা চ—এতচ্চ জ্ঞানমার্গাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যাহ। ন তথাপূয়েত শুধ্যেত, তৎপুরুষনিষেবয়া কৃষ্ণে অর্পিতা প্রাণাঃ যেনেত্যেষা। অত্র প্রায়শ্চিত্তং বিমর্ষণমিতি জ্ঞানস্যাপি প্রায়শ্চিত্তত্বং পূর্ব্বমুক্তম্। তত এব টীকোক্তমেতচ্চেত্যাদি। তদা ঋতস্তরধ্যাননিবারিতাঘ ইত্যাহ্যক্ত্যা ভগবদ্ধ্যাননিবারিতবৃত্রহত্যাপাপস্যেন্দ্রস্য তক্ষেত্যাদৌ পুনরশ্বমেধবিধানং সাধারণলোকে পাপপ্রসিদ্ধেরেব নিবারণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। নন্মু কথং তদানীমপ্যাবির্ভূতভগবৎপ্রেমত্বাৎ পরমভাগবতস্য বৃত্রস্য হত্যা ভগবদারাধনেনাপি গচ্ছতু। মহদপরাধোঽপি ভোগৈকনাশ্যস্তৎপ্রসাদনাশ্যো বেতি মতম্। উচ্যতে তথাপি ভগবৎপ্রেরণয়া তত্র প্রবৃত্তস্য ইন্দ্রস্য ন তাদৃশো দোষ ইতি তদারাধনমেব তত্র প্রায়শ্চিত্তং বিহিতম্। শ্রীভগবতাপি তদাসুরভাবনিবারণায়ৈব তথোপদিষ্টমিত্যনবদ্যম্ ৬॥ ॥ শ্রীশুকঃ॥ ১২৬॥১২৭॥

৬।১।১৫ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতকে কহিলেন—হে রাজন! কোন কোনও সৌভাগ্যবান্ বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ তপস্যা প্রভৃতি নিরপেক্ষা ভক্তিপ্রভাবে, সূর্য্য যেমন কুজ্ঝটিকারাশিকে বিনাশ করেন তেমনি সম্পূর্ণ পাপরাশিকে বিনাশ করেন। এইপ্রকার মহানুভাবগণের সংখ্যা খুবই বিরল॥১২৬॥

এস্থানে শ্রীধর স্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—"কেচিৎ" এই পদটী উল্লেখের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এতাদৃশ ভক্তিমার্গ-সম্প্রদায় অতি বিরল। ভক্তির বিশেষণরূপ 'কেবলয়া' পদটী উল্লেখের দ্বারা তপস্যা প্রভৃতি সাধনান্তরের অপেক্ষা করেন না ইহাই সূচিত হইয়াছে। 'বাসুদেবপরায়ণাঃ' এই পদটী অধিকারী বিশেষণ নহে কিন্তু অন্য সাধারণ জনের ভক্তিমার্গে অবিশ্বাস জন্য তাহাদের প্রবৃত্তি হয়না; এইজন্য শ্রেষ্ঠ বাসুদেবপরায়ণ যাঁহারা, তাহাদিগেরই অন্যনিরপেক্ষা-ভক্তিতে প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, এই জন্য "বাসুদেবপরায়ণাঃ" পদটী অনুবাদ মাত্র। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা।

এই শ্লোকে "ভাস্কর" এই পদটির উল্লেখ করিয়া ইহারই সূচনা করিলেন যে—সূর্য্য যেমন কেবল নিজ রশ্মিদ্বারা স্বভাবতই কুজ্ঝটিকাসমূহকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, সেই কুজ্ঝটিকা বিনাশে কোন প্রযত্ন লইতে হয় না, তেমনি বাসুদেবপরায়ণ জনগণও অন্যনিরপেক্ষা-ভক্তির প্রভাবে নিখিল পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকে ইহাই বুঝিতে হইবে। আরও বলিতেছেন "ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ। যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া"। ৬।১।১৬। হে রাজন! পাপীয়ান্ জন তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা তেমন পবিত্র হয় না, শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতপ্রাণ ভক্তজন ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা যেমন বিশুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ১২৭। এই শ্লোকের স্বামিপাদকৃত টীকায় "শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি যেমন পবিত্রতা লাভ করেন তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা তেমন বিশুদ্ধ হইতে পারেন না"। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের পূর্ব্বে "প্রায়শ্চিত্ত বিমর্ষণম্' এই শ্লোকে জ্ঞানকেও পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জন্যই টীকাতে "এতচ্চ জ্ঞানমার্গাদপি-শ্রেষ্ঠং" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে—

ততো গতো ব্রহ্ম গিরোপহূত
ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ।
পাপস্তু দিগ্দেবতয়া হতৌজা
স্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা॥ ৬।১৩,১৭

এই শ্লোকে শ্রীহরিধ্যানে বৃত্রাসুরবধজনিতপাপ নিবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও যে ব্রহ্মর্ষিগণ অশ্বমেধ যাগ করাইয়াছিলেন, ইহা কেবল সাধারণ-লোকে প্রসিদ্ধ পাপের নিবৃত্তির জন্যই বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যান দ্বারা যে পাপ নিবৃত্তি হইল, তাহা সাধারণের গোচর নহে। তাহাদিগের বোধের জন্যই পুনর্ব্বার অশ্বমেধ যাগ করাইলেন। পুনর্ব্বার আর একটী আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে—অসুরদেহ প্রাপ্তিকালেও পরম ভাগবত শ্রীমান্ বৃত্রের ভগবানে প্রেমের আবির্ভাব জন্য তাহার হত্যাজনিত অপরাধ কেমন করিয়া ভগবদারাধনের দ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে? মহদপরাধও ভোগের দ্বারাতেই নাশ হয় এবং মহতের অনুগ্রহদ্বারাও নাশ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যদ্যপি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এইরূপ আছে বটে, তথাপি শ্রীভগবৎপ্রেরণায় শ্রীবৃত্রবধে প্রবৃত্ত ইন্দ্রের তাদৃশ দোষ হয় নাই বলিয়াই ভগবদারাধনই দেবরাজের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। শ্রীভগবানও শ্রীবৃত্রের আসুর-ভাব নিবারণের জন্যই সেইরূপ শ্রীবৃত্রবধের জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তে এই সংশয়েরই সমাধান হইয়া থাকে। ৬।১ শ্রীশুক ১২৬।১২৭॥

ক্বচিৎ প্রারব্ধপাপপরিহারিত্বমপ্যাহ দ্বাভ্যাম্—যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে, কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ। অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১২৮॥

টীকা চ—যন্নামধেয়স্য শ্রবণমনুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ ক্বচিৎ কদাচিদপি শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি সবনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। তদুপপাদয়তি অহো বত ইত্যাশ্চর্য্যে যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে স শ্বপচোঽপি। অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্ যদ্ যস্মাদ্ বর্ত্ততে ইতি বা। কুত ইত্যত আহ, ত এব তপস্তেপুরিত্যাদিকা। ত্বন্নামকীর্ত্তনে তপআদ্যন্তর্ভূতমতস্তে পুন্যতমা ইত্যর্থ ইত্যন্তা। উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা চোক্তম্—ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাদিতি। অত্র জাতিদোষহরত্বেন প্রারব্ধহারিত্বং স্পষ্টম্। এবং প্রারব্ধপাপহেতু ব্যাধ্যাদিহরত্বঞ্চ স্কান্দে—আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ। তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহমিতি। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাং প্রারব্ধপাপহরত্বং ক্বচিদুপাসকেচ্ছাবশাদিতি॥ ৩॥ ৩৩॥ শ্রীদেবহূতিঃ॥ ১২৮॥

কোথাও যে ভক্তি, প্রারব্ধ-পাপ পর্য্যন্ত হরণ করিয়া থাকেন তাহা দুইটী শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন—

যন্নামধেয়ঃ শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ॥
অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণান্তি যে তে॥

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবকে মাতা শ্রীদেবহূতি কহিলেন—হে ভগবান্! যে তোমার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে এবং তোমার চরণে প্রণাম ও স্মরণ হইতে কখনও কুক্কুর-ভক্ষক জাতিবিশেষ-শ্বাদ ও সবন-যাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, আর সাক্ষাৎ তোমার দর্শন করিলে যে দুর্জ্জাতিও সবন-যাগের জন্য যোগ্যতা লাভ করিবে তাহার আর কথা কি? বড়ই আশ্চর্য্য ও আনন্দের কথা এই যে—যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে তোমারই সুখের জন্য তোমার নাম বিদ্যমান আছে, এমন শ্বপচও গুরুজনের মত পূজনীয় ও আদরনীয়. কারণ যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করে, তাহারা সমস্ত তপস্যা সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত, তীর্থস্নান, সমস্ত

ভগবৎস্বরূপের অর্চ্চন এবং নিখিল বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা লিখিতেছেন—যাঁহার শ্রীনামের শ্রবণ ও নিরন্তর কীর্ত্তন হইতে কুক্কুর ভক্ষণ করে যে শ্বাদ অর্থাৎ শ্বপচ সেও সবন-যাগ করিতে যোগ্য হয়। কেন যোগ্য হয় তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। "অহোবত" অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে তোমার নাম বিদ্যমান্ আছে সে শ্বপচও এইজন্য গরীয়ান্ অর্থাৎ গুরুসম পূজ্য। অথবা যে হেতু তোমার নাম তাহার জিহ্বায় বিদ্যমান আছে এইজন্য সে শ্বপচ হইয়াও গুরুসম পূজ্য হইয়া থাকে। শ্রীনাম জিহ্বাতে থাকিলেই শ্বপচও গুরুসম পূজ্য হয় কেন? এইপ্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তাঁহারাই সর্ব্ব তপস্যা করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বতীর্থে স্নানাদি করিয়া থাকেন। তপস্যা প্রভৃতি তোমারই নাম-কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত, অতএব সেই নাম-কীর্ত্তনকারিগণ পুণ্যতম। শ্লোকের এই প্রকার মর্ম্মার্থই বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত শ্রীস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবানও শ্রীউদ্ধবের নিকটে ১১।১৪ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।

হে উদ্ধব। যে ভক্তি আমাতে নিষ্ঠা-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ভক্তি শ্বপাককেও জাতি-দোষ হইতে শোধন করিয়া থাকে।

এস্থানে নিষ্ঠাভক্তি দুর্জ্জাতিদোষ হরণ করেন বলিয়া প্রারব্ধ-হারিত্বের দৃষ্টান্ত স্পষ্ট-রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে, এই প্রকার শ্রীহরিভক্তি প্রারব্ধ-পাপ-হেতুক ব্যাধি প্রভৃতির হরত্বও স্কন্দপুরাণে দেখান হইয়াছে। যথা—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তণাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্॥

যাহার স্মরণে ও নামকীর্ত্তনে আধি ব্যাধি প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই অনন্ত-শক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে আমি নমস্কার করিতেছি।

শ্রীনামকৌমুদীতেও কখন বা কোন অধিকারী-বিশেষে উপাসকের ইচ্ছাবশে শ্রীভগবদ্ভক্তির প্রারব্ধ-পাপ-হারিত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে।

তদ্বাসনাহারিত্বমাহ তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ। নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি-সেবয়া॥ ১২৯॥

অধর্ম্মাজ্জাতং তেষামঘানাং হৃদয়ং সংস্কারাখ্যং ন শুধ্যতি তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া শুধ্যতীত্যর্থঃ। পাদ্মে চ অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥ ইতি। অপ্রারব্ধফলং বক্ষ্যমাণেভ্যোঽন্যৎ। বীজত্বোন্মুখং কূটং, বীজং প্রারব্ধত্বোন্মুখং, ফলোন্মুখং প্রারব্ধমিত্যর্থঃ॥ ৬। ২। শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্॥ ১২৯॥

শ্রীহরিভক্তির—পাপ-প্রবৃত্তি-হারিত্ব বলিতেছেন। যথা—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥ ৬। ২। ১৭

শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে কহিলেন—হে যমদূতগণ! সেই সকল তপস্যা দান ও ব্রতাদি দ্বারা সেইসকল পাপই নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন পাপীর মলিন। হৃদয় শোধিত হয় না। অথবা সেইসকল পাপের হৃদয় অর্থাৎ সংস্কার নষ্ট হয় না, সে পাপসংস্কার ও হরিচরণ-সেবা কীর্ত্তনাদিদ্বারা শোধন হইয়া থাকে। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে—দীপ প্রজ্জালনের দ্বারা যেমন গাঢ় অন্ধকার-রাশি নষ্ট হয়, তেমনই একবার উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামে মহৎ-পাপসকলও নষ্ট হইয়া থাকে। দীপ ধারণ করিয়া রাখিলে যেমন আর অন্ধকার আসিতে পারে না, তেমনি অনবরত শ্রীনাম রসনায় থাকিলে পাপান্তরের উৎপত্তি হইতে পারে না সেই অনবরত নামকীর্ত্তন হইতে পাপবাসনা ক্ষয় হয় বলিয়া হৃদয়ের শোধন হইয়া থাকে। এইজন্যই "স্মরতাং তদহর্নিশম্" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীনামের অনবরত কীর্ত্তনের বিধান করা হইয়াছে এবং তাহাতে পাপপ্রবৃত্তি ক্ষয় হইয়া থাকে। এস্থানেও তাহাই বলিলেন,—"গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনম্" অর্থাৎ শ্রীহরির নাম-গুণাদির নিরন্তর কীর্ত্তন করিলে পাপ করিবার সংস্কার পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এই অজামিলের শ্রীহরিনামের দ্বারাই সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়াছিল এবং মহাপুরুষগণের দর্শন দ্বারা বাসনাও ক্ষয় হইয়াছিল এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে॥ ১২৯॥

অধর্ম্ম হইতে জাত সেই সকল পাপের সংস্কার নামক হৃদয়-শোধন হয় না. সে হৃদয়ও অর্থাৎ পাপ করিবার সংস্কারও হরিচরণসেবায় শোধন হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

পদ্মপুরাণেও উল্লেখ অছে—

অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই এবম্ভূত পাপ এবং কূট অর্থাৎ পাপ করিবার সংস্কার এবং বীজ (বাসনা) ও ফলোন্মুখ পাপ বিষ্ণুভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তজনের ক্রমে বিলয় হইয়া থাকে। এস্থানে অপ্রারব্ধ ফল বলিতে বক্ষ্যমাণ পাপরাশি হইতে ভিন্ন পাপ। কূট শব্দের অর্থ বীজত্বের উন্মুখ অবস্থা। বীজশব্দের অর্থ প্রারব্ধ উন্মুখ অবস্থা। ফলোন্মুখ শব্দের অর্থ প্রারব্ধ অবস্থা। "তৈস্তান্যঘানিপূয়ন্তে" এই শ্লোকটী বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে কহিয়াছিলেন॥ ১২৯॥

অবিদ্যাহরত্বমাহ—ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ। ভক্তিং বিধায়পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥ ১৩০॥

তথা চ পাদ্মে—কৃতানুযাত্রাবিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা। অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীমিতি॥ ৪॥১১॥ শ্রীমনুর্ধ্রুবম্॥ ১৩০॥

সর্ব্বপ্রীণনহেতুত্বমুক্তং যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ইত্যাদি। তথাহ—

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্।
পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥
যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈনমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইবস্বয়ম্॥ ॥১৩১॥

সুরুচিনিজবিদ্বেষিণী মাতুঃ সপত্ন্যপি। তং ভগবদারাধনতঃ আগতং শ্রীধ্রুবম্। যথা পাদ্মে—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানিজগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপীতি॥ ৪॥৯॥
শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥ ১৩১॥

শ্রীমনু শ্রীভগবদ্ভক্তির অবিদ্যা বিনাশ করিবার ক্ষমতা বলিয়াছেন—পাঁচবৎসর বয়সের সময়েই তুমি অনন্তস্বরূপ, বিশুদ্ধ-আনন্দমূর্ত্তি, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, পরমাত্মা, ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ "আমি ও আমার" এই ভাবে নিবদ্ধ অবিদ্যাগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হইবে। ১৩০॥ পদ্মপুরাণেও সেইরূপ উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বায়ম্ভুবমনু শ্রীধ্রুবকে বলিয়াছিলেন—হে বৎস! যখন উত্তমাভক্তি ভক্ত হৃদয়ে শুভাগমন করেন, তখন বিদ্যা প্রভৃতি শুভবৃত্তিগণ ও তাঁহার পিছনে পিছনে অনুগমন করিয়া থাকে। সেই উত্তমাভক্তি দাবানল যেমন সর্পিণীকে ভস্মসাৎ করে, তেমনি ভাবে অবিদ্যাকে নিঃশেষরূপে দহন করিয়া থাকেন। এই দুইটী প্রমাণে ভগবদ্ভক্তির অবিদ্যা-বিনাশ করিবার ক্ষমতা বলা হইল। ৪॥১১॥১৩০॥

শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলে সকলেই যে সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন তাহা "যথা তরোর্মূল নিষেচনেন" অর্থাৎ বৃক্ষের মূলদেশে জল দিলে যেমন শাখাপল্লবাদিও সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকে, ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইরূপ প্রমাণ শ্রীধ্রুবচরিত্রেও ৪।৯।৪৬-৪৭ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছেন। যখন শ্রীধ্রুব শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহারই আদেশে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সংবাদ পাইয়া মহারাজ উত্তানপাদ সুনীতি ও সুরুচি নাম্নী দুইটী মহিষীর সহিত শ্রীধ্রুবের সহিত পথে মিলিত হয়েন। তখন শ্রীধ্রুব বিমাতা সুরুচিকেই প্রথমে প্রণাম করিলে তিনিও চরণে প্রণত বালক ধ্রুবকে দুই হস্তে উঠাইয়া আলিঙ্গন করতঃ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে "বেঁচে থাক, বেঁচে থাক" এইরূপ বলিয়াছিলেন। তা এইরূপ স্নেহাশীর্ব্বাদ না-ই বা করিবেন কেন? যাহার প্রতি মৈত্র-প্রভৃতি গুণের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি সুপ্রসন্ন হয়েন, তাঁহাকে জল যেমন নিম্নদেশে ধাবিত হইয়া থাকে, তেমনি সকলপ্রাণী প্রণাম করিয়া থাকে। সুরুচি মাতার সপত্নী ও নিজ বিদ্বেষিণী হইয়াও শ্রীভগবদারাধনা করিয়া সমাগত সেই ধ্রুবকে পুত্রবাৎসল্যে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই প্রমাণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পরমশত্রুও যে সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তাহাই দেখান হইল। পদ্মপুরাণে এই বিষয়ে যেমন উল্লেখ আছে—তাহাও

দেখাইতেছেন—যিনি হরিকে অর্চ্চন করিয়াছেন, তিনি নিখিল জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন॥ স্থাবরজঙ্গম প্রাণীমাত্রই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে। ১৩১॥

জ্ঞানবৈরাগ্যাদিসর্ব্বসদ্‌গুণহেতুত্বমুক্তম্।

যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র-সমাসতেসুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ ইত্যাদিনা। স্বর্গাপবর্গভগবদ্ধামাদি-সর্ব্বানন্দহেতুত্ব-মপ্যুক্তম্। যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা ইত্যাদিনা। স্বতঃ পরমসুখদানেন কর্ম্মাদিজ্ঞানান্ত-সাধনসাধ্যবস্তূনাং হেয়ত্ব-কারিতামাহ—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৩২ ॥

রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বামিত্বং। অপুনর্ভবং ব্রহ্মকৈবল্যরূপং মোক্ষং। কিং বহুনা যৎকিঞ্চিদন্যদপি সাধ্যজাতং তৎসর্ব্বংনেচ্ছত্যেব কিন্তু মৎ মাং বিনা তাদৃশভক্তিসাধ্যং মামেব সর্ব্বপুরুষার্থাধিকমিচ্ছতীত্যর্থঃ। ময্যর্পিতাত্মা কৃতাত্মনিবেদনঃ॥১১॥১৪ শ্রীভগবান্॥ ১৩২ ॥

অথসাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বং বক্তুং ভগবদর্পিতকর্ম্মারভ্য সর্ব্বেষাং তাবৎসগুণত্বমাহ একেন—

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম যৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥ ৩৩॥

ময়ি অর্পণং যস্য মদর্পিতমিত্যর্থঃ। নিষ্ফলং নিষ্কামমিত্যর্থঃ। ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিন্ তৎ। আদিশব্দাদ্দম্ভমাৎসর্য্যাদিভিঃ কৃতম্। অথানুষ্ঠানান্তরাণাং ত্রিগুণান্তর্গতত্বং বদন্ চতুর্থকক্ষায়াং সাক্ষাদ্ভক্তেনির্গুণত্বমাহচতুর্ষু।

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্ত যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥১৩৪॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্ব্বসদ্‌গুণের হেতুত্ব বলা হইয়াছে।

"যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্রসমাসতেসুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ ৫।১৮।১২

যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা (অন্যনিরপেক্ষা) ভক্তি আছে, গরুড় প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ সর্ব্বসদ্‌গুণের সহিত সেই ভক্তে আসক্তির সহিত বাস করেন। যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি নাই, তাহাতে কেমন করিয়া মহাপুরুষগণের সদ্‌গুণ অবস্থিত হইতে পারে? যেহেতু সে ভগবদ্বৈমুখ্যদোষে—গুণবিরোধী দোষময়-মায়িকবস্তুর প্রতি ধাবিত। ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলেই যে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্ব্বসদ্‌গুণ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। আবার শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলেই যে স্বর্গ, অপবর্গ এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্তিজনিত যে সকল আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা—জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি॥" ১১।২০।৩২—৩৩। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—"হে উদ্ধব! রাশি রাশি কর্ম্মে, চিত্তের একাগ্রতারূপ তপস্যায়, জ্ঞানসাধনে, বিষয়বৈরাগ্যে, অষ্টাঙ্গযোগে, দানধর্ম্মে, অধিক কি বলিব? তীর্থযাত্রাব্রত প্রভৃতি মাঙ্গলিক সাধনরাশিতেও যে ফললাভ হয়, আমার ভক্ত আমারই ভক্তিযোগ-প্রভাবে সে সমুদয় ফল অনায়াসেই লাভ করিতে পারে। যদ্যপি ভক্তের ভক্তি-সম্বন্ধ ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে অন্য কোনও কামনা থাকিতে পারে না, তথাপি ভক্তির উপযোগিতায় চিত্রকেতু, শ্রীশুকদেব প্রভৃতির মত স্বর্গ ও মায়ার আবরণ হইতে নিষ্কৃতিরূপমোক্ষ—এবং আমার বৈকুণ্ঠাদিধাম ও যদি প্রার্থনা করে, তাহাও অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবদ্ভক্তি স্বয়ং এমনি পরমানন্দ দান করেন, যে পরমানন্দ লাভে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন, এবং ঐ সকল সাধনের প্রাপ্য বস্তুসমূহের প্রতিও

তুচ্ছতা বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥" ১১।১৪।১৭॥ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব! যে জন আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে জন আমাভিন্ন পারমেষ্ঠ্য-সুখ, অর্থাৎ সত্যলোকে ব্রহ্মা হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য-লাভে যে সুখ, স্বর্গলোকে ইন্দ্র হইয়া যে সুখ, মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বভূমির আধিপত্যে যে সুখ, পাতালাদির স্বামিত্বে যে সুখ, ব্রহ্মকৈবল্যরূপমুক্তিতে যে সুখ, অষ্টাঙ্গযোগে অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভে যে সুখ, অধিক কি বলিব? অন্য যে সকল সাধনের সাধ্যবস্তু আছে, আমার ভক্ত সে সকল কিছুই পাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু তাহারা অকিঞ্চনা ভক্তি-প্রাপ্য নিখিলপুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ আমাকেই পাইতে ইচ্ছা করে।১৩২॥

অনন্তর সাক্ষাৎ-ভক্তি যে গুণাতীতা তাহাই বলিবার জন্য একটী শ্লোকের দ্বারা শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সাধনের "সগুণত্ব" বলিতেছেন।

"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্মতৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসং॥" ১১।২৫।২

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব! যে কর্ম্ম আমাতে অর্পিত হয়,—এমন মদর্পিত কর্ম্ম, এবং যে কর্ম্ম ঐহিক-পারলৌকিক সুখভোগেরকামনাশূন্য, সেইসকল নিজকৃত-কর্ম্ম সাত্ত্বিক, যে কর্ম্মে ফলপ্রাপ্তিতেই সঙ্কল্প থাকে,—সেই কর্ম্ম রাজস। যে কর্ম্ম হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া করা হয়, সেই কর্ম্ম তামস।

অনন্তর অন্যান্য অনুষ্ঠান সকলকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অন্তর্গত বলিতে বলিতে ৪টী শ্লোকে চতুর্থকক্ষায় সাক্ষাদ্ভক্তির নির্গুণত্ব বলিতেছেন। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজোবৈকল্পিকন্তুযৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥" ১৩৪॥

প্রাকৃতং বালমূকাদিজ্ঞানতুল্যং। বৈকল্পিকং দেহাদিবিষয়ং যত্তদ্রজঃ রাজসম্। কেবলস্য নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যম্। ত্বম্পদার্থমাত্র জ্ঞানস্য কৈবল্যত্বানুপপত্তিঃ, তৎপদার্থ-জ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ। সত্ত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং সূক্ষ্মং জীবচৈতন্যং প্রকাশতে। ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তস্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্যমপি অনুভূয়তে। ততঃ সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতাপ্রাচুর্য্যাৎ সাত্ত্বিকত্বম্। তথাচ গীতোপনিষদঃ—সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিত্যাদি। ভগবজ্‌জ্ঞানস্তু, দেবানাং শুদ্ধ সত্ত্বানামৃষীণামমলাত্মনাম্। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ইত্যুক্ত্বা, সত্ত্বাদিসদ্ভাবেঽপ্যভাবাৎ, রজস্তমঃ স্বভাবস্য ব্রহ্মণ্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ। নারায়ণে ভগবতিকথমাসীদ্দৃঢ়ামতিরিত্যুক্ত্বা, তদভাবেঽপি সদ্ভাবাৎ, ন তৎকারণত্বং, কিন্তু তদুত্তরত্বেন তস্য পূর্ব্বজন্মনি শ্রীনারদাদি সঙ্গবর্ণনয়া, নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীতযাবৎ॥ ইত্যুক্ত্যাচ, ভগবৎকৃপাপরিমলপাত্রভূতস্য শ্রীমতো মহতঃ সঙ্গ এব কারণম্। তৎসঙ্গশ্চ তুলযাম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ইত্যুক্ত্যা নির্গুণাবস্থাতোঽপ্যধিকত্বাৎ, পরম নির্গুণ এব। সপ্তমস্য প্রথমেচ, সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ ব্রহ্মন্নিত্যাদৌ,—সগুণে দেবাদৌ তস্যকৃপাবাস্তবী ন ভবতি, কিন্তু শ্রীমৎপ্রহ্লাদাদিষু এবেতি প্রতিপাদনান্মহতাং নির্গুণত্বাভিব্যক্ত্যা তৎসঙ্গস্যাপি নির্গুণত্বং ব্যক্তম্। তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গনির্ধূননানন্তরঞ্চানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। যদুক্তমুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা—তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞান—বিজ্ঞান সম্ভবম্। গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥ ইতি পরমেশ্বর জ্ঞানস্য নৈর্গুণ্যহেতুত্বেন নির্গুণত্বোক্তিস্তু লক্ষণাময়কষ্টকল্পনা। তথা কৈবল্যজ্ঞানস্যাপি নৈর্গুণ্যহেতুত্বাদবৈশিষ্ট্যে নোদাহরণভেদাপ্রবৃত্তিশ্চ স্যাৎ। তস্মাৎ স্বতএব নির্গুণং ভগবজ্‌জ্ঞানং। অতএব সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং। তামসং

মোহৈদেস্তোত্থং নিগুর্ণং মদপাশ্রয়মিত্যত্র—তৎসুখস্যাপিনিগুর্ণত্বং বক্ষ্যতে। এবং শ্রবণাদি লক্ষণক্রিয়ারূপায়া অপি ভক্তেঃ, শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথারুচিঃ। স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রা ইত্যুক্ত্যা, তদেক নিদানত্বেন নিগুর্ণত্বমেব। নন্ মদ্দীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনু—গৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদীতি শ্রীমৎস্যদেবস্য বচনেন ব্রহ্ম জ্ঞানমপি শ্রীভগবৎপ্রসাদোত্থং শ্রূয়তে, তৎকথং তস্য সগুণত্বং, উচ্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানং দ্বিবিধানাং জায়তে। তত্র ভগবদুপাসকানামানুসঙ্গিকত্বেন ব্রহ্মোপাসকানাং স্বতন্ত্রত্বেন। ভগবদুপাসকৈস্তু ভগবচ্ছক্তিরূপয়া ভক্ত্যা কিঞ্চিদ্ভেদেনৈব গৃহ্যতে। তচ্চব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। ইত্যাদি, শ্রীগীতোক্ত্যনুসারেণ, আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ ইত্যাদ্যনুসারেণ চ ভগবতঃ পরাখ্যভক্তিপরিকরো ভবতীতি। ব্রহ্মোপাসকৈস্তু পূর্ব্ববদভেদেনৈব গৃহ্যতে। তৎফলস্য, নাত্যন্তিকংবিগনয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিত্যু দিশা,—পরৈরাত্যন্তিকত্বেন মতস্যাপি,—পরমবিদ্বদ্ভিরনাদৃতত্বাৎ। তথা ভক্তিবিরুদ্ধত্বেন স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিন ইত্যুক্ত্যা, নরকবদপবর্গস্যাপি হেয়ত্বাৎ, প্রসাদাভাস এবাসৌ। স্বমত্যনুসারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমানশ্চেন্মতিকল্পিতত্বাৎ সগুণ এব। ততঃ কৈবল্যজ্ঞানমপি তথা। বিশেষতস্তস্য গুণসম্বন্ধেন জন্মাঙ্গীকৃতমিতি। নন্ অন্তর্বহিশ্চ করণং পুরুষস্য গুণময়মেব। তদুদ্ভবয়োঃ জ্ঞানক্রিয়য়োঃ কথং নিগুর্ণত্বম্। উচ্যতে। জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বা ন তাবজ্জড়স্য ত্রৈগুণ্যস্যধর্ম্মঃ, ঘটস্যেব। ন চ চিদ্রূপস্যাপি জীবস্য ঈশ্বরাধীনশক্তিত্বেনামুখ্যত্বাৎ, দেবতাবিষ্ট-পুরুষস্যেব। ততঃ পরমাত্মচৈতন্যস্যৈবেত্যায়াতি। তথোক্তং, দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধা প্রচরন্তি কর্ম্মস্বিতি। তথাচ শ্রুতিঃ—প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমন ইতি ন ঋতে তৎক্রিয়তে কিঞ্চনারে ইত্যাদিকা। তদেবংসতি ত্রৈগুণ্যকার্য্যপ্রাধান্যেন ভবন্ত্যো তে গুণময়ত্বেনোচ্যেতে। পরমেশ্বর প্রাধান্যেন তু স্বতো গুণাতীতে এব। তদুক্তং দেবামৃতপানাধ্যায়ে শ্রীশুকেন—যদ্‌যুজ্যতেঽসুবসুকর্ম্ম মনোবচোভির্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথকৃত্বাৎ। তৈরের সম্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথকৃত্বাৎ সর্ব্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যদিতি। পৃথক্‌ত্বাৎ পরমাত্মেতরাশ্রয়ত্বাৎ। অপৃথক্‌ত্বাত্তদেকাশ্রয়ত্বা-দিত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকায়া হরিভক্তের্নিগুণত্বম্। বিশেষত স্তস্যাগুণসম্বন্ধেন জন্মাভাবশ্চাঙ্গীকৃতঃ; নতু ব্রহ্মজ্ঞানস্যেব গুণসম্বন্ধেন জন্মভাব ইতি। অতোঽসৌ ভক্তিস্তস্যাপি প্রীণনত্বাদিগুণৈরুদাহরিষ্যতে। যত্তু শ্রীকপিলদেবেন ভক্তেরপি নিগুর্ণসগুণাবস্থাঃ কথিতাস্তৎ পুনঃ পুরুষাস্তঃ-করণগুণা এব তস্যামুপচর্য্যন্ত ইতি স্থিতম্। তদেবমভিপ্রেত্য—জ্ঞানরূপায়াঃ ভক্তে নির্গুর্ণত্বমুক্ত্বা ক্রিয়ারূপায়াঃ ব্যাচষ্টে। তত্রাপ্যস্তু তাবৎ শ্রবণকীর্ত্তনরূপায়াঃ, ভগবৎসম্বন্ধেন বাসমাত্ররূপায়া আহ—

—বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।

তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নিগুর্ণম্ ॥১৩৫॥

হে উদ্ধব! বালমূকাদির তুল্যজ্ঞান তামস। দেহাদিবিষয়ক যে জ্ঞান সেইজ্ঞান বৈকল্পিক অর্থাৎ রাজস। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত অভেদানুসন্ধানাত্মক কৈবল্যজ্ঞান সাত্ত্বিক। কেবল "ত্বং" পদার্থ জীবচৈতন্য জ্ঞানে কৈবল্যের সম্ভাবনা নাই। যেহেতুক "তৎ" পদার্থ জ্ঞানভিন্ন কৈবল্য ঘটিতে পারে না। সত্ত্বযুক্ত চিত্তে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম, শুদ্ধ জীবচৈতন্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহার পর সেই চিত্তে চৈতন্যসাম্যে অভেদে একাকাররূপে শুদ্ধ, পূর্ণব্রহ্মচৈতন্য ও অনুভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদ্যপি জীবচৈতন্য অণু, এবং ব্রহ্মচৈতন্য বিভু। এই অণুত্ব ও বিভুত্ব অংশে জীবচৈতন্যের সহিত বিভু চৈতন্যের ভেদ আছে, তথাপি জীব ও চৈতন্য স্বরূপ,

ব্রহ্ম ও ঠৈ [illegible] অভে [illegible]
ব্রহ্ম- [illegible] সাহত জীবচৈতন্যের এক [illegible]
অনুভব হইয়া থাকে। সেইজন্য সত্ত্বগুণেরই কৈবল্য-জ্ঞানের প্রচুর কারণতা আছে বলিয়া কৈবল্য জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলা হইল। শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদেও "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, এইরূপ উল্লেখ করা আছে। কিন্তু সত্ত্বাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ৬।১৪।২ এবং ৫ শ্লোকে দেখান হইয়াছে।—দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণামমলাত্মনাম্। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।

শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীল শুকদেবগোস্বামীকে কহিলেন—"হে প্রভো! দেবগণেরও শুদ্ধসত্ত্ব অমলাত্মা ঋষিগণের মুকুন্দচরণে প্রায়শঃ ভক্তির উদয় হয় না। সহস্র সহস্র মুক্ত-মহাপুরুষগণের মধ্যে কোনও একজন সিদ্ধিলাভ করেন। আবার সেই সিদ্ধমহাপুরুষের কোটি কোটির মধ্যেও প্রশান্তাত্মা (কামাদি দ্বারা অক্ষোভিত-চিত্ত) নারায়ণ সেবাপরায়ণ ভক্ত সুদুর্লভ। এইরূপ বলিয়া দেব ও ঋষিগণের সত্ত্বাদি সদ্গুণের সত্ত্বা থাকা সত্ত্বেও ভক্তির অভাব হেতুক "রজস্তমঃ স্বভাবস্য ব্রহ্মণ্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ। নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়ামতিঃ॥" ৬।১৪।১॥ শ্লোকে হে ব্রহ্মণ্! রজস্তমঃ স্বভাব পাপীয়ান্ বৃত্রের ভগবান্ শ্রীনারায়ণে কি প্রকারে অবিচলামতি হইয়াছিল? পরীক্ষিত মহারাজের এইরূপ উক্তি দ্বারা সত্ত্বাদি সদ্গুণের অভাবে ও শ্রীভগবানে ভক্তির সত্ত্বা থাকা জন্য, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যে ভগবদ্ভক্তির কারণ হইতে পারে না, তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকমুনি সেই বৃত্রাসুরের পূর্ব্ব জন্মে (চিত্রকেতু জন্মে) শ্রীনারদ, অঙ্গিরা প্রভৃতি সাধু-সঙ্গের কথা বর্ণন করিয়া এবং "নৈষাংমতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" যতদিন পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের চরণধূলিতে নিজ অভিষেক প্রার্থনা না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল গৃহব্রতীগণের শ্রীগোবিন্দচরণ স্পর্শ করিতে পারে না। যে মতি শ্রীগোবিন্দচরণ স্পর্শ করে, তাহাতে সুকৃতোত্থ, দুষ্কৃতোত্থ, অপরাধোত্থ এবং ভজনোত্থ—এই চারি প্রকার অনর্থই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীমান্ প্রহ্লাদমহাশয়ের এই উক্তির দ্বারা ও শ্রীভগবৎ-কৃপাপরিমলে—সুগন্ধি শক্তিমান্ মহাপুরুষের সঙ্গই যে শ্রীভগবানে ভক্তি-প্রাপ্তির প্রতি মুখ্য কারণ তাহা দেখান হইয়াছে। সেই সাধুভক্তসঙ্গ "তুলয়ামো লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং। ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" ১।১৮।১৩॥ শ্লোকে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ—শ্রীসূতগোস্বামীকে কহিলেন—"হে সূত! ভগবানে যাঁহাদের গাঢ় আসক্তি আছে, সেই সকল ভক্তের লবকাল সঙ্গে যে অপার আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হয়, স্বর্গে বা মোক্ষে সে আনন্দসিন্ধুর এককণাও লাভ হয় না বলিয়া আমরা সাধুসঙ্গের সহিত তাহাদের তুলনা করিতে সম্ভাবনা করি না। যেমন সুমেরু পর্ব্বতের সহিত একটী সর্ষপের তুলনা সর্ব্বথা-অসম্ভব, রসিক ভক্তসঙ্গের সহিত স্বর্গ বা অপবর্গের তুলনাও তেমনি অসম্ভব। অন্য তুচ্ছরাজ্যাদি সম্পদ-সুখের সহিত যে ভক্তসঙ্গের তুলনা হইতেই পারে না, তাহা আর কি বলিব? এইরূপ উক্তি থাকা জন্য নির্গুণ-মোক্ষ-অবস্থা হইতেও রসিক ভক্তসঙ্গের আধিক্যের কথা উল্লেখ করাতে ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ যে পরমনির্গুণ, তাহাই দেখান হইয়াছে। ৭ম স্কন্ধের প্রথমেও "সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ ব্রহ্মণ্" ইত্যাদি শ্লোকে সগুণ দেবাদিতে শ্রীভগবানের বাস্তবিক কৃপা হয় না, কিন্তু শ্রীমৎ প্রহ্লাদিতেই তাঁহার কৃপা হইয়া থাকে,—এইরূপ প্রতিপাদন করাতেও মহাপুরুষ ভগবদ্ভক্তগণের নির্গুণত্বের অভিব্যক্তির দ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ যে গুণাতীত, তাহারই উল্লেখ করিয়া ভক্তসঙ্গের ও নির্গুণত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে, ভগবদ্ভক্তের যেমন নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তেমনি ভগবদ্ভক্তির ও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসঙ্গ সর্ব্বথা নিবৃত্তির পরই গঙ্গাস্রোতের মত নির্ব্বাধগতির কথা শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত সাধকের হৃদয়ে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সত্ত্বা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির গতি নির্ব্বাধরূপে

শ্রীহরিচরণ-সিন্ধুতে বৃত্তিলাভ করিতে পারে না। ভক্তি-সাধনের অনবরত অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কষায় নিবৃত্তি হইবে, তখনই নির্বাধ-গঙ্গাস্রোতের মত হরিচরণসিন্ধুতে ভক্তির অনবরত বৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ শ্রীমান্ উদ্ধবের প্রতি যাহা বলিয়াছেন—তাহাতেও এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে।"তস্মাৎ দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞান সম্ভবম্। গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ"। ১১।২৫।৩৩। অতএব বিবেকীজনের ইহাই করা একান্ত কর্তব্য। এই মনুষ্য-দেহে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়—বলিয়া এই দেহটী সুদুর্ল্লভ। সুচতুর জন এই দেহ লাভ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ আমাকে ভজন করুক। এইজন্য পরমেশ্বরের জ্ঞানের নৈর্গুণ্যহেতু বলিয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তির উদয় হইলে নির্গুণ অবস্থার প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইজন্য ভগবদ্ভক্তিকে যে নির্গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, বস্তুতঃ ভক্তি নির্গুণা নহে। সেটী কিন্তু লক্ষণাময় কষ্টকল্পনা মাত্র। যেহেতুক কৈবল্যজ্ঞানেরও নৈর্গুণ্য হেতু থাকাতে অর্থাৎ কৈবল্যজ্ঞানেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নিবৃত্তি হয়, এইজন্য কৈবল্যজ্ঞানও নৈর্গুণ্য-হেতু। তাহা হইলে কৈবল্য জ্ঞান হইতে শ্রীভগবদ্ভক্তির কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। কারণ উভয়েই (কৈবল্য জ্ঞানেও গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয়, ভগবদ্ভক্তিতেও গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয়।) গুণাতীত-অবস্থার প্রাপ্তি-হেতু বলিয়া যদি ভক্তিকে ও কৈবল্যজ্ঞানকে নির্গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি রহিল? যদি পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্" এইরূপ উদাহরণে ভেদ উল্লেখ করিতে শ্রীভগবানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব স্বরূপতঃই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ। এইজন্যই 'সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং॥ ১১।২৫।২৯ শ্লোকে "ত্বং"-পদার্থ অনুচৈতন্য জীবস্বরূপের অনুভবজনিত যে সুখ,—সেটী সাত্ত্বিক, বিষয়ানুভব-জনিত সুখ রাজস, মোহ ও দৈন্য হইতে উত্থিত সুখ তামস। আমার অনুভব জনিত সুখ কিন্তু নির্গুণ। এস্থলে ভগবদনুভব-জনিত সুখের নির্গুণত্ব পরে বলা হইবে। এই প্রকার শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণা ক্রিয়ারূপাভক্তিরও নির্গুণত্বই বুঝিতে হইবে। যেহেতুক—"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথা-রুচিঃ। স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥ ১।২।১৬ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থের সেবা করিলে প্রায়শঃ মহতের সঙ্গলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। সেই মহতের সঙ্গ হইতে মহৎ-মুখোচ্চারিত হরিকথাশ্রবণে ইচ্ছার উদ্গম হয়, এবং সেই হরিকথা শ্রবণ করিলে সেই সকল মহা-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্গম হইয়া থাকে ও তাঁহাদের সেবা করিবার সৌভাগ্যও ঘটিয়া থাকে। সেই সকল মহাপুরুষের সেবা করিলে বাসুদেবকথায় রুচির উদয় হয়। এই প্রকার উক্তির দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায় যে—শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণকীর্তনাদি করিবার প্রবৃত্তির হেতু একমাত্র সৎসঙ্গ। অথচ সেই সৎসঙ্গটীও নির্গুণ। এইজন্য ভগবদ্ভক্তিও যে নির্গুণা, সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোনই অবসর থাকিতে পারে না। এস্থলে কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে—ব্রহ্মজ্ঞান ও তো শ্রীভগবৎ প্রসাদ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, যেহেতু সত্যব্রত মহা-রাজের প্রতি শ্রীমৎস্যদেব ৮।২৪।৩৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনু-গৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥" আমার মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্ব (বিভুত্ব) পরমব্রহ্মশব্দে অভিহিত, এবং সেই তত্ত্বটী আমাকর্তৃক অনুগৃহীত। তুমি সম্যক্ প্রশ্নসমূহের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবে। অতএব সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরও সগুণত্ব কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যেহেতু সৎসঙ্গ হইতে বা সৎকৃপা হইতে উত্থিত বলিয়া ক্রিয়ারূপা-সাধনভক্তি যদি নির্গুণা হয়, তাহা হইলে ভগবৎ কৃপায় আবির্ভূত ব্রহ্মজ্ঞান নির্গুণ হইবে না কেন? অর্থাৎ সাধুসঙ্গ যেমন নির্গুণ, শ্রীভগবৎ কৃপাও তেমনি নির্গুণা। অতএব নির্গুণা-ভগবৎকৃপা হইতে উত্থিত ব্রহ্মজ্ঞানও নির্গুণই হইবে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—দুই প্রকার উপাসকের হৃদয়েই ব্রহ্ম-জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভগবদ্ভ-

পাসকগণের হৃদয়ে যে ব্রহ্ম-জ্ঞান আবির্ভূত হয়, সেটী আনুসঙ্গিক অর্থাৎ অপ্রধান ভাবে। আর ব্রহ্ম-উপাসকগণের হৃদয়ে যে ব্রহ্ম-জ্ঞান আবির্ভূত হয়, সেটী স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধান রূপে। ভগবৎ-উপাসকগণ কিন্তু ভগবৎশক্তিরূপা ভক্তির প্রভাবে "ত্বং-পদার্থ" জীব-চৈতন্যের সহিত কিছু ভেদেই ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ ভেদরূপে যে অনুভব করেন, সে বিষয়ে শ্রীভগবদ্গীতাতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥" কোন কোনও ভক্তি-সাধক ক্রমমুক্তির রীতি-অনুসারে মুক্তি-সুখ অনুভবের আশায় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি করেন বলিয়া সমভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্তির পর আমাতে (শ্রীভগবানে) পরাভক্তি (লয়বিক্ষেপশূন্যা, তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্না) লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে —আত্মারাম মুনীশ্বরগণ শ্রীহরিগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ইত্যাদি প্রমাণানুসারে ভক্তিসাধকের শ্রীভগবানে পরাখ্য-ভক্তির পরিকর রূপেই ব্রহ্মানুভব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসকগণ কিন্তু জীবচৈতন্যের সহিত অভেদরূপেই ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং" ৩।১৫।৪৮॥ চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে স্তবকরতঃ বলিয়াছিলেন—হে নাথ! যাঁহারা তোমার চরণে একান্ত শরণাগত, তাঁহারা তোমার মোক্ষ-নামক আত্যন্তিক-প্রসাদকেও আদর করেন না। এইরূপ উক্তির দ্বারা অন্য মোক্ষার্থীগণের নিকটে আত্যন্তিকরূপে সমাদৃত সেই জীব ও ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদ অনুসন্ধানের ফলরূপ মোক্ষকেও পরমবিজ্ঞভক্তি-রসিকগণ আদর করেন না। ভক্তিরসিক মহানুভবগণ সেই অভেদ-অনুসন্ধানাত্মক—জ্ঞানসাধনের মুখ্য ফলরূপ মোক্ষের আদর করেন না তাহাই মাত্র নয়, ভক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ॥" ৬।১৭।২৮। যাঁহারা শ্রীনারায়ণপরায়ণ, তাঁহারা সকলেই কোথা হইতেও কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। যেহেতু তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ, ও নরকে তুল্যকার্য্যকারীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন—মুর্দ্ধণ্য "ষ" এবং "র" এই দুইয়েরই পরস্থিত দন্ত্য"ন" মুর্দ্ধন্য "ণ"কার হইয়া থাকে, কিন্তু মুর্দ্ধন্য "ষ" এবং "র" পৃথকবর্ণ হইলেও তুল্যকার্য্যকারী। তেমনি পুণ্যকর্ম্মসাধ্যস্বর্গ, অভেদ-অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ, পাপকর্ম্মসাধ্য নরক, পৃথক বস্তু হইলেও ভক্তি-সাধকের জীবনীশক্তিরূপ অভীষ্ট শ্রীভগবানের সহিত নিজের দাস্যাদি একতর সম্বন্ধের বিঘাতক বলিয়া স্বর্গ, মোক্ষ, নরকে তুল্যদৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই প্রমাণানুসারে নরকের মত মোক্ষে ও ভক্তগণ হেয়ত্বদৃষ্টি করেন। এইজন্য অভেদানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধ্য মোক্ষকে তাঁহারা প্রসাদাভাস বলিয়াই মানেন। যদি কেহ নিজ মতি অনুসারে মোক্ষকে শ্রীভগবানের প্রসাদ বলিয়া মনে করেন, সেটী নিজমতিকল্পিত বলিয়া সগুণই। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বে যে পূর্ব্বপক্ষ তোলা হইয়াছিল—ভক্তিটী যেমন নির্গুণসাধুসঙ্গ হইতে আবির্ভূত হয়েন বলিয়া নির্গুণা, তেমনি ব্রহ্মানুভব ও ভগবৎ প্রসাদ হইতে উত্থিত হয় বলিয়া কেন নির্গুণ হইবে না? সেই পূর্ব্বপক্ষেরই এই মীমাংসা করিলেন যে নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবরূপ মোক্ষ শ্রীভগবানের প্রসাদ হইতে উত্থিত নয়। যেহেতুক পরমবিজ্ঞ ভক্তিরসিক শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, উদ্ধব প্রভৃতি এমন কি জ্ঞানীগণের আদিগুরু সনকাদি ঋষিগণও পরাবস্থায় ঐ জাতীয় মুক্তিকে অর্থাৎ অভেদানুসন্ধানাত্মক-জ্ঞানসাধ্য জীবচৈতন্যের সহিত সর্ব্বথা অভেদব্রহ্মানুভবাত্মক মোক্ষকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ বলিয়া স্বীকার করেন না। কেবল কোন কোনও মোক্ষার্থীগণই সেই মোক্ষকে প্রসাদ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কারণ যাহারা শ্রীভগবান্‌কে দ্বেষ করিয়া থাকে, তাহারা শ্রীহরিহস্তে নিহত হইয়া যে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, বহুকাল শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, নিয়ম প্রভৃতি শ্রমসাধ্য-সাধন করিয়াও সেই সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিলে কেমন করিয়া সেই মুক্তিকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

কারণ যেটী ভগবদ্বিদ্বেষীজনের প্রাপ্য সেইটী সাধকজনের সাধনতুষ্ট শ্রীভগবানের প্রদেয় হইতে পারে না। অতএব কৈবল্যজ্ঞান ও সত্ত্বগুণ হইতে সমুত্থিত বলিয়া সগুণ। বিশেষতঃ সেই কৈবল্যজ্ঞানের সত্ত্বগুণসম্বন্ধেই জন্ম অঙ্গীকার করা হইয়াছে। এই স্থানে বাদী এইরূপ একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে মানবের অন্তর ও বাহির ইন্দ্রিয় সকল গুণময়ই, অর্থাৎ গুণবিকার। অতএব সেই গুণবিকার ইন্দ্রিয়গণ হইতে উত্থিত জ্ঞান ও ক্রিয়া কেমন করিয়া নির্গুণ হইতে পারে? তাহারই উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ বলিতেছেন—জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি ত্রিগুণময় জড়ের ধর্ম্ম নয়। যেমন জড়ীয় ঘটে জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি নাই। একথাও বলিতে পারা যায় না যে—জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি চৈতন্যস্বরূপ জীবের ধর্ম্ম। যেহেতু—সেই জীবচৈতন্যের স্বতন্ত্র রূপে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, ঈশ্বরপ্রেরণার অধীন হইয়াই তাহার জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব চৈতন্যস্বরূপ জীবের ও জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি মুখ্য-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। কোনও দেবতাকর্ত্তৃক আবিষ্ট পুরুষের মত ঈশ্বরদত্ত চিদাভাস সংক্রমিত হইয়াই তাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সেইজন্য জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি পরমাত্ম-চৈতন্যস্বরূপেরই মুখ্যধর্ম্ম। বিচারে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগ-বতেও সেইরূপই উল্লেখ আছে। "দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তিকর্ম্মসু"। ইত্যাদি শ্লোকে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এ সকলই যে পরমাত্মচৈতন্য-শক্তি আবিষ্ট হইয়া অগ্নিশক্তি-আবিষ্ট লৌহের মত নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে, স্বতন্ত্ররূপে কিছুই করিতে সমর্থ নয়। শ্রুতিতেও সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুতশ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমন ইতি ন ঋতে তৎক্রিয়তে কিঞ্চনারে" সেই পরমাত্মা প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, সেই চৈতন্য ভিন্ন কেহই কিছু করিতে পারে না। ইত্যাদি শ্রুতিতে চৈতন্য-আভাস, আবিষ্ট হইয়াই যে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্য্যকরী ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে কোন ইন্দ্রিয়েরই কোনও কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। যদি এইরূপ সিদ্ধান্তই নির্দ্ধারিত হইল, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির যেস্থানে ত্রিগুণময়-কার্য্যে প্রধানরূপে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থানেই সেই জ্ঞান ও ক্রিয়াকে গুণময় ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আর যে কার্য্যে ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বরকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বাভাবিকই গুণাতীত। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকমুনিও ৮।৯।২৯ শ্লোকে দেবগণের অমৃতপান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

> যদ্‌যুজ্যতেঽসুবসুকর্ম্মমনোবচোভি
> র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্‌ত্বাৎ।
> তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্‌ত্বাৎ
> সর্ব্বস্যতদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ॥

হে রাজন্! মানবগণ প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মনঃ, বাক্যসমূহের দ্বারা দেহ, পুত্র প্রভৃতির প্রতি যাহা কিছু করে, সে সমু-দয়ই অসৎ অর্থাৎ বৃথা। যেহেতু সর্ব্বাশ্রয়পরমাত্ম-স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে শাখায় জলসিঞ্চনের মত বহু অনুষ্ঠান করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারা যায় না। যেহেতুক প্রতিদেহাবচ্ছিন্ন—আত্মা—পৃথক্‌জন্য পুত্রের প্রীতিসাধনে পিতার প্রীতিসাধন করা হয় না, আবার পিতার প্রীতিসাধন করিতে গেলে মাতার প্রীতিসাধন করা হয় না, কিন্তু সেই প্রাণ, ধন, মনঃ বাক্য প্রভৃতির দ্বারা যদি পরমেশ্বরের প্রীতি-উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়,—তাহা হইলে সেটী বৃক্ষের মূলসেচনের মত মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জলসিঞ্চন করিলে শাখা-পল্লবাদি সকলেরই সন্তোষ হইয়া থাকে, তেমনি সর্ব্বদেহে অন্তর্য্যামী-রূপে বিদ্যমান পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে দেহ, পুত্র, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেরই পরমসন্তোষ হইয়া থাকে। কারণ সর্ব্বদেহে একই পরমেশ্বর অন্তর্য্যামীভাবে বিদ্যমান আছেন। মূলশ্লোকে "পৃথক্‌ত্বাৎ" অর্থাৎ পরমাত্মা-ভিন্ন বস্তুর আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া তাহা অসৎ। আর "অপৃথক্‌ত্বাৎ" পদের অর্থ একমাত্র পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সৎ। অতএব নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি [illegible]রের চিৎ-আভাস সম্বলিত হইয়াই প্র[illegible] পায়,

স্বতন্ত্ররূপে জড়ীয়-দেহেন্দ্রিয়াদির জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশে সামর্থ্য নাই। এইজন্য পরমেশ্বরই নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির প্রবর্ত্তক। অথচ ঐ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি নিগুর্ণ না হইবে কেন? অতএব জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপা শ্রীহরিভক্তি যে নিগুর্ণা—ইহা অতিশয় যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ সেই শ্রীহরিভক্তির সত্ত্বাদি-গুণ-সম্বন্ধে আবির্ভাব হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান কিন্তু সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সেই নিগুর্ণা ভক্তি শ্রীভগবানেরও যে সুখদায়িগুণসমূহে অলঙ্কৃতা, তাহাই পরে সপ্রমাণে উল্লিখিত হইবেন। তবে যে তৃতীয়স্কন্ধে ভক্তির নিগুর্ণ ও সগুণ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কিন্তু ভক্তিসাধক পুরুষের অন্তঃকরণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই ভক্তিতে উপচার করা হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হইল। শ্রীভগবান্ এইরূপ অভিপ্রায়েই জ্ঞানরূপা ভক্তির নিগুর্ণত্ব বর্ণন করিয়া ক্রিয়ারূপা ভক্তির নিগুর্ণত্ব বর্ণন করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রবণকীর্ত্তনরূপা ভক্তি যে নিগুর্ণ সে বিষয়ে কোনও সংশয়ই নাই, ভগবৎসম্বন্ধ আছে বলিয়া ভগবন্মন্দিরে বাস করা রূপ ভক্তিরও নিগুর্ণত্ব বর্ণন করিয়াছেন ;—

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নিগুর্ণম্॥" ১১।২৫।২৫ ॥ ১৩৫ ॥

বনং বাস ইতি তৎসম্বন্ধিনী বসনক্রিয়েত্যর্থঃ। বানপ্রস্থানামিতি জ্ঞেয়ম্। এবং গ্রাম্য ইতি গৃহস্থানাম্। তামসমিতি দুরাচারাণাম্। দ্যূতসদনমিত্যুপলক্ষণম্। মন্নিকেতমিতি ভগবৎসেবাপরাণাম্। বনাদীনাং বাসেন সহায়ুর্ঘৃতমিতিবদেকাধিকরণত্বম্। বনস্য বৃক্ষষণ্ডরূপস্য রজস্তমঃপ্রাধান্যাৎ। অতএব বিবিক্তত্বলক্ষণতদীয়সাত্ত্বিকগুণস্যাপি তদ্‌যুগলমিশ্রত্বেন গৌণত্বম্। বাসক্রিয়ায়াস্তু সত্ত্বোৎপন্নত্বাত্তদ্বর্দ্ধনত্বাচ্চ সাত্ত্বিকত্বে মুখ্যত্বমিতি তস্যা এবাভিধেয়ত্বমুচিতম্। অতএব গ্রাম্য ইতি তদ্ধিতান্ত এব পঠিতঃ। এবং দ্যূতসদনমিত্যত্র চ বাসক্রিয়ৈব বিবক্ষিতা। মন্নিকেতমিত্যত্রাপি। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতস্যাপি নিগুর্ণত্বং ভবেৎ স্পর্শমণিন্যায়েন। তাদৃশত্বন্তু তাদৃশভক্তিচক্ষুর্ভিরেবোপলব্ধব্যং, দিবিষ্ঠাস্তত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজানিতিবৎ। এবমেব টীকা চ—ভগবন্নিকেতন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নিগুর্ণং স্থানমিত্যেষা। এবং বাসমাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা সর্ব্বাসামেব তৎক্রিয়াণামাহ—সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নিগুর্ণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

অত্র চ ক্রিয়ায়ামেব তাৎপর্য্যং ন তদাশ্রয়ে দ্রব্যে। সাত্ত্বিককারকস্য শরীরাদিকং হি গুণত্রয়পরিণতমেব। তদেবং ক্রিয়ামাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা তৎপ্রবৃত্তিহেতুভূতায়াঃ শ্রদ্ধায়া অপ্যাহ—সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নিগুর্ণা। ১৩৭ ॥ অধর্ম্মঃ অপরধর্ম্মঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥ ১১।২৫॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥

বানপ্রস্থাশ্রমিগণের বনসম্বন্ধিনী বাসক্রিয়া সাত্ত্বিক, এই প্রকার গৃহস্থগণের গ্রামে বাস রাজস, দুরাচারগণের জুয়াখেলা, মদ্যপান মিথ্যাপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি যে স্থানে হয় সেইস্থানে বাস করাটী তামস। কিন্তু ভগবৎসেবাপরায়ণ ভক্তগণের শ্রীভগবন্মন্দিরে বাস নিগুর্ণ। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—বন, গ্রাম, ও দ্যূতসদন প্রভৃতিতে বাস ক্রিয়ার সহিত একাধিকরণতা প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ "বনং বাসঃ" এইরূপ উল্লেখ করাতে "বনে বাস সাত্ত্বিক" এইরূপ আধার-আধেয়ভাবে উল্লেখ না করিয়া "বন ও বাস" ক্রিয়াকে একাধারে প্রকাশ করাতে এইরূপ অর্থটী প্রকাশ পাইতেছে যে—যেমন "আয়ুর্ঘৃতং" অর্থাৎ "আয়ুই ঘৃত" আপাততঃ এইরূপ অর্থই বুঝায়। বস্তুতঃ ঘৃত অবশ্য আয়ুর্বৃদ্ধিকর এইজন্য কার্য্য আয়ুকে কারণ ঘৃতের সহিত অভেদই উল্লেখ করা হয়, এস্থলেও তেমনি বুঝিতে হইবে। রজস্তমগুণের প্রাধান্যহেতু এস্থানে একটী প্রশ্ন এই উক্তিতে

পারে যে—বৃক্ষসমষ্টির নাম বন। সেই বৃক্ষসমূহ আবার রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান। তাহা হইলে সেই রজস্তমোগুণ-প্রধান বনের সাত্ত্বিকত্ব কিরূপে হইতে পারে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—বন যদ্যপি রজস্তমঃপ্রধান তথাপি নির্জ্জন বলিয়া বনের একটা সাত্ত্বিকগুণ আছে, কিন্তু সাত্ত্বিকগুণ থাকিলেও রজস্তমোগুণ মিশ্রিত আছে বলিয়া বনের সেই নির্জ্জনতারূপ সাত্ত্বিকগুণও গৌণ, কিন্তু সেই বনে বাসক্রিয়াটী সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন এবং সত্ত্বগুণ-বর্দ্ধক বলিয়া সাত্ত্বিক ধর্ম্মের মুখ্যত্ব। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে যখন সত্ত্বগুণ প্রকাশ পায়—তখনই নির্জ্জন বনে বাস করিবার প্রবৃত্তির উদ্গম হইয়া থাকে, এবং নির্জ্জন বনে বাস করিতে করিতে সেই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এই-জন্য বনে বাস দ্বারাই মুখ্য সাত্ত্বিক। অতএব বনে বাস ক্রিয়ারই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ কর্ত্তব্যত্ব বাখ্যান সমুচিত। অতএব "গ্রাম্য" এই পদটী তদ্ধিতান্ত-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ "গ্রামে বাসঃ গ্রাম্যঃ" এই রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থানের অভিপ্রায় এই—গ্রামে বাস করিলে নানা ভোগবাসনারূপ রজোগুণের উদ্গম হয় বলিয়া এবং ভোগবাসনারূপ রজোগুণ হৃদয়ে থাকিলেই গ্রামে বাস করিবার প্রবৃত্তির উদ্গম হয়। এই জন্য গ্রামে বাসটীকে রাজস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইপ্রকার "দ্যূত-সদনং" এস্থানেও বাস ক্রিয়াটী বলাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ যখন হৃদয়ে তমোগুণ প্রবল হয়, তখনই ঐ স্থানে বাস করিবার প্রবৃত্তি জন্মে ও ঐ স্থানে বাস করিতে করিতেই ঐ তমোগুণের অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই দ্যূতসদনকে তামস বলিয়া উল্লেখ করিলেন। মন্নিকেতন অর্থাৎ আমার নিকেতন নির্গুণ। এস্থানেও কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহও স্বর্ণ হইয়া থাকে, তেমনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যে প্রাকৃত ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত ভগবানের শ্রীমন্দিরও নির্গুণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই আছে যে—বৃক্ষসমষ্টিরূপ বন স্বরূপতঃ রজস্তমঃ-প্রধান, কিন্তু বনে বাস করিবার প্রবৃত্তিটী সাত্ত্বিক এবং বাস করিলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় এই অভিপ্রায়েই রজস্তমঃ-প্রধান বনকেও বাসক্রিয়াদ্বারা সাত্ত্বিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ গ্রাম ও দ্যূতসদনের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবন্মন্দির কিন্তু স্বরূপতঃই নির্গুণ। সেই শ্রীমন্দিরে বাস করিলে নির্গুণতার বৃদ্ধি হয় বলিয়া নির্গুণ নহে। কিন্তু শ্রীমন্দিরের নির্গুণত্ব ভগবৎসেবা-পরায়ণ ভক্তগণই ভক্তিচক্ষুতে উপলব্ধি করিতে পারেন। যেমন ক্ষেত্রমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছেন—"দিবিষ্ঠাস্তত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্! অর্থাৎ দেবগণ সমুদয় ক্ষেত্রবাসিগণকে চতুর্ভুজস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণজন দেখিতে পায় না, শ্রীভগবন্মন্দির সম্বন্ধেও সেইরূপেই বুঝিতে হইবে। শ্রীধর স্বামিপাদ-কৃত-টীকাতেও এই রূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। "ভগবন্নিকেতন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবাৎ নির্গুণং স্থানম্" অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিকেতন কিন্তু সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাব-জন্য নির্গুণস্থান। এই প্রকার শ্রীভগবানের মন্দিরে কেবল বাসকরাকেই নির্গুণরূপে উল্লেখ করিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধি-নিখিল-ক্রিয়ারই নির্গুণত্ব নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—অনাসক্তভাবে যে জন কর্ম্ম করে সেই কর্ত্তা সাত্ত্বিক, যে কর্ত্তা ফললাভে অভিনিবিষ্ট সে জন রাজস, যে জন অনুসন্ধানশূন্য হইয়া কার্য্য করে সে জন তামস, যেজন একমাত্র আমাতেই শরণাগত সেইজন নির্গুণ। ১৩৫॥

এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—ক্রিয়াতেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসত্বের তাৎপর্য্য, কিন্তু ক্রিয়াশ্রয়-দ্রব্যে তাৎপর্য্য নয়। কারণ যেজন সাত্ত্বিক-কার্য্য করেন তাঁহার শরীর সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকার। তাহা হইলে এইরূপে ভগবৎসম্বন্ধি-ক্রিয়ামাত্রের নির্গুণত্ব উল্লেখ করিয়া ভগবৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়া করিবার হেতুরূপা শ্রদ্ধারও নির্গুণত্ব বলিতেছেন—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিষয়ে যে শ্রদ্ধা সেটি সাত্ত্বিকী, কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা সেটী কিন্তু রাজসী, অপর-ধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা সেটী তামসী,

আমার সেবাবিষয়ে যে শ্রদ্ধা সেটী কিন্তু নির্গুণা। ১১।২৫॥১৩৫—১৩৭ ॥

অত আহ—ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়মিতি ॥ ১৩৮ ॥

শুদ্ধং নির্গুণং ত্রৈবিদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়মিতি টীকা চ। বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেবোচ্যতে এবং ত্রয়ীধর্ম্মমিত্যাদেঃ ॥ ৬ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৮ ॥

অতএব শ্রীশুকমুনিও ৬।২।২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—"ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্"। হে রাজন্! ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্ম শুদ্ধ, অর্থাৎ মায়াগুণসংস্পর্শরহিত বলিয়া নির্গুণ। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ সেই নির্গুণ ভাগবতধর্ম্ম যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, অজামিল তাহাও শুনিলেন এবং যমদূতগণকর্তৃক কথিত বেদত্রয়প্রতিপাদ্য ত্রিগুণময়ধর্ম্মের কথাও শুনিলেন। তৎপর শ্রীবিষ্ণুদূতগণকর্তৃক বর্ণিত ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন। এস্থানে "বেদ" শব্দে কর্ম্মকাণ্ডই লক্ষিত হইতেছে। যেহেতু—"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে।" শ্রীভগবদ্গীতায় এইরূপ উল্লেখ আছে। ৬।২।

অতএব ভক্তেঃ শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকং স্বয়ংপ্রকাশত্বমাহ—যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়। নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ১৩৯ ॥

যঃ আর্ষভেয়ো ভরতঃ। মরণসময়ে তত্রাপি মৃগশরীরে তদ্বচনজন্মাত্যন্তাসম্ভবাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব তস্যাঃ কীর্ত্তনলক্ষণায়াঃ ভক্তেঃ সিধ্যতি। এবং গজেন্দ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৯ ॥

অতএব ভক্তি যে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ ধর্ম্মের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। মহাভাগবত শ্রীভরত মহাশয় দ্বিতীয়জন্মে যখন মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন পূর্ব্বজন্মের ভক্তিসংস্কারবশতঃ সেই মৃগদেহ-ত্যাগ-সময়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—"যিনি যজ্ঞস্বরূপ—এবং যজ্ঞাদি-ফলদাতা ও বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি অষ্টাঙ্গযোগস্বরূপ, আত্ম-অনাত্ম বিবেকের যিনি মুখ্যফলস্বরূপ, ও যিনি মায়ার নিয়ামক, সর্ব্বজীবের যিনি অন্তর্য্যামী আমি সেই শ্রীহরিকে নমস্কার করি, অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান এবং দেবতাকাণ্ডের প্রতিপাদ্য সেই শ্রীহরিতেই আত্মসমর্পণ করিতেছি। এইরূপ বলিতে বলিতে মৃগদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—একেতো তিনি সে সময় মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর, তন্মধ্যেও মৃগশরীরে এই প্রকার বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া অত্যন্তই অসম্ভব। কারণ পশু, পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে যে রসনা, তাহাতে ধ্বনি করিবারই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু হরি, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণের সামর্থ্য নাই। অথচ একে মরণসময়, তাহাতে মৃগদেহেও শ্রীভরতমহাশয় পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার সুস্পষ্টভাবে বর্ণাত্মক শ্রীনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই কীর্ত্তনলক্ষণা-ভক্তি রসনার অপেক্ষা না করিয়াও স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীভক্তি যদি স্বরূপশক্তির বৃত্তি না হইতেন, তাহা হইলে জিহ্বা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশ হইতে পারিতেন না। এই প্রকার গজরাজের বিষয়েও বুঝিতে হইবে। ৫।২৪ ॥ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকে কহিয়াছেন ॥ ১৩৯ ॥

পরমসুখরূপত্বঞ্চ দৃশ্যতে। তত্র সাধনদশায়াম্—অতো বৈ কবয়ো নিত্যমিত্যাদৌ। কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ইত্যাদৌ চ তদ্রূপত্বাভিব্যক্তির্দর্শিতৈব। সিদ্ধদশায়ান্তু সুতরাং, তৎপ্রকটীভবতি। যথা—মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ১৪০ ॥

অত্রান্যস্য কালবিপ্লুতত্বমিতি সেবায়াস্তদভাবপ্রাপ্তে নির্গুণত্বং সিদ্ধম্। অকালবিপ্লুতসালোক্যাদিভ্যোঽতিশয়ে তু কিমুতেতি ॥৯।৪॥ শ্রীবিষ্ণুর্দুর্ব্বাসসম্ ॥ ১৪০ ॥

সেই শ্রীভগবদ্ভক্তি যে পরমসুখস্বরূপিণী, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যাইতেছে। তন্মধ্যে সাধন অবস্থাতেও

ভক্তির পরমসুখরূপত্ব ১।২।২২ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামিপাদ শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

"অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥"

অতএব সুবিজ্ঞজন পরম আনন্দের সহিত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে নিত্য মনঃশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে সাধনদশাতেও যেমন "পরময়া মুদা" এইরূপ উল্লেখ করিয়া ভক্তি-অনুষ্ঠানে পরমানন্দধর্ম্ম দেখান হইয়াছে, তেমনি ১।১৮।১২ শ্লোকে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণও ভক্তির আনন্দস্বরূপতা প্রকাশ করিয়াছেন ;—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥

শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন—হে সূত! বিঘ্নবাহুল্যবশতঃ ফললাভে অবিশ্বসনীয় কর্ম্মে যজ্ঞীয়ধূমে যে আমাদের শরীর ও মন মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দচরণকমলমধু আস্বাদন করাইয়া আপ্যায়িত করিতেছ। শ্রীসূতমুনির উক্তি এবং শ্রীশৌনকাদি মুনিগণের উক্তিতেও শ্রীভগবদ্ভক্তির আনন্দস্বরূপতা সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধনদশাতেই যখন ভক্তি আনন্দরূপিণী, তখন সিদ্ধদশাতে যে ভক্তির পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতো বলাই বাহুল্য। সেইজন্য শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীদুর্ব্বাসামুনিকে বলিয়াছিলেন—'হে মুনিবর!

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎকালবিপ্লুতম্॥

নিষ্কামভক্তগণ আমার সেবার দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত সালোক্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও পাইতে ইচ্ছা করে না। যেহেতুক তাহারা সেবানন্দেই পরিপূর্ণকাম হইয়া থাকে। তাহা হইলে কালবিনাশ্য স্বর্গাদিসুখ যে ইচ্ছা করে না তাহা তো বলাই বাহুল্য। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইল যে—স্বর্গাদি সুখকে কালবিনাশ্য বলিয়া উল্লেখ করাতে শ্রীভগবৎ-সেবারূপা ভক্তি যে কালবিনাশ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব ভগবদ্ভক্তির নির্গুণত্বও সুসিদ্ধ হইল। কালে অবিনাশী সালোক্যাদি মুক্তি হইতেও সেবাতে অধিক আনন্দ আছে বলিয়াই ভক্তগণ ঐ মুক্তিচতুষ্টয়ের প্রতি অভিলাষ করে না। ইহাতে শ্রীভগবদ্ভক্তির পরমানন্দরূপতা অতি সুন্দর ভাবেই প্রকাশ করা হইয়াছে। ৮।৪।১৪০॥

শ্রীভগবদ্বিষয়করতিপ্রদত্বমুক্তম্, এবং নির্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে ইত্যাদিনা। যত্তু, অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং, ইত্যুক্ত্যাপি তদ্রতির্ন প্রাপ্যতে। ইতি শঙ্ক্যতে, তৎখলু অবিবেকাদেব, কর্হিচিদিতি ভক্তিযোগাখ্যতদ্রতিপুরুষার্থতায়াং শৈথিল্যে সত্যেবেত্যর্থলাভাৎ, কর্হিচিদপীত্যনুক্তত্বাৎ, অসাকল্যে তু চিচ্চনৌ ইত্যমরকোষাচ্চ। ভক্তবিষয়কভগবৎপ্রীত্যেকহেতুত্বমপ্যুদাহৃতম্, নালং দ্বিজত্বং, দেবত্বমিত্যাদি। তথাচাহ—মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃ প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ। নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥ ১৪১॥

অভিজনঃ সৎকুলজন্ম। বুদ্ধির্জ্ঞানং যোগঃ। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ॥ ৭॥ ॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্॥ ১৪১॥

শ্রীভগবদ্বিষয়ক ভক্তি যে শ্রীভগবানে রতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাও ৭।১৩ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুরবালকগণকে বলিয়াছেন—

এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ॥

হে ভ্রাতৃগণ! এই প্রকার শ্রীগুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কামক্রোধাদি ষড়্বর্গ অথবা ইন্দ্রিয়াদির বেগ পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর লয়বিক্ষেপশূন্যহৃদয়ে ভগবানে ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ পরমেশ্বর বাসুদেবে রতিলাভ করিতে পারা যায়। ইত্যাদি প্রমাণে সাধনভক্তির শ্রীভগবানে রতিপ্রদানসামর্থ্য প্রচুরতরভাবে উল্লেখ আছে। তবে যে ৫ম স্কন্ধের—"অস্ত্বেবমঙ্গভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো। মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥" অর্থাৎ ভগবান্ মুকুন্দ নিজচরণে ভক্তি-

অনুষ্ঠানকারী ভক্তগণকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু কখনও "প্রেমভক্তি" দান করেন না। এইরূপ উক্তির দ্বারাও সাধনভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানে রতিলাভ করিতে পারা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সেই সংশয় কিন্তু নিশ্চয়ই অবিচারে হইয়া থাকে। কারণ বিচার করিলে দেখা যায় মূলশ্লোকে "কর্হিচিৎ" এই পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু "কর্হিচিদপি" এই পদ উল্লেখ করা হয় নাই, ইহা দেখা যায়। বৈয়াকরণ মাত্রই এ কথাটা জানেন যে—"চিৎ" ও "চন" এই দুই প্রত্যয় অসাকল্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ অমরকোষ অভিধানে "অসাকল্যে তু চিচ্চনৌ" এইরূপ উল্লেখ করা আছে। অর্থাৎ অসর্ব্বকাল, অসর্ব্বদেশ, অসর্ব্বপাত্রবিশেষেই "চিৎ" ও "চন" প্রত্যয় ব্যবহার হইয়া থাকে। মূলে উল্লিখিত "কর্হিচিৎ" পদে "কখন" দান করেন না—এইরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি বলিতেন "কর্হিচিদপি ন দদাতি" অর্থাৎ "কখনও" দান করেন না, তবেই আশঙ্কা হইত। এইরূপ না বলায় অর্থাৎ অপি শব্দ না দেওয়ায় বুঝিতে হইবে—যে রতির নাম ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগ নামক ভগবদ্রতিই পরমপুরুষার্থ। যতদিন পর্য্যন্ত সেই পুরুষার্থে অর্থাৎ শ্রীভগবানে রতিই মূলপ্রয়োজনবোধে প্রাপ্তির জন্য প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা না জাগে, ততদিন পর্য্যন্তই শ্রীভগবান্ ভক্তিসাধকভক্তকে নিজচরণে প্রীতিরই অপর নাম যে রতি, তাহা দান করেন না। "কর্হিচিৎ" পদের দ্বারা এই অর্থই পাওয়া যায়। শ্রীভগবানে একমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে ভগবান্ ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাও ৭।৫১ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুরবালকগণকে বলিয়াছেন—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতাম্॥"

হে অসুরবালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বহুবৈভবশালিত্ব কিম্বা বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা মুকুন্দের সন্তোষসম্পাদন করিতে পারে না। সেই প্রকার শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া—হে প্রভো! আমার নিশ্চয় বিশ্বাস—ধন, সৎকুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, বেদাভিজ্ঞতা, ঐন্দ্রিয়ক-বল, কান্তি, প্রতাপ, শারীরবল, উদ্যম, জ্ঞানযোগ এবং অষ্টাঙ্গযোগ এই দ্বাদশটীর মধ্যে একটীও পরমপুরুষ তোমার সন্তোষবিধানে সমর্থ নয়, কিন্তু একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাই কেবল ভক্তিতেই গজেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই দুইটী প্রমাণের দ্বারা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে ভগবান্ ভক্তের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েন—তাহাই দেখান হইয়াছে। ৭।৯।১৪১॥

ননু নিরতিশয়নিত্যানন্দরূপস্য ভগবতঃ কথং তয়া সুখমুৎপদ্যেত নিরতিশয়ত্বনিত্যত্বয়োর্বিরোধাৎ। উচ্যতে। শাস্ত্রে খলু নিরতিশয়ানন্দত্বং নিত্যত্বঞ্চ ভগবতঃ শ্রূয়তে, ভক্তেরপি তথা তৎপ্রীতিহেতুত্বং শ্রূয়তে। তত এবং গম্যতে। তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনীনাম্নী-বর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ তৎপরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে। তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি। অতএব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তিপ্রীণনীয়ত্বমাহ—যৎপ্রীণনাদ্ বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চ্যাৎ। প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্ববিজঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাৎ গয়স্য॥ ১৪২॥

বিশ্ববীজঃ সর্ব্বজীবনহেতুঃ। দেবাদীনাং দ্বন্দৈক্যম্। প্রীতিঃ সুখরূপোঽপি॥ ৫॥ ১৫॥ শ্রীশুকঃ।
॥ ১৪২॥

এইস্থানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সাম্য ও অতিশয়তাশূন্য নিত্য-আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের ভক্তের দ্বারাই কিরূপে সন্তোষ হইতে পারে? যেহেতুক যদ্যপি ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সন্তোষ হয়, তাহা হইলে ভগবৎস্বরূপানন্দে নিরতিশয়ত্ব এবং নিত্যত্বের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, কারণ যাহা নিরতিশয় অর্থাৎ যাহার অধিক নাই এবং ধ্বংস ও প্রাগভাবরহিত, তাহার যদি অতিশয় সুখ হয় তাহা হইলে নিরতিশয়ত্বের ও নিত্যত্বের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগোস্বামিপাদ তাহার উত্তরে বলিতেছেন "উচ্যতে" অর্থাৎ ইহার সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে। শাস্ত্রে শ্রীভগবানের স্বরূপটী যেমন একদিকে নিরতিশয় আনন্দ অপর-

দিকে তেমনি নিত্য বলিয়া শোনা যায়। আবার তেমনি ভক্তিও শ্রীভগবানের সুখহেতু বলিয়া শোনা যায়। অতএব শাস্ত্রের দুইটী বাক্যেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এইরূপই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান্ যেমন অনন্তস্বরূপ হইয়াও মুখ্যপরমানন্দবিগ্রহ, তেমনি তাঁহার হ্লাদিনী নামে যে স্বরূপশক্তি আছে, সেই শক্তি শ্রীভগবান্‌কে স্বরূপানন্দ-আস্বাদন করাইতে এবং ভক্তগণকে শ্রীভগবানের আস্বাদন করাইতে সমর্থা। যেমন সূর্য্য নিজে প্রকাশ হইতে এবং অন্যকেও প্রকাশ করিতে ক্ষমতাশালী, তেমনি প্রকাশবস্তুমাত্রের স্বভাব যে, নিজকে প্রকাশ করিবে ও অন্যকে প্রকাশ করাইতে ক্ষমতা রাখিবে। সেই হ্লাদিনী-শক্তিরই পরমবৃত্তিরূপা এই শ্রীভক্তি। সেই শক্তিটীকে শ্রীভগবান্ নিজভক্তবৃন্দে অর্পণ করিয়া নিত্যবিদ্যমান আছেন। অতএব সেই হ্লাদিনী-শক্তিরই সারবৃত্তিরূপা প্রীতিলক্ষণা-ভক্তি-সম্বন্ধেই ভগবান্‌ও অতিশয় সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সুখরূপ শ্রীভগবানেরও ভক্তিসম্বন্ধে সন্তুষ্টির কথা ৫।১৫।১৩ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—

"যৎপ্রীণনাৎ বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্-
মনুষ্যবীরুৎ তৃণমাবিরিঞ্চ্যাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্ববীজঃ
প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাৎ গয়স্য॥

যে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, লতা, তৃণ, প্রভৃতি আব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বজীবনহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ং সুখরূপ হইয়াও গয়মহারাজের যজ্ঞে "তৃপ্তোঽস্মি" অর্থাৎ বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম—এই বলিয়া সুখী হইয়াছিলেন। ১৪২॥

অতএব তথাভূতত্বেনাত্মারামস্য পূর্ণকামস্যাপি-তস্য ক্ষুদ্রগুণবস্তুপি পরিতোষায় কল্পতে ইতি দৃষ্টান্তেনাহ—তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ। আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা। প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা। পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥ ৪৩॥

তত্র দ্বারকায়াম্। রবেরুপহাররূপং দীপমাদৃতবন্তো জনা ইবেত্যর্থঃ। এবং স্তুত্যাদিকমপি তৎপ্রীণনতামর্হতি ইত্যাহ প্রীত্যেতি। পিতরমর্ভকা ইবেতিদৃষ্টান্তঃ। তস্য প্রীতাবসাধারণং গুণবিশেষমপ্যাহ সর্ব্বসুহৃদমিতি। সর্ব্বসুহৃত্ত্বে লিঙ্গম্ অবিতারমিতি। তথা আত্মারামপূর্ণকামত্বেঽপি তাদৃশস্য স্বসম্বন্ধাভিমানিপ্রীতিমৎপুত্রাদিষু প্রীতিবিশেষোদয়ো যথা দৃশ্যতে তথা তেষু তং প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ। এবং কল্পতরুদৃষ্টান্তেঽপি ভগবতো ভক্তিবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে, যে খলু সহজতৎপ্রীতিমেবাত্মনি প্রার্থয়মানা ভজন্তে তেভ্যস্তদ্দানযাথার্থ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাদস্ত্যেবানন্দরূপস্যাপি ভক্তাবানন্দোল্লাস ইতি। ১।১। শ্রীসূতঃ॥ ১৪৩॥

অতএব যদ্যপি শ্রীভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়াই নিজস্বরূপানন্দেই সতত রমণ করেন, এইজন্য তিনি আত্মারাম এবং পূর্ণকাম, তথাপি ক্ষুদ্রগুণসম্পন্নবস্তুও তাঁহার সন্তোষসম্পাদনে যোগ্য হইয়া থাকে—ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন। শ্রীদ্বারকাবাসি-প্রজাগণ যদ্যপি জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদাই পূর্ণকাম, তথাপি সূর্য্য-পূজায় দীপপ্রদানের ন্যায় দ্বারকাবাসিপ্রজাগণ সেইস্থানে বিবিধ উপহার আনয়ন করিলেন, এবং বালকগণ যেমন পিতাকে প্রীতিমাখা হৃদয়ে অনেক কথা বলে, তেমনি তাহারা প্রীতিপ্রফুল্লবদনে হর্ষগদ্‌গদবাক্যে সর্ব্বলোকের সুহৃৎ এবং রক্ষক সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। এইস্থানের অভিপ্রায় এই যে—যদ্যপি শ্রীভগবান্ পরম আনন্দস্বরূপ, তথাপি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিলে তিনি সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বালকগণ যেমন পরমবিজ্ঞ পিতাকে কলবাক্যে তাৎপর্য্যশূন্য অনেক কথা বলে, তাহাতেই পিতা পরম বিজ্ঞ হইলেও "অমৃতং বালভাষিতম্" এই উক্তির ভাবে সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন, তেমনি শ্রীভগবান্ "সম্বিৎ"-শক্তির পতি হইয়াও নিজভক্তের 'প্রেমে ভাঙ্গা কণ্ঠে' কৃত স্তুতিতেও সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ যে ভক্তকৃত-

স্তুতিতে সন্তুষ্টিলাভ করেন, সে বিষয়ে তাঁহার একটী অসাধারণ গুণবিশেষও বলিতেছেন—"সর্ব্বসুহৃদম্" অর্থাৎ তিনি জীবমাত্রেরই হিতকারী বন্ধু। তিনি যে সকলেরই সুহৃৎ, সে বিষয়ে একটী চিহ্নও উল্লেখ করিতেছেন—"অবিতারম্" অর্থাৎ তিনি সকলেরই রক্ষক। অতএব তিনি আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইয়াও নিজসম্বন্ধাভিমানী প্রীতিযুক্ত পুত্রাদিতে যেমন পিতা প্রভৃতির প্রীতি-বিশেষের উদয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ভাবে শ্রীভগবানের সহিত দাস, সখা প্রভৃতি সম্বন্ধের অভিমানকারী অথচ শ্রীভগবানে যাঁহারা প্রীতিযুক্ত, সেই-সকল ভক্তের প্রতি শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইয়াও প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকার যেখানে যেখানে শ্রীভগবান্‌কে—কল্পতরুস্থানীয় বলিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই বুঝিতে হইবে কল্পতরু যেমন নিজ আশ্রিতজনেরই সঙ্কল্প পূরণ করিয়া থাকে, ভগবানেরও সেই প্রকার ভক্তিবিষয়েই যথাযথরূপে কৃপার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীভগবানেই সাহজিক প্রীতি হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়া ভজন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি সেই প্রীতিদানের যাথার্থ্য অবশ্য প্রয়োজন। কারণ কল্পতরু প্রার্থিজনার প্রার্থনা যেমন পূরণ করেন এবং সেই পূরণ করা ধর্ম্মটী আগন্তুক বা অভিনয় করা নয়, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ। তেমনি যাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি অকপট প্রীতি প্রার্থনা করিয়া ভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিজের প্রতি অকপট-স্বাভাবিক প্রীতিদানটীও শ্রীভগবানের স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম, আগন্তুক বা অভিনয় করা নয়।

অতএব আনন্দস্বরূপ ভগবানেরও ভক্তিতে আনন্দ-উল্লাস আছেই।

"তত্রোপনীতবলয়ো" এই শ্লোকটী শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন। ১৪৩॥

এবং ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তেঃ জীবেঽভিব্যক্তৌ ভগবান্ এব কারণম্। তত্তদিন্দ্রিয়াদিপ্রবৃত্তৌ চ স এবেতি তস্মিংস্তথা জীবস্তোপকারকত্বাভাস এব। তথাপি ভক্তানুরজ্যদাত্মত্বে ভগবতঃ স্বকৃপাপ্রাবল্যমেব কারণ-মিতি বদন্ পূর্ব্বার্থমেব সাধয়তি—কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মন-ইন্দ্রিয়ানি। স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্বয়োশ্চ স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥ ১৪৪ ॥

হে বিভো! তব কিমহং বর্ণয়ে ত্বৎকৃপালুতায়াঃ কিয়ন্তমংশং বর্ণয়েয়মিত্যর্থঃ। যতো যেন ত্বয়ৈব উদীরিতঃ প্রেরিতোঽসুঃ প্রাণঃ সংস্পন্দতে প্রবর্ত্ততে, তমসুমনু চ বাগাদয়ঃ স্পন্দতে। তত্র হেতুঃ, বৈ, অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদিশ্রুতি-ভিশ্চ তৎপ্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন কেবলং প্রাকৃতানাং তনুভৃতাং কিন্তু অজশর্বয়োশ্চ। অতঃ স্বস্য মমাপি তথৈব। এবং যদ্যপি ন ক্বচিদপি কস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং তথাপি দারুযন্ত্রবৎ ত্বৎপ্রবর্ত্তিতৈরপি বাগাদিভি-ভির্ভজতাং পুংসাং ভাবেন স্বদত্তয়ৈব ভক্ত্যা বন্ধু-রসীতি ॥১২।৮॥ মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীনরনারায়ণৌ ॥ ১৪৪ ॥

এই প্রকার ভক্তিরূপা স্বরূপ-শক্তিকে জীব-হৃদয়ে অভিব্যক্ত করিতে শ্রীভগবান্‌ই কারণ। যদ্যপি জীবমাত্রের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির নিজ নিজ বিষয়ব্যাপারে প্রবৃত্তিরও কারণ শ্রীভগবান্‌ই, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-ব্যাপারে প্রবৃত্তিদান করিয়া শ্রীভগবান্ যে জীবের উপকার করিয়া থাকেন, সেটী কিন্তু যথার্থতঃ উপকার নয়, উপকারের আভাস মাত্র। তথাপি ভক্তের প্রতি ভক্তিতে যে অনুরক্তচিত্ত হয়েন, তাহাতে শ্রীভগবানের অসাধারণী কৃপার প্রাবল্যই মূল কারণ। অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপা সাধারণী ও অসাধারণী ভেদে দুই-প্রকার। তন্মধ্যে ভগবদ্বহির্ম্মুখ সাধারণ-জীবমাত্রের বুদ্ধীন্দ্রিয় প্রভৃতিকে যে নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার ক্ষমতা দান করেন, সেটী তাঁহার সাধারণী কৃপা, অথবা কৃপা বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়, বস্তুতঃ সেটী কৃপা নহে, যেহেতুক জড়ীয় বস্তু ভোগের জন্য জীবমাত্রের ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্তি দান করিয়া নিজ স্বরূপানন্দ আস্বাদনে বঞ্চিত করা হয় বলিয়া ঐ সাধারণী কৃপার অপর নাম কৃপাভাস। আর একটী কৃপা অসাধারণী। অর্থাৎ যে কৃপায় জীবের বুদ্ধিন্দ্রীয় প্রভৃতির জড়ীয়বিষয় গ্রহণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি

হইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ প্রভৃতি আস্বাদন করিতে উন্মুখতা সম্পাদন করেন, তাহারই নাম শ্রীভগবানের অসাধারণী কৃপা। এই অসাধারণী-কৃপাটী প্রাপ্তমহৎ-সঙ্গ জীবই লাভ করিতে অধিকারী। ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণের জীবের প্রতি পরম-কারুণিকত্বগুণের অভিব্যক্তি বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। ভক্তে শ্রীভগবানের চিত্ত অনুরক্ত হওয়ার প্রতি নিজকৃপার প্রাবল্যই মূল কারণ। এই কথা বলিবার জন্য শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্ব্ববর্ণিত তাৎপর্য্যই প্রতিপাদন করিয়াছেন ;—

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দতি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥

অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানই প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই প্রেরণায় তনু, বাক্, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যাপার করিতে সমর্থ হয়। অতএব শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিবার সময় নিজের কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই অনুভব করিয়া শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন—হে বিভো! আমি কেমন করিয়া তোমাকে স্তব করিব? যে তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রাণ নিঃশ্বাসাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তোমারই প্রেরণায় দেহধারী জীবমাত্রের—এমন কি ব্রহ্মা, শঙ্কর, এবং আমারও বাক্য মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব কাহারও স্বতন্ত্রভাবে কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। তথাপি তোমা-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহারা তোমাকে ভজন করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত ভক্তিদ্বারাই বন্ধু (হিতকারী) রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব তোমার পরম কৃপালুতার কোন্ অংশ বর্ণন করিতে আমি সমর্থ হইতে পারি? তোমার প্রেরণাতেই যে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ, আর তোমার প্রেরণা ভিন্ন কেহ কোনও কিছু করিতে সমর্থ নয় তাহা "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" অর্থাৎ শ্রোত্রের শ্রবণ করিবার সামর্থ্য যাঁহার চিদাভাস-সংবলনেই প্রকাশ পায়" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বিধি ও নিষেধ-মুখে সুস্পষ্টরূপেই বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রেরণাটী যে কেবল প্রাকৃতদেহধারী জীবের সম্বন্ধেই করিয়া থাকেন তাহাই নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত ব্রহ্মা এবং শঙ্করের সম্বন্ধেও এইরূপই ব্যবস্থা। অতএব আমার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা সেইরূপই। কাঠের পুতুলকে ডুরী ধরিয়া কুহক যেমন নাচায়, তেমনি নাচে, স্বতন্ত্রভাবে কাঠের পুতুলের যেমন নাচিবার ক্ষমতা নাই, তেমনি প্রাকৃত অপ্রাকৃত নিখিল জীবকে তুমি যেমন প্রেরণা কর তেমনি তাহারা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই প্রমাণটীর মুখ্য তাৎপর্য্য—সেই ভক্তিরূপা চিৎশক্তির জীবহৃদয়ে অভি-ব্যক্তির প্রতিও শ্রীভগবানের কৃপাই মুখ্যকারণ। ১২।৮।৪০ মার্কণ্ডেয় ঋষি শ্রীনরনারায়ণকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৪৪ ॥

ভগবদনুস্তবকর্ত্তৃত্বেঽনন্যহেতুত্বমাহ—শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ১৪৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১।৮। কুন্তী শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীভগবান্‌কে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা—বিশুদ্ধভক্তি ভিন্ন অন্য কোনও সাধনেই যে অনুভব করাইতে পারে না তাহাও শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া ১।৮।৩৬ শ্লোকে বলিয়াছিলেন ;—হে গোবিন্দ! যাঁহারা নিরন্তর তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, কীর্ত্তন, স্মরণ এবং অন্য কেহ গান করিলে তাহার অভিনন্দন করেন, সেই সকল জনই অতি-সত্বর যাহা দর্শন করিলে সংসার-পরম্পরা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই তোমার অসাধারণ চরণকমল দর্শন করিয়া থাকেন। এই শ্লোকটীতে "তএব" অর্থাৎ "তাঁহারই দর্শন করিয়া থাকে" এইরূপে "এব" কারের অর্থে জ্ঞান, কর্ম্মাদি সাধনে যে দর্শন করিতে পারে না—তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীভগবৎপ্রাপকত্বমাহ—

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥

টীকা চ—মহেশ্বরত্বে হেতুঃ, সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং সর্ব্বস্যোৎপত্ত্যপ্যযৌ যস্মাৎ অতএব তৎকারণং মা মাং ব্রহ্ম-স্বরূপং বৈকুণ্ঠনিবাসিনম্। যদ্বা ব্রহ্মণঃ

বেদস্য কারণং মামুপযাতি সামীপ্যেন প্রাপ্নোতী-ত্যেষা। শ্রীগীতাসু—পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়েতি। ১১॥১৮॥ শ্রীভগবান্॥ ১৪৬॥

একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীভবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়—তাহাও শ্রীভগবান্‌ই শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে ১১।১৮।৪৫ শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! যে জন পূর্ব্ববর্ণিতলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন সেই জনই অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ যে আমা হইতেই হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বকারণকারণ বিভুস্বরূপ আমাকেই পাইয়া থাকে। আমি যে মহেশ্বর তাহার প্রতিহেতু আমা হইতেই সকলের উৎপত্তি ও নাশ হইয়া থাকে। অতএব আমিই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। আমি বিভুস্বরূপ হইয়াও শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে বাস করিয়া থাকি। অথবা আমিই ব্রহ্মশব্দবাচ্য বেদের কারণ, এইরূপ অর্থও সুসঙ্গত। যেহেতুক শ্রীভগবদ্গীতায় "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্" অর্থাৎ আমিই বেদান্তের কর্ত্তা এবং আমিই বেদতাৎপর্য্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ। শ্রুতিতেও "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ" (ঋগ্বেদ) ইত্যাদি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "যাতি" ক্রিয়ার পূর্ব্বে "উপ" এই উপসর্গটীর উল্লেখ থাকায়—নিকটে প্রাপ্তি" অর্থই সূচনা করিতেছেন। শ্রীভগবদ্গীতাতেও "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" হে অর্জ্জুন! সেইপরমপুরুষকে অনন্যা ভক্তিতেই লাভ করিতে পারা যায়। এই সকল প্রমাণের দ্বারা অনন্যা ভক্তিই যে ভগবৎপ্রাপিকা, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪৬॥

তথা মনসোঽপ্যগোচরফলদানে শ্রীধ্রুবচরিতং প্রমাণম্ পরমভক্তিসম্বলিতস্বলোকদানাৎ॥ তদ্বশী-কারিত্বং তুদাহৃতং, ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদৌ। তথা তৎপদ্যান্তে, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতামিতি॥১৪৭॥

অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্। যদ্যপ্যস্য বাক্যস্য একা-দশচতুর্দ্দশাধ্যায়প্রকরণে সাধ্যসাধনভক্ত্যোরবিবিক্ত-তয়ৈব মহিমনিরূপণমিতি সাধনপরত্বং তুর্নির্ণয়ং, তথাপি ফলভক্তিমহিমদ্বারাপি সাধনমহিমপরত্ব-মেব। যত্রেদৃশমপি ফলং ভবতীতি। বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসীত্যাদিপ্রশ্নমারভ্য সাধনস্যৈব উপক্রান্তত্বাৎ। যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণা-ভিধানৈঃ ইত্যাদিনা তস্যৈবোপসংহৃতত্বাচ্চ। বিশেষ-তস্তু তত্র বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্ত ইত্যাদিকং ধর্ম্মঃ সত্য-দয়োপেত ইত্যাদ্যন্তং তদীয়মন্তঃপ্রকরণং প্রায়ঃ সাধনমহিমপরমেব। তত্র বাধ্যমানোঽপীতি পদ্যং, সাধ্যভক্তৌ জাতায়াং বাধ্যমানত্বাযোগাৎ, দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্ ইত্যুক্তেবিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজ-মৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াদিতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ তন্মহিমপরত্বেন গম্যতে। অত্রৈব তাবদ্বক্ষ্যতে, কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যে-দ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥ ইত্যনেন, মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতি কৈমুত্যবাক্যেন চ সাধ্যভক্তেঃ সংস্কার-হারিত্বং, ততো বিষয়া এব বাধ্যমানা ভবন্তীতি। অথ যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিরিতি পদ্যং নামাভাসাদেঃ সর্ব্ব-পাপক্ষয়কারিত্বপ্রসিদ্ধেস্তৎপরম্। অথ ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যেতৎ সার্দ্ধপদ্যং যোগাদীনাং সাধন-রূপাণাং প্রতিযোগিত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ শ্রদ্ধাসহায়ত্বেন বিধানাচ্চ তৎপরম্। সাধনরূপায়া মুখ্যত্বেন প্রাপ্ত-ত্বাৎ তত্রৈবোদাহৃতম্। কিম্বা, অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি-যোগমিতি ন্যায়েন, নাবশঃ সন্ প্রেমাণং দদাতি ইতি তস্যা এব সাক্ষাত্তদ্বশকত্বং জ্ঞেয়ম্। অথ ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেত ইতি পদ্যঞ্চ ধর্ম্মাদিসাধনপ্রতি-যোগিত্বেন নির্দ্দেশাৎ সাধনভক্তেরেব অন্যত্রাপি তৎফলতয়োদাহৃতত্বাচ্চ তৎপরম্। যৎ কথং বিনেত্যা-

দিকং তচ্চ সাধনভক্তিফলস্য শোধকত্বাতিশয়প্রতিপাদনেন তৎপরমিতি। তস্মাৎ সাধ্যেব বাধ্যমানোঽপীত্যাদিপদ্যাদি তত্তৎপ্রসঙ্গে দর্শিতানি॥ ১১।১৪ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীভক্তিদেবী যে মানসসঙ্কল্পেরও অগোচর ফলদান করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে শ্রীধ্রুবচরিত্রই প্রমাণ। যেহেতুক তাঁহাকে পরমভক্তিসম্বলিত—ভগবানের ধ্রুবাখ্যনিজলোক দান করিয়াছিলেন। ভক্তিতে শ্রীভগবান্ও যে বশীভূত হয়েন তাহা "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা দেখান হইয়াছে এবং শ্লোকব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। সেই শ্লোকের পর "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং" অর্থাৎ হে উদ্ধব! শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা সাধুগণের প্রিয় আমাকে গ্রহণ করিতে পারা যায়। এস্থানে এইরূপ বিচার রাখা কর্ত্তব্য। যদ্যপি "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" এবং "ন সাধয়তি মাং যোগ" ইত্যাদি বাক্য—১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ের প্রকরণে সাধ্য ও সাধনভক্তির অবিচারিতভাবেই মহিমা নিরূপণ করা হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তির সাধনভক্তিপর মহিমানির্ণয় করা দুঃসাধ্য; তথাপি সাধনভক্তির ফলরূপ ভাবভক্তির মহিমা বর্ণন করিয়াও সাধনভক্তিরই মহিমাতেই উক্ত ১৪শ অধ্যায়ের প্রকরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে সাধনভক্তিতে শ্রীভগবান্কে বশীভূত করিয়া দিবার সামর্থ্যবান্ ফল লাভ করিতে পারা যায়,—এই ভঙ্গীতে সাধনভক্তিরই মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে। এই স্থানের অভিপ্রায় এই যে—"ন সাধয়তি মাং যোগ" ইত্যাদি শ্লোকে অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মঅনাত্মবিচার চারিটী বর্ণধর্ম্ম, এবং উপলক্ষণে চারিটী আশ্রমধর্ম্ম আমাকে সাধিতে অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারে না। বলবতী ভক্তিই যেমন আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। এইরূপ অর্থে ভক্তি যে শ্রীভগবান্কে বশীভূত করিতে সমর্থা তাহাই দেখান হইয়াছে। শ্লোকে বর্ণিত অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি সকলগুলিই সাধনপর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ সাধনভক্তির ফলরূপা প্রেমভক্তি বিনা শ্রীভগবান্কে সাধনভক্তিতে বশীভূত করিতে পারা যায় না, তাহাও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিগুণবর্ণনপ্রসঙ্গে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদি-অনাবৃত আনুকূল্যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা উত্তমা-ভক্তির সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে তিনটী বিভাগ বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্লেশঘ্নী ও শুভদা ভেদে সাধনভক্তির দুইটী গুণ; মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভাভেদে ভাবভক্তির অসাধারণ দুইটী গুণ, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভেদে প্রেমভক্তির অসাধারণ দুইটী গুণ উল্লেখ করিয়া সাকল্যে উত্তমাভক্তির ছয়টী গুণ দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যেও আকাশাদি পূর্ব্বপূর্ব্বভূতের গুণ যেমন বায়ু প্রভৃতি পরপরভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি প্রেমভক্তিতে ছয়টী গুণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা একমাত্র প্রেমভক্তিতেই প্রকাশ করা হইয়াছে। অথচ "ন সাধয়তি মাং যোগ" ইত্যাদি শ্লোকে উল্লিখিত ভক্তিটী অষ্টাঙ্গযোগাদি-সাধনের প্রতিযোগী সাধনভক্তি ভিন্ন সাধনের ফলরূপা প্রেমভক্তি হইতে পারে না। কারণ সজাতিমধ্যেই প্রতিযোগিতাধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে পারে, বিজাতীয়বস্তুতে প্রতিযোগিধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে পারে না। যেমন ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের, অথবা পণ্ডিতই পণ্ডিতের প্রতিযোগী হইতে পারে, কিন্তু অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের অথবা মূর্খ পণ্ডিতের প্রতিযোগী হইতে পারে না। তেমনি অষ্টাঙ্গযোগ, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিযোগী সাধনভক্তিই হইতে পারে, ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তি হইতে পারে না। অথচ প্রেমভক্তি বিনাও শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন না—এইরূপ সংশয় নিরসনের জন্যই এই বিচারটী আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—১১।১৪ অধ্যায়ে উক্ত প্রকরণে উপক্রমে উদ্ধবমহাশয়ের প্রশ্নশ্লোকে—

"বদন্তি কৃষ্ণশ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহ একমুখ্যতা॥

হে কৃষ্ণ! বেদজ্ঞ ঋষিগণ মানবগণের মঙ্গলপ্রাপ্তির সাধন বহুবিধই উল্লেখ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের

সেইসকল উক্তির মূলে বেদকেই প্রমাণরূপে উল্লেখ করেন। তাঁহাদের উল্লিখিত সাধনগুলি যদি অবৈদিক অর্থাৎ বেদমূলক না হইত, তাহা হইলে ঐসকল উক্তির অযথার্থতা বলা যাইতে পারিত। তাহা হইলে বেদমূলক সাধনগুলির মধ্যে প্রত্যেকটির যাথার্থ্য কি অঙ্গাঙ্গীভাবেই রক্ষা করিতে হইবে? অথবা "ইদং বা ইদং বা" রূপে অর্থাৎ "এটিও হইতে পারে এটীও হইতে পারে" এইভাবে প্রত্যেকটিরই মঙ্গলপ্রাপ্তির মুখ্য সাধনরূপে সত্যতা রক্ষা করিতে হইবে? শ্রীউদ্ধব মহাশয় কৃত এই প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনবিষয়েরই উপক্রম করা হইয়াছে আবার উপসংহার-বাক্যেও সাধনভক্তিতেই পর্য্যবসান দেখা যায়। যথা—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।"

ইত্যাদি শ্লোকে "আমার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত যেমন যেমন ভাবে পরিমার্জ্জিত হইবে, তেমন তেমন ভাবে সূক্ষ্ম পারমার্থিক বস্তু দর্শনের উপযোগিতা ঘটিবে। এইরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা সাধনভক্তিতেই পর্য্যবসান করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কথিত প্রকরণের মধ্যে "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্ণাভিভূয়তে॥" অজিতেন্দ্রিয় আমার ভজনশীল ভক্ত বিষয়-দ্বারা বাধিত হইলেও প্রগল্ভা ভক্তির প্রভাবে প্রায়শঃই বাধিত হয় না। এই অষ্টাদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুণাতি হি॥" হে উদ্ধব! সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্ম, এবং তপস্যাযুক্ত বিদ্যা আমাতে ভক্তিহীন চিত্তকে সম্যক্ শোধন করিতে পারে না। এই ২২ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রকরণ মধ্যে উল্লিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা সাধনভক্তির মহিমাই বর্ণন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্ত" এই শ্লোকটি যদ্যপি সাধনভক্তির মহিমাবর্ণন মধ্যেই পঠিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে সাধন করিতে করিতে যখন শ্রীভগবানে সাধ্যা অর্থাৎ ভাবভক্তির উদয় হইবে, তখনই বিষয়ের দ্বারা বাধিত হয় না। কিন্তু সাধন-অবস্থায় বিষয়ের দ্বারা ভক্তির বাধা ঘটিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই ১০।৮৭।৩৫ শ্লোকে শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন— হে প্রভো! যাহারা নিত্যসুখ, নিত্যপ্রিয় পরমাত্মা তোমাতে একবারও মন ধারণ করিতে পারে, তাহারা পুনর্ব্বার ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়ের সারহরণকারী বিষয়ের সেবা করে না। এইরূপ উক্তি থাকার জন্য আবার বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত "বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ"। "যেমন পশ্চিম দিকে বিদ্যমান বস্তু পাইবার জন্য যাহারা পূর্ব্বদিকে ধাবিত হয়, তাহাদের যেমন ঐ বস্তু পাওয়া অসম্ভব, তেমনি যাহাদের চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট. তাহাদের শ্রীবিষ্ণুতে চিত্তের আবিষ্টতা হওয়াও সুদূরপরাহত" ইত্যাদি প্রমাণানুসারে সাধ্য ভাবভক্তি মহিমাপর বলিয়াই বুঝা যায়। এই চতুর্দ্দশাধ্যায়েই পরে বলিবেন—"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥ হে উদ্ধব! ভক্তিবিনা কেমন করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে? আবার ভক্তি আছে কি না তাহাও আমার কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে চিত্ত বিগলিত না হইলে কেমন করিয়া বুঝা যাইতে পারে? আবার অঙ্গে রোমহর্ষ ও নেত্রে আনন্দাশ্রুকলা বিনাই বা কেমন করিয়া চিত্তদ্রবতার পরিচয় পাওয়া যায়? ইহাদ্বারা সাধ্য ভাবভক্তির উদয় হইলেই যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ "মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি" এই প্রমাণের দ্বারাও প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিলেই জগদ্গতজীবহৃদয় শোধন করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এইরূপ কৈমুত্য বাক্য দ্বারাও সাধ্য ভাবভক্তিরই হৃদয়ের ভোগবাসনাসংস্কার নাশ করিবার ক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে ভাবভক্তিতে জগদ্গত জীবহৃদয়ের বাসনাসংস্কার পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে, সে ভক্তিতে যে সাধকের হৃদয়ের বাসনা সংস্কার নাশ করিবে, তাহা তো বলাই বাহুল্য। অতএব সাধ্য ভাবভক্তিলাভের পরই সাধকের হৃদয় বিষয়ে অবাধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাধকের হৃদয়কে বাধা দিতে পারে না। অনন্তর "যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ

কল্পোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ হে উদ্ধব! সম্যক্প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তেমনি আমিই যাহার বিষয়, এমন ভক্তিও নিখিল পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিয়া থাকে। এই শ্লোকটী কিন্তু সাধনভক্তিপর বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু এটী সকলেই জানেন যে—নামাভাসাদিরও এম্নি ক্ষমতা যে অনায়াসে সর্ব্বপাপক্ষয় করিতে পারেন। অতএব এ শ্লোকটী সাধনভক্তিপর। অনন্তর "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" ইত্যাদি ১½ দেড় শ্লোক—সাধনরূপ যোগাদির প্রতিযোগিরূপে নির্দ্দেশ করাতে এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা জন্য সাধনভক্তিপরই ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ যদি সাধনভক্তিপর ব্যাখ্যা না করিয়া সাধ্য-ভাবভক্তিপর ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে—"শ্রদ্ধয়াত্মা" এইরূপ সহার্থবোধক শ্রদ্ধাপদের উল্লেখটী পুনরুক্তিদোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতেই শ্রীভগবানে সাধ্য ভাবভক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার "শ্রদ্ধা"পদের উল্লেখ করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। যদ্যপি সেই সাধনভক্তি ফলরূপা ভাবভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্কে বশীভূত করিতে সমর্থা, তথাপি সাধনরূপা ভক্তিরই কথা এই প্রকরণে মুখ্যরূপে পাওয়া যায় বলিয়া সাধনভক্তিপ্রকরণেই ভগবদ্বশীকার-ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিম্বা ভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারী ভক্তগণকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু কখন প্রেমভক্তিযোগ দেন না। এই নীতি অনুসারে ভক্তের অধীন না হইয়া প্রেম দেন না। এইজন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধনভক্তিরই শ্রীভগবৎবশীকরণগুণটী আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—ভক্তকে প্রেমদান করিবার পূর্ব্বে যদি ভগবান্ ভক্তিতে বশীভূত না হয়েন, তাহা হইলে কেমন করিয়া অদেয়বস্তু প্রেমদান করেন? "ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতঃ" এই শ্লোকটীও ধর্ম্মাদি সাধন প্রভৃতির প্রতিযোগিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া সাধনভক্তিমহিমাপরই বুঝিতে হইবে। কারণ সাধনভক্তি হইতেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে—এইরূপে উল্লেখ বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। "কথং বিনা রোমহর্ষং" এই শ্লোকটীও সাধনভক্তির ফল ভাবভক্তিতেই হৃদয়টী অতিশয়রূপে শোধিত হয়—এই অভিপ্রায়েই সাধনভক্তির মহিমাপরই এইশ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। কারণ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতেই মোক্ষসুখে তুচ্ছতাবুদ্ধি জন্মাইয়া চিত্ত বিগলিত করিয়া দেয়। অতএব "বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং" ... "বাধ্যমনোঽপি মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকসমূহ যে সাধনভক্তির প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে তাহা খুব সুন্দরই হইয়াছে। ১১।১৪॥ ১৪৭॥

তত্রাস্তু তাবত্তস্যাঃ সাক্ষাদ্ভক্তেঃ পরধর্ম্মত্বাদিকং ভগবদর্পণসিদ্ধতদনুগতিকস্যালৌকিককর্ম্মণোঽপি পরধর্ম্মত্বমুদাহরিষ্যতে, যো যো ময়ি পরে ধর্ম্ম ইত্যাদৌ। তথাপাপঘ্নত্বাদিকং তস্যাঃ শ্রবণাদিনাপি ভবতি ইত্যপ্যুক্তং, শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত-ইত্যাদৌ। পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবাক্যঞ্চ—

প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ॥
বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ॥ ইতি

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—

হরিভক্তিপরানাস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥ ইতি॥

ততঃ সুতরামেবেদমাদিদেশ—জিহ্বা ন বক্তি-ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥ ১৪৮॥

তন্মধ্যে সাক্ষাৎভক্তিই যে পরমধর্ম্ম এবং মনেরও অগোচর ফলদান প্রভৃতিতে সমর্থা—সে সমুদায় মহিমার কথা দূরে থাকুক, যখন অলৌকিককর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে ভক্তিস্বরূপতা ও ভক্তির অনুগতি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কর্ম্মও যে পরমধর্ম্ম, তাহাও এস্থলে উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইবে :—

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায়তে।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাত্তয়াদেরিব সত্তম ॥ ১১।২৯।২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক ধর্ম্ম যে ধ্বংশ হয় না, তাহা আর কি বলিব? যেহেতুক—যে সকল লৌকিককর্ম্ম নিরর্থক অর্থাৎ বিফলশ্রম, সে সমুদয় কর্ম্মও যদি নিষ্কামভাবে আমাতে অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়। লৌকিক-কর্ম্ম যে বিফল পরিশ্রম অর্থাৎ পরিশ্রমবহুল অথচ ফল-শূন্য সেই বিষয়েই দৃষ্টান্ত দিতেছেন—যেমন অত্যন্ত ভয়ে পলায়ন ও শোকাদিজন্য-ক্রন্দন প্রভৃতি দুঃখ যেমন বিফল, অর্থাৎ পলায়নে ভয়ের নিবৃত্তি হয় না বা ক্রন্দনে শোকাদির নিবৃত্তি হয় না। সেই প্রকার লৌককর্ম্মে পরিশ্রমেরই বাহুল্য কিন্তু ফল কিছুই নাই। বিশুদ্ধা ভক্তির কথা শ্রবনকীর্ত্তনাদির দ্বারাও যে পাপনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও "শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুণাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥" ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীল বসুদেব মহাশয়কে কহিলেন—হে বসুদেব! ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিলে, পাঠ করিলে, ধ্যান করিলে, আদর করিলে ও অনুমোদন করিলে বিশ্বদ্রুহপাতক হইতেও পাতকীগণকে পবিত্র করিয়া থাকে; এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। পদ্মপুরাণে মাঘস্নানমাহাত্ম্যে যমদূতগণের বাক্যেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

"প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুস্তেস্তুজতে নরঃ॥
বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ॥

যমুনাভ্রাতা যম আদরের সহিত আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন—যে মানুষ শ্রীবিষ্ণুকে ভজন করে, তোমরা সেইসকল বৈষ্ণবগণকে ত্যাগ করিও, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি তোমাদের কোনও অধিকার নাই। এমন কি, যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করে এবং যাহাদের বৈষ্ণব-সঙ্গ আছে তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিও। যেহেতুক বৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবে তাহাদের সকল পাতক বিদূরিত হইয়াছে। বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমালী-উপাখ্যানের পর—

"হরিভক্তিপরানাস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥"

যে জন হরিভক্তপরায়ণভক্তগণের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহাদেরও যদি সঙ্গ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মহাপাতকী হইলেও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মরাজ শ্রীযম নিজমুখে কিঙ্করগণের প্রতি আবেশপূর্ণহৃদয়ে ইহাই আদেশ করিয়াছিলেন;—যাহাদের জিহ্বা একবারও শ্রীভগবানের গুণ নামাদি বলে না, যাহাদের চিত্ত ভগবচ্চরণারবিন্দ স্মরণ করে না, সেইসকল অকৃতবিষ্ণুকৃত্য অর্থাৎ যাহারা জীবনে একবারও শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধীয় কোনও কার্য্য করে নাই, সেইসকল অসাধুগণকে আমার সংযমনীপুরীতে লইয়া আইস। ১৪৮॥

আস্তাং তাবৎ তানানয়ধ্বমিত্যাদিকেনৈতৎ পূর্ব্বদ্বিতীয়পদ্যেনোক্তানাং মুকুন্দপাদারবিন্দরস-বিমুখানামানয়নবার্ত্তা, তথা দেবসিদ্ধেত্যাদিকেনৈতৎ পূর্ব্বতৃতীয়পদ্যেনোক্তানাং দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্র-গাথানাং সাধূনাং সমদৃশাং ভগবৎপরাণাং নিকট-গমননিষেধবার্ত্তাপি। যদ্‌যস্য জিহ্বাপি শ্রীভগবতো গুণঞ্চ নামধেয়ঞ্চ বা একদা জন্মমধ্যে যদা কদাপি ন বক্তি জিহ্বায়া অভাবে চেতশ্চ তচ্চরণারবিন্দমেক-দাপি ন স্মরতি চেতসো বিক্ষিপ্তত্বে শিরশ্চ কৃষ্ণায় কৃষ্ণং লক্ষ্যীকৃত্য নো নমতি, শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বিনে। শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎ-ক্ষণাদেব নশ্যতীতি স্কান্দোক্তমহিমানং নমস্কারং ন করোতি, তানানয়ধ্বম্। তত্র হেতুঃ অসতঃ। অসত্ত্বে হেতুরকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্। যথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব। স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥ পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ

কৃতো হরে। নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে। সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে ॥ পাদ্মে—মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥ ইতি। যুক্তঞ্চৈতৎ। শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্যেত্যাদিনা—মুখবাহুরুপাদেভ্য ইত্যাদিনা সর্ব্বেষাং মদুপাসনমিত্যাদিনা সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরিত্যাদিনা চ পরমনিত্যত্বাদিপ্রতিপাদনাৎ। এষাং কীর্ত্তনাদীনাং ত্রয়াণামপি সুকরাণামভাবে পরেষাং সুতরামেবাভাবো ভবেদিতি সামান্যেনৈব বিষ্ণুকৃত্যরহিতত্বমুক্তম্। জিহ্বাদীনাং করণভূতানামপি কর্ত্তৃত্বেন নির্দ্দেশঃ পুরুষানিচ্ছয়াপি যথা কথঞ্চিৎ কীর্ত্তনাদিকমাদত্তে। চরণারবিন্দমিতি বিশেষাঙ্গনির্দ্দেশঃ শ্রীযমস্য ভক্তিখ্যাপক এব, ন তু তন্মাত্রস্মরণমিয়ামকঃ। অত্র-অভক্তানামানয়নেন ভক্তানামনানয়নমেব বিধীয়তে আনয়নস্যোৎসর্গসিদ্ধত্বাৎ, বৈবস্বতং সংযমনং প্রজানামিতি শ্রুতেঃ। সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতান্ ॥ ইত্যত্র তদ্‌গুণরাগীতি বিশেষণং তু যেষাং তদ্দৃষ্টিপথগমনসামর্থ্যস্যাপি যদ্‌ঘাতকং তাদৃশতৎস্মরণস্য প্রভাববিশেষমেব বোধয়তীতি জ্ঞেয়ম্। যথৈব নারসিংহে-অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি ॥ ইতি। তথৈব অমৃতসারোদ্ধারে স্কান্দবচনম্—ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ইতি ॥৩॥ শ্রীযমঃ স্বদূতান্ ॥১৪৮॥

যাহারা বিষ্ণুসম্বন্ধি কোন কার্য্যই করে না, সেইসকল অসৎগণকে আনিবার জন্য ধর্ম্মরাজ যম যে আদেশ করিয়াছেন—সে তো হইতেই পারে, ইহার পূর্ব্বের শ্লোকে "তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈঃ জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥" ধর্ম্মরাজ দূতগণকে অনুশাসন করত বলিয়াছিলেন—হে দূতগণ! সেইসকল অসৎগণকে আমার নিকটে আনয়ন কর, যাহারা নিষ্কিঞ্চন, অনাসক্তপরমহংসগণকর্ত্তৃক অনবরত নিষেবিত মুকুন্দচরণারবিন্দরস হইতে বিমুখ, এবং নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহস্থসুখবাসনায় আসক্তচিত্ত, এমত অসৎগণই আমার গৃহে আনয়নের উপযুক্ত। এই শ্লোকেও যে অসাধুগণের আনয়নের কথা বলা হইয়াছে, সে কথাও থাকুক্, তাহার পূর্ব্বে—

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবামো দণ্ডে ॥

ধর্ম্মরাজ আরও কহিলেন—যাঁহারা সাধু, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, এবং ভগবৎপ্রপন্ন, সেই সকল মহাপুরুষগণের সুপবিত্র গুণরাশি দেব ও সিদ্ধপুরুষগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীহরির গদাদ্বারা অভিরক্ষিত, সুতরাং সেইসকল মহাপুরুষের নিকটে তোমরা কখনও যাইও না। তাঁহাদিগকে দণ্ড করিতে আমরা তো সমর্থ নইই, এমন কি কালও তাঁহাদিগকে সংযমন করিতে পারে না। যেহেতুক যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্ত শরণাগত, সেই-সকল ভক্ত কাল, কর্ম্ম ও মায়ার অতীত। এবম্ভূত মহাপুরুষগণের নিকটে গমন করিতে যে নিষেধ করিয়াছেন—সে কথাও দূরে থাকুক্। যাহার জিহ্বাও শ্রীভগবানের গুণ, অথবা নাম জন্মমধ্যে যখন কখনও বলে না, জিহ্বার অভাবে চিত্তও তাঁহার চরণারবিন্দ এক সময়ও স্মরণ করে না, যদি চিত্তের প্রত্যুত্তর বিক্ষেপ থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া মস্তক একবারও প্রণাম করে না যে নমস্কারের মহিমা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন—

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বিনে।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥

অর্থাৎ শঠতাপূর্ব্বকও যদি কেহ শার্ঙ্গধন্বী শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করে, তাহার শতজন্মসঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হইয়া থাকে। এতাদৃশ মহিমান্বিত সেই নমস্কারটীও যে জন করে না, সেই সকল পাপিগণকে আনয়ন কর। যেহেতুক তাহারা অসৎ। যাহারা শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধি কোনও কার্য্যই করে না, তাহারা অন্য সদ্‌গুণযুক্ত হইলেও অসৎ। এই অভিপ্রায়ে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে॥
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে।

হে কেশব! যে জন তোমার ভক্ত, সে জন নিখিল ধর্ম্মের কর্ত্তা, অর্থাৎ তোমাকে ভক্তি করিলে নিখিল ধর্ম্মই করা হয়। হে অচ্যুত! যে জন তোমাকে ভক্তি করে না, সে জন নিখিল পাপে পাপীয়ান্। হে হরে! তোমাতে ভক্তিহীন জনসকল যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের সেই ধর্ম্মও পাপরূপে পরিণত হয়। নিঃশেষধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যদি তোমাকে ভক্তি না করে, তাহা হইলে সেই অভক্তজন সর্ব্বদা নরকে বাস করে। আর তোমাতে ভক্তিমান জন ব্রহ্মহত্যা করিয়াও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণেও উক্ত আছে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

আমার জন্য কৃত পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয়, আবার আমাকে অনাদর করিয়া কৃত ধর্ম্মও মৎপ্রভাবে পাপরূপে পরিণত হয়। এ সমস্ত বাক্যগুলিই যুক্তিযুক্ত। যেহেতুক শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্॥ নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ। শ্রীনারদঃ। ৭।১১।১১ শ্লোকে শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—মহাপুরুষ মাত্রের পরমাশ্রয় শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন এই নববিধ ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্যতার মধ্যে মুখ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। অর্থাৎ সকল মানুষের পক্ষেই শ্রীহরির কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি মুখ্য অবশ্য কর্ত্তব্য। "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ" ইত্যাদি ১১।৫।২—৩ শ্লোকে শ্রীচমস যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—দ্বিতীয়পুরুষ গর্ভোদশায়ী শ্রীপ্রদ্যুম্নের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঐ পুরুষের জঘন, হৃদয়, বক্ষস্থল ও মস্তক হইতে যথাক্রমে সত্ত্বাদিগুণের সহিত গৃহাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নামক চারিটী আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরির সহিত অভিন্ন পুরুষই এই চারিটী বর্ণ আশ্রমের জনক। এই চারিবর্ণী ও চারি আশ্রমীর মধ্যে যদি কেহ নিজ পিতা শ্রীভগবান্‌কে ভজন না করে, প্রত্যুত অবজ্ঞাই করে, তাহা হইলে সেই পিতৃদ্রোহী পাতকী নিজ উচ্চস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। "গৃহস্থস্যাপ্যতো গন্তঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।" শ্রীএকাদশস্কন্ধোক্ত এই বচনে সর্ব্ববর্ণী ও সর্ব্ব আশ্রমীরই শ্রীভগবদুপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখনও শ্রীবিষ্ণুকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। নিখিল বিধি শ্রীবিষ্ণুস্মরণেরই কিঙ্কর। আবার নিখিল নিষেধ শ্রীবিষ্ণুবিস্মরণেরই কিঙ্কর, রাজার সম্মানে যেমন কিঙ্করগণের সম্মান করা হয়, তেমনি নিখিল বিধি ও নিষেধের রাজা শ্রীবিষ্ণুস্মরণের ও বিস্মরণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেই কিঙ্কর রূপ নিখিল বিধি ও নিষেধের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। ইত্যাদি প্রমাণে ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্ব ও অবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদির প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব সুখসাধ্য কীর্ত্তন, স্মরণ ও প্রণাম এই তিনটীর একটীও না থাকিলে অবশ্যই অন্য অঙ্গ ভক্তির অনুষ্ঠানের অভাব হইবেই। এই অভিপ্রায়েই সামান্য রূপেই শ্রীবিষ্ণুকৃত্যরহিত হইয়া পড়িবে। সেইজন্যই ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন "অকৃতবিষ্ণুকৃত্যম্" অর্থাৎ এই তিনটির একটিও যাহাতে নাই, তাহাতে বুঝিতে

হইবে শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধী কোন কৃত্যই নাই। অতএব সেই-সকল অসৎগণকে আমার নিকটে লইয়া আইস। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—মূলশ্লোকে করণস্থানীয় জিহ্বা, চিত্ত ও মস্তককে কর্তৃস্থানীয়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে. অর্থাৎ যেজন জিহ্বার দ্বারা শ্রীহরির নাম, গুণ কীর্ত্তন না করে, ইত্যাদিরূপে উল্লেখ না করিয়া যাহার জিহ্বা শ্রীহরির নাম, গুণ কীর্ত্তণ না করে এইরূপ জিহ্বা প্রভৃতিকে কর্ত্তারূপে উল্লেখ করাতে এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে যে, শ্রীনামউচ্চারণকারী পুরুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেমন তেমন করিয়াও যদি কীর্ত্তন স্মরণাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকটেও যাইও না।

মূলশ্লোকে "চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্" যাহার চিত্তও শ্রীহরির চরণাবিন্দ স্মরণ করে না, এইরূপ যে অঙ্গ-বিশেষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ চরণারবিন্দ-পদটি ধর্ম্মরাজ শ্রীযম ভক্তিতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের যে কোনও এক অঙ্গ স্মরণ করিলেই সাধক কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে, কেবলমাত্র চরণারবিন্দ-স্মরণেরই ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে অভক্ত-গণের "আনয়ন কর" বলিয়া আদেশ করাতে ভক্তগণকে না আনিবারই বিধি করা হইয়াছে। যেহেতুক অভক্ত-গণের আনয়নের জন্য নিযুক্ত করাতে ভক্তগণকে না আনা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। শ্রুতিও বলেন "বৈবস্বতং সংযমনং প্রজানাম্" ধর্ম্মরাজ যম প্রজাগণের সং-যমনকারী।

> সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
> র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
> ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
> স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিস্কৃতাঃ॥
>
> ৬।১।১৮॥

শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎকে কহিলেন—হে বৎস! অল্প-পরিমাণে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও পাতকিজনকে শোধন করিয়া থাকে। যাহারা একবার হরিগুণে রুচিসম্পন্ন মন শ্রীকৃষ্ণ-চরণযুগলে নিবেশিত করিতে পারে, তাহারা স্বপ্নেও যম অথবা তাঁহার পাশধারী কিঙ্করগণকে দর্শন করে না। যেহেতুক ঐ অল্পঅনুষ্ঠিত ভক্তিযোগপ্রভাবেই নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে। এইস্থানে শ্লোকে "তদ্গুণরাগি" এইরূপ মনের বিশেষণ দিবার উদ্দেশ্য কিন্তু সেইসকল ভক্তগণের দৃষ্টিপথে যাইবার সামর্থ্যবিঘাতক ভগবৎস্মরণের প্রভাববিশেষই বুঝাইতেছে। এইস্থানে বাদীর একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইবার অবসর এই যে—যে মন হরিগুণে অনুরাগী, সেই প্রকার মন যদি শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পিত হয়, তাহা হইলে যম বা তাঁহার কিঙ্করগণ সেই ভক্ত-গণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে পারেনা, এবং তাহাদেরই নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যম নিজ ভৃত্যগণের প্রতি যে অনুশাসনবাক্য বলিয়াছেন, তন্মধ্যে যে জন একবারও শ্রীহরিনাম করে নাই, তাহাদিগকে আমার পুরীতে লইয়া আইস। এই-রূপে উক্তির সামঞ্জস্য কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? এইরূপে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শ্রীগোস্বামিপাদ বলিতে-ছেন ভগবৎস্মরণের এমনি প্রভাববিশেষ যে—যেজন শ্রীহরির স্মরণ করে, তাহার দৃষ্টিপথে গমন করিতে যম বা যমদূতগণের সামর্থ্য বিনাশ করিয়া দেয়। এইরূপে স্মরণের প্রভাববিশেষ বুঝাইবার জন্যই মনের "তদ্গুণ-রাগি" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীনরসিংহপুরাণেও ধর্ম্মরাজ শ্রীযমের উক্তিতে পাওয়া যায়—"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতা-হিতে নিযুক্তঃ। হরিগুণবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান হরি-চরণ প্রণতান্ নমস্করোমি॥" আমি দেবগণপূজিত ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক "যম" এই নামে অভিহিত হইয়া লোকমাত্রের হিত ও অহিত সাধনে নিযুক্ত। যে সকল মনুষ্য শ্রীহরি-গুরুচরণবিমুখ, তাহাদিগকে শাসন করি, এবং যাঁহারা হরিচরণে প্রণত, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি। অমৃতসারোদ্ধারে স্কন্দপুরাণেও এইরূপ বাক্য দেখা যায়। "ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং॥" ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র এবং আমি (যম) ও অন্যান্য দেবগণ মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নই। ৬।৩।১৪৮॥

তথা সকৃদ্ভজনেনৈব সর্ব্বমপ্যায়ুঃ সফলমিত্যুদাহৃতমেব শ্রীশৌনকবাক্যেন, আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ ইত্যাদি গ্রন্থেন। এবং ভক্ত্যাভাসেনাপ্যজামিলাদৌ পাপঘ্নত্বং দৃশ্যতে। তথা সর্ব্বকর্ম্মাদিবিধ্বংসপূর্ব্বকপরমগতিপ্রাপ্তাবপি স্বল্পাভ্যাসেনৈব ভক্তেঃ কারণত্বং শ্রূয়তে লঘুভাগবতে বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎসর্ব্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ। ইতি। তথৈব চ তত্র যথা কথঞ্চিৎ তদ্ভক্তিসম্বন্ধস্য কারণত্বং দৃশ্যতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে স সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাদ্ যথাতথা। অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজাঃ॥ স্কান্দে উমামহেশ্বরসম্বাদে—দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ। কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥ বৃহন্নারদীয়ে—অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে। ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে॥ পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুতৌ সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণ মধিগচ্ছতি॥ তত্রান্যত্র—সম্পর্কাদ্ যদিবা মোহাদ্ যস্তু পূজয়তে হরিম্। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীনারদপুণ্ডরীকসম্বাদে যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা। তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ॥ লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ। পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥ স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ। কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। অতএব, সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং-মম॥ ইতি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রবাক্যঞ্চ। সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাত্যেতদ্ ব্রতং হরেরিতি চ গরুড়পুরাণম্। তথাচাহ—আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ংভয়ং। ইতি। ১৪৯॥ স্পষ্টম্॥ ১১॥ শ্রীশৌনকঃ॥ ১৪৯॥

২।৩।১৭-২৫ শ্রীশৌনকবাক্যদ্বারা "একবার মাত্র শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিলেই যে সমস্ত আয়ুঃই সফল হইয়া থাকে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চযন্নসৌ।" এই সূর্য্য উদয় হইয়া এবং অস্ত যাইয়া পুরুষমাত্রের পরমায়ু হরণ করিতেছে। কেবল যেজন শ্রীহরিকথায় ক্ষণকালও অতিবাহিত করিতেছে, তাহারই পরমায়ু হরণ করে না। এই প্রকার ভক্তির আভাসমাত্রেও অজামিল প্রভৃতির নিখিল পাপ বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পায়াসমাত্রে অনুষ্ঠিত ভক্তি এই যে সর্ব্বকর্ম্ম বিনাশ করিয়া পরমাগতি দান করিয়া থাকেন, তাহাও লঘুভাগবতে শুনিতে পাওয়া যায়। "বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎসর্ব্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥" অনলস্থানীয় শ্রীগোবিন্দনামকীর্ত্তনপ্রভাবে অতীত, বর্ত্তমান্ ও ভবিষ্যৎ যত যত পাপ আছে, সে সমস্তই বিনাশ পাইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সেই রূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে—যথা কথঞ্চিৎ ভক্তিসম্বন্ধমাত্রে নিখিল পাপ বিনাশ হইয়া থাকে। "সঃ সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাৎ যথা তথা"। অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজাঃ"॥ হে দ্বিজগণ! অগ্নি যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্পৃষ্ট হইলে দহন করিয়া থাকে, তেমনি ভগবান্ শ্রীহরি যেমন তেমন ভাবে আরাধিত হইয়াও মুক্তিদান করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বর-সংবাদেও দেখা যায়—"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ। কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥" মানবগণ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ মাত্রে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন,—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আর যে সকল মানব ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকে, তাহারা যে মুক্তিলাভ করিবে তাহাতো বলাই বাহুল্য। বৃহন্নার-

দীয়েও ঐ প্রকারই সংবাদ পাওয়া যায়। "অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে। ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদভিজায়তে॥ যাহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীবিষ্ণুর একবার মাত্র পূজা করে, তাঁহাদের কখনও ভববন্ধন হয় না। পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতিস্তুতিতেও উল্লেখ আছে "সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি"॥ যে জন আলস্য ত্যাগ করিয়া একবারও "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করে, সে জন শুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। এই পদ্মপুরাণেরই অন্যপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে "সম্পর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্ যস্তু পূজয়তে হরিং। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্॥ যে জন কোনও সম্পর্কে অথবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীহরিকে পূজা করে, সে জন সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীহরিপদ লাভ করে। ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীনারদপুণ্ডরীক-সংবাদেও দেখা যায়—যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা। তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ॥ লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ। পুনান্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥ স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ। কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥" যাহারা কুটিলচিত্ত, দুরাচার, এবং সর্ব্বদা-পাপচারে রত, তাহারাও যদি শ্রীনারায়ণচরণে শরণাগত হয়, তাহা হইলেও যে ধামে গেলে আর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না, সেই ধামে গমন করে। বৈষ্ণবগণ কখনও পাপে লিপ্ত হয় না। যেহেতুক শ্রীহরিচরণ-আশ্রয়-প্রভাবে তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তির বীজ বাসনা পর্য্যন্ত নাশ হইয়া যায়। তাহারা উদিত সহস্রাংশুসূর্য্যের মত সকল লোককে পবিত্র করিতে সামর্থ্য লাভ করে। যাহার সহস্র সহস্র জন্মের সৌভাগ্য ফলে—"আমি বাসুদেবের দাস" এই প্রকার সুমতির উদয় হয়, সেজন সকল লোককে জড়ীয় অহমিকা-গ্রন্থি হইতে বিমোচন করিতে সমর্থ এবং সেই পুরুষ নিজে শ্রীবিষ্ণুর সমান লোকে বাস করিবার অধিকার লাভ করে। যাঁহারা শ্রীহরিগতজীবন, এবং সংযতেন্দ্রিয়, সেইসকল পুরুষ যে নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীহরিচরণ-সমীপে গমনের অধিকার লাভ করিবে, তাহা তো বলাই বাহুল্য। অতএব রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যেও পাওয়া যায় "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥ যে জন শরণাগত হইয়া একবারও বলিবে যে "হরি হে! আমি তোমার" আমি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া থাকি। শ্রীগরুড়পুরাণেও উল্লেখ আছে যে—"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং হরেঃ॥" যে জন শরণাগত হইয়া একবারও বলিবে যে "হরি হে! আমি তোমার" শ্রীহরি সর্ব্বদা তাহাকে সকল প্রকার ভয় হইতে অভয় দান করিয়া থাকেন? ইহাই শ্রীহরির ব্রত। ১।১ অধ্যায়ে শ্রীশৌনক শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম-বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥" যে জন ঘোরতর সংসারমধ্যে পতিত হইয়া বিশেষ পরাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে, সে একবার উচ্চারিত নামের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রীনাম উচ্চারণ হইতে নিখিল ভয়ের মূলভূত মহাকাল পর্য্যন্ত ভীত থাকে। ১৪৯॥

তথা—ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।

যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ॥ ১৫০॥ স্পষ্টম্॥ ৬॥১৬॥ চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্॥ ১৫০॥

৬।১৬ অধ্যায়ে চিত্রকেতু মহারাজ শ্রীসঙ্কর্ষণদেবকে বলিয়াছেন—"ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ॥" হে ভগবন্! তোমাকে দর্শন করিলে মানবমাত্রের অখিল পাপক্ষয় হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতুক যে তোমার নাম একবার মাত্র শ্রবণের ফলে নীচজাতি পুক্কশ ও মায়াবন্ধন হইতে সাক্ষাৎ বিমুক্ত হইয়া থাকে। ১৫০॥

অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—জীবিতং বিষ্ণু-ভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি বৈ। ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥ ইতি। অত্র যৎ তৃতীয়ে গর্ভস্থস্য জীবস্য ভগবতঃ স্তুতিঃ শ্রূয়তে, তস্যৈব চ সংসারোঽপি বর্ণ্যতে, তত্রোচ্যতে, জাত্যেকবন্ধে-নৈবৈকবদ্বর্ণনমিতি। বস্তুতস্তু কশ্চিদেব জীবো-ভাগ্যবান্ ভগবন্তং স্তৌতি, স চ নিস্তরত্যপি। ন তু সর্ব্বস্যাপি ভগবজ্জ্ঞানং ভবতি। তথা চ নৈরুক্তাঃ পঠন্তি—নবমে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভবতীতি পঠিত্বা, মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ, ইত্যাদি তদ্ভাবনাপাঠানন্তরম্, অবাঙ্মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ। সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্। ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়ত ইত্যাদি অত্র পুরুষং বেতি বাশব্দাৎ কস্যচিদেব ভগবজ্জ্ঞানমিতি গম্যতে। সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাসু ভক্তেঃ সমর্থত্বন্তু বর্ণিতম্। ভেদেঽপ্যেকবদ্বর্ণনমন্যত্রাপি দৃশ্যতে। তৃতীয়ে যথা পাদ্মকল্পদৃষ্টিকথনেঽপি শ্রীসনকাদীনাং সৃষ্টিঃ কথ্যত ইতি। টীকায়াঞ্চ ব্রহ্মাকৃতসৃষ্টিমাত্রকথনসাম্যেনৈকীকৃত্যোক্তিরিয়মিতি যোজিতম্। শ্রীবরাহাবতারবচ্চ। তত্র প্রথমমন্বন্তর-স্যাদৌ পৃথিবীমজ্জনে ব্রহ্মানাসিকাতোঽবতীর্ণঃ। শ্রীবরাহস্তামুদ্ধরন্ হিরণ্যাক্ষেণ সংগ্রামং কৃতবানিতি বর্ণ্যতে। হিরণ্যাক্ষশ্চ ষষ্ঠমন্বন্তরস্যাবসানজাত-প্রাচেতসদক্ষকন্যায়াঃ দিতের্জাতঃ। তস্মাত্তথা বর্ণনং তদবতারমাত্রত্বপৃথিবীমজ্জনমাত্রৈক্যবিবক্ষয়ৈব ঘটতে। তদ্বদত্রাপীতি। কশ্চিদেবান্যো জন্যো জীবং স্তৌত্যন্যঃ সংসরতীত্যেব মন্তব্যম্। অত্র পূর্ব্ববৎ পরমগতিপ্রাপ্তৌ ভক্তেঃ পরম্পরাকারণত্বঞ্চ দৃশ্যতে। বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে—যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ। ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিণোঽপি পরাঙ্গতিম্॥ ইতি॥ এবং বিষ্ণুধর্ম্মে কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতম্। কারয়ন্ ভগবদ্ধাম নয়ত্যচ্যুতলোকতাম্॥ যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে। তাং স্তারয়তি সংস্থাপ্য দেবস্য প্রতিমাং হরেরিতি। দূতান্ প্রতি যমাজ্ঞা চেয়ম্—যেনার্চ্চা ভগবদ্ভক্ত্যা বাসুদেবস্য কারিতাঃ। নবাযুতং তৎকুলজং ভবতাং শাসনাতিগমিতি। যথাহ—ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ। যৎ সাধোঽস্য গৃহে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥ ১৫১॥

ত্রিঃসপ্তভিঃ প্রাচীনকল্পগততদীয়পূর্ব্বপূর্ব্বজন্ম-সম্বন্ধিভিঃ পিতৃভিঃ সহ অস্মিন্ জন্মনি হিরণ্য-কশিপুকশ্যপ মরীচিব্রহ্মাণ এব তৎপিতর ইতি॥ ৭॥১০॥ শ্রীনৃসিংহঃ প্রহ্লাদম্॥ ১৫১॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও অল্পমাত্রকাল ভগবদ্ভজন করিলেই যে সমস্তটা জীবন সফল হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। "জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি বৈ। ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥" যে জন শ্রীবিষ্ণুকে ভজন করে, তাহার ৫ দিনের পরমায়ুও ধন্য। কিন্তু কেশবে ভক্তিহীন জনের সহস্রকল্প জীবন ধারণও অধন্য। এই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের কপিল-যোগে যে গর্ভস্থিত জীবের ভগবৎস্তুতির কথা শুনা যায়, আবার সেই জীবেরই অর্থাৎ যে জীব গর্ভে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করে, তাহারই সংসারদুঃখের কথাও বর্ণিত আছে। তাহা হইলে অল্পকাল শ্রীভগবদ্ভজন করিলেই জীব সংসার হইতে বিমুক্ত হয় এইরূপ প্রমাণ বহুল পুরাণ হইতে ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও ১৪৯ বাক্যে প্রচুরতর ভাবে দেখান হইয়াছে। অথচ জননীগর্ভে থাকিয়া জীবমাত্রই জঠরযাতনায় প্রপীড়িত হইয়া কাতরভাবে শ্রীভগবান্‌কে দুঃখনিবৃত্তির জন্য স্তব করে, আবার সেই জীবই ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া যায় এবং সংসারবাসনায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই তৃতীয় স্কন্ধের উক্তির সহিত অন্যান্য পুরাণ, সংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানান্তরীয়

প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটিয়া পড়ে ইহার সমাধান কি ? অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—যেজন শ্রীহরিচরণে শরণাগত হইয়া একবারও বলে "হরিহে ! আমি তোমার" শ্রীহরি তাহাকে সর্ব্বভয় হইতে এমন কি মায়ার বন্ধন হইতেও বিমোচন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ তোমার হঙ্ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধন হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥
চৈঃ মঃ ২২ পঃ

তাহা হইলে তৃতীয়স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে দেখা যায়—জীব গর্ভযাতনায় প্রপীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয়, এবং অতিশয় কাতর ও দীনভাবে শ্রীভগবানের প্রচুরতর স্তব করে, অথচ সেই জীবই ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীহরিকে ভুলিয়া যায়, এবং সংসারমোহে পতিত হয়। এই বিরোধের পরিহার কিরূপে হইতে পারে ? তাহারই মীমাংসার জন্য শ্রীগোস্বামিপাদ বলিতেছেন—"উচ্যতে" অর্থাৎ এই বিরোধের সমাধান করা যাইতেছে। ভগবদুন্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে জীব দুই প্রকার। ঐ দুই প্রকার জীবেরই ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকিলেও জাতিগত পার্থক্য নাই। এই অভিপ্রায়েই দুইপ্রকার জীবকেই জাতিসাম্যে একত্ব-দৃষ্টিতে একরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু কোনও সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা লাভে সৌভাগ্যবান জীবই গর্ভযাতনায় প্রপীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে একান্ত প্রপন্ন হয় এবং তাঁহাকে স্তব করে। সেই জীবই মায়াবন্ধন হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত জীবেরই জননীজঠরে ভগবদ্বিষয়ক স্মৃতি হয় না বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে স্তবও করে না। নিরুক্তবাদিগণ এই রূপেই বলিয়া থাকেন। নবম-মাসে গর্ভস্থ শিশুর সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, এইরূপ পাঠ করিয়া "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ" অর্থাৎ আমি মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মিলাম এবং জন্মিয়া পুনর্ব্বার মরিতেছি। ইত্যাদি গর্ভস্থ জীবের ভাবনা পাঠের পর বলিয়াছেন—"অবাঙ্‌মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ। সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্॥ ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে" অর্থাৎ জীব অধোমুখে গর্ভে থাকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগণ কর্তৃক বেষ্টিত ও পীড়িত হইয়া সাংখ্যযোগ অভ্যাস করে, অথবা পঞ্চবিংশ পুরুষকে অভ্যাস করে, তারপর দশম মাসে জন্মগ্রহণ করে। ইত্যাদি উক্তিতে 'পুরুষং বা' এই "বা" শব্দটী উল্লেখ থাকায় কোন কোনও জীবেরই যে জননীগর্ভে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। অর্থাৎ সকল জীবের শ্রীহরিস্মৃতি হয় না, ভক্তের সামর্থ্য কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই বর্ণিত হইয়াছেন। এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন যে ভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত হইয়া তাঁহাকে স্তব করে যে জীব সাধুসঙ্গ অথবা সাধুকৃপা লাভে সৌভাগ্যবান্, আর যে জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া যায়—সে জীব সাধুসঙ্গ ও কৃপা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবচ্চরণে বিমুখ। অতএব সেই জীব গর্ভযাতনায় প্রপীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণ লয় না, স্তবও করে না সেই জীব গর্ভেও ভগবদ্বহির্মুখ ছিল এবং জন্মের পরও ভগবদ্বহির্মুখ থাকে। এই দুই প্রকার জীবের জাতিগত সাম্য আছে বলিয়া দুই জীবের অবস্থা অভেদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। ইহা কিরূপে আমরা স্বীকার করিতে পারি, এবং এবিষয়ে প্রমাণ-ই বা কি আছে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—পরস্পরের ভেদ থাকা সত্ত্বেও দুইকে একের মত বর্ণন করা অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন তৃতীয়স্কন্ধে পাদ্মকল্প-সৃষ্টিবর্ণনপ্রসঙ্গে ও শ্রীসনকাদির সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থানে শ্রীধরস্বামিকৃত টীকাতেও "ব্রহ্মকৃতসৃষ্টিমাত্র-কথনসাম্যেনৈকীকৃত্যোক্তিরিয়মিতি।" অর্থাৎ ব্রহ্মা-কর্তৃক কৃত সৃষ্টিমাত্র বর্ণনের সাম্য আছে বলিয়া দুইকে এক করিয়া বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পেও সনকাদি ঋষিগণের সৃষ্টির কথা বর্ণিত হইয়াছেন, আবার পাদ্ম-কল্পসৃষ্টিপ্রসঙ্গেও তাঁহাদেরই সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ শ্রীধর স্বামিপাদই ৩।১২।৪ শ্লোকের টীকায় "যদ্যপি প্রতিকল্পং সনকাদিসৃষ্টির্নাস্তি তথাপি ব্রাহ্মসর্গ-ত্বাদিহোচ্যতে"। যদ্যপি প্রতিকল্পে সনকাদির সৃষ্টি নাই, তথাপি ব্রাহ্মসর্গ বলিয়া সনকাদি-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। এস্থানে শ্রীবরাহ অবতারের মতই বুঝিতে

হইবে। শ্রীবরাহ অবতার প্রসঙ্গে প্রথম স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরের আদি ভাগে পৃথিবী রসাতলগতা হইলে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে শ্রীবরাহদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত আছেন। অথচ হিরণ্যাক্ষ ষষ্ঠ চাক্ষুস মন্বন্তরের অবসানে প্রচেতোনন্দন দক্ষকন্যা দিতি হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব প্রথম মন্বন্তরে পৃথিবী উদ্ধার, আর ষষ্ঠমন্বন্তরে হিরণ্যাক্ষবধ, এই দুই লীলার কালগত পার্থক্য থাকিলেও এককাল-উচিত লীলার মত করিয়া যে বর্ণনটী করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে—পৃথিবী-উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষবধ এই দুই লীলাই এক শ্রীবরাহদেবের। এই একত্ব দৃষ্টিতেই দুই লীলার কালগত পার্থক্য থাকিলেও এককালীয়রূপেই বর্ণন করা হইয়াছে। এস্থানেও তেমনি কোনও প্রাপ্তসাধুসঙ্গ সৌভাগ্যবান্ জীব গর্ভে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করে, অন্য বহির্মুখ জীব সংসারদশা প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি দুই জীবের উন্মুখতা ও বহির্মুখতা এই ভাবগত পার্থক্য আছে বটে কিন্তু চিৎস্বরূপ-গত পার্থক্য নাই বলিয়া দুই জীবকেই ঐক্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপ বর্ণন করিয়া বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভজন করিবার প্রবৃত্তি জাগানই মুখ্য উদ্দেশ্য। এস্থানে পূর্ব্বের মত পরমগতিলাভে ভক্তির পরম্পরা রূপেও কারণত্ব দেখা যায়। অর্থাৎ সাক্ষাৎরূপে পরম-গতিলাভে ভক্তিই যে মুখ্যকারণ, তাহাতো দেখানই হইয়াছে, পরম্পরারূপেও যে ভক্তিই পরমগতিপ্রাপ্তি-বিষয়ে কারণ হইয়া থাকে, শাস্ত্রে তাহাও দেখা যায়। যেমন বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছেন—"যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ। ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥" ত্যাগী বিষ্ণুভক্তগণের মধ্যে পরিচর্য্যাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ যাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহারা মহাপাপী হইলেও পরাগতি লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকার বিষ্ণুধর্ম্মেও দেখা যায়, "কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতং। কারয়ন্ ভগবদ্ধাম নয়ত্যচ্যুতলোকতাং॥ যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতাঃ আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে। তাংস্তারয়তি সংস্থাপ্য দেবস্য প্রতিমাং হরেঃ॥" যেজন শ্রীভগবানের মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেয়, সেজন আগামী এবং অতীত শত শত কুলকে শ্রীহরিলোক প্রাপ্তি করায়। কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিবস পর্য্যন্ত কাল কুলে যে সকল পুরুষ জন্মিবে এবং যাহারা গত হইয়াছে, শ্রীহরির প্রতিমা সংস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে দূতগণের প্রতি ধর্ম্মরাজ যমেরও আজ্ঞা দেখা যায়—"যেনার্চ্চা ভগবদ্ভক্ত্যা বাসুদেবস্য কারিতা। নবাযুতং তৎকুলজং ভবতাং শাসনাতিগম্॥ যেজন শ্রীভগবানে গাঢ়-ভক্তির আবেশে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা স্থাপন করে, তাহার বংশজাত নব অযুত পুরুষ তোমাদের শাসনের অতীত অর্থাৎ তাহাদের প্রতি তোমাদের কোনই অধিকার নাই। যেমন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব ৭।১০ অধ্যায়ে প্রহ্লাদকে বলিয়া-ছিলেন—হে নিষ্পাপিন্ সাধো! তোমার পিতা একবিংশতি পিতৃপুরুষের সহিত পবিত্র হইয়াছে, যেহেতুক কুলপাবন তুমি এই হিরণ্যকশিপুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, প্রহ্লাদের বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে একবিংশতি পুরুষের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু, পিতামহ কশ্যপ, প্রপিতামহ মরীচি, বৃদ্ধ প্রপিতামহ ব্রহ্মা, অতএব শ্রীনৃসিংহদেবের বাক্যের ব্যভিচার ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে শ্রীনৃসিংহ দেবের লীলার নিত্য পরিকর শ্রীপ্রহ্লা-দের সহিত মিলিত কোনও সাধনসিদ্ধ প্রহ্লাদের সাযুজ্য আছে। সেই সাধনসিদ্ধ প্রহ্লাদেরই পূর্ব্বকল্পগত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মসম্বন্ধান্বিত পিতৃগণেরই পবিত্রতার কথা শ্রীনৃসিংহ-দেব বলিয়াছেন।১৫১॥

তথা ভক্ত্যাভাসস্যাপি সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপকত্বং যথা বৃহন্নারদীয়ে—কোকিল-মানিনোর্ম্মন্দিরোন্মত্তয়োঃ ধূর্ত্তচীরখণ্ডয়োঃ জীর্ণভগব-ন্মন্দিরে নৃত্যতোঃ ধ্বজারোপণফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বং জাতম্। তথা ব্যাধহতস্য পক্ষিণঃ কুক্কুরমুখগতস্য তৎপলায়নবৃত্ত্যা ভগবন্মন্দিরপরিক্রমণফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বপ্রাপ্তিরিতি। ক্বচিত্তত্র মহাভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ। যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদস্য তস্য প্রাগ-

জন্মনি বেশ্যয়া সহ বিবাদেন শ্রীনৃসিংহচতুর্দশ্যাং দৈবাত্তুপবাসঃ সম্পন্নো জাগরণঞ্চেতি। তথাচাহু—যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি। তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫২ ॥

অসুবিগমেঽপীতি তদানীন্তনমাত্রত্ব মশুদ্ধবর্ণত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। বিবশা ইতি তদিচ্ছাং বিনা কেনচিৎ কারণান্তরেণাপীত্যর্থঃ। বশকান্তাবিত্যমরঃ। তাদৃশশক্তিত্বে হেতুমাহ অবতারেতি। অবতারাদি সদৃশানি তত্তত্তুল্যশক্তীনীত্যর্থঃ। তত্রাবতারবিড়ম্বনানি নৃসিংহেত্যাদীনি গুণবিড়ম্বনানি ভক্তবৎসলেত্যাদীনি। কর্ম্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধনধারণাদীনি চ ॥ ৩॥৯ ॥ ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্ ॥ ১৫২ ॥

পূর্ব্বে যেমন পরমপদপ্রাপ্তিতে শ্রীভগবদ্ভক্তির পরম্পরারূপে কারণ দেখান হইয়াছে, তেমনই ভক্তির আভাসেরও সর্ব্বপাপ ক্ষয় করিয়া শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপ্তির কারণত্ব দেখান হইতেছে। বৃহন্নারদীয়ে উল্লেখ আছে—মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া দুই জন লোক নিজকে কোকিল অভিমানে একটী দণ্ডে বস্ত্রখণ্ড বান্ধিয়া তাহা হাতে লইয়া উন্মত্তভাবে একটী ভগ্ন বিষ্ণুমন্দিরে নৃত্য করিতেছিল। সেই নৃত্যের ফলে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজারোপণ করিলে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, এই মাতাল ব্যক্তি দ্বয়ও তাদৃশ ফললাভ করিয়াছিল। অপর উল্লেখ আছে যে একটী পক্ষী ব্যাধকর্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে কোনও একটী কুক্কুর ঐ পক্ষীটীকে মুখে লইয়া শ্রীবিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করায় সেই পক্ষীটি শ্রীবিষ্ণুমন্দির পরিক্রমজনিত ফললাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কোনও স্থানে ভক্তির আভাসেও মহাভক্তির ফল প্রাপ্তির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন নরসিংহ পুরাণে, মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় পূর্ব্বজন্মে জনৈকা বেশ্যার সহিত বিবাদ করিয়া অজ্ঞাতভাবে নৃসিংহ চতুর্দ্দশী দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়াছিলেন। সেই ফলে তিনি প্রহ্লাদরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তির আভাসেই যে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেবিষয়ে ৩৯ অধ্যায়ে শ্রীব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—হে প্রভো! যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে কখনও তোমার নাম স্মরণ করে নাই, অথচ কেবল প্রাণান্ত সময়েও যদি কোনও কারণ বশতঃ নিজের অনিচ্ছা স্বত্বেও তোমার অনন্ত নামের মধ্যে যে কোনও একটী নাম উচ্চারণ করে তাহা হইলে সেই নামোচ্চারণকারী ব্যক্তি-মাত্র তৎক্ষণাৎ অনেক জন্ম সঞ্চিত পাপরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপাধিশূন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকেই লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকারে নাম উচ্চারণ মাত্রেই যে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং শ্রীভগবান্‌কে লাভ করে তাহার প্রতি কারণ প্রত্যেক শ্রীভগবৎ-অবতারের যে ক্ষমতা আছে, সেই সেই অবতারের নামসমূহেরও তাদৃশ ক্ষমতা আছে; যেহেতু শ্রীনাম ও নামীতে কোনও প্রভেদ নাই। শ্রীভগবদঅবতারগণও যেমন জীবের অবিদ্যা বিনাশ করিয়া, নিজের স্বরূপ প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন, শ্রীনামেরও তেমনি সামর্থ্যবিশেষ আছে। বরঞ্চ শ্রীনামী হইতে শ্রীনামের ক্ষমতাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মূল শ্লোকে উল্লিখিত "অবশঃ" পদের অর্থ যে অনিচ্ছা করা হইয়াছে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। কারণ অমরসিংহ বশ্ ধাতুর কান্তি অর্থাৎ ইচ্ছা অর্থই করিয়াছেন। সেই সকল শ্রীনামেরও তিনটি প্রকার বুঝিতে হইবে। (১) জন্মানুরূপ, যেমন দেবকীনন্দন ইত্যাদি। (২) গুণানুরূপ যথা ভক্তবৎসল ইত্যাদি, (৩) কর্ম্মানুরূপ যথা—গোবর্দ্ধনধর ইত্যাদি। ১৫২ ॥

অস্তু তাবৎশুদ্ধভক্ত্যাভাসবার্ত্তা। অপরাধত্বেন দৃশ্যমানোঽপ্যসৌ মহাপ্রভাবো দৃশ্যতে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে ভগবন্মন্ত্রেণ কৃতনিজরক্ষং বিপ্রং প্রতি রাক্ষসবাক্যম্—ত্বামত্তুমাগতঃ ক্ষিপ্তো রক্ষয়া কৃতয়া ত্বয়া। তৎসংস্পর্শাচ্চ মে ব্রহ্মন্ সাধ্বেতন্মনসি স্থিতম্। কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি বেদ্মি নাস্যাঃ পরায়ণম্। কিন্ত্বস্যাং সঙ্গমাসাদ্য নির্ব্বেদং প্রাপিতঃ পরমিতি। যথা বা বিষ্ণুধর্ম্মোত্ত্যদাহৃতায়াঃ শ্রীভগবদ-

গৃহদীপতৈলং পিবন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিন্মূষিকায়াঃ দৈবতো-মুখোদ্ধৃতবর্ত্তৌ দীপে সমুজ্জ্বলিতে সতিমুখদাহেন মরণাৎ রাজ্ঞীত্বং প্রাপ্য দীপদানাদিলক্ষণ-ভক্তি-নিষ্ঠাপ্রাপ্তিরন্তে পরমপদপ্রাপ্তিশ্চ। যথা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যে কৃতজন্মাষ্টমীকায়াঃ দাস্যাঃ দুঃসঙ্গেনাপি কস্যচিৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ। তথাচ বৃহন্নারদীয়ে—তাদৃশদুষ্টকার্য্যার্থমপি ভগবন্মন্দিরং মার্জ্জয়িত্বা কশ্চিদুত্তমাং গতিমবাপ। নত্বীদৃশত্বং ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি। যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বিষয়স্নেহ-সংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ। গর্ভবাসসহ-স্রেষু পচ্যতে পাপকৃন্নর ইতি। অথ শ্রীভগবদ্বশী-কারিতায়ামপি সকৃদল্পপ্রায়াসাত্ত্বিকায়া অপি ভক্তেঃ কারণতা দৃশ্যতে। যথা ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্যম্—দৃষ্টঃ পশ্যেদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ। অর্চ্চিতশ্চার্চ্চয়েন্নিত্যং স দেবো দ্বিজপুঙ্গবা ইতি। যথা চ বিষ্ণুধর্ম্মে—তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসল ইতি। তদীদৃশং মাহাত্ম্যবৃন্দং ন প্রশংসামাত্রমজামি-লাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ। দর্শিতাশ্চ ন্যায়াঃ শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদ্যাদৌ। তথৈব নাম্ন্যর্থবাদকল্পনায়াং দোষোঽপি শ্রূয়তে, তথার্থবাদো হরিনাম্নীতি হি পাদ্মে নামাপ-রাধগণনে। অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ, স পাপিষ্ঠো মনুষ্যানাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ইতি কাত্যায়নসংহিতায়াম্। মন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্। যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবি-ধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥ ইতি ব্রহ্মসংহিতায়ং বৌধায়নং প্রতি শ্রীপরমেশ্বরোক্তৌ। ততোঽন্তর্ভূত নামানু-সন্ধানেষ্বন্যেষু তত্তজনেষু চ সুতরামেবার্থবাদে দোষো-ঽবগম্যতে। তদেবং যথার্থ এব তন্মাহাত্ম্যে সত্যপি যত্র সম্প্রতি তত্তজনফলোদয়ো ন দৃশ্যতে, কুত্রচিচ্ছাস্ত্রে চ পুরাতনানামপ্যন্যথা শ্রূয়তে, তত্র নামার্থবাদকল্পনা বৈষ্ণবা নারদাদয়ো দুরন্তা অপরাধা এব প্রতিবন্ধ-কারণং বক্তব্যম্। অতএবোক্তং শ্রীশৌনকেন—তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু-হর্ষ ইতি। যথা প্রায়েণ আধুনিকানাম্। যথা বা, ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তবদাসস্য কেশব। স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিন ইতি। তদুক্তরীত্যাধ্য-বসিত ভক্তেরপি নৃগস্য জিহ্বা ন বক্ত্রীত্যদিয়মবাক্য-বিরুদ্ধং যমলোকগমনং প্রাপ্তবতঃ বিনা চার্থবাদ কল্পনাময়ং ভাবং শ্রুতশাস্ত্রস্যাপি তস্য সত্যাং তাদৃশ-মাহাত্ম্যায়াং ভক্তৌ শ্রীমদম্বরীষাদিবৎ সেবাগ্রহং পরিত্যজ্য দানকর্ম্মাগ্রহো ন স্যাৎ। তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তম্ভশ্চ শ্রূয়তে। যথা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে—নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতঃ শ্রোত্র-মূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভ-পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্রেতি। দেহাদিলোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাস্তন্মধ্যে ইত্যর্থঃ। স্কান্দে প্রহ্লাদ-সংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে—পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণু-র্জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে। স্কান্দ এবান্যত্র মার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে—দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি। ন গৃহ্লাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশ-বার্ষিকীম্। দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ। দোহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥ ইতি। এবং বহুন্যেবাপরাধান্তরাণ্যপি দৃশ্যন্তে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নাম্নো রাজ্ঞো ভগ-বদারাধনতৎপরস্যাপি বেদবৈষ্ণবনিন্দকালাপসম্ভাষয়ৈব কুক্কুরাদিযোনিপ্রাপ্তিরুক্তা। অতঃ, শুশ্রূষোঃ

শ্রদ্দধানস্য ইত্যাদৌ আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাদিত্যাদৌ চ পুরুষাণাং প্রায়ঃসাপরাধত্বাভিপ্রায়েণৈবাবৃত্তিবিধানম্। সাপরাধানামাবৃত্ত্যপেক্ষা চোক্তা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে নামোপলক্ষ্য---নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চেতি। এতদপেক্ষয়ৈব ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রাদাবষ্টাদশক্ষরাদেরাবৃত্তিবিধানম্। যথা- -ইদানীং শৃণু দেবি ত্বং কেবলস্য নোর্বিধিম্। দশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রমাপৎকল্পেন মুচ্যতে। সহস্রজপ্তেন তথা মুচ্যতে মহতৈনসা। অযুতস্যজপেনৈবমহাপাতকনাশনং ॥ ইত্যাদি। তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নামোপলক্ষ্য-হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্। কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্ত্য শুচিতামিয়াদিত্যাদি। অত্রাপরাধালম্বনত্বেনৈব বর্ত্তমানানাং পাপবাসনানাং সহসৈবাপরাধেন নাশ ইতি তাৎপর্য্যম্। এতাদৃশপ্রতিবন্ধাপেক্ষয়ৈবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে---রাগাদিদূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে। বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দ্দমাম্বুনি। ন যোগ্যা কেশবং স্তোতুং বাগ্‌দুষ্টা চানৃতাদিনা। তমসো নাশনায়ালং নেন্দোর্লেখা ঘনাবৃতেতি। সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেবসুখবিশেষোদয়ার্থা। অপ্রসিদ্ধনামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তিপর্য্যন্তঃ। তদন্তরায়েহপরাধাবস্থিতিবিতর্কাৎ। যতঃ কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবকবস্ত্বন্তরাভিনিবেশোভক্তিশৈথিল্যং স্বভক্ত্যাদিকৃতমানিত্বমিত্যেবমাদীনি মহৎসঙ্গাদিলক্ষণভক্ত্যাপি-নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তস্যাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য লিঙ্গানি। অতএব কুটিলাত্মনামুত্তমমপি নানোপচারাদিকং নাঙ্গীকরোতি ভগবান্ যথা দূত্যগতো দুর্য্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ শ্রুতশাস্ত্রাণামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যারম্ভঃ কৌটিল্যম্। অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতীতি স্কান্দে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃশ্যতে—নষ্টপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথেতি। এতদপেক্ষয়োক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ। বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃনাং ভক্তির্নিবার্য্যত ইতি। অতএবাহ—তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ। কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥ ৫৩ ॥

বিশুদ্ধ ভক্তির আভাসমাত্রেও যে সকল পাপ বিনাশ করিয়া শ্রীভগবানের চরণকমলসান্নিধ্য প্রাপ্তি করায়, ইহাত হইতেই পারে, কিন্তু অপরাধরূপে দেখা যায় এমন বিশুদ্ধ ভক্তির আভাসেরও মহাপ্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বিষ্ণুধর্ম্মে ভগবন্মন্ত্রের দ্বারা নিজ রক্ষাকারী কোনও ব্রাহ্মণের প্রতি রাক্ষসের উক্তিতে ইহাই পাওয়া যায়—

"ত্বামত্তুমাগতঃ ক্ষিপ্তো রক্ষয়া কৃতয়া ত্বয়া।
ত্বৎসংস্পর্শাচ্চ মে ব্রহ্মন্ সাধ্বেতন্মনসি স্থিতম্॥"
"কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি বেদ্মি নাস্যাঃ পরায়ণম্।
কিন্ত্বস্যাঃ সঙ্গমাসাদ্য নির্ব্বেদং প্রাপিতঃ পরম্॥"

হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে রক্ষা বিধান করিয়াছ, তাহাতে আমি পাগল হইয়াছি। সেই রক্ষার সংস্পর্শে আমার হৃদয়ে এই পবিত্র ভাবটী উদিত হইয়াছে; সেই রক্ষাটিই বা কি? এবং তাহার মূল আশ্রয়ই বা কি? তাহা কিছুই জানি না। তবে এই মাত্র বুঝিতেছি যে—সেই রক্ষার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয়ে পরম নির্ব্বেদ উপস্থাপিত করিয়াছে। এই প্রমাণে ব্রাহ্মণভক্ষণে প্রবৃত্ত বলিয়া অপরাধী রাক্ষসের হৃদয়েও শ্রীভগবন্মন্ত্রে রক্ষিত ব্রাহ্মণদেহস্পর্শে তাহার হৃদয়ে পরম নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। অথবা বিষ্ণুধর্ম্মাদি গ্রন্থে যেমন উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবদ্গৃহে একটী মূষিক বাস করিত। সেই মূষিকটী

প্রতিদিনই শ্রীমন্দিরের প্রদীপের তৈল পান করিত; একদিন দৈববশতঃ সেই প্রদীপের বর্ত্তি তাহার মুখে সংলগ্ন হওয়াতে বর্ত্তির অগ্রস্থিত অগ্নির তাপ মুখে লাগায় অত্যন্ত অধীর হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ছটফট্ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে শ্রীমন্দিরে দীপ প্রদানের ফলে পরজন্মে কোনও রাজমহিষীরূপে জন্মগ্রহণ করে। সেই মহীষী-জন্মে বহু দীপপ্রদানাদিলক্ষণা ভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। পরে দেহান্তে সে শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করিয়াছিল। এস্থলেও ঐ মূষিক প্রদীপের তৈল পান করিত বলিয়া অপরাধী হইয়াছিল. তথাপি প্রদীপের বর্ত্তির তুলা দাঁতে জড়াইয়া যাওয়ায় শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ঐ প্রদীপ মুখে করিয়া প্রাণত্যাগ করায় শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপপ্রদানরূপ ভক্তির আভাসেও শ্রীভগবদ্ধামপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মপুরাণেও জন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে কোন এক জন্মাষ্টমী-ব্রতকারিণী দাসীর দুঃসঙ্গেও কোনও এক ব্যক্তির শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির কথা উল্লিখিত আছে। এস্থলেও ঐ দাসীর দুঃসঙ্গটী অপরাধ হইলেও ঐ দাসীটি শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত করিয়াছে বলিয়া ভক্তসংজ্ঞায় পরিগণিতা; অতএব তাঁহার সঙ্গরূপ ভক্তসঙ্গাভাসপ্রভাবেও ভগবদ্ধামপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ বৃহন্নারদীয়েও দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ণিত দুষ্ট কার্য্য করিবার জন্যও কোনও ব্যক্তি শ্রীভগবমন্মন্দির মার্জ্জন করিয়া উত্তমা গতি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিল, এই দৃষ্টান্তেও দুষ্টকার্য্যটি অপরাধজনক, আর সেই উদ্দেশ্যে শ্রীভগবন্মন্দিরমার্জ্জনটি ভক্তির আভাস হইলেও "পরমা গতি লাভ করিয়াছিল", এই অংশেই এই প্রকরণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের এইপ্রকার সামর্থ্য কোথায়ও দেখা যায় না। যেহেতু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষয়স্নেহযুক্তহৃদয়ে যদি কোন ব্যক্তি মুখে বলে "আমি ব্রহ্ম" অর্থাৎ হৃদয়ে বিষয়ের প্রতি বেশ স্নেহ আছে, অথচ মুখে বলে "আমি ব্রহ্ম" তাহা হইলে সেই পাপে তাহার সহস্র সহস্র জন্ম গর্ভবাসদুঃখ ভোগ করিতে হয়। অনন্তর অল্পপ্রয়াসসাধ্য-ভক্তির শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য দেখা যায়। এই বিষয়ে যেমন ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্য শুনা যায়, শ্রীমহাদেব বলেন,—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি দেখিয়াছি, সেই ভগবানকে যে জন দেখে, শ্রীভগবানও তাঁহাকে প্রতিদিন দেখেন। যে জন সেই শ্রীভগবানকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করেন, শ্রীভগবানও তাঁহাকে নিত্য প্রতি-আশ্রয় করিয়া থাকেন। যে জন শ্রীভগবানকে পূজা করেন, শ্রীভগবানও তাঁহাকে প্রতিপূজা করিয়া থাকেন"। এই প্রমাণে অল্পায়াস-সাধ্য ভক্তিও যে, শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার কারণ হইয়া থাকে তাহাই দেখান হইল; যেমন বিষ্ণুধর্ম্মেও উল্লেখ আছে যে, তুলসীদল-সংযুক্ত জলগণ্ডুষমাত্রে ভক্ত-বৎসল শ্রীভগবান এমনই বশীভূত হয়েন, যাহাতে সেই ভক্তগণকে অন্য কিছু প্রতিদানের উপযুক্ত বস্তু না দেখিয়া নিজেই আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন। এই প্রমাণেও অল্পায়াসসাধ্য ভক্তিতেও যে শ্রীভগবান বশীভূত হইয়া থাকেন তাহাই দেখান হইল। এই সকল বর্ণিত ভক্তির মাহাত্ম্যবৃন্দ প্রশংসামাত্র নহে, কারণ অজামিল প্রভৃতির ভক্তির আভাসমাত্রেও শ্রীভগবদ্ধামপ্রাপ্তির কথা সুস্পষ্টই বর্ণিত আছে। "শ্রীভগবন্নামকৌমুদী" প্রভৃতিতেও এই বিষয়ে বহুল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইরূপ নামে অর্থবাদ কল্পনা করিলে বহুদোষের কথা শুনা যায়। অর্থাৎ শ্রীনামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যে জন তাহা প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করে, শাস্ত্রে তাহার অনেক দোষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে নামাপরাধগণনপ্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, "তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্" শ্রীহরি-নামে প্রশংসাবাক্য মনে করা একটি অপরাধ। কাত্যায়ন-সংহিতায় দেখা যায়—

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যানাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥"

যে মানুষ শ্রীহরিনামমাহাত্ম্যে প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করে, সেইজন নিখিল মনুষ্যের মধ্যে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, আর নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-সংহিতায় বৌধায়নের নিকটে শ্রীপরমেশ্বর যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও ইহাই পাওয়া যায়;—

"মন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।

যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি,
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্ ॥"

যে মানুষ আমার শ্রীনামকীর্ত্তনের বহুবিধ ফল শ্রবণ করিয়া, বিশ্বাস করে না, প্রত্যুত প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করে, আমি তাহাকে সংসারে নানাবিধ ঘোর দুঃখরাশিতে নিপীড়িতাঙ্গ করিয়া রাশি রাশি দুঃখজলধিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। অতএব যাহার ভিতরে শ্রীনামাদির অনুসন্ধান আছে এমত অঙ্গ ভজনাঙ্গেও যদি কেহ প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে যে দোষ হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ করাই চলে না। যেহেতু ভজনীয় শ্রীভগবানকে এবং ভজন শ্রীহরিভক্তিকে অনুসন্ধান না করিয়াও যদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও যখন ভজনের ফল শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্র হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনুসন্ধানপূর্ব্বক শ্রীনামকীর্ত্তনাদি যে কোন ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভে ধন্য হইবে ইহার আর কথা কি? অতএব ভজনানুসন্ধানময় ভক্ত্যঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়া যাহারা প্রশংসাবাক্য বলিয়া মনে করিবে, তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে এতাদৃশ অপরাধরূপ প্রতিবন্ধকের অপেক্ষা করিয়াই শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে—

"রাগাদি দূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে।
বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দ্দমাম্বুনি ॥
ন যোগ্যা কেশবং স্তোতুং বাগ্ দুষ্টা চানৃতাদিনা।
তমসো নাশনায়ালং নেন্দোর্লেখা ঘনাবৃতা ॥"

বিষয়াসক্তি প্রভৃতি দোষে দুষ্টচিত্ত, ভগবান শ্রীমধুসূদনে স্থিরতালাভ করে না, হংস কখনও কর্দ্দমযুক্ত জলে রতিলাভ করে না। মিথ্যা দ্বারা যে বাক্য দূষিত তাহা কখনও কেশবকে স্তব করিতে পারে না যেমন চন্দ্রকলা যদি মেঘে আচ্ছন্ন হয় তবে অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে না। সিদ্ধ মহাপুরুষদের পুনঃ পুনঃ ভগবদ্ভজনের অনুশীলন পরম-আনন্দবিশেষ লাভের জন্যই হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা যতই ভক্ত্যঙ্গের অধিকতরভাবে অনুশীলন করেন, ততই প্রতিপদে অপূর্ব্ব আস্বাদন লাভ করিয়া থাকেন। অসিদ্ধ ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ ভক্তির অঙ্গ অনুশীলনের যে নিয়ম কথিত হইয়াছে, সেটী কিন্তু ভজনের মুখ্যফল অনবরতঃ হৃদয়ে শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভের জন্য; যেহেতু যখন সাধক দেখিবে শ্রীনামাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও হৃদয়ে নিজ অভীষ্ট দেবের স্ফূর্ত্তিলাভ হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে স্ফুর্ত্তির বাধক অপরাধ হৃদয়ে আছে; যেহেতু কৌটিল্য (১) অশ্রদ্ধা (২) ভগবদ্বিষয়ক নিষ্ঠার চ্যুতিসম্পাদক যে ভিন্ন-বস্তুতে অভিনিবেশ (৩) ভজনে শৈথিল্য (৪) এবং নিজ ভজনাদি-জন্য অভিমান প্রভৃতি (৫) মহৎসঙ্গ প্রমুখ মহৎ-শক্তিযুক্ত ভক্তিপ্রভাবেও যখন নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না, তখন বুঝিতে হইবে, সেই নামাপরাধেরই কার্য্যস্বরূপ এই কৌটিল্য প্রভৃতির সত্তা হৃদয়ে বিদ্যমান আছে। হয়ত এজন্মে অপর কোনও অপরাধ না থাকিতেও পারে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধের পরিচায়করূপে এই কৌটিল্যাদির সত্তা বিদ্যমান আছে ইহাই বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ সাধক যখন দেখিবে (বহু ভজন করা সত্ত্বেও হৃদয়ের কুটিলতা ১। ভক্তি, ভক্ত, ভগবানে অবিশ্বাস। ২। যাহাতে ভগবানে নিষ্ঠার চ্যুতি করে এমন বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ। ৩। ভজন-বিষয়ে শিথিলতা। ৪। আর নিজে ভজন করেন বলিয়া অভিমান। ৫।) এই পাঁচটী যাইতেছে না তখন বুঝিতে হইবে বর্ত্তমান জন্মেরই হউক্ অথবা প্রাক্তন্ জন্মেরই হউক্ প্রচুর অপরাধ আছে, তাহা না হইলে মহৎসঙ্গ এবং মহৎ-মুখে শ্রীহরিকথাশ্রবণাদি করা সত্ত্বেও হৃদয়ের কুটিলতা প্রভৃতি, পাঁচটী দোষ যাইতেছে না কেন? এই অভি-প্রায়েই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।

অতএব কুটিলচিত্ত জনের নানা উপচার প্রভৃতি দ্বারা কৃত উত্তম পূজাও শ্রীভগবান্ যে স্বীকার করেন না, তাহার দৃষ্টান্ত কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সন্ধি করিবার জন্য হস্তিনা পুরীতে উপস্থিত হইবার সময় কুটিলমতি দুর্য্যোধন স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার জন্য রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিগৃহে নানাবিধ উপাদেয় উপচারে "কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া পূজা ও স্তব করাইয়াছিল; কিন্তু কুটিলতাপ্রযুক্ত ঐ সব কার্য্য অনুষ্ঠিত বলিয়া ভগবান্

উহা দেখিতে ও শুনিতে না হয় এইজন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া কর্ণে অঙ্গুলী নিক্ষেপ করতঃ রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, পাটোয়ারী বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের ভজন করিলেও তিনি তাহাতে প্রসন্ন হন না, নিজের হৃদয়ও অপ্রসন্ন থাকে। আধুনিক অর্থাৎ বর্ত্তমান্ দেহে অপরাধকারী জনগণের ভক্তিশাস্ত্রশ্রবণাদি করিলে বাহিরে ভগবানে এবং শ্রীগুরুতে ও ভগবদ্ভক্তে অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠান থাকিলেও অন্তরে অনাদর প্রভৃতি দোষ আছে বলিয়া ঐ অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠানকেও কৌটিল্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইজন্যই অকুটিল মূর্খগণ ভজনাদির আভাসমাত্রেও কৃতার্থ হয় ইহা বলা হইয়াছে। কুটিলবৃত্তি জনগণের কিন্তু ভক্তির অনুবৃত্তিও হয় না, ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশরবাক্যে দেখা যায়—

নষ্টপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥

অপুণ্যবান্ কুটিলচিত্ত মূর্খগণের গোবিন্দচরণে ভক্তি হয় না এবং কীর্ত্তন স্মরণও হয় না। এই কৌটিল্য অপেক্ষা করিয়াই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লিখিত হইয়াছে—"শত শত বিঘ্নে সত্যতা নষ্ট হয়, সহস্র সহস্র বিঘ্নে তপস্যা নষ্ট হয়, অযুত বিঘ্নে মানবমাত্রের গোবিন্দচরণে ভক্তি বাধিত হইয়া থাকে"। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।১৯।৩৪ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—হে শৌনক! সারল্য ও অনন্যভাবে শরণাগত মানবমাত্র-কর্ত্তৃক সুখারাধ্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে কোন্ কৃতজ্ঞ মানব সেবা না করিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু অপবিত্র কুটিলাত্মা মানুষের পক্ষে শ্রীভগবান্ দুরারাধ্য। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে কৌটিল্য অর্থাৎ পাটোয়ারী-বুদ্ধি থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় অসাধু। সেই অসাধুহৃদয়ে অনুষ্ঠিত ভজনে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। আর যদি সরল হৃদয়ে একান্তভাবে তাহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া অল্প সাধনও করে, তাহা হইলেও সেই জন সাধু এবং তাহারই অনুষ্ঠিত ভজনে শ্রীভগবান্ শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া থাকেন॥ ১৫৩॥

যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপি অকুটিলাত্মনোঽজ্ঞানন্নুগৃহ্ণন্তি নতু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে। যথা—দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্। বিপ্রো রাজন্য বৈশ্যো বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্। শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥ ১৫৪॥

টীকা চ—তত্র যে হ্যজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা ইত্যাহ দূরে ইতি। জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধাস্তুচিকিৎস্যত্বাৎ উপেক্ষ্য ইত্যাশয়েনাহ বিপ্রইতীত্যেষা॥১১।৫॥ শ্রীচমসো নিমিম্॥ ১৫৪॥

যেমন ভাবে ভগবদ্ভক্তগণও অকুটিলস্বভাব মূর্খগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকেও তেমন অনুগ্রহ করেন না—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীচমস যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ তাহাদিগকে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। সেই অজ্ঞ দুই প্রকার। এক প্রকার—যাহাদের নিকটে হরিভক্তি-রসিক ভক্তগণ গমন করেন না বলিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। দ্বিতীয় প্রকার—যাহারা জন্মান্ধ ও জন্মবধির অথবা উন্মত্ত। এই দুই প্রকার অজ্ঞব্যক্তিই আপনাদের কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া থাকে। কারণ আপনাদের চরণরজের এমনই প্রভাব যে, সকল অজ্ঞগণের নিকটে যাইয়া শ্রীহরির কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকে, এবং যাহাদের বধিরতাদি জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবার যোগ্যতা নাই আপনারা তাহার মস্তকে ও বক্ষে চরণরজঃ অর্পণ করিয়া অভীষ্ট-বস্তুর অনুভূতি দানে তাহাকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানলবে দুর্ব্বিদগ্ধ (উদ্ধত) মানবগণ দুশ্চিকিৎস্য অর্থাৎ তাহাদের সেই দুরভিমান রোগ নিবৃত্তি করা দুঃসাধ্য এই বোধে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য, শৌক্র এবং শ্রৌত জন্মেও হরির চরণ-সান্নিধ্য প্রাপ্তির উপযোগিতা লাভ করিয়াও বেদের অর্থবাদে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৫৪॥

অথাশ্রদ্ধা, দৃষ্টে শ্রুতেঽপি তন্মহিমাদৌ বিপরীতভাবনাদিনা বিশ্বাসাভাবঃ। যথা দুর্য্যোধনস্যৈব বিশ্বরূপদর্শনাদাবপি। অতএব যথা—আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ইত্যাদি শ্রীশৌনকস্য, দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ ইতি শ্রীপ্রহ্লাদস্য অনুভবসিদ্ধং ন তথা সর্ব্বেষাম্। ঈদৃশমানুষঙ্গিকং ফলন্তু শুদ্ধভক্তৈর্ভগবন্মহিমখ্যাপনেচ্ছা যদিস্যাত্তদৈবেষ্যতে। ন তু স্বরক্ষণায় স্বমহিমদর্শনায় বা। যথৈবোক্তং দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। মহাবিপৎপাত বিনাশনোঽয়ং, জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥ ইতি। শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতিভিস্তু তদপি নেষ্টন্। যথা—দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথা ইতি॥ ১৫৫ ॥ স্পষ্টম্॥ ১ ॥ ১৯ ॥ রাজা॥ ১৫৫ ॥

এক্ষণে অশ্রদ্ধা কাহাকে বলে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীভগবান্ প্রভৃতির মহিমা দেখিয়া শুনিয়াও অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বাসের অভাবের নাম অশ্রদ্ধা। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপাদি দর্শন করিয়াও দুর্য্যোধনের তাঁহার প্রতি পরমেশ্বর বলিয়া অবিশ্বাস। অতএব ১।১৪ শ্লোকে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥

"হে সূত! ঘোরতর সংসারদশাপ্রাপ্ত মানব অননুসন্ধানেও যাঁহার নাম উচ্চারণ ও শ্রবণাদি করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সংসারদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। তাহা নাই-বা হইবে কেন? স্বয়ং ভয় পর্য্যন্ত যে নামে ভয়ে ভীত হইয়া থাকে।"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ভগবদ্ভক্তির মহিমা অনুভব করিয়া "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকটে যে তেমনভাবে বিশ্বাস হয় না, তাহার প্রতি কারণ শ্রীভগবন্নামাপরাধ। এইপ্রকার বিশুদ্ধ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল কিন্তু সকলের নিকটে প্রকাশ হয় না। তবে যদি কাহারও শ্রীভগবানের মহিমা লোকসমাজকে জানাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এইপ্রকার আনুষঙ্গিক ফল প্রকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু নিজ রক্ষার জন্য অথবা নিজ মহিমা দেখাইবার জন্য কখনও এই প্রকার ভক্তির মহাপ্রভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে উদয় হয় না। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে "অন্যাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা বিশুদ্ধ ভক্তির মুখ্য ফল,—তাঁহার চরণে প্রেমসেবাপ্রাপ্তি। অন্যান্য ফল আনুষঙ্গিকভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন সংসারক্ষয়, মায়ানিবৃত্তি, নিখিল বিঘ্ন বিনাশ, সর্ব্বজনের নিকটে সমাদর, অর্থাদি প্রাপ্তি প্রভৃতি। ইহারা কোনও একটীও বিশুদ্ধ ভক্তির মুখ্য ফল নহে; যেমন রন্ধনাদি করিবার জন্য উনানে আগুণ জালিলে যদিও রান্না করায় উদ্দেশেই আগুণ জ্বালা হইল, তথাপি ঐ আগুনের উত্তাপে শীত-নিবৃত্তি, প্রভায় অন্ধকারও ভয় নিবৃত্তি এবং বস্তুপ্রকাশ প্রভৃতি হইয়া থাকে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমসেবা প্রাপ্তির জন্য ভজন করিতে করিতে আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যানিবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু নিজের কোনও স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে অথবা নিজের কোনও প্রতিষ্ঠাস্থাপন-জন্য সেই সকল ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল লাভের ইচ্ছা হৃদয়ে থাকিলে বিশুদ্ধ ভক্তির ব্যাঘাত হয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণসুখকামনা ভিন্ন নিজের কোনও কিছু কামনা থাকিলে প্রেমপ্রাপ্তি হইতে পারে না। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই পুরাণান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

বজ্র হইতেও অতিনিষ্ঠুর এই হস্তিগণের দন্তসকল যে বিশীর্ণ হইয়াছিল, সেটী আমার বল নয়, মহাবিপদ্‌বিনাশন জনার্দ্দনের নিরন্তর স্মরণেরই এইরূপ প্রভাব। শ্রীপরীক্ষিত

প্রভৃতি বিশুদ্ধ মহাভাগবতগণ কিন্তু নিজ ভক্তির প্রভাবে বিপত্তি নাশের আকাঙ্ক্ষা কখনো করেন নাই, বরঞ্চ ভক্তির ফলরূপে শ্রীভগবান্‌কে পাইবার ও তাহার সেবা করিবার লালসা করিয়া থাকেন। নিজকৃত পাপ বা অপরাধের ফল খণ্ডনের অভিলাষের বিনিময়ে দুঃখভোগের জন্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেমন—শমীকমুনি যখন নিজপুত্র শৃঙ্গী-কৃত "সপ্তম দিবসে তক্ষকে দংশন করিবে" এইরূপ অভি-শাপের কথা শুনিয়া গৌরমুখ নামে নিজ শিষ্যকে পাঠাইয়া পরীক্ষিত মহারাজকে অভিশাপের কথা শুনাইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি গঙ্গাতীরে প্রয়োপবেশন করতঃ ঋষিগণের সমক্ষে মহারাজ বলিয়াছিলেন,—

'দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ'

"সেই ব্রাহ্মণ প্রেরিত কোন কুহক (মায়াবী) অথবা তক্ষকই আসিয়া আমাকে দংশন করুক, তোমরা বিষ্ণুগাথা গান কর।" এ স্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে,—যদ্যপি ভক্তি নিখিল অন্তরায় বিনাশ করিতে সমর্থা, তথাপি ভক্তের সঙ্কল্পানুরূপে নিজের সামর্থ্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ভক্তিদেবী প্রহ্লাদের বিঘ্নরূপ অগ্নিকে চন্দ্র হইতেও সুশীতল, হস্তিগণের বজ্রসম দন্তকেও তুলা হইতে সুকোমল, বিষকেও সুধা হইতে সুস্বাদু করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই পরীক্ষিত মহারাজের মরণহেতু ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ বিফল করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্রীপরী-ক্ষিত মহারাজ ভক্তির শক্তিকে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ-খণ্ডনরূপ অপব্যবহার করিতে সঙ্কল্প না করাতেই সপ্তম-দিবসে তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল। তিনি ভক্তির সম্পূর্ণ শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন। এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্ত মাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। ভক্তির কোন ক্ষমতাকেই দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধান্বিত ব্যব-হারিক বিষয়ে প্রয়োগ করা অত্যন্তই অকর্ত্তব্য, ১৫৫।১।১৯

অতএবাধুনিকেষু মহানুভাবলক্ষণবৎসু তদ্দর্শ-নেঽপি নাবিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ। কুত্রচিদ্ভগবদুপাসনা-বিশেষেণৈব তাদৃশমানুষঙ্গিকং ফলমুদয়তে, যথা—

যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজস্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা, মহী ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রাধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ১৫৬ ॥

অত্র সর্ব্বাত্মকতয়ৈব বিষ্ণুসমাধিনা তাদৃক্ ফলমুদিতং। এতাদৃশ্যুপাসনা চাস্য ভাবিজ্যোতি-র্ম্মণ্ডলাত্মকবিশ্বচালনপদোপযোগিতয়েংদিতেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫॥৫ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ। ১৫৬।

অথ ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক বস্ত্বন্তরাভিনিবেশো যথা—এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকা-ভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভনতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধন লক্ষণাচ্চেতি ॥১৫৭॥

স শ্রীভরতঃ। অত্রৈবং চিন্ত্যম্। ভগবদ্ভক্ত্য-ন্তরায়কং সামান্যমারব্ধকর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্ব্বল-ত্বাৎ, ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যতে ইন্দ্র-দ্যুম্নাদীনামেবেতি ॥ ৫॥৯ ॥ শ্রীশুকঃ।

অতএব মহানুভাবগণের লক্ষণযুক্ত আধুনিক ভক্তগণে নানাপ্রকার বিপত্তিদর্শন করিয়াও অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়, অর্থাৎ যে জন শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্ত হইবেন তাঁহার এইপ্রকার অন্তরায় হইবে কেন! কারণ শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতি মহানুভবগণ ভক্তি-শক্তির প্রভাবে নিখিল বাধা-বিপত্তি পরাভব করিয়াছেন, "ইনি যখন সেই সকল বিপত্তি বিনাশ করিতে পারিতেছেন না তখন ইনি উত্তম ভাগবত নহেন"—এইরূপ অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, অথবা কোন ভাগবত ভক্তিশক্তিপ্রভাবে উপস্থিত অন্তরায়সকল বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া ইনি বিশুদ্ধ-ভাগবত নহেন এইরূপ অবিশ্বাস করা অনুচিত। কোনও ভক্তবিশেষে উপাসনার বৈশিষ্ট্য অনুসারেই অপ্রার্থিত ভাবেও ভক্তির আনুষঙ্গিক পূর্ব্ববর্ণিত তাদৃশ ফলের উদয় হইয়া থাকে। যেমন ধ্রুব মহাশয় যখন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তখন সেই রাজনন্দন ধ্রুব একপাদে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার চরণের অঙ্গুষ্ঠভরে নিপীড়িতা হইয়া, গজরাজ নৌকাতে উঠিলে যেমন পদে পদে নৌকাখানি দক্ষিণ, বাম দিকে নোয়াইয়া

কেচিত্তু সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদ্দ্‌ৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে। সা চ বর্ণিতা মৃগদেহং প্রাপ্তস্য তস্য, যথৈব শ্রীনারদস্য পূর্ব্বজন্মনি জাতরতেরপি কষায়রক্ষণমাহ—হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান মা মাম্ দ্রষ্টুমিহার্হতি. অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দশোঽয়ং কুযোগিনাম্॥ ১৫৮॥ স্পষ্টম্॥ ১॥ শ্রীভগবান্॥ ১৭৮॥

পরে সেই প্রকার পৃথিবীও অর্দ্ধেক নতা হইয়াছিল। এইস্থানে সর্ব্বব্যাপকরূপেই বিষ্ণুতে সমাধিস্থ হওয়ায় অপ্রার্থিত ভাবেও এতাদৃশ ফল উদিত হইয়াছিল। ধ্রুব মহাশয়ের এইরূপ উপাসনাটিও ভাবী জ্যোতির্ম্মণ্ডলাত্মক বিশ্বপরিচালন পদের উপযোগীতারূপেই উদিত হইয়াছিল। এইস্থানের অভিপ্রায় এই যে, উপাসনার ফলরূপে শ্রীধ্রুবমহাশয় যে ধ্রুবলোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই ধ্রুব লোকটি জ্যোতিশ্চক্রের মেধী, (শস্যাদি মাড়াইবার সময় গো সকলকে আবদ্ধ রাখার জন্য মাঝখানে যে খুঁটিটি পোঁতা হয় তাহাকেই মেধী বলে, সেইটী অবলম্বনে গোসকল যেমন চারিদিকেই ঘুরিতে থাকে) জ্যোতিশ্চক্র এই ধ্রুবলোক-অবলম্বনে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ঘুরিতেছে, এইজন্যই ধ্রুব মহাশয়ের অঙ্গুষ্ঠের ভারে পৃথিবী অর্দ্ধবিনতা হইয়াছিল॥১৫৬॥৪॥৮॥ শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিয়াছেন।

অনন্তর ভগবদ্ভিন্ন বস্তুতে অভিনিবেশ হইলে যে, ভগবানে নিষ্ঠার চ্যুতি হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন। যেমন রাজর্ষি ভরত যখন পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার অসম্ভব মানস-অভিনিবেশে মৃগশাবকরূপে প্রতিভাসমান নিজ আরব্ধ কর্ম্মফলে সেই যোগিতাপস যোগারম্ভ হইতে বিশেষভাবে ভ্রষ্ট হইলেন এবং শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন, এখন দিবারজনী সেই মৃগশাবকটিকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এস্থানে চিন্তার বিষয় এই যে, ভগবদ্ভক্তের সামান্য আরব্ধকর্ম্ম অন্তরায় হইতে পারে না; যেহেতু আরব্ধকর্ম্ম অতি দুর্ব্বল, শ্রীভগবদ্ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা বলিয়া সবলা। মায়াশক্তির কার্য্য প্রারব্ধ কর্ম্ম কিরূপে চিৎভক্তির বৃত্তিরূপা ভগবদ্ভক্তির উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? অতএব এ স্থানে বুঝিতে হইবে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ যেমন শ্রীভগবদর্চ্চন করিবার সময়ে সমাগত অগস্ত্যমুনিকে সমাদর না করার অপরাধে হস্তিজন্ম লাভ করিয়াছিলেন, এস্থানেও সেইরূপ কোন প্রাচীন অপরাধের ফলেই এই প্রকার মৃগদেহে অভিনিবেশ জন্য ভরত মহারাজ ভগবদ্ভজন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। ॥ ৫॥৭॥ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহরাজকে বলিয়াছিলেন। ॥ ১৬৭॥

এই বিষয়ে কেহ কেহ কিন্তু "ভগবদ্ভক্তিতেও ভগবানে উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্য স্বয়ং ভগবানই সাধারণ মায়াময় প্রারব্ধ-কর্ম্মেরই জাতরতি তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের প্রাবল্য প্রকাশ করাইয়া দেন," এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সেই উৎকণ্ঠা ও প্রাপ্তমৃগদেহ ভরতমহাশয়ের বর্ণন যথেষ্ট রূপেই করা হইয়াছে। শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বজন্মে অর্থাৎ যখন দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীহরিতে স্থায়ীভাব লাভ করা সত্ত্বেও যেমন শ্রীভগবানের আবির্ভাবপ্রাপ্তির পর অদর্শনে পুনর্ব্বার দর্শনপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত আকুল প্রাণে কাঁদিতেছিলেন, সেই সময়ে আকাশবাণীতে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—হে নারদ, তুমি এই জন্মে আর আমাকে দেখিতে পাইবেনা, ইহা বড়ই খেদের কথা! আমার স্বভাব এই যে যাঁহাদের কষায় (ভোগবাসনা) ক্ষয় হয় নাই সেই সকল কুযোগিগণকে আমি দেখা দিই না, তবে যে একবার মাত্র তোমাকে দেখা দিলাম সেইটী কেবল তোমার উৎকণ্ঠা বাড়াইবার জন্য। শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন। ১॥৬॥১৫৮॥

তদেবমপরাধহেতুকতদভিনিবেশোদাহরণং গজেন্দ্রাদীনাং বিষয়াবস্থায়াং কার্য্যম্। অথ ভক্তি-শৈথিল্যম্। যেনাধ্যাত্মিকাদিসুখদুঃখনিষ্ঠৈবোল্লসতি। ভক্তিতৎপরাণান্তু তত্রানাদরো ভবতি। যথা সহস্রনামস্তোত্রে—ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ঞ্চাপ্যুপজায়তে॥

ইতি। যা তু সৎসাধকস্য মনুষ্যদেহরিরক্ষিষা-জায়তে সাপ্যুপাসনাবৃদ্ধিলোভেন নতু দেহমাত্ররিরক্ষিষয়েতি। ন তথাচ ভক্তিতাৎপর্য্যহানিঃ। তদেবম্ বিবেকসামর্থ্যযুক্তস্যাপি ভক্তিতাৎপর্য্যব্যতিরেক-গম্যং তচ্ছৈথিল্যং মধ্যে মধ্যে রচ্যমানয়া ভক্ত্যা যন্ন দূরীক্রিয়তে তদপরাধালম্বনমেবেতি গম্যতে। অতএবাপরাধানুমানাপ্ররস্তের্মূঢ়ে চাসমর্থে চাল্পেন সিদ্ধিঃ সমর্থৈব। তত্র দীনদয়ালোঃ শ্রীভগবতঃ কৃপা চাধিকা প্রবর্ত্ততে। কিন্তু বিবেকসামর্থ্যযুক্তে সম্প্রত্যপি যোঽপরাধাপাতো ভবতি সোঽত্যন্তদৌ-রাত্ম্যাদেব। তদ্বিপরীতে তু নাতিদৌরাত্ম্যাদিতি বিদুষঃ সমর্থস্য শতধনুষোঽন্তরায়োঽনন্তরবিহিত ভগবদুপাসনস্যাপি যুক্ত এব। মূঢ়ানান্ত মূষিকাদীনা-মপরাধেঽপি সিদ্ধিস্তথৈব যুক্তা; দৌরাত্ম্যাভাবেন ভজনস্বরূপপ্রভাবস্যাপরাধমতিক্রম্যোদয়াৎ। অথ ভক্ত্যাদিকৃতাভিমানস্বস্কাপরাধকৃতমেব বৈষ্ণবাবমা-নাদিলক্ষণাপরাধান্তরজনকত্বাৎ। যথা দক্ষস্য প্রাক্তন-শ্রীশিবাপরাধেন প্রাচেতসত্বাবস্থায়াং শ্রীনারদা পরাধজন্মাপি দৃশ্যতে। তদেবং যঃ সকৃদ্ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্ যথাবদেব, যদি প্রাচীনোঽর্ব্বা-চীনো বা অপরাধো ন স্যাৎ। মরণে তু সর্ব্বথা সকৃদেব যথা কথঞ্চিদপি ভজনমপেক্ষ্যতে। তত্র হি তস্যৈব সকৃদপি ভগবন্নামগ্রহণাদিকং জায়তে, যস্য পূর্ব্বত্র বাত্র জন্মনি সিদ্ধেন ভগবদারাধনাদিনা তদা-নীম্ স্বীয়প্রভাবং প্রকটয়তানন্তরমেব ভগবৎসাক্ষাৎ-কারো ভাব্যতে। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ-ত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। ততোঽপ-রাধাভাবাৎ তৎক্ষয়ার্থং ন তত্রাবৃত্ত্যপেক্ষা। যথা-জামিলস্য। ন তথা কৃতত্মামশ্রবণাদীনামপি যমদূতানাম্। যথাহ—অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধো-ত্তমদর্শনে। ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসী-দতি ॥ ৫৯ ॥

তাহা হইলে এই প্রকারে অপরাধ জন্য বিষয়ে অভি-নিবেশের উদাহরণ গজেন্দ্র প্রভৃতির বিষয়াবস্থা অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখাবস্থায় দেওয়া উচিত। এক্ষণ ভক্তিশৈথিল্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, যে ভক্তিশৈথিল্য জন্য আধ্যা-ত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক সুখ-দুঃখাদিতে নিষ্ঠা উল্লসিত হইয়া উঠে, অর্থাৎ ভক্তিশৈথিল্যজন্য নিজ দেহে ও দৈহিক সুখদুঃখের অনুসন্ধানে চিত্তের আবেশ প্রকাশ পায়। কিন্তু যাঁহারা ভজনানুষ্ঠানতৎপর তাঁহাদের সেই দৈহিক সুখদুঃখাদি এবং আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক অন্তরায়ে চিত্তের আবেশ ঘটেনা, বরঞ্চ তাঁহারা সমাদরই করিয়া থাকেন। যেমন, সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত আছে, যাঁহারা বাসুদেবের ভক্ত তাঁহাদের কোন অমঙ্গল নাই, এমন কি জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি হইতেও তাঁহারা কোন-প্রকার ভীত নহেন। কিন্তু সৎসাধকের মনুষ্যদেহ রক্ষা করিবার যেইচ্ছা জন্মে, সেই শ্রীভগবদ্-উপাসনা বৃদ্ধির লোভে অর্থাৎ "ভগবদ্ভজন করিতে করিতে তাঁহারা এমত একটী বিশেষ আস্বাদন লাভ করেন, তাহাতে মনে হয় আরও দীর্ঘদিন মনুষ্যজীবন থাকিলে সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিতাম" এইরূপ ভজন করিবার লালসাতেই তাঁহারা দীর্ঘকাল মনুষ্য-জীবন লাভের জন্য কামনা করিয়া থাকেন। এইজন্য সে কামনা ভক্তিবিরুদ্ধ নহে, বরঞ্চ ভক্তির অনুকূলই হইয়া থাকে। কিন্তু দেহমাত্র রক্ষার লালসায় বাঁচিতে চাহেন না, যে স্থানে দেখা যাইবে নিজের হিতাহিত বিচার করিবার সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তির ও ভক্তিতাৎপর্য্যশূন্য ভজন-শৈথিল্য উপস্থিত হয়, সে স্থানে মধ্যে মধ্যে নিয়মিত অনু-ষ্ঠিত ভজন হইতেও ভক্তিশৈথিল্য নিবারণের জন্য অধিক পরিমাণে স্বতন্ত্রভাবে ভজনের অনুষ্ঠান করে না, এবং ভজ-নের প্রতি শৈথিল্য দর্শন করিয়া ও অনুতপ্ত হৃদয়ে সিদ্ধভক্ত অথবা শ্রীভগবানের নিকটে যে আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া সেই শৈথিল্য নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে না। সে স্থানে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে—তাহার সেই ভক্তিশৈথিল্য অপরাধকে

আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সেইজন্যই বুঝিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ভজনশৈথিল্য নিবৃত্তির চেষ্টা করে না। যেখানে অনুমান করা যায় যে "তাহার অপরাধ আছে বলিয়াই অন্তরায়-নিবৃত্তির প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না, সেস্থানে মূঢ় অথচ অসমর্থ ব্যক্তিতে অল্পভক্তির অনুষ্ঠানেই অপরাধ-নিবৃত্তি হইয়া সিদ্ধি দানে সমর্থ হইতে পারে। যেহেতু সেই মূঢ় এবং অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি দীনদয়াল শ্রীভগবানের কৃপা অধিক পরিমাণে উদিত হইয়া থাকেন, কিন্তু বিবেক-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ "যিনি বুঝিতে পারেন যে এটী আমার অপরাধ করা হইতেছে বা হইবে, এবং অপরাধ হইলেই ভজনের ব্যাঘাত ঘটিবে, ইহা বুঝা সত্ত্বেও সম্প্রতি যে তাহার অপরাধ উপস্থিত হয় সেটী কিন্তু অত্যন্ত দৌরাত্ম্য-হেতুকই ঘটিয়া থাকে। আর যে স্থানে দেখা যাইবে যে "এটী যে অপরাধ" ইহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অপরাধ করিয়া থাকে, সেস্থানে বুঝিতে হইবে যে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য-হেতু এই অপরাধ উপস্থিত হয় নাই, এইজন্য অপরাধ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ, এবং পূর্ব্বাবস্থায় ভগবদুপাসক শতধনু মহারাজের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৌরাত্ম্যরূপ যে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল সেটী যুক্তিযুক্তই। মূঢ়, মদিরামত্ত মানব, মূষিক প্রভৃতির অপরাধ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমন্দিরে ধ্বজা-রোপণ এবং শ্রীমন্দিরে দীপপ্রদানরূপ ভক্তি-আভাসেও সিদ্ধি-প্রাপ্তি পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুরূপই বুঝিতে হইবে। এই মূষিক প্রভৃতির চরিত্র পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আর বিস্তার করা হইল না। এস্থানে ভক্তির আভাষ মাত্রেই সিদ্ধি-লাভের প্রতি কারণ এই যে এই মূষিক প্রভৃতি কোনটী অপরাধ, ও কোনটী অপরাধ নয় ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়া ইহাদের শ্রীভগবানের ঘৃতবর্ত্তি হরণ করা এবং উলঙ্গ হইয়া কাপড় উড়াইয়া পুরাতন জীর্ণ মন্দিরে নৃত্য করাটী অত্যন্ত দৌরাত্ম্য মধ্যে পরিগণিত নয় বলিয়াই ভজনস্বরূপ-প্রভাবে অপরাধ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।

অনন্তর পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তিবাধক কৌটিল্য (১) অশ্রদ্ধা (২) ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক বস্ত্বন্তরাভিনিবেশ (৩) ভক্তি-শৈথিল্য (৪) স্বভক্ত্যাদিকৃতমালিন্য (৫) এই পাঁচটীর মধ্যে যথাক্রমে চারিটী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। এক্ষণে নিজ ভজন অনুষ্ঠানাদি জন্য উত্থিত অভিমানের পরিচয় করাইতেছেন। যেস্থানে দেখা যাইবে ভজন করিতে করিতে "আমি বড় ভক্ত, আমার মত আর কেহই ভজন করে না" এইরূপ অভিমানের উৎপত্তি হয়, সেস্থানে বুঝিতে হইবে তাহার প্রাচীন বা আধুনিক কোনও অপ-রাধেই পূর্ব্বোক্ত অভিমানের উদয় হইয়াছে। যেহেতু ঐ অপরাধ-উত্থিত অভিমানে বৈষ্ণব-অবজ্ঞারূপ অপ-রাধান্তরেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেমন দক্ষ প্রজা-পতির পূর্ব্বজন্মে কৃত শিবনিন্দাপরাধের ফলে দ্বিতীয়জন্মে যখন প্রচেতানন্দন দক্ষ নামেই অভিহিত হইয়া প্রজাপতি পদবী লাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্মে শ্রীব্রহ্মার আদেশে প্রথমতঃ দশসহস্র প্রজা উৎপাদন করেন, তখন তাঁহা-দিগকে পরমেশ্বর উপাসনা করিয়া শক্তিলাভ করতঃ প্রজা সৃষ্টি করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সকল পুত্রগণও পশ্চিমসমুদ্র তীরে যাইয়া শ্রীভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহা-দের সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ঘটায় তাঁহারা বিষয়-বৈরাগ্য-লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। দক্ষপ্রজাপতি সেই সংবাদ শুনিতে পাইয়া শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হয়েন। তা নাই বা হইবেন কেন? যাহারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভোগ-মার্গের মানুষ, তাহাদের নিবৃত্তি অর্থাৎ ত্যাগমার্গের মানুষের উপরে প্রকৃতিবিরোধ-জন্য কুপিত হওয়া স্বাভাবিক। তৎপর "আর প্রজাসৃষ্টি করিবেন না"—এইরূপ সঙ্কল্প করিলে শ্রীব্রহ্মা পুনরায় আসিয়া নানা প্রবোধ দেওয়াতে পুনরায় একসহস্র পুত্র সৃষ্টি করেন। তাঁহারাও পূর্ব্বের মত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সঙ্গে ও প্রসঙ্গে বিষয়বিরক্ত ঐকান্তিক ভক্ত হয়েন। প্রজাপতি সেই সংবাদ শুনিয়া একবারে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ দক্ষপ্রজাপতিকেও ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভক্ত করিবার লালসায়—যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়েন, তখন প্রজাপতি ক্রোধাবেশে শ্রীপাদ দেবর্ষিকে বহুতর ভৎর্সন করেন। কেবল ভৎর্সন করিয়াও নিবৃত্ত হয়েন নাই, পরে "একত্র অবস্থান হইবে না" বলিয়া অভিসম্পাতও করিয়া-ছেন। শ্রীনারদের নিকটে দক্ষপ্রজাপতির এইরূপ

অপরাধের উৎপত্তিও দেখা যায়। এই অপরাধের মূল-কারণ কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত শিবনিন্দাপরাধ। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক অপরাধ জন্য অভিনব অপরাধের উৎপত্তির কারণ নিজের ভজনোত্থিত অভিমান, ইহা সুস্পষ্টই দেখা যায়। তাহা হইলে এই রীতি অনুসারে যদি তাহার প্রাচীন বা আধুনিক কোনও অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে একবারমাত্র ভজন করিলেই অর্থাৎ একবারমাত্র উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামাদিতেই যে ভক্তিফল প্রেমের উদয় হয়, তাহা যথার্থই বলা হইয়াছে।

এই অভিপ্রায়েই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে সংসার ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না করে অঙ্কুর॥

মরণকালে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে যথাকথঞ্চিৎ ভাবেও একবার মাত্রই ভজনের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ মৃত্যুকালে একবার মাত্র যেমন তেমন ভাবে শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণাদির মধ্যে কোন একতম ভজন করিলেই পরমা-গতি লাভ হইয়া থাকে। যাহার পূর্ব্ব-জন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে শ্রীভগবদারাধনাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহারই সেই সময়ে ভজনশক্তি নিজ সামর্থ্য প্রকাশ করেন বলিয়াই সেই অন্তিমকালেও শ্রীভগবানের নামাদি গ্রহণ হইয়া থাকে, এবং দেহত্যাগের পর শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারেরও সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহার ভজন সিদ্ধ হয় নাই, তাহার প্রাণবিয়োগকালে মুখে নামাদি উচ্চারণ হওয়া অসম্ভব। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতোপানিষদেও বর্ণিত আছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

হে কৌন্তেয়! অন্তিমকালে যে যে বিষয় চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শ্লোকে "সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ" এই পদটীর তাৎপর্য্য এই যে—সর্ব্বদা যে যে ভাবে হৃদয় আবিষ্ট থাকে, অন্তিমকালে সেই সেই বিষয়েরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই প্রমাণটীতে ভজনসিদ্ধ ব্যক্তিরই যে অন্তিমকালে শ্রীনামাদি ভজনাঙ্গের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদন করা হইল। অতএব যাহার অন্তিমকালে ভজনাঙ্গের স্ফূর্ত্তি হয়, নিশ্চয়ই তাহার প্রাচীন বা আধুনিক কোনও অপরাধ নাই; অপরাধ থাকিলে অন্তিমকালে শ্রীনামাদির স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনাই করা যাইতে পারে না। অপরাধ না থাকাতে ভজনের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির অপেক্ষা নাই। যেমন অপরাধশূন্য অজামিলের অন্তিম সময়ে একবার মাত্র উচ্চারিত নামাভাসে কৃতার্থ হওয়ার কথা শোনা যায়। কিন্তু যমদূতগণের বহুনামাদি-শ্রবণ করিয়াও তেমন কৃতার্থ হওয়ার কথা শোনা যায় না। কারণ তাহাদের শ্রীনামের প্রতি যেমন প্রীতির অভাব তেমনি শ্রীনামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও প্রশংসাবাক্য মনে করা রূপ দুইটী অপরাধ আছে। শ্রীঅজামিল যে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাক্যেতেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অদ্যাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥

৬৷২ অধ্যায়।

যদ্যপি আমি সর্ব্বপ্রকারে সৌভাগ্যহীন, তথাপি এই মহাপুরুষগণের সন্দর্শনে আমার মঙ্গলই ঘটিবে, যেহেতু আমি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এইস্থানে মঙ্গলশব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতে "পূর্ব্বসঞ্চিত মহাপুণ্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে মহাপুণ্য বলিতে সাধুসঙ্গরূপ অর্থই সুসঙ্গত॥ ১৬০॥

পূর্ব্বেন মঙ্গলেন মহতা পুণ্যেন ইতি টীকা চ। ব্যতিরেকেণাহ, অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচেবৃ্র্ষলীপতেঃ। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥ ১৬০॥ স্পষ্টম্ ॥৬॥২॥ শ্রীমানজামিলঃ ॥ ১৬০ ॥

যত্তু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যজতো নামানি গৃহীত্বাপি শরীরান্তরপ্রাপ্তিস্তত্রাপি সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রাপ্তিরেব; তাদৃশানাং হৃদি সদাবির্ভাবাৎ। এবমজামিলস্য পূর্ব্বশরীরাবস্থিতাবপি জ্ঞেয়ম্। ততো মরণসময়ে সকৃদ্ভজনস্যানন্তরমেব কৃতার্থত্বপ্রাপণে ব্যভিচারো ন স্যাৎ। অতএবাহ—এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ১৬১ ॥

টীকা চ—এতাবানেব জন্মনো লাভঃ ফলম্। তমাহ নারায়ণস্মৃতিরিরিতি। সাংখ্যাদিভিঃ সাধ্যমিতি তেষাং স্বাতন্ত্র্যেন লাভত্বং বারয়তি। অন্তে তু স্মৃতিঃ পরো লাভঃ। ন তন্মহিমা বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ ইত্যেষা। নামকৌমুদীকারৈশ্চাস্তিমপ্রত্যয়োঽভ্যহিত ইত্যুক্তম্ ॥২॥১ শ্রীশুকঃ। ১৬১।

অতএবাজামিলস্যান্যদাপি পুত্রোপচারিতং নারায়ণনাম গৃহ্নতঃ প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নামস্মরণান্নৃণাম্। সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে। ইতি পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুত্যনুসারেণ, জরামরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানীতি পঞ্চমোক্তগদ্যস্থিতাপিশব্দেন প্রথমনামগ্রহণাদেব ক্ষীণসর্ব্বপাপস্যাপি মরণে যন্নামগ্রহণং তৎপ্রশংসৈব শ্রূয়তে। তত্রাপ্যাবৃত্ত্যা—অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতিম্। যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীদিত্যাদি ॥ ১৬ ॥

অশেষশব্দোঽত্র বাসনাপর্য্যন্তঃ। অঘশব্দশ্চ পরাধপর্য্যন্ত ইতি। অত্র মরণে সর্ব্বেষাং দৈন্যোদয়োঽপি শ্রীভগবৎকৃপাতিশয়দ্বারমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৬।২ ॥ শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ যমদূতান্ ॥ ৬২।

শ্রীমান্ অজামিল ব্যতিরেকমুখেও অর্থাৎ "যদি আমার প্রচুরতর সৌভাগ্যই না থাকিত, তাহা হইলে এই মহাপুরুষগণের দর্শন কখনই হইতে পারে না" এইরূপ বলিয়াছিলেন।

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচেবৃ্র্ষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥

অপবিত্র দাসীপতি আমার এই মরণসময়ে জিহ্বা শ্রীনারায়ণ নাম গ্রহণ করিতে পারে না, যদি আমার প্রচুরতর সৌভাগ্যের উদয় না হইত। একেতো জিহ্বায় শ্রীনাম উচ্চারণ হওয়াই পরম সৌভাগ্যের ফল, তাহাতে আবার অপবিত্র দাসীসংসর্গদোষে দুষ্টচিত্ত আমার মুখে শ্রীনাম উচ্চারণ হওয়ায় তো আরও অধিক সৌভাগ্যসাপেক্ষ, তন্মধ্যে আবার মরিবার সময়ে শ্রীনারায়ণ নাম উচ্চারণ আরও অধিকতর সৌভাগ্য না থাকিলে হয় না। অতএব নিরপরাধব্যক্তির মহাপুরুষের কৃপায় অল্প সাধনেও যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইতে পারে, সে বিষয়ে অজামিলচরিত্রই দৃঢ় আদর্শরূপে প্রদর্শিত হইলেন। ৬।২।১৬০ ॥

তবে যে ভরত মহাশয়ের মৃগশরীর ত্যাগ করিবার সময় শ্রীনারায়ণাদিনাম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণদেহে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছু নাই, অর্থাৎ যদি কোনও বাদী এইরূপ প্রশ্ন করেন যে—অন্তিম সময়ে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া শ্রীঅজামিল যেমন বৈকুণ্ঠলোকে গমন করতঃ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীভরত মহাশয় মৃগশরীর ত্যাগ করিবার সময় শ্রীনারায়ণাদি নাম উচ্চারণ করিয়াও বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেন না কেন? এবং তাঁহার ব্রাহ্মণদেহে জন্মগ্রহণই বা কেন হইল? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভরত মহাশয়ের দেহান্তর প্রাপ্তি হইলেও ঐ দেহেই তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহাদের মত মহাপুরুষগণের হৃদয়ে সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই প্রকার অজামিলের শ্রীহরি-প্রিয়পার্শ্বদগণের দর্শনলাভের পর পাঞ্চভৌতিক পূর্ব্বদেহ যতদিন ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে অনবরত

শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি হইতেছিল। অতএব মরণ-সময়ে একবার ভজন করিবার পরেই যে সাধক কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে, এবিষয়ে কখনই ব্যভিচার ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে ২।১ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! সাঙ্খ্য (আত্ম অনাত্মবিবেক অথবা প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক) এবং অষ্টাঙ্গ যোগ ও স্বধর্ম্ম-পরিনিষ্ঠাদ্বারা অন্তে নারায়ণস্মৃতিই জন্মগ্রহণের মুখ্যফল। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতেও বলিয়াছেন সাঙ্খ্য প্রভৃতিসাধনের সাধ্য নারায়ণস্মৃতি। সেই সকল সাধনে স্বতন্ত্র ভাবে অন্য কোনও কিছু প্রাপ্তি হইলে তাহাকে লাভ বা ফল বলা হইবে না। কিন্তু নারায়ণস্মৃতিই সেই-সকল সাধনের সাধ্য অর্থাৎ লাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্তিম সময়ে শ্রীনারায়ণস্মৃতি কিন্তু পরম লাভ। অন্তিম সময়ে শ্রীনারায়ণস্মৃতির মহিমা বলিতে কেহই সমর্থ নয়। শ্রীনামকৌমুদীকারও বলিয়াছেন—অন্তিম সময়ে শ্রীনারায়ণের স্মৃতি নিখিল সাধ্য হইতে পরমশ্রেষ্ঠ। ১৬১।

অতএব অন্য সময়েও পুত্রোপচারিত নারায়ণ নাম গ্রহণকারী অজামিলের প্রথম-উচ্চারিত নাম প্রভাবেই নিখিল পাপরাশি ক্ষয় হইলেও মরণসময়ে যে নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসাই শোনা যায়। প্রথমোচ্চারিত নামপ্রভাবেই যে অজামিলের নিখিল পাপরাশি নাশ হইয়াছিল এবিষয়ে ৬।২ অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতিকৃতস্তুতি-অনুসারেও দেখা যায়—

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নামস্মরণাৎ নৃণাম্
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥

আমি সেই চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবানকে নমস্কার করি, দেহান্তসময়ে অথবা জীবিতাবস্থায় যাঁহার নামস্মরণ প্রভাবে মানবমাত্রের নিখিল পাপরাশি সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চম স্কন্ধেও "জরামরণদশায়ামপি সকলকশ্মল-নিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি" এই গদ্যস্থিত "অপি" শব্দের দ্বারা প্রথম নাম গ্রহণ প্রভাবেই সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ের কথা পাওয়া যায়। তন্মধ্যেও পুনঃ পুনঃ শ্রীনামের আবৃত্তি-দ্বারাই মরণ-সময়ে রসনায় শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ৬।২ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন "অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতিং যদসৌ-ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ" হে যমদূতগণ! এই অজামিলকে তোমরা নীচের দিকে লইয়া যাইও না, ইনি নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, যদি তাহাই না হইবে মরিতে মরিতে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন কেন? অর্থাৎ প্রথমোচ্চারিত শ্রীনারায়ণনাম প্রভাবে ইহার নিখিল পাপ ধ্বংস না হইলে মরণসময়ে মুখে শ্রীনারায়ণ নাম উচ্চারণ হইতে পারে না। এই শ্লোকের "অশেষাঘ-নিষ্কৃতিং" পদে "অশেষ" শব্দে বাসনা পর্য্যন্ত, আর "অঘ" শব্দের উল্লেখ করাতে অপরাধ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

এইজাতীয় মরণে সকলেরই দৈন্যের উদয় থাকে, এবং সেই দৈন্যের উদয়ই শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপাপ্রাপ্তির দ্বার হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ দেখিতে এবং বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অনবরত শ্রীনামোচ্চারণপ্রভাবে নিখিল পাপ এবং অপরাধ ধ্বংশ হইলেই মরণসময়ে রসনায় শ্রীনাম উচ্চারিত হইয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে হৃদয়ের দীনভাব ও উদয় হয়। সেই দীন ভাবটীর তরতমতার অনুসারে শ্রীভগবৎকৃপারও তরতমতার প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৬২।

তদেবং অধিকারিবিশেষং প্রাপ্যৈব তত্তৎ-ফলোদয়ো দৃষ্টঃ। যথৈব পূর্ব্বমুদাহৃতম্। যথা চ জাতরুচিং প্রাপ্য—তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরম-মঙ্গলম্। কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥ ১৬৩॥

অতএবোক্তম্—ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভামতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তম ইতি॥ ১১।৬ শ্রীমদুদ্ধবঃ॥ ১৬৩॥

জাতপ্রেমাণং প্রাপ্য নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥১৬৪॥ স্পষ্টম্॥ ১০॥ ১॥ শ্রীরাজা॥ ১৬৪॥

তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে অধিকারি-বিশেষকে প্রাপ্ত হইয়াই সেই সেই পূর্ব্ববর্ণিত ফলের উদয় দেখা যায়, যেমন ভাবে পূর্ব্বে উদাহরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ও ১১।৬ অধ্যায়ে শ্রীগোবিন্দের নিকট যেমন ভাবে জাতরুচিভক্তকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার লীলার প্রভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও অধিকারিবিশেষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ের সেই উক্তিটী যথা—হে কৃষ্ণ! মানবমাত্রের পরমমঙ্গলদায়িনী তোমার বিবিধ লীলা যাহাদের কর্ণের সুধারূপে প্রকাশ পায়, সেই সকল হরিদাসগণ লীলাকথা-শ্রবণের আস্বাদন পাইয়া অন্য সমুদয় কামনা বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব অন্যত্রও দেখা যায়—পুরুষোত্তম ভগবানে যাঁহারা ভক্তিমান্ সেইসকল কৃতপুণ্য মহাপুরুষগণের কখনও ক্রোধ হয় না, মাৎসর্য্য হয় না, লোভ হয় না, এবং শুভকর্ম্ম করিবার জন্য কোনও বাসনা উঠে না। ১৬৩।

জাতপ্রেমা ভক্তকে প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎকথারূপা ভক্তির উল্লাস কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা শ্রীমান্ পরীক্ষিত মহারাজ ১০।১ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনিকে বলিয়াছেন—হে প্রভো! যদ্যপি আমি এই প্রায়োপবেশন করিবার পূর্ব্ব হইতেই জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি এই দুর্ব্বিসহ ক্ষুধায় কোনও পীড়া অনুভব করিতেছি না। তাহার মূলকারণ তোমার মুখচন্দ্র হইতে বিগলিত শ্রীহরিকথামৃত অনবরত পান করিতেছি। ১৬৪॥

ব্যাখ্যাতে যথাকথঞ্চিদ্ভজনসম্যগ্ভজনারম্ভৌ। তদেবং ভগবদর্পিতধর্ম্মাদিসাধ্যত্বাৎ তাং বিনান্যেষামকিঞ্চিৎকরত্বাত্তস্যাঃ স্বত এব সমর্থত্বাৎ স্বল্পলেশেন স্বভাসাদিনাপি পরমার্থপর্য্যন্তপ্রাপকত্বাৎ সর্ব্বেষাং বর্ণানাং নিত্যত্বাচ্চ সাক্ষাদ্ভক্তিরূপং তৎসাম্মুখ্যমেবাত্রাভিধেয়ং বস্তুিতি স্থিতম্।

ইয়মেব কেবলত্বাৎ অনন্যতাখ্যা। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ইত্যব্যবহিতবাক্যদ্বয়েঽন্বয়ব্যতিরেকোক্ত্যা অনন্যত্বং নাম হ্যন্যোপাসনারাহিত্যেন তদ্ভজনমুচ্যতে। ইত্থমেবাঙ্গীকৃতম্—অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাগিত্যাদৌ। তস্যাশ্চ মহাদুর্ব্বোধত্বং মহাদুর্লভত্বঞ্চোক্তম্—ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুঋষয়ো নাপি দেবা ইত্যাদৌ। যেঽভ্যর্থিতা ময়ি চ নো নৃগতিং প্রপন্না ইত্যাদৌ চ। তদেবং তস্যাঃ শ্রবণাদিরূপায়া সাক্ষাদ্ভক্তেঃ সর্ব্ববিঘ্ননিবারণপূর্ব্বকসাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেমফলদত্বে স্থিতে পরমদুর্লভত্বে চ সত্যন্যকামনয়া চ নাভিধেয়ত্বম্। তথা চতুর্থে—তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া। একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিরিতি তন্মাত্রকামনায়াঞ্চ ভক্তেরেবাকিঞ্চনত্বমকামত্বঞ্চ সংজ্ঞাপিতম্। মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ। যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষামকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজামিতি শ্রীঋষভদেববাক্যম্। অকামঃ সর্ব্বকামো বা ইত্যাদেশ্চ। তথা ইয়মেবৈকান্তিতেত্যপ্যুচ্যতে। একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্না ইতি গজেন্দ্রবাক্যাৎ এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ। একান্তিত্বাৎ ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তম ইতি নারদবাক্যাচ্চ। অতএবোক্তম্ গারুড়ে—একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ। তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতস ইতি। এষা এবোপদিষ্টা শ্রীগীতোপনিষৎসু, ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিত। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবেতি। মৎকর্ম্ম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। অহমেব পরমঃ সাধনত্বেন সাধ্যত্বেন চ যস্য। অতএব

সাধনসাধ্যান্তরসঙ্গবিবর্জিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইমামেব ভক্তিমাহ—তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ। ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥ ১৬০॥

যদপাশ্রয়া যদধীনা তং হরিমিত্যন্বয়ঃ। অনীহয়া কামনাত্যাগেন। অনীহং তথৈব কামনাশূন্যম্। ইচ্ছাকাঙ্ক্ষাস্পৃহাতৃড়িত্যমরঃ। ৭।৬। শ্রীপ্রহ্লাদঃ অসুরবালকান্॥ ১৬৫॥

যথাকথঞ্চিদ্ভজন এবং সম্যক-ভজনের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত-প্রকারে সাক্ষাৎভক্তিরূপে ভগবৎসাম্মুখ্যই শ্রীমদ্ভাগবত-মতে যে অভিধেয়বস্তু তাহাই সিদ্ধান্তিত হইলেন, যেহেতু ভগবদ্ভজনই শ্রীভগবানে অর্পিত ধর্ম্মাদির মুখ্যসাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যদি শ্রীভগবানে অর্পিত ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহার কথাতে রুচি না জন্মায়, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মকে নিষ্ফল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভক্তি-বিনা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি নিখিল সাধনেরই অকিঞ্চিৎকরতা উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ভক্তির স্বতন্ত্রভাবে নিখিল সাধনের মুখ্যফলপ্রদানে সামর্থ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। ভক্তি লেশমাত্রে এবং নিজ আভাসাদি দ্বারাও পরমার্থবস্তু-পর্য্যন্তের প্রাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটী বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রমেরও নিত্যকর্ত্তব্যরূপে ইহার নির্দ্দেশ আছে। এই ভক্তিই অন্যনিরপেক্ষবিশুদ্ধস্বরূপ-রূপে উল্লেখ থাকায় ইহারই অপর নাম অনন্যতা। শ্রীভগবদ্গীতায়—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

যে জন অনন্য হইয়া অনবরত আমাকে চিন্তা করতঃ সম্যগ্রূপে উপাসনা করে, সেই নিত্য-অভিযুক্তমনা ভক্তগণের যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি), ক্ষেম, (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়া থাকি। যাহারা অন্যদেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে সেই সেই দেবতান্তরকে উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই ভজন করিয়া থাকে। 'অবিধি' পদের অর্থ যে বিধানে উপাসনা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, সে উপায়টী তাহারা অনুষ্ঠান করে না। যেহেতু রজঃ ও তমো গুণে আবৃত ব্রহ্মের উপাসনায় কখনও মুক্তি হইতে পারে না, অনাবৃত-ব্রহ্ম-আমার সাক্ষাৎ ভজনে মোক্ষ হইয়া থাকে। তাহারা এ সকল বিধি না জানিয়াই সেই সেই দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। এই অব্যবহিত দুইটী বাক্যে অন্বয় (বিধিমুখে), ব্যতিরেক—(নিষেধমুখে) উক্তিতে অনন্যশব্দে অন্যদেবতার উপাসনা-রহিত হইয়া ভগবদ্ভজনের উপদেশই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবতাকে ভজন না করিয়া সাক্ষাৎ-রূপে ভগবদ্ভজনের নামই অনন্যতা।

শ্রীভগবদ্গীতায় এই প্রকারেই অনন্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবহিতো হি সঃ॥

অন্যদেবতার উপাসক সুদুরাচার হইয়াও যদি আমাকে ভজে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে, যেহেতু সে ভক্তি করিলেই যে সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্ত হয় এবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। এই শ্লোকে অনন্য দেবতার উপাসক এবং একমাত্র ভগবদুপাসককেই সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সাক্ষাদ্ভক্তির মহাদুর্জ্ঞেয়ত্ব এবং মহাদুর্লভত্বও উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদু ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ॥ ৬।৩।১৯।

ধর্ম্মরাজ যম নিজদূতগণকে কহিলেন—সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কিন্তু ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধমুখ্যগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ জানে না; বিদ্যাধর, চারণগণ যে জানে না তাহা আর কি বলিব? এই শ্লোকটীতে শ্রীভগবদ্ভক্তির মহাদুর্জ্ঞেয়ত্ব দেখান হইয়াছে।

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্নাঃ
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সংমোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে॥

৩।১৫।২৪

শ্রীব্রহ্মা সনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন—হে বৎস্যগণ! যে মানবজন্মে ধর্ম্মের সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, সেই আমাদের কর্ত্তৃক প্রার্থিত মানবজনম পাইয়া যাহারা শ্রীহরির আরাধনা করে না, তাহাদের জন্য বড় খেদ হয়। যেহেতু তাহারা শ্রীহরির মায়ায় অত্যন্ত বিমোহিত। এই শ্লোকটীতে ভগবদ্ভক্তির মহাদুর্লভত্ব দেখান হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা সাক্ষাৎ ভক্তির সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভগবানে প্রেম প্রদানে সামর্থ্য এবং পরমদুর্লভত্ব থাকা সত্ত্বেও ভক্তিভিন্ন অন্যকামনা করিয়া যাহারা ভজনানুষ্ঠান করেন, সেই ভজনটী অভিধেয় অর্থাৎ শাস্ত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য-উপদেশ রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই—

তং দুরারাধ্যমারাধ্য শতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ॥

৪।২৪।৫৫॥

শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে কহিলেন—হে বৎস্যগণ! সাধুগণেরও দুষ্প্রাপ্য একান্ত ভক্তিতে দুরারাধ্য যেই শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া কোনজন তাঁহার শ্রীচরণমূল ছাড়িয়া বাহ্য-স্বর্গাদি-সুখের কামনা করিয়া থাকে? এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন অন্য কামনা করিয়া ভজন করা যে কর্ত্তব্য নহে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তিমাত্র কামনাতেই বিশুদ্ধভক্তির অকিঞ্চনত্ব এবং অকামত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে—ইহাই জ্ঞাপন করা হইল। ভগবান্ ঋষভদেবের বাক্যেও দেখা যায়—

মত্তোঽহনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গা বর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্॥ ৫।৫।২৫॥

হে পুত্রগণ! যাহারা স্বর্গ এবং অপবর্গের অধিপতি পরাৎপর অনন্তস্বরূপ আমার নিকট হইতেও কিছু চায়না সেইসকল আমাতে একান্ত ভক্তিমান অকিঞ্চনগণের সাধারণ রাজ্যাদি দ্বারা কি লাভ হইতে পারে?

এই শ্লোকে বিশুদ্ধভক্তির অকিঞ্চনত্ব দেখান হইয়াছে। "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বিশুদ্ধভক্তির অকামত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন এই বিশুদ্ধা ভক্তি অনন্যা অকিঞ্চনা, ও অকামা সংজ্ঞায় অভিহিতা, তেমনি একান্তিতা শব্দেও কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। অর্থাৎ এই বিশুদ্ধা ভক্তিই কোথাও অকিঞ্চনা, কোথাও বা অকামা, কোথাও বা অনন্যা এবং কোথাও বা একান্তিতা নামে বিখ্যাতা। সেইজন্য গজরাজ শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ॥" ৮।৩।২০॥ তাঁহার চরণে একান্ত প্রপন্ন যে ভগবৎভক্তগণ শ্রীভগবানের নিকটে কিছুমাত্রও কামনা করে না, তাহারাই একান্তা নামে অভিহিত। শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ও ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব কর্ত্তৃক লোকপ্রলোভনকারী বরসমূহে অসুরোত্তম শ্রীমান্ প্রহ্লাদ প্রলোভিত হইয়াও সেই সকল বর প্রাপ্তির ইচ্ছা করে নাই; যেহেতু ভগবানে একান্তী হইয়াছিল। এই প্রকার নিষ্কাম-ভক্তই যে একান্তা শব্দে অভিহিত হয় তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। অতএব গরুড়পুরাণে একান্তা শব্দের ব্যাখ্যায় এইরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে—

"একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভগবত চেতসঃ॥

যেহেতু বিষ্ণুতে একান্তভাবে সর্ব্বদা পরায়ণ অর্থাৎ কোনও সময়ে শ্রীভগবানে ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই কামনা করেন না, সেই জন্যই ভগবদ্গতচিত্ত ভাগবতগণ "একান্তী" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদেও এই অনন্যা-ভক্তির কথাই উপদেশ করা হইয়াছে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুনঃ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মদেকনিষ্ঠা অনন্যা ভক্তির দ্বারাই কিন্তু এইপ্রকার নরাকৃত চতুর্ভুজ স্বরূপ আমাকে পরমার্থতঃ জানিতে অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্টিতে পরোক্ষ অনুভব করিতে এবং প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিতেও লৌহে অগ্নির দাহিকাশক্তির প্রবেশের মত তাদাত্ম্যে আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। অন্য কোনও উপায়েই আমাকে জানিতে পারে না।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ সঃ মামেতি পাণ্ডব॥

হে পাণ্ডব! যে জন আমার জন্য মন্দির নির্ম্মান এবং সেই মন্দির মার্জ্জন, আমার জন্য পুষ্পবাটী রচনা তুলসী-কানন সংস্কার ও জল সেচনাদি কর্ম্ম করে, আমাকেই যেজন নিজ পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানে, আমার কথা-শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরসনিরত আমার বিমুখজনসংসর্গ সহিতে অসমর্থ, সর্ব্বভূতে নির্বৈর এবম্ভূত ভক্তই এই নরাকার কৃষ্ণ আমাকে লাভ করিতে পারে, অন্য কেহ পারে না। অতএব ভক্তিভিন্ন সাধন ও সাধ্য সঙ্গশূন্য ভক্তই সঙ্গ-বর্জ্জিত শব্দে অভিহিত। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুরবালক-গণকে ৭।৬। শ্লোকে এই বিশুদ্ধভক্তির কথাই উপদেশ করিয়াছিলেন।

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥

হে অসুরবালকগণ! অর্থ, কাম, ও ধর্ম্ম যে নিষ্কাম-ভক্তির অধীন অর্থাৎ যে নিষ্কামভক্তির অনুষ্ঠান করিলে অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম অনুগতভাবে আপনিই মিলিয়া যায়; সেইজন্য ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কোনও কামনা না রাখিয়া নিষ্কামভাবে কামনাশূন্য সেই পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরিকে ভজন কর। ইচ্ছা আকাঙ্খা, স্পৃহা, তৃষ্ণা এই কয়েকটী শব্দকে একার্থবাচী বলিয়া অমরকোষে উল্লেখ করিয়াছেন ১৬৫॥

তথৈবেভয়োঃ কামনাশূন্যত্বং স্বয়মেবাহ—আশা-সানো নৈব ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষমাত্মনঃ। ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥ অহন্ত্ব-কামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ। নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥ ৬৬॥ স্পষ্টম্॥ ৭॥১০॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্॥ ১৬৬॥

এবমেবাহ—নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে। যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ ১৬৭॥

অয়ং প্রভুরাত্মনো মানং পূজাং জনান্নিজভক্তান্ন বৃণীতে নেচ্ছতি। তত্র হেতুর্নিজস্য ভক্তস্যৈব লাভেন পূর্ণঃ পরমসন্তুষ্টঃ। হেত্বন্তরং করুণঃ, পূজার্থং তৎ-প্রয়াসাদাবসহিষ্ণুঃ। কথম্ভূতাজ্জনাদবিদুষঃ, পিতুরগ্রে বালকবৎ তস্যাগ্রে ন কিঞ্চিদপি জানতঃ! এষা স্বস্য জনৈকবর্গত্বেন দৈন্যোক্তিঃ। যদ্বা তদাবেশেনান্যৎ কিঞ্চিদপি ন জানত ইতর্থ্যঃ। উভয়ত্র পক্ষেঽপি তচ্চ তস্য কারুণ্যহেতুরিতি ভাবঃ। তর্হি কিং জনস্তস্য মানং ন কুরুত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ যদিতি। স চ জনঃ যং যং মানং ভগবতে বিদধীত সম্পাদয়তি স সর্ব্বোঽপ্যা-ত্মার্থমেব। তৎসম্মানমাত্রেণৈব স্বসম্মাননাভিমননাৎ সুখং মন্যমানস্তন্মানং করোত্যেবেত্যর্থঃ। তৎসম্মান-মাত্রেণ স্বসম্মানশ্চ তদেকজীবনস্য তজ্জনস্য যুক্ত এবেতি দৃষ্টান্তমাহ, যথা মুখে যা শোভা ক্রিয়তে তন্মাত্রমেব প্রতিমুখস্য শোভায়ৈব ভবতি নান্যদিতি।৭।৯। প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্॥ ১৬৭॥

পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে ভক্ত এবং শ্রীভগবান্ উভয়েই যে কামনাশূন্য তাহা শ্রীপ্রহ্লাদ স্বয়ংই ৭।১০ শ্লোকে বলিয়াছেন;—হে নাথ! যে জন নিজ প্রাণবল্লভের নিকটে স্বীয়-সুখ-সম্পদের আশঙ্কা করে, তাহাকে কখনও ভৃত্য বলা যাইতে পারে না। আবার যে প্রভু নিজভৃত্যের নিকটে স্বীয় স্বামিত্ব ইচ্ছায় ভৃত্যকে সুখসম্পদাদি দান করে, তাহাকেও স্বামী বলা যাইতে পারে না। আমি কিন্তু তোমার নিষ্কামভক্ত, তুমিও নিরপেক্ষ পূর্ণকাম প্রভু॥

এই প্রভু-দাস-সম্বন্ধের ভিতরে রাজা এবং তাহার সেবকের সার্থসাপেক্ষ স্বামিভৃত্য সম্বন্ধ; আমাদের কিন্তু সেই প্রকার নয়। এই উক্তিতে ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরনিরপেক্ষ দাস-প্রভু-সম্বন্ধটী দেখান হইয়াছে। ১৬৬। শ্রীপ্রহ্লাদ ৭।৯ অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবকে আরও বলিয়াছেন—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

এই আমার প্রাণের প্রভু নিজভক্তগণের নিকট হইতে 'মান' পূজা চাহেন না, তাহার কারণ নিজ ভক্তকে পাইয়াই পূর্ণ অর্থাৎ পরম সন্তুষ্ট থাকেন। পিতা যেমন পুত্রকে পাইয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু পুত্র প্রণাম করিল কি না তা তে যেমন পিতার কোনই অপেক্ষা থাকে না, আমার প্রভুও তেমনি। নিজভক্তের নিকট হইতে পূজা না চাহিবার কারণ উল্লেখ করিতেছেন.—যেহেতু তিনি করুণ। প্রভুকে পূজা করিবার জন্য ভক্তের যে প্রয়াস চেষ্টা বা পরিশ্রম তাহা সহিতে অসমর্থ। সেই ভক্তগণ কি প্রকার তাহারই পরিচয় দিতেছেন—'অবিদুষঃ' অর্থাৎ অজ্ঞ। পিতার সম্মুখে বালকের মত নিজ প্রভুর সম্মুখে ভক্ত কিছুই জানে না। এস্থানে ভক্তকে অজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করাটী নিজেরই দৈন্যোক্তি, যেহেতু প্রহ্লাদও ভক্তজনের মধ্যেই পরিগণিত অথবা "অবিদুষ" পদের অর্থ ভক্তের ভগবানে গাঢ় আবেশ থাকার জন্য নিজ প্রভু ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না। উভয় পক্ষের ব্যাখ্যাতেই শ্রীভগবানের কারুণ্যহেতু উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে কি ভক্তজন নিজ প্রভুর পূজা করেই না? এই আশঙ্কাতে বলিতেছেন—সেই ভক্তজন শ্রীভগবান্‌কে যে যে সম্মান বিধান করিয়া থাকেন, সে সমুদয়ই নিজ স্বার্থের জন্যই করা হইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের স্বতন্ত্রভাবে নিজসম্মানাদির কিছুমাত্রও অপেক্ষা থাকে না। পক্ষান্তরে নিজপ্রভুর সুখেই নিজেকে সুখী মনে করেন বলিয়া তাহার সম্মান করিয়াই থাকেন। শ্রীপ্রভুর সম্মানমাত্রে নিজের সম্মান অনুভব করা শ্রীভগবদেকজীবন ভক্তজনের পক্ষে যুক্তিযুক্তই। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছেন, যেমন মুখে যে শোভা রচনা করা হয় তাহা প্রতিমুখে অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্থিত মুখে শোভা বর্দ্ধনের জন্যই হইয়া থাকে। ১৬৭॥

অতএবাহ—নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ। প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তিং ন বহুজ্ঞতা। ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥ ১৬৮॥

অমলয়া নিষ্কাময়া। বিড়ম্বনম্—নটনমাত্রম্। অতঃ সকামভক্তস্যাপি ভক্তের্নটনমাত্রত্বং স্বার্থসাধনমাত্রতাৎপর্য্যেন ভক্ত্যনুকরণমাত্রত্বাৎ। যথা পরেষামপি নটানাং ক্বচিৎ তদনুকরণন্তথৈবেতি। তত্র সকামত্বমৈহিকং পারলৌকিকঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তৎসর্ব্বমেব নিষিধ্যতে শ্রীনাগপত্নীবচনাদৌ—ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যমিত্যাদিনা। তস্মাদ্বৈবস্বতমনুপুত্রস্য পৃষধ্রস্য তু মুমুক্ষোরপ্যেকান্তিত্বব্যপদেশো গৌণ এব বোদ্ধব্যঃ। মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ। তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিত ইত্যত্র শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে মুমুক্ষা তু কামত্যাগেচ্ছৈব। যদি রাসীশ মে কামান্ পরাংস্ত্বং বরদর্ষভ। কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরমিতি বক্ষ্যমানাৎ। ভক্তিযোগস্য তৎসর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভক ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ। এবং শ্রীমদম্বরীষস্য যজ্ঞবিধানমপি লোকসংগ্রহার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তমুদ্দিশ্যাপ্যেকান্তভক্তিভাবেনেত্যুক্তমস্তি। তত্র চ ঐহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা জীবিকাপ্রতিষ্ঠাদ্যুপার্জ্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্। বিষ্ণুং যো নোপজীবতীতি গারুড়ে শুদ্ধভক্তিলক্ষণাৎ। মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম্মব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ। প্রায়ঃ পরংপুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বা বত দাম্ভিকানামিতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যবৎ। মৌনাদয় এবাজিতেন্দ্রিয়ানাং বার্ত্তা

জীবনোপায়া ভবন্তি। দাম্ভিকানান্তু বার্ত্তা অপি ভবন্তি ন বা দম্ভস্যানিয়তফলত্বাদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তম্—আরাধনং ভগবতঃ ঈহমানা নিরাশিষঃ। যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলা স্মৃতা ইতি। পরং মোক্ষমপীতি টীকা চ। তস্মাৎ সাধূক্তং নালং দ্বিজত্বমিত্যাদি। ৭॥৬॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্॥ ৬৮॥

অতএব ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় ৭।৭ অধ্যায়ে অসুরবালকগণকে নিষ্কামভক্তিযোগেরই উপদেশ করিয়াছেন। হে অসুরবালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, উত্তমজীবিকা, বহুশাস্ত্রজ্ঞান, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, রাশি রাশি ব্রত, মুকুন্দের সন্তোষ-সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়, শ্রীহরি একমাত্র নিষ্কামভক্তিতেই সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। সকামভাবে অনুষ্ঠিত অন্য সমুদয় সাধনই বিড়ম্বন অর্থাৎ অভিনয় মাত্র। অতএব সকাম ভক্তেরও ভক্তি-অনুষ্ঠান অভিনয় মাত্র, যেহেতু তাঁহারও স্বার্থসাধন-তাৎপর্য্য থাকায় ভক্তির অনুকরণই করা হইয়া থাকে। যেমন ভাল ভাল নটগণেরও নটন অনুকরণ-মাত্রই হইয়া থাকে, তেমনি কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগিগণ হইতে ভক্তিসাধক ভক্ত শ্রেষ্ঠ হইলেও সকাম বলিয়া কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগিগণের মত ভজনানুষ্ঠান অভিনয় করার মত প্রকাশ পায়। সেই সকাম ভাবটী ঐহিক ও পারলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। সেই দুই প্রকার সকাম ভাবই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনাগপত্নী প্রভৃতির বাক্যে বিশুদ্ধভক্তিমার্গে সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

> ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
> ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
> বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥

যাঁহার চরণরজে প্রপন্ন একান্ত ভক্তগণ স্বর্গীয় সুখ ভূমির আধিপত্য, পরমেষ্ঠিপদপ্রাপ্তিসুখ, রসাতলের আধিপত্য, অষ্টাদশ যোগসিদ্ধি, অধিক কি বলিব? অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষসুখ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে না। অতএব বৈবস্বতমনুপুত্র পৃষধ্র যদ্যপি মুমুক্ষু ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে যে একান্তী শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে সেটী গৌণ। অর্থাৎ যেমন, একটী জমিদারকে কেহ কোনও কার্য্যব্যপদেশে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন বা উল্লেখ করিয়া থাকে, এস্থলে, পৃষধ্রের পক্ষেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের উক্তিতেও এইরূপ বিরুদ্ধ ভঙ্গী দেখা যায়।

> মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ
> তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥

হে প্রভো! জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ভোগবাসনায় আসক্তচিত্ত আমাকে সেই সকল ভোগসম্পাদক বররাশিতে আর প্রলোভিত করিও না। আমি বিষয়সঙ্গ হইতে অত্যন্ত ভীত এবং নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মুক্তিকামনায় একান্তভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যে উক্ত "মুমুক্ষু" পদের অর্থ কিন্তু ভোগবাসনা-ত্যাগের ইচ্ছাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আমি সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা-ত্যাগেচ্ছু হইয়া তোমার চরণ দু'খানির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এস্থানে "মুমুক্ষু" শব্দের এইরূপ অর্থই সুসঙ্গত; যেহেতু শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় নিজ শ্রীমুখেই স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন—

> যদিরাসীশ মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
> কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥

হে বরদরাট্! যদি একান্তই তুমি আমাকে অভীষ্ট বর দান কর, তাহা হইলে আমি কিন্তু আপনার নিকট হইতে এই বরই প্রার্থনা করি যে, আপনি বর গ্রহণ কর বলিয়া প্রলোভিত করিলেও যেন হৃদয়ে কোনও প্রকার ভোগ-লালসার উদয় না হয়। পূর্ব্বে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে এইরূপই বলিয়াছিলেন—

> ভক্তিযোগস্য তৎসর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ।
> মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচতং॥৭।১০।১॥

হে রাজন! সেই বালক প্রহ্লাদ সেইসকল কামনা বাসনা বিশুদ্ধভক্তিযোগের অন্তরায় মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিল এই শ্রীনারদবাক্যেও

বিশুদ্ধ ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ নিখিলভোগবাসনাকে যে বিশুদ্ধ-ভক্তির অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে। এইপ্রকার বিশুদ্ধ ভক্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের যজ্ঞানুষ্ঠানও লোকসংগ্রহের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে, ; যেহেতু সেই শ্রীঅম্বরীষ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশুকমুনি ৯।৪।২৮ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন—

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণং॥

ভগবান্ শ্রীহরি মহারাজ অম্বরীষের একান্ত ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া শত্রুগণের ভয়াবহ ভক্তরক্ষণে সমর্থ শ্রীসুদর্শন চক্র তাঁহার রক্ষার্থে দান করিয়াছিলেন। এইপ্রকার উক্তিতে শ্রীমান্ অম্বরীষ মহারাজের ঐকান্তিকত্ব স্পষ্ট-ভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সকামত্বের মধ্যে ঐহিক নিষ্কামত্ব ভক্তি দ্বারা নিজ জীবিকা এবং প্রতিষ্ঠাদি উপার্জ্জন-লালসাশূন্যরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভজন দেখাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের কিম্বা মানবসমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টা করাও ঐহিক কামনার মধ্যে পরিগণিত, সেই জাতীয় বাসনাশূন্য হৃদয় হইলেই নিষ্কামভক্ত-সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। অতএব বিশুদ্ধভক্তিলক্ষণে গরুড়পুরাণে "বিষ্ণুং যো নোপজীবতি অর্থাৎ যে জন শ্রীবিষ্ণুকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়রূপে ব্যবহার করে না—সেইজন বিশুদ্ধ-ভক্ত সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ৭।৯।৪৬ শ্লোকে নিজ প্রাণনাথ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্রতু দাম্ভিকানাম্॥

হে নাথ! মৌন প্রভৃতি দশটী ধর্ম্ম যদ্যপি মোক্ষ-প্রাপ্তির হেতুরূপে প্রসিদ্ধ, তথাপি অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য যাহারা ঐ দশটী ধর্ম্ম বিক্রয় করে, তাহাদের প্রায়শঃ ঐ দশটী ধর্ম্ম জীবিকানির্ব্বাহের জন্য হইয়া থাকে। অভিমানিগণের মোক্ষ হেতু ঐ দশটী ধর্ম্ম জীবিকানির্ব্বাহের কারণও হয় না, যেহেতু দম্ভের অর্থাৎ গর্ব্বের ফল অনির্দ্দিষ্ট। অতএব ৬।১৮।৭৩ শ্লোকে দেবরাজ ইন্দ্র দিতিকে বলিয়াছিলেন—হে মাতঃ! যাঁহারা নিষ্কাম-ভাবে ভগবানের আরাধনা করেন, এমন কি নিজ আরাধ্য প্রভুর নিকটে মোক্ষ পর্য্যন্তও চাহেন না, তাঁহারাই যথার্থতঃ স্বার্থসাধনে সুচতুর। অতএব "নালং দ্বিজত্বং" শ্লোকে একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এ উক্তিটী অতি সুন্দরই হইয়াছে। ১৬৮॥

তত্রোঽস্যা এব ভক্তেঃ সর্ব্বশাস্ত্রসারত্বমাহ—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৬৯॥

শ্রবণকীর্ত্তনে—তন্নামাদীনাম্ স্মরণঞ্চ। পাদ-সেবনং পরিচর্য্যা। অর্চ্চনং বিধ্যুক্তপূজা। বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং তদ্দাসোঽস্মীতি অভিমানম্। সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয় স্থিতাশংসনম্। আত্মনিবেদনং গবাশ্বাদিস্থানীয়স্য স্বদেহাদিসংঘাতস্য তদেকভজ-নার্থং বিক্রয়স্থানীয়তস্মিন্নর্পণম্। যত্র তদ্ভরণপালন-চিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে। উদাহৃতানি চৈতানি প্রাচীনৈঃ—শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়া-সকিঃ কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি-রেষাং পরমিতি॥ ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগ-বতি তদ্বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা নতু কর্ম্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং তত্রাপি শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা নতু ধর্ম্মার্থাদিষ্বর্পিতা এব-ম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ—

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। অত্র নবলক্ষণা ইতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ। ক্বচিদন্যাঙ্গমিশ্রনন্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ততো নবলক্ষণশব্দেন ভক্তিসামান্যোক্ত্যা তন্মাত্রানুষ্ঠানং বিধীয়তে ইতি জ্ঞেয়ম্। নবলক্ষণত্বঞ্চ অস্যা অন্যেষামপি অঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তম্ ॥ ৭ ॥ ৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদঃ স্বপিতরম্। ১৬৯ ॥

এই অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃতা আনুকূল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তিই যে নিখিল শাস্ত্রের কর্ত্তব্যোপদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপদেশ তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩—২৪ শ্লোকে ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় নিজপিতাহিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন; হে পিতঃ! যে পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, শ্রীবিষ্ণুর কীর্ত্তন, শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, তাঁহার অর্চ্চন, তাঁহার বন্দন, তাঁহার দাস্য, তাঁহার সখ্য ও তাঁহাতে আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া সাক্ষাৎরূপে অনুষ্ঠান করে, সেই পুরুষ যাহা অধ্যয়ন করে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি। এই শ্লোকে শ্রবণ, কীর্ত্তন, এবং স্মরণ এই তিনটী অঙ্গ শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

পাদসেবন শব্দে—ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যা অর্থ বুঝিতে হইবে। অর্চ্চন শব্দে বিধিবিহিত শ্রীবিষ্ণুর পূজা, বন্দন শব্দে তাঁহার নমস্কার, দাস্য শব্দে "আমি শ্রীভগবানেরই দাস এই প্রকার অভিমান, সখ্য শব্দে বন্ধু ভাবে শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধীয় হিতানুশীলন, আত্মনিবেদন শব্দে গো, অশ্ব প্রভৃতি স্থানীয় নিজের দেহেন্দ্রিয় সমূহের একমাত্র তাঁহার ভজনের জন্য বিক্রয়স্থানীয় শ্রীভগবানে সমর্পণ; অর্থাৎ যেমন গো, অশ্ব প্রভৃতিকে কাহারও নিকট বিক্রয় করিলে তাহারই ব্যবহারে লাগে, নিজের সম্বন্ধে কোনও ব্যবহার করা চলে না, তেমনি নিজের দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির শ্রীভগবানে সুখানুকূল্যভজনের জন্য সমর্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। যেমন গো, অশ্বাদি বিক্রয় করিলে ভরণ ও পালনের জন্য নিজে কোন চিন্তাই করে না, তেমনি "চিন্তাং ন কুর্য্যাৎ রক্ষার্থে বিক্রীতস্য যথা পশোঃ" নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কোনই চিন্তা না করা। এই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবাঙ্গভক্তির উদাহরণ প্রাচীন মহাপুরুষগণ-নিম্নলিখিত প্রকারই উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥

শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ, পাদসেবনে শ্রীলক্ষ্মী, পূজনে শ্রীপৃথু, নমস্কারে শ্রীঅক্রুর, দাস্যে কপিপতি শ্রীহনুমান, সখ্যে শ্রীঅর্জ্জুন, সর্ব্বস্ব-আত্মনিবেদনে শ্রীবলি, ইহাদের সকলেরই উত্তমপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয়টী লক্ষণ যাঁহার, সেই ভক্তি যদি ভগবদ্বিষয়িকা এবং কর্ম্মার্পণরূপা পারম্পরিকী না হইয়া যদি সাক্ষাৎরূপা হয়েন, তন্মধ্যেও যদি শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিতা হয়েন, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুসুখের জন্যই এই শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছি—এই প্রকারে ভাবিতা হয়েন। কিন্তু এই নবাঙ্গভক্তি অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতির মধ্যে কোনও একটী লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিতা না হয়েন—এই প্রকারে যদি কোনও একঅঙ্গ ভক্তির অনুষ্ঠান কেহ করে, তাহা হইলে সেই কর্ত্তা যাহা অধ্যয়ন করে সেই অধ্যয়নকেই উত্তম বলিয়া মনে করি। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও ভক্তি-লক্ষণ পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুরূপই করিয়াছেন। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুস্মিন্ মনঃ-কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" এই শ্রীকৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ আনুকূল্যানুশীলনের নামই ভক্তি। সেই ভজনটী ঐহিক, পারলৌকিক ভোগবাসনাশূন্য হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণেই মনঃ স্থাপন অর্থাৎ সঙ্কল্প রাখা, ইহারই অপর নাম নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ ব্রহ্মভাব। এস্থানে শ্লোকে উল্লিখিত নবলক্ষণা পদের সমুচ্চয়

অর্থ আবশ্যক নয়, অর্থাৎ এক অধিকারীর ভক্তির নয়টী অঙ্গই অনুষ্ঠান করিতে হইবে এ নিয়ম নহে, যেহেতু ভক্তির কোনও একটী অঙ্গ সাধন করিলেই সাধ্যবস্তু প্রেমলাভে কৃতার্থ হওয়ার কথা শুনা যায়। কোনও অধিকারীতে অন্যঅঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া যদি অনুষ্ঠিত হয়েন, তাহাতে ফলের অর্থাৎ আস্বাদনের বিচিত্রতা অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। যেহেতু মানবমাত্রের শ্রদ্ধা ও রুচির পার্থক্য আছে। অতএব নবলক্ষণ শব্দে ভক্তিসামান্যের উক্তি থাকাতে ভক্তিমাত্রের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। এস্থানে মাত্র যে নয়টী অঙ্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে ভক্তির অন্যান্য অঙ্গের নবাঙ্গের মধ্যেই অন্তর্ভূত রাখা হইয়াছে। ইহার কোন্ অঙ্গ ভক্তির অন্তর্ভূত কোন অঙ্গ তাহা পরে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইবে ॥ ১৬৯ ॥

অথাস্যা অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্ব্বোপরিভূমিকাবস্থিতিমধিকারিবিশেষনিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুম্ প্রক্রিয়ান্তরম্। তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্যপরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং কর্ত্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা। নির্ব্বিশেষরূপস্য তদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপং সবিশেষরূপস্য চ তদীয় ভগবদাদ্যাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্। তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্ম্মার্পণরূপমিতি। তদেতত্রয়ং পুরুষযোগ্যতাভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং লোকসামান্যতো জ্ঞানকর্ম্মভক্তীনামেবোপায়ত্বং নান্যেষামিত্যনুবদতি—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ১৭০ ॥

যোগাঃ উপায়াঃ। ময়া শাস্ত্রযোনিনা শ্রেয়াংসি মুক্তিত্রিবর্গপ্রেমাণি। অনেন ভক্তেঃ কর্ম্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্। তেম্বধিকারিহেতুনাহ দ্বাভাম্—নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেম্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্। যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ১৭১ ॥

অনন্তর এই অকিঞ্চনা-ভক্তির সর্ব্বোপরি ভূমিকায় অবস্থিতি এবং বিশেষনিষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য পৃথক প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। অর্থাৎ এই অকিঞ্চনাভক্তিই যে নিখিলসাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই অকিঞ্চনা ভক্তি বিশেষ সৌভাগ্য ভিন্ন যে লাভ করিতে পারা যায় না তাহাই দেখাইবার জন্য ভিন্ন প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। তন্মধ্যে পরতত্ত্বের বৈমুখ্যদোষ পরিহারের জন্য যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্র কর্ত্তব্যতারূপে শাস্ত্র উপদেশ করেন। অর্থাৎ শাস্ত্র যত কিছু উপদেশ করিতেছেন, সকল উপদেশেরই তাৎপর্য্য জীব অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্ববহির্মুখতাদোষে অশেষ দুঃখে নিষ্পেষিত হইতেছে, সেই দোষনিবৃত্তির জন্য যথাকথঞ্চিৎ রূপে সেই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য। সেই সাম্মুখ্যহেতুও তিন প্রকার। তন্মধ্যে পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষরূপে ব্রহ্ম নামক আবির্ভাবের সাম্মুখ্য হেতু জ্ঞানরূপ সাধন (১), সেই পরতত্ত্বেরই ভগবদাখ্য সবিশেষ রূপে আবির্ভাবের সাম্মুখ্য হেতু ভক্তিরূপ সাধন (২), সেই পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার সাধনেরই দ্বারস্বরূপ কর্ম্মার্পণরূপ সাধন (৩)। এই তিনপ্রকার সাধনই সাধকপুরুষের যোগ্যতাভেদে ব্যবস্থা করিবার জন্য লোকমাত্রের জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তিরই সাম্মুখ্যের উপায় বলিয়া উল্লিখিত আছে, অন্য কোনও সাধনই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যের হেতু হইতে পারে না—ইহাই শ্রীভগবান্ ১১.২০.৬ শ্লোকে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

হে উদ্ধব! শাস্ত্রযোনি আমি মানবমাত্রের মুক্তি, ত্রিবর্গ ও প্রেম নামক মঙ্গলপ্রাপ্তির উপায়রূপে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটী সাধনের কথা বলিয়াছি। কোনও শাস্ত্রে এই তিনটী ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত তিনটী মঙ্গলপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় অর্থাৎ সাধন নাই। এস্থানে কর্ম্মকে পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ভক্তি ক্রিয়ারূপ।

হইলেও কর্ম্ম হইতে তাহার যে পার্থক্য আছে, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝান হইয়াছে। সেই তিনটী সাধনে অধিকারী-হেতু দুইটী শ্লোকে উল্লেখ করিতেছেন,—অর্থাৎ যে সকল গুণ থাকিলে যে সাধনে অধিকারী হইতে পারে, তাহাই ১১।২০। ৭—৮ শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন।

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ১৭১॥

ইহ এষাং মধ্যে নির্ব্বিণ্ণানাং ঐহিকপারলৌকিকবিষয়প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তচিত্তানাং অতএব তৎসাধনভূতেষু লৌকিকবৈদিককর্ম্মসু ন্যাসিনাং তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ। পদদ্বয়েন দৃঢ়জাত মুমুক্ষুণামিত্যভিপ্রেতম্। তেষাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদঃ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কামিনাং তত্তৎসুখেষু রাগিনাং অতএব তেষু সাধনভূতেষু কর্ম্মসু অনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং তানি ত্যক্তুমসমর্থানাং কর্ম্মযোগঃ সিদ্ধিদঃ তৎসঙ্কল্পানুরূপফলদঃ। অথ তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়ামিত্যাদৌ তির্য্যগ্‌জনা অপীত্যনেন ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদিবজ্জাত্যাদিকৃতনিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং-হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন। যদুক্তং, শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্যেত্যাদি। তদেতৎ পদ্যং স্বয়মেবাগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে দ্বাভ্যাম্—জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ। ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥ ১৭২॥

এই উক্ত সাধনের মধ্যে যাহারা ঐহিক পারলৌকিক-বিষয়প্রতিষ্ঠা-সুখে বিরক্তচিত্ত, অতএবই পূর্ব্বোক্ত সেসুখ-প্রাপ্তির সাধনরূপ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মত্যাগী, সেইসকল সাধকগণের জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ নিরুপাধি জ্ঞান সাধনের মুখ্যফল মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এস্থানে নির্ব্বিণ্ণ ও ন্যাসী এই দুইটী পদ উল্লেখ থাকায় মুক্তির ইচ্ছা যাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষেই জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। আর যাহাদের সেই পূর্ব্বোক্ত ঐহিক-পারলৌকিক বিষয়প্রতিষ্ঠা সুখভোগেআকাঙ্খা আছে, অতএব সেই সুখভোগপ্রাপ্তির সাধনরূপ সকাম কর্ম্মত্যাগে যাহারা অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ, অর্থাৎ তাহাদের সঙ্কল্পানুরূপ ফলদায়ী হইয়া থাকে। অনন্তর কর্ম্মাদিতে যেমন জাতি প্রভৃতির নিয়ম করা আছে, ভক্তিযোগে সেই প্রকার কোনও জাতি প্রভৃতির অপেক্ষা নাই।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ। ২।৬।৪৬

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে কহিলেন হে বৎস! স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর এমন কি যাহাদের পাপেতেই উৎপত্তি এমত বেশ্যা-পুত্র প্রভৃতিও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীভগবান্‌কে অনুভব এবং ঈশ্বরের মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। এই প্রমাণে ভক্তিযোগ যে কোনও জাতি প্রভৃতির অপেক্ষা করে না—তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকায় ভক্তি অধিকারে একমাত্র শ্রদ্ধাই যেহেতু, তাহাই বলিতেছেন—যদৃচ্ছায় অর্থাৎ কোনও পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গ কিম্বা তাঁহার কৃপাজাত সুমঙ্গলের উদয়ে আমার কথা প্রভৃতিতে যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তও নয়, অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নয় এবম্ভূত অধিকারী মানবেরই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। এস্থানে শ্লোকস্থ "যদৃচ্ছা" পদের ব্যাখ্যায় যে সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপারূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ১।২।১৬ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবনাৎ॥

হে বিপ্রগণ! ভগবদ্বহির্মুখ জীবের সাধুসঙ্গ বিনা অন্য কোনও উপায়েই শ্রীহরিকথাদিতে রুচির উদয় হইতে পারে না। অতএব ব্যবহারিককার্য্যোদ্দেশ্যে ও পবিত্র তীর্থের নিষেবনে প্রায়শঃ সেইস্থানে অবস্থিত অথবা তীর্থ-

ভ্রমণ উপলক্ষে তথায় মিলিত সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিরূপ সঙ্গ পাইবার সম্ভাবনা করা যায়। সেই সঙ্গ হইতে তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য ইচ্ছা এবং সেই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসও উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তৎপর সেই সকল সাধুগণের সেবা করিবার সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে শ্রীবাসুদেবকথায় রুচি উৎপন্ন হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই অগ্রে এই শ্লোকটীর দুইটী শ্লোকের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকাম্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
১১।২০।২৭—২৮।

কথেত্যুপলক্ষণং মৎকথাদিষু। এতদেব কেবলং পরমং শ্রেয় ইতি জাতবিশ্বাসঃ। অতএবান্যেষু কর্ম্মসু উদ্বিগ্নঃ। কিন্তু বর্ত্তমানেষু প্রাচীনকর্ম্মফল-ভোগেষু এবম্ভূত ইত্যাহ বেদেতি। ততস্তাং বেদেত্যাদি ব্যাখ্যাতাং ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্ত ইত্যো-বংলক্ষণামবস্থামারূঢ়্যোবেত্যর্থঃ। মাং ভজেত মদীয়ানন্যতাখ্যভক্ত্যাবধিকারী স্যান্নতু জ্ঞানবজ্জাতে সম্যগ্ বৈরাগ্য এব। তস্যাঃ স্বতঃ সর্ব্বশক্তি-মত্ত্বেনান্যনিরপেক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা ইত্যাদি। ন চ কর্ম্মনির্বেদসা-পেক্ষত্বমাপতিতম্। স তু ভক্তেঃ সর্ব্বোত্তমত্ববিশ্বাসেন স্বত এব প্রবর্ত্ততে। অতো নির্ব্বিণ্ণ ইত্যনুবাদ-মাত্রম্। অতএব যদ্যপি জ্ঞানকর্ম্মণোরপি শ্রদ্ধা-পেক্ষাস্ত্যেব তাং বিনা বহিরন্তঃ সম্যক্প্রবৃত্ত্য-নুপপত্তেস্তথাপ্যত্র শ্রদ্ধামাত্রস্য কারণত্বেন বিশেষ-তস্তদঙ্গীকারঃ। অত্রাপি চ তদপেক্ষা পূর্ব্ববৎ সম্যক্প্রবৃত্ত্যর্থৈব। তাং বিনা নন্যতাখ্যা ভক্তিস্তথা ন প্রবর্ত্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তা চ নশ্যতীতি। অতএব ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্ত ইত্যস্যানন্তরমপি মৎকথাশ্রবণাদৌ বেত্যত্র শ্রদ্ধায়াং জাতায়ামেব কর্ম্মপরিত্যাগো বিহিতঃ। ভক্তিমাত্রন্তু তাং বিনা সিধ্যতি। সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনামেত্যাদৌ। সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ। তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীত্যাদৌ চ। তৎপূর্ব্বতোঽপি তস্যাঃ ফলদাতৃত্বশ্রবণাৎ। ম্রিয়মাণো হরেন্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ইত্যাদৌ তয়া ফলদাতৃত্বসৌষ্ঠব-শ্রবণাচ্চ। সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয়াবধারণস্যৈবাঙ্গং তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ। ততো নানুষ্ঠানাঙ্গত্বে প্রবিশতি। ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিসাপেক্ষাপি ন স্যাৎ। দাহাদিকর্ম্মণি বহ্ন্যাদিবৎ। ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদীনাং স্বরূপস্তাদৃশশক্তিত্বাৎ। ততস্তস্যাঃ শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা কুতঃ স্যাৎ। অতঃ শ্রদ্ধাং বিনা ক্বচিন্মূঢ়াদৌ অপি সিদ্ধির্দৃশ্যতে শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ইত্যাদৌ। হেলা ত্বপরাধরূপাপ্যবুদ্ধিপূর্ব্বককৃতা চেদ্দৌরাত্ম্যাভাবে ন ভক্ত্যা বাধ্যত ইত্যুক্তমেব। জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধাদৌ তু তদ্বৈপরীত্যেন বাধ্যতে। যথা মৎসরেণ নামাদি গৃহ্ণতি বেণে ক্বচিদ্বস্তুশক্তির্বাধিতা দৃশ্যতে। আর্দ্রে-ন্ধনাদৌ বহ্নিশক্তিরিব। শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি। ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পত ইত্যত্র শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামাদর এবোচ্যতে। স তু ভগবত্তোষণলক্ষণফলবিশেষ-স্যোৎপত্ত্যাবনাদরলক্ষণতদ্বিঘাতকাপরাধস্য নিরসন-পরঃ। তস্মাৎ শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্ম্মণ্যর্থিসমর্থ-বিদ্বত্তাবদনন্যতাখ্যায়াং ভক্তাবধিকারিবিশেষণ-মেবেত্যত এব তদ্বিশেষণত্বেনৈবোক্তং, যদৃচ্ছয়া মৎ-

কথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমানিতি। জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্বিতি চ। অত্র তামারভ্যেত্যর্থেন ল্যব্‌লোপে পঞ্চম্যন্তেন তত ইতি পদেনানবধিকনির্দ্দেশেনাত্মারামাবস্থায়ামপি সা কেষাঞ্চিৎ প্রবর্ত্তত ইতি তস্যাঃ সাম্রাজ্যমভিপ্রেতম্। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে, ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ইতি। অতঃ সাম্রাজ্যজ্ঞাপনয়া তাং বিনা কর্ম্মজ্ঞানেঽপি ন সিধ্যত ইতি চ জ্ঞাপিতং। তদেবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেত্তথা শিক্ষয়তি। সঃ শ্রদ্ধালুর্বিশ্বাসবান্, প্রীতঃ জাতায়াং রুচাবাসক্তঃ, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ সাধনাধ্যবসায়ভঙ্গরহিতশ্চ সন্। সহসা ত্যক্তুমসমর্থত্বাৎ কামান্ জুষমানশ্চ গর্হয়ংশ্চ। গর্হণে হেতুঃ, দুঃখোদর্কান্ শোকাদিকৃদুত্তরফলানিতি। অত্র কামা অপাপকরা এব জ্ঞেয়াঃ। শাস্ত্রে কথঞ্চিদপি অন্যানুবিধানাযোগাৎ। প্রত্যুত, পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিম্! ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ। ইতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যাদৌ কর্ম্মার্পণাৎ পূর্ব্বমেব তন্নিষেধাদত্রৈব চ নিষ্কামকর্ম্মণ্যপি যদ্যন্যন্ন সমাচরেদিতি বক্ষ্যমাণনিষেধাৎ। কর্ম্মপরিত্যাগবিধানেন সুতরাং দুষ্কর্ম্মপরিত্যাগপ্রত্যাসত্তেঃ। বিষ্ণুধর্ম্মে—মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মার্চ্চনো হরিরিতি বৈষ্ণবেষ্বপি তন্নিষেধাৎ। যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোতীত্যত্র সদ্যঃশব্দপ্রয়োগেন জাতমাত্ররুচীনাং, যদা নেচ্ছতি পাপানি যদা পুণ্যানি বাঞ্ছতি। জ্ঞেয়স্তদা মনুষ্যেণ হৃদি তস্য হরিঃ স্থিতঃ। ইতি বিষ্ণুধর্ম্মেনিয়মেন চ, বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্‌ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। ইত্যত্রাপি কথঞ্চিৎশব্দপ্রয়োগেন লব্ধভক্তীনাঞ্চ স্বতস্তৎপ্রবৃত্ত্যযোগাৎ। নাম্নো বলাদযস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিরিতি পদ্যে নামাপরাধভঞ্জন স্তোত্রাদৌ হরিভক্তিবলেনাপি তৎপ্রবৃত্ত্যাবপরাধাপাতাচ্চ। অপি চেৎ সুদুরাচার ইতি তু তদনাদরদোষপর এব, ন তু দুরাচারতাবিধানপরঃ. ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মেত্যনন্তরবাক্যে দুরাচারতাপগমস্য শ্রেয়স্ত্বনির্দ্দেশাদিতি ॥ ১১॥২০॥ শ্রীভগবান্ ॥১৭ —১৭

যেজন আমার কথাদিতে অর্থাৎ আমার ভক্ত্যঙ্গসাধনে শ্রদ্ধাবান্, (ভক্তিসাধনের দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে, অন্য সাধনের অনুষ্ঠানে কি প্রয়োজন? এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত) এই ভক্তিসাধনই পরমমঙ্গল, অন্য কোনও সাধনই নিত্যভগবৎসেবক আমার কল্যানদায়ী হইতে পারে না. এই প্রকার বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে জন্মিয়াছে, অতএব সেজন এবশ্যই অন্য নিখিলকর্ম্মে উদ্বিগ্ন, কিন্তু বর্ত্তমান এবং প্রাচীনকর্ম্মফলভোগে বিরক্ত নয়—এবম্ভূত অধিকারী বিষয়ে দুঃখেরই কারণ তাহা বেশ বুঝিতে পারে; অথচ ভোগ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত "ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তঃ" এই প্রকার লক্ষণ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়াই অর্থাৎ যে অবস্থায় বিষয়ভোগে বিশেষবৈরাগ্যও নাই, আবার বিশেষ আসক্তিও নাই, অথচ ভগবদ্ভক্তির প্রতিঅঙ্গানুষ্ঠানে দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত, সেই অবস্থা হইতেই আমাকে ভজন করে, সেইজনই আমার অনন্যতা নামক ভক্তিতে অধিকারী। জ্ঞানসাধনে যেমন ঐহিক পারলৌকিক নিখিলভোগে সম্যক্ বিরক্ত না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারী হইতে পারে না, ভক্তিসাধনে তেমনি সম্যক্ বৈরাগ্যের অপেক্ষা নাই।

অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপেই এমন সামর্থ্য আছে যে নিজ আশ্রিতজনের সর্ব্ব অযোগ্যতা দূর করিয়া সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া লয়েন—এইজন্য ভক্তিসাধনের সাধকের পক্ষে অন্য কোনও যোগ্যতার অপেক্ষা করে না, কেবলমাত্র ভক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসেরই অপেক্ষা আছে। এইজন্য পরে শ্রীকৃষ্ণই বলিবেন—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥
যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
ইত্যাদি। ১১।২০।৩১-৩২।

হে উদ্ধব! এই তো তোমার নিকটে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবিধ অধিকারীর কথা উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম নিয়তভক্তিযোগের মুখাপেক্ষী, ভক্তিযোগ কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের কোনই অপেক্ষা করে না। এইজন্য ভক্তিযোগ নিখিল সাধন হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। আমাতে আসক্তচিত্ত এমত ভক্তিযুক্ত সাধকের পক্ষে প্রায়শঃ জ্ঞান বা বৈরাগ্য মঙ্গল-সাধন হয় না, যেহেতু রাশি রাশি কর্ম্মে, তপস্যায়, জ্ঞান, বৈরাগ্যে, অষ্টাঙ্গযোগে, দানধর্ম্মে, এমন কি তীর্থযাত্রা, ব্রতপ্রভৃতি নিখিল মঙ্গল সাধনে যে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, আমার ভক্ত ভক্তিযোগপ্রভাবে অনায়াসে সেইসকল ফল লাভ করিতে পারে। অতএব ভক্তিযোগ যে অন্যনিরপেক্ষ, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হয় তো কেহ মনে করিতে পারেন, যখন "নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু" অর্থাৎ "নিখিল-কর্ম্মানুষ্ঠানে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত" এইরূপ উল্লেখ আছে, তাহা হইলে ভক্তিযোগ কেমন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে নিরপেক্ষ হইতে পারে?

তাহার উত্তর এই যে, ভক্তের যখন ভক্তির উপরে সর্ব্বোত্তমতা-বিশ্বাস আসিবে, তখন স্বভাবতঃই কর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানে নির্ব্বেদ আসিবেই। তবে শ্লোকে যে কর্ম্মযোগে নির্ব্বেদের কথা উল্লেখ আছে; সেটী কিন্তু অনুবাদ মাত্র; অর্থাৎ ভক্তিযোগের স্বভাবে প্রাপ্ত নির্ব্বেদের কথাই স্পষ্ট-রূপে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব যদিও জ্ঞান এবং কর্ম্মসাধনেও শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছেই, যেহেতু কোনও সাধনে শ্রদ্ধা ভিন্ন বাহিরে ও ভিতরে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যে কর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে কর্ম্মে তাহার বাহ্যান্তরে আবেশ আনিতে পারে না, অথচ আবেশবিনাও কোন কার্য্যে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অতএব জ্ঞানকর্ম্মসাধন-অনুষ্ঠানেও সাধকের শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছে, তথাপি ভক্তিসাধনে কেবলমাত্র শ্রদ্ধাকেই কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করার জন্য ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। এই ভক্তিমার্গেও পূর্ব্বের মত অন্যসাধনে আদরশূন্য হইয়া একমাত্র ভক্তিসাধনেই সম্যক-প্রবৃত্তির জন্য শ্রদ্ধার অপেক্ষা। শ্রদ্ধা বিনা অর্থাৎ ভক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিলে অনন্যভাবে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কোনও অধিকারী কখনও দৃঢ়বিশ্বাস-শূন্য কর্ম্মসাধনে নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ভক্তিঅনুষ্ঠানের নাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।

অতএব "ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তঃ" এইরূপভাবে ভক্তি-অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারে। এইরূপ উল্লেখ করার পরও "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥" ১১।২০।৯॥ অর্থাৎ জ্ঞানসাধক ততদিন পর্য্যন্ত নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক পার-লৌকিক বৈষয়িকসুখে উদ্বিগ্ন না হইবে ভক্তিসাধকও ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা-উপলক্ষিত ভক্তির কোনও অঙ্গেই দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে। এই শ্লোকে দৃঢ়শ্রদ্ধা উদয়ের পরই সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভক্তিসামান্যের প্রতি কিন্তু শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তি অঙ্গের দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান-কর্ম্মাদি-শূন্যা অনন্যা ভক্তিতে অধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু অন্যাভিলাষিতা-যুক্ত এবং জ্ঞান কর্ম্মাদি সংমিশ্রিত ভক্তিসাধনে শ্রদ্ধা বিনাও সকল বর্ণীর, সকল আশ্রমীর, এমন কি বর্ণাশ্রমবহির্ভূত যবন, পুক্কশ, খশ প্রভৃতি জাতিরও সমান অধিকার আছে। এবং সেই ভক্তি-অনুষ্ঠানে তাহারা মুক্তি পর্য্যন্ত ফললাভ করিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে স্কন্দপুরাণে প্রভাস খণ্ডে "মধুর মধুরমেতৎ" ইত্যাদি শ্লোকে সকৃদপি "পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।" এইরূপ অনেক শ্লোকে এবং "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রদ্ধালাভের পূর্ব্বেও ভক্তি-ফলদানের কথা শোনা যায়। "ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম

কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ অজামিল মরণদশাতে পুত্রোপচারিত হরিনাম গ্রহণ করিয়াও বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিল। যেজন শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে শ্রীনাম গ্রহণ করে, তাহার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর সংশয় কি থাকিতে পারে? এই সকল শ্লোকেও পূর্ব্ব পূর্ব্বালিখিত শ্লোকের মত ফলপ্রদানে সৌষ্টব শোনা যায়। সেই শ্রদ্ধাও শাস্ত্রের বাচ্যবস্তু-অবধারণেরই অঙ্গস্বরূপ, যেহেতু শাস্ত্রার্থবিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শাস্ত্র যেসকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশগুলি যথাযথরূপে হৃদয়ে ধারণারই অঙ্গস্বরূপ শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস করাকেই শ্রদ্ধা বলিয়া থাকে, অতএব শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। ভক্তিও ফলোৎপাদনে বিধির অপেক্ষা করেন না। যেমন অগ্নি দাহনাদি-কর্ম্মে ব্যক্তির সঙ্কল্পের কোনও অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ অগ্নি যেমন অন্যনিরপেক্ষভাবে সম্মুখস্থ বস্তু পোড়াইয়া থাকে, ভক্তিও সেইপ্রকার কোনও বিধির অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেও নিখিল অন্তরায় ধ্বংশ করিয়া নিজের ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীহরিভক্তি তাঁহারই স্বরূপস্থ তাদৃশ সামর্থ্যবিশেষ। অগ্নি যেমন কোনও বালককর্ত্তৃক অজ্ঞাতভাবে কাষ্ঠস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইলেও কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, এটী অগ্নির স্বরূপসামর্থ্য, তেমনি ভক্তি শ্রীহরির স্বরূপশক্তি। সেই শক্তি কোনও জীবের ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তিতে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইলে তাহার 'ভক্তি' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ঐ স্বরূপশক্তি যতক্ষণ শ্রীহরির স্বরূপে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম স্বরূপশক্তি আর ঐ শক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষে অভিব্যক্তি লাভ করিলে তাহার ভক্তি বলিয়া খ্যাতি হয় এবং ঐ ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নানাপ্রকার অঙ্গ আছে। যেমন কোনও ব্যক্তির কর-চরণাদি অঙ্গ এবং অঙ্গুলী প্রভৃতি কতকগুলি উপাঙ্গ থাকে, উহার প্রত্যেকটী ব্যক্তির স্বরূপনিষ্ঠ ও ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেটীকেই ধরা যায় তাহাতে ঐ ব্যক্তিকেই ধরা হয়, তেমনি অঙ্গিনী ভক্তির প্রধান নয়টী অঙ্গ আছে আর তাহারই একাদশ্যাদি ব্রত প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, আর তাহার উপাঙ্গও আছে। ইহার যে কোনও একটী অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ আশ্রয় করা যাউক্ না কেন, তাহাতে ভক্তিকেই আশ্রয় করা হইয়া থাকে। অথচ সেই ভক্তি আবার শক্তিরূপে শ্রীহরির স্বরূপেই অবস্থিতা আছে। ঐ ভক্তির এমন এক অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্য আছে যে, শ্রীহরির স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া নিখিল মায়াশক্তির বৃত্তিগুলিকে সাধকের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে অনুষ্ঠিতা হইলেও ধ্বংস করিতে সমর্থা হয়। অতএব সেই শ্রীহরিভক্তির কেমন করিয়া শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা থাকিতে পারে? এইজন্য শ্রদ্ধা বিনা কোনও মূঢ়াদিতেও আবির্ভূতা হইয়া তিনি সিদ্ধিদান করেন ইহা শাস্ত্রাদিতে বহুলপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা" ইত্যাদিতে তাহার প্রমাণ স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। হেলা কিন্তু অপরাধরূপা হইলেও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে দৌরাত্ম্যের অভাব জন্য ভক্তির বাধক হয় না—একথা পূর্ব্বে ১৫৩ অনুচ্ছেদে শুদ্ধভক্তির আভাসপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক অবহেলা করিলে অপরাধ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অবুদ্ধি পূর্ব্বক অবহেলায় অপরাধ হয় না, যেহেতু তাহার চিত্তে কোনও প্রকার দুষ্ট অর্থাৎ পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই, কিন্তু জ্ঞানলবে দুর্ব্বিদগ্ধজনে অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানকণিকালাভে পরম উদ্ধত, তাহাদিগের পক্ষে কিন্তু পাটোয়ারী বুদ্ধি হইতে অবহেলা করা হয় বলিয়া ভক্তির বাধক হইয়া থাকে। যেমন মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া নামগ্রহণকারী বেণ মহারাজে বস্তুশক্তি বাধিত হইয়াছিল, ভিজা কাঠে অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন স্থগিতা হয়। তাই—

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥

আমার ভক্তজন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জল দিলেও আমার প্রিয় বলিয়াই মনে হয়, আর অভক্তগণ প্রচুর পরিমাণে দান করিলেও আমার সন্তোষের কারণ হয় না।

এই শ্লোকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি শব্দে আদরই কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ আদরপূর্ব্বক আমাকে জল দিলেও সন্তুষ্টি লাভ করি, কিন্তু অনাদরপূর্ব্বক প্রচুর দানেও আমার সন্তোষ হয় না। সেই আদরটী কিন্তু ভগবানের সন্তোষলক্ষণ ফলবিশেষের উৎপত্তিতে অনাদর-লক্ষণ সন্তোষবিঘাতক অপরাধের নিরাসক। অর্থাৎ যাহাতে ভগবানের

সন্তোষ হয়,—তাহা ভগবৎসন্তোষের বিরোধী অনাদররূপ অপরাধের বাধকই হইয়া থাকে। অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ, অর্থাৎ কারণ নহে, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থী, সমর্থ ও বিজ্ঞতার মত শ্রদ্ধা পদটী অনন্যতাখ্যা ভক্তিতে অধিকারী বিশেষণরূপে উল্লেখ হইয়া থাকে। এই জন্যই "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" এই শ্লোকে ভক্তি অধিকারীর বিশেষণ রূপেই "শ্রদ্ধা" পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন "স্বর্গকামো হশ্বমেধেন যজেত" এই শ্রুতিতে যদ্যপি ক্ষত্রিয়মাত্রই অশ্বমেধযাগের অধিকারী, তথাপি যেজন স্বর্গপ্রার্থী এবং ঐ অশ্বমেধযাগ করিতে সমর্থ বিজ্ঞ সেইজনই ঐ যাগ করিতে পারে, কিন্তু এই অর্থী, সমর্থ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি—অশ্বমেধ যোগে অধিকারী—এইরূপ তাৎপর্য্য নহে। ক্ষত্রিয়মাত্রই অধিকারী, কিন্তু অনুষ্ঠান যোগ্যতা, অর্থিতা প্রভৃতি না থাকিলে হইতে পারে না বলিয়া অর্থী, সমর্থ প্রভৃতিপদ অধিকারীর বিশেষণ-রূপেই প্রয়োগ হইয়াছে। তেমনি ভক্তিমাত্রে সকল মানবই অধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু যে ভক্তিটী অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত এমত শ্রীকৃষ্ণ-সুখের আনুকূল্যে অনুশীলনরূপা অনন্যতা নামক ভক্তিযোগে শ্রদ্ধাবান্ জনই অধিকারী হইবে। যেহেতুক ভক্তিঅঙ্গে দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিলে অন্য কর্ম্মাদি সাধনে এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি ফলে বীতস্পৃহ হইয়া একমাত্র ভক্তিঅনুষ্ঠানেই আদর বা আবেশ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই শ্রদ্ধাপদটী অকিঞ্চনাভক্তির অধিকারীর বিশেষণরূপে উপদেশ করিয়াছেন। শ্লোকস্থ 'জাতশ্রদ্ধ'পদটি "পুমান্" পদের বিশেষণ। "জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু—এই শ্লোকেও "জাতশ্রদ্ধ" পদটি অধিকারীর বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। "ততো ভজেত মাং প্রীত" এইশ্লোকে "ততঃ" পদটী ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, অর্থাৎ "তাং শ্রদ্ধামারভ্য"—"সেই শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া" এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও একটি বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, যখন হইতে সাধন ভক্তির কোনও অঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হইতে অনন্যাভক্তির আরম্ভের কথা শ্লোকে উল্লেখ করা আছে বটে কিন্তু ঐ ভক্তির অনুষ্ঠান কখন পরিসমাপ্ত হইবে তাহা কিছু উল্লেখ না থাকায় আত্মারাম অবস্থাতেও সেই ভক্তির প্রবৃত্তি কোন কোনও সাধকের দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে সেই ভক্তির সাম্রাজ্য সর্ব্বাবস্থাতেই অভিপ্রেত। ইহার পরে অর্থাৎ "জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু" এই শ্লোকের পর ১১।২০।৩৪ শ্লোকে বলিবেন—"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ অর্থাৎ আমার ঐকান্তিক ধীর সাধু-ভক্তগণ কিছুই কামনা করে না, এমন কি আমাকর্ত্তৃক-প্রদত্ত পুনরাবৃত্তিশূন্য কৈবল্যমুক্তিও প্রার্থনা করে না। এই শ্লোকে আত্মারাম অবস্থাতেও ভক্তির প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তির সর্ব্ব অবস্থায় সাম্রাজ্য জ্ঞাপন করিয়া সেই ভক্তিবিনা কর্ম্ম এবং জ্ঞান ও নিজ নিজ ফলপ্রদানে যে অসমর্থ তাহাই জানাইয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে অনন্যাভক্তির অধিকারে শ্রদ্ধামাত্রকে হেতুরূপে উল্লেখ করিয়া সেই অনন্যাভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তি যেমন করিয়া ভজন করিবে, ভগবান্ সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। সেই শ্রদ্ধালু অর্থাৎ বিশ্বাসবান্ "প্রীতঃ" ভক্তিঅঙ্গে সঞ্জাতরুচি অর্থাৎ আসক্ত, "দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" সাধনে অধ্যবসায়ে ভঙ্গরহিত হইয়া সহসা ত্যাগে অসমর্থজন্য বিষয়ভোগও করিতেছে, অথচ সেই ভোগের প্রতি তুচ্ছবুদ্ধিও পোষণ করিতেছে—সেই বিষয়-ভোগে তুচ্ছ বুদ্ধি হইবার হেতু—সেই বিষয়ভোগ ফলকালে শোকাদিপ্রদ, অর্থাৎ যিনি যত বিষয় ভোগ করিবেন, তিনি ততই দুঃখশোকে অভিভূত হইবেন এই ভাবিয়া ভোগের প্রতি সততই দোষদৃষ্টি পোষণ করে, অথচ সহসা পরিত্যাগ করিতেও অসমর্থ। এস্থলে "কাম" অর্থাৎ বিষয়ভোগ বলিতে অপাপজনকভোগই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শাস্ত্রে কোন প্রকারেও পাপজনক ভোগের বিধান করেন নাই, প্রত্যুত "পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিং। ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥" যে জন পরপত্নী, পরদ্রব্যে ও পরহিংসাতে মতি করে না, কেশব সেইজনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির বাক্যে শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই পাপজনক বিষয়ভোগের নিষেধ

আছে বলিয়া এবং ১১।২০।১০ শ্লোকেও "ন যাতি। স্বর্গ-নরকৌ যদ্যন্যৎ ন সমাচরেৎ" অর্থাৎ স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিষ্কাম-ভাবে যজ্ঞাদি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে আরাধন করিলে স্বর্গেও যাইবে না, নরকেও যাইবে না—যদি নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান না করে। যেহেতু নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানে নরকে যাইতে হয়, কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্গে যাইতে হয়। এই প্রকরণেই নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানেও নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম্মত্যাগের বিধান করা হইয়াছে। যে অনন্যভক্তিতে কর্ম্মপরিত্যাগেরই বিধান করিয়াছেন, সেই ভক্তি-অনুষ্ঠানে দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ তো অবশ্যই বিহিত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও উল্লেখ আছে "মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মার্চ্চনো হরিঃ। ভগবান্ যে নিয়ম করিয়াছেন—যে মানব সেই নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাকে কখনও বিষ্ণুভক্ত বলা যায় না, যেহেতু শ্রীহরি পবিত্র-ধর্ম্মেই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব বৈষ্ণবগণেরও নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণের কথা নিষেধ করিয়াছেন। ৪।২১।৩১ শ্লোকে শ্রীমৎ পৃথুরাজ নিজ প্রজাবর্গকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাতেও বলিয়াছেন—হে প্রজাগণ! জীবগণের মোক্ষদানে একমাত্র পরমেশ্বরই সমর্থ। দেবগণ মুক্তিদান করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারাও শক্তিসম্পন্ন জীববিশেষ। কোনও জীব কোনও জীবকে মুক্তি দিতে পারে না। যে শ্রীভগবানের চরণকমলযুগলের সেবা করিবার অভিরুচি জন্মিলেই সংসারতপ্ত মানবগণের অশেষজন্মসংবর্দ্ধিত চিত্তের মালিন্য সদ্য বিনাশ করিয়া থাকে, যে চরণসেবার অভিরুচি প্রতিদিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন শ্রীহরির চরণ-অঙ্গুষ্ঠ হইতে বিনির্গতা শ্রীগঙ্গাকে সেবা করিলে ক্রমশঃ সর্ব্বপাপ-প্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া থাকেন। এস্থলেও "সদ্যঃ ক্ষীণোতি" এই "সদ্য" শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে—যাহাদের শ্রীহরিচরণকমল সেবা করিবার কেবল রুচিমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরই পাপপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, আর যাহারা ভজনে প্রবৃত্ত, সেই সকল ভক্তি-সাধকগণের যে পাপে প্রবৃত্তি থাকে না, তাহাতো বলাই বাহুল্য। বিষ্ণুধর্ম্মে আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, মানুষ যখন পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেনা এবং পুণ্যকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয়ে শ্রীহরি বিদ্যমান আছেন। ইহাদ্বারাও এবং "বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। শ্রীভগবদ্ভক্তগণের যদি কোনও প্রকারে বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অনুতপ্ত হৃদয়ে চিন্তিত শ্রীভগবান্ তাহার সেই দুষ্প্রবৃত্তি বিদূরিত করিয়া থাকেন। এস্থানেও "কথঞ্চিৎ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাহারা ভগবানে ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্রভাবে বিকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না—ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণেও উল্লেখ আছে—'নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি-শুদ্ধিঃ।' যাহার নাম-উপলক্ষিত কোনও ভক্তি-অঙ্গের মহিমাবলে পাপ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, অর্থাৎ পাপকার্য্য করিয়া সর্ব্বপাপহারী শ্রীনাম কীর্ত্তন করতঃ অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব— এই প্রকার দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার যম, নিয়ম প্রভৃতি পবিত্র সাধন-সমূহদ্বারা কিম্বা যমের বাড়ী নরকাদি ভোগের দ্বারাও শুদ্ধি হয় না। এইরূপ নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রাদিতে হরিভক্তিবলেও পাপপ্রবৃত্তি অপরাধজনক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হয়তো কেহ মনে করিতে পারেন—শ্রীভগবদ্গীতায় উল্লিখিত "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সুদুরাচারকেও সাধু বলিয়া সম্মান করিবার ব্যবস্থা দেখা যায় কেন? তাহার উত্তর এই যে—সেই শ্লোকে "সুদুরাচারঃ" পদে অনন্য দেবতার উপাসক শ্রীভগবদ্ভজনকারী ভক্তকে অনাদর অর্থাৎ আদর না করা অত্যন্ত দোষ এই তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্টাচার করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। যেহেতু ঐ শ্লোকের পরশ্লোকেই "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি" অর্থাৎ তাহার সেই দুরাচারতা নিবৃত্তি হইলেই মঙ্গল হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১১।২০ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। ১৭০—১৭২।

নন্বেবং কেবলানাং কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তা। নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম তু সর্ব্বেষ্বেবাবশ্যকম্। তর্হি সাঙ্কর্য্যে কথং শুদ্ধে জ্ঞানভক্তী

প্রবর্ত্তেয়াতাং তদেতদাশঙ্ক্য তয়োঃ কর্ম্মাধিকারিতাং বারয়তি—তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১৭৩ ॥

কর্ম্মানি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনীতি টীকা চ। অতএব শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ। ইত্যুক্তদোষোঽপি অত্র নাস্তি., আজ্ঞাকরণাৎ। প্রত্যুত জাতয়োরপি নির্ব্বেদশ্রদ্ধয়োস্তৎকরণ এবাজ্ঞাভঙ্গঃ স্যাৎ। যথা চ ব্যাখ্যাতম্—আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষানিত্যস্য টীকায়াং ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজেতি। নিবৃত্তাধিকারত্বঞ্চোক্তং শ্রীকরভাজনেন—দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তমিতি তেষাং ন কিঙ্করঃ, কিন্তু শ্রীভগবত এব ইত্যনধিকারিত্বম্। কর্ত্তং কৃত্যম্। কর্ত্তং ভেদমিত্যর্থে ততো দেবতাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ। এবমেবোক্তং গারুড়ে—অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। ইত্যাখ্যা জায়তে তাবৎ যাবন্নার্চ্চয়তে হরিমিতি। ন চ বিকর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তরূপং কর্ম্মান্তরং কর্ত্তব্যং, তস্য তচ্ছরণস্য বিকর্ম্মপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ। কথঞ্চিদাপতিতেঽপি বিকর্ম্মণি তদনুস্মরণেনৈব প্রায়শ্চিত্তস্যাপি আনুসঙ্গিকসিদ্ধিরিত্যপ্যুক্তমনন্তরপদ্যেনৈব—স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট ইতি। ত্যক্তোঽন্যত্র দেবতান্তরে ভাবো ভগবতীব ভক্তির্যেন ইতি চ ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কর্ম্মপরিত্যাগে হেতুত্বেনাভিধানাৎ শ্রদ্ধাশরণাপত্ত্যোরৈকার্থ্যং লভ্যতে। তচ্চ যুক্তম্। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তচ্ছরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি। ন চ দেবাদিতর্পণমাত্রতাৎপর্য্যেণাপি পৃথক্ পৃথগারাধনং কর্ত্তব্যম্। যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ইত্যাদৌ তৎপৌনরুক্ত্যপ্রাপ্তেঃ। ন চ ত্যক্তকর্ম্মণো মধ্যে বিঘ্নস্থগিতায়ামপি ভক্তৌ তত্ত্যাগানুতাপো যুজ্যতে। ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদীত্যাদ্যুক্তেঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ইত্যস্য দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণামিত্যাদিদ্বয়েনৈকার্থ্যং দৃশ্যতে। অতো ভক্ত্যারম্ভ এব তু স্বরূপত এব কর্ম্মত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ। পরিত্যজ্যেত্যত্র পরিশব্দস্য তথৈবার্থঃ। গৌতমীয়ে চ—ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্ ॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। ইত্যাদিনা চানন্যামেব ভক্তিমুপদিদেশ ॥ তথা বিষ্ণুপুরাণেঽপি ভরতমুদ্দিশ্য—যজ্ঞেশাচ্যুত-গোবিন্দ-মাধবানন্তকেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥ নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপীতি। অত্রবচনান্তরস্যাপ্যনবকাশাৎ। সুতরামেব তত্তদ্বচনময়কর্ম্মান্তরপরিত্যাগঃ অঙ্গীকৃতঃ। কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণমপি তন্নাম্নৈব কৃতমিত্যবগতেশ্চ সর্ব্বত্র তদীক্ষণাচ্ছুদ্ধভক্তিত্বমেবাঙ্গীকৃতম্। যথোক্তং পাদ্মে—সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকা ইতি। তস্মান্মতান্তরেণাপ্যুপচিতঃ শ্রদ্ধাবতোঽনন্যভক্ত্যধিকারঃ কর্ম্মাদ্যনধিকারশ্চেতি। কিন্তু শ্রদ্ধা সদ্ভাব এব কথং জ্ঞায়তে ইতি বিচার্য্যম্। তত্র চ লিঙ্গত্বেন পূর্ব্বং শরণাপত্তিরুপদিষ্টৈব। যস্যাঞ্চ শরণাপত্তৌ বক্ষ্যমাণানি আনুকূল্যস্য সংকল্প ইত্যাদীনি লিঙ্গানি। তথা ব্যবহারকার্পণ্যাদ্যভাবোঽপি

শ্রদ্ধালিঙ্গং জ্ঞেয়ম্। শাস্ত্রং হি তথৈব শ্রদ্ধামুৎপাদয়তি। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমিত্যাদি। কিঞ্চ শ্রদ্ধাবতঃ পুরুষস্য ভগবৎসম্বন্ধিদ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াণাং শাস্ত্রে শ্রূয়মানেষ্বৈহিকব্যবহারিকপ্রভাবেষ্বপি ন কথঞ্চিদনাশ্বাসো ভবতি। ততস্তাসু প্রাকৃতদ্রব্যাদিসাধারণদৃষ্ট্যা দোষবিশেষানুসন্ধানতো ন কদাচিদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তে চ তাদৃশপ্রভাবাঃ, অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভমিত্যাদয়ঃ। কেচিত্তু তত্র শ্রদ্ধাবন্তোঽপি স্বাপরাধদোষেণ সম্প্রতি তৎফলং নোদেতি ইতি স্থগিতায়ন্তে। যত্তু, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিরিত্যাদৌ শ্রদ্ধধানা অপি স্নানাদিকমাচরন্তি, তৎ খলু শ্রীমন্নারদব্যাসাদিসৎপরম্পরাচারগৌরবাদেব। অন্যথা তদতিক্রমেহপ্যপরাধঃ স্যাৎ। তে চ তথা মর্য্যাদাং লোকস্য কদর্য্যবৃত্ত্যাদিনিরোধায়ৈব স্থাপিতবন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ স্বর্ণসিদ্ধিলিপ্সোরিব সদা তদনুবৃত্তিচেষ্টৈব স্যাৎ। সিদ্ধিশ্চাত্র অন্তঃকরণ-কামাদিদোষক্ষয়কারি-পরমানন্দপরমকাষ্ঠাগামি শ্রীহরিস্ফুরণরূপৈব জ্ঞেয়া। তস্যাং স্বার্থসাধনানুপ্রবৃত্তৌ চ দম্ভপ্রতিষ্ঠাদিময়চেষ্টালেশোঽপি ন ভবতি। ন সুতরাং জ্ঞানপূর্ব্বকং মহদবজ্ঞাদয়োঽপরাধাশ্চাপতন্তি, বিরোধাদেব। অতএব চিত্রকেতোঃ শ্রীমহাদেবাপরাধস্তস্য স্বচেষ্টান্তরেণাচ্ছন্নস্বভাবস্য ভাগবততত্ত্বাজ্ঞানাদেব মন্তব্যঃ। যদি বা শ্রদ্ধাবতোঽপি প্রারব্ধাদিবশেন বিষয়সম্বন্ধাভ্যাসো ভবতি, তথাপি তদ্বাধয়া বিষয়সম্বন্ধসময়েঽপি দৈন্যাত্মিকা ভক্তিরেবোচ্ছলিতা স্যাৎ। যথোক্তম্—জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্নিত্যত্র, বাধ্যমানোঽপিমদ্ভক্ত ইত্যাদৌ চ। অপি চেৎ সুদুরাচার ইত্যাদ্যুক্তস্যানন্যভাক্ত্বেন লক্ষিতা তু যা শ্রদ্ধা সা খলু যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা ইত্যাদিবল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা ন তু শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধায়ান্তু জাতায়াং সুদুরাচারত্বাযোগঃ স্যাৎ। পরপত্নী পরদ্রব্যেত্যাদিবিষ্ণুতোষণশাস্ত্রবিরোধাৎ। মর্য্যাদাশ্চ কৃতাং তেন ইত্যাদিনা তদ্ভক্তত্ববিরোধাচ্চ। ন তু সা দুরাচারতা তদ্ভক্তিমহিমশ্রদ্ধাকৃতৈব, অপিশব্দেন দুরাচারত্বস্য হেয়ত্বব্যঞ্জনাৎ। তথা ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ইত্যুত্তরাপ্রতিপত্তেঃ। নাম্নো বলাৎ যস্য হি পাপবুদ্ধিরিত্যাদিনাপরাধাপাতাচ্চ। ততঃ সা শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রীয়ভক্ত্যধিকারিণো বিশেষণত্বে প্রবেশনীয়া। কিন্তু প্রশংসায়ামেব। তাদৃশ্যাপি শ্রদ্ধয়া ভক্তেঃ সত্ত্বহেতুত্বং, ন তু দেবতান্তরযজনবৎ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্যেত্যাদাবেবোক্তম্ অন্যাদৃশ্যত্বমিতি। অস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ পূর্ণতাবস্থা তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—কিং সত্যমমৃতঞ্চেহ বিচারঃ সম্প্রবর্ত্ততে। বিচারেঽপি কৃতেরাজন্নসত্যপরিবর্জ্জনম্। সিদ্ধং ভবতি পূর্ণঃ স্যাৎ তদা শ্রদ্ধা মহাফলেতি। তদেব লক্ষণেষু শ্রদ্ধোৎপত্তিলক্ষণেষু সৎসু বিধীয়তে, যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু য ইত্যাদি মৎকথাশ্রবণাদৌ বেত্যাদি চ। অত এবমনধিকার্য্যধিকারিবিষয়ত্ববিবক্ষয়ৈব শ্রীভগবন্নারদয়োর্বাক্যে ব্যবতিষ্ঠেতে। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্নিতি। জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ। যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ ইতি চ। এবম্ অজিতবাক্যঞ্চ তদধিকারিবিষয়মেব—স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষকৃতম ইতি।

অত্র যদ্যধিকারিতায়াং শ্রদ্ধৈব হেতুঃ সা চাজ্ঞস্য ন সম্ভবতীতি নৈতৎ তদ্বিষয়ং স্যাৎ, তথাপি কথমপি প্রাচীনসংস্কারবিতর্কেন তদধিকারিত্বনির্ণয়ান্ ন দোষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথোপদেষ্টুরেব দোষঃ স্যাৎ। অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশ ইতি বক্ষ্যমাণাপরাধশ্রবণাৎ। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। তদেবং যোগত্রয়ং তদধিকারহেতুংশ্চোক্ত্বা কর্ম্মণোঽপি যথা ভগবৎসাম্মুখ্যরূপত্বং স্যাৎ, তথাহ স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ। অস্মিঁল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া॥ ১৭৪॥

এস্থানে এইরূপ একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, কেবল, কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তির এইরূপ ব্যবস্থা বলা হইল, কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলের পক্ষেই অবশ্যকরণীয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তির সহিত কর্ম্ম মিশ্রিত হওয়ায় শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের কর্ম্মাধিকারিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বারণ করিতেছেন—"তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা মৎকথাশ্রবাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" জ্ঞানী ততদিন পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে নির্ব্বেদ উপস্থিত না হইবে। ভক্ত ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার উদয় না হইবে। অতএব—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ।"

শ্রুতিস্মৃতি আমারই আজ্ঞা। যেজন সেই দ্বিবিধ আজ্ঞার মধ্যে কোনও একটীকে লঙ্ঘন করে, সেজন আমার আজ্ঞাচ্ছেদী এবং দ্বেষী অতএব সে আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নয়। এই ভগবৎকথিত দোষও পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর পক্ষে ঘটিতে পারে না, যেহেতুক "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" এটীও শ্রীভগবানেরই আদেশ। প্রত্যুত যাহাদের নির্ব্বেদ এবং শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই আজ্ঞাভঙ্গ হয়। শ্রীধর স্বামিপাদ "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীভগবদুক্ত শ্লোকের টীকাতে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও বলিয়াছেন—"ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্ত্যাধিকারতয়া সন্ত্যজ্য—অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধিরূপ গুণ এবং অকরণ জন্য প্রত্যবায় হইবে জানিয়াও যেজন ভক্তিতে দৃঢ়তা-জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিতা নাই এই বোধে সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্যক ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, সে জনও সত্তম অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ। এস্থলে শ্রীধর স্বামিপাদ-উক্ত নিবৃত্ত্যাধিকারতা ও কোন অবস্থাতেই ঘটে—তাহা ও শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র ১১।৫ অধ্যায়ে নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—"দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাম্ পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥ হে রাজন্! যে জন নিখিল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগতপালক শ্রীমুকুন্দের শরণ গ্রহণ করে, সেজন দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, স্বজন এবং পিতৃগণের কিঙ্করও নয় এবং কাহারও নিকটে ঋণীও নয়। এস্থানে শ্লোকস্থ কর্ত্ত পদের অর্থ কৃত্য। কর্ত্তশব্দের অর্থ ভেদ, এই অর্থে শ্রীভগবান্ হইতে দেবতা প্রভৃতির যে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি তাহা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে সেই দেবগণের প্রতি আরাধ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যেজন শ্রীহরিচরণে একান্ত ভাবে শরণাগত হইয়াছে, তাহার অন্য কিছু করিবার আবশ্যক নাই—এই অবস্থাকেই নিবৃত্ত্যাধিকারতা বুঝিতে হইবে। সেজন দেব, ঋষিগণের কিঙ্কর নহে কিন্তু শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর। অতএব যে যাহার কিঙ্কর সে তাহারই সেবা করিবে, অন্যের সেবা করিবে কেন? গরুড়-পুরাণেও এই প্রকার উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়।

অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
ইত্যাখ্যা জায়তে তাবৎ যাবন্নার্চ্চয়তে হরিম্॥

ইনি দেবতা, ইনি মুনি, ইনি ব্রহ্মা, ইনি বৃহস্পতি,

অতএব ইহারা সকলেই আমার বন্দনীয় এই প্রকার সংজ্ঞা ততদিন পর্য্যন্তই হইয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরিকে অর্চ্চনা না করে। আরও বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, যদি কানও প্রকারে বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মান্তর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু শ্রীহরিচরণে শরণাগত জনের বিকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। যদি কোনও প্রকারে দৈবাৎ বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিয়ত-স্মরণ প্রভাবেই আনুসঙ্গিক-ভাবে প্রায়শ্চিত্ত ও সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ "দেবর্ষিভূতাপ্ত-নৃণাম্" এই শ্লোকেই শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—"যেজন অন্য দেবতার প্রতি ভাবশূন্য হৃদয়ে একমাত্র শ্রীভগবানেই ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীহরির পাদমূল ভজনা করে, শ্রীহরি তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন বলিয়া সেই ভক্তের অসাবধানতায় অবশে প্রকৃতির বশে যদি বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চিন্তাপথে উদিত শ্রীহরিই তাহার বিকর্ম্ম বিদূরিত করিয়া থাকেন। তাহাতে হয় তো কেহ মনে করিতে পারেন—যম একথা মানিবে কেন? তাহারই উত্তরে বলিলেন "পরেশঃ" অর্থাৎ শ্রীহরি পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের কথা সকলেই মানিতে বাধ্য। এই কর্ম্মত্যাগ-বিষয়ে হেতুরূপে উল্লেখ থাকায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তির একার্থতাই পাওয়া যাইতেছে, যেহেতু "মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে" এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে। অর্থাৎ শ্রদ্ধার উদয় হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। এস্থানেও শ্রদ্ধাকেই কর্ম্মত্যাগের হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার "সর্ব্বাত্মনা যঃশরণং শরণ্যম্" এই শ্লোকেও একান্ত-ভাবে শ্রীহরিচরণে শরণাগত ভক্তের পক্ষে কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব শরণাগতি ও শ্রদ্ধার এক কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া শ্রদ্ধা ও শরণাগতির একতাৎ-পর্য্যই বুঝিতে হইবে। শ্রদ্ধা ও শরণাগতির একই অর্থ হওয়া যুক্তিযুক্তই, যেহেতু শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রও শ্রীভগবানে শরণাগত জনের অভয় এবং অশরণাগত জনের ভয় উপদেশ করেন। অতএব শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ শ্রদ্ধার উদয় হইল কিনা শরণাপত্তিই তাহার চিহ্ন অর্থাৎ শরণাপত্তির দ্বারাই শ্রদ্ধার পরিচয় হইয়া থাকে। দেবাদির তৃপ্তিসাধনমাত্র-তাৎপর্য্যেও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তাঁহাদের আরাধনা করা কর্ত্তব্য নয়, অর্থাৎ অন্য কোনও কামনা বুকে না রাখিয়া কেবল মাত্র সেই সেই দেবতাগণের তৃপ্তি-সাধনের জন্য ও পৃথক্ পৃথক্ আরাধনা করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" ইত্যাদি শ্লোকে বৃক্ষের মূল সিঞ্চন করিলেই তাহার স্কন্দ, ভুজ উপশাখা প্রভৃতির তৃপ্তি হইয়া থাকে, অথবা পাকস্থলীতে আহার দিলে যেমন ইন্দ্রিয়গণের পুষ্টিলাভ হয়, তেমনি শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করিলেই সমস্ত দেবগণের তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে। সেইজন্য পুনরুক্তিতা দোষ উপস্থিত হয়। এমন আশঙ্কা করা চলে না যে, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করার পর মধ্যে মধ্যে কোনও অনিবার্য্য বিঘ্নে, ভক্তি স্থগিতা হইলে কর্ম্মত্যাগ জন্য অনুতাপ করা উচিত নয়। যেহেতু "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।১৫।১৭ শ্লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণকমল ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায় সেই ভজন হইতে যদি পতন হয়, তাহা হইলেও ভক্তিরসিক ভক্তের কি কোনও অমঙ্গল হয়? এই প্রকার উল্লেখ থাকায় কর্ম্মত্যাগজন্য অনুতাপ যুক্তিযুক্ত নহে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং" ইত্যাদি ১১।৫ শ্লোকে একার্থতা দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত জনের সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের উপদেশ দুই শ্লোকেই এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তির আরম্ভেই স্বরূপতঃই কর্ম্মত্যাগ কর্ত্তব্য। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকের "পরিশব্দের স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ অর্থ ই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গৌতমীয়েও দেখা যায়—"ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।" কেবলং সততং কৃষ্ণচরণা-ম্ভোজভাবিনাম্॥ যাঁহারা সতত শ্রীকৃষ্ণচরণকমল চিন্তা করেন, তাহাদের পক্ষে জপ অর্চ্চন, ধ্যান, ও বিধিক্রমের কোনও অপেক্ষা নাই। শ্রীভগবদ্গীতায় "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতেই সঙ্কল্পযুক্ত আমার ভক্ত হও, এবং আমার পূজা-

শীল হও ও আমাকে নমস্কার কর, ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীভগবান অনন্যা-ভক্তিই উপদেশ করিয়াছেন। সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ভরতমহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীপরাশর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছেন—হে মৈত্রেয়! সেই ভরত মহারাজ যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হৃষীকেশ কেবল এই-সকল নাম উচ্চারণ করিতেন, স্বপ্নান্তরে ও অন্য কিছুই বলিতেন না। এই প্রমাণে অন্য কোনও বচনান্তরের অবকাশই ছিল না। সুতরাং সেই সেই বচনদ্বয়ে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ স্বতঃই স্বীকৃত হইয়াছে। কোনও প্রকারে কিছু করিলেও শ্রীনামের সহিতই করিতেন—ইহাও সুন্দর বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীনাম ও শ্রীনামীর প্রতি দৃষ্টি থাকা জন্য এই দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মই স্বীকৃত হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও যেমন কথিত হইয়াছে, তাহাতেও কর্ম্মাদিশূন্য বিশুদ্ধ ভক্তির সংবাদই পাওয়া যায়।

সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীনামই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুখে যে গতি লাভ করেন, সকল ধার্ম্মিকগণ সেই গতি লাভ করিতে পারে না। অতএব শ্রদ্ধাবান জনের অনন্যাভক্তিতে অধিকার, বচনান্তরের দ্বারাও পুরিপুষ্ট এবং কর্ম্মাদিতে অনধিকার ও প্রদর্শিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রদ্ধা আছে কিনা তাহাই বা কি লক্ষণের দ্বারা জানা যাইবে—এইটাই এখন বিচার্য্য। তন্মধ্যে পূর্ব্বে শ্রদ্ধার চিহ্নরূপে ভগবচ্চরণে শরণাগতিই উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীভগবানে একান্ত শরণাপত্তিই শ্রদ্ধার লক্ষণ এ কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। যে শরণাপত্তিতে—"

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকূল্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

এই সকল লক্ষণ পরে প্রকাশ করা হইবে; তাহা দ্বারাও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে—ব্যবহারিক ব্যাপারে যাহার কাতরতা পরিলক্ষিত হয় না, সেটীও শ্রদ্ধাবান্ জনের একটী লক্ষণ। যেহেতু শাস্ত্র সেইপ্রকার শ্রদ্ধাই উৎপাদন করান। শ্রীভগবদ্-গীতায়

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যম্॥

হে অর্জ্জুন! যেজন অন্য চিন্তায় বিমুখ হইয়া আমাকেই সম্যক্‌রূপে উপাসনা করে, সেইসকল আমাতে নিত্য-অভিযুক্তমনা ভক্তগণের যোগ ও ক্ষেম আমি মস্তকে বহন করিয়া থাকি। এই প্রমাণে ব্যবহারিক বিষয়ে কাতরতা-শূন্য অবস্থাটী প্রকাশ করা হইয়াছে। যে পুরুষের ভগবানে শ্রদ্ধার উদয় হইবে, তাহার শ্রুত ঐহিক, ব্যবহারিক কর্ম্মের প্রভাব শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করা সত্ত্বেও ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি কখনও কোনও প্রকার অবিশ্বাস উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ ঐহিক, ব্যবহারিক মণি, মন্ত্র, ঔষধি প্রভৃতির মহাপ্রভাব শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়াও শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু শ্রীচরণামৃত প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে না। অতএব সেই ভগবৎসম্বন্ধীয় পদার্থে প্রাকৃত দ্রব্যাদি সাধারণদৃষ্টিতে দোষবিশেষের অনুসন্ধান না থাকায় কখনও সেই সকল ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্তুর প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হইবে না। অর্থাৎ যেমন শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাকৃত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ায় তাহার প্রাকৃতত্ব ধ্বংস হইয়া চিন্ময়ত্বপ্রাপ্তি-বিষয়ের কোনও সংশয় না থাকায় সেই শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনাদিতে কোনও প্রকার অপ্রবৃত্তি আসিবে না। সেই শ্রীমহাপ্রসাদ শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির অলোকসামান্য মহাপ্রভাবেরকথা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্॥

অর্থাৎ "শ্রীহরিপাদোদক অকালমৃত্যুদমনকারী, সর্ব্ব-ব্যাধি-বিনাশন ও সর্ব্বদুঃখোপশমন" ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণ আছে। কেহ কেহ সেই অপ্রাকৃত শ্রীচরণামৃত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও নিজকৃত অপরাধ দোষে সম্প্রতি সেইসকল ভক্তি-অঙ্গে ফল উদয় হয় না বলিয়া স্থগিত থাকে। তবে যে "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরী-

কাঙ্ক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ "যেজন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, সেজন ভিতরে বাহিরে শুদ্ধিলাভ করে, এই বাক্যের উপরে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও যে স্নানাদি আচরণ করিয়া থাকেন, কেবল শ্রীনারদ ব্যাস প্রভৃতি সাধু পরম্পরা-প্রাপ্ত আচার রক্ষার গৌরবই তাহার মূল হেতু। তাহা না হইলে মহাজনপ্রবর্তিত আচারের লঙ্ঘন জন্য অপরাধই ঘটিয়া থাকে। সেই শ্রীনারদ প্রভৃতি মহাজনগণ লোক-সমাজের কদর্য্য প্রবৃত্তি নিরোধের জন্যই সেই প্রকার মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রদ্ধার উদয় হইলে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয় অবস্থাতেই স্বর্ণসিদ্ধি-লাভের ইচ্ছার মত মহাজনগণের অনুবৃত্তিচেষ্টাই থাকিবে। অর্থাৎ স্বর্ণকে যেমন যত পোড়ান যায়,—ততই তাহার বর্ণের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং স্বর্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্নও লইতে হয়। তেমনি যাহাদের সিদ্ধির উদয় হইয়াছে, তাহাদেরও সিদ্ধির বৈশিষ্ট্যসম্পাদনের জন্য ও যাহাদের সিদ্ধিলাভ হয় নাই তাহাদের সিদ্ধিলাভের জন্য মহাজনগণের অনুকূল-বৃত্তি সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এস্থানে সিদ্ধি শব্দে অন্তঃকরণের কামাদিদোষক্ষয়কারী পরমানন্দের পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত—অনবরত শ্রীহরিস্ফূর্ত্তিই বুঝিতে হইবে। সেই অনবরত হরিস্ফূর্ত্তি অবস্থায় নিজ প্রয়োজনসাধনের অনুকূল প্রবৃত্তিতেও কপটতা, প্রতিষ্ঠাদি-ময় চেষ্টার লেশও হয় না। অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক মহতের অবজ্ঞা প্রভৃতি অপরাধেরও উদ্গম হয় না। যাহারা সাধনের প্রথম অবস্থা হইতেই মহাজনগণ-প্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ করে না, কিছু কিছু স্বেচ্ছাচারিতাময় আচরণ করে, তাহাদের অপরাধ-উদ্গমের বহুল সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যাহারা সর্ব্ব অবস্থাতেই মহদাচরণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহাদের প্রকৃতি বিবোধ বলিয়া মহদমর্য্যাদাজনিত দোষ উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব চিত্রকেতুর শ্রীমহাদেবের চরণে যে অপরাধ ঘটিয়াছিল, সেটি তাহার স্বাধীন চেষ্টান্তরের দ্বারা মহাজনানুগত ভক্তস্বভাব আচ্ছন্ন থাকায় ভগবদ্ভক্ততত্ত্বের অজ্ঞান জন্যই হইয়াছিল। যদিও শ্রদ্ধা-বান্ জনেরও প্রারব্ধ প্রভৃতি কর্ম্মবশে বিষয় সম্বন্ধের অনুশীলন হওয়ায়, তথাপি ভগবদ্ভক্তির বাধাজন্য যখন বিষয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সময়েও দৈন্যাত্মিকা-ভক্তি উচ্ছলিতা হইয়া থাকে। কারণ প্রারব্ধকর্ম্মবশতা-জন্য মনের সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করিতে না পারিয়া অতিশয় ক্ষিন্নমনে নিজ প্রাণবল্লভের চরণে আর্ত্তিমাখা নিবেদনই করিয়া থাকে এবং—হে নাথ! আমি নিজ ক্ষমতায় মায়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া মনটীকে তোমার চরণে উন্মুখ রাখিতে পারিতেছি না, একমাত্র তোমার কৃপাই ভরসা। এইরূপ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীএকাদশ স্কন্ধে ১১।২০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সেই সকল বিষয় ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু তাহার ফল দুঃখময় জানিয়া মনে মনে ধিক্কারও করিয়া থাকে। এস্থলে ধিক্কার বলিতে মনস্তাপ ভোগ করা। আমার ভক্ত বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্যমান হইয়াও তাহা দ্বারা বাধিত হয় না। এস্থলেও মনে শ্রীভগবানের চরণে দীনভাবে নিজ দুর্গতি বিজ্ঞাপন এবং তাঁহার কৃপা প্রার্থনা থাকে বলিয়া বিষয়ে অভিভব করিতে পারে না—এইরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবদ্গীতাতে "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত ভক্তের অনন্যদেবতা-উপাসক বলিয়া যে শ্রদ্ধা লক্ষিত হইয়াছে, সে শ্রদ্ধা কিন্তু গীতাতে উক্ত—"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের মত লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত, কিন্তু শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যনিশ্চয় হইতে উত্থিত নয়। কারণ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যাহার হৃদয়ে উদিত হইবে তাহার কখনও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দুরাচারে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। যেহেতু বিষ্ণুপুরাণোক্ত "পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিং। ন করোতি পুমান্ ভূপ তুষ্যতে তেন কেশবঃ" ॥ যে জন পরপত্নী পরদ্রব্য ও পরহিংসাতে মতি করে না সেই পুরুষ কর্ত্তৃক বিষ্ণু সন্তোষিত হয়েন—ইত্যাদি বিষ্ণুতোষণ-শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে "মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মার্চ্চনো হরিঃ ॥ যে জন ভগ-বৎকৃত মর্য্যাদা অর্থাৎ নিয়ম অতিক্রম করে, সে জন বিষ্ণুর ভক্ত বলিয়া খ্যাত হইতে পারে না, যেহেতু পবিত্রধর্ম্মেই শ্রীভগবানের সন্তোষ। এই প্রমাণে শাস্ত্রমর্য্যাদালঙ্ঘন-

করা বিষ্ণুভক্তধর্ম্মবিরুদ্ধ। সেই দুরাচারতা ভগবদ্ভক্তির মহিমার প্রতি বিশ্বাস হইতে উত্থিত নয়; যেহেতু "অপি" শব্দের দ্বারা দুরাচারত্বের হেয়ত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে। তৎপরশ্লোকে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি" ইত্যাদি শ্লোকে ধর্ম্মজীবন হওয়া ও দুরাচারত্ব হইতে নিবৃত্ত হওয়ার উপদেশ থাকায় দুরাচারত্বের হেয়ত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ভক্তি-মহিমার বোধ হইতে যদি ঐ দুরাচারত্বের প্রবৃত্তি জন্মিত তাহা হইলে "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণোক্ত অপরাধজনক বাক্য অবশ্যই লঙ্ঘন করিতে পারিত না অর্থাৎ শ্রীনাম-উপলক্ষিত ভক্তির কোনও অঙ্গের মহিমার বলে পাপপ্রবৃত্তি জন্মিলে নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে, এবং নামাপরাধ ঘটিলে শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইতে হয় ও ভক্তির অনুষ্ঠানে শৈথিল্য ঘটিয়া থাকে। এইরূপ শ্রীতিপ্রদর্শক শাস্ত্রের প্রতি আদরবুদ্ধি থাকিলে কখনই অপরাধজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। অতএব সেই লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় ভক্তিতে যে জন অধিকারী, তাহার বিশেষণরূপে গ্রহণীয় নয়, কিন্তু প্রশংসাতেই গ্রহণীয়। অর্থাৎ সেই লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা থাকিলেই শাস্ত্রবর্ণিত ভক্তিতে অধিকারী হইবে এইরূপ অর্থ নয়, তবে সেই জাতীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যদি ভক্তির অনুষ্ঠান করে তাহা হইলেই যদি সাধুধর্ম্ম প্রাপ্তির হেতু হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়জাত শ্রদ্ধা থাকিলেই যে সাধুত্বের হেতু হইবে তাহা আর কি বলিব? কিন্তু দেবতান্তরের অর্চ্চনের মত যে জন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে অর্চ্চন করে তাহারা যেমন সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি এবং উপশমাত্মক সুখ ও পরাগতি মুক্তি লাভ করিতে পারে না, সেইপ্রকার ভগবদ্ভজনে লৌকিকী শ্রদ্ধাতেও শ্রীভগবান্‌কে অনন্যভক্তিতে অর্থাৎ অন্যদেবতাকে উপাসনা না করিয়া একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই যদি উপাসনা করে, তাহা হইলেও সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবে। তাহাই "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। এই শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ অবস্থা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকাশ করিয়াছেন।"—

কিং সত্যমনৃতঞ্চেহ বিচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
বিচারেঽপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবর্জ্জনম্॥
সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাত্তদা শ্রদ্ধা মহাফলা।

প্রথমতঃ ভক্তি-অঙ্গের মাহাত্ম্য সত্য কি মিথ্যা এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়, যেমন শ্রীচরণামৃতের অকালমৃত্যুহরণ এবং সর্ব্বব্যাধিবিনাশন মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ এই মাহাত্ম্য যাহা বর্ণিত হইয়াছেন ইহা সত্য কি মিথ্যা? এই প্রকার মনে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তৎপরে মনের নিকটে একটা যুক্তি আসে। যদি ব্যবহারিক মণি মন্ত্র ও ঔষধিরই একটা চিন্তাতীত, যুক্তির অতীত, ক্ষমতা থাকিতে পারে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তু শ্রীচরণামৃতের এমত চিন্তাতীত অলোকসামান্য প্রভাব থাকা অসম্ভব কি? এইরূপ ভাবে শ্রীচরণামৃতের প্রতি অবিশ্বাস অংশ বিদূরিত হইয়া বিশ্বাস অংশই নিশ্চিত হইলে তখনই শ্রদ্ধা মহাফলদায়িনী হইয়া থাকে এবং পূর্ণতা লাভ করে। তাহা হইলে এই প্রকার লক্ষণে শ্রদ্ধার উৎপত্তি পরিচিত হইলে সেই শ্রদ্ধা থাকিলেই "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" ইত্যাদি এবং "মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব কর্ম্মত্যাগের অনধিকারী এবং অধিকারী বিষয় অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবান্ ও শ্রীনারদের বাক্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ "যাহারা কর্ম্ম, ও কর্ম্মফল আসক্ত, বিদ্বান ব্যক্তি তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবে না। বরঞ্চ নিজে কর্ম্ম আচরণ করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবে। এই শ্রীভগবদ্বাক্যে কর্ম্ম করিবার যে আদেশ করিয়াছেন, সেটী বিশুদ্ধা-ভক্তিতে শ্রদ্ধাহীনতা-দোষে কর্ম্ম ত্যাগ অনধিকারীর প্রতি বুঝিতে হইবে। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৫ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের

প্রতিও এই প্রকারই উপদেশ করিয়াছেন—হে মুনিবর! শ্রীহরির যশ বর্ণন বিনা মহাভারতাদিতে তুমি যে ধর্ম্মাদি বর্ণন করিয়াছ, তাহাতে মানবের কোনই ফল লাভ হইতে পারে না, বরঞ্চ তাহা বিরুদ্ধই হইয়াছে। যেহেতু স্বভাবতঃ নিন্দিত কাম্যকর্ম্মাদিতে অনুরক্ত পুরুষের প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অনুশাসন করা তোমার অত্যন্তই অন্যায় হইয়াছে কারণ যে নিন্দিত কাম্য কর্ম্মে স্বভাবতঃই মানবের রুচি বিদ্যমান আছে, তাহার জন্য আবার উপদেশ করা অন্যায় নয় কি? বিশেষতঃ যাহার উপদেশবাক্যে প্রাকৃতজন "এইটী-ই মুখ্যধর্ম্ম" এইভাবে নিশ্চয় করে, তাহার উপদেশবাক্যের উপরে অন্য কোনও বিজ্ঞব্যক্তি কাম্যকর্ম্মের দোষ দেখাইয়া নিষেধ করিলেও অন্যে মানিবে না। কারণ তাহারা বলিবে যে, কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপদেশ করিয়াছেন, তাহার উপরে অন্যের উপদেশ আমরা মানিব কেন?" এই প্রকারে তোমার উপদেশে জগতের যে কত বড় একটা অন্যায় হইয়াছে, তাহা আর ভাষায় কত বলিব! তুমি নিজেই তাহা বুঝিতে পার। তুমি যদি এত বড় মহর্ষি না হইতে তাহা হইলে তোমার ঐ জাতীয় উপদেশে জগতের এত বড় অকল্যাণ হইত না। ৬।৯।৫০ শ্লোকে অজিত নামা শ্রীভগবান্ যে উপদেশ করিয়াছেন, সেটীও কর্ম্মপরিত্যাগে অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজে বেশ বুঝিতে পারেন "কর্ম্মাসক্তি-ই জীবের অনর্থের মূল কারণ এবং কর্ম্মাসক্তিত্যাগই শান্তির নিদান" ইহা জানা সত্ত্বেও অজ্ঞব্যক্তিকে কখনও কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করেন না,—যেমন যেজন উত্তম চিকিৎসক হয়েন, সে জন কখনও রোগীর ইচ্ছানুরূপ অপথ্য দান করেন না। এস্থানে অনন্যভক্তি-অনুষ্ঠানে অধিকারিতার প্রতি শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু, এবং সেই শ্রদ্ধাও ভক্তিমাহাত্ম্য-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সম্ভব হয় না। অতএব অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি এইপ্রকার কর্ম্মত্যাগের উপদেশ সম্ভবপর হয় না—তথাপি কোনও প্রকারে সেই ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও পূর্ব্বজন্মের ভক্তি সংস্কার আছে এইরূপ অনুমান করিয়াই কর্ম্মত্যাগের অধিকারী নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মত্যাগের উপদেশ করা দোষাবহ নয়। অর্থাৎ ভগবান প্রতি অজিত যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ আছে "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি" এই শ্লোকে অজ্ঞব্যক্তিকে বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ করিবে না—এইরূপ উপদেশ থাকায় কর্ম্মত্যাগের অনধিকারী শ্রদ্ধাবিহীন অজ্ঞব্যক্তিকে কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ করাতে কর্ম্মত্যাগে অনধিকারীকে উপদেশ করা হইল বলিয়া শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" এই শ্লোকের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তি অনুষ্ঠানে দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে উপদেশ করিতেছেন। তাহা হইলে "অজ্ঞব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিবে না" এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত—ভগবান্ শ্রীঅজিতদেবের বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদকল্পনং গৌরবম্" সেইজন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ বিরোধপরিহারের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন—যিনি বিজ্ঞ, তিনি অজ্ঞব্যক্তিকে অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীনজনকে কখনও কর্ম্মত্যাগের জন্য উপদেশ করিতে পারেন না। যেহেতু তিনি কোন্ জন কর্ম্মত্যাগে অধিকারী ও কোন্ জন কর্ম্মত্যাগে অনধিকারী তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন বলিয়াই বিজ্ঞ। অতএব তিনি কখনই অনধিকারী ব্যক্তিকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ করেন না। তাহা হইলে শ্লোকে যে অজ্ঞ শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যদ্যপি তৎকালে ভক্তি-মাহাত্ম্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তথাপি জন্মান্তরীয় ভক্তি-সংস্কার আছে, বিজ্ঞব্যক্তিরা সেইটী অনুমান করিয়াই কর্ম্মত্যাগের জন্য উপদেশ করিয়া থাকেন—এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। তাহা না হইলে অশ্রদ্দধান জনকে অনন্যভক্তি-অনুষ্ঠানের জন্য উপদেশকারীরই দোষ ঘটে। যেহেতু অশ্রদ্দধান বিমুখ ও অশ্রবনকারীকে যেগু স্তুরি

কথা উপদেশ সেটী বক্ষ্যমান প্রমাণানুসারে অপরাধ-জনক বলিয়া শোনা যায়। অনন্তর প্রকৃত বিষয়ের অনু-সরণ করা যাইতেছে। অতএব এই প্রকারে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ তিনটী সাধনের কথা এবং সেই তিন সাধনের মধ্যে কোন্‌জন কোন্ সাধনে অধিকারী তাহার হেতুও উল্লেখ করিয়া কর্ম্মেরও যেমনভাবে ভগবৎ-সাম্মুখ্যরূপত্ব হইতে পারে, শ্রীভগবান যেমনভাবে বলি-য়াছেন তাহাই উল্লেখ করা যাইতেছে। অর্থাৎ যেমন-ভাবে অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মেরও ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বারত্ব প্রকাশ পায় ১১।২০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীল উদ্ধব মহাশয়কে সেইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। "হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মে অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নিষ্কামভাবে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর আমাকে আরাধনা করিলে স্বর্গ এবং নরকে যাইবে না—যদি নিষিদ্ধ আচরণ ও শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের অতিক্রম না করে। বর্ত্ত-মান দেহে থাকিয়া নিষ্পাপ ভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে এবং যদৃচ্ছাক্রমে (সাধুসঙ্গ-প্রভাবে) আমাতে ভক্তিও লাভ করিতে পারে। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—অনাশীঃ-কাম—ফলাকাঙ্খারহিত অঘবৎ—নিষিদ্ধাচরণম্। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে, নিষিদ্ধ আচরণ না করিয়া যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর আমাকে আরাধনা করিলে স্বর্গ ও নরকে যাইবে না। যেহেতু মানুষ দুইপ্রকারে নরকে যায়, একপ্রকার শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করিলে অপর শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে। অতএব স্বধর্ম্ম-আচরণে প্রবৃত্ত ও নিষিদ্ধত্যাগী বলিয়া নরকে যায় না। আবার কামনাশূন্য বলিয়া স্বর্গেও যাইবে না, কিন্তু এই দেহেই নিষিদ্ধপরিত্যাগী এই জন্য শুচি অর্থাৎ ভোগা-দিতে আসক্তিশূন্য। এবম্ভূত ব্যক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে অধিকারী হইয়া থাকে। এইক্ষণ কেবল জ্ঞান হইতেও ভক্তের দুর্লভতা প্রকাশ করিতেছেন। সেই অধিকারীর যদি সাধুসঙ্গ ঘটে তাহা হইলে আমার চরণে ভক্তি লাভ করিতে পারে। এস্থলে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্বোক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর ফলকামনা-শূন্যত্ব বলিতে বুঝিতে হইবে—কেবল ঈশ্বরাজ্ঞা বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করা, অর্থাৎ অন্যকোনও উদ্দেশ্য হৃদয়ে না রাখিয়া কেবলমাত্র পরমেশ্বরের আদেশ বুদ্ধিতে কর্ম্মা-নুষ্ঠান করার নাম এই অধিকারীর পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম। এস্থানে যদি সেই পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর জ্ঞানী মহতের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ঐ কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা হইয়া থাকে। যদি ভক্ত-মহতের সঙ্গ ঘটে তাহা হইলে কিন্তু ভগবৎ-সন্তোষার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানই নিষ্কাম কর্ম্ম। এস্থানে মূলশ্লোকে "যদৃচ্ছয়া" পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অর্থ "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" এই ১৭১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ১১।২০ অধ্যায়ের শ্লোক ব্যাখ্যায় লিখিত ভক্তসঙ্গ এবং তৎকৃপাজনিত ভাগ্যের কথাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সেই পূর্ব্বোক্তলক্ষণ কর্ম্মাধিকারী, জ্ঞানী মহতের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে ধন্য হইবে; আর ভক্ত-মহতের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে আমাতে ভক্তি-লাভে ধন্য হইতে পারিবে। কারণ ভক্তমহতের সঙ্গ বিনা অন্য কোনও উপায়েই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। এই অভিপ্রায়ে ২।৩।১১ শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন! এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগ-বতসঙ্গতঃ॥ হে রাজন্! যাহারা ইন্দ্রাদিদেবগণকে যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিতেছেন, সেই সেই দেবতার আরাধনা দ্বারা যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হয় অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা আরাধনা করিতে করিতে যদি কোনও এক অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বশতঃ কোনও ভক্ত মহতের সঙ্গলাভে শ্রীভগবানের চরণে অচলাভক্তির উদয় হয় এইটীই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর নিঃশেষ সুমঙ্গল। অন্য সকল ফলই অতি তুচ্ছ। এইরূপ পূর্ব্ব-বর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে অধিকারিভেদে নিষ্কামভাবে শ্রীভগ-বানে কর্ম্ম অর্পণের ফলে জ্ঞানী মহতের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইবে, আর ভক্তমহতের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে বিশুদ্ধা ভক্তিলাভ করিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব

নিজ অধিকার-অনুসারেই থাকা কর্ত্তব্য। যেহেতু ১১।২০।২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" অর্থাৎ নিজ নিজ অধিকারে নিশ্চলভাবে থাকাই গুণ, অধিকার-বিরুদ্ধ আচরণই দোষ। ১৭৫ ॥

টীকা চ—অনাশীঃনামোঽফলকামঃ। অন্যন্নিষিদ্ধং নরকযানং হি দ্বিধৈব ভবতি, বিহিতাতিক্রমাদ্বা নিষিদ্ধাচরণাদ্বা। অতঃ স্বধর্ম্মস্থত্বান্নিষিদ্ধবর্জ্জনাচ্চ নরকং ন যাতি অফলকামত্বাৎ ন স্বর্গমপীত্যর্থঃ। কিন্তু অস্মিল্লোকে অস্মিন্নেব দেহে। অনঘো নিষিদ্ধপরিত্যাগী। অতঃ শুচির্নিবৃত্তরাগাদিমলঃ। যদৃচ্ছয়েতি। কেবলজ্ঞানাদপি ভক্তের্দুর্ল্লভতাং দ্যোতয়তীত্যেষা। অত্র অফলকামত্বং কেবলেশ্বরাজ্ঞাবুদ্ধ্যা কুর্ব্বাণত্বম্। অত্র জ্ঞানিসঙ্গে সতি তন্মাত্রত্বমেব ভগবদর্পণং ভবেৎ। ভক্তসঙ্গে তু তৎসন্তোষময়ত্বম্। অতো যদৃচ্ছয়েতি। পূর্ব্ববৎ ভক্তসঙ্গতৎকৃপালক্ষণং ভাগ্যং বোধিতম্। যদুক্তম্—এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয় ইত্যাদি।

তদেবং কর্ম্মার্পণকেবলজ্ঞানকেবলভক্তয়োঽধিকারিভেদেন ব্যবস্থাপিতাঃ। ততঃ স্বাধিকারানুসারেণৈব স্থাতব্যমিত্যাহ—স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিত ইতি ॥ ১৭৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১১।২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥১৭৩—১৭৫ ॥

তত্র সাম্মুখ্যদ্বারভূতস্য কর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যরূপজ্ঞানভক্ত্যুদয়পর্য্যন্তত্বাৎ স্বয়মেব তাভ্যাং ন্যক্কারঃ। তত্র সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যে চ নির্ব্বিশেষসাম্মুখ্যং জ্ঞানম্। সবিশেষস্যাপি তত্ত্বস্য ভগবত্ত্বং পরমাত্মত্বঞ্চেতি মুখ্যমাবির্ভাবদ্বয়মিতি সবিশেষসাম্মুখ্যরূপায়া ভক্তেস্তু মুখ্যং ভেদদ্বয়ং ভগবন্নিষ্ঠত্বং পরমাত্মনিষ্ঠত্বঞ্চেতি। তদেতত্ত্রয়ং শ্রীগীতাসূক্তম্। তত্র অক্ষরং ব্রহ্ম পরমমিত্যক্ষরশব্দেন পূর্ব্বোক্তং ব্রহ্ম। তৎসাম্মুখ্যরূপং জ্ঞানাত্মকোপাসনঞ্চোত্তরোক্তং যথা—যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তীত্যাদি, তথা পরমাত্মানমপি পুরুষশ্চাধিদৈবতমিতি, অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বরেতি চ, বিবাড্ব্যষ্টিরূপাধিষ্ঠানদ্বয়ভেদেন ভিন্নপ্রায়মুক্ত্বা, ভক্তিরীতিদ্বয়ী তয়োরেকপ্রায়া দর্শিতা। তত্রাভ্যাসযোগযুক্তেনেত্যাদিনৈকা। কবিং পুরাণমনুশাসিতারমিত্যাদিনান্যা। তথা মচ্ছব্দোক্তশ্রীকৃষ্ণাখ্যভগবদ্ভক্তিপ্রকারশ্চায়ম্—অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিন ইতি ॥ তদেতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং শ্রীকপিলদেবেনাপ্যুক্তম্—জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্। দৃশ্যাদিভিঃ পৃথক্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়ত ইতি। দৃশির্জ্ঞানম্। পৃথক পরস্পরমন্যাদৃশো ভাবো ভাবনা যেষু তথাবিধৈর্জ্ঞানাদিভিরেক এব পরিপূর্ণস্বরূপগুণঃ পরব্রহ্মেয়তে পরমাত্মেয়তে ভগবাংশ্চেয়তে। তত্র জ্ঞানেন পরব্রহ্মতয়া জ্ঞায়তে ভক্তিবিশেষেণ পরমাত্মতয়া পূর্ণয়া ভক্ত্যা ভগবত্তয়েতি জ্ঞেয়ম্। পরব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং জ্ঞানমাত্রমিতি পরমাত্মন ঈশ্বরঃ পুমানিতি ভগবতো ভগবানিত্যেব। বিবৃতঞ্চৈতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং ভগবৎপরমাত্মসন্দর্ভয়োঃ। ব্রহ্মণঃ অথাপি ভূমন্নিত্যাদিনা। পরমাত্মনঃ কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যাদিনা। ভগবতো ভক্তিযোগেন মনসীত্যাদিনা চ। তথাচ যদ্যপি সাম্মুখ্যত্বেনাবিশিষ্টং জ্ঞানাদিত্রয়মপি তদ্বৈমুখ্যপ্রতিযোগি ভবেৎ, তথাপি শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামিত্যাদৌ ভক্তিং বিনা কেবলজ্ঞানস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। অত্রাপি চ তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্যেত্যাদৌ ভক্তেস্তন্নির-

পেক্ষত্বাৎ যৎকর্ম্মভির্যত্তপসেত্যাদৌ আনুসঙ্গিক-সর্ব্বফলত্বাচ্চ জ্ঞানমপি ন্যক্কৃতম্। ততোঽবশিষ্টায়াং সবিশেষোপাসনারূপায়াং ভক্তৌ চ শ্রীবিষ্ণুরূপমবহুমন্যমানাঃ কেচিন্নিরাকারেশ্বরস্যান্যাকারেশ্বরস্য চোপাসনাং যাং মন্যন্তে সাপি ন্যক্কৃতাস্তি। যতো হিরণ্যকশিপোরপি নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধ ইত্যাদিতদ্বাক্যেন যদৃচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয় ইত্যাদিতদুদাহৃতেতিহাসবাক্যেন তেন কৃতব্রহ্মস্তবেন চ ব্রহ্মজ্ঞানং নিরাকারেশ্বরজ্ঞানমন্যাকারেশ্বরজ্ঞানঞ্চ তস্যাস্তীতি বর্ণ্যতে। শ্রীবিষ্ণৌ দেবতাসামান্যদৃষ্টের্নিন্দ্যতে চ স ইতি। তথান্যত্রাহংগ্রহোপাসনা চ ন্যক্কৃতা। পৌণ্ড্রকবাসুদেবাদৌ যন্তুভিরিব শুদ্ধভক্তৈরূপহাস্যত্বাৎ। সালোক্য-সার্ষ্টিসারূপ্যেত্যাদিষু—তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দ্দেশাৎ। তদুক্তং শ্রীহনুমতা—কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতীতি। তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশভক্তপ্রশংসাদ্বারেণ সর্ব্বোর্দ্ধমুপদিশতি—ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ ১৭৬।

সাধকের ততদিন পর্য্যন্তই পরতত্ত্বসাম্মুখ্যের দ্বারস্বরূপ কর্ম্মে অধিকার, যতদিন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎসাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান অথবা ভক্তির উদয় না হয়। জ্ঞান এবং ভক্তির উদয় হইলে কর্ম্মে তুচ্ছবুদ্ধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে, যেহেতু নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ মাত্র। অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির দরজা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম পৌঁছাইয়া দেয়, তৎপর আর কর্ম্মের প্রবেশে অধিকার নাই। সেই সাক্ষাৎসাম্মুখ্য-মধ্যে নির্ব্বিশেষসাম্মুখ্য জ্ঞান। সবিশেষতত্ত্বের মধ্যেও ভগবত্ত্ব এবং পরমাত্মত্ব, অর্থাৎ ভগবৎলক্ষণ ও পরমাত্মলক্ষণ ভেদে মুখ্য আবির্ভাব দুই প্রকার। সবিশেষ পরতত্ত্বের মুখ্য সাম্মুখ্যরূপা ভক্তির কিন্তু ভগবন্নিষ্ঠত্ব এবং পরমাত্মনিষ্ঠত্বভেদে দুইটী ভেদ আছে। ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবদ্ভেদে পরতত্ত্বের তিন প্রকার আবির্ভাবের সংবাদ ভগবদ্গীতায় সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরং" শ্রীভগবদ্গীতায় ৮।৩ শ্লোকে উল্লিখিত অক্ষর শব্দে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্মের সাম্মুখ্যরূপে জ্ঞানরূপ উপাসনার কথাও—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥

শ্রীভগবদ্গীতার ৮।১১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইপ্রকার পরমাত্মতত্ত্বের সংবাদ ও "পুরুষশ্চাধিদৈবতম্" এবং "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর" এই দুইটী প্রকারভেদে বিরাট্ ও ব্যষ্টিরূপ অধিষ্ঠান ভেদে ভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ বিরাড্রূপে পুরুষ পরমাত্মাকে অধিদৈবত বলিয়া এবং ব্যষ্টিরূপে অধিষ্ঠানরূপে অধিযজ্ঞ বলিয়া দুই প্রকার ভেদরূপে পরমাত্মরূপের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ দুইপ্রকার পরমাত্মস্বরূপের উপাসনারূপা ভক্তির রীতি দুইপ্রকার হইলেও এক প্রকারই দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

হে অর্জ্জুন! অভ্যাসযোগে অনন্যগামী যুক্তচিত্তে অলৌকিক পরমপুরুষকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে সেই পরমপুরুষকেই লাভ করিয়া থাকে। এই একটী পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্তির উপাসনারূপ ভক্তির রীতি দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী অধিদৈবত-পুরুষাখ্য-পরমাত্মস্বরূপের প্রাপ্তির উপাসনারূপা ভক্তির এই একটি প্রকারভেদ। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং" এই শ্লোকে ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী পুরুষাখ্যপরমাত্মস্বরূপের উপাসনারূপা ভক্তির দ্বিতীয় প্রকার ভেদ দেখান হইয়াছে। এ স্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—একই পরমাত্মস্বরূপ অবস্থাভেদে তিন প্রকারে অভিব্যক্ত হয়েন। এক মায়ান্তর্য্যামী—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, ইহারই অপর নাম কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয়—সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী ইহারই অপর নাম গর্ভোদশায়ী সমষ্টিজীবরূপ ব্রহ্মান্তর্য্যামী। তৃতীয়—ব্যষ্টি-

জীবান্তর্য্যামী, ইহারই অপর নাম ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু। তন্মধ্যে সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী পরমাত্মস্বরূপের উপাসনারূপ ভক্তির প্রকারভেদ "অভ্যাসযোগযুক্তেন" শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী পুরুষের উপাসনারূপভক্তির ভেদ 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারং" শ্লোকে দেখান হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিনটী রূপের কথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যতো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

শ্রীবিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিনটী রূপের কথা কিন্তু সবাই জানে। তন্মধ্যে মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা প্রথমপুরুষ মহাবিষ্ণু। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত অর্থাৎ প্রতিব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ; সর্ব্বজীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু তৃতীয় পুরুষ। এই তিনটী পুরুষের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্গীতায় যেমন দুইটী পুরুষের উপাসনারূপা ভক্তির সংবাদ দেওয়া আছে, তেমনি উক্ত প্রকরণে "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদি শ্লোকে "অস্মৎ' শব্দের দ্বারা উক্ত শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবানের ভক্তির প্রকারও নিম্নলিখিত প্রকারে উল্লেখ করা আছে। "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" যে জন অনন্যচেতা হইয়া অর্থাৎ আমাভিন্ন অন্যত্র সঙ্কল্প না রাখিয়া (একমাত্র আমাতেই সঙ্কল্পরক্ষা করতঃ) নিত্য আমাকেই স্মরণ করিতেছে, হে অর্জ্জুন! আমি সেই নিত্য অভিযুক্তমনা ভক্তিসাধক যোগি-পুরুষের পক্ষে অতি সুখলভ্য। এতাদৃশ ভক্তিযোগটী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিষয় করিয়াই উপদেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ভেদে তিন প্রকার আবির্ভাবের সাম্মুখ্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবও উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরপুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথকভাবৈঃ ভগবানেক ঈয়তে॥

৩।৩২।২৬॥

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিলেন, হে মাতঃ! একই পরিপূর্ণস্বরূপ ও পরিপূর্ণগুণ ভগবান্, জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ ও পূর্ণাভক্তিরূপ উপাসনা ভেদে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্-রূপে জ্ঞানী, ভক্তিযোগী ও বিশুদ্ধভক্তিসাধকের নিকটে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ জ্ঞানমাত্র, অর্থাৎ চিন্মাত্র সত্তা, যাহাতে শক্তি ও শক্তির বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি হয় নাই, এমত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। পরমাত্মা ঈশ্বর ও পুরুষ নামে অভিহিত। ভগবান্ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। একই অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ স্বরূপ ও গুণে পরিপূর্ণ হইয়াও উপাসকের উপাসনাভেদে শক্তি-শক্তিমত্ত্বাভেদরহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, কিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত-বিশেষ পরমাত্মা, পরমেশ্বররূপে এবং পরিপূর্ণ অভিব্যক্ত-বিশেষ ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বস্তুর শক্তি ও তাহার বৈচিত্রী থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে বস্তুর সত্তা মাত্রই গ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন কোনও একটী ধনী ভক্তের গৃহে মণিনির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য বৃদ্ধ পিতা ও যুবক পুত্র গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতা মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তির জ্যোতিভেদ করিয়া শ্রীমুখকরচরণাদি দর্শন করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি কেবল জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিতেছি কিন্তু করচরণাদি দেখিতে পাইতেছি না।" কারণ তাহার চক্ষু মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তির জ্যোতিভেদ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির শ্রীমুখকরচরণাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থ, কাজেই তিনি শ্রীমূর্ত্তির করচরণাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেবল জ্যোতির্ম্ময়ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিলেন। আবার যুবক-পুত্রটী নবীন চক্ষুর সামর্থ্যে জ্যোতির অভ্যন্তরস্থ দ্বিভুজ শ্রীশ্যামসুন্দরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন, এবং প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দ-অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কারণ তাহার চক্ষুর জ্যোতির্ম্মণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির করচরণাদি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে, তাই তিনি শ্রীমূর্ত্তির বৈশিষ্ট্যগ্রহণে সমর্থ। এইপ্রকার জ্ঞানসাধকের শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও তাহার বৈচিত্র্য গ্রহণে সামর্থ্য নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র সত্ত্বাই উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন— "জ্ঞানমার্গে লইতে পারে কৃষ্ণের বিশেষ।" জ্ঞান, যোগ ও

ভক্তি এই তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥" "উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য্য তার দেইত' উপমা।" ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনপ্রকার আবির্ভাবের এবং ঐ তিনের সাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ ও পূর্ণা ভক্তিরূপ উপাসনাত্রয়ের বিচার ভগবৎ ও পরমাত্মসন্দর্ভে বিশেষ বিস্তার ভাবে করা আছেন বলিয়া—এস্থানে আর বিশেষ বিচার করা হইল না। ৩।৩২।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজজননীকে বলিয়াছেন—

"যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একোনানেয়তে তদ্বৎ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥

হে মাতঃ! যেমন একই দুগ্ধাদি পদার্থ পৃথক্ দ্বার ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা পৃথকধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা যখন দুগ্ধকে দর্শন করা যায়, তখন দেখা যায়—দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ, আবার যখন হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায়—তখন তাহার শৈত্য অনুভূত হয়, এবং জিহ্বা দ্বারা তাহার মধুরতা প্রকাশ পায়। তেমনি একই শ্রীভগবান্ জ্ঞান-সাধনে জ্ঞানীর নিকটে নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপে, ভক্তিবিশেষে যোগীর নিকটে পরমাত্মরূপে, পূর্ণাভক্তিতে ভক্তের নিকটে ভগবান্ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব-প্রকার ১০।১৪।৬ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন"

অথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্য তে-
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো-
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥

হে প্রভো! এইপ্রকার তোমার সগুণ এবং নির্গুণ উভয় স্বরূপেরই অনুভব দুর্ঘট হইলেও তোমার কথা-শ্রবণাদি দ্বারাই তোমার প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অন্য কোনও উপায়েই তোমাকে পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে যদ্যপি সগুণ ও নির্গুণ উভয় স্বরূপের অনুভবই দুর্ঘট, তথাপি তোমার নির্গুণ স্বরূপের জ্ঞান কোনও প্রকারে হইতে পারে; কিন্তু অচিন্ত্য-অনন্ত-গুণ বলিয়া তোমার সগুণ-স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব সর্ব্বদাই অসম্ভব। হে ভূমন্! তোমার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয় সাধক-গণের বোধগোচর হইতে যোগ্য হইতে পারে। কি প্রকারে বোধগোচর হইতে পারে, তাহারই প্রকারটী বলিতেছেন,—স্বানুভবাৎ—আত্মা আকারে আকারিত অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকারে। তাহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—অন্তঃকরণ সবিকার বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, কেমন করিয়া সেই অন্তঃকরণের আত্মাকারে আকরিত হওয়া সম্ভবপর হয়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—অবিক্রিয়াৎ—অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিষয়াকারশূন্যতাই আত্মাকারতা। ইহাতেও একটী প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, নির্ব্বিষয় আত্মা কেমন করিয়া অন্তঃকরণের বিষয় হইতে পারে? আর যদি আত্মা অন্তঃকরণের বিষয় হয়, তবে আত্মার অনাত্মত্ব অর্থাৎ জড়ত্ব দোষ ঘটে, যেহেতু যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহা তাহাই জড়। এই সংশয় নিবৃত্তির জন্যই বলিতেছেন—"অরূপতঃ" অর্থাৎ আত্মা কখনই অন্তঃকরণের বিষয় হয় না, যেহেতু "বৃত্তি বিষয়ত্বমেবাত্মনো ন ফলবিষয়ত্বম্" অর্থাৎ আত্মা ঘট-পটাদির মত ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, আত্মবৃত্তির দ্বারাই আত্ম প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যের দুইটী ধর্ম্ম আছে, এক—অন্যনিরপেক্ষভাবে স্বয়ং-প্রকাশসামর্থ্য, অপর অন্যকে প্রকাশ করাইবার সামর্থ্য। তেমনি স্বপ্রকাশ আত্মাও অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজে স্বপ্রকাশ-স্বভাবে বিষয়াকারশূন্য অন্তঃকরণে স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের উপরেও একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—তাহা হইলে কেমন করিয়া অন্তঃকরণে আত্মার স্ফূর্ত্তি হয়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"অনন্যবোধ্যাত্মতয়া"। অর্থাৎ অণুচৈতন্য-স্বরূপ জীবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইলেই কেমন করিয়া বিভুচৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিলেন—যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপ বিভুচৈতন্য, আর জীবস্বরূপ অণুচৈতন্য, তথাপি চৈতন্যাংশে দুইয়েরই সাম্য আছে বলিয়া অভেদরূপে জীবচৈতন্য ও বিভুচৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এস্থানে দুইটী বিশেষ বুঝিবার বিষয় যে, জীবচৈতন্য ও বিভুচৈতন্যের অভেদরূপে স্ফূর্ত্তিলাভের কামনায় সাধন-অবস্থায় ভক্তিযোগে আরাধিত শ্রীভগবানের

প্রসাদেই অণুচৈতন্য জীবস্বরূপের সহিত বিভুচৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপের অভেদরূপে সেই অবস্থাতেও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। মূলকথা এই—অভেদ-স্ফূর্ত্তির মূল নিদান শ্রীভগবৎ-কৃপা। এই অভিপ্রায়েই সত্যব্রত মহারাজের প্রতি ভগবান্ শ্রীমৎস্যদেবও ৮।২৪।৩৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥

হে রাজন্! আমার মহিমারূপ পরব্রহ্মনামে অভিহিত পরতত্ত্ব-বস্তু আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত তোমার হৃদয়ে সম্যক্ প্রশ্নের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ আমার অনুগ্রহে পরব্রহ্মতত্ত্ব নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। এই শ্লোকটীর ভিতরে একটু বিশেষ বুঝিবার এই যে—শ্লোকে "অনুগৃহীত" পদটী পরব্রহ্মের বিশেষণরূপে উল্লেখ থাকায় শ্রীভগবান্ অনুগ্রাহকতত্ত্ব, আর পরব্রহ্ম অনুগৃহীততত্ত্ব—ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বের অনুগ্রহ বিনা ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। পরমাত্মতত্ত্বের অভিব্যক্তির প্রকার ২।২।৮ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

হে রাজন্! কোন কোনও সৌভাগ্যবান্ জন "নিজ দেহের মধ্যে যে হৃদয় আছে, সেই হৃদয়ে যে অবকাশ, সেই অবকাশে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার করিলে যে প্রমাণ হয় সেই পরিমাণে অন্তর্য্যামী পুরুষ বাস করিতেছেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং চারিটী হস্তে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা ধারণ করিয়া আছেন"—এইরূপ-ভাবে সেই পুরুষকে ধারণাতে স্মরণ করিয়া থাকেন।

ভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবপ্রকার ১।৭।৪—৫ শ্লোকে শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

হে শৌনক! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রেম-ভক্তিযোগে সমাহিত নির্ম্মলচিত্তে সর্ব্বশক্তিপূর্ণ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশবর্ত্তিনী অপকৃষ্ট আশ্রয়া মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন। যে মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আত্মা (জীব) স্বরূপে মায়াতীত চৈতন্য হইয়াও নিজকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া অভিমান করে এবং সেই অভিমান-জন্য নানাবিধ অনর্থ ভোগ করিয়া থাকে। এস্থানে প্রেমভক্তিবিভাসিত-হৃদয়ে যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল। এস্থানে যদ্যপি জ্ঞান ভক্তিবিশেষ ও পূর্ণাভক্তিকে পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যে অবিশেষ-রূপেই বর্ণন করা হইয়াছে, অর্থাৎ এই তিনটী উপাসনা-কেই পরতত্ত্ববৈমুখ্যের প্রতিযোগী অর্থাৎ বিরোধীরূপে দেখান হইয়াছে, তথাপি ১০।১৪।৪ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিকরতঃ বলিয়াছিলেন—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥

হে প্রভো! যাহারা নিখিল অভ্যুদয় ও মোক্ষরূপ মঙ্গলসমূহের জননী ভক্তিকে তুচ্ছ-বুদ্ধিতে অনাদর করতঃ কেবল জ্ঞানলাভের জন্য আসন, যম নিয়ম, প্রত্যাহার প্রভৃতি সাধনে ক্লেশ স্বীকার করিতেছে, তাহাদের সে সকল ক্লেশ কেবল ক্লেশপ্রদই হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুর অনুভব করাইতে পারে না, যেমন বলবান ব্যক্তি অল্প পরিমান ধান্য দেখিয়া তুচ্ছ-বুদ্ধিতে রাশি রাশি তুষ অবঘাতন করিলে একটীও পুষ্কল তণ্ডুল লাভ করিতে পারে না—কেবল হস্তবেদনাই লাভ হইয়া থাকে। তেমনই অনায়াসে সাধ্য-ভক্তিকে অনাদর করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য অর্থাৎ বিজ্ঞতামাত্র-পর্য্যবসায়ী জ্ঞানসাধনে সাধকের তেমনি অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

এই শ্লোকে ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের অকিঞ্চিৎ-করত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, ১১।২০।৩১ শ্লোকেও—

তস্মাদ্ মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ,
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে কহিলেন ;—হে উদ্ধব মদ্গতচিত্ত আমাতে ভক্তিযুক্ত যোগী সাধকের জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়শঃ মঙ্গলজনক হয় না, এই শ্লোকে শ্রীভগদ্ভক্তির জ্ঞান বৈরাগ্যের অপেক্ষা শূন্যতা দেখান হইয়াছে, অথচ ১১।২০।৩২-৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ তৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তিং লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

হে উদ্ধব! নিখিল কর্ম্মে, তপস্যায়, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে, অষ্টাঙ্গ-যোগে, দানধর্ম্মে অধিক কি তীর্থযাত্রা ব্রতাদি-দ্বারা যে ফল লাভ হয়, আমার ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগ-প্রভাবে সেই সকল ফল অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। এমন কি তাহারা আমার ভক্তির আনুকুল্যে স্বর্গ, মোক্ষ এবং আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম পাইতে প্রার্থনা করিলেও ভক্তিযোগপ্রভাবে অনায়াসে তাহা পাইতে পারে, এই সকল প্রমাণে জ্ঞানকেও অনাদর করা হইয়াছে। তৎপর অবশিষ্ট সবিশেষ পরমাত্ম-স্বরূপের উপাসনারূপা ভক্তিতেও দেখা যায় যাহারা শ্রীবিষ্ণুর রূপটীকে বহু বলিয়া মনে না করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের কিম্বা অন্য আকার ঈশ্বরের যে উপাসনাকে বহু বলিয়া মনে করে, তাহাও অনাদৃত হইয়াছেন।

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুরূপের সচ্চিদানন্দঘনত্ব এবং বিভুত্ব যাহারা স্বীকার না করিয়া নিরাকার পরমেশ্বরের অথবা অন্যবিধ আকার পরমেশ্বরের (অর্থাৎ শিব ব্রহ্মা প্রভৃতির যে উপাসনাটীকে বহু বলিয়া মনে করেন, সেটীও শ্রীমদ্ভাগবতমতে তিরস্কৃত ; যেহেতু হিরণ্যকশিপু অসুর হইয়াও পরমেশ্বরতত্ত্বের "নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ" ৭।২।২২ শ্লোকে নিত্যত্ব, অপক্ষয়শূন্যত্ব এবং নির্ম্মলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হিরণ্যকশিপু-কর্তৃক উল্লিখিত ইতিহাস-বাক্যের দ্বারাও—"যদৃচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ঃ" ইত্যাদি ৭।২।৩৯ শ্লোকে পরমেশ্বরের সর্ব্বকর্তৃকত্ব বর্ণিত হইয়াছেন। আবার যখন শ্রীব্রহ্মাকে পরমেশ্বর-রূপে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতেও ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার-ঈশ্বর জ্ঞান এবং অন্যবিধ আকার ঈশ্বরজ্ঞানও যে তাঁহার ছিল, তাহাও ৭।৩ অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছেন। অথচ এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এবং উপাসনাসামর্থ্য-যুক্ত হইলেও হিরণ্যকশিপুর একমাত্র শ্রীবিষ্ণুতে সাধারণ-দেবতা দৃষ্টি থাকা জন্য শাস্ত্র তাঁহার সেই জ্ঞানকে এবং উপাসনাকে—ভূয়ো ভূয়ঃ নিন্দা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দেবতান্তরের উপাসক সর্ব্বসদ্গুণ-পূর্ণ হইয়াও যদি শ্রীবিষ্ণুতে পরমারাধ্যবুদ্ধি এবং পরম-আদরবুদ্ধি না করে, তাহা হইলে অসুর সংজ্ঞায় পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পরম উপাস্যত্ব এবং শ্রীবিষ্ণুভক্তির সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছেন। সেই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র অহংগ্রহ উপাসনাও তিরস্কৃত হইয়াছে। অর্থাৎ "আমি সেই পরমেশ্বর" এই-ভাবে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ অভিমানে উপাসনাতেও শ্রীমদ্ভাগবত ধিক্কার করেন। যেমন কাশীরাজ পৌণ্ড্রক যখন "আমি বাসুদেব, তুমি বৃথা বাসুদেব বলিয়া অভিমান কর," এইরূপ সংবাদ দূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়াছিল, তখন যাদবগণ সেই দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুল উপহাস করিয়াছিলেন। এস্থানেও 'অহংগ্রহ' উপাসনায় যাঁহারা আগ্রহান্বিত, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণ উপহাস করিয়া থাকেন। উপহাস করিবার হেতুও এই যে, সেই অহংগ্রহ-উপাসনার ফলরূপ মুক্তিকে বিশুদ্ধ-ভক্তগণ হেয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিষ্ণু-দুর্ব্বাসা সংবাদে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, ও একত্ব-লক্ষণ পঞ্চবিধা মুক্তি-ই যে বিশুদ্ধভক্তগণ আদর করেন না, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। শ্রীহনুমান্জীও বলিয়াছেন "কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি"। অর্থাৎ কোন মূঢ় জন দাসত্ব লাভ করিয়া প্রভুত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব পদের জন্য ইচ্ছা করে? এই সমুদয় অভিপ্রায়-ই নিষ্কিঞ্চন ভক্তিভাবে নিষ্কাম-ভক্তের প্রশংসা দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরাঃ ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥১৭৬॥

ধীরা ধীমন্তঃ। যতো মমৈকান্তিনো মষ্যেব প্রীতিযুক্তাঃ। অতো ময়া দত্তমপি ন গৃহ্নন্তি কিং পুনর্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। অপুনর্ভবমাত্যন্তিকমপি কৈবল্যমিত্যেষা। ঈদৃশানামেকান্তিনামেব পরমমহিমা গারুড়ে—ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যত ইতি। যস্মাদেবং সর্ব্বানন্দাতিক্রমলিঙ্গেন পরমানন্দস্বরূপাসৌ ভক্তিস্তস্মাৎ তত্র স্বভাবত এব প্রবৃত্তিগুণস্তথাভূতামপি তন্মাধুরীং স্বদোষেণানুভবিতুমসমর্থানাং তু কেবলবিধিনিষেধসম্ভবগুণদোষদৃষ্ট্যৈব প্রবৃত্তিরপি পূর্ব্বাপেক্ষয়া দোষ এব। যথোক্তমেতৎপূর্ব্বাধ্যায়ে শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিত্যাদৌ সাক্ষাদুক্তেরপি বিধানাবিধানয়োর্গুণদোষতাং কিং বর্ণিতেন বহুনেত্যন্তেন গ্রন্থেন প্রতিপাদ্য গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিত ইতি লব্ধতন্মাধুর্য্যানুভবানাং তদ্বিধিনিষেধকৃতগুণদোষৌ ন স্ত এবেত্যাহ—ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণা ইতি ॥ ১৭৭॥

টীকা চ—গুণদোষৈর্বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয় ইত্যেষা ॥ ১১॥২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৭৬ ॥ ১৭৭ ॥

ইয়মকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব জীবানাং স্বভাবত উচিতা। স্বাভাবিকতদাশ্রয়া হি জীবাঃ। স কারণং করণাধিপাধিপ ইতি শ্রুতেঃ। অংশত্বেঽপি বহিরঙ্গত্বস্বীকারাৎ তদাশ্রয়ত্বং সূর্য্যমণ্ডলবহিরাতপপরমাণূনামিব। অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডে প্রণবব্যাখ্যানে অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্। বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিত ইত্যাদি। অন্তে চ—ভগবচ্ছেষরূপোঽসৌ মকারাখ্যঃ সচেতন ইতি। তথা, অবধারণবাচ্যেব উকারঃ কৈশ্চিদিষ্যতে। শ্রীশ্চ তৎপক্ষপাতিত্বাদকারেণৈব চোচ্যতে। ভাস্করস্য প্রভা যদ্বত্তস্য নিত্যানপায়িনীত্যাদি। অতএব শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্। তথাষ্টাক্ষরব্যাখ্যানে—শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্ব্বং করোম্যহম্। দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্ব্বাসু কমলাপতেঃ। ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াৎ। এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সম্যগাচরেৎ। দাসভূতমিদং তস্য জগৎস্থাবরজঙ্গমম্। শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ। ইতি। তদেতদাহুঃ—

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্বহিরন্তরসম্বরণং তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্। ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ১৭৮ ॥

স্বেন তয়া কৃতেষু পুরেষু দেহেষু বর্ত্তমানং তব পুরুষং জনং তবৈবাংশরূপেণ তদীয়স্বরূপেণ কৃতং নিত্যসিদ্ধং বদন্তি। তত্রাখিলশক্তিধৃতস্তব ইত্যুক্ত্যা তদখিলশক্তিগণান্তঃপাতিজীবাখ্যতটস্থশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তবাংশো ন তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্টস্য কেবলস্বরূপস্যেত্যায়াতম্। ততো মূলমণ্ডলস্থানীয়ত্বদাশ্রয়করশ্মিপরমাণুস্থানীয়া জীবা ইতি ভাবঃ। অংশত্বে হেতু অবহিরন্তরসম্বরণম্।

বহিরন্তশ্চ যস্য সংবরণং নাস্তি কিন্তু তৈস্তৈরুপাধিভিঃ সম্বরণমেবাস্তীত্যর্থঃ। অতঃ সম্বরণহীনস্য তবায়মংশ এবেতি ভাবঃ। ইতি এতৎপ্রকারাং জীবস্য গতিং স্বভাবত এব তদাশ্রয়কস্তদেকজীবনশ্চাসৌ জীব ইতি তত্ত্বং বিবিচ্য জ্ঞাত্বা

কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ বিশ্বসিতাঃ শ্রদ্ধধানা ভবত এবাঙ্ঘ্রি-মুপাসতে। বিশ্বাসে হেতুঃ, নিগমাবপনং সকল-বেদবীজোজ্জীবনৈকাশ্রয়ক্ষেত্রং শাস্ত্রযোনিমিত্যর্থঃ। অতো নিত্যত্বদাশ্রয়ৈকজীবনানামপি তেষাং তদ্বৈমুখ্যেন যৎ সংসারদুঃখং ভবতি তদপি স্বয়মেব পলায়ত ইত্যাহুঃ, অভবমিতি। ন বিদ্যতে ভবঃ সংসারো যত্রেতি। অথবা ভজনীয়স্য নিত্যত্বেন ভক্তেরপ্যনশ্বরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি, অভবং জন্মরহিতং অঙ্ঘ্রিমিতি। তস্মাদকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব সর্ব্বোর্দ্ধ-মভিধেয়া ॥ ১০।৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমার ভক্তগণ অত্যন্ত ধীর অর্থাৎ ধীমান্। যেহেতু তাহারা একান্তী অর্থাৎ আমাতে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত। অতএব আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইলেও (আমি তাহাদিগকে দান করিলেও) অপুনর্ভব মোক্ষসুখও গ্রহণ করে না। তাহারা যে বাঞ্ছা করে না ইহা আর কি বলিব ? ১১।২ ॥ এতাদৃশ ঐকান্তিকপরমভক্তগণেরই পরম-মহিমা—গরুড়পুরাণে বিশেষরূপে উল্লেখ করা আছে। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ হইতে সত্রযাগকারী একটী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সত্র-যাগকারী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ হইতেও একটী সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তবিজ্ঞ কোটি ব্রাহ্মণ হইতেও একটী বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব সহস্র হইতেও একটী একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যেহেতু পূর্ব্ববর্ণিতলক্ষণা-ভক্তি স্বরূপানন্দ হইতেও পরমানন্দস্বরূপা ; অতএব স্বভাবতই সেই পরমানন্দলক্ষণা-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়াই গুণ। অর্থাৎ কোনও বিধি অথবা বিচার না করিয়া চক্ষু যেমন প্রেরণা-বিনা ও স্বভাবতঃই রূপগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়,—অথবা পিপাসু ব্যক্তি যেমন কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করিয়া জলসংগ্রহে ও পানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—সেইপ্রকার এতাদৃশ পরমানন্দস্বরূপা ভক্তিতে বিধির অপেক্ষা না করিয়া—স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটীই গুণ। কিন্তু নিজ অপরাধাদি-দোষে পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণাভক্তির অনির্ব্বচনীয় মাধুরী থাকা সত্ত্বেও বাতপিত্তাদি দোষে মিশ্রীর মিষ্টত্ব গ্রহণে অসামর্থ্যের মত মাধুর্য্য গ্রহণে অসমর্থ ভক্তগণের কেবল বিধি নিষেধ হইতে উত্থিত গুণদোষ-দৃষ্টিতেই পরমানন্দলক্ষণা-ভক্তিতে প্রবৃত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অর্থাৎ ভক্তিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্ত ভক্তগণ হইতে কিন্তু নিকৃষ্ট অর্থাৎ দোষযুক্ত। কারণ পিপাসা-প্রেরিত হইয়া জলপানে যেমন আস্বাদন পাওয়া যায়, কর্ত্তব্যতার অনুরোধে জলপানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি জলের তেমন আস্বাদন লাভ করিতে পারে না, এবং জলে আবেশও জন্মায় না ; তেমনি যাঁহারা ভক্তিমাধুর্য্য অনুভব করিয়া স্বভাবতই ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা ভজন করিয়া যে প্রকার আস্বা-দন লাভ করেন ও তাঁহাদের ভক্তিতে যে জাতীয় আবেশ জন্মে, কেবলমাত্র শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে "শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিলে গুণ এবং ভজন না করিলে দোষ" এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া তেমন আস্বাদন বা আবেশ পাইতে পারেন না। এইজন্য তাঁহাদের সেই প্রবৃত্তিটী স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি হইতে দোষের। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই, সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে অধিকারীর ভজনে রুচিলাভ করিতে না পারায় কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনেই ভজন করিতে প্রবৃত্তির উদ্গম হয়—তাহার ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। আর যে অধিকারী ভজনে রুচিলাভে সৌভাগ্যবান্ হইয়া স্বভাবতঃই ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন সেই ভক্তির নাম রাগানুগা। এই রাগানুগা ভক্তির সর্ব্বশাস্ত্রে সুপ্রসংসা উদ্ঘোষিত আছে। এই রুচিরই অপর নাম লোভ। এই রুচি উৎপত্তির মূলকারণ রুচিমান্ সাধুর সঙ্গ। অর্থাৎ যাহার সেই লোভী সাধুর সঙ্গ আছে, তাহারই শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, ও লীলার মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া দাস্যাদি একতর-ভাবে ভজন করিতে রুচির উদয় হইয়া থাকে। যেহেতু ১১।১৯ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনোবৃত্তির সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে একান্ত-নিষ্ঠাপ্রাপ্তির নামই শম অথবা শান্তি। "শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেঃ" এই প্রকার উক্তিতে বেশ বুঝা যায় যে সাক্ষাৎ ভক্তিরই অনুষ্ঠান গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ প্রতিপাদন করিয়া ঐ ১৯শ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সময়ে "গুণদোষদৃশি-র্দোষো গুণস্তু ভয়বর্জ্জিনঃ।" এই শ্লোকে গুণদোষ বলিতে যাঁহারা শ্রীভগবদ্ভজনের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন

তাঁহাদিগের বিধি ও নিষেধ-উদ্ভব গুণ দোষ হইতে পারে না। যেহেতু "ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।" অর্থাৎ আমাতে যাহারা একান্ত ভক্তিমান্ তাহাদের গুণ-দোষ হইতে অর্থাৎ বিধি নিষেধ হইতে 'উদ্ভূত গুণ দোষ নহে, তাহাদিগের গুণ স্বরূপস্বধর্ম্মনিষ্ঠ। এ স্থানের অভি-প্রায় এই যে, যাহারা ভজনমাধুর্য্য অনুভব করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের প্রতি বিধি-নিষেধের কোনও আবশ্য-কতা থাকে না। যেহেতু তাঁহারা রুচিপ্রেরিত হইয়াই সমস্ত ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১১।২০।৩৬ শ্লোকে অর্থাৎ "ন ময্যেকান্তভক্তানাং" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ যে টীকাটী করিয়াছেন, তাহাতেও উল্লেখ করিয়াছেন যে, "গুণদোষ বলিতে বিহিত ও নিষিদ্ধ আচরণ হইতে যাহাদের পাপ উদ্গম হয় না। যেহেতু তাহারা আমাতে একান্তভক্ত অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত।" ১৭৬॥৭৭॥

এই অকিঞ্চন-সংজ্ঞা ভক্তিই স্বভাবতঃ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক ভক্তিই জীবের একান্ত আশ্রয়ণীয়া। কারণ জীব শ্রীভগবানেরই নিত্য সেবক এবং শ্রীভগবানই জীবের নিত্য-সেব্য। অতএব নিত্য সেবক জীবের নিত্য-সেব্য শ্রীভগবানে ভক্তিটী স্বাভাবিকী। শ্রুতিও বলেন "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" অর্থাৎ সেই শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-কারণ এবং নিখিল করণ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি; জীবেরও তিনিই অধীশ্বর অর্থাৎ পরমারাধ্য। জীব শ্রীভগবানের অংশ হইলেও তাহাকে যে বিভিন্নাংশ বলিয়া বহিরঙ্গত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতেও সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত সূর্য্যরশ্মির পরমাণুর মত জীব সর্ব্বদাই ভগবদাশ্রিত। রশ্মি-পরমাণুবৃন্দ যেমন সূর্য্যাশ্রয়ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তায় থাকিতে পারে না, তেমনি মূলাশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের সত্তার অধীন-সত্তারূপেই জীবের বিদ্যমানতা। অতএব পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে প্রণব-ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছেন "অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্। বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্॥ অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে। মকা-রস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" প্রণবব্যাখ্যার শেষেও "ভগবচ্ছেষরূপোঽহসৌ মকারাখ্যঃ সচেতনঃ।" ব্যাখ্যা যথা—প্রণবটী ব্রহ্মেরই অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রণব অব-লম্বনেই ব্রহ্মস্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই প্রণবই সাম, ঋক্, যজুঃ এই তিন বেদের আত্মাস্বরূপ। প্রণবে অকার, উকার এবং মকার এই তিনটী অক্ষর আছে। তন্মধ্যে অকারের অর্থ শ্রীবিষ্ণু, উকারের অর্থ শ্রীলক্ষ্মী, মকারের অর্থ সেই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিত্য-সেবক জীব; সেই জীবই ভগবানের অংশ এবং অণুচৈতন্যস্বরূপ। কেহ কেহ উকারটী অবধারণবাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং শ্রীলক্ষ্মীকেও শ্রীনারায়ণের পক্ষপাতী বলিয়া অকার শব্দের দ্বারাই উল্লেখ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ লক্ষ্মী যখন শ্রীনারা-য়ণেরই স্বরূপশক্তি, তখন শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ না থাকায়—অকার শব্দে উল্লিখিত শ্রীবিষ্ণু অর্থ করাতে শ্রীলক্ষ্মীকে স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিবার আর কোনই প্রয়ো-জন থাকে না।

অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি ভিন্ন সত্তা অসম্ভব, তেমনি শ্রীনারায়ণেরও স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মী ভিন্ন থাকা অসম্ভব। এই অভিপ্রায়ে "ভাস্করস্য প্রভা যদ্বৎ তস্য নিত্যানপায়িনী" সূর্য্যের জ্যোতি যেমন সূর্য্যকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, সূর্য্যের সহিত ঐ জ্যোতির নিত্য-সমবায়সম্বন্ধ, তেমনি লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্ররূপে থাকেন না। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণে নিত্য-সমবায়সম্বন্ধ। অতএব শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রণবই মহাবাক্য এবং প্রণবের অর্থ-ই তাঁহাদিগের পরম উপযোগী। যে প্রকার প্রণবের ব্যাখ্যাটী করা হইয়াছে, সেই প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র ব্যাখ্যাতেও (ওঁ নমো নারায়ণায়) জীবস্বরূপটীকে ভগবানের দাসরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্ব্বং করোম্যহম্।
দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্ব্বাসু কমলাপতেঃ॥
ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াৎ।
এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সম্যগাচরেৎ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎস্থাবরজঙ্গমং।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥

সেই শ্রীবিষ্ণুকে—সেবা দ্বারা সুখী করিবার জন্য—আমি সর্ব্বপ্রকার দাস্য করিতেছি। সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব অবস্থায়—আমি সেই কমলাপতি শ্রীনারায়ণের দাস-

অভিমানে সেবা করিব—এইপ্রকার আবেশে জীব স্বরূপ-নিষ্ঠ মুখ্যদাসত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকার মন্ত্রের অর্থ অনুভব করিয়া সম্যক্ প্রকারে দাস-সমুচিত ধর্ম্মই আচরণ করিবে; সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিবে—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব শ্রীনারায়ণেরই দাসস্বরূপ। নিখিল জগতের স্বামী শ্রীনারায়ণ, তিনি জগতের রক্ষণে সমর্থ পরমেশ্বর এবং তিনিই নিখিল জগতের পরমারাধ্য—এই প্রকার অষ্টাক্ষর শ্রীনারায়ণ মন্ত্র ব্যাখ্যায় জীবের শ্রীনারায়ণের নিত্যদাসত্বই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২০ শ্লোকে শ্রুতিগণ—

স্বকৃত পুরেম্বমীম্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥

শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! নিজ নিজ কর্ম্মে উপার্জ্জিত মনুষ্যাদি বিবিধ দেহে ভোক্তারূপে অবস্থিত পুরুষ জীবকে সর্ব্বশক্তির সমাশ্রয় পরিপূর্ণস্বরূপ তোমার অংশকৃত বলিয়া অর্থাৎ খণ্ডিত অংশের ন্যায় অংশ এবং কৃতের ন্যায় কৃত বলিয়া ঋষিগণ বর্ণন করেন।

অর্থাৎ যেমন কোনও একটী পরিপূর্ণ বস্তুর কোনও এক প্রদেশকে ব্যবহারিক লোক অংশ বলিয়া বর্ণন করে, এবং কোনও একটী বস্তু যেমন উৎপাদন করে, সেই প্রকার জীবকেও তোমার অংশ বলিয়া এবং কৃত অর্থাৎ রচিত বলে, বস্তুতঃ তাহা নহে। যেহেতু অচ্ছেদ্য ও অজন্য-স্বরূপ তোমার খণ্ডিত অংশ অথবা জন্যত্ব ঘটিতে পারেনা। তবে অণুসামর্থ্য ও অণুজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জীবকে অংশরূপে বর্ণন করে। ইহাতে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—কার্য্য কারণ ধর্ম্মে সংবৃত আমার কেমন করিয়া বিভুত্ব ঘটিতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—হে নাথ! তুমি কার্য্য কারণ ধর্ম্মে সংবৃত নহ। যেহেতু তোমাতে কার্য্য কারণ ধর্ম্মের সত্ত্বা নাই। কবিগণ জীবের এই প্রকার তত্ত্বনির্দ্দেশ করিয়া বেদোক্ত নিখিল কর্ম্ম-সমর্পণের স্থান তোমাকেই নির্দ্দেশ করেন, যে তোমাতে কর্ম্ম অর্পণ করিলে ক্ষেত্রে বীজরোপনে ফলোৎপত্তির মত মুক্তি ফল ফলিয়া থাকে। অতএব তোমার ভবনিবর্ত্তক চরণে বিশ্বস্তহৃদয় মহাপুরুষগণ অর্চ্চন বন্দনাদি দ্বারা তোমার অভয় চরণ সেবা করিয়া থাকেন। মর্ত্তলোকে বহু সৌভাগ্যে মানবদেহধারী জীবগণের পক্ষে ইহাই অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৭৮

শ্রীপাদজীবগোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা যথা—স্বকৃতপরেষু—হে নাথ! তোমাকর্ত্তৃক রচিত পুরে অর্থাৎ দেহসমূহে বিদ্যমান তোমার পুরুষ জীবকে তোমারই অংশরূপে অর্থাৎ তদীয় অণুস্বরূপে "কৃত" অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রগণ বর্ণন করেন। তাহাতে "অখিল শক্তিমান তোমায়" এইরূপ মূলে উল্লেখ থাকাতে এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় যে অনন্ত শক্তিমান শ্রীভগবানের অখিল শক্তিগণমধ্যে জীব নামে তোমার তটস্থা শক্তি তোমারই অংশ।

কিন্তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ স্বরূপের অংশ জীব নহে। ইহাই "অখিলশক্তিধৃতঃ" এই পদের তাৎপর্য্যার্থ। অতএব জীবসমূহ সূর্য্যের মূলমণ্ডলস্থানীয় তোমার আশ্রিত রশ্মি পরমাণুস্থানীয়, এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই, জীব স্বরূপে চৈতন্য হইয়াও আবেশে নিজেকে ত্রিগুণময় অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মুগ্ধ এই প্রকার জড়ীয় অভিমান করে বলিয়া তাহাকে তটস্থা-শক্তি মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জীব কখনও স্বরূপের শক্তি নহে। কারণ যেটী স্বরূপের শক্তি, তাহার সর্ব্বদা স্বরূপেই উন্মুখতা এবং স্বরূপেই তাহা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। এবং ঐ শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ মায়াকে পরাভব করিয়া নিজ স্বরূপানন্দ অনুভব-রসে নিমগ্ন থাকেন। জীব ঐ স্বরূপশক্তির অনুগ্রহেই মায়া অভিভব করিতে এবং ভগবৎস্বরূপানন্দ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" ভগবান্ চিচ্ছক্তি দ্বারা মায়া নিরসণ করিয়া নিজ স্বরূপানন্দে নিত্য বিদ্যমান আছেন। শ্রীভগবদ্গীতাও বলেন—"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ নাশয়াম্যাশু ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" হে অর্জ্জুন! যাহারা একান্তভাবে আমার চরণে শরণাগত, আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য

নিরুপাধি জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি।" ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণে শ্রীভগবান্ যে স্বরূপশক্তিদ্বারা জীবের অজ্ঞানতম বিনাশ করেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। জীব যদি স্বরূপের শক্তিই হইবে, তাহা হইলে তাহার মায়াকৃত আবরণ সম্ভব হইতে পারে না; এবং নিজেই যদি জ্ঞানশক্তি তাহা হইলে শ্রীভগবান্; জ্ঞানশক্তি দ্বারা তাহার মায়াকৃত অন্ধকার নাশ করাও সম্ভবে না। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন, যেমন সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত রশ্মিপরমাণুসমূহ, সূর্য্যরশ্মিরই অংশ। সেই কিরণ পরমাণুসমূহের পরম আশ্রয় সূর্য্যমণ্ডল। স্বতন্ত্ররূপে ঐ রশ্মিপরমাণুসমূহের কোনও সত্ত্বা থাকিতে পারে না। অথচ ঐ রশ্মিপরমাণুসমূহ স্বরূপে অণুতেজস্বরূপ হইয়াও অন্ধকারাদি দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। জীবসমূহও চিদানন্দ ভাস্বর শ্রীভগবানেরই অংশ, এবং শ্রীভগবদাশ্রিত। সূর্য্য হইতে বাহিরে অবস্থিত রশ্মি-পরমাণু যেমন ছায়া দ্বারা আবৃত হয়, তেমনই শ্রীভগবান্ হইতে বহির্মুখ জীবও মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। জীব যে শ্রীভগবানের অংশ, সে বিষয়ে হেতুগর্ভ বিশেষণরূপে "অবহিরন্তর-সংবরণং" এই পদটী উল্লেখ করিয়া জানাইতেছেন; যাহার বাহিরে ভিতরে কোন আবরণ নাই বটে, কিন্তু সেই সেই উপাধিদ্বারা সংবরণ আছেই। এ স্থানে উপাধি শব্দের অর্থ শক্তি, যেহেতু "অখিলশক্তিধৃতঃ" শ্রীভগবানের বিশেষণরূপে এই পদটী উল্লেখ করিয়া জানাইলেন যে, শ্রীভগবান্ নিঃশক্তিক অথবা নির্দ্ধর্ম্মক নহেন। তাঁহার অনন্ত শক্তি আছে, সেই শক্তিসকল অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ও তটস্থা ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে জীব তাঁহার তটস্থা-শক্তির মধ্যে গণিত। এই-প্রকারে কবি পণ্ডিতগণ জীবের স্বরূপটী জানিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত-হৃদয়ে আপনারই চরণ উপাসনা করিয়া থাকেন।

তাহারা যে বিশ্বাস করেন তাহার প্রতি হেতুগর্ভ বিশেষণরূপে উল্লেখ করিতেছেন "নিগমাবপনং" অর্থাৎ সকল বেদের বীজ উজ্জীবনের অর্থাৎ উদ্‌গমনের কিম্বা উর্দ্ধাগতিপ্রাপ্তির মুখ্য আশ্রয়ক্ষেত্র অর্থাৎ শাস্ত্রযোনি। অতএব নিত্য একমাত্র তোমারই আশ্রয়জীবন হইয়াও অর্থাৎ তোমার আশ্রয় বিনা যে জীবের স্বতন্ত্ররূপে জীবত্ব রক্ষা পাইতে পারে না, সেইসকল জীবের তোমার বৈমুখ্য-দোষ নিমিত্ত যে সংসারদুঃখ উপস্থিত হয়, সে সংসার-দুঃখও তোমার চরণ উপাসনা প্রভাবে স্বয়ংই পলায়ন করিয়া থাকে। শ্রুতিগণ শ্রীভগবানের শ্রীচরণের বিশেষণরূপে "অভবন্" এই পদটী উল্লেখ করিয়াছেন, যে চরণ আশ্রয় করিলে সংসারভয় থাকে না, এবম্ভূত তোমার শ্রীচরণ। অথবা ভজনীয় পদার্থ শ্রীভগবানের শ্রীচরণ যে নিত্য সাধকগণের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপকল্পনা নহে, তাহাই বুঝাইবার জন্য এবং ভক্তিরও অনশ্বরত্ব প্রতিপাদন করাইতেছেন, "অভবন্" অর্থাৎ জন্ম-রহিত তোমার শ্রীচরণ। অতএব শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অকিঞ্চনসংজ্ঞক ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় ইহাই প্রতিপাদন করাইলেন।১০।৭৩॥১৭৮

অথ তস্যা এব প্রকারান্তরেণ স্থাপনায় প্রকরণান্তরং যাবত্তল্লক্ষণপ্রকরণম্। তদেবং পরমদুর্ল্লভস্বরূপং পরম দুর্ল্লভফলঞ্চাকিঞ্চনাখ্যসাক্ষাদ্ভক্তিরূপং সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি বক্তুং সাম্মুখ্যমাত্রস্য নিদানমুপলক্ষয়তি। ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদেব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥১৭৯॥

যদা ভ্রমতো সংসরতো ভবাপর্গো **ভবেৎ সংপ্রাপ্তকালঃ স্যাৎ তদা সৎসঙ্গমো ভবেৎ। অত্র চ যদা সৎসঙ্গমো ভবেৎ তদা ভবাপবর্গো ভবেদিতি বক্তব্যে বৈপরীত্যেন নির্দ্দেশস্তত্র সৎসঙ্গমস্যাবশ্যকহেতুত্ববিবক্ষয়া। তথোক্তং নলকুবরমণিগ্রীবৌ প্রতি শ্রীভগবতা—সাধূণাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্। দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণো সবিতুর্যথা। ইতি। অতএবাতিশয়োক্তিনামালঙ্কারস্য চতুর্থো ভেদোঽয়মিত্যালঙ্কারিকাঃ। তদুক্তং তদ্বিবৃতৌ চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকারিতাং। যা হি কার্য্যস্য পূর্ব্বোক্তি-**

রিতি। তত্র হেতুর্যর্হি যদা সৎসঙ্গমস্তদৈব পরাবরেশে ত্বয়ি মতির্ভবতি। তদ্বৈমুখ্যকরানাদিসিদ্ধতজ্‌জ্ঞানসংসর্গাভাবাস্তে তৎসাম্মুখ্যকরং তজ্‌জ্ঞানং জায়ত ইত্যর্থঃ। অতত্রবোক্তং শ্রীবিদুরেণ—জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য। অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্তেতি। অত্র দৈবাৎ প্রাচীনকর্ম্মণো হেতোস্তদাবেশাদধর্ম্মশীলস্য ভগবদ্ধর্ম্মরহিতস্য ইত্যর্থঃ। মূলপদ্যে যর্হি তদৈব ইতি নির্দ্দেশান্ন কালবিলম্বেন। তত্র চৈবকারান্নান্যদা কদাচিদপীত্যর্থঃ। তেন তস্মতৌ হেতুঃ, সদগতো যত্র যত্র সন্তঃ সঙ্গচ্ছন্তে তত্র তত্র গতিঃ স্ফুরণং যস্য তস্মিংস্ত্বয়ীতি। তথা চেতিহাসসমুচ্চয়ে যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ। তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ইতি। সতাং গতাবিত্যর্থ ব্যাখ্যানেঽপি অসতাং ত্বসৌ ন গতিঃ, অতস্তদ্দ্বারৈবান্যেষাং তল্লাভো যুক্ত ইতি পূর্ব্ববদেব। পিঙ্গালায়া অপি সৎসঙ্গো বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীরিত্যত্রব্যক্তোঽস্তি। টীকা চ সৎসঙ্গতো সত্যামপ্যহো মমমোহ ইত্যাহ বিদেহানামিতীত্যেষা। তদেবং যত্র নোপলভ্যতে সৎসঙ্গস্তত্রাপ্যাধুনিকঃ প্রাক্তনো বা পারম্পরিকো বানুমেয় এব। অত্র কৃতশ্রীনারদাদিদর্শনাদেরপি দেবতাদেঃ শ্রীনলকুবরাদিবত্তাদৃশভক্তপ্রাপ্তির্ন শ্রূয়তে ইত্যত এবং বিবেচনীয়ম্। যদ্যপ্যপরাধসম্ভাবো বর্ত্ততে পুরুষে তদা তদ্দোষেণ সৎসু নিরাদরাণাং সাধারণপুণ্যাদিদৃষ্টীনাঞ্চ তদ্দোষশান্ত্যর্থং সৎসঙ্গস্য ভগবৎসাম্মুখ্যকারণত্বে তৎকৃপাসাহায্যমপেক্ষতে, নিরপরাধত্বে সতি তৎসঙ্গেনৈব জাতপরমোত্তমদৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানাভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাধিকৃত্যোক্তম্ অজানজদ্দৈবৈঃ—তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাকৃতাস্তমনসঃ পরেশঃ। অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যা ইতি। তব পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ সম্বন্ধিনো যে ভক্তা ইত্যর্থঃ। তে তান্ নূনং প্রায়ো ন পশ্যন্তি ন কৃপাদৃষ্টীবিষয়ীকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। কান্, যে অসদ্বৃত্তিভিঃ সাপরাধচেষ্টৈরক্ষিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ পরাকৃতাস্তমনসঃ দূরীকৃতান্তর্মুখচিত্তবৃত্তয়ো বহির্মুখা ইত্যেবং ব্যাখ্যানমত্রানুসন্ধেয়ম্। অত্র সাধারণাসদ্বৃত্তিত্বং ন গৃহ্যতে। সর্ব্বস্য তৎকৃপায়াঃ প্রাক্ তথাভূতত্বাৎ জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদিত্যাদিকমবিষয়ং স্যাৎ ইতি। তস্মাদনপরাধাসদ্বৃত্তৌ তেষাং কৃপা প্রবর্ত্তত এব। কথঞ্চিদবধানাভাবেন তদপ্রবৃত্তাবপি সঙ্গমাত্রেণৈব তেষাং সম্মতিঃ স্যাৎ। যত্র তু সাপরাধেঽপি স্বৈরতয়ৈব কৃপাং কুর্ব্বন্তি তস্যৈব তস্মতিঃ স্যান্নান্যস্য, নলকুবরবৎ সাধারণদেবতাবচ্চেতি। যথা চোপরিচরবসোর্বৃত্তং বিষ্ণুধর্ম্মে। স হি দেবসাহায্যায়ৈব দৈত্যান্ হত্বা বিরজ্য চ ভগবদনুধ্যানায় পাতালঞ্চ প্রবিষ্টবান্। তঞ্চ নিবৃত্তমপি হন্তুং লব্ধছিদ্রা দৈত্যাঃ সমাগত্য তৎপ্রভাবেনোদ্যতশস্ত্রাঃ এবাতিষ্ঠন্। ততশ্চ ব্যর্থোদ্যমাঃ পুনঃ শুক্রোপদেশেন তং প্রতি পাষণ্ডমার্গমুপদিশন্তোঽপি জাতয়া তৎকৃপয়া ভগবদ্ভক্তা বভূবুরিতি। অত উক্তং বিষ্ণুধর্ম্ম এব, অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে। নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিরিতি। ননু, নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যত্তদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্য ইত্যেবং শ্রীপ্রহ্লাদস্য সর্ব্বস্মিন্নপি সংসারিণি কৃপাজাতা, তর্হি কথং ন সর্ব্বমুক্তিঃ স্যাৎ উচ্যতে, জীবানামনন্তত্বান্ন তে সর্ব্বে মনসি তস্যারূঢ়াস্ততো যাবন্তো দৃষ্টশ্রুতাস্তচ্চেতস্যারূঢ়াস্তাবতাং তৎপ্রসাদাত্তদ্বিষয়্যত্যেব মোক্ষঃ। নৈতানিত্যেতচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ। যে চান্যে

তেষামপি তৎকীর্ত্তনস্মরণমাত্রেণৈব কৃতার্থতাবরং স্বয়মেবকৃপয়া দত্তবান্ শ্রীনৃসিংহদেবঃ—য এতৎ-কীর্ত্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদংনরঃ। তাঞ্চ মাঞ্চ স্মরণ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যত ইতি। যত্ত্বাং কীর্ত্তয়ে-দপি কিং পুনস্ত্বং যান্কৃপয়া স্মরসীতি ভাবঃ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদিতি ॥১০॥৫১॥ মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীপাদজীবগোস্বামীকৃত ব্যাখ্যা যথা—স্বকৃতপুরেষু—হে নাথ! তোমাকর্ত্তৃক রচিত পুরে অর্থাৎ দেহ সমূহে বিদ্যমান তোমার পুরুষ জীব তোমারই অংশরূপে অর্থাৎ তদীয় অনুস্বরূপে "কৃত" অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রগণ বর্ণন করেন। তাহাতে "অখিল শক্তিমান তোমায় এইরূপ" মূলে উল্লেখ থাকাতে এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় যে অনন্ত শক্তিমান শ্রীভগবানের অখিল শক্তিগণ মধ্যে জীব নামে তোমার তটস্থ শক্তি জীব তোমারই অংশ।

অনন্তর সেই বিশুদ্ধা অহৈতুকী নির্গুণা ভক্তিকেই ভিন্ন-প্রকারে মুখ্য অভিধেয়রূপে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে অন্য একটী প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। এই প্রকরণটী বিশুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বর্ণন পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইবেন। তাহা হইলে অর্থাৎ পরমতত্ত্ব ভস্বরূপ পরমতত্ত্ব ভফল অকিঞ্চনাখ্য ভক্তিই যদি সাক্ষাৎ ভগবৎসাম্মুখ্যরূপ হয়েন, তাহা হইলে সেই ভক্তিই কি প্রকারে লাভ করিতে পারা যায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর করিবার জন্য পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যমাত্রের মূল নিদান শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৫১। অধ্যায়ে শ্রীমুচুকুন্দ মহা-রাজ শ্রীভগবান্‌কে যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, সেই শ্লোক-দ্বারা উপলক্ষিত করিতেছেন। মুচুকুন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন হে নাথ! সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের যখন ভবাপবর্গ হয়, অর্থাৎ সংসারক্ষয়ের কাল উপস্থিত হয়, তখন সাধুসমাগম হইয়া থাকে। এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—অনাদিভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের এমত কোনও সাধনসম্পত্তি নাই যাহার দ্বারা সংসার ক্ষয় হইতে পারে। কারণ জীব তিনটী সম্পত্তিতে ধনী, তন্মধ্যে একটী স্থাবর-সম্পত্তি, আর দুইটী অস্থাবর সম্পত্তি। তন্মধ্যে ভগবদ্বহি-র্মুখতা স্থাবর সম্পত্তি, অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে এই বহি-র্মুখতা দোষ জীবের অচঞ্চলভাবে বিদ্যমান আছে। সেই বহির্মুখতা দোষমূলক পাপ ও পুন্যরূপ দুইটী অস্থাবর সম্পত্তি জীবের অনাদিকাল পর্য্যন্তই আছে, সেই পাপ ও পুণ্য ভোগে ক্ষয় হয়, পুনরায় সঞ্চয় করে। এই তিনটীর মধ্যে কোনও একটীতেও সংসার ক্ষয় করিতে পারে না। তাহা হইলে অনাদিকাল সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের সংসারক্ষয়-প্রাপ্তির প্রতি কারণ কি? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—সৎসঙ্গই সংসারক্ষয়ের প্রতি ঐকান্তিক কারণ। কিন্তু "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ", এই শ্লোকে পূর্ব্বে সংসারক্ষয়প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া পরে সৎসঙ্গমের কথা উল্লেখ করিলেন কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সৎসঙ্গই যে সংসারক্ষয়প্রাপ্তির প্রতি অব্যভিচারী কারণ সেইটী দেখাইবার জন্যই বিপরীত-ক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্বে সংসারক্ষয়প্রাপ্তির কথা বলিয়া পরে সৎসঙ্গমের কথা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—সৎসঙ্গ বিনা অন্য কোন উপায়েই যে সংসার ক্ষয় হইতে পারে না তাহাই দেখান হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ৯। অধ্যায়ে নলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও এই প্রকার অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন "সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং, দর্শনান্নোভবেদ্বন্ধঃ পুংসোক্ষোঃ-সবিতুর্যথা" আমাতে অর্পিতচিত্ত, স্বর্গাপবর্গনরকেতুল্যদৃষ্টি সাধুগণের দর্শন হইতে সূর্য্য-উদয়ে যেমন নেত্রের অন্ধকার জনিত বন্ধন থাকে না, তেমনিই জীবের ভববন্ধন থাকে না। এই শ্লোকে সাধুসঙ্গই যে সংসারবন্ধনমোচনের প্রতি মূল-হেতু তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব আলঙ্কারিকগণ ইহাকে চতুর্থপ্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করেন। চতুর্থ প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ অলঙ্কার শাস্ত্রে "চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকারিতাম্। যা হি কার্য্যস্য পূর্ব্বোক্তিঃ"।

অর্থাৎ কারণের শীঘ্র কার্য্যকারিতা বলিবার অভিপ্রায়ে যেস্থানে কারণ উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে কার্য্য উল্লেখ করা হয় তাহাকে চতুর্থপ্রকার অতিশয় উক্তি অলঙ্কার বলে। এস্থলে

যদ্যপি সংসারক্ষয়প্রাপ্তির মূল কারণ সাধুসঙ্গ, আর সংসারক্ষয়টী তাহার কার্য্য হইলেও সাধুসঙ্গ এত সত্বর সংসার ক্ষয় করিয়া দেয়, যাহাতে বুঝিতে পারা যায় না—পূর্ব্বে সাধুসঙ্গই হইল ? না পূর্ব্বে সংসারক্ষয় হইল ? এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বে সংসারক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া পরে সাধুসঙ্গের কথা বলিয়াছেন। আরও এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—সংসারক্ষয়টী সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য্য নহে, এইটী আনুষঙ্গিক বা অবান্তর কার্য্য। কিন্তু সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য্য শ্রীহরিচরণে প্রীতির আবির্ভাব করিয়া দেওয়া। যেমন পাকাদিকার্য্য নিষ্পত্তি করিবার জন্য চুল্লীতে অগ্নি প্রজ্বালন করিলে আনুষঙ্গিকভাবে গৃহগত অন্ধকার, ভয়, শীত, প্রভৃতি নিবৃত্তি হয়, এবং গত বস্তুসকল প্রকাশ পায়। এই সমুদয় কার্য্য যেমন চুল্লীতে অগ্নিপ্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু পাকাদিকার্য্যনিষ্পত্তিই পাচকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তেমনি সংসারনিবৃত্তি প্রভৃতি সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য্য নহে, শ্রীহরিচরণে রতির আবির্ভাবই মুখ্য কার্য্য, সংসারনিবৃত্তি প্রভৃতি সাধুসঙ্গের গৌণ বা আনুষঙ্গিক কার্য্য। এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে সংসারক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া পরে সাধুসঙ্গের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বে সাধুসঙ্গের কথা উল্লেখ পরে সংসার ক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে সংসারক্ষয়টী সাধুসঙ্গের মুখ্যকার্য্য বলিয়া বুঝাইত। এস্থানে তত্ত্বদৃষ্টিতে বুঝিবার বিষয় এই যে—জড়ীয় বস্তুর সহিত রচিত মানসসম্বন্ধের নাম সংসার, সেই সম্বন্ধের ধ্বংসাভাবের নাম সংসারক্ষয়। সেই সংসারক্ষয়টী অন্ধকারস্থানীয়, আর সাধুসঙ্গটী সূর্য্যস্থানীয়, অতএব সূর্য্য উদয়ের সমকালেই যেমন অন্ধকারনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমনি সাধুসঙ্গরূপসূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানান্ধকাররূপ সংসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। চতুর্থ প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের উল্লেখ করিবার হেতু—যখনই সৎসঙ্গ হইবে, তাহার মুখ্যকার্য্যরূপ শ্রীহরিচরণে রতিটীরও তখনই আবির্ভাব হইবে। এই অভিপ্রায়ে মূলশ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে "সৎসঙ্গমো যর্হি তদেব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ" অর্থাৎ যখনই সৎসঙ্গম হইবে, তখনই পরাবরেশ তোমাতে রতির আবির্ভাব হইবে, এইরূপ উল্লেখের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ভগবদ্বিমুখতারূপ অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রাগভাব ধ্বংস হইয়া ভগবৎসাম্মুখ্যকর ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ যখন সাধুসঙ্গ হইবে, তখনই ভগবদ্বৈমুখ্যদোষ নিবৃত্তি হইয়া ভগবৎসাম্মুখ্য ঘটিবে, সেই ভগবদ্বৈমুখ্যটীকে দার্শনিক ভাষায় বলিলেন—পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাব, এবং সেই অভাবটীও অনাদিকাল হইতে জীবে আছে। সেই অভাবের পরিচয় ন্যায়শাস্ত্রে দুই প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী অন্যোন্যাভাব, অপরটী সংসর্গাভাব। সেই সংসর্গাভাবটী প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যেও ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব নিত্য, কিন্তু প্রাগভাব অনাদিকালসিদ্ধ হইলেও, তাহার বিনাশের সম্ভাবনা আছে। সেইজন্যই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অভাবটী জীবে অনাদিসিদ্ধ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ কারণ পাইলে, সেই বৈমুখ্যদোষটী বিনাশ হইতে পারে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৫।৩ অধ্যায়ে পরমভাগবত শ্রীবিদুর মহাশয় শ্রীল মৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছিলেন—

> জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ
> অধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
> অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
> ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥

হে প্রভো! প্রাচীনকর্ম্মবশে কৃষ্ণবহির্মুখজীব অধর্ম্মশীল হয় বলিয়া আপনাদের মত শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তগণ তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এ সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এস্থলে অধর্ম্মশীল বলিতে ভগবদ্ধর্ম্মশূন্য অর্থই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিশূন্য জীবের হৃদয়ে ভক্তি-ভাবটী উদ্বোধন করাইবার জন্য আপনাদের মত ভগবদ্ভক্তজন ইহজগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপাতেই যে ভগবদ্বহির্মুখ জন শ্রীভগবানে উন্মুখতা লাভ করে, তাহাই এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইল। মূলশ্লোকে অর্থাৎ "ভবাপবর্গো" ইত্যাদি শ্লোকে "যর্হি তদৈব" এইরূপ উল্লেখ থাকাতে অর্থাৎ যখন সৎসঙ্গ হইবে, তখনই শ্রীহরিচরণে উন্মুখতা ঘটিবে, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায়, সৎসঙ্গসমকালেই যে শ্রীহরিচরণে উন্মুখতা ঘটে কালবিলম্ব থাকে

না, তাহাই সূচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যেও 'তদৈব' এবকার নির্দ্দেশ থাকায় অন্য কোনও সময়ে যে চিত্তের ভগবদ্ উন্মুখতা ঘটিতে পারে না তাহাও দেখান হইয়াছে। সেই সৎসঙ্গ হইতে শ্রীভগবানে চিত্তের উন্মুখতা হয় কেন; তাহার প্রতি হেতুগর্ভ বিশেষণরূপে উল্লেখ করিলেন "সদ্গতৌ" অর্থাৎ যেখানে যেখানে সাধুগণ মিলিত হয়েন, সেইখানে সেইখানে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। আর যেখানে যেখানে সাধুগণ মিলিত হয়েন না, সেইখানে সেইখানে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি হয়েন না—এইটী বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানের বিশেষণরূপে সদগতৌ এই পদটী উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাসসমুচ্চয় নামক গ্রন্থেও "যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ। তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতেনাত্র সংশয়ঃ"। হে রাজন্! যে স্থানে রাগদ্বেষশূন্য বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ গমন করেন সেস্থানে শ্রীবিষ্ণুও গমন করেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

যদি কেহ 'সদ্গতি' পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া সাধুগণের যিনি গতি অর্থাৎ প্রাপ্য এইরূপ অর্থ করিতে প্রয়াসী হয়েন, সে পক্ষেও শ্রীভগবান্কে একমাত্র সাধুগণেরই গতি, অসাধুর গতি নহেন, তাহা অবশ্যই ধ্বনিতে সূচিত হয়, অতএব সাধুসঙ্গদ্বারাই বহির্মুখজীব শ্রীভগবান্কে লাভ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারা যায় না তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। এ পক্ষেও পূর্ব্বের মতই তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়। হয়তো কেহ মনে করিতে পারেন একাদশস্কন্ধ বর্ণিত বিদেহনগরবাসিনী পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যার যে শ্রীকৃষ্ণেতে অনুরাগের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার সৎসঙ্গকথা বর্ণিত হয়েন নাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া সৎসঙ্গকে শ্রীভগবানেতে উন্মুখতার প্রতি ঐকান্তিক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? তাহার মীমাংসা করার জন্য বলিতেছেন পিঙ্গলারও সৎসঙ্গ ঘটিয়াছিল যেহেতু ১১।৮ অধ্যায়ে "বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈবমূঢ়ধী", এই শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকায় "সৎসঙ্গতো সত্যামপ্যহো মম মোহঃ" অর্থাৎ পিঙ্গলার সৎসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও "অহো! আমি মূঢ়বুদ্ধি" এরূপ আক্ষেপ করিয়াছিল। তাহা হইলে পিঙ্গলার সৎসঙ্গ ছিল না, অথচ শ্রীকৃষ্ণেতে তাহার অনুরাগ এইরূপ আশঙ্কা করিবার অবসর রহিল না। তাহা হইলে এইরূপ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তপ্রকারে যেখাতে সৎসঙ্গ দেখা যায় না, অথচ শ্রীহরিতে উন্মুখভাব পরিদৃষ্ট হয়, যেস্থানে অনুমান করিতে হইবে, জন্মান্তরীয় হউক, অথবা এই জন্মেই হউক, অজ্ঞাতসারে তাহার সাধুসঙ্গ হইয়াছে, কিম্বা পরম্পরারূপে সাধুসঙ্গের অনুমান করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের উপরে একটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, সাধুসঙ্গই যদি শ্রীভগবৎস্মৃতির কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ, পরমভাগবত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দর্শন লাভ করা সত্ত্বেও শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করিতে পারিলেন না কেন? অথচ নলকুবর মণিগ্রীব শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাতে আকুলতামাখা ভক্তিটীও লাভ করিয়াছিলেন, সে সংবাদও শ্রীভাগবত হইতে পাওয়া যায়। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যদি অপরাধরূপ প্রত্যবায় থাকে, তাহা হইলে সাধুগণের প্রতি আদরবুদ্ধি আসিতে পারে না, এবং তাহাদের সাধারণ পুণ্যাদি দৃষ্টি মহাপুরুষের প্রতি করেন, অর্থাৎ সাধারণ পুণ্যবান্ জনের মত মহাপুরুষগণকেও পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করেন তাহাদের উভয়বিধ জনেরই অপরাধ এবং সাধারণ পুণ্যবান জন বলিয়া বুদ্ধি থাকা রূপ দোষে সাধুসঙ্গ ভগবদ্ উন্মুখতা সম্পাদন করিতে পারে না, তবে সেই দোষ নিবৃত্তির জন্য এবং শ্রীভগবানে উন্মুখতা সম্পাদনের জন্য সেই মহাপুরুষের সঙ্গ তাঁহার (সেই মহাপুরুষের) কৃপা-সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। আর যদি কোন অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ মাত্রেই যাহাদের সেই মহাপুরুষের প্রতি পরম উত্তম দৃষ্টি উদয় হয়, তাহাদিগের কিন্তু সেই সকল মহাপুরুষের প্রতি মনের অবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রে শ্রীভগবানে উন্মুখভাব উদিত হইয়া থাকে। অতএব অপরাধীজনকে লক্ষ্য করিয়াই ইন্দ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতাগণ ৩।৫।৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবানকে স্তুতি করতঃ বলিয়াছিলেন—হে নাথ! যাহারা বিষয়াভিমুখ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহদ্বারা সতত হৃদয়ে অন্তর্য্যামিভাবে বিদ্যমান তোমা

হইতে বিমুখমনা অর্থাৎ যাহাদের বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তর-ইন্দ্রিয় তোমাতে বিমুখ অথচ সতত বিষয়ে উন্মুখ, সেই সকল ভগবদ্‌বহির্মুখ অপরাধীগণকে যাহাদের হৃদয় তোমার চরণকমলযুগলের অনবরতঃ বিলাসজন্য অনির্ব্বচনীয় শোভাযুক্ত, সেই সকল মহাপুরুষগণ কখনও তাহাদিগকে (সেই বহির্মুখ অপরাধী জনসমূহকে) কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন করেন না। অতএব সৎসঙ্গ অভাবে তোমার কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিবার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হয় বলিয়াই তাহাদিগের উদ্ধারের কোন প্রকার সম্ভাবনা করা যায় না। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে যাহাদিগের হৃদয়ে অনবরতঃ শ্রীহরিচরণকমল বিলাস করেন, সেইসকল মহাপুরুষগণ, অপরাধী ভগবদ্‌বহির্মুখ জনের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করেন না। এই প্রমাণে অপরাধী ভগবদ্‌বহির্মুখ-জনের প্রতি যে শ্রীভগবানের ভক্তগণ কৃপাদৃষ্টি করেন না তাহাই দেখান হইল। এ স্থানে একটী বিশেষ বলিবার বিষয় এই যে, সাধারণ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিমনুষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য হইতে পারে না। যেহেতু যতদিন পর্য্যন্ত মহতের কৃপাদৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সকলেরই ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিষয়াভিমুখীই থাকে, মহাপুরুষের কৃপালাভের পরেই ভগবদ্ উন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থানে ৩।৫। অধ্যায়ে শ্রীবিদুর মহাশয়—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ

ইত্যাদি শ্লোকে যে ভগবদ্ বহির্মুখজনকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই মহাপুরুষগণ এই জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, এই শ্লোকার্থের সঙ্গে এবং ৩/৪/৪৫ শ্লোকে যে ভগবদ্‌বহির্মুখজনকে মহাপুরুষগণ কৃপাদৃষ্টি বিষয় করেন না, এই শ্লোকার্থের বিরোধের সমাধান অর্থাৎ বহির্মুখজনকে ভগবদ্‌ভক্তগণ কৃপা করিবার জন্যই এই জগতে বিচরণ করেন, অপর শ্লোক বলেন তাহারা কৃপা করেন না এই দুই শ্লোকের বিরুদ্ধার্থের পরিহার নিম্নলিখিত প্রকারেই করিতে হইবে। যদি কোনও ব্যক্তি অপরাধশূন্য ভগবদ্-বহির্মুখতা দোষে দুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গমাত্রে সেই দোষ নিবৃত্তি হইয়া ভগবদ্ উন্মুখতা ঘটে, আর যদি একে ভগবদ্‌বহির্মুখ, তাহাতে আবার অপরাধী হয়, তাহা হইলে সেস্থানে মহতের সঙ্গমাত্রেই ভগবদ্‌বৈমুখ্য দোষ নিবৃত্তি হইয়া ভগবচ্চরণে উন্মুখভাব জন্মায় না, তবে যদি কোনও মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই অপরাধাদি দোষ নিবৃত্তি হইয়া শ্রীহরিচরণে উন্মুখভাব ঘটিতে পারে, এইরূপ সমাধানই করিতে হইবে। অতএব যদি অপরাধ না থাকে তাহা হইলে সেই সকল মহাপুরুষ-গণের কৃপা অবশ্যই হইবে। নিরপরাধ স্থলে কোন প্রকারে অবধান না থাকিলেও অর্থাৎ "ইনি মহাপুরুষ" এই প্রকার অনুসন্ধান না করিলেও এবং যিনি মহাপুরুষ তিনিও "এই জীবটী বড় দুর্গত ইহাকে উদ্ধার করিব" এই প্রকার কৃপাদৃষ্টি বিষয় না করিলেও সেই মহাপুরুষগণের সঙ্গমাত্রেই ভগব-চ্চরণে মতিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যে অপরাধী জনেও অপরাধের দিকে দৃষ্টি না করিয়া মহাপুরুষগণ নিজ করুণ স্বভাবে কৃপা করেন, সেই অপরাধী জনেরই শ্রীহরি-চরণে মতি লাভ হইবে। কিন্তু মহতের কৃপা ভিন্ন অপ-রাধী জনের কেমন মহৎসঙ্গ প্রভাবেই শ্রীহরিচরণে মতির উদয় হইবে না। এই উভয়বিধ ব্যক্তিরই দৃষ্টান্ত নলকুবর এবং সাধারণ দেবতা। নলকুবর শ্রীহরিপ্রিয়া পতিত-পাবনী শ্রীগঙ্গাজলে স্বর্ব্বেশ্যাগণ সঙ্গে কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ছিল বলিয়া হরিসম্বন্ধি বস্তু অমর্য্যাদাকারী বলিয়া এক অপরাধী, শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে অবহেলা করাতে দ্বিতীয় অপরাধী হইলেও শ্রীপাদ নারদ তাহাদের অপরাধের দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিজ অহৈতুক করুণ স্বভাবে অগ্নি যেমন নিজ দাহন স্বভাবে বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া দহন করিয়া থাকে, তেমনিভাবে করুণা করিয়াছিলেন বলিয়া অপরাধী নলকুবর মণিগ্রীব ও পূর্ব্বস্মৃতির সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস, বাল-গোপাল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন, এবং তাঁহার শ্রীচরণে অচলা-ভক্তি লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহৎ মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে ভূয়োভূয়ঃদর্শনকরা স্বত্বেও শ্রীহরিচরণে ভক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তবে যে তাহারা সময়ে সময়ে শ্রীভগবানকে স্তব করেন, সেটী কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাহা না হইলে স্বার্থসিদ্ধির প্রতিকূলে শ্রীভগবান্ যদি কিছু করেন তাহাতে তাহার শ্রীভগবান্‌কেও অবজ্ঞা সূচক ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া

থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৫। অধ্যায়ে ইন্দ্রযাগভঙ্গ প্রসঙ্গে দেখা যায় "বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং। কৃষ্ণং মর্ত্ত্য মুপাশ্রিত্য গোপামে চক্রুরপ্রিয়ং" এই প্রকার দুরুক্তি স্বার্থহানি দুঃখে ভগবৎ অবজ্ঞা বুদ্ধিতে বলিয়াছিলেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উপরিচর বসুর চরিত্র যেমন বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতেও অপরাধী জনের প্রতি কৃপার সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে উপরিচর বসু দেবগণের সহায়তা করিবার জন্য দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া বিষয় বিরক্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করিবার অভিপ্রায়ে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখন দৈত্যগণ জানিতে পারিল আমাদের পূর্ব্বশত্রু বধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরস্ত্রভাবে পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়ে তাহার সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র নাই বলিয়া প্রতিহিংসা লইবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ বিচার করিয়া দৈত্যগণ তাহাকে বধ করিবার জন্য পাতালতলে উপরিচর বসুর সহিত মিলিত হইয়া যখন তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিল, তখন ভগবৎ ভক্তি প্রভাবে সেই সকল অস্ত্র উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত রহিল কিন্তু ভক্তপ্রবর উপরিচরবসুর অঙ্গস্পর্শে সমর্থ হইল না।

তৎপর বিফল উদ্যম হইয়া সেইসকল দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের নিকট যাইয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে পুনরায় পাতালে আসিয়া পাষণ্ড ধর্ম্ম উপদেশ করিতে লাগিল। এ স্থানে বুঝিবার বিষয় এই যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণ মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভগবৎ চিন্তা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটী কেশেরও অপচয় করিতে পারিবে না। যদি কোন প্রকারে শ্রীভগবানের প্রতি তাহার অনাদর বুদ্ধি আসে, তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে, অতএব তাঁহার নিকটে যাইয়া চতুর্দিকে ঈশ্বর নাই, এইরূপ প্রসঙ্গ করিলে যদি কোনও প্রকারে যুক্তিপ্রধান নাস্তিকবাদের একটুও মানস সংশয় উপস্থিত করাইতে পারে, তাহা হইলে ধ্যানের শৈথিল্য ঘটিবে এবং ধ্যান শৈথিল্য ঘটিলেই শক্তিহীনতা দোষে তাহাকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে। তখন ভক্তপ্রবর উপরিচরবসু যখন সমাধির কিঞ্চিৎ তারল্য উপস্থিত হইল, তখন ঐ পাষণ্ডবাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণের দুর্গতি দর্শন করিয়া করুণায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন মনে মনে ভাবিলেন অহো! দৈত্যগণের কি দুর্গতি; আমার প্রাণ বিনাশের জন্য সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ সর্ব্বনিয়ন্তা, শ্রীভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে ইহারা প্রবৃত্ত হইয়াছে, হে পরমকারুণিক শ্রীভগবান্! তুমি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের দুর্গতি বিনাশ করতঃ তোমার পাদাব্জের ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দাও।

এইরূপ করুণ প্রার্থনায় সেই সকল দৈত্য ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল। এস্থলে দুর্গত অপরাধী জনের প্রতিও যদি শ্রীভগবদ্ ভক্তের কৃপা হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই দুর্গতি ও অপরাধ দোষ শান্তি হইয়া শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল। এই অভিপ্রায়ে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লেখ আছে যে, "অনেক জন্ম সংসার চিতে পাপ সমুচ্চয়ে লক্ষীমে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখীমতিঃ॥ অর্থাৎ অনেক জন্মকাল পর্য্যন্ত সংসার বাসনায় সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় না হইলে, মানবগণের মতি শ্রীগোবিন্দচরণে উন্মুখভাব প্রাপ্ত হয় না। এস্থানে পাপ শব্দে অপরাধ অর্থই বুঝিতে হইবে, কারণ যতদিন পর্য্যন্ত মহৎ সঙ্গ বা মহতের কৃপা লাভ করিবার সৌভাগ্য উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পাপও পুণ্যের সত্ত্বা থাকিবেই থাকিবে। মহৎ সঙ্গ বা কৃপা লাভের পরই পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব এস্থানে পাপ শব্দে অপরাধ অর্থই সমীচীন। এই সিদ্ধান্তের উপরে পুনরায় একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে যদি মহতের কৃপায় অপরাধী জনেরও অপরাধ দোষ নিবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবচ্চরণে উন্মুখতা ঘটে, তাহা হইলে ৭।১০ অধ্যায়ে ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় জগদন্তর্ব্বর্ত্তী জীবসমূহের দুঃখে কাতর হইয়া নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীনৃসিংহদেবের চরণে সেই সকল সংসারী জীবের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কেন সর্ব্ব জীবের মুক্তি হইল না, তাহাতে দেখা যায় "নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষএকো নান্যন্ত্বদস্যশরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে" শ্রীপ্রহ্লাদ

মহাশয় প্রার্থনা করিলেন, হে নাথ! আমি এই সংসার-চক্রে ভ্রমণশীল সুদুঃখিত জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তির ইচ্ছা করি না, এই নিরাশ্রয় সংসারী জীব-গণের একমাত্র তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও আশ্রয় দিবার উপযুক্ত কৃপালু দর্শন করি না। তাহা হইলে শ্রীপ্রহ্লাদের সংসারী জীব মাত্রের প্রতি কৃপা হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বজীব উদ্ধার না হইবার কারণ কি? তাহারই উত্তরে বলিতে-ছেন, জীব অনন্ত, শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের হৃদয়ে অনন্ত জীবের কথা উদয় হয় নাই, যত পরিমাণে জীবের দুঃখ দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাহাদের কথাই হৃদয়ে জাগিয়াছিল এবং সেই সকল জীবের দুঃখেই কাতর হইয়া শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই সকল জীব নিস্তার হইবেই। মূল শ্লোকেও "নৈতান্‌বিহায়" অর্থাৎ এই সকল জীবকে এতৎ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু সর্ব্ব-জীব উদ্ধারের প্রার্থনা করেন নাই। অন্য যে সকল জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় উদ্ধারের প্রার্থনা করেন নাই তাহাদের প্রতিও প্রহ্লাদ মহাশয়ের চরিত্র এবং তৎকৃত স্তোত্র কীর্ত্তন স্মরণ মাত্রেই কৃতার্থতা লাভ করিবে এইরূপ বর শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপরবশ হইয়া দান করিয়াছেন। "য এতৎ কীর্ত্তয়েন্মহং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ, ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরণ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে"। হে প্রহ্লাদ! যে মানব আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে গীত অর্থাৎ স্তব করিলে ইহা কীর্ত্তন করিবে এবং তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিতে করিতে আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে স্তব করিলে ইহা যে মানব কীর্ত্তন করিবে সে জন কর্ম্মবন্ধ হইতে প্রকৃষ্টা মুক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ আমার চরণে পরমাভক্তিলাভ করিতে পারিবে। তোমাকে যে কীর্ত্তন করিবে সেই যখন মুক্তি লাভ করিবে তাহা হইলে তুমি কৃপা করিয়া অর্থাৎ যাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছ তাহারা যে মুক্ত হইবে সে বিষয়ে আর কি সংশয় থাকিতে পারে? অতএব শ্রীমুচ-কুন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ" অর্থাৎ জীবের সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত কালে সাধু সমাগম হয় এই কথাটি খুব সুন্দরই বলিয়াছেন। ১৭৯।

ততঃ সৎসঙ্গস্যৈব তত্র নিদানত্বং সিদ্ধম্। তদযুক্তম্। অনাদিসিদ্ধতদজ্ঞানময়তদ্বৈমুখ্যবতামন্যথা হি তদ-সম্ভবঃ। তদুক্তম্—তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥ ইতি। তথৈব শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্—মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানামিত্যুপক্রম্য, নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ইতি। তথা তদ্বিমুখকর্ম্মাদিভিস্তৎসাম্মুখ্য-প্রতিপত্তেশ্চাত্যন্তাযোগঃ। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-দিন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চেতি শ্রুত্যাদেঃ। তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা-বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনেতি শ্রুত্যাদিকন্তু তৎসাম্মুখ্যেনৈব প্রযুক্তানি কর্ম্মাণ্যভি-দধাতি। তর্হি তদেব সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি পুন-রপি হেতুরেব প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ। অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্। সা হি সংসারদুরন্তানন্তসন্তাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ত্ততে তদসম্ভবাৎ। কৃপারূপশ্চেতো বিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্য তু-সদা পরমানন্দৈকরসত্বে নাপহতকল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ, তেজো মালিন্যাস্তমিস্রা যোগ-বত্তচ্চেতস্যপি তমোময়দুঃখস্পর্শনাসম্ভবেন, তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অতএব সর্ব্বদা বিরাজমানেঽপি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে তস্মিন তদ্বিমুখানাং ন সংসারসন্তাপশান্তিঃ। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সংসারদুঃখৈর্ন স্পৃশন্ত এব তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবত্তে কদাচিৎ স্মরেয়ুর-পীত্যতস্তেষাং সাংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি, যথা শ্রীনারদস্য নলকুবরমণিগ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতেঽপি

সাংসারিকদুঃখস্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ, পরমেশ্বরকৃপা তু, য এবাত্র মম শরণমিত্যাদিদৈন্যাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধে নৈব জায়তে, যথা গজেন্দ্রাদৌ, ব্যতিরেকে নারক্যাদৌ। ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্টতদ্দার্ঢ্রী-ভাবয়িতৃতচ্ছক্তিবিশেষ ইতি বিবৃতং বিবরিষ্যতে চ। দৈন্যসম্বন্ধেন চ সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদা-ধিক্যম্। তস্মাদ্ যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ত্ততে সা সৎসঙ্গবাস্থৈনৈব বা সৎকৃপাবাহেনৈব বা সতো জীবা-ন্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্। তথৈব চাহুঃ—স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্র-সৌহৃদাঃ। ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্। ১৮০ ॥

হে দ্যুমন্ স্বপ্রকাশ, ভবৎপদাম্ভোরুহলক্ষণা যা নৌঃ ভবার্ণবতরণোপায়ঃ তামত্র ভবার্ণবপারে নিধায় উত্তরোত্তরজনেষু প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। ননু কথং তাং ন স্বয়ং প্রকাশয়ামি, কথামিব তেষামপেক্ষা, তত্রাহ, সদ্ভিরেব দ্বারভূতৈরন্যাননুগৃহ্লাতি যঃ স সদনুগ্রহো ভবানিতি। যদ্বা সন্তএবানুগ্রহো যস্য সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদা-কারতয়ৈব রচয়তি নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ। যথোক্তং রুদ্রগীতে—অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিঃ-স্নানবিধুতপাপ্মনাম্ ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তবেতি। সৎসু অনু-গ্রহো যস্যেতি ব্যাখ্যানেঽপি তদ্বিমুখেষসৎসু তবানু-গ্রহো নাস্তীতি প্রাপ্তেঃ সদ্বারৈব তৎপ্রকাশনমুচিত-মিত্যেবায়াতি। তদেবং, জায়মানং হি পুরুষং পশ্যেদ্ যং মধুসূদনঃ। সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবে-ন্মোক্ষার্থনিশ্চতঃ॥ ইতি মোক্ষধর্ম্মবচনমপি সৎ-সঙ্গানন্তরজন্মপরমেব বোদ্ধব্যম্ ॥১০॥৩॥ দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্। ১৮০ ॥

অতএব ভগবৎ বহির্মুখ জীবের ভগবৎ উন্মুখতার প্রতি সৎসঙ্গই ঐকান্তিক কারণ, ইহাই বিচারিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। আর সেটি যুক্তিযুক্তও বটে; যেহেতু অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিষয়ক অজ্ঞানরূপ ভগবৎবৈমুখ্য বিশিষ্ট জীবগণের অন্য কোন উপায়ে ভগবৎ উন্মুখতা হওয়া অসম্ভব। তাই ঋষিগণ বলেন তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থাৎ একজন বিচার করিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিলেন, অন্য পণ্ডিত আবার তাহা খণ্ডন করিয়া নিজের মত স্থাপন করিলেন, এই প্রকারে তর্কের একটা স্থায়ীত্ব থাকিতে পারে না। আবার এমন কোন ঋষি নাই যাহাদের পরস্পরের মতের ভেদ নাই, ধর্ম্মের তত্ত্ব মহানুভবগণের হৃদয়গুহাতেই নিহিত আছে। অতএব যে সাধন পথ অবলম্বনে মহাপুরুষগণ নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছেন, সেই মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পন্থাই অভীষ্ট বস্তু লাভের অভ্রান্ত উপায়। ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও ৭।৫ অধ্যায়ে এইরূপই বলিয়াছেন :—

> মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা,
> মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং।
> অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
> পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাং ॥

কৃষ্ণে মতি অন্য হইতেও হয় না, আপনা হইতেও হয় না, আর পরস্পর সমালোচনা দ্বারাতেও হয় না, গৃহ সুখ অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি ভরণ পোষণ করিয়া রাখাই যাহাদের জীবনের একান্ত লক্ষ্য বা ব্রত, তাহারা অসংযত ইন্দ্রিয়ের আবেগে অজ্ঞানময় নরকে উধাও বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহারা যাহা চিরকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাই আবার পুনরায় চর্ব্বণ করিতে সমুৎসুক। সেই সকল বহির্মুখ জীব যতদিন পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের চরণ রজের দ্বারা নিজ অভিষেক প্রার্থনা না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের মতি শ্রীকৃষ্ণচরণকমল স্পর্শ করিতে পারে না। এই প্রমাণের দ্বারা মহাপুরুষের সঙ্গ বা কৃপাই যে ভগবৎ উন্মুখতার প্রতিকারণ তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই প্রকার ভগবৎ বহির্মুখ জড়ীয় কর্ম্মাদি দ্বারাও শ্রীভগবৎ উন্মুখতা লাভ করাও সর্ব্বথা অসম্ভব। যেহেতু শ্রুতি প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়,—

অনত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎকৃতাকৃতাদন্যত্রভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।

সেই পরতত্ত্ব বস্তু ধর্ম্ম হইতেও লাভ হয় না, অধর্ম্ম হইতেও লাভ হয় না, কৃতকর্ম্ম হইতে, ক্রিয়মান কর্ম্ম হইতে, অথবা করিষ্যমান কর্ম্ম হইতেও লাভ করিতে পারা যায় না।

অর্থাৎ শ্রীভগবান ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কৃতকর্ম্ম, ক্রিয়মান কর্ম্ম ও করিষ্যমান কর্ম্মের অবিষয়। তিনি একমাত্র ভক্তেরই বিষয়। শ্রুতির অন্যত্রও পাওয়া যায়—

তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনেতি।

ব্রাহ্মণগণ সেই চৈতন্য স্বরূপ নির্ব্বিষয় আত্মাকে বেদের অনুকূল বচনের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, এই আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যাদ্বারা ও অনশনের দ্বারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, ইত্যাদি শ্রুতি বচন কিন্তু ভগবৎসাম্মুখ্য বিধানের জন্য যদি প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ঐ সকল সাধনে তাহাকে লাভ করিতে বা জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ অন্যত্র শ্রুতিতে :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" ইত্যাদি বাক্যে আত্মা যে বেদানুচ্চারণের এবং তপস্যাদি দ্বারা অগ্রাহ্য তাহা সুস্পষ্ট রূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব শ্রুতির উভয়বিধ বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে। তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত যত যত সাধন কোন ভগবৎ সাধনই উন্মুখতা সম্পাদন করিতে পারিবে না। কিন্তু সাধু সঙ্গের পর যখন কি উপায়ে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে না পারা যায়, সেই সংবাদ অভ্রান্ত ভাবে কাহার নিকট হইতে পাইব, এই প্রকার পিপাসায় যখন বেদকেই অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণ রূপে জানিয়া তাহাতে অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির অনুকূলে অনুশীলন করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই বেদের অনুকূলবচন এবং বেদবিহিত ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল দান তপস্যা প্রভৃতি প্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যথার্থতঃ আকাঙ্খাও জাগে না এবং যত যত সাধন সকলগুলি সাধনই কেবল গর্ব্বের জন্যই হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে ৭।১০ অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় কৃত স্তুতিতে "বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ "ভক্তিহীনস্য সর্ব্বাক্রিয়া গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি" অর্থাৎ ভক্তিহীন জনের সকল ক্রিয়া কেবল গর্ব্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে সেই ভগবৎ সাম্মুখ্যই কি উপায়ে হইতে পারে? পুনর্ব্বারও ভগবৎ সাম্মুখ্যের হেতুই জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে। তাহার উত্তরে ভগবৎকৃপাই ভগবৎ সাম্মুখ্যের প্রাথমিক কারণ, এইরূপ যদি নিশ্চয় করা যায়, তাহাও হইতে পারে না, ভগবৎ কৃপা গৌণ কারণ। যেহেতু সেই শ্রীভগবৎ কৃপা সাংসারিক দুরন্ত অনন্ত সন্তাপে সন্তপ্ত অত্যন্ত ভগবদ্‌বহির্মুখ জনে স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হয় না। সেই বহির্মুখ জনের প্রতি ভগবৎ কৃপা হওয়া অসম্ভব। কৃপারূপ চিত্তবিকার পরের দুঃখ নিজ হৃদয় স্পর্শ করিলেই জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ পরের দুঃখ হৃদয়ে স্পর্শ না হইলে, পরদুঃখ কাতরতারূপ কৃপা কেমন করিয়া জন্মিতে পারে? শ্রীভগবানকে শ্রুতিতে পরমানন্দৈকরস রূপে এবং অপহত কল্মষ রূপে জীব স্বরূপ হইতে বিলক্ষণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীব যেমন দুঃখাদিতে এবং পাপাদিতে মলিন বা লিপ্ত হয়, শ্রীভগবান তেমন দুঃখে বা পাপাদিতে লিপ্ত বা মলিন নহেন। তেজস্বরূপ সূর্য্যকে যেমন অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারে না, তেমন অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানের চিত্তে অন্ধকার স্বরূপ দুঃখ স্পর্শের অসম্ভব জন্য, তাঁহার হৃদয়ে সাংসারিক জীবে কৃপার উদয় হওয়া অসম্ভব। অতএব করিতে, না করিতে, অন্যথা করিতে—সমর্থ শ্রীভগবান সর্ব্বদা পরমাত্মরূপে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকা স্বত্ত্বেও ভগবদ্ বহির্মুখ জন সমূহের সংসার সন্তাপ নিবৃত্তি হইতেছে না। যদি সাংসারিক লোকের সাংসারিক দুঃখে লিপ্ত হইতেন, তাহা হইলে কৃপাস্বভাব শ্রীভগবান অবশ্যই তাহাদিগের দুঃখ নিবৃত্তি করিতেন। অতএব শ্রীভগবৎকৃপা ভগবদ্ উন্মুখতার প্রতি প্রাথমিক কারণ হইতে পারে না। তাহা হইলে সাধুকৃপাই ভগবদ্ উন্মুখতার প্রতি প্রাথমিক কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। ইহাতেও একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে যে সকল সাধুর কৃপায় ভগবদ্ বহির্মুখ জীবের ভগবানে উন্মুখতা ঘটে, সেই সকল সাধুর হৃদয়ে

অনবরতঃ অখণ্ড-আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবান নিত্য বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদের হৃদয়েও সংসারদুঃখের স্পর্শ হইতে পারে না। অর্থাৎ জড়ীয় বস্তুর সহিত রচিত মানসসম্বন্ধজনিত যে সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা যাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দময় শ্রীভগবানের চরণের নখচন্দ্রিকার কিরণে সকল সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছে বা হইতেছে তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে? চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন সূর্য্যসন্তাপ লাগেনা, তেমনিই যাহাদের হৃদয়গগন অনবরতঃ শ্রীহরিচরণ-নখ-জ্যোৎস্নায় সুশীতল, তাহাদের হৃদয়ে কেমন করিয়া সংসারসন্তাপ উপস্থিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, সত্যই যদ্যপি তাহাদের হৃদয়ে সাংসারিক-দুঃখ প্রবেশ করিতে পারেনা, তথাপি যাহারা নিদ্রা হইতে জাগিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে স্বপ্ন-অবস্থায় যে সকল দুঃখ অনুভব করিতেছিল, সেই সকল দুঃখের কথা যেমন স্মরণ হয়, তেমনি যাঁহারা একদিন এই সংসারদুঃখ ভোগ করিয়া মহতের কৃপায় ভগবদনুভবানন্দে অনবরতঃ মাতিয়া আছেন, তাহাদের হৃদয়েও বিগত সাংসারিক দুঃখের কথা কখন কখন উদয় হইয়া থাকে। তাহাতে সেই সকল বহির্মুখ জীবের সাংসারিক দুঃখেও কৃপা হইয়া থাকে।

যেমন নলকুবর মনিগ্রীবের প্রতি শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের করুণার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছেন। মহাপুরুষগণের কৃপার প্রতি সংসারিক দুঃখের হেতুত্ব নাই একথা যদ্যপি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন, তথাপি যেমন কোনও ব্যক্তি তরঙ্গবতী নদীতে পড়িয়া অনেক হাবানী চুবানী খাইয়া পরে কুল পাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলেও তৎপরে কোনও একটী ব্যক্তিকে সেই নদীতে পড়িয়া হাবানী চুবানী খাইতে দেখিয়া নিজের দুঃখের কথা মনে পড়িয়া তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য মনে করুণার উদয় হয় এবং তুলিয়া কুল পাওয়াইয়া দেয়, তেমনি মহাপুরুষগণ একদিন সংসারদুঃখে পড়িয়া হাবানী চুবানী খাইয়া পরে শ্রীহরিচরণ রূপ কুল লাভ করিলেও কোন ব্যক্তিকে সেই সংসার-নদীতে পড়িয়া হাবানী চুবানী খাইতে দেখিয়া কৃপায় কোমলচিত্ত হইয়া শ্রীহরিচরণ-রূপ কুল পাওয়াইয়া দেন। তাঁহারই দৃষ্টান্ত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের নলকুবর মনিগ্রীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা। পরমেশ্বরের কৃপা কিন্তু "সেই শ্রীভগবানই আমার একমাত্র আশ্রয়" এই প্রকার দৈন্যাত্মিকা-ভক্তিসম্বন্ধেই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঐকান্তিকভাবে শরণাগত হইয়া "শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় নাই" এই প্রকার দীনভাবের উদয় না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের করুণার উদয় হয় না। সেই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভাবে সেই সর্ব্বনিয়ামক পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ কর, নিষ্কিঞ্চনভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই তাঁহার হৃদয়ে করুণার উদয় হইবে এবং সেই করুণা হইতেই পরাশান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিতে পারিবে।

এই উক্তিতে বেশ বুঝা যায় শরণাগতিতেই তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারা যায়। যেহেতু জীবগণ রাশি রাশি দুঃখে নিষ্পেষিত হইতেছে তথাপি তাহাদের দুঃখে শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হয় না। অতএব ইহাদ্বারা সুচারুরূপেই বুঝা যায় যে সাংসারিক দুঃখ শ্রীভগবানের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই সেই দুঃখে শ্রীভগবান কাতর হইয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করেন না। ভক্তি-সন্দর্ভে উল্লেখ আছে—শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি যে কৃপার উদয় হয়; তাহারও হেতু এই যে "ভক্তির্হি ভক্ত-কোটিপ্রবিষ্টতদার্দ্রীভাবয়িতৃতচ্ছক্তিবিশেষ" ভক্তি শ্রীভগ-বানেরই একটী শক্তিবিশেষ। সেই শক্তিটী যতক্ষণ শ্রীভগবৎস্বরূপেই অবস্থান করেন, তখন তাহার নাম শক্তি; ঐ শক্তি ভক্তহৃদয় রূপ আধারের সাদ্গুণ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন, যাহাতে শ্রীভগবানের হৃদয়কে ভক্তের প্রতি বিশেষরূপে বিগলিত করিয়া দেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছে পরে প্রীতি-সন্দর্ভে বিশেষরূপে করা হইবে। যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জল যতক্ষণ স্বাতি নক্ষত্রে থাকে ততক্ষণ কোন রত্ন প্রসব করে না, হস্তি গো, মৃগ সর্প ও শুক্তি রূপ পাঁচটী আধারের সাদ্গুণ্যের তারতম্যানুসারে গজমুক্তা, গোরোচনা

মৃগনাভি, মণি, মুক্তা এই পাঁচটি রত্ন জন্মিয়া থাকে। তেমনি হ্লাদিনী-অংশপ্রধান সম্বিৎশক্তি কান্তা বৎসল সখা দাস এবং শান্ত ভক্তগণের হৃদয়রূপ আধারের সাদৃগুণ্যে কান্তা-প্রেমভক্তি, বৎসলপ্রেমভক্তি, সখ্যপ্রেমভক্তি, দাস্য-প্রেমভক্তি ও শান্ত প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হইয়া যে শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে সম এবং দ্বেষপ্রিয়তারহিত সেই শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিশেষরূপে বিগলিত করিয়া ভক্ত-পক্ষপাতী করিয়া দিবার সামর্থ্য লাভ করে। এই বিশেষ শক্তিটী দৈন্যসম্বন্ধে অধিকভাবে উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। যেস্থানে যতটা পরিমাণে দৈন্যের আধিক্য প্রকাশ পায়, সেস্থানে ভক্তিরও ততটা পরিমাণে আধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। দৈন্যই ভক্তির মাপকাঠী, দৈন্যের দ্বারাই ভক্তির ন্যূনাধিক্য পরিচয় করিতে পারা যায়। অতএব শ্রীভগ-বানের যে কৃপা সাধুগণে বিদ্যমান আছে, সেই শ্রীভগবৎ-কৃপাই সৎসঙ্গবাহনা হইয়াই হউক্ অথবা সৎকৃপাবাহনা হইয়াই হউক্, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবগণে সংক্রামিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ভগবৎকৃপা বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি সঙ্গতা হয়েন না। সাধারণ দেবতাই বাহন ভিন্ন চলে না, আর সর্ব্বশক্তিচূড়ামণি শ্রীভগবৎকৃপা বাহন ছাড়া চলিবে কেন? তাই সাধুসঙ্গরূপ বাহনেই হউক্, অথবা সাধুকৃপা-রূপ বাহনেই হউক্, শ্রীভগবৎ কৃপা জীবের প্রতি আবিভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কংসকারাগারে শ্রীদেবকী-দেবীর হৃদয় গগণে উদিত শ্রীকৃষ্ণ নবজলধরকে লক্ষ্য করিয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে এইপ্রকার অভিপ্রায়ই দেখা যায়

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

হে দ্যুমন্!—স্বপ্রকাশ, আপনার চরণকমললক্ষণা যে তরণী সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায়, সেই তরণীখানি সংসারসাগরের পারে রাখিয়া ভবিষ্যৎকালে আসিবে যে সকল জীব তাহাদের নিকটে সেই তোমার চরণকমলের সাধনভক্তিরূপ তরণিখানি প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ সাধন-ভক্তিসম্প্রদায় জগতমধ্যে প্রচার করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অভীষ্ট ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। ইহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শ্রীভগবানই কেন স্বয়ং নিজ চরণকমলের সাধনভক্তি প্রকাশ করেন না? আর কেনই বা সেই সকল সাধু সজ্জনের অপেক্ষা করেন, অর্থাৎ তাঁহারাই বহির্জগতে সাধনভক্তির সংবাদ প্রকাশ করিবে বলিয়া অপেক্ষা করেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "সদনুগ্রহো ভবান্" অর্থাৎ সাধুগণকে দ্বার করিয়া অন্য সকল জীবগণকে অনুগ্রহ করেন বলিয়া শ্রীভগবানের একটী নাম "সদনুগ্রহঃ" অথবা সাধুগণই যাঁহার অনুগ্রহ অর্থাৎ সাধুগণই শ্রীভগবানের কৃপার মূর্ত্তি। সাধুসঙ্গই শ্রীভগবৎ-কৃপা; হে নাথ! তোমার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জীবে, প্রকাশ পায়, সেটী সাধুসঙ্গ আকারেই প্রকটিত হয়েন, অন্য কোনপ্রকারে প্রাপঞ্চিক জীবে তোমার কৃপা প্রকাশ পায় না। রুদ্রগীতে প্রচেতাগণের নিকটে ভগবান শ্রীশিবও বলিয়াছেন—হে নাথ! যেজন তোমার চরণমূলে প্রবেশ করে, তাহাদের কৃতান্ত (যম) হইতে কোনও ভয় থাকে না, ইহার অধিক লাভ কি? যেহেতু তোমায় ভক্তসঙ্গই পুরুষার্থসমূহের মস্তকে অতিশয়রূপে নৃত্য করিয়া থাকে তোমার চরণে যাহাদের গভীরতম আসক্তি, তাহাদের সঙ্গের লবের সহিত স্বর্গমোক্ষের তুলনা করা যায় না, এই বলিয়া স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃ স্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥

হে নাথ! যে তোমার চরণযুগল সর্ব্বপাপহারী সেই তোমার কীর্ত্তি ও তীর্থে অন্তরে বাহিরে স্নান করিয়া যাহা-দের নিখিল পাপ বিধূত হইয়াছে, অতএব প্রাণিমাত্রের প্রতি কৃপা এবং সারল্য প্রভৃতি গুণে যাহারা বিভূষিত, তাহাদিগের সঙ্গই তোমার অনুগ্রহ, অর্থাৎ তোমার ভক্ত-সঙ্গই তোমার অনুগ্রহ। কেহ "স্বয়ং সমুত্তীর্য্য" ইত্যাদি শ্লোকে "সদনুগ্রহো ভবান্" এই পদের "সন্তএব অনুগ্রহো যস্য" অর্থাৎ সাধুগণই যাঁহার অনুগ্রহ, এইরূপ ব্যাখ্যায় তৃপ্ত না হইয়া "সৎসু অনুগ্রহো যস্য" অর্থাৎ সাধুগণে অনুগ্রহ

যাহার—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও, সাধুগণেই অনুগ্রহ, কিন্তু ভগবদ্‌বহির্মুখ অসাধুগণে তোমার অনুগ্রহ নাই, এইরূপ অর্থ সহজেই পাওয়া যায়। সে ব্যাখ্যাতেও সাধু দ্বারাই ভগবৎ-কৃপা প্রকাশ পাওয়া উচিত, এই প্রকার তাৎপর্য্যই প্রকাশ পায়। মোক্ষধর্ম্মবচনেও দেখা যায়,—

জায়মানং হি পুরুষং পশ্যেদ্ যং মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থনিশ্চিতঃ॥

দেহধারী যে পুরুষকে ভগবান্ মধুসূদন দর্শন করেন, বুঝিতে হইবে সেই পুরুষ সাত্ত্বিক এবং নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে। এ বচনটীতেও সৎসঙ্গলাভের পর যেজন জন্ম-গ্রহণ করে সেই জন্মকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ১০।২।১৮০।

ততঃ **সৎসঙ্গহেতুশ্চ** সতাং স্বৈরতয়া নতু হেত্বন্তরপ্রযুক্ততয়েত্যর্থঃ। যদৃচ্ছা স্বৈরতেত্যমরঃ। সৎসু পরমেশ্বরপ্রযোক্তৃত্বঞ্চ সদিচ্ছানুসারেণৈব। তদুক্তং, স্বেচ্ছাময়স্যেতি অহং ভক্তপরাধীন ইতি চ ॥১১।২॥ শ্রীনারদঃ ॥১৮১॥

তথাচ—তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ। লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্ যদৃচ্ছয়া ॥ ১৮২ ॥

তস্য চিত্রকেতোঃ। অত্রাপি তদৈব তস্য সাম্মুখ্যং জাতং, কালান্তরে তু প্রাদুর্ভূতমিতি মন্তব্যম্। অতএব তদ্বিলাপসময়ে শ্রীমতাঙ্গিরসৈব ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুমর্হতীত্যুক্তম্ ॥ ৬॥ ১৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥১৮২॥

সতাং কৃপা চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোদ্ভবা ন স্বোপাসনাদ্যপেক্ষা, যথা শ্রীনারদস্য নলকুবরমণি-গ্রীবয়োঃ। তদাহ—ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্। ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥১৮৩॥

স্পষ্টম্ ।১১॥২॥ শ্রীমানানকদুন্দুভিঃ ॥১৮৩॥

সৎসঙ্গস্যৈব পরমসংস্কারহেতুত্বাত্তদর্থং ন পুরুষস্য সংস্কারহেত্বন্তরমপেক্ষ্যঞ্চ। যত আহ—ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধব ইতি ॥১৮৪॥

তে কথং নাদ্রিয়ন্তে গৌণত্বাদিত্যাহ, তে পুনন্তীতি ॥১০॥৮৪॥ শ্রীভগবান্ মুনিবর্গম্ ॥১৮৪॥

তদেবং সৎসঙ্গমাত্রস্য তৎসাম্মুখ্যমাত্রে নিদানত্ব-মুক্তম্। এতদেব ব্যতিরেকেনাহ—**জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্মসত্যম্। প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি। রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপনাদ্ গৃহাদ্বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্** ॥১৮৫॥

টীকা চ—তর্হি কিং সত্যম্, জ্ঞানং সত্যম্। ব্যবহারিকসত্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি, পরমার্থম্। বৃত্তিজ্ঞান-ব্যবচ্ছেদার্থানি ষড়্‌বিশেষণানি, বিশুদ্ধং তত্তু আবিদ্যকম্, একং তত্তু নানারূপম্, অনন্তরং ত্ববহি-র্বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং তত্তু বিপরীতং, ব্রহ্মপরিপূর্ণং তত্তু পরিচ্ছিন্নং, প্রত্যক্ তত্তু বিষয়াকারং, প্রশান্তং নির্ব্বিকারং তত্তু সবিকারং,তদেকং স্বরূপং জ্ঞানং সত্যমিত্যুক্তম্। কীদৃশং তৎ, ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণত্বেন ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা যস্য। যচ্চ জ্ঞানং বাসুদেবং বদন্তি তৎ প্রাপ্তিশ্চ মহৎসেবাং বিনা ন ভবতীত্যাহ, হে রহূগণ, এতজ্ জ্ঞানং তপসা পুরুষো ন যাতি ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা নির্বপনাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন গৃহাদ্বা তন্নিমিত্তপরোপকারেণ ছন্দসা বেদাভ্যাসেন জলা-গ্ন্যাদিভিরুপাসিতেরিত্যেষা। অত্র ব্রহ্মত্বাদিনা জীব-স্বরূপং সূক্ষ্মত্বাদিধর্ম্মকং জ্ঞানমপি নিরস্তং বেদি-তব্যম্ ॥৫।১২॥ শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্ ॥১৮৫॥

অতএব যে সৎসঙ্গই ভগবদ্‌বহির্মুখ জীবের ভগবদ্-উন্মুখতার প্রতি অব্যভিচারী কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা হইলেন, সেই সৎসঙ্গের হেতুও সাধুগণের স্বৈরচারিতাই

অর্থাৎ সাধুগণ নিজ ইচ্ছা প্রেরিত হইয়াই বহির্মুখ জীবের নিকট মিলিত হয়েন, অন্য কোন কারণ নাই। ১১।২অধ্যায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ নিমি মহারাজের নিকটে নবযোগেন্দ্রগণের মিলন প্রসঙ্গে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও স্বৈরিতাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া,"

সেই সকল মহাপুরুষগণ কোনও এক সময় যদৃচ্ছাক্রমে নিমিমহারাজের যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছিলেন। এস্থলে যদৃচ্ছা পদে স্বৈরিতা অর্থই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অন্য কোন হেতু প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিলেন না। যদৃচ্ছা শব্দে অমরসিংহ স্বৈরিতা অর্থই করিয়াছেন। সাধুগণের প্রতি পরমেশ্বরের প্রযোক্তৃত্ব সাধুগণের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রযোজিত হইয়া সাধুগণ বহির্মুখ জীবের নিকট মিলিত হয়েন, এইরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে; যেহেতু ভক্তের ইচ্ছায় বশবর্ত্তী হইয়াই ভগবান্ সর্ব্বক্রিয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে আপ্তকাম শ্রীভগবানের কোন ইচ্ছার উদ্গম হইতে পারেনা। তাই ১০।১৪ অধ্যায়ে অস্যাপি দেববপুষ ইত্যাদি শ্লোকে স্বেচ্ছাময়স্য," এই পদে ভক্তগণের যেমন যেমন ইচ্ছা তেমন তেমন ভাবে তুমি প্রকাশ পাইয়া থাক, অষ্টমস্কন্ধে দুর্ব্বাসা মুনিকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ" অর্থাৎ হে মুনিবর আমি সর্ব্বপ্রকারে ভক্তপরাধীন। এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীভগবদ্-ইচ্ছা শ্রীভক্ত ইচ্ছারই অধীন ॥ ১৮১ ॥

৬।১৪ অধ্যায়েও শ্রীপাদ শুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও এই প্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও এক সময়ে ভগবান অঙ্গিরা ঋষি এই লোকে বিচরণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই চিত্রকেতু মহারাজের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন, এই স্থানেও যে সময়েতে শ্রীঅঙ্গিরাঋষি চিত্রকেতু মহারাজের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই তাহার ভগবৎ-সাম্মুখ্য ঘটিয়াছিল, কালান্তরে অর্থাৎ পুত্রের মৃত্যুর পর শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তাহাই উদ্দীপ্ত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। অতএব পুত্র-মৃত্যুর পর যখন চিত্রকেতু মহারাজ বিলাপ করিতেছিলেন তখন শ্রীমান অঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুমর্হতি"

ব্রাহ্মণহিতকারী ভগবদ্ভক্ত আপনি কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হইতে যোগ্য নহেন, অর্থাৎ আপনার পক্ষে শোকাচ্ছন্ন হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। ১৮২ ॥

সাধুর কৃপাও কেবলমাত্র দুর্গতজনের দুর্গতি দর্শনে উত্থিত হইয়া থাকে, নিজ উপাসনাদির কোন অপেক্ষা করেন না। যেমন শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের নলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি যে কৃপার উদয় হইয়াছিল, তাহাতে নলকুবর মণিগ্রীবের শ্রীপাদ দেবর্ষিনারদের প্রতি কোন সেবার সংবাদ পাওয়া যায় না, বরঞ্চ অবজ্ঞার সংবাদই শুনিতে পাওয়া যায়, তাই ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীল বসুদেব মহাশয় শ্রীপাদদেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥

হে শ্রীপাদ! যেজন দেবগণকে যেমন ভাবে ভজিবে কর্ম্মসচিব দেবগণ তাহাদিগকে ছায়ার মত তেমনি ভজিয়া থাকেন। সাধুগণ কিন্তু দীনবৎসল, অর্থাৎ দীনজন দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন ॥ ১৮৩ ॥

সৎসঙ্গেরই পরম সংস্কারের হেতুত্ব বলিয়া চিত্তসংস্কারের জন্য মানুষের অন্য কোন হেতু অন্বেষণ করিবার অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ চিত্তের নিজ অভীষ্ট ভিন্ন বস্ত্বন্তরের আবেশজনিত মালিন্য দোষ নিবৃত্তি সৎসঙ্গের দ্বারাই হইয়া থাকে, এজন্য চিত্তশুদ্ধির সাধন রূপে অন্য কিছু করিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ সৎসঙ্গে যেমন ভাবে অন্য আবেশ নিবৃত্তি হয় তেমন ভাবে অন্য কোন সাধনই বিষয়ান্তরে চিত্তের আবেশ নিবৃত্তি হয় না, এবং নিজ অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তের আবেশ জন্মে না। যেহেতু ১০।৪৮।৩০ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমান অক্রুর মহাশয়কে এই প্রকারই উপদেশ করিয়াছেন:—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩০ ॥

হে অক্রূর! জলময় তীর্থ কি তীর্থ নয়? তীর্থই বটে। মৃন্ময় ও প্রস্তরময় যে সকল দেবতা তাঁহারা কি দেবতা নয়? দেবতাই বটে। কিন্তু তাঁহারা নিরপরাধে সেবা করিলে বহুকাল পরে চিত্তশোধন করিয়া থাকেন। ভগবানের ভক্ত মহাপুরুষ আপনারা কিন্তু দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ যে দর্শনমাত্রেই চিত্তশোধন করিয়া থাকেন, তাহাই দেখান হইল। এস্থলে সেই জলময় তীর্থ এবং মৃন্ময় ও প্রস্তরময় দেবতাগণকে কেন আদর করা হইবে না তাহারই উত্তরে বলিলেন, তাঁহারা বহু দীর্ঘকালে পবিত্র করেন বলিয়া চিত্তশোধনের প্রতি গৌণহেতু; সাধুসঙ্গই সত্বর চিত্ত শোধন করেন বলিয়া মুখ্য হেতু। ১৮৪॥

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুসারে সৎসঙ্গ মাত্রের ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে কারণত্ব উক্ত হইয়াছে। সেই সৎসঙ্গ বিনা অন্য কোন উপায়েই যে ভগবৎসাম্মুখ্য হইতে পারে না তাহাই ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে দেখান হইতেছে।৫।১২ অধ্যায়ে মহানুভব ভরত মহাশয় রহূগণ মহারাজকে বলিয়াছেন—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্মসত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥
রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপনাদ্গৃহাদ্বা
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

পূর্ব্ব শ্লোকে জাগতিক সমুদায় পদার্থ অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া স্বপ্নের মত মিথ্যা এইরূপ উল্লেখ করায়, তাহা হইলে কোন্ বস্তু সত্য ইহাই জানিবার আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন ঃ— জ্ঞানই সত্য বস্তু। জ্ঞানের ব্যবহারিক সত্যতা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—সেই জ্ঞান পরমার্থ অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য। তিনকালেই ঐ জ্ঞান অবিকৃতরূপে বিদ্যমান আছে। ঐ জ্ঞানের ইন্দ্রিয়বৃত্তিজ্ঞানত্ব নিবৃত্তির জন্য ছয়টী বিশেষণ দিতেছেন—বিশুদ্ধং (১) বৃত্তিজ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত, পারমার্থিক জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। পারমার্থিক জ্ঞান এক প্রকার—একম্ (২) অর্থাৎ তাহার প্রকারভেদ নাই; ব্যবহারিক জ্ঞান নীল পীতত্ব প্রভৃতি প্রকারভেদে বহুবিধ। পারমার্থিক জ্ঞান অনন্তর এবং অবহিঃ (৩) অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তরভেদশূন্য। ব্যবহারিক জ্ঞান কিন্তু তাহার বিপরীত অর্থাৎ বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদযুক্ত। পারমার্থিক জ্ঞান ব্রহ্ম (৪) অর্থাৎ পরিপূর্ণ, যে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে কোন বিষয়েই অজ্ঞান থাকে না; ব্যবহারিক জ্ঞান কিন্তু পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ একটী বস্তুর জ্ঞানলাভ করিলে অন্য বস্তুর অজ্ঞান থাকিয়া যায়। পারমার্থিক জ্ঞান প্রত্যক্ (৫) অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ বা নির্ব্বিষয়। ব্যবহারিক জ্ঞান কিন্তু কোন একটী বিষয় আশ্রয় করিয়া জন্মিয়া থাকে। পারমার্থিক জ্ঞান প্রশান্তং (৬) অর্থাৎ নির্ব্বিকার, ব্যবহারিক জ্ঞান সবিকার। এই ছয়টী বিশেষণ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিজ্ঞান হইতে পারমার্থিক জ্ঞানের পার্থক্য প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার স্বরূপ ও জ্ঞানের সত্যত্ব প্রদর্শিত হইল। সেই জ্ঞানটী কি প্রকার তাহারই আবার পরিচয় করাইতেছেন—ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যাদি গুণশালী বলিয়া ভগবৎসজ্ঞায় অভিহিত হয়। ঐ স্বরূপজ্ঞানটী ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া ভগবান। ঐ ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যশালী জ্ঞানকে মহানুভবগণ বাসুদেব সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। সেই শ্রীবাসুদেবকে প্রাপ্তিও মহৎসেবা ভিন্ন অন্য উপায়ে হইতে পারে না। হে রহূগণ! এই বাসুদেববিষয়ক জ্ঞান কোন পুরুষ তপস্যার দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা প্রচুরতর অন্নাদি দান দ্বারা, কিংবা পরোপকাদি দ্বারা অথবা জল অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা লাভ করিতে পারে না। এস্থলে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, জ্ঞানস্বরূপের বিশেষণরূপে ব্রহ্মপদটী উল্লেখ থাকায় জীবস্বরূপজ্ঞানের নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু জীবস্বরূপটী অণু এবং এই সঙ্গে যে জ্ঞানের সূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে সে জ্ঞানকেও নিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ জীবস্বরূপ জ্ঞান অথবা অনুত্বধর্ম্মযুক্ত জ্ঞান পরম প্রয়োজন বস্তু নহে। এই শ্লোকে মহৎকৃপা ভিন্ন কোন উপায়ে বহির্মুখ জীবের যে ভগবন্মুখতা ঘটিতে পারে না তাহাই দেখান হইল। ১৮৫

তদেবং সৎসঙ্গ এব তৎসাম্মুখ্যদ্বারমিত্যুক্তম্। তে চ সন্তস্তৎসম্মুখা এবাত্র গৃহ্যন্তে ন তু বৈদিকাচারমাত্রপরাঃ অনুপযোগিত্বাৎ। তত্র যাদৃশঃ সৎসঙ্গস্তাদৃশমেব সাম্মুখ্যং ভবতীতি বক্তুং তেষু সৎসু যে মহান্তস্তেষাং দ্বৈবিধ্যমাহ সার্দ্ধেন—মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা, বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে। যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ১৮৬ ॥

যে সমচিত্তা নির্বিশেষব্রহ্মনিষ্ঠাস্তে মহান্তস্তেষাং শীলমাহ, প্রশান্তা ইত্যাদি। মহদ্বিশেষমাহ, যে বেতি। বাশব্দঃ পক্ষান্তরে। উত্তরপক্ষত্বাদস্যৈব শ্রেষ্ঠ্যম। ময়ি কৃতং সিদ্ধং যৎ সৌহৃদং প্রেম তদেবার্থঃ পরমপুরুষার্থো যেষাং তথাভূতা যে তে মহান্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যতো ময়ি সৌহৃদার্থাস্তত এব দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠেষু জনেষু তথা গেহেষু জায়াত্মজবন্ধুবর্গযুক্তেষু ন প্রীতিযুক্তাঃ, কিন্তু যাবদর্থাঃ যাবানর্থঃ শ্রীভগবদ্ভজনানুরূপং প্রয়োজনং তাবেনেবার্থো ধনং যেষাং তথাভূতা ইত্যর্থঃ। উভয়োর্মহত্বঞ্চ মহাজ্ঞানিত্বাৎ মহাভাগবতত্বাচ্চ। ন তু দ্বয়োঃ সাম্যাভিপ্রায়েণ। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণ ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অত্র জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবিনো মহান্তঃ ভক্তিমার্গে লব্ধভগবৎপ্রেমাণো মহান্ত ইতি লক্ষণসামান্যমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৫॥৫॥ শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্ ॥১৮৬॥

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বার ইহাই নির্ণীত হইয়াছেন। যে সকল সাধুসঙ্গপ্রভাবে বহির্মুখ জীব ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করিতে পারে, সেই সকল সাধু সতত ভগবদুন্মুখ না হইলে বহির্মুখ জীবকে ভগবদুন্মুখ করাইতে পারেন না। কেবল মাত্র বেদবিধি-অনুসারে সদাচারপরায়ণ সাধুসঙ্গ ভগবদুন্মুখতা সম্পাদন করাইতে অনুপযোগী। তন্মধ্যেও যাহার যে জাতীয় সাধুর সঙ্গ ঘটিবে তাহার সেই জাতীয় ভগবৎসাম্মুখ্য ঘটিবে এই কথাটী বুঝাইবার জন্য সেই সকল সাধুগণের মধ্যে যাঁহারা মহাপুরুষ নামে অভিহিত অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয়ে অনবরত শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকেন সেইসকল সাধুমহাপুরুষগণের দুইটী প্রকারভেদ দেড় শ্লোকে বলিতেছেন :—

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থশ্চ লোকে ॥ ৫।৫।২-৩

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নিজপুত্রগণকে উপদেশ করতঃ বলিলেন—হে পুত্রগণ মহতের সেবা বিবিধ মুক্তির দ্বারস্বরূপ। আর স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। সেই মহাপুরুষগণের দুইটী বিভাগ আছে ; এক জ্ঞানী মহাপুরুষ অপর ভক্ত মহাপুরুষ। তন্মধ্যে জ্ঞানী মহতের লক্ষণ—তাঁহারা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন—ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী কুক্কুর শ্বপাক প্রভৃতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্ত্বার উপলব্ধি করেন বলিয়া সমচিত্ত, তাঁহাদের হেয় উপাদেয় দৃষ্টি নাই। দ্বিতীয় লক্ষণ—রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রভৃতি শূন্য বলিয়া প্রশান্ত। কোথাও তাঁহাদের দ্বেষবুদ্ধি থাকে না বলিয়া বিমন্যু সর্ব্বভূতের হিতকারী বলিয়া সুহৃদ এবং সদাচারসম্পন্ন বলিয়া সাধু।

দ্বিতীয় ভক্তিসাধক মহাপুরুষের লক্ষণ এই যে—তাঁহাদিগের আমাতে সিদ্ধ সৌহার্দ্দ্যরূপ প্রেম আছে এবং ঐ প্রেমই তাঁহাদের পরমপুরুষার্থ বা মূল প্রয়োজন। তাঁহারা আমাতে প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুই প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। যখন তাঁহাদের আমাতে প্রেমই পরমপুরুষার্থ অতএব বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠ জনসমাজে এবং স্ত্রীপুত্রবন্ধুবর্গযুক্ত গৃহে প্রীতি পোষণ করেন না। কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তজনের অনুরূপ যতটা পরিমাণে ধনের প্রয়োজন ততটা পরিমাণে বিষয় তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিজ ঐন্দ্রিয়ক সুখ কিংবা দৈহিক সুখ ভোগের জন্য বিষয়

গ্রহণ করেন না। এইপ্রকার মহাপুরুষের লক্ষণের মধ্যে "পূর্ব্ব বিধি হইতে পরবিধি বলীয়ান্" এই ন্যায় অনুসারে জ্ঞানী মহৎ হইতেও ভক্ত মহতের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। মহতের দুই প্রকার বিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্য এই যে—শ্লোকে 'যে বা ময়ীশে' ইত্যাদি শ্লোকে "বা" শব্দটি উল্লেখ করিয়া পক্ষান্তর সূচনা করিয়াছেন।

এই জ্ঞানী এবং ভক্ত দুই প্রকার সাধককেই মহৎ বলিয়া উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে—মহাজ্ঞানী বলিয়া জ্ঞানসাধকের মহত্ত্ব এবং মহাভাগবত বলিয়া ভক্তিসাধকের মহত্ত্ব। কিন্তু জ্ঞানী সাধক এবং ভক্তিসাধকের সমান ধর্ম্ম বলিয়া মহত্ত্ব নির্দ্দিশ করা হয় নাই। এই জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবী মহৎশব্দবাচ্য। অর্থাৎ যিনি নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনি জ্ঞানমার্গে মহাপুরুষ অর্থাৎ সেই মহাপুরুষের সঙ্গে বহির্মুখ জীবের নির্ব্বিশেষ স্বরূপে উন্মুখতা ঘটিয়া থাকে। আর ভক্তিমার্গে যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রেমলাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা "মহৎ" অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে বহির্মুখ জীবের ভগবদুন্মুখতা আসতে পারে। যে ভক্তিসাধক শ্রীভগবানে প্রেমলাভ করিতে পারেন নাই, সেই ভক্তসঙ্গে বহির্মুখ জীবের ভগবদুন্মুখতা ঘটিতে পারে না। এই প্রকারেই জ্ঞানী ও ভক্ত মহাপুরুষের লক্ষণে সাম্য আছে। ১৮৬॥

অত্র চৈবং বিবেচনীয়ম্। তত্তন্মার্গে সিদ্ধা মহান্তো দ্বিবিধা দর্শিতাঃ। অত্র চ জ্ঞানিসিদ্ধাঃ, দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপমিত্যাদৌ বর্ণিতাঃ। অথ ভক্তিসিদ্ধাস্ত্রিবিধাঃ; প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহা নির্দ্ধূতকষায়া মূর্চ্ছিতকষায়াশ্চ। যথা শ্রীনারদাদয়ঃ শ্রীশুকাদয়ঃ প্রাগ্ জন্মগতনারদাদয়শ্চ। প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥ ইত্যাদৌ, স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবে। ইত্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসার ইত্যাদৌ, হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি। অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥ ইত্যাদৌ চ প্রসিদ্ধৌ, শ্রীনারদস্য পূর্ব্বজন্মনিস্থিতকষায়স্য প্রেমবর্ণিতঃ স্বয়মেব প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ। আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে॥ ইতি। শ্রীভরত এবাত্রোদাহরণীয়ঃ তস্য চ ভূতপিপালয়িষারূপ-প্রারব্ধালম্বনঃ সাত্ত্বিককষায়ো নিগূঢ় আসীৎ প্রেমা চ বর্ণিত ইতি। তদেবং সমানপ্রেম্ণি ত্রিবিধে পূর্ব্বপূর্ব্বাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। ক্বচিৎ স্থিতেঽপি তদা প্রেমাধিক্যেনৈবাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভজনীয়স্য ভগবতোঽংশাংশিত্বভেদেন ভজতশ্চ দাস্যসখ্যাদিভেদেন স্বরূপাধিক্যং প্রেমাঙ্কুরপ্রেমাদিভেদেন পরিমাণাধিক্যং চ প্রীতিসন্দর্ভে বিবৃত্য দর্শয়িষ্যামঃ। সাক্ষাৎকারমাত্রস্যাপি যদ্যপি পুরুষপ্রয়োজনত্বং তথাপি তস্মিন্নপি সাক্ষাৎকারে যাবান্ শ্রীভগবতঃ প্রিয়ত্বধর্ম্মানুভবস্তাবাংস্তাবানুৎকর্ষঃ। নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদতাস্বভাবস্য প্রিয়ত্বধর্ম্মানুভবং বিনা তু সাক্ষাৎকারোঽপ্যসাক্ষাৎকারএব। মাধুর্য্যং বিনা দুষ্টজিহ্বয়া খণ্ডস্যেব। অতএবোক্তং শ্রীঋষভদেবেন—প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবদিতি। ততঃ প্রেমতারতম্যেনৈব ভক্তমহত্ত্বতারতম্যং মুখ্যম্। অতএব ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা ইত্যেব তল্লক্ষণত্বেনোক্তম্। যত্র তু প্রেমাধিক্যং সাক্ষাৎকারং কষায়াদিরাহিত্যাদিকমপ্যস্তি স পরমমুখ্যঃ। তত্রৈকৈকাঙ্গবৈকল্যে ন্যূনন্যূন ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং যে বা ময়ীশে ইত্যাদিনা যে উক্তাস্তে তু প্রাপ্তপার্ষদদেহা ন ভবন্তি, তথা বিষয়বৈরাগ্যেঽপি গূঢ়ং সংস্কারবন্তোঽপি সম্ভবন্তি। ততস্তদ্বিবেচনায় প্রকরণান্তরমুত্থাপ্যতে। যথা—রাজোবাচ। অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্। যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ৮৭॥

এই সাধুসঙ্গপ্রসঙ্গে এই প্রকার বিচার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে সিদ্ধ মহাপুরুষের দুইটী

প্রকার দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষের প্রসঙ্গ ১১।১৩।৩৬ শ্লোকে—

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।

যাহারা জ্ঞানমার্গে সিদ্ধিলাভ করেন সেই সকল মহাপুরুষগণ যে দেহের দ্বারা স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছেন সেই নশ্বর দেহ আসন হইতে উত্থিত অথবা সেই আসনেই অবস্থিত অথবা সেই আসন হইতে অন্যত্রগত কিংবা পুনরায় সেই আসনেই অবস্থিত এই সমুদয় কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারেন না। ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞান-মার্গে সিদ্ধ মহাপুরুষের লক্ষণ দেখান হইয়াছে। অনন্তর ভক্তিমার্গে সিদ্ধ মহাপুরুষও তিন প্রকার। তন্মধ্যে (১) প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ (২) নির্দ্ধূতকষায় (৩) মূর্চ্ছিত-কষায়। তন্মধ্যে যে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ মায়িক পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিকটে থাকিবার যোগ্য সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহ লাভ করিয়াছেন, তিনি উত্তম ভাগবতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যাহার দেহটী পাঞ্চভৌতিক আছে বটে কিন্তু প্রাপঞ্চিক কোন বাসনা বা সংস্কার হৃদয়ে নাই তিনি নির্দ্ধূতকষায়। তিনি উত্তমভাগবতের মধ্যে মধ্যম। আর যে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের অন্তরে সূক্ষ্মরূপে সাত্ত্বিক কষায় (বাসনা ও সংস্কার) আছে তাহারাও ভক্তিযোগপ্রভাবে মূর্চ্ছা দশা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অবসরক্রমে নিজোপাস্য শ্রীভগবান কোন প্রকারে সেইটি ভোগ করাইয়া নিজ চরণের পাশে টানিয়া লইবেন—তিনি উত্তমভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ। তন্মধ্যে প্রাপ্তভগবৎ-পার্ষদদেহ উত্তম ভাগবতের দৃষ্টান্ত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ, নির্দ্ধূতকষায় উত্তম ভাগবতের দৃষ্টান্ত—শ্রীশুকদেব প্রভৃতি। মূর্চ্ছিতকষায় উত্তম ভাগবতের দৃষ্টান্ত—দাসীপুত্র জন্মে শ্রীনারদ প্রভৃতি। তন্মধ্যেও—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ১।৬ অধ্যায়ে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে বলিয়াছিলেন—যাহা শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেইবিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ পার্ষদদেহে আমাকে যখন প্রবেশ করাইলেন, তখন প্রারব্ধকর্ম্মের পরিসমাপ্তি যে দেহের হইয়াছিল সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ ঢলিয়া পড়িয়াছিল। প্রমাণে প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ উত্তমভাগবতের দৃষ্টান্ত দেখান হইল। ১২।১২।৬৮ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—হে শৌনক! যিনি নিজসুখানুভবে পূর্ণমানস অর্থাৎ আত্মারাম ছিলেন এবং সেই স্বরূপানন্দ-অনুভবজনিত আস্বাদনে বিষয়ান্তরে বাসনাশূন্য অর্থাৎ পূর্ণকাম ছিলেন, তিনি এই প্রকার আত্মারাম আপ্তকাম হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলামাধুর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় নিখিল জীবের প্রতি করুণার বশবর্ত্তী হইয়া নিখিল সাধ্য-সাধন সম্বন্ধ তত্ত্বের উজ্জ্বল প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই নিখিল বহির্ম্মুখতাদোষহারী ব্যাসনন্দনকে প্রণাম করি। এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যে নির্দ্ধূতকষায় উত্তমভাগবত ছিলেন তাহাই দেখান হইল।

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥ ১।৬

দাসীপুত্র শ্রীনারদ একবার শ্রীভগবৎদর্শন লাভ করিয়া নিজ অপক্কতাদোষে হারাইয়া পুনরায় দর্শনলালসায় যখন বিশেষ বিলাপ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে আকাশ-বাণীতে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—হে নারদ বড়ই খেদের কথা এই জন্মে তুমি আর আমায় দেখিতে পাইবে না। যে-হেতু যাহাদের ভোগবাসনা পক্কতা লাভ করে নাই, সেই সকল কুযোগিগণের পক্ষে আমি সুদুর্দ্দর্শ। এস্থানে বুঝিতে হইবে শ্রীনারদের অন্য কোন ভোগবাসনাই হৃদয়ে ছিল না. কিন্তু তৃণচর পশুগণের সহিত বনে বাস বড় সুখ ও শান্তিপ্রদ—এই সাত্ত্বিক ভোগলালসা হৃদয়ে ছিল বলিয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে অবিপক্ককষায় কুযোগী বলিয়াছিলেন। এই প্রমাণে উত্তম ভাগবতের মধ্যে "মূর্চ্ছিতকষায়" ভাগবতের লক্ষণ দেখান হইল। এই তিনপ্রকার ভক্তি-সিদ্ধ ভাগবতের মধ্যে যে কোন প্রকার ভাগবতের সঙ্গ হউক্ না কেন, তাহাতেই বহির্ম্মুখ জীবের ভগবদুন্মুখতা সম্পাদনে সামর্থ্য আছে। শ্রীপাদ নারদের পূর্ব্বজন্মে যদ্যপি সাত্ত্বিককষায় ছিল তথাপি তাঁহার ভগবানে প্রেমও

হইয়াছে তথাপি সেই শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারে যে ভক্ত যে পরিমাণে শ্রীভগবানের প্রিয়তা ধর্ম্ম প্রভৃতি অনুভব করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তাহার সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদস্বভাব শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্ম অনুভব বিনা কিন্তু ভগবৎসাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকার মধ্যে পরিগণিত। দুষ্ট জিহ্বায় যেমন মিছরির আস্বাদন অনাস্বাদনের মধ্যেই পরিগণিত হয়। যেহেতু যেটী যাহার অসাধারণ ধর্ম্ম সেইটী অনুভব করিতে না পারিলে সেই বস্তুর অনুভব হয় না, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। মিছরির মধুরতাই ধর্ম্ম, সেইটী অনুভব বিনা মিছরির আস্বাদন কিরূপে হইতে পারে? তেমনি শ্রীভগবানের অনন্ত ধর্ম্মের মধ্যে 'প্রিয়ত্ব' ধর্ম্মই মুখ্য। যতদিন পর্য্যন্ত সেই প্রিয়ত্ব ধর্ম্মের অনুভব না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে শ্রীভগবানকে অনুভব করিতে পারিতেছে না। এই অভিপ্রায়ে ৫।৫।৬ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রগণকে উপদেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ"।

যতদিন পর্য্যন্ত বাসুদেব যে আমি, আমাতে প্রীতির উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেহের সহিত জীবের সংযোগ নিবৃত্তি হইবে না অর্থাৎ জীবাশয় লিঙ্গশরীর ধ্বংস হইবে না। অর্থাৎ জীবের জন্ম মরণ নিবৃত্তি হয় না। অতএব প্রেমতারতম্যেই ভক্ত-মহত্তের মুখ্য তারতম্য। এই জন্যই ৫।৬।৩ শ্লোকে ভগবান্ ঋষভদেব ভক্তমহত্তের লক্ষণে—"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ" অর্থাৎ যাহারা আমাতে সুহৃদ্‌ভাবে প্রীতিযুক্ত, তাহারাই ভক্ত-মহৎ নামে পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু যে ভক্তে প্রেমের আধিক্য এবং ভগবৎসাক্ষাৎকার ও কষায়াদিশূন্যতা আছে, সেই ভক্তই পরম মুখ্য। তন্মধ্যে এক এক অঙ্গের বিফলতায় ন্যূনন্যূনতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কাহারও প্রেমাধিক্য আছে কিন্তু ভগবৎসাক্ষাৎকার ও কষায়াদিরাহিত্য নাই তিনি ন্যূন। আবার কাহারও কাষায়াদি নাই ভগবৎসাক্ষাৎকারও আছে কিন্তু প্রেমাধিক্য নাই, তিনি পূর্ব্বোক্ত ন্যূনভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ; এই প্রকারে ন্যূন হইতে ন্যূনতা বুঝিতে হইবে। তাহা

হইলে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীভগবানে প্রীতিযুক্ত ভক্ত-মহাপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎপার্ষদদেহ প্রাপ্ত হন নাই, অথচ বিষয়ে বৈরাগ্য থাকিলেও গূঢ়ভাবে হৃদয়ে কোন-প্রকার ভোগসংস্কারও আছে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায়, এই-প্রকার লক্ষণ ভক্তমহৎকেই শ্রীল ঋষভদেব উক্ত ৫।৬।৩ শ্লোকে ভক্তমহৎ বলিয়া পরিচয় করাইয়াছেন। অতএব সেই ভক্তলক্ষণ পরিচয় করাইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র প্রকরণ উত্থাপন করা যাইতেছে। ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীল নিমি মহারাজ শ্রীহরি নামে দ্বিতীয় যোগীন্দ্র মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম।
যথাচরতি যদ্‌ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ১৮৭॥

অথ অনন্তরং ভাগবতং ব্রূত। তজ্‌জ্ঞানার্থং স চ নৃণাং মধ্যে যদ্ধর্ম্মো যৎ স্বভাবস্তং স্বভাবং ব্রূত যথা স চ আচরতি অনুতিষ্ঠতি তদনুষ্ঠানং ব্রূত; যৎ ব্রূতে তদ্বচনঞ্চ ব্রূত; ইতি মানসকায়িক-বাচিকলিঙ্গপৃচ্ছা। নন্ু পূর্ব্বং শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপানেরিত্যাদিনা গ্রন্থেন তত্তল্লিঙ্গং শ্রীকবিনৈবোক্তং, সত্যং তথাপি পুনস্তদনুবাদেন তেষু লিঙ্গেষু যৈর্লিঙ্গৈঃ স ভগবতঃ প্রিয়ঃ উত্তম-মধ্যমতাদিবিবিক্তো ভবতি তানি লিঙ্গানি বিবিচ্য ব্রূতেত্যর্থঃ। তত্রোত্তরম—শ্রীহরিরুবাচ। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১৮৮॥

তত্র তত্তদনুভবদ্বারাবগম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি সর্ব্বভূতেষ্বিতি। এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈরিতি শ্রীকবিবাক্যোক্তরীত্যা যশ্চিত্তদ্রবহাসরোদনাদ্যনু-ভাবকানুরাগবশত্বাৎ খং বায়ুমগ্নিমিত্যাদিতদুক্তপ্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবম্ আত্মাভীষ্টো যো ভগবদাবির্ভাবস্তমেবেত্যর্থঃ পশ্যেদনুভবতি অতস্তানি চ ভূতানি আত্মনি স্বচিত্তে-

তথা স্ফূরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈ-বানুভবতি এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি। ইত্থমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তম—বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইত্যাদি। যদ্বা আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি। শেষং পূর্ব্ববৎ। অতএব ভক্ত-রূপতদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি খং বায়ুমিত্যাদৌ পূর্ব্বমুক্তমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব—নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ইত্যাদি। যদ্বা শ্রীপট্ট-মহিষীভিরপি কুররি বিলপসি ত্বমিত্যাদিনা। অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞান্যভিধীয়তে ভাগবতৈঃ তজ্জ্ঞানস্য তৎ-ফলস্য চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভগবত্তত্ত্ববিরোধাৎ। অহৈতুক্যব্যবহিতেত্যাদি-কাত্যন্তিকভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ব-বিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরভগবজ্জ্ঞানং প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইত্যুপসংহারগতলক্ষণ-পরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্। অথ মানসলিঙ্গবিশেষেণৈব মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্বপি। প্রেমমৈত্রী কৃপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥১৮৭॥

শ্রীল নিমি মহারাজ ১১।২ অধ্যায়ে নবযোগীন্দ্রগণের নিকটে কহিলেন—হে মহানুভববৃন্দ! এইত আপনারা কৃপা করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া নিজে ধন্য হইলাম এবং সেই সঙ্গে ভগবদ্ভক্তলক্ষণ জানিবার জন্য প্রাণে একটা আকুল আকাঙ্ক্ষাও জাগিতেছে। তাই এখন ভাগবত কাহাকে বলে তাহার পরিচয় প্রদান করুন। যে লক্ষণ দ্বারা আমি বেশ বুঝিয়া লইতে পারি—ইনি শ্রীভগবানের ভক্ত। মানবগণের মধ্যে যে স্বভাবে 'ভাগবত' বলিয়া পরিচয় করিতে পারা যায় সেই লক্ষণটী বলুন। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের স্বভাব বর্ণন করুন, এবং সেই ভগবদ্ভক্ত যাহা আচরণ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন সেই কায়িক অনুষ্ঠানটী বর্ণন করুন। তৃতীয়তঃ তিনি যাহা বলেন সেই বচনটী বলুন। এই প্রকার ভগবদ্ভক্তের মানস কায়িক ও বাচিক লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে যোগীন্দ্রগণ যেন সেই কথাটি বলিবার অবসর পাইতে পারেন যে, পূর্ব্বে—"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপানেঃ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকবি যোগীন্দ্র ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইলে আর ভক্তলক্ষণপরিচয়-প্রশ্ন করিবার আবশ্যক কি? হাঁ ইহা সত্য বটে, তথাপি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়েরই অনুবাদ করতঃ সেইসকল লক্ষণের মধ্যে শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্তগণ যে লক্ষণে উত্তম মধ্যম এবং কনিষ্ঠাদিরূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন, সেইসকল লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক আমার নিকটে বর্ণন করুন। তাহারই উত্তরে শ্রীহরি নামে দ্বিতীয় যোগীন্দ্র বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥১১।২

সেই সেই ভক্তগণের অনুভবের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় এমত মানসচিত্রের দ্বারা মহাভাগবতকে পরিচয় করাইতে-ছেন। পূর্ব্বে "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" ইত্যাদি শ্রীকবি যোগীন্দ্রের বাক্যের রীতি অনুসারে চিত্তদ্রব, হাস রোদন, প্রভৃতি যাহা অনুরাগের অনুভাবরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া আকাশ বায়ু অগ্নি সলিল এবং পৃথিবীকে নিজ অভীষ্ট শ্রীশ্যামসুন্দর রূপে দর্শন করেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। সেই উক্ত প্রকারে যে জন চেতন অচেতন সর্ব্বভূতে আপনার অভীষ্ট শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনুভব করেন, অর্থাৎ যিনি যে শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রেমবান্ সেই শ্রীভগবৎস্বরূপকে চেতন অচেতন সর্ব্বভুতে আছেন বলিয়া অনুভব করেন, তিনি উত্তম ভগবত। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—পূর্ব্বে "খং বায়ুমগ্নিম্" ইত্যাদি শ্লোকে চেতন অচেতন সর্ব্বভূতকে কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—অর্থাৎ সকল ভূতকেই অভীষ্ট শ্রীভগবানরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। স্থাবর জঙ্গমের কোন মূর্ত্তি দেখেন না সর্ব্বত্রই নিজ অভীষ্ট দেবকেই দর্শন করিয়া থাকেন। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" এই শ্লোকে চেতন অচেতন সর্ব্বভুতকেই আধার

অধিকরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বভুতাধিকরণে নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানকে দর্শন করেন। এস্থলে স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন করেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরেই নিজ নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন এই দুইপ্রকার ভেদে এক উত্তম ভাগবতেরই মানস-অনুভবগত পার্থক্য দেখান হইয়াছে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—উত্তম ভাগবতের নিজ অভীষ্টে অনুরাগের যখন গাঢ়তা প্রকাশ পায়, তখন আর স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন করেন না; সাক্ষাৎ নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানকেই দর্শন করেন। আবার যখন অনুরাগের কিছু তারল্য ঘটে তখন স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি দেখেন বটে কিন্তু প্রত্যেকেরই ভিতরে নিজ অভীষ্ট ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করেন; এই হইল উত্তমভাগবতের মানস-অনুভবের দুই অবস্থা। তৃতীয় অবস্থা যখন পূর্ণ-ভক্তি হৃদয়ে প্রকাশ পায় তখন সকল চেতন অচেতন ভূতসমূহকে নিজ চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত অভীষ্ট শ্রীভগবানেরই আশ্রিতরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সকলেই শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়াছে, জগতে কেহই অভক্ত নাই; এমন কোন্ পরম পামর আছে, অহৈতুক কারুণ্য প্রভৃতি গুণগণার্ণব শ্রীভগবানকে ভজনযোগ্য দেহ ও ইন্দ্রিয় পাইয়া ভজন না করিয়া থাকিতে পারে—এই অভিপ্রায়ে ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

হে রাজন্! ইন্দ্রিয়বান কোন্ জন আত্মারাম পরমহংস-কর্ত্তৃক আরাধ্যপাদারবিন্দ শ্রীমুকুন্দকে না ভজিয়া থাকিতে পারে? যেহেতুক তাঁহাকে না ভজিলে মৃত্যুমুখ হইতে কোন পথেই নিস্তার পাইতে পারা যায় না। অতএব মৃত্যুভয় হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্যও শ্রীমুকুন্দের চরণকমল অবশ্যই ভজন করা কর্ত্তব্য। এই প্রমাণে বেশ বুঝা যায়—উত্তমভাগবতজন সকলকেই শ্রীবিষ্ণুপদাশ্রিত বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলের হৃদয়েই যে নিজাভীষ্ট শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়া থাকেন, শ্রীল ব্রজদেবীগণও ১০।৩৫ অধ্যায়ে সেই প্রকারই বলিয়াছেন—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।

নিজসখিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—বনের লতা এবং তরুগণ নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুরূপে অর্থাৎ সর্ব্বহৃদয়ান্তর্য্যামিরূপে লাভ করিতেছে। হে সখিগণ! ঐ যে লতা এবং তরুগণ পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ হইয়াছে উহা বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ হৃদয়ে নিজ প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করিয়া যেমন ভাবকুসুম ও প্রেমফলে হৃদয় পূর্ণ হয় বলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে, তরুলতাগণও সেইরূপ চেষ্টাই বাহিরে প্রকাশ করিতেছে। এই প্রমাণে উত্তমভাগবত-গণ যে চেতন অচেতন সর্ব্বভূতে নিজাভীষ্টের আবির্ভাব অনুভব করিয়া থাকেন তাহাই দেখান হইল। এই শ্লোকটীতে আর একটী অর্থাৎ চতুর্থ প্রকার অর্থ করিতেছেন। নিজের ভগবানে যে জাতীয় ভাব আছে চেতন অচেতন সর্ব্বভুতে ভক্ত সেই ভাবের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। চেতন অচেতন সর্ব্বভূতেই ভগবানের যে অধিষ্ঠানের কথা একাদশ স্কন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে উক্তরূপ ভগবদধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে ভক্তির উদয় হওয়ায় সকলকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। "খং বায়ু-মগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে। নিজের যে জাতীয় ভাব শ্রীভগবানে আছে, সেই ভাবেরই সত্ত্বা সর্ব্বভুতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সেই বিষয়ে শ্রীল ব্রজদেবীগণের উক্তিই দৃষ্টান্তরূপে দেখাইতেছেন—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ। ১০।২১

পূর্ব্বানুরাগপ্রসঙ্গে শ্রীল ব্রজদেবীগণ নিজ অন্তরঙ্গ সখীকে কহিলেন—দেখ দেখ শ্রীকালিন্দী ও শ্রী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মস্তকে বিরাজমানা মানসী গঙ্গা প্রভৃতি মুকুন্দের বেণুগান শ্রবণ করিয়া বক্ষঃস্থলে মন্মথের উদয়ের জন্য নিজ পতির প্রতি গতি ভগ্ন হওয়ায় জলাবর্ত্তরূপে প্রকাশ পাইতেছে। উহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে ঐ নদীগণ

মুকুন্দের প্রতি কান্তাভাবই লাভ করিয়াছে। অথবা ১০।৯০।১৫ শ্লোকে—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে!

হে কুররি! তুমি বিলাপ করিতেছ? এই রাত্রিতে তোমার নিদ্রা নাই? তুমি রাত্রিতে ঘুমাইতেছ না কেন? পট্টমহিষীগণ দ্বারকায় শ্রীমাধবের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াও অনুরাগের চরম কক্ষায় প্রেমবৈচিত্ত্য নামক অনুভাবে এইরূপ যাহা বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে চেতনাচেতন সর্ব্বভূতে যে নিজ ভাবের স্বজাতীয়তা অনুভব করেন তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যায় পরম ভাগবতগণ যে সর্ব্বভূতে নিজের অভীষ্ট ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করেন তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। যে হেতু ভগবদ্ভক্তগণ মাত্রই অভেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহার ফলরূপ মুক্তিতে তুচ্ছ-বুদ্ধি করেন। বিশেষতঃ জীব ও ভগবানে ধর্ম্মগত পার্থক্য যে ব্রহ্মজ্ঞানে থাকে না, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ভাগবতের অত্যন্ত বিরোধী। অহৈতুকী অব্যবহিতা উত্তম-ভক্তির লক্ষণের সঙ্গে বিরোধ ঘটে বলিয়া অন্তে ব্রহ্মজ্ঞান উত্তমা-ভক্তি হইতে পারে না। কারণ উত্তমা-ভক্তির লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছেন, যে ভক্তি অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদির সহিত অমিশ্রিতা এবং অহৈতুকী" অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কামনাশূন্যা, সেই ভক্তি শ্রীভগবানে প্রয়োজিতা হইলে সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য একত্ব এই পঞ্চবিধা মুক্তির প্রতি তুচ্ছবুদ্ধি আনিয়া দেয় এবং জীব ও ঈশ্বরে বিভাগ না থাকিলে ভক্তিধর্ম্ম রক্ষা পাইতে পারে না, এই সব কারণে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে জ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ নিরাকারঈশ্বরজ্ঞানপর অর্থ করেন তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু ভাগবতধর্ম্ম-লক্ষণে উপসংহারবাক্যে উল্লেখ আছে 'প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ ১১।২। অর্থাৎ যিনি রজ্জু দ্বারা শ্রীহরির চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছেন তিনি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম। অতএব সাক্ষাৎ চরণকমল পদ উল্লেখ থাকায় নিরাকার ঈশ্বরপর ব্যাখ্যা সমীচীন হইতে পারে না; অথচ এই লক্ষণটী উত্তমভাগবত-লক্ষণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ওই সকল বিষয়গুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অতঃপর মানসলক্ষণবিশেষ-দ্বারাই মধ্যমভাগবতকে পরিচয় করাইতেছেন। ১৮৯॥

পরমেশ্বরে প্রেম করোতি তস্মিন্ ভক্তিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তথা তদধীনেষু ভক্তেষু চ মৈত্রীং বন্ধুভাবম্। বালিশেষু তদ্ভক্তিমজানৎসু উদাসীনেষু কৃপাম্। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন—শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থমায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ানিতি। আত্মনো দ্বিষৎসু উপেক্ষা তদীয়দ্বেষে চিত্তাক্ষোভেনৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ। তেষ্বপি বালিশত্বেন কৃপাংশসদ্ভাবাৎ। যথৈব শ্রীপ্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপৌ ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশমিত্যর্থঃ। অস্য বালিশেষু কৃপায়া এব স্ফুরণং; দ্বিষৎসূপেক্ষায়া এব; ন তু প্রাগ্বৎ সর্ব্বত্র তস্য তৎ প্রেম্নো বা স্ফুরণং ততো মধ্যমত্বম্। অথোত্তমস্যাপি তদধীনদর্শনেন তৎস্ফুরণানন্দাদয়ো বিশেষত এব, ততশ্চ তস্মিন্নধিকৈব মৈত্রী যদ্ভবতি তন্নো নিষিধ্যতে। কিন্তু সর্ব্বত্র তদ্ভাবাবশ্যকতা বিধীয়তে। পরমোত্তমোত্তমেঽপি তথা দৃষ্টম্—ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ইতি। অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথেতি চ শ্রীরুদ্রগীতাৎ। হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ ইতি শ্রীসূতবাক্যাচ্চ। এবং ভোজাণাং কুলপাংসন ইত্যাদৌ তত্র বাদরায়ণি প্রভৃতীনাং দ্বেষোঽপি দৃশ্যতে। কিন্তু মধ্যমানাং তত্রানভিনিবেশ এব স্ফুরতি। তেষান্তু তত্রাপি তদ্বিধশাস্তৃত্বেন নিজাভীষ্টদেবপরিস্ফূর্ত্তির্ন ব্যাহন্যত এব ইতি বিশেষঃ। তদ্দৃষ্ট্যৈব চ শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি দুর্য্যোধনাদৌ নমস্কারঃ। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃত ইত্যাদি শ্রীশিববাক্যবৎ। উক্তঞ্চ

লক্ষণাহরণে—সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রমিত্যাদৌ দুর্য্যোধনং চেতি। যত্র পক্ষে চ স্বকীয়ভাবস্যৈব সর্ব্বত্রাপি স্ফূর্ত্তেঃ শ্রীভগবদাদিদ্বিষৎস্বপি সা পর্য্যবস্যতি তত্র চ নাযুক্ততা,। যতস্তে নিজ-প্রাণ-কোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়তচ্চরণপঙ্কজপরাগলেশাস্তেষাং দুর্ব্যবহারদৃষ্ট্যা ক্ষুভ্যন্তি। স্বীয়ভাবানুসারেণ ত্বেবং মন্যন্তে। অহো ঈদৃশশ্চেতনো বা কঃ স্যাৎ যঃ পুনরস্মিন্ সর্ব্বানন্দকন্দকদম্বে নিরুপাধিপরম-প্রেমাস্পদে সকললোকপ্রসাদকসদ্গুণমণিভূষিতে সর্ব্বহিতপর্য্যবসায়িচর্য্যামৃতে শ্রীপুরুষোত্তমে তৎ-প্রিয়জনে বা প্রীতিং ন কুর্ব্বীত। তদ্দ্বেষকারণন্তু সুতরামেবাস্মদ্বুদ্ধিপদ্ধতিমতীতম্। তস্মাৎ ব্রহ্মাদি-স্থাবরপর্য্যন্তা অদুষ্টা দুষ্টাশ্চ তস্মিন্ বাঢ়ং রজ্যন্ত এবেতি। তদুক্তং শ্রীশুকেন—গোবিন্দভুজ-গুপ্তায়াং দ্বারকায়াং কুরূদ্বহ। অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ। কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়-বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥ ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যু-রূপাস্যমমরোত্তমৈরিতি। অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়াত—অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ১৯০॥

নিমি মহারাজের এইপ্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি-নামে যোগীন্দ্র তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্বপি।
প্রেমমৈত্রীকৃপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

যে জন পরমেশ্বরে প্রেম করেন অর্থাৎ তাঁহাতে ভক্তিযুক্ত হয়, এবং ঈশ্বরাধীন ভক্তগণে মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুতা করেন, বালিশ অর্থাৎ যাহারা ভগবানকে ভক্তি করিতে জানে না অথচ শ্রীভগবানকে এবং ভক্তজনকে দ্বেষ বা অবজ্ঞা করে না, এমন উদাসীন জনসমূহের প্রতি কৃপা করেন। অজ্ঞ-জনের প্রতি যে প্রচুরতর কৃপা হয় তাহার প্রমাণ স্বরূপে ৭।১ অধ্যায়ের শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়কৃত স্তোত্র হইতে দেখাইতেছেন,—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিলেন—হে নাথ! আমি, যাহারা তোমার কথাসুধা হইতে বিমুখচিত্ত অথচ মায়াময় ইন্দ্রিয়সুখলালসায় গুরুতর ভার বহন করিতেছে, সেই সকল বিমূঢ়গণের জন্য শোক করিতেছি। এই প্রমাণে যাহারা শ্রীভগবানকে ভক্তি করিতে জানে না,ভক্ত তাহাদের প্রতিও যে কৃপা করেন তাহাই দেখান হইল। চতুর্থ লক্ষণ—(মধ্যম ভাগবতের) যাহারা আপনাকে দ্বেষ করেন তাহা-দিগকে উপেক্ষা অর্থাৎ তাহার কৃত দ্বেষে চিত্তের কোন ক্ষোভ উপস্থিত না হইয়া উদাসীন-ভাবই প্রকাশ পায়। বরঞ্চ সেই সকল দ্বেষকারী জনের প্রতি কৃপাংশ আছে বলিয়া অজ্ঞ-বুদ্ধিতে কৃপাই করিয়া থাকেন। সেই বিষয়ের দৃষ্টান্ত—যেমন নিজপ্রতি ঘোরতরদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের করুণার কথা ৭।১০ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কখনও কেহ শ্রীভগবান বা ভগবদ্ভক্তগণে দ্বেষ করে, তাহা হইলে চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইলেও সেই দ্বেষকারীর প্রতি অভিনিবেশ থাকে না। এই মধ্যম ভাগ-বতের অজ্ঞজনের প্রতি কৃপাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে এবং নিজের প্রতি দ্বেষকারী জনে উপেক্ষাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু উত্তম ভাগবতের মত সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের অথবা ভগবদ্বিষয়ক প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়া ইনি মধ্যম ভাগবত। উত্তম ভাগবতও ভগবদ্ভক্তজনদর্শনে ভগবৎস্ফূর্ত্তিজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। অতএব সেই ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি উত্তমভাগবতের যে বন্ধুভাব উপস্থিত হয়, তাহা কিন্তু নিষেধ করা হয় নাই। অর্থাৎ উত্তম ভাগবতের সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি থাকিলেও ভগ-বদ্ভক্ত জনে বন্ধুভাবও বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবের সত্তা স্ফূর্ত্তির আবশ্যকতা বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই উত্তমভাগবতের ভগ-বৎস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে না। পরন্তু উত্তমভাগবতেরও মধ্যে এই প্রকার ভক্তজনে বন্ধুভাব পরিদৃষ্ট হয়। এখানে একটু

বুঝিবার বিষয় এই যে—উত্তমভাগবতের তিনটী অবস্থা যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাপ্তভগবৎপার্ষদ-দেহ উত্তমভাগবতের মধ্যে উত্তম, নির্দ্ধূতকষায় উত্তম-ভাগবতের মধ্যে মধ্যম, মূর্চ্ছিতকষায় উত্তম ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ। শ্রীমহাদেব নিখিল ভাগবতগণের মুকুটমণি বলিয়া তাহাকে পরম ভাগবতের মধ্যে উত্তমরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৪।২৪।৫৭ শ্লোকে রুদ্রগীতে বর্ণন করিয়াছেন—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

হে প্রভু! যাহার তোমাতে গাঢ় আসক্তি আছে, তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের ক্ষণার্দ্ধকাল সঙ্গের সহিত স্বর্গীয়-সুখ এবং মোক্ষসুখ তুলনা করিবার সম্ভাবনা করা যায় না। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিরসিক ভক্তের ক্ষণার্দ্ধকাল সঙ্গে যে গভীরতর আস্বাদন লাভ করিতে পারা যায়, স্বর্গীয় ভোগ বিলাসে কিংবা নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুভবে সেই জাতীয় এবং সেই পরিমাণে আস্বাদনের গাঢ়তা লাভ করিতে পারা যায় না। যখন স্বর্গীয় সুখ এবং মোক্ষসুখেরই ভক্তসঙ্গসুখের সহিত তুলনা হইতে পারে না, তাহা হইলে মৃত্যুশীল মানবগণের অন্য রাজ্যাদিসুখের সহিত যে তুলনা চলে না তাহার আর কথা কি? আবার দশপ্রচেতাগণের নিকটে শ্রীরুদ্রই বলিয়াছেন :— অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥

হে প্রচেতাগণ! ভগবান্ আমার যেমন প্রিয়, ভক্তি-রসিক ভক্ত তোমরাও সেই প্রকার প্রিয়। আবার ভক্তি-রসিক ভক্তগণেরও আমা ভিন্ন অধিক প্রিয় কেহ নাই। এই প্রমাণে উত্তমভাগবতগণেরও যে ভক্তজনে বন্ধুভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইল। অন্যত্র ১।৭।১১ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামীও শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে বর্ণনা করিয়াছেন—ভগবান্ বাদরায়ণি (শ্রীশুকদেব) শ্রীহরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়া বৃহদাখ্যায়িকাময় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। যেহেতু তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুজনপ্রিয় ছিলেন। অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তই তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিলেন, অথবা নিখিল হরিভক্তগণের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এ বাক্যেও উত্তমভাগবতের ভক্তজনে বন্ধুভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং "ভোজনাং কুলপাংসন" ১০।১ অধ্যায়ের এই বাক্যে শ্রীশুক প্রভৃতি মহাভাগবতগণের ভক্তভগবদ্বেষিগণের প্রতি দ্বেষও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যমভাগবতগণের ভক্তভগবদ্বেষিগণের প্রতি অনভি-নিবেশই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। উত্তমভাগবতগণের কিন্তু সেই পূর্ব্বোক্ত দ্বেষিগণের প্রতিও তাদৃশ বিরোধী জনের শাসনকর্ত্তারূপে নিজ অভীষ্টদেবের স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে না। অর্থাৎ যাহারা ভক্ত ও ভগবানকে দ্বেষ করেন তাহাদের সেই দ্বেষে উত্তমভাগবতগণের মনে নিজ অভীষ্ট প্রাণ-বল্লভের কথাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। সেই স্ফূর্ত্তি পাইবার প্রকারটিও এই যে—"এই সকল ভক্তভগবদ্দ্বেষিগণকে শাসন করিতে আমার প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নয়" এইভাবে নিজ অভীষ্টদেবের কথাই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। মধ্যম ভাগবত হইতে উত্তম-ভাগবতের এই প্রকার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইবে। সেই ভগবদ্দৃষ্টিতেই শ্রীমান উদ্ধব প্রভৃতিরও শ্রীহরিবিরোধী দুর্য্যোধন প্রভৃতিতে নমস্কার দেখা যায়। এস্থানে বুঝিতে হইবে ৪।৩।২৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীশিব শ্রীশঙ্করীর নিকট যে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্" অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশমান তত্ত্বের নাম বাসুদেব আমি সেই বাসুদেবকে অন্তর্মনা হইয়া সর্ব্বদাই প্রণাম করিতেছি। দেহ-দৃষ্টিতে প্রণাম করি না বা দেহাভি-মানীকে প্রণাম করি না, প্রতি হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান শ্রীবাসুদেবই আমার প্রণম্য। "গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে" এইরূপ শ্রীশিববাক্যের মত উত্তম ভাগবত শ্রীউদ্ধব প্রভৃতিরও দুর্য্যোধনাদির প্রতি নমস্কারাদি ব্যবহার দেখা যায়। ১০।৬৮।১৭ শ্লোকে লক্ষ্মণাহরণ-প্রসঙ্গে শ্রীবল-দেব চন্দ্র কৌরবগণের নিকটে নিজের আগমনসংবাদ জানাইবার জন্য যখন শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন তখন তিনি যাইয়া প্রথমতঃ অম্বিকাপুত্র ভীষ্মদেবকে তৎপর দ্রোণাচার্য্যকে তৎপর বহ্লিককে তৎপর দুর্য্যো-ধনকে বিধিবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীবলদেব চন্দ্রের আগমন-

সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এই প্রমাণে ভগবদ্বিদ্বেষী জনের প্রতিও উত্তমভাগবতের নমস্কারের সংবাদ পাওয়া যায়। আর যে পক্ষে উত্তমভাগবত নিজ অভীষ্টভাবের সত্তা চেতন অচেতন সর্ব্বত্র উপলব্ধি করেন, সে পক্ষেও যাহারা শ্রীভগবান্ ও তাহার ভক্তগণকে দ্বেষ করে তাহাদিগের প্রতিও নিজ অভীষ্টভাবের স্ফূর্ত্তিতেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে। যে হেতু তাঁহাদের হৃদয় (উত্তমভাগবতগণের) নিজপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয় হরিচরণপঙ্কজলেশে সতত পরিভাবিত, সেইজন্য সেই বিরোধী জনের দুর্ব্যবহার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। নিজ ভাবানুসারে তাঁহারা কিন্তু এইরূপ মনে করেন—অহো! এই বিশ্বমধ্যে এমন কোন চেতন আছে, যে জন নিখিল আনন্দসমূহের মূলাশ্রয় নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদ সকললোকসুখদ-সদ্গুণমণিভূষণে, যাঁহার লীলাসুধা সর্ব্বহিতকারী, সেই শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে অথবা তাঁহার প্রিয়জনে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারে! যেহেতু যে সকল ধর্ম্ম থাকিলে প্রীতিযোগ্য হইতে পারে, সে সমুদয় নিখিল সদ্গুণের আধার শ্রীভগবানকে প্রীতি না করিয়া কেহ যে দ্বেষ করিতে পারে তাহার কারণ আমরা বুদ্ধি বিবেচনায় কিছুই খুজিয়া পাই না। অতএব ব্রহ্মা আদি স্থাবর পর্য্যন্ত দুষ্ট অথবা অদুষ্ট সকলেই পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বসদ্গুণমণিসম্পুট শ্রীভগবানে গাঢ়ভাবে অনুরক্ত আছেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকমুনি ১১।২ অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারকায়াং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥
কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো-মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

হে রাজন! শ্রীগোবিন্দের ভুজচতুষ্টয়ে সুরক্ষিতা দ্বারকাতে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদর্শনলালসায় বারংবার বাস করিতেছিলেন। হে রাজন! ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন কোন্ মানব মুকুন্দচরণকমল না ভজিয়া থাকিতে পারে। যেহেতু আত্মারামগণ স্বরূপানন্দে পূর্ণকাম হইয়াও তাঁহার চরণে ভক্তি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যে যাহাই অনুষ্ঠান করুক্ মৃত্যুভয় হইতে কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। একমাত্র শ্রীগোবিন্দচরণাম্বুজ-উপাসনাতেই মৃত্যুভয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই প্রমাণে উত্তমভাগবতগণের মনের ভাব প্রকাশ করা হইল। অর্থাৎ তাঁহারা চেতনাচেতন সর্ব্বত্রই যে স্বকীয় ভাবের স্ফূর্ত্তিলাভ করেন তাহাই দেখান হইল। অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্মআচরণরূপ কায়িক চিহ্নে এবং কথঞ্চিৎ মানস-চিহ্নের দ্বারাও কনিষ্ঠ ভাগবতকে পরিচয় করাইতেছেন।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ১৯০॥

অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব, ন তদ্ভক্তেষু, অন্যেষু চ সুতরাং ন, ভগবৎপ্রেমাভাবাৎ ভক্তমাহাত্ম্য-জ্ঞানাভাবাৎ সর্ব্বাদরলক্ষণভক্তগুণানুদয়াচ্চ। স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ। অধুনৈব প্রারব্ধভক্তি-রিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা, যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ। ইত্যাদিশাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তৈ-বেতি পূর্ব্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা-যুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ। অথ টীকা, পুনরষ্টভিঃ শ্লোকৈরভ্যর্হিতত্বাৎ উত্তমস্যৈব লক্ষণা-ন্যাহ। তথাহি—গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগ-বতোত্তমঃ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ তদাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্লাতি তাবদিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ গৃহীত্বাপীত্যপিশব্দার্থঃ। ইদং বিশ্বং মায়া বহিরঙ্গশক্তিবিলাসত্বাদ্ধেয়মিত্যর্থঃ। অত্রাপি কায়িকমানসয়োঃ সাঙ্কর্য্যম্। অথ কেবল-মানসলিঙ্গৈরাহ যাবৎ প্রকরণম—দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুৎ ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ। সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবত-প্রধানঃ॥ ১৯২॥

যো হরেঃ স্মৃত্যা দেহাদীনাং সংসারধর্ম্মৈর্জন্মাপ্যায়াদিভিঃ বিমুহ্যমানো ন ভবতি স ভাগবতপ্রধানঃ। উক্তং শ্রীগীতাসু—যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ তথা—ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১৯৩॥

বীজানি বাসনাঃ বাসুদেবৈকনিলয়ঃ বাসুদেবমাত্রাশ্রয়ঃ; তথা—ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ১৯৪॥

জন্ম সৎকুলম্। কর্ম্ম তপআদি। জাতয়োঽনুলোমজা মুর্দ্ধাভিষিক্তাদয়ঃ। এতাভির্যস্যাস্মিন্ দেহেঽহংভাবো ন সজ্জতে কিন্তু ভগবৎসেবৌপায়িকে সাধ্যে এব দেহে সজ্জত ইত্যর্থঃ স হরেঃ প্রিয়ো ভাগবতোত্তম ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ প্রকরণার্থত্বাৎ। হরেঃ প্রিয় ইতি হি ভাগবতত্বাদেব। তথা—ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা। সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১৯৪॥

বিত্তেষু স্বীয়ং পরকীয়মিতি আত্মনি চ স্বপক্ষপাতমাত্রং নিষিধ্যতে ন ব্যক্তিভেদঃ। কিঞ্চ—ত্রিভুবন-বিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ। ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ১৯৬॥

অচলনত্বে হেতুঃ ত্রিভুবনেতি। তত্র হেতুঃ অজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং তৈর্ব্রহ্মপ্রভৃতিভিঃ সুরাদিভিরপি বিমৃগ্যাদ্ দুর্লভাদিত্যর্থঃ। অপিচ বিষয়াভিসন্ধিশ্চলনং কামেনাতিসন্তাপে সতি ভবেৎ স তু ভগবৎসেবানির্বৃতৌ ন সম্ভবতীত্যাহ—ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥ ১৯৭॥

যে জন শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে শ্রীহরিকে সুখী করিবার জন্য অর্চ্চাতেই (প্রতিমাতেই) পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণে অথবা সাধারণ জীবমাত্রকে পূজা করেন না অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি পূজ্য বা আদরবুদ্ধি পোষণ করেন না, যাহার ভগবদ্ভক্তজনেই পূজ্যবুদ্ধি নাই, তাহার সাধারণ জীবগণের প্রতি আদরবুদ্ধি কিরূপে আসিতে পারে? শ্রীভগবানে প্রীতির অভাবের জন্য এবং ভক্তমাহাত্ম্য জ্ঞান না থাকায় ও সর্ব্বজীবে আদর করাই যে ভক্তজনের স্বাভাবিক গুণ সেই গুণের উদয় না হওয়াতেই তাহারা ভক্তজনের প্রতি পূজ্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বজীবের প্রতি আদরবুদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। এমত অধিকারীকে প্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত শব্দের অর্থ প্রকৃতিপ্রারম্ভ অর্থাৎ 'স্বভাবে প্রথম প্রবৃত্তি' এইরূপ ব্যাখ্যাই শ্রীধর স্বামিপাদ করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ বলেন, "অধুনৈব প্রারব্ধভক্তি" অর্থাৎ এখনই ভক্তির প্রারম্ভ হইয়াছে। এস্থানে প্রাকৃত শব্দের অর্থ মায়াময় নহে। এই অধিকারীতে যে শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সে শ্রদ্ধাটী কিন্তু শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্দ্ধারণ হইতে উত্থিত নয়। যদি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবোধ হইতে এই বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইত, তাহা হইলে ১০।৮৪।১২ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শ্রীমুখে যে বলিয়াছেন :—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গো-খরঃ॥

যাহারা বাতপিত্তশ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে নিজজনবুদ্ধি, মৃত্তিকাবিকার প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি, সলিলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু কখন ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তজনে পূজ্যবুদ্ধি করে না, সেই জনই গরু, গাধা; অথবা গোসকলের তৃণবাহক গাধা। যদি এই কনিষ্ঠ ভাগবতের শাস্ত্রার্থের প্রতি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে কখনও ভক্তজনের প্রতি

পূজ্যবুদ্ধি না করিয়া থাকিতে পারিত না। অতএব এই কনিষ্ঠ ভাগবতের যে শ্রদ্ধা সেটী লোকপরম্পরা হইতেই প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ এই শ্রদ্ধাটী লৌকিকী। অতএব যে সাধক শ্রীভগবানে প্রেমলাভ করিতে পারে নাই অথচ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত তাহাকে মুখ্য কনিষ্ঠ ভাগবত বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ শ্রীধর স্বামিপাদ কৃত টীকায় উল্লেখ আছে, 'উত্তম-ভাগবতই সকল হইতে অত্যন্ত পূজ্য' বলিয়া পুনর্ব্বার আটটী শ্লোকে তাঁহারই পরিচায়ক লক্ষণগুলি প্রকাশ করিতেছেন।

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যে জন ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি ভাগবতমধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা না করিবার কারণ চোখে যাহা দেখা যায়, কানে যাহা শুনা যায়, হাতে যাহা ধরা যায় ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্রেই শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির কার্য্য, অতএব ইহার মধ্যে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি করিবার কিছুই নাই। যেমন এক মাটী উপাদানে গঠিত ঘট দীপ দীপাধারে উপাদানগত পার্থক্য নাই, তেম্নি মায়াময় বিশ্বে কোন স্থানে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি করিবার নাই কারণ সকলই মায়াময়। ১৯১।

উত্তমভাগবত পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে শ্রীভগবানে চিত্তের আবেশ থাকায় ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাতে আবিষ্ট হয়েন না। এই বিশ্ব বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস বলিয়া অত্যন্ত হেয়। এ লক্ষণেও কায়িক ও মানস-চেষ্টা এবং মানসভাবের সাঙ্কর্য্য আছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ করেন এটী কায়িক চেষ্টা, আর সব বিশ্ব মায়াময় এই ভাবনাটী মানস ভাব। অনন্তর কেবল মানসচিহ্ন দ্বারা মহাভাগবতকে পরিচয় করাইতেছেন। এই প্রকরণের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত মহাভাগবতের লক্ষণই প্রকাশ করা হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির ধর্ম্ম, জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা ভয় তৃষ্ণা পরিশ্রম প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে যে জন শ্রীহরি-স্মৃতিপ্রভাবে বিমুগ্ধ হয় না সেইজন ভাগবতশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবদ্গীতাতেও উল্লেখ আছে—

যেষান্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

যে সকল পুণ্যকর্ম্মা মানবের সর্ব্বপ্রকার পাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই সকল মানব জন্মমৃত্যু ক্ষুধা ভয় শীত গ্রীষ্ম, মান অপমান, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, প্রভৃতি দ্বন্দ্বধর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া গাঢ় সংকল্পে আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। এই প্রমাণে শ্রীহরিস্মৃতিপ্রভাবে ভক্ত যে দ্বন্দ্বধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন তাহাই দেখান হইয়াছে।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যে জন একমাত্র বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া হৃদয়ে কাম (সংকার) কর্ম্ম, ও বীজ (বাসনা) উদ্গম হয় না, তিনি যে ভাগবতোত্তম এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

১৯২। ১৯৩॥

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জ্যতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

জন্ম (সংকুল), কর্ম্ম, (তপস্যাদি) বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) আশ্রম (সন্ন্যাসাদি) জাতি (অনুলোমজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি) এই সকলের দ্বারা যাহার এই স্থূলদেহে অহংভাব জন্মে না, অর্থাৎ আমি কুলীন, আমি তপস্বী, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সন্ন্যাসী, এই সকল মায়াময় অভিমানে মায়াময় দেহে যে আবিষ্ট হয় না, কিন্তু ভগবৎসেবার উপযোগী নিজ অভীষ্ট সিদ্ধদেহে আসক্ত হয়েন, সেইজন শ্রীহরির প্রিয় অর্থাৎ ভাগবতোত্তম। পূর্ব্ব শ্লোকের সঙ্গে এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। যেহেতু উত্তমভাগবতের লক্ষণ পরিচয় করানই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ যতদিন পর্য্যন্ত উত্তম-ভাগবত হইতে না পারা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরির প্রিয় হইতে পারা যায় না।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যাহার বিত্তসম্পত্তিতে স্বীয় পরকীয় (নিজের পরের)

এই ভেদবুদ্ধি নাই, দেহে নিজপর এই ভেদজ্ঞান নাই, অর্থাৎ যেমন বিত্ত-সম্পত্তিতে, "এ সম্পত্তি আমার, এ সম্পত্তি পরের" এই প্রকার আবেশশূন্য, সেইপ্রকার নিজ দেহের প্রতিও এ দেহ আমার ওটী পরের এই প্রকার ভেদদৃষ্টিতে কেবল মাত্র নিজ দেহটীকে সুখী রাখিতে তৎপর, কিন্তু অন্য দেহের সুখ-দুঃখাদিতে সুখী দুঃখী হন না, এই ভেদভাব যাহার হৃদয়ে জন্মে না। এই প্রকার নিজ পক্ষপাতিত্বই নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভেদ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ এইরূপ ভেদদৃষ্টিশূন্য হইয়া যেজন সর্ব্বভূতসুহৃৎ এবং শান্ত তিনি ভাগবতোত্তম। অপর লক্ষণ যিনি ত্রিভুবনের বিভবপ্রাপ্তির জন্যও লবনিমেষার্দ্ধ কালও ভগবৎপদারবিন্দ হইতে বিচলিত হন না, ক্ষণকালের জন্যও যাহার হরিস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না, তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। আর হরিচরণস্মৃতি হইতে বিচলিত হইবেনই বা কেন? যেহেতু যাঁহারা ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, সেই সকল ব্রহ্মাদি দেবগণ যে চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সাধুসঙ্গ অথবা সাধুকৃপার ফলে সেই শ্রীহরিচরণস্মৃতিসৌভাগ্য যে জন লাভ করিতে পারিয়াছেন, তুচ্ছ ত্রিভুবনের বৈভবের জন্য তিনি যে ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ সেই শ্রীহরিচরণস্মৃতি সুধাস্বাদন হইতে বিচলিত হয়েন না, এটী কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। এই অবস্থাটীর নাম ধ্রুবানুস্মৃতি অর্থাৎ এই অবস্থার অপর নাম নিষ্ঠা-ভক্তি। এই অবস্থাতে বিক্ষেপ, কষায় রসাস্বাদ ও অপ্রতিপত্তি এই পাঁচটী অনর্থ তাহার হরিচিন্তাময় হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন শ্রীগঙ্গাজলের স্রোত নির্ব্বাধ-গতিতে সিন্ধুর প্রতি গতি করে, কোন বাধার দ্বারাই তাহার গতি নিরোধ করিতে পারা যায় না। তেমনি নিষ্ঠাভক্তি উদয় হইলে তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রবিষ্ট থাকে বলিয়া কর্ম্ম রজ তম গুণ হইতে সঞ্জাত কাম লোভ প্রভৃতি রাজস তামস ভাব তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে অসমর্থ হয়। অর্থাৎ সে অবস্থায় জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন দশাতে তাহার হরিস্মৃতি অক্ষুন্নভাবেই থাকে। এই অবস্থার সাধককেও মহাভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ বিষয়বাসনায় হৃদয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেই বিষয়াভিসন্ধিতে হরিচরণস্মৃতি হইতে বিচলিত হইয়া থাকে। চিত্তের বিষয়ানুসন্ধানের নামই হরিস্মৃতি হইতে বিলক্ষণ। কিন্তু ভগবৎচরণারবিন্দসেবাসুখ অনুভব করিতে পারিলে বিষয়ানুসন্ধান করার সম্ভাবনাই থাকে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ
স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥

যাহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রচুর-পরাক্রমশালী চরণযুগলের শাখাস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহের চন্দ্রিকাচ্ছটায় কামাদিসন্তাপ নিরস্ত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে কেমন করিয়া বাসনার উদ্গম হইতে পারে? যেমন চন্দ্রোদয় হইলে সূর্য্যসন্তাপ থাকে না, তেম্নি যাহার হৃদয়গগনে হরিচরণনখচন্দ্রিকা উদয় হয়, সেই হৃদয়ে কেমন করিয়া কামাদিজনিত সন্তাপ উদ্গম হইতে পারে? অপর পূর্ব্বোক্ত উত্তমভাগবতের সকল লক্ষণের সারনিষ্কর্ষরূপ একটী লক্ষণ বলিতেছেন। অর্থাৎ যে লক্ষণ দ্বারা উত্তমভাগবতকে বিশেষরূপে বুঝা যায় তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। ১৯১—১৯৭

উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়শ্চন্দ্রিকা তাপহারিণী দীপ্তিঃ তাপঃ কামাদিসন্তাপঃ। তথা—বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ১৯৮॥

টীকা চ—উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন বিমুঞ্চতি। অবশেনাপ্যভিহিত মাত্রোঽপ্যঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি যতঃ প্রণয়রসনয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য স ভাগবতপ্রধান উক্ত ভবতীত্যেষা। অত্র কামাদিনামসম্ভবে হেতুঃ সাক্ষাদিতি পদং তদুত্তরকালত্বাৎ সাক্ষাৎকারস্য। তথা হরিরবশাভিহিতোঽপীত্যা-

দিনা যত্র তাদৃশপ্রণয়বাংস্তেনানেন তু সর্ব্বদা পরমাবেশেনৈব কীর্ত্ত্যমানঃ সুতরামেবাঘৌঘনাশঃ স্যাৎ ইত্যভিহিতম্। উক্তঞ্চ—এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়মিত্যাদি। তত উভয়থৈব তেষামঘসংস্কারো ন স্থাতুমিষ্ট ইতি ধ্বনিতম্। অনেন বাচিকলিঙ্গমপি নির্দ্দিশ্য যদুক্তং তেই ত্যস্যোত্তরমুক্তম্। প্রকরণেঽস্মিন্ গৃহীত্বাপাত্যাদীনামুত্তমভাগবতলক্ষণপদ্যানামমীষামপৃথক্ পৃথক্ চ বাক্যত্বং জ্ঞেয়ম্। তথাভূতভগবদ্বশীকারবতি ভাগবতোত্তমে তত্তল্লক্ষণানামপ্যন্তর্ভাবাৎ। ক্বচিৎ দ্বিত্র্যাদিলক্ষণমাত্রদর্শনাচ্চ। তত্রাপৃথগ্‌বাক্যতায়ামেকৈকবাক্যগতেনৈকৈকেনৈব লক্ষণেনায়মেব সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদ্যুক্তো মহাভাগবতো লক্ষ্যতে। তত্তদ্ধর্ম্মহেতুত্বেন তু বিসৃজতীত্যাদিনা হেতুত্বেন স্মৃতিরুক্তা তস্যা এব বিবরণমিদমন্তিমবাক্যমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈকেনৈব বাক্যেন কৃতেঽপি ভাগবতোত্তমলক্ষণে স্পষ্টীকরণার্থমেবান্যদন্যদ্বাক্যমিতি সমর্থনীয়ম্। অতএব পৃথক্ পৃথগ্ ভাগবতোত্তম ইত্যাদ্যনুবাদোঽপি সঙ্গচ্ছতে। পৃথগ্‌বাক্যতায়ান্তু যত্র সাক্ষাদ্ভগবৎসম্বন্ধো ন শ্রূয়তে, তত্র ভাগবতপদবলেনৈব প্রকরণবলেনৈব বা জ্ঞেয়ঃ। পুর্ব্বোত্তরপদ্যস্থস্মৃত্যেত্যাদি পদং বা যোজনীয়ম্। তথাত্র পক্ষে চাপেক্ষিকমেবান্যত্র ভাগবতোত্তমত্বম্। তত্রোত্তরোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যক্রমোঽয়ম্। অর্চ্চায়ামেবেতি। ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যামিতি। ন যস্য স্বঃ পর ইতি। গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরিতি। দেহেন্দ্রিয়প্রাণেতি। অস্য সংস্কারোঽস্তি, কিন্তু তেন বিমোহ ন স্যাদিতি মূর্চ্ছিতসংস্কারোঽয়ং জাতনবীনপ্রেমাঙ্কুরঃ স্যাৎ। তথা ন কামকর্ম্মবীজানামিত্যস্যৈব বিবরণং ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপীতি। ইয়মেব নৈষ্ঠিকী ভক্তির্ধ্যানাখ্যা ধ্রুবানুস্মৃতিরিত্যুচ্যতে। অস্য প্রেমাঙ্কুরোঽপ্যনাচ্ছাদ্যতয়ৈব জাতোঽস্তিঃ। অন্যথা তাদৃশস্মরণসাতত্যাভাবঃ স্যাৎ। অয়ং হি নির্ধূতকষায়ো নিরূঢ়প্রেমাঙ্কুর ইতি লভ্যতে। তত ঊর্দ্ধং সাক্ষাৎ প্রেমজন্মতঃ। ঈশ্বরে তদধীনেষ্বিতি। অস্য মৈত্র্যাদিকং ত্রয়মপি ভক্তিহেতুকমেবেতি ন কষায়স্থিতিরবগন্তব্যা। নির্ধূতকষায়মহাপ্রেমসূচকস্য সর্ব্বভূতেষ্বিত্যস্য তু বিবরণং বিসৃজতীতি। তাপাদিপঞ্চসংস্কারো নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥ ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তং মহত্ত্বন্তু অর্চ্চনমার্গপরাণাং মধ্যএব জ্ঞেয়ং, অপ্রসিদ্ধপ্রীতিত্বাৎ। তত্রৈব দর্শিতম্। নবেজ্যাকর্ম্মকারকত্বঞ্চ অনেন বচনেন দৃশ্যতে—অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্। নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা। তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে। নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতেতি। অর্থ পঞ্চকবিত্বঞ্চ উপাস্যঃ শ্রীভগবান্ তৎপরং পদং তৎদ্রব্যং তন্মন্ত্রো জীবাত্মা চেতি। পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বম্। শ্রীহয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। এক একেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ। বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাৎ গাঢ়মাশ্রিতঃ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পুর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্। বেদগুহ্য গভীরাত্মা নানাশক্ত্যুদয়ো নব ইত্যাদি। স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতমিত্যাদি। দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ। ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তত্তবঞ্চাপি তাদৃশম্। গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥ হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ। ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ।

সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ ॥ রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাৎ ব্যাপকঃ পরঃ ॥ রসবৎ ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাৎ রসরূপকমিতি। বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মাত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্ব্বিচারিত ইত্যাদি॥ মরুৎসাগর-সংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা। জায়ন্তে তৎ-স্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥ আশ্লেষাদুভয়ো-স্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ। সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥ ইত্যাদ্যপি। কিন্তু শ্রীভগবদা-বির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণাপরোঽপি বিশেষঃ কশ্চিজ্‌জ্ঞেয়ঃ। জীবনিরূপণঞ্চেদং ন ঘটন্তে উদ্ভব ইত্যনুসারেণোপাধিসহিতমেব কৃতম্। নিরূপাধিকন্তু, বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা-তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তি রিষ্যতে॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ। তথা, অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীব-ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি, মমৈ-বাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ইতি চ গীতানুসারেণ। তথা, যৎ ঘটস্থন্ত চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাৎ বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যত ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্॥ ১ ১ ॥ ২ ॥ হরির্যোগেশ্বরো নিমিম্॥১৯৮॥

তদেবমুপদিষ্টা ভাগবতসৎসু মূর্চ্ছিতকষায়াদয়ো মহদ্ভেদাঃ। ভাগবতসন্মাত্রভেদাশ্চ তৎসন্মাত্র-ভেদেষু অর্চ্চায়ামেব হরয়ে ইত্যাদিনা তত্তৎগুণাবি-র্ভাবতারতম্যাৎ লব্ধতারতম্যাঃ কতিচিৎ দর্শিতাঃ। অথ সাধারণতারতম্যেনাপি তেষাং তারতম্যমাহ পঞ্চভিঃ। তত্রাবরং মিশ্রভক্তিসাধকমাহ ত্রিভিঃ— কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্। সত্য-সারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ। কামৈরহ-তধীর্দ্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। অনীহো মিতভুক্-শান্ত স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ। অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ। অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥ ১৯৯॥

পূর্ব্ববর্ণিত সকল লক্ষণের সাররূপ উত্তমভাগবতের অসাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন। সাক্ষাৎ শ্রীহরিই যাহার হৃদয় ত্যাগ করেন না অর্থাৎ শ্রীহরি যাহার হৃদয়ে অনবরত স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কখনও তাহার হৃদয় ত্যাগ করেন না—যে শ্রীহরি অবশে অর্থাৎ অনমুসন্ধানেও কীর্ত্তিত হইলে নিখিল পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন। কেন ত্যাগ করেন না? যেহেতু প্রেমরজ্জুতে হৃদয়ে তাহার চরণকমল বাঁধা হইয়াছে। অতএব কেমন করিয়া সেই ভক্তের হৃদয় ছাড়িয়া যাইতে পারেন? এই প্রকার লক্ষণ ভক্ত ভাগবতোত্তম হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। শ্রীধরস্বামি-পাদ টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থানে বাসনা ও তাহার সংস্কার হৃদয়ে না থাকিবার হেতুরূপে সাক্ষাৎ এইপদ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে কাম কামবীজ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরি সাক্ষাৎরূপে হৃদয়ে প্রকাশ হয়েন না। নিষ্ঠা ভক্তির উদ্গমে রজস্তমোগুণ হইতে উত্থিত যে সকল লয় বিক্ষেপ, এবং কামক্রোধ লোভ প্রভৃতি হৃদয় স্পর্শে সমর্থ হয় না। অতএব, যেমন জ্ঞান-মার্গে সম্পূর্ণভাবে লয়বিক্ষেপাদি নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব হয়, ভক্তিমার্গে কিন্তু লয়বিক্ষেপাদি সম্যক্ নষ্ট না হইলেও হৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জ্ঞান-মার্গ হইতে ভক্তিমার্গের এই একটী বৈশিষ্ট্য আছে। আবার অবশে যে হরিনাম উচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, যে স্থানে তাদৃশ প্রণয় আছে অর্থাৎ যে প্রণয়ে ভগবানের চরণ দুখানি হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে সেই প্রণয়বান্ জন কিন্তু সর্ব্বদা পরম আবেশের সহিতই শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রণয়যুক্ত ভক্তজন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া শ্রীহরি যে সকল পাপ নাশ করিবেন ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি! এই অভিপ্রায়ে ২।১।১১শ্লোকে শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন।

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

হেরাজন্! যাহারা মুমুক্ষু ও বিষয়ভোগেচ্ছু এবং বিমুক্ত আত্মারাম তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই একমাত্র শ্রীহরিনামই অকুতোভয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব উভয়-প্রকারেই সেই সকল উত্তমভাগবতগণের পাপ করিবার সংস্কার থাকিতে পারে না। অর্থাৎ শ্রীহরি সর্ব্বদা হৃদয়েতে অবস্থান করেন তাহাতেও পাপ-সংস্কার থাকিতে পারে না। আবার অনবরত সেই ভক্ত হরিনাম করেন ইহাতেও পাপ-সংস্কার থাকিতে পরে না। এই লক্ষণের দ্বারা বাচিক লক্ষণও নির্দ্দেশ করিয়া যদ্রুক্তে অর্থাৎ উত্তমভাগবত কি বলে সেই বাচিক লক্ষণও বলুন—এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদা হরিকথা বলে—এই উত্তরও দেওয়া হইল। এই প্রকরণে উত্তমভাগ-বতের লক্ষণ যে সকল শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাতে হেয় উপাদেয় দৃষ্টিশূন্য হওয়ায় কোন বিষয়ে দ্বেষ বা আকাঙ্খা থাকে না। এই লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া যে আটটী শ্লোকে উত্তম-ভাগবতের লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই শ্লোকে উক্ত লক্ষণের অভিন্নত্বও আছে ভিন্নত্বও আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। সেইপ্রকার ভাবে শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ উত্তম ভাগবতে সেই পূর্ব্বকথিত লক্ষণসকল অন্তর্ভূত থাকায় এবং কোন অধিকারীতে মাত্র দুইতিনটী লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া মহাভাগবত লক্ষণে উক্ত সমুদয় লক্ষণের একত্র প্রকাশ পাইলেই তিনি পরমভাগবত হইবেন, আর দুই একটী লক্ষণ থাকিলে তিনি পরমভাগবত হইবেন না—এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। তন্মধ্যে অপৃথকবাক্যে এক এক পৃথগ্ বাক্যগত এক এক লক্ষণের দ্বারাই যেজন সর্ব্ব-ভূতে নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ইনি মহাভাগবতরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যতগুলি মহাভাগবতের লক্ষণ বর্ণন করা হইয়াছে, সমস্ত লক্ষণের সার নিষ্কর্ষরূপে "বিসৃজতি হৃদয়ং" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে অনবরত শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি হয় সেইজন্য মহাভাগবত। আর ঐ আটটী লক্ষণের মধ্যে "স্মৃত্যা হরের্ভাগবৎপ্রধানম্" এই শ্লোকে যে অর্থ করা হইয়াছে তাহাতে অনবরত হৃদয়ে ভগবৎস্মৃতি থাকায় সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হয় না।" এইরূপ যে অর্থ করা হইয়াছে তাহারও মুখ্য পর্য্যবসান এই অন্তিম-বাক্যে। অর্থাৎ "যাহার হৃদয় সাক্ষাৎ শ্রীহরি পরিত্যাগ করেন না" এই লক্ষণে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। যদ্যপি এই এক বাক্যের দ্বারাই অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীহরি যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না তিনিই ভাগবত-মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই একটী লক্ষণ করিলেই হইত, তবে এতগুলি লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন —একটী লক্ষণে যদ্যপি অভীষ্ট সিদ্ধ হইত বটে, তথাপি বিশেষ সুস্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অন্য বাক্যগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব পৃথক পৃথক লক্ষণের দ্বারা ভাগ-বতোত্তম পরিচয় করাইয়াছেন, এইরূপ অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। আর পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে কিন্তু যেখানে সাক্ষাৎ ভগবৎসম্বন্ধ শুনা যায় না, সেখানে ভাগবত পদ উল্লেখ থাকার বলেই হউক্ অথবা প্রকরণবলেই হউক্ ভগবদ্ভক্ত-লক্ষণই বুঝিতে হইবে। অথবা পূর্ব্বের কিংবা পরের 'উল্লিখিত ভগবৎস্মৃতি দ্বারা' ইত্যাদিরূপ পদ যোজন করিয়া লইতে হইবে। যে পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাগবত-লক্ষণ নির্ণয় করা হইবে, সে পক্ষে আপেক্ষিক উত্তমত্ব বুঝিতে হইবে। তাহাতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম নিম্ন-লিখিত প্রকার বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" এই কনিষ্ঠভাগবতলক্ষণ হইতে "ন যস্য জন্ম-কর্ম্মভ্যাং" অর্থাৎ যাহার জন্ম কর্ম্ম বর্ণাশ্রম ও জাতি প্রভৃতিতে মায়িক-দেহে আসক্তি জন্মে নাই, তিনি একটী উত্তমভাগবত—এই লক্ষণের শ্রেষ্ঠত্ব। এই লক্ষণ হইতে "ন যস্য স্বঃ পর ইতি" অর্থাৎ যাহার দেহে বা গৃহে আপন পর বোধ নাই, তিনি একটী উত্তমভাগবত এই লাক্ষণিক ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব। ইহা হইতে "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈ-রর্থান্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও যে জন সর্ব্বত্র বিষ্ণুমায়াবৈভবদৃষ্টিতে কোথাও হেয় উপাদেয় বুদ্ধি করে না তিনি একটী উত্তমভাগবত এই লাক্ষণিক ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব। আবার এতাদৃশ লাক্ষণিক ভক্ত হইতে

"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াম্" অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধির ধর্ম্ম জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা পরিশ্রম। যে জন এই সমুদয় ধর্ম্মে মোহভ্রান্ত হন না, তিনি একটী উত্তম-ভাগবত। এই লাক্ষণিক ভক্ত পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই লাক্ষণিক ভক্তের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে—হৃদয়ে সংস্কার আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা মোহদশা প্রাপ্ত হন না, এইজন্য তিনি মূর্চ্ছিতসংস্কার অর্থাৎ সংস্কার আছে কিন্তু ভজন-প্রভাবে মূর্চ্ছিত অবস্থায় লুক্কায়িত আছে। ইঁহার নবীন প্রেমের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে। অপর "ন কামকর্ম্ম-বীজানাং" অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কাম কর্ম্ম ও বীজ (বাসনা বা সংস্কার) নাই তিনি একটী উত্তমভাগবত। এই শ্লোকেরই বিশেষ বিবরণ "ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতি" অর্থাৎ যে জন ত্রিভুবনবৈভবপ্রাপ্তির হেতুতেও লব নিমেষার্দ্ধ-কাল হরিচরণ বিস্মৃত হয়না, এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ধ্যানাখ্যা ভক্তির নাম নৈষ্ঠিকী ও ধ্রুবানুস্মৃতি। এই লাক্ষণিক ভক্তের প্রেমাঙ্কুরও অনাবৃতরূপে জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে সতত তেমন স্মরণের সম্ভাবনা হইতে পারে না। এই লাক্ষণিক ভক্তই নির্ধূতকষায় ও জাত-প্রেমাঙ্কুর বুঝিতে হইবে। ইহার পর সাক্ষাৎ প্রেমের আবির্ভাব জন্য যে উত্তম-ভাগবত, তাহা "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" এই লক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে! "ঈশ্বরে তদ-ধীনেষু" ইত্যাদি লক্ষণে যিনি ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, ভগবদ্‌ভক্তে বন্ধুতা, অজ্ঞজনে কৃপা ও নিজের দ্বেষকারী জনে উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম-ভাগবৎ। এই লক্ষণে ভক্তজনে মিত্রতা, অভক্তজনে দয়া, ও নিজের দ্বেষকারী জনে উপেক্ষা, এ তিনটীই শ্রীভগবদ্ভক্তি হইতে উত্থিত, এবং বুঝিতে হইবে ইহার হৃদয়ে কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনার সংস্কার নাই। সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্ট ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করা এবং সর্ব্বভূতকে ভগবদাশ্রিতরূপে অনুভব করা নির্দ্ধূতকষায়ত্বের এবং মহা প্রেমের পরিচায়ক। অর্থাৎ যখন সর্ব্বভূতে নিজাভীষ্ট ভগবানের সত্তা উপলব্ধি প্রভৃতি করেন, তখনই বুঝিতে হইবে তাঁহার হৃদয়ে ভোগ-সংস্কার নাই এবং শ্রীভগবানে তাঁহার প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে। এই লক্ষণেরই বিশেষ বিবরণ "বিসৃজতি হৃদয়ং" অর্থাৎ যাহার হৃদয় সাক্ষাৎ শ্রীহরি পরিত্যাগ করেন না, এই শ্লোকে করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন অনবরত সাক্ষাৎ শ্রীহরির স্ফুর্ত্তি হইবে তখনই বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সর্ব্বভূতে ভগবৎস্ফুর্ত্তি লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডেতে যে মহাভাগবতের কথা উল্লেখ দেখা যায়, সেটী কিন্তু অর্চ্চন-অঙ্গ-ভক্তিসাধক ভক্তগণের মধ্যে উক্ত লক্ষণ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক। যেহেতু তাঁহার (শ্রীভগবানে) প্রীতির খবর পাওয়া যায় না। সেই লক্ষণটী এই যে "তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ যে জন তাপাদি পঞ্চ-সংস্কারযুক্ত এবং নয়টী যাগকারী ও পাঁচটী অর্থ জানেন তিনি মহাভাগবত। তন্মধ্যে সেই পদ্মপুরাণেই দেখান হইয়াছে তাপ শব্দে মুদ্রাধারণ, পুণ্ড্র শব্দে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, নাম শব্দে "হরিদাস কৃষ্ণদাস" ইত্যাদি নাম এইরূপ অর্থ করা আছে। "নবেজ্যাকর্ম্মকারকত্ব" অর্থাৎ নয়-প্রকার যজ্ঞের কর্ত্তৃত্বও নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা দেখা যায়। অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, (চিত্তবৃত্তি নিরোধ), যাগ (নিত্য হোম), বন্দন (নমস্কার), নামকীর্ত্তন, শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা, ভগবৎচরণচিহ্নাদির দ্বারা নিজ দেহ অঙ্কন, অপর ভগবদ্‌ভক্তের সেবা। এই প্রকার সব ব্রাহ্মণগণের ও বৈষ্ণবগণের করা কর্ত্তব্য। পাঁচটি অর্থ জানা—উপাস্য শ্রীভগবান, তাঁহার ধামতত্ত্বজ্ঞান, শ্রীধামের দ্রব্য, তরুলতা পশুপক্ষী প্রভৃতির স্বরূপজ্ঞান, শ্রীভগ-বন্মন্ত্রের অর্থজ্ঞান, ও জীবস্বরূপের জ্ঞান। এই এই পাঁচটী তত্ত্বের জ্ঞাতৃত্ব সেই পাঁচটী তত্ত্বের অর্থবিস্তার শ্রী হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কিছু লেখা যাইতেছে। (১) শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, কমলদলের মত বিশালনেত্র কৃষ্ণ-বর্ণ সুকুঞ্চিত কেশকলাপের দ্বারা সুশোভিত, বিস্ময়ধামের অধিপতি চৈতন্যস্বরূপিণী স্বর্ণকান্তি বিশাললোচনা লীলাশক্তিকর্ত্তৃক গাঢ় আলিঙ্গিত, নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদগুহ্য, গম্ভীরাত্মা, বিবিধ শক্তির সমাশ্রয় এবং পুরাতন হইলেও প্রতিক্ষণে অভিনব ইত্যাদি

লক্ষণে নিজ অভীষ্ট আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় উল্লেখ করা আছে। এইক্ষণ স্থানতত্ত্ব বর্ণন করিতেছেন। অর্থাৎ যে ধামে শ্রীভগবান থাকেন সেই ধামের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীধামটী প্রকৃতি ও কারণ-সাগরের ওপারে অবস্থিত। এই শ্রীধাম অব্যয় শুদ্ধসত্ত্বময় কোটি চন্দ্র সূর্য্য সম কান্তিশালী চিন্তামণিময় ভুমি, সাক্ষাৎ সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বভুতের তলাধার, নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিত। এক্ষণে দ্রব্যতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন। যে শ্রীধামের প্রত্যেকটী বৃক্ষ, সর্ব্বভোগপ্রদ, লতাগুলিও কল্পলতা সর্ব্বভোগদায়িনী, এবং সেই তরুলতায় যে সকল ফল ফুল পাতা, সকলই সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং সুগন্ধি, আস্বাদনস্বরূপ। হেয়াংশ নাই বলিয়া রসরূপ। যাহাতে ত্বক্, বীজ, কঠিনাংশ প্রভৃতি হেয়াংশ থাকে সে সমুদয়ই পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পঞ্চভুতবিকার কিন্তু শ্রীভগবানের ধামে যে সকল বস্তু আছে সে সকলই অভৌতিক। রসযোগ আছে বলিয়া ভৌতিক আস্বাদনের মত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই রস বহুসাধনলভ্য। এই রসই পরব্রহ্ম; রসবিশিষ্ট ভৌতিক দ্রব্য এই জগতে রসরূপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে। মন্ত্র এবং তাহার প্রতিপাদ্য দেবতার মধ্যে মন্ত্র বাচক, দেবতা তাহার বাচ্য। এই বাচ্য-বাচক পরস্পর ভেদ-শূন্য বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ বিচার করিতেছেন। অর্থাৎ মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতায় কোনপ্রকার ভেদ নাই। যেই মন্ত্র, সেই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভেদ ভাবনার উপাসনা না করিলে অভীষ্ট বস্তুর আস্বাদন হয় না। বায়ু ও সাগর সংযোগে যেমন তরঙ্গ উপস্থিত হয় সেই তরঙ্গ হইতেই রাশি রাশি জলকণিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি চৈতন্যসিন্ধুতে উপাধিসংযোগে ভগবৎস্বরূপভূত সহস্র সহস্র আত্মা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই স্থানে আশ্রয়স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তু মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তস্বরূপে নিত্য অভিব্যক্ত আছেন। কিন্তু শ্রীভগবদাবির্ভাব প্রভৃতিতে নিজ নিজ উপাসনা-শাস্ত্রের রীতি অনুসারে অপর কোন এক বিশেষ আছে। অর্থাৎ মূর্ত্ত সকল ভগবৎস্বরূপ অনাদিসিদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ঐ সকল শ্রীবিগ্রহে শ্রীকরচরণাদি স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। "আনন্দমাত্রপাণিপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা" শ্রীভগবানের পাণিপাদমুখ উদর প্রভৃতি আনন্দমাত্র অর্থাৎ আনন্দরস ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন চিনির রসে মানব-শক্তির বৈচিত্রীতে চিনির রসের পুতুল হয়, তেমনি চিচ্ছক্তি যোগমায়ার বৈচিত্রীতে আনন্দরসবস্তু করচরণাদিবিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। চিনির পুতুলের যেমন হাত পা সকলই চিনির রস হইতে অভিন্ন, তেমনি শ্রীমূর্ত্তির করচরণাদি আনন্দরসস্বরূপ হইতে অভিন্ন। মানবের যেমন হাত হইতে পায়ের ভেদ। কারণ হাতের দ্বারা ধরা যায় পায়ের দ্বারা চলা যায়। পা ধরিতে পারে না হাত চলিতে পারে না, এইরূপ ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে বলিয়া অবয়বের ভিতরে পরস্পর যে একটা ভেদ আছে সেই ভেদটীর নাম স্বগত-ভেদ। শ্রীভগবানের করচরণাদিতে স্বগতভেদ নাই। কারণ "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি" অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিযুক্ত; তিনি চক্ষুদ্বারা দেখিতেও পারেন শুনিতেও পারেন। যেহেতু বিশুদ্ধ অনুভব বস্তুই মূর্ত্ত শ্রীভগবান। অতএব প্রত্যেক অঙ্গই প্রতি বিষয় অনুভবে সমর্থ। কেবল আনন্দ-বস্তু ও মূর্ত্ত শ্রীভগবানে কোনপ্রকার ভেদ না থাকিলেও আস্বাদনগত যে একটা পার্থক্য উপলব্ধি হয়, সেইটীর নাম "বিশেষ"। এইজন্য বিশেষ-লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে—"স্বরূপাভিন্নত্বে সতি স্বরূপগতভেদনির্ব্বাহকো বিশেষঃ" অর্থাৎ স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন না হইয়া স্বরূপগত ভেদ-নির্ব্বাহকারীর নাম "বিশেষ"। শ্রীকরচরণাদি স্বরূপ হইতে ভিন্ন না হইয়াও যে ভেদের মত কার্য্য করিয়া দেয় এইটীর নাম "বিশেষ"। নিজ নিজ উপাসনাশাস্ত্র অনুসারে উল্লিখিত ভগবৎস্বরূপসম্বন্ধে অপর কোন বিশেষ আছে, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে জীবস্বরূপ যাহা নিরূপণ করা হইয়াছে সেটী সম্ভবপর হয় না। যেহেতু যে যে স্থানে জীবের উৎপত্তির কথা উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে বুঝিতে হইবে উপাধির সহিত জীবের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ উপাধিরই উৎপত্তি ধ্বংস আছে কিন্তু জীবস্বরূপের উৎপত্তি ও ধ্বংস নাই। নিরূপাধি জীব সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর তিনটী শক্তি, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তির নাম পরা। জীবশক্তির নাম অপরা, মায়াশক্তির কার্য্য অবিদ্যা এবং কর্ম্ম। শ্রীভগবদ্গীতায়ও উল্লেখ আছেন—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন আমার এই ভোগ্যা মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ জীবস্বরূপা শক্তির কথা শ্রবণ কর যে জীবশক্তি এই জগৎকে ব্যাপিয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতাতে আরো উল্লেখ আছে—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন"

ইহলোকে জীব আমারই সনাতন অংশ। অর্থাৎ আমি জীবের নিত্য-অংশী জীব আমার নিত্য অংশ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও উল্লেখ আছে—

যৎ তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাৎ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥

জীবকে যে তটস্থা শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে জীব স্বরূপে চৈতন্য হইয়াও নিজ উপাস্য শ্রীভগবান হইতে বহির্ম্মুখ এবং স্বত্ত্ব, রজঃ তমগুণে অনুরঞ্জিত। এই সকল প্রমাণে বেশ বুঝা যায় জীব শ্রীভগবানেরই নিত্য অংশ এবং তটস্থা-শক্তি। অতএব সেই জীবের উৎপত্তি এবং নাশ হইতে পারে না। উপাধিরই উৎপত্তি এবং নাশ হইয়া থাকে। এই পাঁচটী অর্থ যাহার জ্ঞান আছে এবং যিনি তাপাদি পঞ্চসংস্কারযুক্ত ও নয়-প্রকার যজ্ঞ কর্ম্মকারী তিনি মহাভাগবত। এই মহা-ভাগবত লক্ষণ আপেক্ষিক। অর্থাৎ অর্চ্চনাঙ্গ-ভক্তিসাধকের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ কিন্তু লাক্ষণিক মহাভাগবত নহেন ॥১৯৮॥

তাহা হইলে এই প্রকারে ভগবৎভক্ত সাধুগণের মধ্যে মূচ্ছিতকষায়, নির্দ্ধূতকষায়, প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ এই প্রকার মহাভাগবতের তিনটী ভেদ ভগবদ্ভক্ত সাধু মাত্রের ভেদও উপদেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" এই শ্লোকে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাবের তরতমতা অনুসারে ভক্ত সাধুর তারতম্য কিছু কিছু দেখাইয়াছেন। এইক্ষণে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সাধুগণের মধ্যে গুণের তরতমতা অনুসারে সাধু লক্ষণের তরতমতা ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়ের নিকটে পাঁচটী শ্লোকের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র সাধককে তিনটী শ্লোকের দ্বারা পরিচয় করাইতেছেন।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্ গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥১৯৯

টীকা চ কৃপালুঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ। সর্ব্বদেহিনাং কেষাঞ্চিদপ্যকৃতদ্রোহঃ। তিতিক্ষুঃ ক্ষমাবান্। সত্যং সারং স্থিরং বলং বা যস্য সঃ। অনবদ্যাত্মা অসূয়াদিরহিতঃ। সুখদুঃখয়োঃ সমঃ। যথাশক্তি সর্ব্বেষামুপকারকঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ। দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুরকঠিনচিত্তঃ। অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ দুষ্টক্রিয়াশূন্যঃ। মিতভুক্ লঘ্বাহার। শান্তঃ নিরতান্তঃকরণঃ। স্থিরঃ স্বধর্ম্মে। মচ্ছরণো। মদেকাশ্রয়ঃ। মুনির্ম্মননশীলঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ। গভীরাত্মা নির্ব্বিকারঃ। ধৃতিমান্ বিপদ্যপ্যকৃপণঃ। জিতষড়্গুণঃ। শোকমোহৌ জরামৃত্যুক্ষুৎপিপাসাঃ ষড়ূর্ম্ময়ঃ এতে জিতা যেন সঃ। অমানী জানাকাঙ্ক্ষী। অন্যেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ কারুণিকঃ করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানঃ ন তু দৃষ্টলোভেন। কবিঃ সম্যগ্ জ্ঞানী। ইত্যেষা। অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্যম্। উত্তরত্র স চ সত্তম ইতি চকারেণ তু পূর্ব্বোক্তো যথা সত্তম তথায়মপি সত্তম ইতি ব্যক্তি-রেবমেবম্ভূতো মচ্ছরণঃ সত্তম ইত্যাক্ষিপ্যতে। মধ্যমমিত্র সাক্ষাদ্ভক্তিসাধকমাহ—আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ২০০॥

শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—(১) কৃপালু—পরদুঃখ অসহিষ্ণু। কোন প্রাণিমাত্রের সম্বন্ধে অকৃতদ্রোহ, অর্থাৎ কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে কিন্তু তিনি কাহারও অনিষ্ট করেন না। (২) তিতিক্ষু ক্ষমাবান্। (৩) সত্যসার—সত্যই হইয়াছে সার অর্থাৎ বল যাহার (৪)। অনবদ্যাত্মা—অসূয়াদি-দোষরহিত (৫)। সম—সুখ ও দুঃখে সমান, অর্থাৎ সুখেও স্পৃহাশূন্য, দুঃখেতেও উদ্বেগরহিত (৬); উপকারক—যথাশক্তি সকলের হিতকারী (৭)। বিষয়ভোগের দ্বারা অক্ষোভিতচিত্ত (৮)। দান্ত—সংযতবাহ্যেন্দ্রিয় (৯)। মৃদু—অকঠিনচিত্ত (১০)। অকিঞ্চন—পরিগ্রহশূন্য (১১)। অনীহ—দৃষ্টক্রিয়াশূন্য (১২)। মিতভুক্—লঘু আহারকারী (১৩)। শান্ত—সংযত অন্তঃকরণ (১৪)। স্থির—নিজ ধর্ম্মে অচঞ্চল (১৫)। মচ্ছরণ—একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন (১৬)। মুনি—মননশীল (১৭)। অপ্রমত্ত—সাবধান (১৮)। গম্ভীরাত্মা—নির্ব্বিকার (১৯)। ধৃতিমান—বিপৎকালেও কাতরতাশূন্য (২০)। জিতষড়্গুণ—যেজন শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা, সংসারসাগরের এই ছয়টী তরঙ্গকে জয় করিয়াছেন (২১)। অমানী—যে জন কাহারও নিকট মানের আকাঙ্ক্ষা করেন না (২২)। মানদ—যিনি অন্য সকলকে সম্মান দেন (২৩)। কল্য—যিনি পরকে প্রবোধ প্রদানে নিপুণ (২৪)। মৈত্র—যিনি কাহাকেও বঞ্চনা করেন না (২৫)। কারুণিক—পরদুঃখে কাতর হইয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু দৃষ্টবস্তুপ্রাপ্তির লোভে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না (২৬)। কবি—সম্যক্ জ্ঞানী (২৭)। এই পর্য্যন্ত স্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। এইস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতির লক্ষণ "মচ্ছরণঃ" এই পদটী বিশেষ্য, আর সমুদয় পদগুলি বিশেষণ। কারণ শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ বিনা সমস্ত সদ্গুণ মায়িক, অর্থাৎ মায়াময়-সাত্ত্বিক। কেহ যদি শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিয়া পরোপকারী সত্যবাদী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয় তাহা হইলেও সে সমুদয় গুণ ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা দোষে দুষ্ট বলিয়া দোষমধ্যেই পরিগণিত। ইহার পরেও অষ্টাবিংশ সাধুর লক্ষণে "স চ সত্তমঃ" এই শ্লোকে "চ" কার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিতলক্ষণ সাধু যেমন "সত্তম" অর্থাৎ সাধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি এই ব্যক্তিও সত্তম। ইহার দ্বারা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবানের চরণে শরণাগতি লক্ষণ দ্বারাই সাধুর মুখ্য সাধুত্ব। সর্ব্বসদ্গুণহীন হইয়াও যদি শ্রীভগবানে একান্ত শরণাগত হয় তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়া বুঝিতে হইবে। মধ্যমমিশ্র সাক্ষাৎ ভক্তিসাধককে একটী শ্লোকের দ্বারা পরিচয় করাইতেছেন।

টীকা চ—ময়া দেবরূপেণ আদিষ্টান্ অপি স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা? ন। ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য। যদ্বা ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজ্য ইত্যেষা। যথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তনারায়ণব্যূহস্তবে—যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ ইতি। অত্র ত্বেবং ব্যাখ্যা। যদি চ স্বাত্মনি তত্তৎগুণযোগাভাবস্তথাপি এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ গুণান্ কৃপালুত্বাদীন্ দোষাংস্তদ্বিপরীতাংশ্চ আজ্ঞায় হেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিত্যাপি যো ময়া তেষু গুণেষু মধ্যে তত্রাদিষ্ঠানপি স্বকান্ নিত্যনৈমিত্তিক-লক্ষণান্ সর্ব্বানেব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্ম্মান্ তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তিবিঘাতকতয়া সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্ব্বোক্তোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তৎগুণাভাবেঽপি পূর্ব্বসাম্যং বোধয়তি। ততো যস্তু তত্তৎগুণান্ লব্ধাধর্ম্মজ্ঞানপরিত্যাগেন মাং ভজতি কেবলং স তু পরমসত্তম ইত্যনেন তদবরত্রাপি সত্তরত্বং সত্ত্বমপ্যস্তীতি দর্শিতম্। অস্তু তাবৎ সদাচারস্য তদ্ভক্তস্য সত্ত্বমনন্যদেবতাভক্তত্বমাত্রেণ দুরাচারস্যাপি সত্ত্বান্যপর্য্যায়সাধুত্বং বিধীয়তে, অপি

চেৎ সুদুরাচার ইত্যাদৌ। তত্র চ সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে যত্তাদৃশং লক্ষণং নোত্থাপিতং তৎ খলু তাদৃশসঙ্গস্য ভক্ত্যুন্মুখেঽনুপযুক্ততাভিপ্রায়েণ। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন, সঙ্গেন সাধুভক্তানামিতি সাধুরত্র সদাচারঃ। তদেবমীশ্বরবুদ্ধ্যা বিধিমার্গভক্তয়োস্তারতম্যমুক্তম্। তত্রৈবোত্তরস্যানন্যত্বেন শ্রেষ্ঠত্বং দর্শিতম্। তত্রৈবার্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ। তত্র মহত্ত্বং, তাপাদিপঞ্চসংস্কারীত্যাদৌ। মধ্যমত্বং, তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যোগশ্চ পঞ্চম। অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥ ইত্যত্র কনিষ্ঠত্বং, শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণং, তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ইত্যত্র। অত্র শুদ্ধদাস্যসখ্যাদিভাবমাত্রেণ যোঽনন্যঃ স তু সর্ব্বোত্তম ইত্যাহ—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ২০১

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত টীকা ব্যাখ্যা—আমি বেদরূপে যে সকল স্বধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছি, সে সমুদয় সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া যেজন আমাকে ভজন করে, সে জনও পূর্ব্ববর্ণিতলক্ষণ সাধুগণের মত সত্তম। কিন্তু অজ্ঞান ও নাস্তিক্য বশতঃ যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে তাহাকে সত্তম বলা যায় না। যেজন বেশ বুঝিতে পারে যে, ধর্ম্মাচরণে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ, আর আচরণ না করিলে অকরণজন্য প্রত্যবায় এই সব বুঝিয়াও আমার ধ্যানের বিঘাতক বোধে আমার ভক্তিতেই চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের আবির্ভাব হইবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়ে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, সেজন সত্তম অর্থাৎ সাধুমধ্যে শ্রেষ্ঠ। অথবা ভক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার আর অধিকার নাই, এইজন্য যেজন সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে সেজনও সত্তম। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে! আর শ্রীভগবানে ভক্তি করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে তাহার আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। তাই একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

জ্ঞানীর যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা না জন্মিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। ভক্তের যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথাদিশ্রবণে দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। যেমন শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে নারায়ণব্যূহস্তবে উল্লেখ আছে—

"যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তির বশীভূত হইয়া অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই অতএব লোক বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ পরমাশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করেন, তাঁহাদের চরণেও আমার নমস্কার, আমার নমস্কার। এই প্রমাণে ভক্তির প্রতি দৃঢ়তায় লোকধর্ম্মত্যাগের কথা পাওয়া যায়।

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" এই শ্লোকে এই নিম্নলিখিত প্রকার ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। যদিও ভক্তে সেই সেই পূর্ব্ববর্ণিত গুণের যোগ নাই, তথাপি পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে সেইপ্রকার কৃপালুত্ব প্রভৃতি গুণ এবং তাহার বিরুদ্ধে নির্দ্দয়ত্ব প্রভৃতি দোষ, হেয় এবং উপাদেয়রূপে বুঝিয়াও অর্থাৎ কৃপালুতাটী গুণ আর নির্দ্দয়তাটী দোষ ইহা অভ্রান্তরূপে জানিয়াও যেজন আমি সেই সকল গুণের মধ্যে যে নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণ বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মসকল উপদেশ করিয়াছি, সে সমুদয় ধর্ম্ম এবং জ্ঞানও অর্থাৎ জীব-ঈশ্বরে অভেদ-ভাবনাও আমার অনন্যভক্তিবিঘাতক বোধে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, সেজনও সত্তম। মূলশ্লোকে স চ এই 'চ' কার উল্লেখ থাকাতে পূর্ব্বোক্ত সাধুও সত্তম; আর ইনি সেই কৃপালুতা প্রভৃতি গুণ না থাকিলেও জ্ঞান কর্ম্মাদিতে অনাবৃত অন্যাভিলাষিতাশূন্য আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলরূপা বিশুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া সেই সেই গুণ না থাকিলেও সত্তম। অতএব যেজন

পূর্ব্ববর্ণিত কৃপালুত্ব প্রভৃতি গুণ লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমাকে ভজন করে, সেজন কিন্তু পরম-সত্তমই। এই প্রকার উক্তির দ্বারা অনন্যভক্তে অর্থাৎ যে ভক্ত স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবতার ভজন করে না কেবল আমাকেই ভজন করে তাহার পূর্ব্ববর্ণিত সাধু হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে। এস্থানে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্রীভবগদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রকরণটী অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই শ্লোকে যখন সত্তম এই পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভক্তে সত্তরত্ব এবং সত্ত্বও আছে ইহাও দেখান হইয়াছে। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে তমট্ প্রত্যয় হয়, আবার দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে তর প্রত্যয় হয়। যখন সত্তম বলা হইয়াছে তখন অবশ্যই সত্তর ও সত্ব অর্থাৎ সাধুধর্ম্ম আছে ইহা বুঝিতে হইবে। সদাচারসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তের সাধুত্ব ত হইতেই পারে, যদি কোন ভক্ত অন্য কোন দেবতাকে ভজন না করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করে তাহা হইলে মাত্র এইগুণে দুরাচারেরও সত্বের অপর নাম সাধুত্ব বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেজন কেবল শ্রীভগবান্‌কেই ভক্তি করে স্বতন্ত্ররূপে অন্য কোন দেবতাকে উপাসনা করে না, তাহার মাত্র এই গুণেই শ্রীভগবান্ সাধু বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই বিষয়ে একটী প্রাচীন গল্প আছে—একটী ভদ্রলোকের দুইটি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে একটি চাল ধুইতে গেলে চাল ফেলিয়া দেয়, ডাল আনিতে গেলে ডাল ফেলিয়া দেয় ইত্যাদি ক্ষতি করে কিন্তু তাহার গুণের মধ্যে নিজের বাটিতে যদি গন্ধর্ব্বসম কোন পুরুষও আসে, তথাপি তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চায় না; নিজের পতিটী ভিন্ন কিছুই জানে না। অপর স্ত্রী সব জিনিষ পত্র গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে বটে, কিন্তু দোষের মধ্যে কোন যুবক বাটিতে আসিলে, তাহার সৌন্দর্য্যাদি দেখে এবং তাহাতে মনের চাঞ্চল্যও ঘটে। এই দুই স্ত্রীর মধ্যে পতি কোন্ স্ত্রীকে অধিক আদর করিবে? তেম্‌নি যেজন সত্যকথন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন বটে কিন্তু সকল দেবতার উপরেই স্বতন্ত্রভাবে আরাধ্যবুদ্ধি পোষণ করে এবং আরাধনা করে, সেই নিষ্ঠাহীন ভক্ত হইতে দোষাদিযুক্ত ভক্ত যদি স্বতন্ত্র ভাবে অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া একমাত্র নিজপ্রাণবল্লভ শ্রীভগবান্‌কেই ভজন করে তাহার যদি অনেক দোষও থাকে, তাহা হইলেও শ্রীভগবান্ তাহাকে সাধু বলিয়া আদর করেন। তাই শ্রীভগবদ্গীতায়—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

যে জন অন্য দেবতাকে ভজন না করিয়া কেবলমাত্র আমাকেই ভজন করে, সে জন সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করা কর্ত্তব্য। যে হেতু তাহার নিশ্চয়টী অতি সুন্দর। অর্থাৎ কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম করা হয় এই দৃঢ় ধারণাটীই তাহাকে সর্ব্বদোষ হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রবেশ করাইবে। তাহা হইলে বেশ পাওয়া গেল যে "অনন্যদেবতাভক্তত্ব মাত্রে দুরাচারেরও সাধুত্ব বিধান করা হইয়াছে। তবে এই সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে যে সেই প্রকার দুরাচারবিশিষ্ট সাধুর কথা উল্লেখ করা হয় নাই তাহার কারণ তাদৃশ সাধুসঙ্গের ভগবদ্ভক্তিতে উন্মুখতা সম্পাদন করিতে সামর্থ্য নাই। যেমন শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় ৭।৭।৩০ অধ্যায়ে অসুর বালকগণকে উপদেশ করতঃ বলিয়াছিলেন—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ।

হে ভ্রাতৃগণ! গুরুসেবা ভক্তি দ্বারা, সর্ব্ব লাভ ভগবানে অর্পণদ্বারা, অর্থাৎ যেখানে যাহা পাইবে, সব নিজ প্রাণবল্লভকে সমর্পণ করিবে এবং সদাচারসম্পন্ন ভক্তসঙ্গে ও ঈশ্বরারাধনপ্রভাবে শ্রীভগবানে প্রীতি লাভ করিতে পারা যায়। এস্থানে ভক্তের বিশেষণরূপে সাধু পদটী উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইয়াছেন যে সদাচারসম্পন্ন ভক্তসঙ্গই ভগবদ্-উন্মুখতার প্রতি হেতু। তাহা হইলে এই পূর্ব্ববর্ণিত-সাধুলক্ষণে ঈশ্বরবুদ্ধিতে বিধিমার্গে দুইপ্রকার ভক্তের মধ্যে তারতম্যও উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেজন ঈশ্বরবুদ্ধিতে শাস্ত্রশাসনে ভগবান্‌কে ভজন করে কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনেরও অনুষ্ঠান করে, সেই ভক্ত হইতে অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রাভক্তিসাধক হইতে জ্ঞানকর্ম্মাদি-অনাবৃত ভক্তিসাধকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে। অর্চ্চনমার্গে ভক্তের

তিনটী প্রকার পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড হইতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কনিষ্ঠভক্তের মধ্যে উত্তমের লক্ষণ "তাপাদিপঞ্চ সংস্কারী, নবেজ্যাকর্ম্মকারক, অর্থপঞ্চকবিদ্" এই তিনটী লক্ষণযুক্ত ভক্ত কনিষ্ঠের মধ্যে উত্তম। শ্লোক ব্যাখ্যা ১৯৯ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। আর যে ভক্ত তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যোগ এই পাঁচটী সংস্কারযুক্ত তিনি কনিষ্ঠ ভাগবত মধ্যে মধ্যম, আর যিনি শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্ম, উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করেন এবং শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করেন তিনি কনিষ্ঠ ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ। এই ভক্তলক্ষণ-মধ্যে যিনি বিশুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবের মধ্যে কোন একটী ভাবে নিজপ্রাণবল্লভে অনন্যভাবাপন্ন, তিনি কিন্তু সর্ব্বোত্তম। মূলকথা ভাবের আবেশে যেজন নিজপ্রাণ-বল্লভ ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, তাহার অনন্যতাই স্থায়ী এবং রসাল। আর যিনি বিচারবলে শ্রীভগবানে অনন্যভক্তি-সাধক, তাহার অনন্যতা দুর্ব্বল ॥ ২০১ ॥

যাবান্ দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নঃ। যশ্চ সর্ব্বাত্মা যাদৃশঃ সচ্চিদানন্দরূপঃ। তং মাং জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা বা যে কেবলমনন্যভাবেন শ্রীব্রজেশ্বরনন্দনত্বাদ্যালম্বনো যঃ স্বাভীপ্সিতো দাস্যাদীনামেকতরো ভাবঃ তেনৈব ভজন্তি, ন কদাচিদন্যেনেত্যর্থঃ, তে তু মে ময়া ভক্ততমা মতাঃ। অতএব চতুর্থে শ্রীযোগেশ্বরৈরপি প্রার্থিতম্ প্রেয়ান্ ন তেভ্যোঽস্ত্যমৃতস্ত্বয়ি প্রভো বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথক্ য আত্মনঃ। তথাপি ভৃত্যেশতয়োপধাবতামনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥ ইতি। শ্রীগীতাসু হি—জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌-জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ইত্যুক্ত্বা, আহ, ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ইতি। প্রধানাখ্য জীবাখ্যনিজশক্তিদ্বারা জগৎকারণত্বং তচ্ছক্তিময়ত্বেন জগতস্তদনন্যত্বং স্বস্য তু ততঃ পরত্বং তদাশ্রয়ত্বঞ্চ বদন্ নিজ জ্ঞানমুপদিষ্টবান্, প্রসঙ্গেন জীবস্বরূপজ্ঞানঞ্চ। স চৈবম্ভূতো জ্ঞানী মৎস্বরূপ-মহিমানুসন্ধানকৃত্বাৎ জ্ঞানিভক্তাদীনতিক্রম্য মৎ-প্রিয়ো ভবতীত্যপ্যন্তে অভিহিতবান্—চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ। যস্ত্বয়ি বিশ্বাত্মনি আত্মনঃ জীবান্ ঈক্ষেৎ ত্বচ্ছক্তিত্বাদনন্যত্বেন জানাতি, ন তু পৃথক্ স্বতন্ত্রত্বেন ঈক্ষেত অমূতঃ অমুষ্মাৎ যদ্যপি তে প্রেয়ান্ নাস্তি, তথাপি হে বৎসল, হে ভৃত্যপ্রিয়, ভৃত্যেশভাবেন যে ভজন্তি, তেষাং যা অনন্যা বৃত্তিঃ অব্যভিচারিণী নিজা ভক্তিঃ, তয়া এব অনুগৃহাণ। প্রস্তুতত্বেন অস্মান্ জ্ঞানিভক্তানিতি লভ্যতে ইতি। অথ মূলপদ্যে জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বেত্যত্রাজ্ঞানজ্ঞানয়োর্হেয়োপাদেয়ত্বং নিষিদ্ধম্। ভক্ততমা ইত্যত্র পূর্ব্ববাক্য-স্থসৎপদনির্দ্দেশমতিক্রম্য বিশেষতো ভক্তপদ-নির্দ্দেশাৎ ভক্তেঃ স্বরূপাধিক্যমত্রৈব বিবক্ষিতম্। তে মে মতা ইত্যত্র মম তু বিশিষ্টা সম্মতিরত্রৈবেতি সূচিতম্, ঈদৃশানুক্তচরত্বাৎ। অতএব প্রকরণ-প্রাপ্তমেকবচননির্দ্দেশমপ্যতিক্রম্য গৌরবেণৈব যে তে ইতি বহুবচনং নির্দ্দিষ্টম্। ততঃ কিমুত তদ্ভাব-সিদ্ধপ্রেমাণ ইতি ভাবঃ। এষাং ভাবভজন-

বিবৃতিরগ্রে রাগানুগাকথনে জ্ঞেয়া ॥১১॥১১॥ শ্রীভগবান্ ॥১৯৯-২০১॥

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দরূপ যে আমি, যাহারা সেই আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়া কেবল অনন্যভাবে শ্রীব্রজেশ্বরনন্দনাদিরূপ-আলম্বনে নিজ অভীপ্সিত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মধ্যে যে কোন একটী ভাবে আমাকে ভজন করিতেছে, আমি তাহাদিগকে ভক্ততম বলিয়া মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত দাস্যাদি কোন একটী ভাবের সহিত আমাকে ভজন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই ভাবহীন ভজনে আমার চিত্ত বিগলিত হয় না। ভাবের গাঢ়তা ও ন্যূনতা অনুসারে আমার আস্বাদনেরও গাঢ়তা ন্যূনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তন্মধ্যেও আমার স্বরূপ যথাযথরূপে জানিয়া ভজনকারী হইতেও কেবলমাত্র সম্বন্ধ-অবলম্বনে যাহারা ভজন করে অর্থাৎ "মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধরতি" এইরূপে ভজনকারীরই বৈশিষ্ট্য। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত ভাব হইতে কেবল সম্বন্ধযুক্ত ভাবের গৌরব অতিশয় অধিক। অতএব এই অভিপ্রায়ে ৪।৭।৩৮ শ্লোকে শ্রীযোগেশ্বরগণও শ্রীহরিকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! যে ভক্ত, স্বামী-ভৃত্য ভাবে তোমাকে ভজন করে, বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম তোমাকে নিজ হইতে পৃথক্ দৃষ্টি করে না অর্থাৎ তোমাকে পর ভাবিয়া দূরে সরাইয়া রাখেনা কিন্তু নিজপ্রভু বুদ্ধিতে অপৃথক্ (নিজ জন) বলিয়া মনে করে, সেই ভক্ত হইতে তোমার অন্য কেহ প্রিয় নাই। হে বৎসল! হে ভক্তপ্রিয়! অব্যভিচারিণী ভক্তিতে যাহারা ভজন করিতেছে, তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।

শ্রীভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়—

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে অনুভবের সহিত শাস্ত্রোক্ত অশেষ জ্ঞান বলিব, যে জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত তত্ত্ব জানিলে আর অন্য কিছু জানিবার অবশেষ থাকে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট ইহাই বলিয়া পরে বলিলেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

হে অর্জ্জুন। পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আটটী প্রকৃতি আমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির বিভুতিরূপ। এই প্রকৃতির অপর নাম অপরা। ইহা হইতে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কথা শুন।—সেই প্রকৃতির নাম জীব। যে ভোক্তা জীব-শক্তির দ্বারা এই ভোগ্য প্রকৃতির কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই দুইপ্রকার প্রকৃতির মধ্যে ভূমি প্রভৃতি অষ্টপ্রকারে বিভক্তা প্রকৃতি জড়রূপা বলিয়া নিকৃষ্টা; জীব-রূপা প্রকৃতি চৈতন্যময়ী বলিয়া শ্রেষ্ঠা। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল প্রাণীই আমা হইতে সমুৎপন্ন। আমি নিখিল জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। হে ধনঞ্জয়! আমা-ভিন্ন এই জগতের অন্য কোন নিরপেক্ষ কারণ নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের মত এই জগৎ আমাতে গাঁথা আছে। যেমন সূত্রের সত্ত্বাতে মণিগণের সত্ত্বা তেমনি আমার সত্ত্বাতে জগতের সত্ত্বা। এই কয়েকটী শ্লোকদ্বারা শ্রীভগবান যে প্রধানাখ্য এবং জীবাখ্য নিজশক্তিদ্বারা জগতের কারণ এবং এই জগৎ ভগবানেরই শক্তি কার্য্য বলিয়া যে তাঁহা হইতে অভিন্ন ও তিনি যে জগৎ হইতে ভিন্ন অথচ তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন জগতের স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই, তাহাই জানাইয়া নিজ-স্বরূপ-জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে জীব-স্বরূপজ্ঞানও উপদেশ করা হইয়াছে। এই প্রকারে জ্ঞানবান্ ভক্ত আমার স্বরূপের মহিমা অনুসন্ধান করে বলিয়া সকল ভক্ত হইতে জ্ঞানিভক্ত আমার প্রিয় হইয়া থাকে। এই প্রকার গীতা শাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! আমাকে "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী চারি প্রকার মানব ভজন করিয়া থাকে। কিন্তু এই চারি প্রকার ভজনকারী যদি সাধু-সঙ্গরূপ সৌভাগ্যবান্ হয় তাহা হইলেই আমাকে ভজন করিয়া থাকে, তাহা না হইলে ক্ষুদ্র দেবতা প্রভৃতির ভজন করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই চারি প্রকার ভজনকারীর মধ্যে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত ও একভক্তি বলিয়া শ্রেষ্ঠ। যেহেতু জ্ঞানীর আমিই একান্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয়। এই চারি প্রকার মদীয়ভজনকারীই উদার। অর্থাৎ মুক্তিপথের অধিকারী বলিয়া মহৎ। জ্ঞানী কিন্তু আমারই স্বরূপ। যেহেতু সেই জ্ঞানিভক্ত আমাতে নিবিষ্টচিত্ত বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টগতিরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব "প্রেয়ান্ ন তেভ্যোঃ' এই চতুর্থস্কন্ধে যোশ্বেরগণকৃত স্তোত্রে নিম্নলিখিতপ্রকার ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। হে প্রভো! যেজন বিশ্বাত্মা তোমাতে নিখিল জীববর্গকে তোমার শক্তি বলিয়া অপৃথক রূপে দর্শন করে অর্থাৎ জানে কারণ শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই। অগ্নি হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গরাশির যেমন কোনও পার্থক্য নাই। তেম্‌নি বিভুচৈতন্য পরমেশ্বর হইতে অণুচৈতন্য জীবেরও পার্থক্য নাই। এই প্রকারে পরমেশ্বর হইতে জীবের স্বতন্ত্র সত্বা দর্শন করে না এবম্ভূত তোমার ভক্ত হইতে যদ্যপি অন্য কেহ প্রিয় নাই তথাপি হে বৎসল—ভৃত্যপ্রিয় যাহারা ভৃত্য-প্রভুভাবে তোমাকে ভজন করে তাহাদের যে তোমাতে অনন্যাবৃত্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী অসাধারণী ভক্তি, সেই ভক্তিদানে আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। অর্থাৎ প্রস্তুত বিষয় বলিয়া জ্ঞানিভক্ত আমাদিগকে সেই ভৃত্যপ্রভুভাবময়ী ভক্তিদানে কৃপা করুন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রকরণটী যোগেশ্বরগণের কৃত স্তব। কাজেই সেই জ্ঞানিভক্ত নিজেদের প্রতি ভৃত্য-প্রভুভাবে অনুগ্রহপ্রার্থনারূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। অনন্তর মূল শ্লোকে 'জ্ঞাত্বা এবং অজ্ঞাত্বা' অর্থাৎ জানিয়া ও না জানিয়া যাহারা আমাকে ভজন করে, এইরূপ উল্লেখ থাকায় যাহারা না জানিয়া ভজে তাহাদের হেয়ত্ব আর যাহারা জানিয়া ভজে তাহাদের উপাদেয়ত্ব, অথবা যাহারা না জানিয়া ভজে তাহাদের উপাদেয়ত্ব আর যাহারা জানিয়া ভজে তাহাদের হেয়ত্ব এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। যেহেতু "আজ্ঞায়ৈবং" এই পূর্ব্বোক্তশ্লোকে যেমন "সত্তম" এইরূপ সৎ পদ উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু এস্থানে সৎপদ উল্লেখ না করিয়া "ভক্ততমাঃ" এই ভক্তপদ উল্লেখ থাকায় ভক্তির স্বরূপগত আধিক্য যে এই ভক্তগণেই প্রকাশ পাইয়া থাকে এইরূপ বলাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। বিশেষতঃ "তে মে মতাঃ" অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি ভক্ততম বলিয়া জানি, এইরূপ উল্লেখ থাকায় তাহারাই যে শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ঐকান্তিক ভক্ত তাহাই সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কিন্তু এইরূপ কোন শ্লোক উল্লেখ করেন নাই। অতএব সাধুলক্ষণপ্রকরণে প্রত্যেক পদেই একবচন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থানে এই শ্লোকে সেই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌরবে "যে তে মতাঃ" অর্থাৎ যাহারা এই জানিয়া বা না জানিয়া ভজন করে তাহারা আমার বিশেষ গৌরবের পাত্র। এইরূপ বহুবচন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব এইপ্রকার ভাবযুক্ত সাধকভক্তই যদি শ্রীভগবানের গৌরবের পাত্র হয় তাহা হইলে যাহারা সেই দাস্যাদিভাবে শ্রীভগবানে প্রেম লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহারা যে কত গৌরবের তাহাত বলাই বাহুল্য। এই সকল দাস্যাদিভাবে ভজনের বিস্তার রাগানুগাভক্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবেন। ১১।১১॥

তে এতে বৈষ্ণবসন্তো মহত্ত্বেন সন্মাত্রত্বেন চ বিভিদ্য নির্দ্দিষ্টাঃ। সন্মাত্রভেদতারতম্যঞ্চাত্র যদ্-বিবিক্তং তদ্ভক্তিভেদনিরূপণে পুরতো বিবেচনীয়ম্। অন্যে তু স্বগোষ্ঠ্যাপেক্ষয়া বৈষ্ণবাঃ। তত্র কর্ম্মিষু তদপেক্ষয়া যথা স্কান্দে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে—ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্। পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥ ইত্যাদি। তত্র শ্রীবিষ্ণ্বাজ্ঞাবুদ্ধ্যৈব তত্তৎ ক্রিয়ত ইতি বৈষ্ণব-পদেন গম্যতে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—ন চলতি নিজ-বর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে। ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তমিতি। তদর্পণে তু সুতরামেব বৈষ্ণবত্বম্। যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে—জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থ এবচ। অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং জনমিতি। তথৈব শৈবেষু তদপেক্ষয়া যথা বৃহন্নারদীয়ে—শিবে চ পরমেশানে

বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ইতি। শৈবগোষ্ঠীষু ভাগবতোত্তমত্বং তত্রৈব প্রসিদ্ধমিতি তথোক্তম্। বৈষ্ণবতন্ত্রে তন্নিন্দৈব—যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবমিতি। তদেবং তেষাং বহুভেদেষু সৎসু তেষামেব প্রভাবতারতম্যেন কৃপাতারতম্যেন ভক্তিবাসনাভেদতারতম্যেন সৎসঙ্গাৎ কালদেশৈশ্বর্য্যস্বরূপবৈশিষ্ট্যাভ্যাং ভক্তিরুদয়তে। এবং জ্ঞানিসঙ্গাচ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। তত্র যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন সদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ, তথাপি তত্তৎপরীক্ষার্থমেব তত্তদনুবাদঃ ক্রিয়তে। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধাতত্তৎপরম্পরাকথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসান্মুখ্যস্য তত্তদনুষঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাববিশেষে তদ্ভজনমার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। তচ্চোপক্রমোপসংহারাদিভিরর্থাবধারণম্। পুনশ্চাসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাবিশেষবতা স্বয়ং তদ্বিচাররূপং মননমপি ক্রিয়তে। ততো ভগবতঃ সর্ব্বস্মিন্নেবাবির্ভাবে তথাবিধোঽসৌ সদা সর্ব্বত্র বিরাজত ইত্যেবংরূপা শ্রদ্ধা জায়তে। তত্রৈকস্মিংস্তনয়া প্রথমজাতয়া রুচ্যা সহ নিজাভীষ্টদানসামর্থ্যাত্যতিশয়বত্তানির্দ্ধারণরূপত্বেন সৈব শ্রদ্ধা সমুল্লসতি। তত্র যদ্যপ্যেকত্রৈবাতিশয়িতাপর্য্যবসানং সম্ভবতি, ন তু সর্ব্বত্র, তথাপি কেষাঞ্চিৎ ততো বিশিষ্টস্য অজ্ঞানাদন্যত্রাপি তথা বুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা সম্ভবতি। এবং ভজনমার্গবিশেষশ্চ ব্যাখ্যাতব্যঃ। তদেবং সিদ্ধে জ্ঞানে বিজ্ঞানার্থং নিদিধ্যাসনলক্ষণতত্তদুপাসনমার্গভেদোঽনুষ্ঠীয়তে। ইত্যেবং বিচারপ্রধানানাং মার্গো দর্শিতঃ। রুচিপ্রধানানান্তু ন তাদৃগ্ বিচারাপেক্ষা জায়তে, কিন্তু সাধুসঙ্গলীলাকথাশ্রবণরুচিশ্রদ্ধাশ্রবণাদ্যাবৃত্তিরূপ এবাসৌ, যথা শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য ইত্যাদিনা পূর্ব্ববং দর্শিতঃ, সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদ ইত্যাদৌ চ দ্রষ্টব্যঃ। প্রীতিলক্ষণভক্তীচ্ছূনান্তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন, নৈতে গুণানগুণিনো মহদাদয়ো যে সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ। আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বদন্তি হি ত্বামেবং বিবিচ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥ তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজাঃ কর্ম্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্। সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিম্ ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥ ইতি। কর্ম্মপরিচর্য্যা কর্ম্মস্মৃতির্লীলাস্মরণম্। চরণয়োরিতি সর্ব্বত্রান্বিতং ভক্তিব্যঞ্জকম্। তদেতদুভয়স্মিন্নপি তত্তদ্ভজনবিধিশিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি, তথাবিধস্য প্রাপ্তত্বাৎ। প্রাক্তনানাং বহুত্বেঽপি প্রায়স্তেষ্বেবান্যতরোঽভিরুচিতঃ। পূর্ব্বস্মাদেব হেতোঃ শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহুনাম্। অথাত্র প্রমাণানি। তত্র তদাবির্ভাববিশেষরুচিঃ মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ইত্যাদৌ. শ্রীমদাবির্হোত্রাদিনাভিপ্রেতা। ভজনবিশেষরুচিশ্চ, বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েদিত্যাদৌ, শ্রীভগবতাভিপ্রেতঃ। অতঃ শ্রবণগুরুমাহ—তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ২০২॥

পূর্ব্বে বর্ণিত এইসকল বৈষ্ণব-সাধুমহৎরূপে এবং সাধুরূপে ভেদ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধুমাত্রের ভেদের তারতম্য যাহা এ প্রকরণে বিচারিতভাবে নির্দ্দেশ

করা হয় নাই, তাহা ভক্তিভেদনিরূপণপ্রসঙ্গে এই ভক্তি-সন্দর্ভেই পরে বিচারিতভাবে নির্দ্দেশ করা হইবে। কিন্তু অন্যান্য যাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত নয় সেই শ্রীশিব শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত সাধকগণকেও যে বৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেটী নিজ গোষ্ঠী অপেক্ষায় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শৈব শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন সাধককে বৈষ্ণবরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কর্ম্মিগণের ভিতরে কর্ম্মানুষ্ঠানের সাত্ত্বিকতা দৃষ্টিতে যেমন স্কন্দ-পুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে উল্লেখ আছে "ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং। পচনম্ বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥"

যাহারা ধর্ম্মের জন্য জীবনধারণ, সন্তানার্থে মৈথুন, আর উত্তম ব্রাহ্মণের জন্য পাক করে, সেই সকল মানুষকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে। সেই স্কন্দপুরাণেই শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাবুদ্ধিতেই যাহারা ঐ পূর্ব্ববর্ণিত ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুর আজ্ঞাবুদ্ধিশূন্য হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইবে না। মূল কথা শ্রীবিষ্ণুর অনুসন্ধানহীন ক্রিয়া অনুষ্ঠানে বিষ্ণুবহির্মুখতা-দোষজন্য অবৈষ্ণব, আর সাধারণক্রিয়ানুষ্ঠানেও যদি বিষ্ণুর অনুসন্ধান থাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়—

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥

যে জন নিজ বর্ণ ও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না, নিজ সুহৃদ্ পক্ষে ও শত্রুপক্ষে যিনি সমমতি, পরের দ্রব্য হরণ করে না, বা পরকে কোন ব্যাথা দেয় না এবং স্থিরচিত্ত তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিও। যে জন সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করে, তাহাকে ত বৈষ্ণব বলিতেই হইবে। যেমন পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থ এব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্॥

যাহার ধর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ আর শ্রীহরিসুখার্থেই ধর্ম্মানুষ্ঠান, পুণ্যের জন্যই দিনরাত্র অতিবাহিত হয় তাহাকে বিষ্ণুর মানুষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইভাবে শৈবগণের মধ্যেও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির সত্তা আছে বলিয়া বৈষ্ণববলিয়া বৃহন্নারদীয় পুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥

যাহারা পরমেশ্বর শিবে এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতেও সমবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারাও ভাগবতোত্তম। এই প্রকার শৈব গোষ্টির মধ্যে বৃহন্নারদীয়ে ভাগবতোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কিন্তু তাহার অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণুতে অভেদভাবনাকারীর নিন্দাই শুনা যায়।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

যে জন ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবতাবর্গের সহিত নারায়ণকে সমবুদ্ধিতে দেখিবে সে জন্ নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইবে।

এই প্রকার সেই বৈষ্ণব সাধুর মধ্যে যদি বহুভেদ রহিল তাহা হইলে তাঁহাদিগেরই প্রভাবের তরতমতা অনুসারে এবং কৃপার তরতমতা অনুসারেও ভক্তিবাসনার ভেদতারতম্যে সৎসঙ্গ হইতে অতি সত্বর ও কালবিলম্বে এবং স্বরূপের বৈচিত্রীর দ্বারা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি সাধুর প্রভাব অতিশয় থাকে এবং করুণার প্রাচুর্য্য থাকে তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইতে পারে। আর যদি সাধুর প্রভাব কম থাকে এবং করুণার পরিমান কম থাকে সেই প্রকার সাধুসঙ্গে ভক্তি উদয়ের কালবিলম্ব হইবে। আবার সেই সাধুরও যে শ্রীভগবৎস্বরূপে ভক্তি আছে সেই ভগবৎ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য এবং অবৈশিষ্ট্য দ্বারাও ভক্তি উদয়ের তরতমতা প্রকাশ পাইবে। এই প্রকার জ্ঞানিসাধুসঙ্গেও জ্ঞান উদয়ের তরতমতা বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে যদ্যপি

অকিঞ্চনা অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য ভক্তিই করিতে হইবে বলিয়া নিখিল শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন এবং মহৎ-সঙ্গই সেই অকিঞ্চনাভক্তি প্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি সেই অকিঞ্চনা ভক্তিই অভিধেয় হইল, তাহা হইলে সেই ভক্তকে এবং ভক্তিকেই লক্ষণের দ্বারা পরিচয় করা কর্ত্তব্য। তথাপি সেই ভক্তি ও ভক্ত উভয়কে পরীক্ষা অর্থাৎ পরিচয় করাইবার জন্যই অনুবাদ অর্থাৎ পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ সেই সেই ভগবৎস্বরূপে এবং ভজন-অঙ্গে শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গপরম্পরাক্রমে ভগবৎকথায় রুচি প্রভৃতি উদয় হইলে, ভগবৎসাম্মুখ্য জন্মিয়া থাকে এবং আনুসঙ্গিকভাবে ভজনীয় শ্রীভগবদাভির্ভাব-বিশেষে এবং সেই ভগবদাবির্ভাববিশেষের ভজনমার্গবিশেষেও রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৎপর সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ববিশেষের বিশেষ জানিবার ইচ্ছার উদ্গম হইলে, পূর্ব্ববর্ণিত মহানুভবগণের মধ্যে একজন হইতেই হউক্, অথবা বহুজন হইতেই হউক্, শ্রবণগুরুরূপে আশ্রয় করিয়া সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার শ্রবন করিবে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ, (প্রশংসাবাক্য) এবং উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা যথার্থ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করার নাম শ্রবণ। পুনরায় অর্থাৎ শ্রবণের পর অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির জন্য যে সকল বিষয়গুলি শ্রবণ করিবে, সেই সকল বিষয়ের বিচাররূপ মননও করিবে। তৎপরে শ্রীভগবানের সকল আবির্ভাবেই অর্থাৎ শ্রীরাম নৃসিংহ বামনাদিরূপে শ্রীভগবান্ সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন এইরূপ শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস জন্মে। তৎপর সাধু-মুখে শ্রবণাদি করিতে করিতে অনন্ত ভগবৎস্বরূপে নিশ্চলা শ্রদ্ধার উদয় হইলেও কোনও এক বিশেষ ভগবৎস্বরূপে প্রথম সাধুসঙ্গের-পর যে রুচিটীর উদয় হইয়াছিল, সেই রুচির সহিত নিজ অভীষ্ট দানে অতিশয় সমর্থ কোনও এক বিশেষ আবির্ভাবের ভাবের প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। তখন যে শ্রদ্ধা সাধারণভাবে সকল ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি উদয় হইয়াছিল, কোনও এক বিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপে নিজের প্রাণ যাহা চায় সেই অভীষ্ট প্রদানে এই শ্রীভগবানই অর্থাৎ শ্রীরামই হউন, শ্রীনৃসিংহই হউন অথবা শ্রীকৃষ্ণই হউন সমর্থ এইরূপ নির্দ্ধারণের পর সেই পূর্ব্ববর্ণিত সাধারণী শ্রদ্ধা সম্যগ্ভাবে উল্লসিত বা উচ্ছলিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটী বিচার এই যে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে কোনও এক বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপেই সর্ব্ব-প্রকারে শ্রেষ্ঠতার পর্য্যবসান সম্ভবপর, সর্ব্বভগবৎস্বরূপে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠতা থাকা সম্ভবপর নয়। তথাপি কোন কোনও সাধক ভক্তের নিজের অভীষ্টপ্রদানে সমর্থরূপে নির্দ্দিষ্ট ভগবৎস্বরূপ হইতে উৎকৃষ্ট ভগবৎস্বরূপের অজ্ঞান-জন্য অন্য ভগবৎস্বরূপেও অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষশালী ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অল্পশক্তিপ্রকাশক ভগবৎস্বরূপেও ইনি আমার সর্ব্বার্থপ্রদানে সমর্থ—এইরূপ শ্রদ্ধা উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রকার অর্থাৎ যেমন ভজনীয় তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইল, তেমনই ভজনপদ্ধতি নির্দ্দেশ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে শাস্ত্রার্থ-বিচার হইতেও বস্তু পরিচয় হইলে সেই তত্ত্ববস্তু অনুভবের জন্য নিদিধ্যাসন নামক সেই সেই স্বরূপের উপাসনাপদ্ধতি বিষয়ক ভেদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিচারপ্রধান সাধক-গণের এই সাধনপদ্ধতি দেখান হইল। রুচিপ্রধান সাধকগণের কিন্তু বিচারপ্রধান সাধকগণের মত বিচারের অপেক্ষা নাই; পরন্তু সাধুসঙ্গ, লীলাকথা শ্রবণে রুচি, এবং শ্রদ্ধা ও পুনঃ পুনর্ব্বার শ্রবণাদিরূপ ভজন-পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেমন প্রথম স্কন্ধে ২।১৬ শ্লোকে শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধধানস্য ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ পুণ্যতীর্থ নিসেবন হইতে সাধুসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা করা যায়, সেই সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ সম্ভব হয়, সেই শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধু ও হরিকথার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। তৎপর সাধুসেবা করিবার জন্য রুচির উদয় হইতে পারে। পরেও দেখান হইবে "সতাং প্রসঙ্গাৎ মগবীর্য্যসম্বিদঃ" এই ৩.২৬ অধ্যায়ে উক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থে সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। সেই কথা আসক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে শ্রদ্ধা, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। প্রীতিলক্ষণ ভক্তি পাইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কিন্তু রুচিপ্রধান ভক্তিই শ্রেষ্ঠ এবং অনুকূল।

অজাতরুচি সাধকগণের মত বিচারপ্রধান মার্গ অনুকূল হয় না। এই অভিপ্রায়ে ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ৭।৯।৪৮-৪৯ শ্লোকে বলিয়াছেন—হে প্রভো! তোমার ভক্তিদ্বারাতেই তোমাকে জানা যায় কিন্তু শাস্ত্রাধ্যয়ন বুদ্ধি-কৌশল প্রভৃতি দ্বারা তোমাকে জানা যায় না। তোমাতে ভক্তিহীন জন সর্ব্বদাই সর্ব্বজীবে অবস্থিত থাকিলেও তোমাকে জানে না। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ (গুণাধিষ্ঠাত্রী দেবী), গুণীগণ (ব্রহ্মাদি), মহদাদি (মনঃপ্রভৃতি) এবং দেবতা মনুষ্য, ইঁহারা সকলেই জড়োপাধি বলিয়া আদি ও অন্তবিশিষ্ট। অতএব নিরুপাধি আপনাকে কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইতে পারে? এইজন্য পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া অধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকেন। শ্রুতিও বলেন "কিমর্থা বয়মধ্যেক্ষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে। নানুধ্যায়েদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥" কি প্রয়োজনে আমরা অধ্যয়ন করিব অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়া কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কি উদ্দেশ্যেই বা আমরা যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিব? বহুগ্রন্থ অনুশীলন করিবে না, অধ্যয়ন কেবল বাক্যের গ্লানিদায়ক। হে পূজ্যতম! তোমার চরণে প্রণাম, তোমার স্তুতি তোমার পরিচর্য্যা তোমার লীলা স্মরণ, তোমার কথা শ্রবন, তোমার এই ষড়ঙ্গভক্তি বিনা কোন্ উপায়ে মানব পরমহংসগণের একমাত্র প্রাপ্য তোমাতে প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে? অতএব হে নাথ! আমাকে তোমার ভক্তগণের সেবা-দানের দ্বারা কৃতার্থ কর। এই দুই প্রকার ভজনমার্গেই ভজনশিক্ষার গুরু পূর্ব্বাশ্রিত শ্রবণগুরুই হইয়া থাকেন। যেহেতু সেই শ্রবণগুরুর নিকটেই ভজনবিধির শিক্ষা করিবে এইরূপ উক্তি "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ" ১১।৩ অধ্যায়ে দেখা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রবণগুরু যদ্যপি বহু হইতে পারে, তথাপি সেই শ্রবণগুরুর মধ্যে নিজ অভিমত একজনকে ভজনশিক্ষার গুরুরূপে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত কারণেই ভজনশিক্ষাগুরু এবং শ্রীমন্ত্রগুরু এক-জনই হইয়া থাকেন। যেহেতু বহু মন্ত্রগুরু আশ্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এই পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় সকলের প্রমাণ দেখান হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ অনন্তভগবদাবির্ভাবের মধ্যে কোনও এক আবির্ভাববিশেষের প্রতি রুচির কথা "মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" নিজ অভিমত কোনও ভগবন্মূর্ত্তিবিশেষের দ্বারা মহাপুরুষকে অর্চ্চন করিবে। ১১।৫

ভজনবিশেষে রুচির কথা শ্রীভগবান নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয়মিশ্রভেদে আমার যজ্ঞ বা উপাসনা তিন প্রকার। এই তিনের মধ্যে ভক্তিসাধক ভক্তের যে ভজনপদ্ধতি যাহার অভিপ্রেত হইবে, তিনি সেই ভজনপদ্ধতি অনুসারে আমাকে উপাসনা করিবে॥ ২০২॥

অতএব শ্রবণগুরুর লক্ষণ বলিতেছেন—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

যে জন শব্দব্রহ্ম বেদের তাৎপর্য্যবিচারে অনুরূপ নিষ্ঠা-প্রাপ্ত ও ব্যাখ্যাযুক্তিতে সুনিপুণ, অথচ সর্ব্বপ্রকার অপেক্ষা-শূন্য তাঁহাকে সম্বন্ধ সাধ্য সাধনতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রবণ-গুরুরূপে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। যেমন পুরঞ্জন উপাখ্যানের উপসংহারে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—সেই আত্মাই প্রিয়তম, যে আত্মজ্ঞান হইতে কোনও প্রকার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে যথাযথরূপে উদিত হন, তিনিই বিশ্বাস, তিনিই শ্রীগুরু, এবং তিনিই শ্রীহরি। "তস্মাৎগুরুং প্রপদ্যেত" এই শ্লোকটী॥ ১১॥ ৩ অধ্যায়ে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে তাৎপর্য্যবিচারেণ পরে ব্রহ্মাণি ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে তু অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। যথোক্তং পুরঞ্জনো-পাখ্যানাত্যুপসংহারে শ্রীনারদেন—স বৈ প্রিয়তম-শ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি। ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥ ইতি ॥১১॥৩॥ শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্ ॥২০২॥

অত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বিশেষঃ—ভক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃৎ ন সংস্পৃশেৎ॥ উপদেশং

করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ। অপরীক্ষো-পদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥ কিঞ্চ কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্॥ ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সারসাগরম্॥ সরসত্বাদিকং ব্যঞ্জিতং তত্রৈবান্যত্র—কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুরিতি। এবম্ভূতগুরোরভাবাৎ যুক্তিভেদবুভুৎসয়া বহূনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ। যথা—ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্। ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ ২০৩॥ স্পষ্টম্॥ ১১॥১৯॥ শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্॥ ২০৪॥

তত্র রুচিপ্রধানানাং শ্রবণাদিকম্—তত্রান্বহং কৃষ্ণ-কথঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃপ্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারম্। বিচারপ্রধানানাং শ্রবণং যথা চতুঃশ্লোক্যাদীনাম। মননং যথা, ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেনেত্যাদৌ। অথ তজ্জাতা শ্রীভগবতি শ্রদ্ধা যথা—অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ। ইহা-মুত্র চ—লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ॥ মনো-রুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ। প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ॥ ঈদৃশানামথান্যেষা-মজস্য চ ভবস্য চ। প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা॥ দৌহিত্র্যাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্ম-বিমোহিতান্। বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্য-হেতুনা॥ ২০৫॥

এই বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিশেষ উল্লেখ আছে "বক্তা সরাগ ও নীরাগ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে লোলুপ, কামী বক্তা সরাগ। তার উপদিষ্ট বিষয় শ্রোতৃগণের হৃদয়স্পর্শী হয় না। যেমন কেবল উপদেশই করে, কিন্তু শিষ্য তাহার উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিতে অধিকারী কি না তাহা পরীক্ষা করে না, পরীক্ষা না করিয়া যে উপদেশ করা যায় তাহাতে লোকনাশই ঘটিয়া থাকে। অনন্তর নীরাগ বক্তার কথা বলিতেছেন—নীরাগ বক্তা সরস ও সারগ্রাহী হইবেন। সেই নীরাগ বক্তার কুল, শীল, আচার, বিচার না করিয়া শ্রবণার্থী হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে। সেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই আরও উল্লেখ হইয়াছে যে, যে বক্তার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কামক্রোধাদিযুক্ত কৃপণ ও বিপন্ন ব্যক্তিও হৃদয়ে উল্লাস লাভ করে, সেই বক্তাই শ্রেষ্ঠ গুরু হইবার উপযুক্ত। এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত সদ্গুরুর অভাবে যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি জানিবার অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বহুগুরুও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এস্থানে গুরু শব্দে শ্রবণগুরু অর্থই বুঝিতে হইবে। যেহেতু ভজন-দীক্ষা-গুরুর বহুত্ব অভীষ্টসাধক হয় না। বহু শ্রবণগুরু আশ্রয়ের প্রমাণ ১১।৯ অধ্যায়ে অবধূত মহাশয়ের উক্তিতে পাওয়া যায়। এক গুরু হইতে পারমার্থিক জ্ঞান সুস্থির ও পূর্ণ হয় না। যেহেতু একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য ঋষিগণ ভিন্ন প্রকারের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন॥ ২০৩॥

এই শ্লোকটী শ্রীদত্তাত্রেয় ভগবান্ যদু মহারাজকে বলিয়াছেন॥ ২০৪॥

তন্মধ্যে রুচিপ্রধান ভক্তিসাধকগণের শ্রবণাদির প্রকার ১।৫ অধ্যায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বলিয়াছেন—হে মুনিবর! আমি সেই ঋষিগণের আশ্রমে থাকিয়া তাঁহাদেরই অনুগ্রহে প্রতিদিন মুনিগণ যে মন-চুরিকরা শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন, তাহাই শ্রবণ করিতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণকথার প্রতি অক্ষর বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে করিতে আমার প্রিয়শ্রবা শ্রীহরিতে রতির উদয় হইয়াছিল ইত্যাদি উক্ত প্রকার শ্রবণই রুচিপ্রধান সাধকগণের অনুকূল। বিচার-প্রধান সাধকগণের চতুঃশ্লোকী প্রভৃতি তত্ত্ববিচারপর অংশই অনুকূল হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মননের প্রকারও যেমন "ভগবান ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন" ইত্যাদি শ্লোকে উল্লেখ করা আছে, সেই প্রকার মননই তাঁহাদিগের অনুকূল অর্থাৎ ভগবান ব্রহ্মা নির্ব্বিকারচিত্তে সম্পূর্ণ বেদকে নিজের প্রজ্ঞাবিধি-বলে তিনবার অনুশীলন করিয়া সারমর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন

বেদের মুখ্য উপদেশ তাহাই শ্রীহরিতে, যাহাতে রতির উদয় হয়। অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্মা) সমস্ত বেদের মুখ্য উপদেশ যে সাধন করিলে শ্রীহরিতে রতির উদয় হয় সেই সাধনটাই করা কর্ত্তব্য—ইহাই বুঝিয়াছিলেন। অনন্তর সেইজাতীয় বিচার হইতে শ্রীভগবানে যে প্রকারের শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে তাহাও শ্রীপৃথুমহারাজের উক্তিতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ২০৫ ॥

হে অর্হত্তমাঃ যজ্ঞপতির্ণাম সর্ব্বকর্ম্মফলদাতৃত্বেন শ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ পরমেশ্বরঃ কেষাঞ্চিৎ শ্রুত্যর্থ-তত্ত্বজ্ঞানাং মতে তাবদস্তি তথাপি বিপ্রতিপত্তের্ণ তৎসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তত্র জগদ্বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্তি-প্রমানমপ্যুদ্বলকমিত্যাহ ইহ প্রত্যক্ষেণামুত্র শাস্ত্রেণ তদ্বদিত্যনুমানেন চ জ্যোৎস্নাবত্যঃ কান্তিমত্যো ভুবভৌবভূময়ো দেহাশ্চ ক্বচিদেব উপলভ্যন্তে নতু সর্ব্বত্রেতি অয়ং ভাবঃ। ন বা জড়স্য তৎকর্ম্মণ স্তভৎফল দাতৃত্বং ঘটতে, ফলমত উপপত্তেরিতি ন্যায়াৎ। নচার্ব্বাক্‌দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যম্ অন্তর্য্যামী শ্রুতেঃ। ন চ কর্ম্মসাম্যে ফলতারতম্যং ক্বচিচ্চ তদসিদ্ধিঃ সম্ভবতি। অতঃ স্বতন্ত্রেণ পরমেশ্বরেণ ভাব্যম্। অত্র বিদ্বদনুভবোঽপি প্রমাণমিত্যাহ, মনোরিতি ত্রিভিঃ। অস্মৎ পিতুঃ পিতুঃ পিতামহ-স্যাঙ্গস্য। প্রহ্লাদবলী তদানীং শাস্ত্রাদেব জ্ঞাত্বা গণিতৌ। গদাভৃতা পরমেশ্বরেণ কৃত্যমস্তি হৃদয়ে বহিরপি আবির্ভূয় এষাং মুহুঃ কৃত্যসম্পাদনাৎ, তেন যৎকৃত্যং করণীয়ম্ তৎ তেষামস্তীত্যর্থঃ। তেষা-মেব তেন সহ কৃত্যমস্তি নান্যেষামিত্যর্থো বা। তদন্যাংস্তু নিন্দিতত্বেনাহ—মৃত্যোর্দৌহিত্রাদীন্ বেন প্রভৃতীন্ ধর্ম্মবিমোহিতান্। গদাভৃচ্ছব্দেন তন্নাম্না প্রসিদ্ধাৎ শ্রীবিষ্ণোরন্যত্র পরমেশ্বরত্বং বারয়তি। শ্রুতিযুক্তিবিদ্বদনুভবেষু। তং গদাভৃতং বিশিনষ্টি বর্গেতি। বর্গোঽত্র ত্রিবর্গ।

স্বর্গো ধর্ম্মস্য ফলম্। অপবর্গো মোক্ষঃ। তেষামৈ-কাত্ম্যেনৈকরূপ্যেণ সর্ব্বান্তর্গতেন হেতুনা। তত্রাপি প্রায়েণ প্রচুরেণ হেতুনা। তদুক্তং স্কান্দে—বন্ধকোঃ ভবনাশেন ভবপাশাশ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥ ইতি। অথ ভজনশ্রদ্ধা যথা—যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ বিনির্ধুতাশেষ মনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্। যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুনর্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে॥ ২০৫॥

পৃথু মহারাজ প্রজাবর্গকে কহিলেন—হে অর্হত্তমগণ অর্থাৎ পূজনীয়তমগণ! কোন কোন শ্রুতির-তাৎপর্য্য বিজ্ঞ-গণের মতে সর্ব্বকর্ম্মফলদাতারূপে শ্রুতিপ্রতিপাদিত যজ্ঞপতি নামে পরমেশ্বর আছেন। সেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা মুনিগণের নানাপ্রকার মতভেদ থাকায় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—ঈশ্বরের সত্তা না থাকিলে জগতের বিচিত্রতা ঘটিতে পারে না। এইজন্য অর্থাপত্তি প্রমাণ অবলম্বনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইবার জন্য বলেন—এই জগতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ও অনুমান দ্বারা দৃষ্টজগতের মত পরলোকেও জ্যোৎস্নামতী অর্থাৎ কান্তিমতী ভোগভূমি এবং দেহ কোনস্থানে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু সর্ব্বত্র দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। জগতের এই বিচিত্রতা, করিতে না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ ঈশ্বর-শক্তি ভিন্ন স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারে না। এস্থানের অভিপ্রায় এই—জড়ের জড়ীয় কর্ম্মের অনুরূপ ফলদানের সামর্থ্য ঘটিতে পারে না। এইজন্য বেদান্তসূত্রেও উল্লেখ করা আছে "ফলমত উপপত্তেঃ" পরমেশ্বর হইতে ফলপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে। আধুনিক দেবগণের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। যেহেতু অন্তর্যামীর প্রেরণায় তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। কর্ম্মগত সাম্য থাকিলে ফলগত তারতম্য ঘটিতে পারে না। কোথাও দেখা যায়—কর্ম্ম করিয়াছে কিন্তু ফলপ্রাপ্তিতে

বঞ্চিত। অতএব পরমস্বতন্ত্র পরমেশ্বর আছেন, এ বিষয়ে মহানুভবগণের অনুভবও প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন। স্বায়ম্ভুব মনু তৎপুত্র উত্তানপাদ মহারাজ তৎপুত্র মহারাজ ধ্রুব, রাজর্ষি প্রিয়ব্রত, আমার পিতার পিতা অর্থাৎ বেণ রাজের পিতা অঙ্গমহারাজ এবং এই প্রকার অন্যান্য মহানুভবগণের, ব্রহ্মার, শঙ্করের, প্রহ্লাদের ও বলির সম্বন্ধে গদাধর শ্রীহরির অনেক কৃত্য আছে অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে এবং বাহিরে আবির্ভূত হইয়া বারংবার তাহাদের প্রয়োজনীয় কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। সেই সকল মহানুভবগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বর ভগবানের যেমন অনেক করিবার আছে, তেমন তাহাদেরও শ্রীভগবানের সম্বন্ধে অনেক কৃত্য আছে। সেইসকল মহানুভবগণেরই ভগবানের সহিত অনেক কৃত্য আছে কিন্তু অন্যের নাই। এইপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে। এস্থলে যে বলি ও প্রহ্লাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা যদ্যপি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন না, ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথু মহারাজ যে তাঁহাদের কথা বলিতেছেন, তাহা শাস্ত্র হইতেই শ্রবন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য মৃত্যুর দৌহিত্র ধর্ম্মবিমোহিত বেণরাজ প্রভৃতিকে নিন্দিতরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন তাহারা শোকার্হ। অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাহাদের মত হতভাগ্য জনসকলের জন্য মহানুভবগণ অত্যন্ত শোক করিয়া থাকেন। গদাধর শব্দে সেই নামে প্রসিদ্ধ শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্র শ্রুতিযুক্তি এবং মহানুভবগণের অনুভবে পরমেশ্বরত্ব নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীগদাধরকে বিশেষরূপে পরিচয় করাইতেছেন—কাম, মোক্ষ, ধর্ম্মফল স্বর্গ, জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ, এই সকলের ফলদাতা এবং সর্ব্বান্তর্গত হেতুরূপে যাহার কথা প্রচুরভাবে শাস্ত্রে বর্ণিত আছেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—

"বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥

ভবপাশে বন্ধন করিতে এবং ভবপাশ হইতে মোচন করিতে ও কৈবল্যপ্রদানে একমাত্র পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীবিষ্ণুই সমর্থ। এই প্রমাণে শ্রীবিষ্ণুই যে ত্রিবর্গ ও অপবর্গ প্রদানে একমাত্র ঐকান্তিক হেতু তাহাই প্রদর্শিত হইল। অনন্তর বিচারপ্রধান ভক্তিসাধকগণের ভজনশ্রদ্ধার প্রকারটী দেখান যাইতেছে। ৪।২১ অধ্যায়ে শ্রীল পৃথুমহারাজ সভ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন—যাহার চরণ সেবা করিবার অভিরুচি সংসারতাপতপ্ত তপস্বিগণের অশেষজন্মসাধিত চিত্তমালিন্য সদ্যো বিনাশ করিয়া থাকে। এটী কিন্তু শ্রীহরির চরণের সহিত সান্নসম্বন্ধেরই মহিমাবিশেষ বুঝিতে হইবে। অনন্তর প্রতিদিন সেই অভিরুচি ক্রমশঃ বর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীহরিচরণনিঃসৃতা শ্রীগঙ্গা যেমন সকল পাপ বিনাশ করিয়া থাকে, তেমনি চিত্তের অশেষ মালিন্য দূর করিয়া থাকে। চিত্তের অশেষ মালিন্য দূর করিয়া অন্যত্র অনাসক্তিরূপ বৈরাগ্য এবং অনুভব ও অনন্তভগবদাবির্ভাবের মধ্যে কোন এক ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার করাইয়া থাকে। যে শ্রীহরিরচরণমূলে আশ্রয় লইলে পুনরায় দুঃখময়ী সংসারদশা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ জন্ম মরণ প্রভৃতি দুঃখরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। এই বিচারপ্রধান সাধক আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ভজনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে। রুচিপ্রধান ভক্তিসাধক কিন্তু ফলের দিকে না তাকাইয়া রুচিপ্রেরিত হইয়া ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভজনে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া থাকে। বিচারপ্রধান ভক্তিসাধক এবং রুচিপ্রধান ভক্তিসাধকের মধ্যে এই ভেদটী বুঝিতে হইবে॥ ২০৪ ॥ ২০৫ ॥

তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমা ইতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। অসঙ্গস্ততোঽন্যত্রানাসক্তিস্তেন বিজ্ঞানবিশেষঃ ভগবতো নানাবির্ভাবত্বাৎ তেষাং মধ্যে কস্যাপ্যাবির্ভাবস্য সাক্ষাৎকারঃ তদেব বীর্য্যং বিদ্যতে যস্য সঃ। যস্যাঙ্ঘ্রিমূলে কৃতাশ্রয়ঃ সন্ ॥৪।২১॥ শ্রীপৃথুরাজঃ সভ্যান্॥ ২০৪॥ ২০৫॥

অথ শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি তথৈবাহ—তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্-

গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥২০৬॥

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেতেতি পুর্ব্বোক্তে স্তত্র শ্রবণ-গুরৌ। গুরুরেবাত্মা জীবনং দৈবতং নিজেষ্ট-দৈবততয়াভিমতশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্। অমায়য়া নির্দ্দম্ভয়া অনুবৃত্ত্যা তদনুগত্যা শিক্ষেৎ। যৈঃ ধর্ম্মৈঃ। আত্মা পরমাত্মা। ভক্তেভ্য আত্মপ্রদঃ শ্রীবলি-প্রভৃতিভ্য ইব। অস্য শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি প্রাগ্বজ্জ্ঞেয়ম্ ॥১১॥৬॥ শ্রীবুদ্ধো নিমিম্ ॥২০৬॥

মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এবেত্যাহ—লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ। মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মুর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ।২০৭॥

অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। আগমো মন্ত্রবিধি-শাস্ত্রম্। অস্যৈকত্বমেকবচনেন বোধ্যতে। বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্। গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্ত পুরা হরিঃ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ তত্ত্যাগনিষেধাৎ। তদপরিতোষে নৈবান্যো গুরুঃ ক্রিয়তে। ততোঽনেকগুরুকরণে পূর্ব্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদবচনদ্বারাপি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বোধিতম্—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাদ্গুরোরিতি ॥ ১১॥৩॥ শ্রীমদাবির্হোত্রো নিমিম্ ॥২০৭॥

তত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ নান্যথেত্যাহ—আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তে-বাস্যুত্তরারণিঃ। তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা সন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥২০৮॥

আদ্যঃ অধরঃ। তৎসন্ধানং তয়োর্ম্মধ্যমং মন্থনকাষ্ঠম্। প্রবচনমুপদেশঃ। বিদ্যা শাস্ত্রোক্তং জ্ঞানস্তু সন্ধৌ ভবোঽগ্নিরিব। তথাচ শ্রুতিঃ, আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যাদি। অতএব তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেদেতি। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি ॥১১॥১০॥ শ্রীভগবান্ ॥২০৮॥

অনন্তর শ্রবণ গুরু ও ভজন শিক্ষা গুরুর প্রায়শঃ একত্বই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যিনি শ্রবণগুরু তিনিই ভজনশিক্ষার গুরু হইয়া থাকেন। এইপ্রকার ভাবে ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র শ্রীল নিমি মহারাজকে বলিয়াছিলেন। সেই শ্রবণগুরুর নিকটেই ভাগবতধর্ম্ম-সকল শিক্ষা করিবে! সেই শিক্ষার যোগ্যতাটী বলিতে-ছেন—"শ্রীগুরুই একমাত্র প্রিয় এবং পরমারাধ্য" এই-প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অকপটভাবে শ্রীগুরুসেবা করতঃ সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। যে সকল ভাগবত-ধর্ম্মে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে অন্য কিছু দিয়া সন্তুষ্টি-লাভ না করায় আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সকল ভাগবতধর্ম্মই শিক্ষা করিবে যে সকল ভাগবত-ধর্ম্মে অন্তরে বাহিরে শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়। ২০৬।

মন্ত্রগুরু কিন্তু একজনই হইয়া থাকেন। মন্ত্রগুরুর বহুত্ব নাই।

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মুর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥ ১১।৩ ॥

আবির্হোত্র যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে কহিলেন—আচার্য্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেই গুরুদেবকর্ত্তৃক প্রদর্শিত আগম-মন্ত্রবিধি শাস্ত্র অনুসারে অর্থাৎ যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষিত সেই মন্ত্রে যেমন অর্চ্চন করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, সেই বিধি অনু-সারে অনন্তভগবদাবির্ভাবের মধ্যে যে অবতারমূর্ত্তিটী সাধকের নিজ অভিমত হইবে সেই মূর্ত্তি দ্বারা মহাপুরুষ শ্রীভগবানকে অর্চ্চন করিবে। এই প্রমাণের "আচার্য্যাৎ" এই একবচন উল্লেখ থাকায় মন্ত্রগুরুর একত্বই বুঝিতে হইবে। এইজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও—

'বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥

তাহার বোধ কলুষিত এবং সেজন দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছে, যেজন শ্রীগুরুকে পরিত্যাগ করিয়াছে সেজন পূর্ব্বেই শ্রীহরিকে ত্যাগ করিয়াছে। এই প্রমাণে দীক্ষা-গুরুর ত্যাগ করা সর্ব্বথা নিষেধ দেখান হইয়াছে। যদি সেই শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার সন্তোষলাভ না করায় অন্য গুরুর আশ্রয় করে তাহা হইলে অনেক গুরু করাতে পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করাই হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে অপবাদ বচন দ্বারাও বুঝান হইয়াছে—

শিক্ষাগুরোরপ্যাবশ্যকত্বমাহুঃ—বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ। ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ। ॥২০৯॥

যে গুরোশ্চরণং সমবহায় অতি লোলুপম্ অদান্তমদমিতং মন এব তুরগং বিজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ কৃত্বা যন্তুং ভগবদন্তর্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে তে উপায়খিদঃ তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে অজ! অকৃতকর্ণধরা 'অস্বীকৃতনাবিকা জলধৌ যথা তদ্বৎ। শ্রীগুরুপদর্শিতভগবদ্ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতো সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ। অতো ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোহপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥ শ্রুতিশ্চ—যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ইতি ॥১০।৮৭॥ শ্রুতয়ঃ॥ ২০৯ ॥

তন্মধ্যে অর্থাৎ শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর মধ্যে শ্রবণগুরুসংসর্গেই শাস্ত্রীয়-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে অন্য কোনও প্রকারে শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত সাধ্যসাধন প্রয়োজনতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হয় না। এই কথাটাই ১১।১০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"আচার্য্যোহরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ। তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ।" আচার্য্য (শ্রবণগুরু) আদ্য অর্থাৎ নীচের কাষ্ঠ, অন্তেবাসী—শিষ্য উপরকার কাষ্ঠ, শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মধ্যম অর্থাৎ মন্থনকাষ্ঠ—তাঁহা হইতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান; কিন্তু "সন্ধিভব অগ্নিস্থানীয়"। শ্রুতিও ঐপ্রকার বলেন "আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপং" অর্থাৎ আচার্য্য পূর্ব্বকাষ্ঠ। অতএব শ্রুতি আরও বলেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" সেই পারমার্থিক তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। শ্রুতিতে আরও দেখা যায় "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" যেজন গুরুচরণ আশ্রয় করিয়াছে সেই জনই পরতত্ত্ববস্তু জানেন, শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় না করিলে পরতত্ত্ব বস্তু জানা যায় না। কঠোপনিষদে উল্লেখ আছে "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া-প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" হে প্রিয়তম এই পারমার্থিক মতি তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না, অন্য শ্রবণ-গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই সুন্দর জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় ॥ ২০৮ ॥

শিক্ষাগুরুরও আশ্রয় গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যকত্ব শ্রুতিগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ" ১০।৮৭ অধ্যায়ে শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতে বলিয়াছেন যাহারা শ্রীগুরু পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিজ সাধনরূপ পুরুষকারে অতি লোলুপ, অদান্ত (অদলিত) মনোরূপ অশ্বকে বিজিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু দ্বারা সংযত করিতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দিকে অন্তর্মুখ করিতে প্রযত্নবান্ হয় তাহারা সেইসকল উপায় অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া কেবল খেদই লাভ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের জীবন রাশি রাশি দুঃখময় হইয়া থাকে। অতএব তাহারা এই সংসারেই থাকিয়া যায়। কারণ মনকে ভগবদুন্মুখ করিতে পারে না বলিয়াই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হে অজ! কর্ণধারবিহীন তরী সাগরে পড়িলে যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, শ্রীগুরুচরণ-আশ্রয়হীন সাধকও সংসারসাগরে পড়িলে তেমনই দশা প্রাপ্ত হয়। শ্রীগুরুচরণপ্রদর্শিত ভগবদ্ভজন প্রকারের দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্ম জ্ঞান হইলে ভগবৎকৃপায় দুঃখরাশিতে

অভিভূত না হইয়া শীঘ্রই মনকে নিশ্চল করিতে পারে। শ্রুতিকৃত স্তোত্র শ্লোকের ইহাই সার মর্ম্ম। এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখ আছে যে—"গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥" গুরুভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের কথা স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণ হইতে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। বিজ্ঞগণ শ্রীগুরুচরণকেই সেবা করিয়া থাকেন। "আমি বেশ বুঝি" এই প্রকার অহঙ্কারী জীব শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াও লাভ করিতে পারে না। শ্রুতিও বলেন "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং যেমন পরমেশ্বরে শ্রীগুরুদেবেও সেই প্রকার পরাভক্তি আছে, তাহারই হৃদয়ে শাস্ত্রকথিত শ্রীভগবৎসম্বন্ধী সাধ্যসাধন পুরুষার্থতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহার শ্রীগুরুচরণে ভক্তি নাই, তাহার হৃদয়ে শাস্ত্রকথিত তত্ত্ব প্রকাশ পায় না॥ ২০৯॥

অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব। তদেতৎপরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ—গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎপিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম॥ ২১০॥

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যুঃ সংসারো যেন তম্। অত উক্তং শ্রীনারদেন—জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রম ইত্যাদি। তস্মাৎ তাবদেব তেষাং গুর্ব্বাদিব্যবহারো যাবন্মৃত্যুমোচকংশ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ॥৫।৫॥ শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্॥২১০॥

অন্যদা স্বগুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ২১১॥

ব্রহ্মচারিধর্ম্মান্তঃ পঠিতমিদম্॥১১॥১৭॥ শ্রীভগবান্॥২১১॥

ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ—যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ। এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান্‌পুরুষেশ্বরঃ যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্‌ঘ্রির্লোকোঽয়ং মন্যতে নরম্॥২১২॥

এষ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণোঽপি। ততঃ প্রাকৃতদৃষ্টির্ন ভগবত্তত্ত্বগ্রহণে প্রমাণমিতি ভাবঃ॥৭॥১৫॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্॥২১২॥

শুদ্ধভক্তাস্তেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে। যথা—বয়ন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্মঃ॥২১৩॥

অতএব অর্থাৎ যদি শ্রবণগুরু এবং ভজনগুরুর পদাশ্রয় করাই একান্ত আবশ্যক হয় তাহা হইলে শ্রীমন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয় করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার কি আছে? এই পারমার্থিক শ্রীগুরুচরণাশ্রয় যে ব্যবহারিক গুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও অবশ্যকর্ত্তব্য এই অভিপ্রায়েই ৫।৫ অধ্যায়ে বলিতেছেন গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥২১০॥ যেজন মৃত্যু অর্থাৎ সংসারদশাপ্রাপ্ত তাহাকে সংসারবন্ধন হইতে মোচন করিতে যিনি অসমর্থ সেজন কখনও গুরু হইতে পারে না এবং সে স্বজনও স্বজন নয়, সে পিতাও পিতা নয়, সে জননীও জননী নয়, সে দেবতাও দেবতা নয়, সে পতিও পতি নয়। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে ১।৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—হে মহর্ষি স্বভাবতঃই কাম্য-কর্ম্মে অনুরাগী মানবকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অনুশাসন করা তোমার পক্ষে

নিন্দনীয়। অর্থাৎ যাহারা স্বভাবতঃই কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান অনুরক্ত তাহাদিগকে কাম্যধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যে উপদেশ করিয়াছ, ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞ তোমার পক্ষে এটী বড়ই নিন্দার কাজ করা হইয়াছে। অতএব পিতা প্রভৃতির সহিত ততদিন পর্য্যন্তই গুর্ব্বাদি-ব্যবহার, যতদিন পর্য্যন্ত সংসার-বন্ধনমোচক শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করা না হয়। "গুরুর্ন স স্যাৎ" এই শ্লোকটী ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রগণকে বলিয়াছেন। ২১০॥

অন্য প্রকারে অর্থাৎ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংকল্পে কর্ম্মিগণেরও নিজ গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ১১।১৩ অধ্যায়ে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন। এইস্থানে অন্য প্রকার বলিবার উদ্দেশ্য এই—শ্রীভগবদ্ভক্তগণের শ্রীগুরুচরণের সহিত যেমন পারমার্থিক নিত্যসম্বন্ধ অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ উভয় জন্মেই ভক্তিসাধক ভক্তগণের শ্রীগুরুচরণের সহিত আরাধ্য-আরাধক সম্বন্ধ যেমন নিত্য, কোনও সময়ে এই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ নাই, কর্ম্মী প্রভৃতির কিন্তু কেবল সাধন অবস্থাতেই শ্রীগুরুচরণের সহিত আরাধ্য-আরাধক সম্বন্ধ থাকে, সিদ্ধ অবস্থায় সেই সম্বন্ধ থাকে না। এই অভিপ্রায়েই 'অন্যদা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি কর্ম্মিগণেরই নিজ গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ভক্তিসাধক ভগবদ্ভক্তগণের পারমার্থিক শ্রীগুরু-দেবে ভগবদ্দৃষ্টি রাখা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা তো বলাই বাহুল্য। ১১।১৭ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ২৭॥"

আচার্য্য গুরুকে আমাকে বলিয়াই জানিবে। কখনও অবমাননা করিবে না। মনুষ্য বুদ্ধিতে অসূয়া করিবে না যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবতা। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য মনুষ্য আকারে মানুষসমাজে আসিয়া মানুষের মত ব্যবহার করতঃ পারমার্থিক তত্ত্ব উপদেশ করিয়া আচরণ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব মানুষের মত দেখা যায় বলিয়া সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিলে নরকপাত অবশ্যম্ভাবী। এই শ্লোকটী ব্রহ্মচারিধর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মিগণের পক্ষে পরমার্থিকতত্ত্ব-উপদেষ্টা শ্রীগুরুচরণের প্রতি যে ভগবদ্দৃষ্টি করা অবশ্য-কর্ত্তব্য সে কথা তো বলাই বাহুল্য॥ ৭।১৫।২৬ শ্লোকে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ ২৬॥
এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্॥২৭॥

যাহার সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ শ্রীগুরুদেবেতে মনুষ্যরূপ দুর্বুদ্ধি থাকে তাহার শাস্ত্রশ্রবণ প্রভৃতি হস্তি-স্নানের মত বৃথা। এই শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবানই অর্থাৎ শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া পতিত জীবগণকে শ্রীভগবদ্ভজনতত্ত্ব প্রভৃতি উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহাতে সেই শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি ভ্রান্তি। সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ামক শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে জীবকে কৃতার্থ করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যোগেশ্বরগণ যাঁহার চরণারবিন্দ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগুরু-দেবকে মায়ামুগ্ধ জনসাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করে। এই দুইটি শ্লোকের মর্ম্মার্থে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ই যে শ্রীগুরু-রূপে বিহার করেন তাহারই প্রমাণ দেখান হইয়াছে।

বিশুদ্ধভক্তগণ কিন্তু শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের শ্রীভগবানের সহিত অভেদদৃষ্টি ভগবৎপ্রিয়তমরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের এবং শ্রীশিবের সহিত শ্রীভগবানের অভেদদৃষ্টি করিবার যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহাতে বিশুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিব শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম বলিয়া অভেদভাবনা করিয়া থাকেন বস্তুতঃ অভেদ নহে। এই প্রকার ভগবৎপ্রিয়-তম বলিয়া শ্রীগুরু ও শিবের সহিত 'অভেদ' মনে করিয়া উপাসনা করিবার উপাসক সম্প্রদায় খুবই বিরল। এই অভিপ্রায়ে মূলে "একে" এই পদটী উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামিপাদ—

"ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।"

এই শ্লোকে "একে" এই পদ ব্যাখ্যায় "একে মুগ্ধা বিবেকিনঃ" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় তত্ত্বে শ্রীগুরু ও শ্রীভগবান্ অভেদ হইলেও সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সেব্য এবং শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের সেবক। শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবেতে এইপ্রকার সেব্য-সেবক সম্বন্ধ লইয়া যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের কোনওরূপ সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 'অভেদভাবে' উপাসনা করেন তাঁহাদের পক্ষে সম্বন্ধানুগরাগানুগা ভক্তি অনুষ্ঠানের প্রতিকূল হইয়া থাকে এবিষয়ে শ্রীপাদজীবগোস্বামিচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।৩৪ ৩৬ শ্লোকের) ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"তু শব্দাদন্যতো বৈশিষ্ট্যদ্যোতনায় প্রিয়স্য সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োর্ভবেশ্বরয়োশ্চাভেদোপদেশেঽপীথমেব তৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্ম্মতম্।" অর্থাৎ শ্লোকে তু শব্দের প্রয়োগহেতু অন্য সকল হইতে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নিমিত্ত শ্লোকোক্ত 'প্রিয়স্য সখ্যুরিতি' প্রিয় সখার এইরূপ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই,—গুরু ও ভগবানে এবং শিব ও ভগবানে অভেদদৃষ্টির নিমিত্ত যদিও শাস্ত্রের উপদেশ আছে, তথাপি শ্রীগুরু ও শিবকে শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া মনে করাই প্রসিদ্ধ শুদ্ধভক্তগণের অভিমত। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ স্তবাবলী গ্রন্থে মনঃশিক্ষার ২য় শ্লোকে বলিয়াছেন—"গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।" অর্থাৎ রে মন! শ্রীগুরুবরকে শ্রীমুকুন্দের প্রিয়তমরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীগুর্ব্বষ্টকে ৭ম শ্লোকে বলিয়াছেন—"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এবেত্যাদি" এবং ৩য় শ্লোকে শ্রীগুরুর ভক্তভাব বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যনানা-
শৃঙ্গারতন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি-
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণের এইসকল বাক্যানুসারে শ্রীগুরুর ভক্তভাবের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রাগানুগামার্গের প্রধান আদর্শ শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণের শ্রীমুখকমল হইতে উপদেশবাণীরূপে স্পষ্টাক্ষরে বিনিঃসৃত হইয়াছে যে—"গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর"। (শ্রীপাদ নরোত্তম ঠকুর মহাশয়ও প্রার্থনাতে স্বকীয় শ্রীগুরুকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবাপরা শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতা শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরীরূপেই ভাবনা করিয়াছেন।) অতএব শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণের অনুগত ভক্তগণের পক্ষে শ্রীগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তজ্ঞানে পূজা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তরূপে ভাবনা করাই যাঁহাদের (যে গোস্বামিপাদগণের) স্পষ্ট অভিপ্রায়, তাঁহাদের মতে শ্রীগুরুপূজায়ও গুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী ও ভোগে অপ্রসাদী নৈবেদ্য অর্পণ করা কখনই সমীচীন হইতে পারে না। কারণ যাহাতে যাহার সন্তোষ তাহাতেই তাহার পূজা। যিনি (শ্রীগুরুদেব) শ্রীকৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়েন, তাঁহার চরণে শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রিয়া তুলসী অর্পণ করিতে গেলে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কি? আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধার সংযোগ ঘটে নাই, এমন কোন ভোজ্যবস্তু তাঁহার রুচিকর হইতে পারে কি? শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণপ্রবর্ত্তিত রাগানুগা মার্গানুবর্ত্তী শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী প্রাচীন সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের ভজনপদ্ধতিতেও জানা যায়, তাঁহারা শ্রীগুরুকে শ্রীনবদ্বীপলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপরা মঞ্জরী রূপেই ভাবনা করিতেন। শ্রীগুরুপূজাতে শ্রীগুরুর চরণে তুলসী ও ভোগে অপ্রসাদী নৈবেদ্য অর্পণ করা তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে। বর্ত্তমান সময়ে প্রভুসন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণ প্রবর্ত্তিত ভজনপথের আচার্য্য এবং শ্রীবৃন্দারণ্যনিবাসী যে সকল মহানুভব বৈষ্ণব রাগানুগামার্গের আদর্শ, তাঁহাদের ভজনপদ্ধতি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারাও শ্রীগুরুকে পূর্ব্বোক্তরূপে ভাবনা ও পূজা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীপাদ গোস্বামিচরণগণের অভিপ্রায় এবং তদনুগত সংসম্প্রদায়ের আচরণ সাদরে শিরোধার্য্য করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য নহে কি?

বিশুদ্ধ ভক্তেরা শ্রীশিবকে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের সহিত প্রিয়তমত্বরূপেই যে অভেদদৃষ্ট করিয়া

থাকেন, তাহারই প্রমাণরূপ ৪।৩০ অধ্যায়ে শ্রীমৎ অষ্টভুজ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রচেতাগণের বাক্য উল্লেখ করিতেছেন। যথা—বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম ॥২১৩॥ অর্থাৎ প্রচেতাগণ কহিলেন, হে প্রভো! আমরা কিন্তু তোমার প্রিয়সখা যে মহাদেব তাঁহার ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবে যে ভবরোগ অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য সেই সংসারের সাক্ষাৎ ভিষক্তম অর্থাৎ সদ্বৈদ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। জীব যতদিন পর্য্যন্ত তোমাকে প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই বিষম সংসার-রোগ হইতে অন্য কোন উপায়েও মুক্ত হইতে পারে না। তুমিও আবার এমনই সদ্বৈদ্য যে তোমার দর্শন-মাত্রেই সংসারব্যাধি আপনিই নিবৃত্তি হইয়া যায়। তোমাকেও আবার তোমার প্রিয়জনের সঙ্গ বিনা অন্য কোনও উপায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শ্লোকে শ্রীশিব প্রচেতাগণের গুরু। সেই শ্রীগুরু যে শ্রীভগবানের প্রিয় তাহাও বক্তা প্রচেতাগণের উক্তিতে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন ॥২১৩॥

টীকা চ—তব যঃ প্রিয় সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৄণাং গুরুঃ ॥৩॥৩০॥ শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজপুরুষম্ ॥২১৩॥

তদেবং রুচ্যাদিঃ শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ান্তঃ উপাসনা-পূর্ব্বাঙ্গরূপঃ সাম্মুখ্যভেদো বহুবিধো দর্শিতঃ। অথ সাক্ষাদুপাসনলক্ষণস্তদ্ভেদোঽপি বহুবিধো দর্শ্যতে। তত্র সাম্মুখ্যং দ্বিবিধম্—নির্ব্বিশেষময়ং সবিশেষ-ময়ঞ্চ। তত্র পূর্ব্বং জ্ঞানম্। উত্তরন্তু দ্বিবিধম্—'অহং-গ্রহোপাসনারূপং ভক্তিরূপঞ্চ। অথ জ্ঞানস্য লক্ষণম্—'জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্ ইতি ॥২১৪॥

অভেদোপাসনং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥১১॥১৯॥

শ্রীভগবান্ ২১৪॥

তৎসাধনপ্রকারশ্চৈবং বহুবিধস্তত্র তত্রোক্তঃ। স চ জ্ঞানমেবোচ্যতে। তত্র শ্রবণং শ্রীপৃথুসনৎ-কুমারসংবাদাদৌ দ্রষ্টব্যম্। তদনুসারেণ মননঞ্চ জ্ঞেয়ম্। প্রথমতঃ শ্রোতৄনাং হি বিবেকস্তাবানেব যাবতা জড়াতিরিক্তং চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপ-ভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনীখণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্য-বিমানাদিপরস্পরপৃথক্ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষা-স্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষো ন ক্ষমন্তে ইত্যন্বয়ঃ তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ। ন চেন্নির্বিশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। তথৈব নিদি-ধ্যাসনমপি তেষাং। তদ্ যথা—স্থিরং সুখঞ্চাসন-মাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্। কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥ মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েৎ তমাত্মনি। আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥২১৩॥

এতাং বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং স্বরূপভূতয়া বুদ্ধ্যা আত্মনি তা দ্রষ্টৃত্বাদিরহিতে শুদ্ধে জীবে। তঞ্চ শুদ্ধ-মাত্মানং আত্মনি ব্রহ্মণি। অবরুধ্য তদেকত্বেন বিচিন্ত্য। লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যা-দ্বিরমেত। তস্য ততঃ পরং প্রাপ্যাভাবাৎ ॥২॥২॥ শ্রীশুকঃ ॥২১৫॥

অতএব পূর্ব্বে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্মে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে—ভক্তি-অঙ্গের প্রথম সোপান ভক্ত্যঙ্গে রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগুরু-

পাদাশ্রয় পর্য্যন্ত উপাসনার পূর্ব্বাঙ্গরূপ বহুপ্রকার ভগবৎ-সাম্মুখ্যভেদ দেখান হইয়াছে। এইক্ষণ সাক্ষাৎ উপাসনারূপ সাম্মুখ্যের যে বহুপ্রকার ভেদ আছে, তাহাও দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে সাম্মুখ্য আপাততঃ দুই প্রকার। এক নির্ব্বিশেষময় ও দ্বিতীয় সবিশেষময়। তন্মধ্যে নির্ব্বিশেষময় সাম্মুখ্য—অভেদভাবনাত্মক জ্ঞান; দ্বিতীয় সবিশেষময় সাম্মুখ্য দুই প্রকার। এক অহংগ্রহোপাসনারূপ, অপর ভক্তিরূপ। জ্ঞানসাধনের লক্ষণ ১১ স্কন্ধের—১৯ অধ্যায়ে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্।"

আমাতে ভক্তি করার নাম প্রকৃষ্টধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—অভেদ উপাসনাকে জ্ঞান বলে॥২১৪॥

সেই জ্ঞানসাধনের প্রকারও শ্রীমদ্ভাগবতে স্থানে স্থানে বহুবিধরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সেই সকল প্রকারকেও জ্ঞান নামে উল্লেখ করা হয়। সেই জ্ঞানাদি শ্রবণ, ও জ্ঞানাদি সাধনের প্রকারটী শ্রীপৃথু সনৎকুমার-সংবাদ প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য এবং সেই শ্রবণের প্রকার অনুসারেই প্রথমতঃ জ্ঞানসাধক শ্রোতাগণের ততটা পর্য্যন্তই বিবেকের প্রয়োজন, যতটা বিবেকের দ্বারা চিত্তে জড়াতিরিক্ত কেবল চৈতন্য মাত্র বস্তু উপস্থিত হয়। সেই বস্তুটী যদ্যপি জড়সম্বন্ধরহিত, কেবল চৈতন্যস্বরূপ তথাপি তাহাতে স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধ ভগবত্তা প্রভৃতিরূপ যে সকল বিশেষ আছে, সেই সকল অভেদ-উপাসক জ্ঞানী সাধক তাহার বিবেক লইতে সমর্থ নয়। যেমন রজনীগত নিখিল-দোষখণ্ডনকারী জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য কেবল জ্যোতির্ম্ময় হইলেও তাহার মণ্ডলের ভিতরে ও বাহিরে অলৌকিক সপ্তাশ্ব রথ প্রভৃতি এবং পরস্পর পৃথকীভূত রশ্মি ও রশ্মির-পরমাণুরূপ বিশেষ আছে। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে সেই সকল বিশেষ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু দেবগণ সকল বিশেষই গ্রহণ করিতে পারেন। সেই প্রকার কেবল চৈতন্যস্বরূপ বস্তুতেও স্বরূপভূত যে সকল বিশেষ আছে, নির্ভেদ অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধনে সেই সকল বিশেষ গ্রহণ করিতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলেন—

"জ্ঞানমার্গে লইতে নারে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ।

* * *

সূর্য্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।

শ্রীধর স্বামিপাদ—

"এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈঃ" ১০.৩. এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "নহি গ্রাহ্যৈঃ সহ ভাবমাত্রগ্রহণে কারণম্ কিন্তু ইন্দ্রিয়াণাং শক্তিঃ সা চ কার্য্যৈকসমধিগম্যা যথা কার্য্যমেব কল্প্যতে, যথা চক্ষুষা রূপগ্রহণে রসাদিগ্রহণং নাস্তি॥"

গ্রাহ্য বস্তুর সহিত তাহার ধর্ম্ম মাত্র গ্রহণ হয় না কিন্তু ধর্ম্মমাত্র গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণের শক্তির অপেক্ষা আছে। আবার বস্তুগ্রহণের তারতম্য অনুসারে সেই ইন্দ্রিয়শক্তিরও তারতম্য পরিচিত হইয়া থাকে। যেমন কোনও ব্যক্তি ঘট দর্শন করিতেছে, কিন্তু ঘট দেখিতেছে বলিয়াই ঘটগত নীলত্ব, পীতত্ব, কিংবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা অথবা গলাটী চিপা কি স্থূল এসবও গ্রহণ করিতে পারিবে, এরূপ নিয়ম নহে। যাহার যতটা পর্য্যন্ত চক্ষের বস্তুগ্রহণে সামর্থ্য, সে ততটা পরিমাণেই বস্তুর সত্তা এবং বস্তুগত ধর্ম্মসকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। আবার ঐ সকল ধর্ম্ম গ্রহণ এবং অগ্রহণের দ্বারাই চক্ষুর দর্শনশক্তির তারতম্য বিবেচিত হইয়া থাকে। অপর দৃষ্টান্ত—যেমন কোনও এক ধনীর গৃহে মণিময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য একটী বৃদ্ধ নিজের পৌত্রটী সঙ্গে করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধটী যাইয়া শ্রীমূর্ত্তির কেবল জ্যোতিঃই দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে অবস্থিত মধুর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়া আনন্দ উল্লাসলাভ করিতে পারিলেন না। বালকটী কিন্তু জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তির অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দর্শন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল। তেমনই জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে স্বরূপগত অনন্ত ধর্ম্ম থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া নির্ব্বিশেষ চিন্ময়স্বরূপই অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তগণ ভক্তিনেত্রে সেই সকল ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতি স্বরূপগত অনন্ত ধর্ম্মগ্রহণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসে মাতিয়া থাকেন। সেই সকল জ্ঞানসাধকগণও যদি মহতের কৃপা-বিশেষ ভাবময়ী দৃষ্টি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে

তাঁহারাও তখন স্বরূপগত বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন। আর যদি মহৎকৃপা লাভ করিতে না পারেন তাহা হইলে নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মানুভবে সেই ব্রহ্মস্বরূপেই লীন হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞানিগণের নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উপাসনাও দ্বিতীয়স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—

"স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম। কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিয়চ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ। মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিনয়েৎ তমাত্মনি। আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥"

এইরূপ আসন্নমৃত্যু মানব যদি স্বয়ং দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি কর্তব্য তাহাই বলিতেছেন—হে রাজন্! পূর্ববর্ণিতলক্ষণ যোগী যদি এই দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পুণ্যক্ষেত্রে এবং উত্তরায়ন প্রভৃতি কালে মনের আসক্তি রাখিবে না। কারন দেশ বা কাল যোগীর সিদ্ধিলাভের হেতু নহে, কিন্তু যোগই সিদ্ধিলাভের হেতু। এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া স্থির এবং সুখকর আসনে অবস্থান করতঃ প্রাণসংযম করিবে। তৎপর অমলা নিজ বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত রাখিয়া এই অমলা বুদ্ধিকে বুদ্ধি প্রভৃতির দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন করিবে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে স্বরূপভূতা বুদ্ধিদ্বারা "বুদ্ধ্যাদি-দ্রষ্টৃত্বপ্রভৃতিধর্ম্মরহিত শুদ্ধজীবে"লীন করিবে। সেই শুদ্ধ আত্মাকেও ব্রহ্মস্বরূপে অবরোধ করিবে। অবরোধ শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত শুদ্ধ জীবাত্মাকে অভেদরূপে ভাবনা করা। তৎপর নিবৃতি লাভ করিয়া সাধনকৃত্য হইতে বিরত হইবে। যেহেতু সেই জ্ঞানীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবের পর আর অধিক প্রাপ্য কিছু নাই! অভেদানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান সাধকের ঐকাত্ম্যদৃষ্টি পর্য্যন্তই চরম ফল॥ ২১৫ ॥

তদেবং জ্ঞানমুক্তম্। ইদমেব স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যত ইত্যনেন শ্রীগীতাসূক্তম্। স্বস্য শুদ্ধস্যাত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মন্যধিকৃত্য বর্ত্তমানত্বাদধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। অথাহংগ্রহোপাসনং তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহমিতি চিন্তনম্। অস্য ফলং স্বস্মিংস্তচ্ছক্ত্যাদ্যাবির্ভাবঃ। যথা বিষ্ণুপুরাণে—নাগপাশাদিযন্ত্রিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশমাত্মানং স্মরণ্ নাগপাশাদিকমুৎসারিতবান্। অত্রান্তিমফলঞ্চ কীটপেশস্কৃন্ন্যায়েন সারূপ্যসার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্। অথ ভক্তিঃ। তস্যাস্তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণঞ্চ যথা গরুড়পুরাণে—বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যথা সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ যথা নান্যেন কেনচিৎ। ইত্যুক্ত্বাহ, ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী ॥ ইতি ॥ অত্র যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে ইতি তটস্থলক্ষণম্। তত্র চ অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদিসিদ্ধত্বাদব্যাপ্ত্যভাবঃ, যথা ভক্ত্যেত্যাদ্যুক্তত্বাদতিব্যাপ্ত্যভাবঃ, বুধৈঃ প্রোক্তত্বাদসম্ভবাভাবঞ্চ। সেবাশব্দেন স্বরূপলক্ষণম্। স চ কায়িকবাচিকমানসাত্মিকা ত্রিবিধেবানুগতিরুচ্যতে। অতএব ভয়দ্বেষাদীনামহংগ্রহোপাসনস্যাশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। সাধনভূয়সী সাধনেষু শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। তদেব লক্ষণদ্বয়ং প্রকারান্তরেণাহ—যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়াহ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ২১৬ ॥

অবিদুষাং পুংসাং তন্মাহাত্ম্যমবিদ্বদ্ভিঃ অপি কর্তৃভিঃ। আত্মনঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ ইতি আবির্ভাবভেদবতঃ স্বস্য কর্ম্মভূতস্য অঞ্জঃ অনায়াসেনৈব লব্ধয়ে—লাভায়। উপায়াঃ সাধনানি। স্বয়ং ভগবতা, কালেন নষ্টা বাণীয়ং প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ ইত্যনুসারেণ প্রোক্তাঃ। তান্ উপায়ান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্

র্বিদ্ধি। এই প্রসিদ্ধৌ তত্র সাক্ষাদ্ ভক্তেরপি-ভাগবতধর্ম্মাখ্যত্বম্ এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ ইত্যাদৌ পরমধর্ম্মত্বখ্যাপনয়া দর্শিতম্। অত্রাত্মলব্ধয়ে প্রোক্তা ইতি তটস্থলক্ষণম্। অন্যেন তদলাভাদব্যভিচারি। আত্মলব্ধয়ে উপায়া ইতি তু স্বরূপলক্ষণম্। তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব ॥ ১০ ॥ ২ ॥ শ্রীকবি-র্নিমিম্ ॥ ২১৬ ॥

এইপ্রকার সংক্ষেপে জ্ঞানমার্গ বর্ণিত হইলেন। গীতা শাস্ত্রে 'স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে' এইপ্রকার ভাবে জ্ঞানকেই অধ্যাত্ম বলিয়া পরিচয় করান হইয়াছে। স্বভাব ও অধ্যাত্ম এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্য "স্বস্য শুদ্ধস্য আত্মনো ভাবো ভাবনা ইতি স্বভাবঃ" স্ব শব্দের অর্থ শুদ্ধ আত্মা, ভাব শব্দের অর্থ ভাবনা, অর্থাৎ শুদ্ধ ত্বং পদার্থ জীবস্বরূপের যে ভাবনা তাহার নাম স্বভাব। অধ্যাত্ম—আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানত্বাৎ অধ্যাত্মং অর্থাৎ আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা হয় তাহার নাম অধ্যাত্ম। অনন্তর অহংগ্রহ উপাসনা কাহাকে বলে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। "তচ্ছক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহং ইতি চিন্তনং" অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি, এই প্রকার চিন্তার নাম অহংগ্রহ উপাসনা। এইপ্রকার চিন্তার ফল নিজে সেই ঈশ্বরের শক্তিবিশেষের আবির্ভাব লাভ করা। যেমন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে নাগপাশাদির দ্বারা আবদ্ধ শ্রীপ্রহ্লাদ, বিভুতা প্রভৃতি শক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি এই প্রকার স্মরণ করিতে করিতে নাগপাশাদি বন্ধন বিমোচন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তখন শ্রীপ্রহ্লাদে এমত বিভুতা-শক্তি প্রকাশ পাইল যে যাহাতে আর নাগপাশাদি দ্বারায় তাহাকে বন্ধন করিতে কেহ সমর্থ হইল না। এই প্রকার অহংগ্রহ উপাসনাতে অন্তিম ফল কুমুড়ে পোকাকে চিন্তা করিতে করিতে আরশোলা যেমন কুমুড়ে পোকার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কুমুড়ে পোকাতে মিশে না আর একটা ভিন্ন কুমুড়ে পোকা হইয়া যায়, সেই প্রকার বিবিধশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে ঈশ্বরের সমান রূপ প্রাপ্তি অথবা সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি রূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। এইক্ষণ ভক্তিলক্ষণ পরিচয় করাইতেছেন। সেই ভক্তির তটস্থলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ গরুড় পুরাণে যেমন উল্লেখ করা আছে তেমনই দেখাইতেছেন। "বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥" আমি সেই বিষ্ণুভক্তি তোমাকে বলিব, যে ভক্তিদ্বারা সব লাভ করিতে পারা যায়। ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেমন সন্তুষ্ট হয়েন অন্য কিছু দ্বারাই তেমন সন্তুষ্টি লাভ করেন না। এইরূপ বলিয়া পরে বলিতেছেন—"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধন-ভূয়সী॥" ভজ ধাতুর অর্থ সেবা অতএব পণ্ডিতগণ নিখিল সাধনগণমধ্যে সেবাকেই শ্রেষ্ঠা ভক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন! এই প্রমাণে যে ভক্তির দ্বারায় সব লাভ করিতে পারা যায়, সেই লাভই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। বস্তুর অসাধারণ কার্য্যই তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ যে কার্য্যটী তাহারই, অন্য কাহারও নয় তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। ভগবানে ভক্তি করিলে যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ২।৩।১০ শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম কিংবা দেহ ইন্দ্রিয় সুখার্থে উক্ত অনুক্ত সর্ব্বকাম অথবা মোক্ষকাম যাহাই হউন সকলেই তীব্র ভক্তিযোগে পরম পুরুষ শ্রীভগবানকে উপাসনা করিবে ইহা দ্বারা অব্যাপ্তি দোষ নিবৃত্তি করা হইল। "স্বলক্ষ্যৈকলক্ষণাপ্রবেশঃ অব্যাপ্তি' অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা সকলই পাওয়া যায় এই যে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ করিয়াছিলেন তাহার অপ্রবেশ সর্ব্বপ্রাপ্তির মধ্যে কোথাও হইল না। আবার ভক্তির লক্ষণ করিতে যাইয়া কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনে সেই ভক্তিলক্ষণের প্রবেশরূপ অতিব্যাপ্তি দোষও "যথা ভক্ত্যা-হরিস্তুষ্যেৎ" এই লক্ষণের দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে—অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের যেমন সন্তোষ তেমন অন্য কিছু দ্বারাই হয় না এইরূপ উল্লেখ করায় জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি সাধনে ভক্তিলক্ষণের প্রবেশ হইল না বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষও খণ্ডিত হইয়াছে। আবার পণ্ডিতগণই তাহাকে ভক্তি বলেন এইরূপ উল্লেখ থাকায় ভক্তি দ্বারা যে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয় এ বিষয়ে অসম্ভাবনা করিবার অবসর থাকিল না কারণ পণ্ডিতগণের উক্তি অব্যভিচারিণী। সেইটীই ভক্তির

স্বরূপ লক্ষণ। সেই সেবাও কায়িক, বাচিক, মানস ভেদে তিন প্রকারেই ভগবদনুগতি। অতএব ভয় দ্বেষ প্রভৃতিতে এবং অহংগ্রহ উপাসনা প্রভৃতিতে ভক্তি-লক্ষণের প্রবেশ হইল না। যেহেতু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে অনুগতি নাই অর্থাৎ যাহা করিলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কায়িক বাচিক, মানস, অনুশীলন নাই বলিয়া ভয় দ্বেষ এবং অহংগ্রহ উপাসনাতে ভক্তিলক্ষণ প্রবেশ করিল না। 'সাধনভূয়সী' শব্দের অর্থ সাধনগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা। সেই ভক্তির তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ অন্য প্রকারে ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥" ২১৬॥ অর্থাৎ যাহারা ভক্তি-মাহাত্ম্য জানে না এমন অজ্ঞ ব্যক্তিও ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিন প্রকার আবির্ভাববিশিষ্ট আত্মা অর্থাৎ নিজকে অঞ্জঃ—অনায়াসে প্রাপ্তির জন্য ভগবান্ স্বয়ংই যে সকল উপায় অর্থাৎ সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল সাধনের নাম ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি মনু প্রভৃতি দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিশুদ্ধা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম মনু প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব বোধে, নিজ শ্রীমুখেই যে বর্ণন করিয়াছিলেন তাহা ১১।১৪ অধ্যায়ে স্বয়ং উদ্ধব মহাশয়ের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন—"কালেন নষ্টা বাণীয়ং প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥" হে উদ্ধব! প্রলয়কালে জগতে ভক্তিগ্রাহক লোক না থাকায়—বেদপ্রতিপাদ্য এই ভক্তি-কথা নষ্টপ্রায় হইয়াছিল অর্থাৎ মানুষ-সমাজে প্রচার ছিল না। আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে হ্লাদিনী-শক্তির সারভূতা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মের কথা ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছিলাম। এই অনুসারে শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে যে সকল উপায়ের কথা উপদেশ বা আদেশ করিয়াছেন তাহার নাম ভাগবত-ধর্ম্ম। শ্লোকোক্ত হি শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ একথা বেদে পুরাণে ও মনুষ্যলোকে দেবসমাজে প্রসিদ্ধই আছে। এইক্ষণ সাক্ষাৎ ভক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে সাক্ষাৎ ভক্তিরও ভাগবতধর্ম্ম সংজ্ঞা আছে।৬।৩।২২ শ্লোকে ধর্ম্মরাজ যম আপনি বলিয়াছেন "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥" ইহলোকে শ্রীহরির নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা শ্রীভগবানে যে ভক্তিযোগ ইহাই মানবমাত্রের পরম ধর্ম্ম। এই ভাগবতধর্ম্ম লক্ষণে ভগবৎপ্রাপ্তি ভাগবতধর্ম্মের অসাধারণ কার্য্য বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। ভগবানকে পাইবার জন্য যে-সকল উপায় বলা হইয়াছে সেই সকল উপায় অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভাগবতধর্ম্ম বা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ও ভগবদনুগতি অর্থাৎ অনুকূল অনুশীলন ২১৬॥

সা ভক্তিস্ত্রিবিধা আরোপসিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধা স্বরূপ-সিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা কর্ম্মাদিরূপা। সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন, তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবত ইত্যাদি-প্রকরণেষু, সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমিত্যাদিনা লব্ধত-দন্তঃপাতাজ্ঞানকর্ম্মতদঙ্গরূপা। স্বরূপসিদ্ধা চাজ্ঞানাদি-নাপি তৎপ্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী সাক্ষাৎ তদনুগত্যাত্মা তদীয়শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিত্যাদৌ বিষ্ণোঃ শ্রবণং কীর্ত্তনমিতি বিশিষ্টস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ তেষামপি নারোপসিদ্ধত্বম্। প্রত্যুত মূঢ় প্রোন্মত্তাদিষু তদনুকর্ত্তৃষ্বপি কথঞ্চিৎ সম্বন্ধেন ফলপ্রাপকত্বাৎ স্বরূপসিদ্ধং। যথা শ্রীপ্রহ্লাদস্য পূর্ব্বজন্মনি শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশ্যুপবাসঃ। যথা কুক্কুরমুখগতস্য শ্যেনস্য ভগবন্মন্দিরপরিক্রমঃ। এবমন্যদৃষ্ট্যাদিনা মূঢ়াদিভিঃ কৃতস্য বন্দনস্যাপি জ্ঞেয়ম্। তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনরকৈতবা সকৈ-তবা চেতি দ্বিবিধা জ্ঞেয়া। তত্রারোপসঙ্গসিদ্ধয়ো-র্যস্যা ভক্তেঃ সম্বন্ধেন ভক্তিপদপ্রাপ্ত্যাং সামর্থ্যং তন্মাত্রাপেক্ষত্বং চেৎ অকৈতবত্বং। স্বীয়ান্যদীয়-ফলাপেক্ষত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। স্বরূপসিদ্ধায়াশ্চ যস্য

ভগবতঃ সম্বন্ধেন তাদৃশং মাহাত্ম্যং তন্মাত্রাপেক্ষ-পরিকরত্বঞ্চেদকৈতবত্বং, প্রয়োজনান্তরাপেক্ষয়া কর্ম্ম-জ্ঞানপরিকরত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। ইয়মেব কৈতবা-কিঞ্চনাখ্যত্বেন পূর্ব্বমুক্তা। ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবেঽত্র পরম ইত্যেব বাস্য তত্ত্বদ্বয়বিধত্বে প্রমাণং জ্ঞেয়ম্। তথোক্তম্ প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা-হরিরন্যদ্বিড়ম্বনমিতি। অথারোপসিদ্ধা। এতদর্থ-মেব নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতমিত্যাদৌ, সকাম-নিষ্কাময়োর্দ্বয়োরপি কর্ম্মণো নিন্দা, ভগবদ্বৈমুখ্যা বিশেষাৎ। তত্র যাদৃচ্ছিকচেষ্টায়া অপি ভগবদর্পি-তত্বে ভগবদ্ধর্ম্মত্বং ভবতি কিমুত বৈদিককর্ম্মণ ইতি বক্তুং তস্যা অপি তদ্রূপত্বমাহ—কায়েন বাচা মন-সৈন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ-তৎ। ॥ ২১৭ ॥

পূর্ব্বং হি ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত ইতি প্রশ্না-নন্তরং, যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা ইত্যাদিনা মুখ্য-ত্বেন সাক্ষাৎ তল্লব্ধয়ে উপায়ভূতাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ো ভাগবতা ধর্ম্মা লক্ষিতাঃ। তে চাত্রৈব শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেরিত্যাদিনা কতিচিদ্ দর্শিতাঃ। উত্তরা-ধ্যায়ে চ তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবত ইত্যুপক্রমবাক্যাদনন্তরম্, ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া ইত্যুপসংহারবাক্যস্য প্রাক্ ভাগবতধর্ম্মত্বেনান্যসঙ্গাদিত্যাগাদিকমপি বক্ষ্যতে, সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমিত্যাদিনা। তস্মাৎ লৌকিক-কর্ম্মাদ্যর্পণমিদং যথাকথঞ্চিৎ-তদ্ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থমেবোচ্যতে। অর্থশ্চায়ং টীকায়াম্। আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা। অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ। অয়মর্থঃ। ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুসারিলৌকিক-মপীতি। শ্রীগীতাসু চ, যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণ-মিতি। ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারেত ইত্যাদি-মন্ত্রশ্চ তথা। অত্র স্বাভাবিককর্ম্মণোঽর্পণে দুষ্কর্ম্মণো দ্বিবিধা গতিঃ। জ্ঞানেচ্ছু নামবিশেষেণ। ভক্তীচ্ছুনাস্তু অনেন দুর্ব্বাসনদুঃখদর্শনেন স করুণাময়ঃ করুণাং করোত্বিতি বা, যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বন-পায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তপ্রকারেণ, যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ইতি পাদ্মোক্তপ্রকারেণ চ মম সুক-র্ম্মণি দুষ্কর্ম্মণি চ যৎ রাগসামান্যং তৎ সর্ব্বতো-ভাবেন ভগবদ্বিষয়মেব ভবত্বিতি বা সমাধেয়ম্। কামিনান্তু সর্ব্বথৈব সর্ব্বদুষ্কর্ম্মার্পণম্। বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে॥ ইত্যত্র পুন-র্বৈদিকমেবেশ্বরেঽর্পিতং কুর্ব্বাণ ইত্যুক্তম্॥ ১১ ॥ ২ ॥ শ্রীকবির্নিমিম্। ॥ ২১৭ ॥

যে ভক্তির লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই ভক্তি আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে-স্বরূপতঃ ভক্তিত্ব অর্থাৎ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ধর্ম্ম না থাকিলেও নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবৎ-সন্তোষার্থে তাঁহাতে অর্পণাদি দ্বারা যাহা ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার নাম আরোপসিদ্ধা ভক্তি অর্থাৎ ভগবানে আরোপ করা হয় বলিয়া ভক্তিত্ব লাভ করে, কর্ম্মাদিরূপা। স্বরূপতঃ ভক্তিত্ব অর্থাৎ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন না থাকিয়াও ভক্তি পরিকররূপে সংস্থাপন দ্বারা যেটীর ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় তাহার নাম সঙ্গসিদ্ধা। যেমন ১১৷৩ অধ্যায়ে প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের উপদেশপ্রসঙ্গে "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ" ইত্যাদি প্রকরণে সর্ব্বতোমনসোঽসঙ্গং অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহায়-রূপে মধ্যে জ্ঞানকর্ম্মাদিকে ভক্তির অঙ্গরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ এই যে অজ্ঞানাদির দ্বারাও তাহার প্রাদুর্ভাব হইলে ভক্তিত্বে অব্যভিচারিণী

সাক্ষাৎ ভগবদ্‌আনুকূল্যজীবনা ভগবৎসম্বন্ধি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা। যেমন ৭।৫ অধ্যায়ে ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিয়াছেন "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং, অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং" 'অর্থাৎ বিষ্ণুর শ্রবণ, বিষ্ণুর কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ আদরবিশেষে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা, বিষ্ণুর অর্চ্চন, বিষ্ণুর নমস্কার, বিষ্ণুর দাস্য, বিষ্ণুর সখ্য, বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ এই নববিধা ভক্তি স্বরূপসিদ্ধা। অর্থাৎ এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—অব্যবধানে সাক্ষাৎরূপে শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধে কায়িক, বাচিক, মানস চেষ্টার নাম স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি। এই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গের সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধ থাকায় এবং কর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি হইতে এই সকল ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিবার জন্যই সেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি আরোপসিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ হইতে পার্থক্য আছে। যেহেতু আরোপসিদ্ধাভক্তিতে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া অনুষ্ঠিতকর্ম্মাদি ভগবানেতে অর্পিত হয়। স্বরূপসিদ্ধাভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, অবুদ্ধিপূর্ব্বকও যদি তাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলেও তাহার ভক্তিধর্ম্মের বা ফলপ্রাপ্তির ব্যভিচার নাই। এইজন্য ইহাকে আরোপসিদ্ধা-লক্ষণমধ্যে পরিগণিত করা যায় না। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির এমনই প্রভাব যে ভক্তির অনুকরণ-কারী মূঢ় প্রোন্মত্ত প্রভৃতিতেও কোনও প্রকারে ভক্তিসম্বন্ধ থাকায় ফলপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। যেমন শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীর উপবাস। পূর্ব্বজন্মে শ্রীপ্রহ্লাদ একটী ব্রাহ্মণযুবক ছিলেন। চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত থাকায় একটী বেশ্যাতে আসক্ত ছিলেন। একদিন বেশ্যার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় উপবাস করিয়া থাকেন। দৈবাৎ সেই-দিন শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীর উপবাস তিথি ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমুদয় খবর কিছুই রাখেন না। খবর না থাকিলেও ভক্তির স্বভাবে ও প্রভাবে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর উপবাসের ফলে পরজন্মে শ্রীনৃসিংহদেবের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন এবং সেই ভক্তিতে নিত্যসিদ্ধ শ্রীপ্রহ্লাদের ভাবের সহিত কোনও পার্থক্য না থাকায় পরজন্মে নিত্যসিদ্ধ শ্রীপ্রহ্লাদের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ২য় দৃষ্টান্ত—একটী শ্যেন পাখীকে কুক্কুরে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই পাখীটী ভয়ে একটী ভগবন্মন্দির পরিক্রমা করে। সেই পাখীটীর ভগবন্মন্দির পরিক্রমার ফলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। এই প্রকার অন্ধদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারাও মূঢ় প্রভৃতি যদি নমস্কার করে তাহা হইলে সেই নমস্কারের ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন গ্রীষ্মকালে কোনও লোক শ্রীভগবন্মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া দেখিল নাটমন্দিরটী শ্বেতপাথর দ্বারা বাঁধানো আছে। তখন ঠাণ্ডা পাইয়া সেই মন্দিরের সম্মুখে লম্বা হইয়া শয়ন করে; অষ্টাঙ্গপ্রণামের আভাসে পরজন্মে পরমভক্ত হইয়াছিলেন। এই পূর্ব্ববর্ণিত তিনপ্রকার ভক্তিই অকৈতবা ও সকৈতবা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা যে ভক্তির সম্বন্ধ লইয়া ভক্তি সংজ্ঞা পাইতে সামর্থ্য লাভ করে কেবল সেই ভক্তিমাত্রেরই যদি অপেক্ষা থাকে, ভক্তি ভিন্ন অন্য ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকে সেই আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা। আর যদি স্বকীয় বা অন্যদীয় ফলাপেক্ষা থাকে তাহা হইলে ঐ আরোপ ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি অকৈতবা। পূর্ব্বে এই অকৈতবা ভক্তিকেই অকিঞ্চনা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।" ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ" এই শ্লোকে এই ভক্তির সকৈতবত্ব এবং অকৈতবত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। মূলকথা ভক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে কোনও একটীতেও কামনা থাকিলে সেই ভক্তি সকৈতবা। আর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মধ্যে কোনও একটীতে কামনা না রাখিয়া একমাত্র ভগবৎসন্তোষার্থে অনুষ্ঠিতা ভক্তি অকৈতবা। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে যে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বরূপসিদ্ধাভক্তির পরমসামর্থ্য; যদি কেবল সেই শ্রীভগবানেরই অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেই সেই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি অকৈতবা। এই ভক্তিকেই অকিঞ্চনা নামে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভি-প্রায়েই ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় ৭।৭।৪৪ শ্লোকে অসুরবালকগণকে বলিয়াছিলেন—

"ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
শ্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥"

দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, এবং নিখিল ব্রত প্রভৃতি সকলই হরিসাধনের অভিনয় মাত্র। যেহেতু শ্রীহরি একমাত্র অমলা অর্থাৎ নিষ্কামা ভক্তিদ্বারাই তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় বলেন—

হরি হরি কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহিল শেল
নাহি ভেল হরি অনুরাগ ॥
যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান, পুণ্য কর্ম্ম জপ ধ্যান
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥

এইক্ষণ আরোপসিদ্ধা ভক্তির প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। এই অভিপ্রায়েই "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদ্‌বিমুখভাব নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সকাম নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মই নিন্দিত। যিনি যতই সৎকার্য্য করুন না কেন যদি ভগবদনুসন্ধান হৃদয়ে না থাকে তাহা হইলে সকল কার্য্যই অসৎ। তন্মধ্যে দৈহিক ও ব্যবহারিক চেষ্টাও ভগবানে অর্পিত হইলে সেই ব্যবহারিক দৈহিক চেষ্টাই যদি ভগবদ্‌ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে বৈদিক কর্ম্ম যদি ভগবানে অর্পিত হয় তাহা যে ভগবদ্‌ধর্ম্ম হইবে তাহাতে আর সংশয় কি আছে? ইহাই দেখাইবার জন্য সেই ব্যবহারিক ও দৈহিক চেষ্টারও ভগবদ্‌ধর্ম্মতা বলিতেছেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনাবানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ,
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥১১॥২॥

শ্রীপাদ কবি যোগীন্দ্র কহিলেন হে রাজন্! কায়, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধি ও চিত্তের দ্বারা অথবা নিজ দৈহিক ও ব্যবহারিক যাহা যাহা করিতেছ, সকল পরম পুরুষ শ্রীনারায়ণায় নমঃ বলিয়া সমর্পণ করিবে। ২১৭।

পূর্ব্বে "ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত" অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্ম বল এইরূপ নিমিকৃত প্রশ্নের পর শ্রীকবি যোগীন্দ্র "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ" অর্থাৎ নিজ প্রাপ্তির জন্য শ্রীভগবান্ যে সকল উপায় বলিয়াছেন সেই সকল উপায়ের নাম ভাগবত-ধর্ম্ম, ইত্যাদি প্রকারে মুখ্যরূপে সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভাগবতধর্ম্মসকলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সকল ভাগবতধর্ম্মের মধ্যেও "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের সুমঙ্গল জন্ম কর্ম্ম এবং নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য-লোকাপেক্ষা শূন্য হইয়া বিচরণ করিবে। এইরূপে ভাগবত-ধর্ম্মের কতিপয় অঙ্গ দেখান হইয়াছে। পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের প্রসঙ্গে "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ" সেই শ্রীগুরুচরণসমীপে ভাগবত-ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে। এই উপক্রমবাক্যের পর "ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া" অর্থাৎ এই প্রকার শ্রীগুরুচরণ হইতে ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া ভজন করিতে করিতে ভাবভক্তি লাভ করিবে, সেই ভাব-ভক্তির প্রভাবে নারায়ণপরায়ণ ভক্ত সুখে মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। এই উপসংহার-বাক্যের পূর্ব্বে ভাগবত-ধর্ম্মের সহায়রূপে অন্যসঙ্গত্যাগ প্রভৃতি উপদেশও সর্ব্বতো-মনসোঽসঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা করিবেন। অতএব এই লৌকিক কর্ম্মাদি শ্রীভগবানে সমর্পণ করিলে যেমন তেমন প্রকারে ভাগবতধর্ম্মসিদ্ধি হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ বস্তুতঃ ভগবানে অর্পিত কর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম হইতে পারে না কিন্তু অর্পণসময়ে যথা কথঞ্চিৎ ভগবানের স্মরণ হয় বলিয়া ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া উপচার করা হয়। স্বামিপাদকৃত টীকাতে 'কায়েন বাচা' শ্লোকে নিম্নলিখিত প্রচার অর্থ করা হইয়াছে। "আত্মা" অর্থাৎ চিত্ত অথবা অহঙ্কার দ্বারা যাহা করা হয়, অনুসৃত যে স্বভাব, সেই স্বভাব হইতে কৃত যে কর্ম্ম তাহাও শ্রীভগবানে অর্পিত হইবে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে—কেবল শাস্ত্রবিধিঅনুসারে কৃত কর্ম্মই শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিবে এই প্রকার নিয়ম নয়, স্বভাবানুসারে কৃত-লৌকিককর্ম্মও সমর্পণ করিবে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও উল্লিখিত আছে "যৎকরোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যে হোম কর, যাহা দান কর, যে তপ কর তাহা সমুদয় আমাতেই সমর্পণ কর। এই বাক্যে লৌকিককর্ম্মও যে শ্রীভগবানে অর্পণ করিবার বিধি আছে তাহাই দেখান হইল। পূজা-প্রকরণে কথিত "ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রেও লৌকিক বৈদিক উভয়বিধকর্ম্মই শ্রীভগবানে

সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উভয়বিধ কর্ম্ম-সমর্পণ মধ্যে স্বাভাবিক কর্ম্মার্পণে দুষ্কর্ম্মের দুই প্রকার গতি। জ্ঞানেচ্ছু সাধকের দুষ্কর্ম্ম এবং সুকর্ম্ম উভয়বিধ কর্ম্ম সমর্পণে তাহাদের ফলে কোনও পার্থক্য নাই। কারণ জ্ঞানিগণ "নাহং কর্ত্তা নাহং ভোক্তা" অর্থাৎ আমি কর্ম্মও করিও না কর্ম্মফলও ভোগ করি না। দেহেন্দ্রিয়ই কর্ম্ম করে এবং দেহেন্দ্রিয়ই তাহার ফলভোগ করে। আমি দেহেন্দ্রিয় হইতে পৃথক নিত্যসিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব অণুচৈতন্যস্বরূপ-এই ভাবনাই তাহাদের কর্ম্ম সমর্পণ। ভক্তীচ্ছু সাধকের পক্ষে কিন্তু—আমার এই দুর্ব্বাসনা দুঃখ দর্শন করিয়া সেই করুণাময় আমার প্রতি করুণা করুন। তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া যদি আমার দুর্ব্বাসনাজনিত দুঃখ দূর না করেন, তাহা হইলে আমার নিজ শক্তিতে এই দুর্ব্বাসনা নিবৃত্তি করিবার কিছুমাত্রও সামর্থ্য নাই", এই প্রকারে শ্রীভগবানের নিকটে দৈন্যগাথা বিজ্ঞাপনই কর্ম্মার্পণ, অথবা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥" অবিবেকী জনের বিষয়েতে যে নিশ্চলা প্রীতি, হে নাথ! তোমাকে নিয়ত স্মরণ করি যে আমি আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি সেই-জাতীয় প্রীতি যেন কখনও বিদূরিত না হয়। অথবা এই প্রকারে এবং পদ্মপুরাণে কথিত "যুবতীনাং যথা যুনি, যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥" বহু যুবতীগণের এক যুবকে অথবা বহু যুবকের এক যুবতীতে যেমন ভাবে মন অভিরমিত হয়, হে নাথ! আমার মন যেন সর্ব্বদা তেমনই তোমাতে অভিরমিত হয়। এই প্রকারে আমার সুকর্ম্মে বা দুষ্কর্ম্মে যৎকিঞ্চিৎ আসক্তি আছে, সেই আসক্তি সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে হউক্—এই-প্রকার সমাধান করিতে হইবে। সকাম মানবের কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্বদুষ্কর্ম্ম সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। একাদশ স্কন্ধে উল্লেখ আছে "বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিত-মীশ্বরে" অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া বেদবিহিতকর্ম্মই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে। এস্থানে কিন্তু আবার বৈদিককর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পণ করিবে বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।২১৭।

অথ বৈদিককর্ম্মার্পণস্য প্রশংসামাহুঃ—ক্লেশ-ভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা। দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি॥ ২১৮॥

বিষয়ার্ত্তানাং কর্ম্মাণি ক্বচিৎ ক্লেশে ভূরি যেষু তথাপ্যল্পং ফলং যেষু তথাভূতানি ভবন্তি ক্বচিৎ কৃষ্যাদিবৎ বিফলানি বা ভবন্তি। ত্বয্যর্পিতং কর্ম্ম তু ন তথা। কিন্তু ক্লেশং বিনা যথা কথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপ্যর্পণে তৎকামস্যাবশ্যকপ্রাপ্তিঃ। স চ সর্ব্বত উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তথাত্র ফলেন চ পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি। সংসারবিধ্বংসাদিফলত্বা-দিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ। ইতি। সত্যং দিশত্যর্থিতো নৃণাম্ ইত্যাদি চ। যথৈব নাভিঃ শ্রীশ্রীঋষভদেবরূপং ভগবন্তং পুত্রত্বেনাপি লেভে। শ্রীগীতাসু চ—নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৮॥ ৫॥ দেবাঃ শ্রীমদজিতম্॥ ২১৮॥

তদেব কর্ম্মার্পণমুপপাদয়তি ত্রিভিঃ—এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্। যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ ২১৯॥

ব্রহ্মন্ হে শ্রীবেদব্যাস এতৎ তাপত্রয়স্য চিকিৎসিতম্ কিঞ্চিৎ সা তৈশ্চাতুর্মাস্যবাসিভিঃ পরম-হংসৈঃ সূচিতম্। কিন্তৎ, ভগবতি কর্ম্ম যৎ সমর্পিতং ভবতি তত্র কর্ম্মসমর্পণমেবেত্যর্থঃ। কথম্ভূতে, স্বয়ং ভগবতি পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যাদিমত্তয়া সর্ব্বাংশিন্যেব, কেন চিদংশেন জীবাদিনিয়ন্তৃতয়া ঈশ্বরে পরমাত্মশব্দ-বাচ্যে, স্বরূপভূতবিশেষেণ বিনা কেবল চিন্মাত্রতয়া প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণি তচ্ছব্দবাচ্যে। ননু উৎপত্ত্যৈব তত্তৎ সঙ্কল্পেন বিহিতত্বাৎ সংসারহেতোঃ কর্ম্মণঃ কথং তাপত্রয়নিবর্ত্তকত্বম্? উচ্যতে সামগ্রীভেদেন ঘটত

ইতি। যথা—আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥ ২২০ ॥

৮।৫। অধ্যায়ে দেবগণ অজিত নামক শ্রীভগবানকে স্তবকরতঃ বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা। দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি" ॥ বিষয়ভোগে আর্ত্ত-দেহাভিমানী জীবসমূহের কর্ম্ম-সকল প্রচুরতর ক্লেশসাধ্য অথচ ফল অতি অল্প; আবার কখনও কৃষিকার্য্যের মত বিফলও হইয়া থাকে। কিন্তু হে নাথ! যে কর্ম্ম তোমাতে অর্পিত হয় সে কর্ম্ম কিন্তু সেই প্রকার কষ্টসাধ্য বা বিফল হয় না। কিন্তু ক্লেশ স্বীকার না করিয়া যথা কথঞ্চিৎ কর্ম্ম ফললাভের কামনা করিয়াও যদি তোমাতে অর্পিত হয় তাহা হইলে সেই কর্ম্ম দ্বারা তাহার কামিত বিষয় অবশ্যই প্রাপ্তি হইবে এবং সেই ফলপ্রাপ্তিও সকল হইতে উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে কেবলমাত্র কামিত ফলপ্রাপ্তিতেই সেই কর্ম্মের পর্য্যবসান নয় অর্থাৎ সেই সকল শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম্মে যতই উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি হউক্ না কেন, কিন্তু সেই সকল ফল প্রাপ্তিতেই যথেষ্ট লাভ হইল ইহা মনে করা যায় না। যেহেতু নিখিল সাধনের মুখ্য ফল ভগবতদ্বহির্ম্মুখ জীবের মায়াকৃত সংসারবন্ধন ধ্বংস হওয়া; যদি সাধন করিয়া মায়াকৃত সংসারবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা না যায় তাহা হইলেই তিনি রাজাই হউন, ইন্দ্রই হউন অথবা ব্রহ্মাই হউন, মায়াকৃত সংসারবন্ধন তাঁহার লাগিয়াই থাকিবে। কাহাকেও গলায় বাঁধিয়া যদি রাজসিংহাসনে বসান যায়, তাহা হইলেও তাহাকে বন্ধনজনিত দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ ভক্তি ভিন্ন কর্ম্মার্পণাদিরূপা ভক্তিতে মায়াবন্ধন নিবৃত্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই অভিপ্রায়ে ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—

> যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
> ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

হে মহারাজ! যে ভাগবতধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলে নরমাত্র কোনও বিঘ্নের দ্বারা কখনও অভিভূত হয় না, এই ভাগবতধর্ম্মমার্গে ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া এবং শ্রুতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান রূপ দুইটী নেত্র মুদিয়া চলিলেও স্খলন বা পতন হয় না। বুকে কামনা লইয়াও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলে কামিত বিষয় তো লাভ হয়ই, যে বিষয়ে কামনা করিতে জানে না বলিয়া করে না, সেই প্রেমসম্পত্তিও লাভ হইয়া থাকে। সেই বিষয়ে ৫।১৯।২৭ শ্লোকে উল্লেখ করা যাইতেছে—

> সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
> নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতো যতঃ।
> স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
> মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

পরম করুণ শ্রীভগবান্ সকাম মানবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, প্রার্থিত বিষয় সত্য সত্যই দান করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই কামিত বিষয় দান করিয়া শ্রীভগবান মনে মনে ভাবেন এ তো বড়ই মূর্খ, কাজটী করিল বড় মাত্র ফলটী লইল অতি তুচ্ছ। কারণ সকল বিষয় হইতে মন তুলিয়া আমাতে অর্পণ করিয়া, তাহার ফলরূপে আবার বিষয়ের সহিত মনঃসংযোগরূপ বৈষয়িক সুখ কামনা করিল! যাহা হউক এতো মূর্খ, আমার চরণে মনরাখারূপ সুধা পরিত্যাগ করিয়া, যে বিষয়ে মন রাখিলে দিনরাত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয় সেই বিষ ভোগের লালসা করিতেছে। এ মূর্খ হইলেও আমি তো বিজ্ঞ অর্থাৎ ফলের পরিণাম বুঝিতে পারি! অতএব এ যখন আমার চরণে নিজ মন ক্ষণকালের জন্যও দিয়াছে, তখন ইহাকে আর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে দিব কেন? বিশেষতঃ যে বস্তু ইহাকে দেওয়া হইয়াছে ইহাতে অভাব মিটিবে না, পুনরায় আমার নিকটে প্রার্থী হইবে। এত ভাবিয়া পরম করুণ প্রভু যে হৃদয় হইতে বাসনা উদগম হয় সেই বাসনার আচ্ছাদক নিজ অর্থাৎ অসাধারণ পাদপল্লব সমর্পণ করিয়া থাকেন, যে চরণমাধুর্য্য আস্বাদন করিলে অন্য সমুদয় কামনার প্রতি তুচ্ছবুদ্ধি আসে, সেই আস্বাদন দানে সকাম ভক্তকেও কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে কামনা বাসনা বুকে লইয়াও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলে তিনি যে বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন, তাহাই দেখান হইল। নাভি মহারাজ

যে ভক্তি প্রভাবে শ্রীঋষভ দেব নামক ভগবানকেও পুত্র-রূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতাতেও উল্লেখ আছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

এই নিষ্কাম ভক্তিযোগের প্রারম্ভের নাশ নাই এবং কোনও বিঘ্নও থাকেনা। এই ভাগবত-ধর্ম্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারাই মহাভয়রূপ সংসার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়॥২১৮॥

সেই কর্ম্মার্পণের প্রকারটী শ্রীল দেবর্ষি নারদ ১।৫।৩ অধ্যায়ে তিনটী শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মণ্ হে বেদব্যাস! আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয়ের সুচিকিৎসা সেই চাতুর্ম্মাস্যবাসী পরমহংসগণ এইরূপ সূচনা করিয়াছেন। কি সূচনা করিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন—শ্রীভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয় সেই কর্ম্ম সমর্পণই ভবরোগের সুচিকিৎসা। সেই ভগবান—কি প্রকার তাহারই পরিচয় তিনটী বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্, স্বরূপ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া যিনি সকলের অংশী, সেই ভগবানেই কর্ম্ম সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। যে শ্রীভগবান্ কোনও অংশের দ্বারা জীবপ্রকৃতিনিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্ম শব্দের বাচ্য, কোনও স্বরূপভূত বিশেষের অভিব্যক্তি নাই বলিয়া যে শ্রীভগবান কেবল চিন্মাত্র সত্ত্বারূপে প্রতিপাদিত হন বলিয়া ব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত, সেই স্বয়ং ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে ভবরোগের সুচিকিৎসা হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই মূল শ্লোকে ঈশ্বর, ভগবান্, এবং ব্রহ্ম এই তিনটী পদ উল্লেখ করিয়াছেন। এখন আপত্তি এই যে, যে কর্ম্ম দেহ-দৈহিক সুখ সঙ্কল্প লইয়াই উৎপত্তি হয় সঙ্কল্প ভিন্ন যে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিরই উদ্গম হয় না, সেই সংসারের হেতুরূপ কর্ম্মের কেমন করিয়া তাপত্রয় নিবৃত্তির হেতুত্ব থাকিতে পারে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—সামগ্রী-ভেদে সম্ভবপর হইতে পারে।

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥২২০॥

য আময়ো রোগঃ যেন ঘৃতাদিনা জায়তে তদেব কেবলমাময়কারণং দ্রব্যং তমাময়ং ন নিবর্ত্তয়তি কিন্তু চিকিৎসিতং দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সৎ নিবর্ত্তয়ত্যেব। এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ। ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥২২১॥

পরে ভগবতি কল্পিতাঃ কামনয়াপ্যর্পিতাঃ সন্তঃ, সংসারধ্বংসপর্য্যন্তফলত্বাৎ আত্মবিনাশায় ধর্ম্মনিবৃত্তয়ে কল্পন্তে॥১।৫॥ শ্রীনারদঃ বেদব্যাসম্॥২১৯—২২১॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি-নারদ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে কহিলেন যে—ঘৃতাদি ভোজনে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, সেই ব্যাধির কারণ কেবল সেই ঘৃতাদি দ্রব্য ব্যাধিকে নিবৃত্ত করিতে পারে না; কিন্তু সেই ঘৃতাদি দ্রব্য যদি চিকিৎসিত অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের দ্বারা শোধিত হয়—তাহা হইলে সেই ব্যাধির কারণ ঘৃতাদি দ্রব্যই ব্যাধিকে যেমন বিনাশ করিয়া থাকে, তেমনই—

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥"

হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইপ্রকারে মানবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে সর্ব্বক্রিয়াযোগ সংসারের হেতু সেই সকল ক্রিয়াযোগ যদি কামনা করিয়াও ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সংসার ধ্বংস পর্য্যন্ত ফলপ্রদ বলিয়া আত্মবিনাশে অর্থাৎ ধর্ম্ম নিবৃত্তির জন্য হইয়া থাকে॥২১৯—২২১॥

কিঞ্চ কর্ম্মফলং বস্তুতো ভগবদাশ্রয়মেব। তত্তু দুর্ব্বুদ্ধিরাত্মসাৎ কুর্ব্বতো মুক্তেব তুচ্ছফল-প্রাপ্তিঃ সংসারশ্চ। সুধিয়স্তু তৎ কুর্ব্বতস্তদ্-বৈপরীত্যমিত্যাহ, গদ্যাভ্যাম্—সংপ্রচরৎসু নানা-যোগেষু বিরচিতাঙ্গ ক্রিয়েষ্বপূর্ব্বং যৎ তৎ ক্রিয়া-ফলং ধর্ম্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্ব্বদেবতা-লিঙ্গনাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্ত্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয় মান আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্য্যুভির্গৃহ্মমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষা-বয়বেষ্বভ্যধাবদিতি॥২২২॥

টীকা ৷ সম্প্রচরৎসু প্রবর্ত্তমানেষু নানাযোগেষু বিরচিতা অনুষ্ঠিতা অঙ্গক্রিয়া যেষু তেষু যৎ অপূর্ব্বং তদ্ বাসুদেব এব ভাবয়মানঃ সঞ্চিন্তয়ন্ স যজমানঃ যজ্ঞভাগভাজো যে দেবাঃ সূর্য্যাদয়স্তান্ পুরুষস্য বাসুদেবস্য অবয়বেষু চক্ষুরাদিষু অভ্যধাবৎ ন তু তৎপৃথক্ত্বেনেত্যন্বয়ঃ। অপূর্ব্বে পক্ষদ্বয়ং মীমাংসকা নাম্। তদিদানীমেব সূক্ষ্মত্বেনোৎপন্নং ফলমেবাপূর্ব্বং, কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্ম্মশক্তির্ব্বেতি। তদুক্তম্— যোগাদেব ফলং তদ্ধি শক্তিদ্বারেণ সিধ্যতি। সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মকং বাপি ফলমেবোপজায়ত ইতি। তদেতদাহ ক্রিয়াফলং ধর্ম্মাখ্যমিতি চ। নন্বু যদ্যঙ্গং দেবতা কর্ম্মপ্রধানমিতি মতং, তর্হি কর্ত্তৃনিষ্ঠমপূর্ব্বং স্যাৎ। তদুক্তম্—কর্ম্মভ্যঃ প্রাগযোগস্য কর্ম্মণঃ পুরুষস্য বা। যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সা পূর্ব্বমিষ্যত ইতি। অথ দেবতাপ্রধানং কর্ম্ম তু দেবতারাধনার্থম্। তদা দেবতাপ্রসাদরূপত্বাদপূর্ব্বস্য দেবতাশ্রয়ত্বমেব যুক্তম্॥ কর্ম্মভ্যঃ প্রাক্ অযোগস্য প্রোক্ষণাদ্যপূর্ব্বস্যৈব ব্রীহ্যাদ্যাশ্রয়ত্বম্। কুতো বাসুদেবাশ্রয়মপূর্ব্বং ভাবয়তি? উচ্যতে। যদি কর্ত্তৃনিষ্ঠমপূর্ব্বং স্যাৎ, তর্হি বাসুদেবস্যান্তর্যামিনঃ প্রবর্ত্তকত্বেন মুখ্যকর্ত্তৃত্বাৎ তদাশ্রয়মেবাপূর্ব্বম্। নতু তৎপ্রযোজ্য যজমানাশ্রয়ম্। শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরীতি ন্যায়াৎ। অন্যথা ঋত্বিজামপ্যপূর্ব্বাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদেতদাহ সাক্ষাৎ কর্ত্তরীতি। দেবাশ্রয়ত্বেঽপি বাসুদেবাশ্রয়ত্বমেবেত্যাহ, পরদেবতায়ামিতি। পরদেবতাত্বে হেতুঃ, সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং তত্তদ্দেবতাপ্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং যে অর্থা ইন্দ্রাদিদেবতাস্তেষাং নিয়ামকতয়া তস্যৈব প্রসাদনীয়ত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ যুক্তমেবাশ্রয়মিত্যর্থঃ। এবং ভাবনমেব আত্মনো নৈপুণ্যং কৌশলং তেন মৃদিতাঃ ক্ষীণাঃ কষায়া রাগাদয়ো যস্য। অধ্বর্য্যুভিরিতি বহুবচনং নানাকর্ম্মাভিপ্রায়েণেত্যেষা। অত্র বিষ্ণোরঙ্গিত্বে প্রাপ্তে যজ্ঞাঙ্গত্বেন তদ্ভজনঞ্চ দোষ ইতি লভ্যতে। অত্র পাদ্মোত্তরখণ্ডে যথা, উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মস্বিতি। পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈষ্ণবমার্গাদ্ ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে। ইতি। অতো বাস্তববিচারে সর্ব্ব এব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবস্যতীতি অভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদক্রূরেণ সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবমহেশ্বরম্। যে নানা দেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো। যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতা বিভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥ ইতি॥ গতয়ো মার্গাঃ। অন্ততো বিচারপর্য্যবসানেন। অথ দ্বিতীয়ং গদ্যম্—এবং কর্ম্মবিশুদ্ধি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালাদ্বিরদগদাভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতে নাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়া জায়ত ইতি॥ ২২৩॥

আরও বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে কর্ম্মফল বস্তুতঃ ভগবদাশ্রিত। কর্ম্মফলের প্রতি জীবের কাহারও কোন অধিকার নাই। তাহাই শ্রীভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছেন—

"কর্ম্মণেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার আছে। কারণ ও ফলেতে অধিকার নাই। সেই কর্ম্মফল দুর্ব্বুদ্ধি মানব আত্মসাৎ করিয়া নিজে ভোগ করে বলিয়া তুচ্ছফলপ্রাপ্তি ও সংসারদুঃখ ভোগ করে। যাহার যে বস্তুতে অধিকার নাই, সেই বস্তু ভোগ করিলে বা ভোগ করিবার সঙ্কল্প করিলে তাহারা

দুর্ভোগ উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্তই। সুধীজন কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া তাহাদের ফলের বৈপরীত্য অর্থাৎ পরমা শান্তি ও সংসার-বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই পঞ্চম স্কন্ধে ৫।৭ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন।

৫।৭ অধ্যায়ে উক্ত—এই দুইটী গদ্যের শ্রীধর স্বামিপাদ কৃত টীকার অর্থ এই যে—সেই শ্রীভরত মহাশয় যে সকল যজ্ঞ-প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল যজ্ঞের অঙ্গক্রিয়া যে সকল চক্ষু প্রভৃতিতে ধ্যান করিতেন, তাহাতে যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, সেই অপূর্ব্ব অর্থাৎ ফল শ্রীভগবান বাসুদেবেই ভাবনা করিতেন। সেই যজমান ভরত মহাশয় যজ্ঞের ভাগগ্রাহী যে সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা সেই দেবতা সকলকেও পুরুষ বাসুদেবেরই অবয়বে অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতিতে ধ্যান করিতেন। শ্রীবাসুদেব হইতে সূর্য্যাদি দেবগণকে পৃথক রূপে ভাবনা করিতেন না। কর্ম্ম মীমাংসক বলেন—অপূর্ব্ব (কর্ম্ম ফল) দুইটী পক্ষ অবলম্বনে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইক্ষণ অপূর্ব্ব কাহাকে বলে তাহারই পরিচয় করিতেছেন। এখনই সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন কর্ম্ম ফলই অপূর্ব্ব অথবা কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্ম্মশক্তিই অপূর্ব্ব। এই জন্য উল্লেখ আছে যে যজ্ঞ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলোৎপত্তিও কর্ম্মশক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মক ফলই উৎপন্ন হয় তাই—

যাগাদেব ফলং তদ্ধি শক্তিদ্বারেণ সিদ্ধ্যতি।
সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মকং বাপি ফলমেবোপজায়তে॥"

কোথাও বা উল্লেখ আছে ক্রিয়াজনিত ফলেরই অপর নাম ধর্ম্ম। এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে—যদি কর্ম্মের আদি দেবতা কর্ম্মপ্রধান বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ ফল কর্ত্তৃনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে—

কর্ম্মভ্যঃ প্রাগযোগস্য কর্ম্মণঃ পুরুষস্য বা।-।
যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সা পূর্ব্বমিষ্যতি॥"

এইক্ষণ বিচার এই যে দেবতাপ্রধান কর্ম্ম কিন্তু দেবতা আরাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেবতা আরাধনার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত কর্ম্মের দেবতাপ্রসন্নতাতেই তাৎপর্য্য থাকা জন্য ফলটী দেবতাশ্রয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে অযোগ অর্থাৎ প্রোক্ষণাদি অপূর্ব্বেরই ব্রীহি প্রভৃতিরই অর্থাৎ যব প্রভৃতির আশ্রয়ত্ব। অতএব কেমন করিয়া অপূর্ব্ব অর্থাৎ ক্রিয়াফল বাসুদেব-আশ্রয় রূপে ভাবনা করিতেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যদি ক্রিয়াফল কর্ত্তৃনিষ্ঠ হয় তাহা হইলে বাসুদেবই অন্তর্য্যামী রূপে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দান করেন বলিয়া তিনিই মুখ্য কর্ত্তা, অতএব বাসুদেবাশ্রয় ক্রিয়াফল। কিন্তু বাসুদেব কর্ত্তৃক প্রযোজ্য অর্থাৎ বাসুদেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত যজমান আশ্রয় হইতে পারে না। 'শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি" অর্থাৎ শাস্ত্রের ফল প্রয়োজক-কর্ত্তৃনিষ্ঠ তাহা স্বীকার না করিলে, ক্রিয়াফল পুরোহিত প্রভৃতি নিষ্ঠও হইয়া পড়ে। যেহেতু তাহারাও তো যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেছেন সুতরাং ক্রিয়াজন্য ফলভাগী হইবেন না কেন? এই অভিপ্রায়ে মূল গদ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে কর্ত্তরি অর্থাৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তা শ্রীভগবানেই কর্ম্মফল ভাবনা করিতেন। বাসুদেবই সর্ব্বনিয়ামক বলিয়া সাক্ষাৎ কর্ত্তা। মীমাংসকগণ যে বলেন ক্রিয়াফল কর্ত্তৃনিষ্ঠ ও দেবতানিষ্ঠ। এই দুইটী পক্ষের মধ্যে, কর্ত্তৃনিষ্ঠক্রিয়া ফলবিচারে মুখ্য-কর্ত্তা শ্রীবাসুদেবনিষ্ঠরূপেই ক্রিয়াফল ইহাই বিচার পূর্ব্বক দেখাইলেন। এইক্ষণ দেবতানিষ্ঠ যে ক্রিয়াফল সেই পক্ষ অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখাইতেছেন, যে দেবতা পক্ষ-বিচারেও ক্রিয়াফল বাসুদেবনিষ্ঠই হইয়া পড়ে। এই অভিপ্রায়ে মূল গদ্যে উল্লেখ আছে "পরদেবতায়াং" শ্রীবাসুদেবই যে পরদেবতা তাহার হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন "সর্ব্ব-দেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া" অর্থাৎ শ্রীবাসুদেব সেই সকল দেবতার প্রকাশক মাত্র, সমূহের অর্থ যে ইন্দ্রাদি দেবতা তাহাদের (ইন্দ্রাদি দেবতাগণের) বাসুদেবই নিয়ামক বলিয়া তাঁহারই প্রসন্নতা সম্পাদন কর্ত্তব্য অর্থাৎ সর্ব্বদেবতানিয়ামক বাসুদেব যদি প্রসন্ন হয়েন তাহা হইলে নিয়মিত ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বতঃই প্রসন্ন হইয়া থাকেন বলিয় শ্রীবাসুদেবকেই প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য। কারণ নিয়ামক তত্ত্বের প্রসন্নতায় নিয়ম্যতত্ত্বেয় প্রসন্নতা স্বাভাবিক। অতএব শ্রীবাসুদেব যখন সর্ব্বদেবতার নিয়ামক তখন দেবতাশ্রয়

অপূর্ব্ব মীমাংসকগণের দ্বিতীয় মতেও ক্রিয়াফল বাসুদেব-নিষ্ঠই হইয়া পড়ে। যেহেতু নিয়ামক তত্ত্বের প্রসন্নতায় নিয়ম্যতত্ত্বের প্রসন্নতা স্বাভাবিক, বিশেষতঃ শ্রীবাসুদেবই নিখিল কর্ম্মের ফলদাতা, এ হেতু জন্যও কর্ম্মজন্য ফল বা অপূর্ব্ব এই প্রকার ভাবনাই কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মানুষ্ঠানের নৈপুণ্য অর্থাৎ কৌশল। কারণ এই প্রকার বাসুদেবে কর্ম্মফল ভাবনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে হৃদয়ে রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি দোষ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়। মূলগ্রন্থে "অধ্বর্য্যুভিঃ" এই স্থানে বহুবচন নানাকর্ম্মানুষ্ঠানের অভিপ্রায়েই প্রয়োগ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামিকৃত এই ব্যাখ্যায় শ্রীবিষ্ণুকে যজ্ঞের অঙ্গিরূপে নির্দ্দেশ থাকায় যজ্ঞের অঙ্গরূপে শ্রীবাসুদেবকে ভজন করা অত্যন্ত দোষাবহ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও উল্লেখ আছে যে—

"উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু॥"

যেজন দেবতা উদ্দেশ্যে আহুতি দেয় এবং দান করে, তাহাকে পাষণ্ডী বলিয়া বুঝিতে হইবে অথবা নিজকে কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বাধীন বলিয়া যেজন মনে করে সেজনও পাষণ্ডী এ স্থানে পাষণ্ডী শব্দের অর্থ বৈষ্ণব মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া। শ্রীভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে সেই সেই দেবতাকে আরাধনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা আমাকেই আরাধনা করে কিন্তু অবিধি পূর্ব্বক। অন্য দেবতা আরাধক কেমন করিয়া আমাকে আরাধনা করে তাহারই প্রকারটী বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং" ইত্যাদি। অর্থাৎ আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ নিয়ামক ও ফলদাতা। যাহারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানেনা—তাহারাই বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়। বস্তুতঃ বিচারে নিখিল বেদমার্গের শ্রীভগবানেই পর্য্যবসান।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিতেছেন—

"গৌণ মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা সে কহয়ে কৃষ্ণকে॥"

শ্রীগীতাতেও উল্লেখ আছে—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" হে অর্জ্জুন! সমস্ত বেদের আমিই বেদ্য। এই সকল প্রমাণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় স্বরূপ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবার জন্যই সকল বেদ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীঅক্রূর মহাশয়ও যমুনা জলে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

সর্ব্বএব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবমহেশ্বরং।
যে নানাদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥"
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যা পূরিতা বিভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥"

হে প্রভো! সকলেই তোমাকে উপাসনা করিয়া থাকে। যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত তাহারা যদ্যপি অন্য অন্য দেবতাতে আসক্তচিত্ত, তথাপি তোমাকেই পূজা করে, যেহেতু তুমি সর্ব্বদেবমহেশ্বর। যেমন পর্ব্বত হইতে উদ্ভবা নদীসকল মেঘজলে পূর্ণা হইয়া নানাপথে সাগরেই প্রবেশ করে, তেমনই সমস্ত বেদমার্গ বিচার পর্য্যবসানে তোমাতেই প্রবৃত্ত অর্থাৎ তোমাকেই প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত॥৫॥৭ গদ্যের তাৎপর্য্যেও শ্রীভগবানেই পর্য্যবসান হইয়াছে।

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য ভক্তিঃ সশ্রদ্ধশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা অজায়তেত্যন্বয়ঃ। ক্বচিদ্ ভগবতি বাসুদেবে পূর্ব্বস্বরূপভোগাভ্যাং সর্ব্বনিরাসেন চ তন্নাম্না প্রসিদ্ধেঃ। অন্তর্হৃদয়ে য আকাশঃ স এব শরীরং স্বস্যৈবাবির্ভাববিশেষাধিষ্ঠানং যস্য তস্মিন্ অন্তর্যামিনি পরমাত্মাখ্যে। ব্রহ্মণি নির্বিশেষতয়াবির্ভাবাৎ তদাখ্যে চ। ভগবতো নিরাকারত্বং বারয়তি, মহাপুরুষস্য যদ্রূপং শাস্ত্রে শ্রূয়তে তদ্রূপং লক্ষ্যতে দৃশ্যতে যত্র তস্মিন্। কিঞ্চ শ্রীবৎসাদিভিরপি চিহ্নিতে। এধমানরয়া বর্দ্ধমানপ্রকর্ষা॥৫॥৭॥ শ্রীশুকঃ॥২৩॥

তদেতৎ কর্ম্মার্পণং দ্বিবিধং ; ভগবৎপ্রীণনরূপং তস্মিংস্তত্ত্যাগরূপঞ্চেতি। যথোক্তং কৌর্ম্ম্যে চ—প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ। করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্। যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে। কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমমিতি। অতঃ নিমিত্তানি চ ত্রীণি ; কামনা, নৈষ্কর্ম্ম্যং, ভক্তিমাত্রঞ্চেতি। নিষ্কামত্বন্তু কেবলং ন সম্ভবতি, যদ্ যদ্ধিকুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতমিত্যুক্তেঃ॥ অত্র কামনানৈষ্কর্ম্ম্যয়োঃ প্রায়ঃ কর্ম্মত্যাগঃ, প্রীণনন্তু তদাভাস এব স্বার্থপরত্বাৎ। ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব, ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ। কামনাপ্রাপ্তির্যথা, ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণীত্যাদি। যথা চ, অঙ্গস্য রাজ্ঞঃ পুত্রার্থকে যজ্ঞে নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিশ্চ, বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিমিত্যত্র অথ ভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ এবং কর্ম্মবিশুদ্ধীত্যাদি-গদ্যে দর্শিতৈব। যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্। জ্ঞানং যৎ তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতমিত্যত্র চ। ভক্তিযোগসহচরত্বাৎ জ্ঞানমত্র ভগবজ্জ্ঞানম্। পরমভক্তাস্তু ভগবৎপরিতোষণং প্রীণনমেব প্রার্থয়ন্তে "যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা। 'আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব। যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু। সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো বৃণীমহে তে পরিতোষণায়॥"

তে তব পরিতোষণায় ভবত্বিতি বৃণীমহে ॥৪॥৩০॥ প্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্॥ ২২৪ ॥

এইরূপ পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে শ্রীভগবানে অর্পিত হয় বলিয়া যে কর্ম্ম বিশুদ্ধি লাভ করে অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যে ঘৃতাদি দ্রব্য ব্যাধি জন্মায়, সেই ঘৃতাদি দ্রব্যই যদি দ্রব্যান্তরের সহিত ভাবনায় শোধিত হয়, তাহা হইলে সেই ঘৃতাদি দ্রব্যই আবার ব্যাধিনিবর্ত্তক হইয়া থাকে। তেমনই যে কর্ম্ম দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, সেই কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে বিশুদ্ধিতা লাভ করে এবং তাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধচিত্ত মানবের হৃদয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কথন ভগবান্ বাসুদেব ; যিনি স্বরূপ ও রূপে এবং গুণে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ বলিয়া এবং নিখিল পাপ ও নরক নিরসন করেন বলিয়াও যিনি বাসুদেব নামে খ্যাত, যিনি অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ আছে, সেই আকাশই যে শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষের শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ, সেই পরমাত্মসংজ্ঞক অন্তর্যামিস্বরূপে ও নির্ব্বিশেষ রূপে আবির্ভাব হন বলিয়া যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা ব্রহ্ম নামে বিখ্যাত,সেই ভগবান বাসুদেব-স্বরূপে কর্ম্মফল সমর্পণের দ্বারা অধিকতর ভক্তির আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবানের নিরাকারত্বনিবারক বিশেষণ দিয়াছেন—"মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে" অর্থাৎ শাস্ত্রে মহাপুরুষের যে রূপের কথা শুনা যায়, সেই রূপটী যে শ্রীভবৎস্বরূপে লক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্ট হয় এবং সেই রূপটীই বা কি প্রকার তাহাই বিশেষরূপে পরিচয় করাইতেছেন। শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, শঙ্খ, চক্র গদা প্রভৃতি দ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ চিহ্নিত। আরও একটী বিশেষণ দিতেছেন যে "হৃল্লিখিতেন আত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমানে।"অর্থাৎ নিজভক্তজনহৃদয়েতে অঙ্কিত পুরুষরূপে সুশোভমান। এই গদ্যটীর সার নিষ্কর্ষ এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবানের শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণাভক্তি দিনে দিনে বেগবতী হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে শ্রীভগবান্ নির্ব্বিশেষ স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্ম সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন এবং জীব ও প্রকৃতির নিয়ামকরূপে পরমাত্মা সংজ্ঞা লাভ করেন, যিনি ভক্তহৃদয়চিত্তপটে লিখিত চিত্রের মত শোভাযুক্ত হইয়া থাকেন, যে শ্রীভগবান শ্রীবৎস কৌস্তুভ চক্র শঙ্খ গদা প্রভৃতি ভূষণ ও চিহ্নে চিহ্নিত, সেই বাসুদেব সংজ্ঞা ভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে॥ ২২৩॥

সেই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মার্পণ দুই প্রকার, (১) ভগবৎ—প্রীণনরূপ (২) ভগবানে অর্পণরূপ। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে—

প্রী .াতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণং ইদং পরম্॥

অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান্ এই কর্ম্মের দ্বারা সন্তুষ্টি লাভ করুন, এই বুদ্ধিতে যে জন কর্ম্ম করে সেইটী শ্রেষ্ঠ কর্ম্মার্পণ। অথবা—

যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মনামেতদপ্যাহু ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥

যে জন পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্মের ফল সমর্পণ করে এই কর্ম্মফলসমর্পণ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ। সেই কর্ম্মার্পণেরও তিনটী নিমিত্ত আছে—প্রথম কামনাসিদ্ধি, দ্বিতীয় নৈষ্কর্ম্ম্য তৃতীয় ভক্তিমাত্র। কেবল নিষ্কামভাবে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যৎযদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্। অর্থাৎ জন্তু (প্রাণী মাত্রে) যাহা যাহা করে তাহা তাহা কামনারই চেষ্টা। এই পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার নিমিত্তের মধ্যে কামনা এবং নৈষ্কর্ম্ম্যে প্রায়শঃই কর্ম্মত্যাগ, ভগবৎপ্রীণন অর্থাৎ সন্তোষ আভাষ মাত্র। যে হেতু কামনা এবং নৈষ্কর্ম্ম্যের ভিতরে স্বার্থপরতা আছে, ভক্তির কিন্তু ভগবৎ-প্রীণনেই পূর্ণ তাৎপর্য্য; যেহেতু ভক্তির ভগবৎসন্তোষই একমাত্র জীবন। কামনাপ্রাপ্তিতাৎপর্য্যে "ক্লেশভূর্য্যল্পসারানি কর্ম্মাণি বিফলানি বা, ক্লেশপ্রচুর সার অল্প অর্থাৎ ফল অল্প 'অথবা ক্লেশমাত্রই সার ফললাভ হয়ই না, অথবা অঙ্গ মহারাজের পুত্রপ্রাপ্তি-কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে যেমন অসৎ পুত্র বেণরাজ জন্মগ্রহণ করায় অত্যন্ত উদ্বেগই হইয়াছিল, এই প্রকার সকাম কর্ম্মে প্রায়শঃ ফলবৈপরীত্যই ঘটিয়া থাকে। নৈষ্কর্ম্ম্য নিমিত্তক কর্ম্মে—

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

নিষ্কামভাবে যে জন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করে, সেই জন নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করার ফলে, যেমন করিয়া ভক্তিলাভ হয়, তাহা "এবং কর্ম্ম-বিশুদ্ধি" এই দুইটী পূর্ব্বোক্ত ৫।৭।৭ অধ্যায়ের গদ্যে দেখান হইয়াছে।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণং।
জ্ঞানং যৎতদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥

অর্থাৎ ভগবৎসন্তোষার্থে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মের ফলে ভক্তিযোগসমন্বিত ভগবজ্-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এস্থানে জ্ঞান শব্দে ভগবদ্বিষয়ক্ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। যেহেতু যে জ্ঞানটী ভক্তিযোগের সহিত মিলিত, সেটী ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব এই জ্ঞান ভগবদ্বিষয়ক। পরমভক্তগণ কিন্তু ভগবৎসন্তোষ-রূপ প্রীণনই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যেমন ৪।৩০।৩৭—৩৮ শ্লোকে প্রচেতাগণ শ্রীঅষ্টভূজ ভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূয়ো বৃণীমহে তে পরিতোষণায়॥

হে প্রভো! আমরা যে উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি অনুকূল বৃত্তি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধগণকে প্রসন্ন করিয়াছি, মান্যলোক, সুহৃদ্জন ও ভ্রাতৃগণকে যে নমস্কার করিয়াছি, সকল প্রাণীকে অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত জলমধ্যে যে তপস্যাসমূহ করিয়াছি, সেই সমস্ত কর্ম্ম তোমার সন্তোষের নিমিত্ত হউক্। হে প্রভো! তুমি পরম পুরুষ, তোমার সন্তোষই আমাদের প্রার্থনীয়; তাহাই আমরা প্রার্থনা করি॥ ২২৪॥

তদেবমারোপসিদ্ধা দর্শিতা। অথ সঙ্গসিদ্ধো-দাহরণপ্রাপ্তা মিশ্রা-ভক্তির্দর্শয়িষ্যতে স্বরূপসিদ্ধা-সঙ্গেন হ্যন্যেষামপি ভক্তিত্বং দর্শিতম্। তত্র ভাগ-বতান্ ধর্ম্মানিত্যাদি শ্রীপ্রবুদ্ধবাক্যপ্রকরণে সর্ব্বা-সঙ্গদয়ামৈত্র্যাদীনামপি ভাগবতধর্ম্মত্বাভিধানাৎ। তত্র কর্ম্মমিশ্রা ত্রিবিধা সম্ভবতি; সকামা কৈবল্য-কামা ভক্তিমাত্রকামা চ। যদ্যপি কামকৈবল্যে অপি, "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।

তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়” ইত্যুক্তেঃ; কেবলয়ৈব ভক্ত্যা সম্ভবতঃ, তথাপি তত্তদ্বাসনানুসারেণ তত্র তত্র রুচির্জায়তে ইত্যেবং তত্তদর্থং তন্মিশ্রতা জায়ত ইত্যবগন্তব্যম্। ততঃ সকামা প্রায়ঃ কর্ম্মমিশ্রৈব। তত্র কর্ম্মশব্দেন ধর্ম্ম এব গৃহ্যতে। তল্লক্ষণঞ্চ যমদূতৈঃ সামান্যতঃ উক্তং ঃ বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্ম ইতি বেদোঽত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়ঃ, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ তৎপ্রবর্ত্তনমাত্রত্বেন সিদ্ধঃ, নতু ভক্তিবদজ্ঞানেনাপীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাস্বেবান্যত্র তস্য কর্ম্মসংজ্ঞিতত্বঞ্চোক্তম্—ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিত ইতি। বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগঃ। তদুপলক্ষিতঃ সর্ব্বোঽপি ধর্ম্মঃ কর্ম্মসংজ্ঞিত ইত্যর্থঃ। স চ ভূতানাং প্রাণিনাং যে ভাবা বাসনা স্তেষামুদ্ভবকরঃ ইতি বিশেষণাত্তুর্গবদুক্তি র্ব্যাবৃত্তা। অথ ভক্তিসংজ্ঞায় ধর্ম্মস্য বৈশিষ্ট্যঞ্চৈকাদশে শ্রীভগবতোক্তম্—ধর্ম্মো মদ্‌ভক্তিকৃৎ প্রোক্ত ইতি। ভগবদর্পণেন ভক্তিপরিকরীকৃতত্বেন চ ভক্তিকৃত্ত্বমুচ্যতে। তদৈবমীদৃশেন কর্ম্মণা মিশ্রা সকামা ভক্তি র্যথা - প্রজাঃ স্বজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ। সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥ ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ। সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্॥ ২২ ॥

অত্র তদ্দর্শনজাতভগবদশ্রুপাতলিঙ্গেন নিষ্কামস্যাপ্যস্য ব্রহ্মাদেশগৌরবেণৈব কামনা জ্ঞেয়া॥৩৷২৩॥ শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্॥২২৫॥

পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে আরোপসিদ্ধা ভক্তি দেখান হইল। এইক্ষণ সঙ্গসিদ্ধার উদাহরণে উপস্থিত মিশ্রভক্তি দেখান হইবে। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সঙ্গে কর্ম্মজ্ঞানাদিরও ভক্তিত্ব দেখান হইয়াছে অর্থাৎ যদ্যপি কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তি হইতে ভিন্ন সাধন তথাপি ভক্তিসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইহাই দেখান হইয়াছে। ১১৷৩ অধ্যায়ে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের বাক্য “তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ” অর্থাৎ সেই শ্রীগুরুচরণের নিকট হইতেই ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি উপক্রম করিয়া “সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গং” অর্থাৎ সর্ব্বত্র মনের অনাসক্তি শিক্ষা করিবে। তার মধ্যে সর্ব্বভূতে দয়া মিত্রতা প্রভৃতিরও ভাগবত-ধর্ম্মত্ব কথিত হইয়াছে যদ্যপি সেই মনের অনাসক্তি বা ভূতদয়া প্রভৃতিতে সাক্ষাৎ ভক্তিধর্ম্মত্ব নাই, অর্থাৎ যে সাধনের সহিত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, অথচ ভগবদ্‌ভক্তির সহায়তা আছে তাহাকেও ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন শ্রীহরিকথার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, বা কীর্ত্তনে যেমন জিহ্বার সহিত শ্রীহরিকথার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় বলিয়া সাক্ষাৎ ভক্তিনামে খ্যাত; ভূতে দয়া প্রভৃতি তেমন সাক্ষাৎরূপে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া সাক্ষাৎ ভক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না। তন্মধ্যে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিকামা। যদ্যপি কাম এবং কৈবল্য কেবলা ভক্তি দ্বারাই লাভ হইতে পারে, যেহেতু—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য যে সাধন-সম্পত্তির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, যে মানব একান্তভাবে শ্রীনারায়ণপদাশ্রয় করে, সেজন সেই সকল সাধন অনুষ্ঠান বিনাও অনায়াসে সেই চতুর্ব্বর্গফললাভ করিতে পারে তথাপি সেই সেই বাসনা অনুসারে যদি কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনে রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে এই প্রকারে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থচতুষ্টয়ের প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মাদিমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অতএব সকামা ভক্তি প্রায়শঃ কর্ম্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। যে স্থানে কর্ম্ম শব্দে ধর্ম্ম অর্থ ই পরিগৃহীত হয়। সেই ধর্ম্মের লক্ষণও ৬৷২ অধ্যায়ে—যমদূতগণ সামান্যরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে—“বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ” অর্থাৎ যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম। এই স্থানে বেদ শব্দে ত্রৈগুণ্য-

বিষয় বেদ বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবদ্‌গীতায় উক্ত আছে—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা" অর্থাৎ ত্রিগুণবিষয়-প্রতিপাদক বেদ। সেই বেদের আদেশ বিধি মাত্রে যেটী সিদ্ধ হয় সেইটীই ধর্ম্ম। কিন্তু ভক্তির মত অজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইবে না—অর্থাৎ ভক্তিমার্গে যেমন বোধের অপেক্ষা নাই, অজ্ঞানেও যদি কোনও ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও ফললাভে বঞ্চিত হইবে না। ধর্ম্ম কিন্তু সেইপ্রকার বেদবিধিবোধিত হইয়া অনুষ্ঠিত না হইলে ফলদানে অসমর্থ। শ্রীভগবদ্‌গীতাতেই ৮।৩ শ্লোকে ধর্ম্মের কর্ম্ম সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"

অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের নামই বিসর্গ এবং সেই বিসর্গেরই অপর নাম কর্ম্ম। সেই দেবতা-উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ ও "ভূতভাবোদ্ভবকর" অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের বাসনা উদ্গমকারী অর্থাৎ যাহাতে বাসনা উদ্গম করায় সেটী কখনও ভগবদ্‌ভক্তিনামে খ্যাত হইতে পারে না। কারণ ভগবদ্-ভক্তির স্বভাব—অন্য সকল ভোগবাসনা নিবৃত্তি করাইয়া ভগবদ্‌বিষয়ে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেওয়া। ধর্ম্মের ভক্তিসংজ্ঞা প্রাপ্তির জন্য বৈশিষ্ট্য একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মো মদ্‌ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ"

অর্থাৎ আমাকে ভক্তি করার নামই ধর্ম্ম। কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ দ্বারা ভক্তির পরিকর করা হয় বলিয়া ঐ ধর্ম্মকে ভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার কর্ম্মের সহিত মিশ্রিত সকামা ভক্তির দৃষ্টান্ত ৩।১২ অধ্যায়ে মৈত্রেয় ঋষি যেমন ভাবে শ্রীবিদুরকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে।

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ। সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ। সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ ২২৫ ॥

ব্রহ্মা ভগবান্ কর্দ্দমকে আদেশ করিলেন—তুমি প্রজা সৃষ্টি কর। তিনি আদিষ্ট হইয়া সরস্বতীতে সহস্র সহস্র বর্ষ কাল তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপর সমাধিযুক্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতায় ক্রিয়াযোগে ভক্তি লাভ করিয়া—শরণাগতজনে বরপ্রদানকারী শ্রীহরিকে সেবা করিয়াছিলেন ॥ ২২৫ ॥

এই প্রসঙ্গে পরে বর্ণিত হইবেন—যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ হর্ষবিন্দবঃ" যে স্থানে শরণাগত কর্দ্দম ঋষিকে দর্শন করিয়া শ্রীভগবানের নেত্র হইতে আনন্দ-অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছিল" এইরূপ উল্লেখের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, সেই কর্দ্দমঋষি পূর্ব্বে নিষ্কাম ভক্তই ছিলেন ; কিন্তু নিজ পিতা, গুরু ও ভক্তপ্রবর শ্রীব্রহ্মার আদেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই সকামভাবে শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিয়াছিল। তাহা না হইলে সকাম ভক্তদর্শনে শ্রীভগবানের নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতে পারে না।

'অথ কৈবল্যকামা ক্বচিৎ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ক্বচিজ্ জ্ঞানমিশ্রা চ। তত্র জ্ঞানং জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্য-দর্শনমিতি দর্শিতম্। তদীয়শ্রবণাদীনাং বৈরাগ্য-যোগসাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গত্বান্ন তদন্তঃপাত ॥ অথ কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা যথা "অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেনাম-লাত্মনা। তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্। জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা ॥ তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেনাত্মসমাধিনা ॥ প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা হ্যহর্নিশম্। তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নে-র্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২২৬ ॥

নিমিত্তং ফলম্। ন তৎনিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেণ। অমলাত্মনা নির্ম্মলেন মনসা। জ্ঞানেন শাস্ত্রোত্থেন। যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোর্ধ্যানম্ ॥ যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিস্বিতি নানার্থ-বর্গাৎ ॥ ধ্যানমেব ধ্যাতৃধ্যেয়বিবেকরহিতং সমাধিঃ। অত্র সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং ত্বচ্চরণার্চ্চনমিতুক্ত্যা-ভক্তেরেবাঙ্গিত্বেঽপি অঙ্গবন্নির্দ্দেশস্তেষাং তত্র সাধনা-

স্তুরসামান্যদৃষ্টিরিত্যভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রমেব ফলমিতি ॥ ৩ ॥ ২৩ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ২২৬ ॥

জ্ঞানমিশ্রামাহ—বিবক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ। আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥ ২২৭ ॥ ভাবো ভাবনা ৮।১১।২১ শ্রীভগবান্।২২৭

তদেবং কৈবল্যকামায়াং জ্ঞানমিশ্রোক্তা। অথ ভক্তিমাত্রকামায়াং কর্ম্মমিশ্রা যথা—শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ইত্যাদি মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥ এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ॥ ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোন্বর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ইত্যন্তম্ ॥

মদর্থে মদ্ভজনার্থং তদ্বিরোধিনোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ। ভোগস্য তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ। সুখস্য পুত্রোপলালনাদেঃ। ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ কর্ম্ম তদপি মদর্থং কৃতং ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মৈর্ভাগবতাভিধৈঃ এবং কায়বাঙ্মনোভিস্তদর্থমাত্রচেষ্টাবত্ত্বেনানুষ্ঠিতৈর্ভগবদ্ধর্ম্মৈরাত্মনিবেদিনাম্। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেত্যাদিন্যায়েনাস্য ভক্তিমাত্রকামস্য অন্যঃ কোঽর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বাবশিষ্যতে। সর্ব্বোঽসাবনাদৃতোঽপি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবান্ ।। ২২৮ ॥

এইক্ষণ কৈবল্যকামা ভক্তি দেখান হইতেছে। সেই কৈবল্যকামা ভক্তি কোথাও কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা, কোথাও বা জ্ঞান-মিশ্রা। তন্মধ্যে জ্ঞান শব্দের অর্থ ঐকাত্ম্যদর্শন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগত অভেদদর্শনের নাম জ্ঞান, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সেই জ্ঞানাঙ্গ-শ্রবণ-মননাদি এবং বৈরাগ্য, যোগ ও সাংখ্য জ্ঞানের অঙ্গ বলিয়া ভক্তিমধ্যে গণিত হয় না। দুই প্রকার কৈবল্যকামা ভক্তির মধ্যে কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দৃষ্টান্ত ৩।২৯।২০—২১ শ্লোকে দেখান হইতেছে।

শ্রীভগবান কপিলদেব নিজ জননীকে বলিলেন—হে মাতঃ! কেবল প্রকৃতিসম্বন্ধই জীবের বন্ধনের কারণ, কিন্তু গুণবুদ্ধিতে সেই প্রকৃতি-কার্য্যে আসক্তি নিবৃত্তি হইলেই জীবের মোক্ষও হইতে পারে। কখন যে আচারযুক্ত পুরুষের প্রকৃতিকার্য্যে আসক্তি পরিলক্ষিত হয়, সেটী সাধনবৈকল্যেই ঘটিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সাধনাতিশয় বর্ণন করতঃ ভয়নিবৃত্তির উপায় বলিতেছেন। ফলাভিসন্ধিরহিতের নামই অনিমিত্ত। সেই অনিমিত্তই যে কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু, তাহার নাম অনিমিত্তনিমিত্ত। এইরূপ স্বধর্ম্মে ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিশূন্য স্বধর্ম্মে নির্ম্মলচিত্তের দ্বারা এবং কথা শ্রবণের দ্বারা পরিপুষ্টা আমাতে তীব্রা ভক্তি দ্বারা এবং তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রোত্থ জ্ঞানদ্বয়ে ও জীবাত্মা পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগ দ্বারা এবং বলীয়ান্ বৈরাগ্য দ্বারা এবং যে তীব্র ধ্যানই ধ্যাতৃধ্যেয়বিবেকশূন্য হইলে সমাধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সেই সমাধি দ্বারা যে প্রকৃতি অহর্নিশ প্রচুরভাবে অভিভূয়মান হইলে ক্রমে ক্রমে অগ্নিযোনি কাষ্ঠের ন্যায় অর্থাৎ অগ্নি অতিশয় প্রবল হইলে যেমন সেই আগুনকে নিবাইবার জন্য মানুষ সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কারণ কাষ্ঠকে অগ্নি হইতে বিদুরিত করে, তেমনই সেই মায়াও নিজ অংশ অবিদ্যার সহিত সেই সাধক পুরুষ হইতে তিরোহিতা হইয়া থাকে। এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মুলং ত্বচ্চরণার্চ্চনম্ ॥ ১০ ॥ ৮১ ॥ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর চরণার্চ্চনই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্তির মুল হেতু, এইপ্রকার উল্লেখ থাকায় ভক্তিই নিখিল সাধনের অঙ্গিনী ; কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি তাহার অঙ্গ, তথাপি এস্থানে ভক্তিকেই যে কর্ম্ম জ্ঞানযোগের অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার কারণ সেই সকল সাধকের ভক্তিতে কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির সহিত সাধারণ দৃষ্টি আছে। এই অভিপ্রায়েই ভক্তিকে কর্ম্মযোগজ্ঞানাদির অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব সেই সকল সাধকের মোক্ষমাত্রই ফললাভ হইয়া থাকে কিন্তু শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হয় না ॥ ২২৬ ॥

এইক্ষণ কৈবল্যকামা দ্বিতীয়প্রকার জ্ঞানমিশ্রার উদাহরণ ১১।৮ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রতি শ্রীভগবদ্-উক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।

আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥১১।১৮॥২১

মুনি বিজন ও নির্ভয়স্থানে অবস্থান করতঃ মদীয় ভাবনায় নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া আমার সহিত অভিন্নরূপে একমাত্র আত্মাকেই চিন্তা করিবে। ২৭

তাহা হইলে এই পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে কৈবল্যকামা ভক্তির মধ্যে জ্ঞানমিশ্রার পরিচয় দেওয়া হইল। এইক্ষণ ভক্তিমাত্রকামার ভিতরে কর্ম্মমিশ্রার দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে॥১১।১৮ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥ ইত্যাদি মদর্থেহ র্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ॥ এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ ইত্যন্তম্॥২২৮॥

হে উদ্ধব! আমার সুধামাখা কথায় শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণাদর, নিরন্তর আমার কীর্ত্তন, আমার পূজাতে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠা, স্তুতিসমূহের দ্বারা আমার স্তব, আমার দেশকালোচিত পরিচর্য্যার আদর, অষ্টাঙ্গে আমার প্রণাম, আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজা অধিক, যেহেতু ভক্তের পূজা করিলে আমার অতিশয় সন্তোষ হইয়া থাকে। দৃশ্যমান সর্ব্বভূতে আমার সত্তা আছে এইভাবে আদর, আমারই ভজনের জন্য কায়িক চেষ্টা, লৌকিক বাক্যেও আমার গুণ বর্ণন, সঙ্কল্পাত্মক মনটী আমাতেই সমর্পণ করিবে, আমা ভিন্ন সর্ব্ব ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে, আমার ভজনের আনুকূল্যের জন্য ভক্তিবিরোধী বিষয় ত্যাগ করিবে, ভোগসাধন চন্দনাদি পরিত্যাগ করিবে, পুত্রলালনপালনাদি-সুখ পরিত্যাগ করিবে, আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, কারণ আমার সুখার্থে কৃত বৈদিক কর্ম্ম ভক্তিপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সন্তোষার্থে দান করিবে। ব্রাহ্মণবৈষ্ণবমুখে ঘৃতপক্কান্ন প্রভৃতি সমর্পণ করিবে, ভগবন্নাম বা মন্ত্র জপ আমাতে সমর্পণ করিবে, আমার প্রাপ্তির জন্য একাদশী প্রভৃতি উপবাস করার নামই ভক্তের তপস্যা। হে উদ্ধব! এইরূপ অনুষ্ঠিত ভাগবতধর্ম্মের দ্বারা আমাতে আত্মসমর্পণকারী মনুষ্যগণের ভক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ এইপ্রকার অনুষ্ঠিত সাধনভক্তিদ্বারা প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার কায়বাক্যমনের দ্বারা কেবল ভগবৎসন্তোষার্থে চেষ্টা রাখিয়া অনুষ্ঠিত ভাগবত-ধর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা শ্রীভগবানে আত্মসর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিমাত্রই কামনা করিয়া থাকেন, ভজনের বিনিময়ে অন্য কোনও কামনা করেন না, তাঁহাদের সাধনরূপ অথবা সাধ্যরূপ কোন্ প্রয়োজনপ্রাপ্তি অবশেষ থাকে? সর্ব্ব প্রয়োজনই বিনা প্রযত্নে আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি সেই ভক্তিমাত্রকামী ভক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতিকে অনাদরও করে তথাপি সেই-সকল পুরুষার্থ তাদৃশ ভক্তের আশ্রিত অর্থাৎ অনুগত হইয়া থাকে। যেহেতু "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চিনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, গরুড় প্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রিয় পার্ষদগণ সর্ব্বগুণের সহিত তাঁহার (সেই ভক্তের) প্রতি আসক্ত হইয়া থাকেন॥২২৮॥

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা যথা—নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা। ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ। মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ। মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া। মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ। আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে। আর্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা। মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ। পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম॥ ২২৯॥

নিষেবিতেন সম্যগনুষ্ঠিতেন অনিমিত্তেন চ নিষ্কামেণ স্বধর্ম্মেণ। মহীয়সা শ্রদ্ধাদিযুক্তেন। ক্রিয়াযোগেন,

পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তবৈষ্ণবানুষ্ঠানেন। শস্তেন উত্তমদেশ-কালাদিমতা নিষ্কামেণ চ। নাতিহিংস্রেণ অতিহিংসা-রহিতেন। অতিশব্দঃ প্রাণাদিপীড়াপরিত্যাগফল-পত্রাদিজীবাবয়বস্বীকারার্থঃ॥ মদ্ধিষ্ণ্যং মদর্চ্চাদি। ভূতেষ্বন্তর্য্যামিত্বেন মদ্ভাবনয়া। সত্ত্বেন ধৈর্য্যেণ। অসঙ্গমেন বৈরাগ্যেণ চ। অহিংসাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহা যমাঃ। শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি-ধানানি নিয়মা। আধ্যাত্মিকমাত্মানাত্মবিবেকশাস্ত্রম্। নিরহংক্রিয়য়া গর্ব্বরাহিত্যেন। মদ্ধর্ম্মিণঃ মদ্ধর্ম্মানু-ষ্ঠাতুঃ পুরুষস্যাশয়ঃ। শ্রুতমাত্রগুণং মামঞ্জসাভ্যেতি মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ীত্যাদ্যুক্তলক্ষণাং ধ্রুবানুস্মৃতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকশ্রবণাদিনা জ্ঞান-মিশ্রত্বমপি॥ ৩॥ ২৯॥ শ্রীকপিলদেবঃ॥ ২২৯॥

অথ জ্ঞানমিশ্রা—দৃষ্টশ্রুতাভির্ম্মাত্রাভির্নির্ম্মুক্তঃ স্বেন তেজসা। জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো-ভবেৎ॥ ২৩০॥

দৃষ্টেতি ঐহিকামুষ্মিকবিষয়ৈঃ। স্বেন তেজসা বিবেকবলেন॥ ৬॥ ১৬॥ শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্রকেতুম্॥২৩০॥

৩।২৯ অধ্যায়ে কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকামা ভক্তির সংবাদ ভগবান্ কপিলদেব নিজ জননী দেবহূতিকে বলিয়া-ছেন—হে মাতঃ! সম্যগ্রূপে অনুষ্ঠিত, শ্রদ্ধাদিযুক্ত স্বধর্ম্মে এবং পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত বৈষ্ণবানুষ্ঠান ক্রিয়াযোগে উত্তমদেশকালাদিবিশিষ্টনিষ্কামভাবে, "নাতিহিংস্রেণ" অতিশয় হিংসারাহিত্য; মূলশ্লোকে হিংসা শব্দের পূর্ব্বে অতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইলেন যে, প্রাণাদির প্রতি পীড়া পরিত্যাগ করিয়া ফলপত্রাদি জীবাবয়ব স্বীকার করিবে অর্থাৎ একেবারে হিংসা ত্যাগ করিলে জীবনধারণের সম্ভাবনাই হইতে পারে না। এইজন্য অতিশয় হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে—যাহাদিগকে হিংসা করিলে তাহারা বেদনা অনুভব করে, সেই সকল প্রাণিগণকে হিংসা না করিয়া, যে সকল উদ্ভিজ্জ জাতিকে হিংসা করিলে তাহারা বেদনা অনুভব করিতে পারে না, সেই সকল উদ্ভিজ্জ জাতির সাত্ত্বিক হিংসায় পত্র পুষ্প শাক্ সব্জী দ্বারা, তন্মধ্যে যাহা শাস্ত্রবিধিবোধিত এবং ভগবানে অর্পণযোগ্য এবম্বিধ উদ্ভিজ্জ জাতির দ্বারাই জীবন ধারণ করিবে। প্রতিদিন আমার শ্রীপ্রতিমা দর্শন, স্পর্শন পূজা স্তুতি ও নমস্কার দ্বারা, সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিভাবে আমিই বিদ্যমান আছি এইরূপ ভাবনা দ্বারা এবং সত্য অর্থাৎ ধৈর্য্য-দ্বারা, অসঙ্গ—বৈরাগ্য-দ্বারা, মহাপুরুষগণের সম্মানদান করিয়া, দীনজনের প্রতি দয়া দ্বারা, আত্মতুল্যজনে বন্ধুভাব দ্বারা, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চবিধ নিয়ম দ্বারা, অহিংসা, 'অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই চারিপ্রকার যম দ্বারা, আত্ম-অনাত্ম-বিবেকরূপ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা, এবং আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন, সারল্য সাধুসঙ্গ, নিরহঙ্কার এই সকলের দ্বারা মদীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত বিশুদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ অন্য সর্ব্বপ্রকার আবেশশূন্য হইয়া একমাত্র আমাতে গাঢ় আবেশ লাভ করতঃ আমার গুণ-শ্রবণমাত্রে অতি সুখে ও সত্বর আমাকে লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ কপিলযোগেই উক্ত—"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ" হে মাতঃ! আমার গুণশ্রবণমাত্রে মাংসময়ী দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত আমাতে গঙ্গাজলের সিন্ধুতে নির্ব্বাধ-গতির মত অবিচ্ছিন্না মনোগতির নাম ধ্রুবানুস্মৃতি, সেই ধ্রুবানুস্মৃতি অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। এখানে ভক্তি-যোগের সহিত যেমন স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া এই ভক্তিটী কর্ম্মমিশ্রা, তেমনই আধ্যাত্মিক শ্রবণাদির কথা উল্লেখ থাকায়, এই ভক্তিটী জ্ঞানমিশ্রাও বটে॥২২৫॥

অনন্তর জ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকামা ভক্তির দৃষ্টান্ত ৬।১৯ অধ্যায়ে—চিত্রকেতু মহারাজের প্রতি সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক উক্ত শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন—"দৃষ্টশ্রুতাভির্ম্মাত্রাভির্নির্ম্মুক্তঃ-স্বেন তেজসা। জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ" ॥২৩০॥

হে রাজন! পুরুষ নিজ বিবেকবলে ঐহিক, আমুষ্মিক বিষয় দ্বারা নির্ম্মুক্ত হইয়া, শাস্ত্রোত্থ-জ্ঞান দ্বারা এবং

অপরোক্ষ অনুভব দ্বারা সংতৃপ্ত হইয়া আমাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ॥২৩০॥

অথ কেবলস্বরূপসিদ্ধোদাহ্রিয়তে। তত্র সকামা কৈবল্যকামা চোপাসকসঙ্কল্পগুণৈস্তত্তদ্‌-গুণত্বেনোপচর্য্যতে। ততঃ সকামা দ্বিবিধা, তামসী, রাজসী চ। পূর্ব্বা যথা অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ ২৩১ ॥

অভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য। সংরম্ভী সক্রোধঃ। ভিন্নদৃক্ স্বস্মিন্নিব সর্ব্বত্র যৎ সুখং দুখং চ তত্তদবেত্তা নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ। উত্তরা যথা—বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা! অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ২৩২ ॥

পৃথক্ মত্তোহন্যত্র বিষয়াদিষ্বেব ভাবঃ স্পৃহা যস্য ন তু ময়ীতি রাজসত্বহেতুতা দর্শিতা। অথ কৈবল্যকামা সাত্ত্বিক্যেব। সা যথা—কর্ম্মনির্হার-মুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্‌। যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ ২৩৩ ॥

কর্ম্মনির্হারং মোক্ষমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ পরমেশ্বরে যো বা কর্ম্মার্পণং কুরুতে যো বা যষ্টব্যং সর্ব্বেষাং নিত্যবিধিপ্রাপ্তত্বেনাবশ্যমেব তৎপূজনং কর্ত্তব্য-মিতি বুদ্ধ্যা ন তু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানেন যো যজেৎ পরমেশ্বরং পূজয়তি অতএব পূর্ব্ববৎ পৃথগ্‌ভাবঃ ভক্তেঃ পৃথক্ মোক্ষমেব পুরুষার্থত্বেন ভাবয়ন্ স সাত্ত্বিক উচ্যতে। উত্তরস্যাপি তাৎপর্য্যং কর্ম্মনির্হার এব ভবেদিতি। উক্তঞ্চ—সাত্ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গীতি কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতি, সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থ-মিতি চ তৎসাধনসাধ্যয়োঃ সগুণত্বম্‌। তত্রত্যোদাহরণং যজেদিত্যুত্তরার্দ্ধমেব। 'অথ যস্যা এবোৎকর্ষ-জ্ঞানার্থমেতে ভক্তিভেদা নিরূপিতা সা ভক্তিমাত্র-কামত্বান্নিষ্কামা নির্গুণা কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিরূপ্যতে। ইয়মেবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন সর্ব্বোর্দ্ধং পূর্ব্বমপ্যভিহিতা। তামাহ—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ। লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বম-প্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২৩৪ ॥

অনন্তর কেবল স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির উদাহরণ দিতেছেন। তন্মধ্যে উপাসকের সঙ্কল্পগুণে সকামা এবং কৈবল্যকামার ধর্ম্মরূপে উপচার হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেবল স্বরূপসিদ্ধ ভক্তি সকামা বা কৈবল্যকামা নহে, কিন্তু উপাসকের হৃদয়ে অন্য কামনা থাকিলে সেই উপাসকের কামনা আছে বলিয়া ভক্তি সকামা হয়েন, এবং মোক্ষকামনা থাকিলে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিও কৈবল্যকামা নামে অভিহিত হয়। অতএব সকামাভক্তি তামসী এবং রাজসী ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে তামসী ভক্তির লক্ষণ শ্রীভগবান্ কপিলদেব ৩।২৯ অধ্যায়ে নিজ জননীকে বলিয়াছেন "হে মাতঃ! যে জন হিংসা গর্ব্ব পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সঙ্কল্প করিয়া কোপনস্বভাব এবং ভেদদৃষ্টিতে অর্থাৎ আপনার সুখ দুঃখ যেমন প্রিয় এবং অপ্রিয় সেই প্রকার সর্ব্বত্র দৃষ্টিশূন্য (সর্ব্বভূতে দয়াশূন্য) হইয়া যে জন আমাকে ভক্তি করে সেই জন তামস, অতএব তাহার ভক্তি তামসী। দ্বিতীয় রাজসী ভক্তির উদাহরণও শ্রীকপিলদেবই বলিয়াছেন—যে জন বিষয় যশ অথবা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া প্রতিমা প্রভৃতিতে আমাকে অর্চ্চন করে সেই জন রাজস, কারণ তাহার আমা ভিন্ন অন্য বিষয়াদিতে চিত্তের আবেশ আছে, কিন্তু আমাতে চিত্তের আবেশ নাই, ইহাই রাজসত্ত্বের প্রতি হেতু। অনন্তর বলিতেছেন—কৈবল্যকামা ভক্তি কিন্তু সাত্ত্বিকী। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন ভাবে শ্রীভগবান্ কপিল-

দেব ৩।৩০ অধ্যায়ে নিজ জননীকে বলিয়াছেন, "হে মাতঃ! যে জন কর্ম্ম-পরিহার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লইয়া অথবা পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ করে, কিংবা যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলই নিত্যবিধিপ্রাপ্ত বলিয়া অবশ্যই পরমেশ্বরের পূজা করা কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে পরমেশ্বরকে পূজা করে কিন্তু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানে পরমেশ্বরের পূজা করে না; অতএব সে জন পূর্ব্ববর্ণিত রাজস ভক্তের মত পৃথগ্ ভাব বলিয়া অর্থাৎ ভক্তি হইতে মোক্ষকেই পুরুষার্থ বলিয়া ভাবনা করে, এই জন্য সেই মোক্ষার্থী ভক্ত সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হয়েন। উত্তর পক্ষের অর্থাৎ নিত্যবিধিপ্রাপ্ত বলিয়া যে জন পরমেশ্বরের পূজা করেন, তাহারও তাৎপর্য্য কর্ম্মপরিহারেই পর্য্যবসান হয়। এই অভিপ্রায়ে ১১।২৫।২৬-২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণঃ॥

হে উদ্ধব! যে কর্ত্তা অনাসক্ত সে জন সাত্ত্বিক অর্থাৎ যাহার ফলে আসক্তি নাই সেই অধিকারী সাত্ত্বিক। আর যে অধিকারী ফলপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিনিবেশ-যুক্ত সেই জন রাজস। যে জন অনুসন্ধানশূন্য সে জন তামস। যে অধিকারী একান্তভাবে আমারই শরণাগত সেজন নির্গুণ, যেহেতু তাহার কোনপ্রকার অহঙ্কার নাই। আত্ম এবং অনাত্ম বিচারে যে শ্রদ্ধা সেটী সাত্ত্বিকী, কর্ম্ম-শ্রদ্ধার নাম রাজসী, অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া শ্রদ্ধার নাম তামসী, আমার সেবার প্রতি যে শ্রদ্ধা সেটী নির্গুণ। ঐ স্থানেই বলিয়াছেন—

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং—এই সকল প্রমাণে মোক্ষ-কামনা যে সাত্ত্বিকী তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সাধন এবং সাধ্য দুইই সাত্ত্বিক বলিয়া কৈবল্যকামারও সগুণা ভক্তির মধ্যে পর্য্যবসান করা হইয়াছে। 'যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা' এই উত্তরার্দ্ধই এই বিষয়ের উদাহরণরূপে বুঝিতে হইবে। অনন্তর যাহার উৎকর্ষ বোধের জন্য ভক্তির বিবিধ ভেদ নিরূপণ করা হইল সেই ভক্তির একমাত্র ভক্তিতেই কামনা থাকে বলিয়া নিষ্কামা নির্গুণা 'কেবলা' 'স্বরূপসিদ্ধা' প্রভৃতি নামে নিরূপিত হয়েন। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি 'অকিঞ্চনা' নামে সকলের প্রথমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সে 'অকিঞ্চনা' ভক্তির লক্ষণ শ্রীভগবান কপিলদেব নিজ জনীকে ৩।৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন॥ ২৩৪॥

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ন তু তত্রোদ্দেশান্তরসিদ্ধ্যভি-প্রায়েণ। প্রাকৃতগুণময়করণানাং সর্ব্বেষাম্ গুহা করণাগোচরপদবী তস্যাং শেতে গুহাতয়া নিশ্চলতয়া চ তিষ্ঠতি যস্তস্মিন্ ময়ি অবিচ্ছিন্না বিষয়ান্তরেণ বিচ্ছেত্তুমশক্যা যা মনোগতিঃ সা। অবিচ্ছিন্নত্বে দৃষ্টান্তঃ যথেতি। গতিরিতি পূর্ব্বস্মাদাকৃষ্যতে ছন্দসত্বাৎ। লক্ষণম্ স্বরূপম্। ননু তস্যাঃ গুণ-শ্রুতেঃ কা বার্ত্তা, উদ্দেশ্যান্তরাভাবেন মনোগতিত্বা-ভাবেন চ দ্বিধানি নির্দ্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ, তত্রাহ, অহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা অব্যবহিতা স্বরূপসিদ্ধ-ত্বেন সাক্ষাদ্রূপা, ন ত্বারোপাধিসিদ্ধত্বেন ব্যবধানা-ত্মিকা। তাদৃশী যা ভক্তিঃ, শ্রোত্রাদিনা সেবন-মাত্রম্, সা চ তস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। মাত্রপদেনা-বিচ্ছিন্নেত্যনেন চ মনোগতেরহৈতুকীত্বাদিসিদ্ধেঃ পৃথগ্‌যোজনার্হত্বাৎ, সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদিষু নির্গুণো মদপাশ্রয় ইত্যাদিভিস্তদাশ্রয়াক্রিয়াদীনাং নির্গুণত্বস্থাপনাৎ, মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণা ইত্যত্র তদ্‌গুণানামপ্যপ্রাকৃতত্বশ্রবণাৎ অহৈতু-ক্যত্বমেবমপি ন গৃহ্ণন্তি। মৎসেবনং বিনেতি গৃহ্ণন্তি চেৎ তর্হি মৎসেবার্থমেব গৃহ্ণন্তি ন তু তদর্থমেবেত্যর্থঃ। সার্ষ্টি সমানৈশ্বর্য্যম্। একত্বম্ ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্ম-সাযুজ্যঞ্চ। অনয়োস্তল্লীনাত্মকত্বেন তৎসেবনার্থত্বা-

ভাবাদগ্রহণাবশ্যকত্বমেবেতি ভাবঃ। তস্মাৎ স এব চাত্যন্তিকফলতয়া ভবতীত্যপবর্গ ইত্যর্থঃ। নাত্যন্তিকম্ বিগণয়ন্তীত্যাদেঃ আত্যন্তিকপ্রলয়তয়া তৎপ্রসিদ্ধেশ্চ। ননু গুণত্রয়াত্যয়পূর্ব্বকভগবৎসাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেৎ তস্যাপি তাদৃশধর্ম্মত্বং স্বতঃ সিদ্ধমেবেত্যাহ যেনেতি। যেন কদাচিদপ্যপরিত্যজ্যেন। মম ভাবায় বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ। উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি। যথোক্তং পঞ্চমে—যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি যোঽসৌ ভগবতীত্যাদিকমনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানা গতি নিমিত্তা বিদ্যাগ্রন্থিবন্ধনদ্বারেণেত্যন্তম্। অতো নির্গুণাপি বহুধৈবাবগন্তব্যা। এবমেবোক্তমেতৎপ্রকরণান্তে—ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে। স্বভাবগুণমার্গেন পুংসাম্ ভাবো বিভিদ্যতে। ইতি মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈঃ। অতঃ স্বস্য ভক্তিযোগস্যৈব মার্গেন বৃত্তিভেদেন শ্রবণাদিনা ভাবস্যাভিমানস্য তদ্ভেদেন দাস্যাদিনা গুণানাং তমআদীনাঞ্চ তদ্ভেদেন হিংসাদিনা পুংসাম্ ভাব্যভিপ্রায়ে বিভিদ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র মুক্তাফলটীকা চ—অয়মাত্যন্তিকঃ ততঃ পরম্ প্রকারান্তরাভাবাৎ। অস্যৈব ভক্তিযোগ ইত্যাখ্যা অনর্থেন ভক্তিশব্দস্যাত্রৈব মুখ্যত্বাৎ। ইতরেষু ফল এবানুরাগো ন তু বিষ্ণৌ ফলালাভেন ভক্তিত্যাগাদিত্যেষা। শ্রীগোপালতাপনাশ্রুতৌ চ—ভক্তিরস্য ভজনম্ তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। শতপথশ্রুতৌ—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যাস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিং ভজেদিতি। প্রেম্না প্রীতিমাত্রকামনয়া যদাত্মহিতং তস্মৈ ইত্যর্থঃ॥ ৩॥ ২৯॥ শ্রীকপিলদেবঃ॥ ২৩৫॥

সেই নির্গুণা ভক্তির কথা ৩॥২৯ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজ জননী দেবহুতিকে বলিয়াছেন, হে মাতঃ! আমার সেই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভক্তির যে অবস্থায় কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধি অভিপ্রায় শূন্য হইয়া আমার গুণ অর্থাৎ আমার কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণমাত্রে 'সর্ব্বগুহাশয়' আমাতে গঙ্গাজলের সিন্ধুতে নির্ব্বাধ গতির মত অবিচ্ছিন্না মানসগতি প্রবাহিত হয়, সেই অবস্থায় ভক্তিটী নির্গুণা। এস্থানে 'গুহাশয়' শব্দের অর্থ প্রাকৃত গুণময় সকল ইন্দ্রিয়গণের অগোচর যেস্থান, সেইস্থানে, গুহ্য ও ও নিশ্চল ভাবে যিনি অবস্থান করেন তিনি 'গুহাশয়'। অবিচ্ছিন্না শব্দের অর্থ কোনও বিষয়ান্তরের দ্বারা যে ভগবদ্বিষয়িণী মনোবৃত্তি বিচ্ছিন্না হয় না। নির্গুণ ভক্তিযোগের ইহাই লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ। এইস্থানে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে যাহাতে কোনও উদ্দেশ্য নাই এবং যে ভগবান্ মনের অবিষয় সেই ভগবানের গুণ কোন প্রকারেই এমন তেমন করিয়া নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। অতএব শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যে ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানশূন্য', অব্যবহিতা—স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সাক্ষাৎরূপা কিন্তু আরোপসিদ্ধা ভক্তির মত জ্ঞানকর্ম্মাদি ব্যবধানযুক্ত নয়। সেই প্রকার যে ভক্তিটী শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার কথাদি সেবন মাত্র সেইটীই নির্গুণ ভক্তিযোগের স্বরূপ। মূল শ্লোকে "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ" এই স্থানে মাত্র পদ উল্লেখ থাকায় এবং "মনোগতিরবিচ্ছিন্না" এই স্থানে 'অবিচ্ছিন্না' পদ উল্লেখ করায় মনোগতির অহৈতুকী প্রভৃতি ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় পৃথকভাবে অহৈতুকী, অব্যবহিতা প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইবার জন্য যোজনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে—১১॥১৯ অধ্যায়ে" সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা—ভগবদাশ্রিত ক্রিয়া প্রভৃতির নির্গুণত্ব স্থাপন করায় এবং "মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকং। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ।" সর্ব্বভূতগণের সুহৃদ সর্ব্বনিরপেক্ষক প্রাকৃত গুণাতীত আমাকে সাম্য এবং অসঙ্গ প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণ সকল ভজন করিয়া থাকে ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদ্গুণের অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শন করয়া

নির্গুণা ভক্তি যে অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিশূন্য তাহাই বিশেষ করিয়া দেখাইতেছেন—হে মাতঃ! যাহারা আমার মানুষ তাহারা সালোক্য (সমান লোকে বাসে অধিকার) সাষ্টি (শ্রীভগবানের-সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি), সারূপ্য (শ্রীভগবানের সমানরূপ প্রাপ্তি, সামীপ্য (শ্রীভগবানের সমীপে যাইবার অধিকার লাভ), একত্ব (ব্রহ্ম বা ঈশ্বরসাযুজ্য-প্রাপ্তি) এই পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে 'একত্ব' অর্থাৎ ঈশ্বর-সাযুজ্য ও ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিতে ব্রহ্মে লীন হওয়াতেই তাৎপর্য্য থাকে বলিয়া কোনও ভগবৎসেবায় অনুকূল হয় না, এইজন্য সেবক পুরুষার্থিগণ সাযুজ্য মুক্তি কখনও গ্রহণ করে না। অতএব পূর্ব্বে বর্ণিত যাহার লক্ষণ প্রকাশ করা হইল সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীসনকাদি ঋষিগণ শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বান্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থ-
যশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥ ৪৮॥

হে প্রভো! তোমার যশ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র অতএব কীর্ত্তনার্হ এবং তীর্থস্বরূপ। যে সকল চতুর ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ তাহারা মোক্ষ নামক তোমার আত্যন্তিক অনুগ্রহকেও লাভ বলিয়া মনে করেন না—অতএব অন্য ইন্দ্রাদিপদের আর কা কথা? যেহেতু ইন্দ্রাদিপদ তোমার ভ্রূভঙ্গজনিত ভয়সঙ্কুল। তোমার কথা রসিক ভক্তেরা সর্ব্বদা নিরতিশয় ভোগ করিয়া থাকে, এইজন্য ভয়সঙ্কুল ইন্দ্রাদি পদের কোনও অপেক্ষা করে না। ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিসুখ যে মোক্ষসুখকে তিরস্কার করে, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ মোক্ষসুখকে "যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা" ১২।৪।৩৪ শ্লোকে আত্যন্তিক প্রলয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে অতএব যাহা প্রলয় শব্দ-বাচ্য তাহাতে আর অধিক সুখ কি হইতে পারে? যদি কেহ বলেন যে সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিনাশ পূর্ব্বক ভগবৎসাক্ষাৎ-কারের নামই অপবর্গ, তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, সেই ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ ভক্তিযোগে সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিনাশ হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকার স্বতঃসিদ্ধই আছে; অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে প্রীতিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হয় তাঁহার সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিনাশ হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়াই থাকে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—"যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং" অর্থাৎ যে ভক্তিযোগ কখনও পরিত্যাজ্য নয়—অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেও যে ভক্তিযোগ পরিত্যাগ করা হয় না। এমন ভক্তিযোগ-প্রভাবে আমার ভাব অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্যতা লাভ করে। এই অভিপ্রায়ে ৫ম স্কন্ধে "যথা বর্ণবিধানমপ-বর্গশ্চ ভবতি" অর্থাৎ যে ভারতবর্ষের বর্ণসমুচিত ধর্ম্ম যথাবিধি প্রতিপালন করিলে অপবর্গ হইয়া থাকে, যে অপবর্গ ভগবান বাসুদেবে অনন্যনিমিত্ত ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগ অপবর্গ নামে খ্যাত হইবার কারণ—যে অবিদ্যাগ্রন্থিতে জীব নানা দেহে গমন করিয়া থাকে, সেই অজ্ঞানময় অহমিকা-গ্রন্থি ভক্তিযোগ দ্বারা ছেদন হইয়া থাকে। এই অভি-প্রায়েই অনন্যনিমিত্ত অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তিযোগের অপবর্গ নাম দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যথাবিহিত বর্ণ ধর্ম্ম আচরণ করিলেই শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় না, যতদিন পর্য্যন্ত কোনও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ না হয়। ভগবদ্-ভক্তসঙ্গই একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিলাভের হেতু। অতএব নির্গুণা ভগবদ্ভক্তিযোগও প্রকারভেদে বহুবিধ। এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজ জননীকে ৩।২৯।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেন পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥"

হে ভাবিনি! বিশেষ বিশেষ মার্গদ্বারা ভক্তিযোগ বহু-প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, অতএব স্বভাব, স্বরূপ এবং গুণবৃত্তি ভেদে পুরুষের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুরুষের গুণানুরূপ ফল সঙ্কল্পভেদ থাকে বলিয়া ভক্তিরওভেদ হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিযোগের মার্গ অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি বৃত্তিভেদে অভিমানের এবং দাস্য সখ্য প্রভৃতি অভিমানগত ভেদে এবং তম, রজঃ সত্ত্বগুণ প্রভৃতির ধর্ম্মহিংসা প্রভৃতির দ্বারা মানবের ভাব অর্থাৎ অভি-মত বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। এই শ্লোকের শ্রীপাদ বোপদেব কৃত মুক্তাফল গ্রন্থের হেমাদ্রিকৃত টীকায় উল্লিখিত আছে—

"অয়মাত্যন্তিকঃ ততঃ পরং প্রকারান্তরাভাবাৎ। অস্যৈব ভক্তিযোগ ইত্যাখ্যা অন্বর্থেন ভক্তিযোগস্যাত্রৈব মুখ্যত্বাৎ। ইতরেষু ফল এবানুরাগো ন তু বিষ্ণৌ ফলালাভেন ভক্তি-ত্যাগাদিত্যেষা। "অর্থাৎ এই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক পুরুষার্থ যেহেতু এই নিগুর্ণ ভক্তিযোগের পর আর প্রকারগত ভেদ নাই। কারণ সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন গুণের অতীত ভক্তি-যোগের বৃত্তিগত ভেদ হইতে পারে না। গুণময় ভক্তিযোগে ফললাভেই অনুরাগ থাকে, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগ থাকে না, যেহেতু ফললাভ করিতে না পারিলে ভক্তিকে ছাড়িয়া দেয়। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতেও দেখা যায় "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং" এই শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি, সেই ভজনও ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগের লালসাশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণেই সঙ্কল্প রক্ষা, ইহারই নাম নৈষ্কর্ম্ম্য। শতপথ শ্রুতিতেও দেখা যায়—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যাস্তৎপুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ—"শতপথ ঋষি বলিয়াছিলেন হে যাজ্ঞবল্ক্যগণ! মানব আত্মকল্যানার্থ প্রীতিমানসে হরিকে ভজন করিবে অর্থাৎ শ্রীহরিতে প্রীতিমাত্র কামনায় যে আপনার হিত সাধিত হয় তাহারই জন্য শ্রীহরিকে ভজন করিবে॥ ২৩৪॥

তদেবং বহুধা সাধিতৈষা অকিঞ্চনা আত্যন্তিকী-ত্যাদিসংজ্ঞা ভক্তির্দ্বিবিধা বৈধী রাগানুগা চেতি। তত্র বৈধী শাস্ত্রোক্তবিধিনা প্রবর্ত্তিতা। স চ বিধি-র্দ্বিবিধঃ। তত্র প্রথমঃ প্রবৃত্তিহেতুঃ তদনুক্রম-কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানাং জ্ঞানহেতুশ্চ। প্রথমস্তূদাহৃতঃ, তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশেত্যাদিনা দ্বিতীয়শ্চার্চ্চনব্রতাদিগতঃ। তমাহ—মামেব নৈর-পেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি। ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্॥ ২৩৫॥

নৈরপেক্ষ্যেণ অহৈতুকেন। অহৈতুকভক্তিযোগ এব বথং স্যাৎ তত্রাহ, ভক্তিযোগমিতি। এবং যদা স্বনিগমোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ। যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে॥ ইত্যাদ্যুক্তবিধিনা॥১১॥২৭॥ শ্রীভগবান্॥ ২৩৫॥

এবমেকাদশীজন্মাষ্টম্যাদিগতেঽপি জ্ঞেয়ঃ। অথ বৈধীভেদাঃ শরণাপত্তি শ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদয়ঃ। এতে চ প্রত্যেকমপি দ্বিত্রাদয়ঃ সমু-দিত্যাপি কারণানি ভবন্তি। তথা শ্রবণে চ। তত্র প্রথমতঃ শরণাপত্তিঃ। ষড়্বর্গাদ্যবিকৃত সংসার-ভয়বাধ্যমান এব হি শরণং প্রবিশত্যনন্যগতিঃ। ভক্তিমাত্রকামোঽপি তৎকৃতভগবদ্বৈমুখ্যবাধ্যমানঃ অনন্যগতিত্বঞ্চ বিধা দর্শ্যতে। আশ্রয়ান্তরস্যাভাব-কথনেন নাতিপ্রজ্ঞয়া কথঞ্চিদাশ্রিতস্যান্যস্য ত্যাজনেন চ পূর্ব্বেণ যথা মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতীতি। উত্তরেণ যথা—তস্মাৎ তমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥ মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্। যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ইতি। চোদনাং শ্রুতিং প্রতিচোদনাং—স্মৃতিমিতি টীকা চ। শ্রীগীতাসু চ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যাদি। তস্যাঃ শরণাপত্তের্লক্ষণং বৈষ্ণবতন্ত্রেঃ—আনুকুল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকুল্যবিবর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্-বিধা শরণাগতিরিতি। অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্বিধা। তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেবাঙ্গিশরণাগতিশব্দে,-নৈকার্থ্যাৎ, অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ। আনু-কুল্যপ্রাতিকুল্যে তত্তক্তাদীনাং শরণাগতস্য ভাবস্য বা। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ, ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ ইত্যাদিপ্রকারঃ। আত্মনিক্ষেপঃ, কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি

তথা করোমীতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তপ্রকারঃ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চাষ্টাক্ষরস্থ নমঃ শব্দব্যাখ্যানে অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥ ভগবৎপরতন্ত্রোহসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ। তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥ ঈশ্বরস্থ তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্য বিদ্যতে। তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ॥ অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তে— অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো নহি দূরগঃ। অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥ অতএব তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনঃ সংসারঃ শ্রূয়তে—যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ। তাবন্ন সংস্মৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥ ইতি॥ কার্পণ্যং পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ ইত্যাদিপ্রকারম্। গোপ্তৃত্বে বরণঞ্চ যথা নারসিংহে—ত্বাং প্রপন্নোহস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্। ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম॥ ইতি প্রকারম্। তদপি ত্রিপ্রকারম্ কায়িকত্বাদিভেদেন। যথোক্তং ব্রহ্মপুরাণে— কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ। ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥ ইতি॥ ব্যাখ্যাতং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥ ইতি॥ তদেবং যস্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তিস্তস্য ঝটিত্যেব সম্পূর্ণবলা। অন্যেষান্তু যথাসম্পত্তি যথাক্রমঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তামেতাং শরণাপত্তিং শ্লাঘতে—তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ। পশ্যামি নান্যৎ—শরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতৌঘবর্ষাৎ ॥২৩৬॥ শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখদূরীকরণং—নিজমাধুরীনাং সর্ব্বতো বর্ষকাত্রাভিহিতম্॥ ১১॥১৯॥ উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্॥

অকিঞ্চনা ও আত্যন্তিকী প্রভৃতি নামে কথিতা যে ভক্তিকে পূর্ব্ববিচারপদ্ধতি অনুসারে বহুপ্রকারে সিদ্ধান্ত করা হইল, সেই ভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে রুচিবিহীন কেবলমাত্র শাস্ত্রকথিত বিধি অনুসারে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম বৈধী ভক্তি। সেই শাস্ত্রকথিত বিধিও দুই প্রকার। প্রথম বিধি ভজন করিবার প্রবৃত্তির হেতু, দ্বিতীয় বিধি ভজন অনুষ্ঠানের অনুক্রমে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বোধ হেতু অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভজন করিবার প্রবৃত্তির উদ্গম হইলে, সেই অনুষ্ঠেয় ভজনাঙ্গের মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে এবং কোন্‌টী পরে অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং তাহার প্রকারই বা কি ইত্যাদি বোধহেতু বিধিটী দ্বিতীয় প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম প্রবৃত্তিহেতু বিধি ১।২।১৪ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি শৌনকাদি ঋষিদিগকে বলিয়াছেন—হে শৌনক! ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্যফল শ্রীহরিসন্তোষ। শ্রীহরিসন্তোষ বিনা সকল সাধনানুষ্ঠানই বিফল। অতএব পরম্পরারূপে শ্রীহরিসন্তোষের পথ অবলম্বন না করিয়া, যে ভক্তিযোগে শ্রীহরি সাক্ষাৎরূপে সন্তোষ লাভ করেন, সেই ভক্তিযোগই অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সেই ভক্তিযোগের প্রকার ইহাই, একমাত্র শ্রীভগবন্নিষ্ঠ সঙ্কল্পে ভক্তজনবল্লভ শ্রীভগবানের কথা নিত্য শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা এবং তাহাকে ধ্যান করা ও পূজা করা অবশ্যকর্ত্তব্য ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অবশ্যকর্ত্তব্যবিধি উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভজনের ক্রমপরিপাটী বোধের হেতুরূপবিষয়টী অর্চ্চন এবং ব্রতাদি ভজনাঙ্গপর। তাহাই ১১।২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্॥২৩৫॥

হে উদ্ধব! নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ অহৈতুক ভক্তিযোগে আমাকে লাভ করিতে পারে, সেই অহৈতুকভক্তিযোগই বা কি প্রকারে লাভ হইতে পারে তাহারই উত্তরে বলিতেছেন— যেজন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমাকে পূজা করে সেই জন

অহৈতুক ভক্তিযোগ লাভ করে। সেই বিধিটীর কথাও উল্লেখ করা আছে—

"যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥ ২৩৫ ॥

মানুষ দ্বিজত্ব লাভ করিয়া নিজ অধিকার অনুরূপ শাস্ত্র-কথিত বিধি অনুসারে বিশ্বাসপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে যে প্রকারে আমাকে অর্চ্চন করিবে তাহার প্রকারটী বলিতেছি তুমি সাবধানে শ্রবণ কর ইত্যাদি প্রকরণে কথিত বিধি অনুসারে আমাকে যেজন পূজা করে সেই জনই অহৈতুক ভক্তিযোগ লাভ করিতে পারে। এই অর্চ্চন শব্দে বিধিমত একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতিগত অনুষ্ঠানের পরিপাটির ক্রমজ্ঞানের হেতুরূপ বিধিটীও বুঝিতে হইবে। অনন্তর বৈধীভক্তির ভেদ শরণাপত্তি, শ্রীগুরুপ্রভৃতি সাধুসেবা এবং শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এই শরণাপত্তি প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ প্রত্যেকটীই দুইটী তিনটী অঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া ভাবপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। সেইপ্রকার উক্তিই শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। সেই ভক্তি অঙ্গসমুদয়ের মধ্যে প্রথম উক্ত শরণাপত্তিলক্ষণ এই যে—কামক্রোধাদি ষড়রিপুবিকৃতসংসারভয়ে বাধিত হইয়াই মানব অনন্যোপায়ে শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে। যাহারা ভক্তিলাভের জন্যই কেবল কামনা করে, তাহারাও কামক্রোধাদিকৃত ভগবদ্বৈমুখ্যদোষে বাধিত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণ লইয়া থাকে।

"নরোত্তম দাস বোলে, পড়িনু অসৎ ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোহে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ! কর মোরে ত্রাণ ॥
যাবৎ জনম মোর, অপরাধ হৈল ভোর,
নিষ্কপটে না ভজেনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণ পতি,
আমা সম নাহিক অধমা ॥

(প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা)

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রাগানুগীয় প্রেমিক ভক্ত হইয়াও ভক্তিসুলভ দৈন্যে কামক্রোধাদিতে বাধ্যমান্ আবেশে নিজ প্রাণবল্লভের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিয়াছেন, এইটীই বিশুদ্ধ ভক্তের শরণাগতি। অনন্যগতিত্বও দুই প্রকার দেখান হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথম প্রকার শ্রীহরিভিন্ন আশ্রয়ান্তরের অভাব কথনের দ্বারা, দ্বিতীয় অতিশয় জ্ঞানের অভাব-জন্য অর্থাৎ শ্রীহরিই যে একমাত্র আশ্রয়তত্ত্ব আর সকলই যে আশ্রিততত্ত্ব তাহা না বুঝিয়া অন্য দেবতাকে আশ্রয় করিয়া পরে শাস্ত্রাদিজ্ঞানেই হউক অথবা মহতের উপদেশেই হউক আশ্রিত দেবতান্তর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। তন্মধ্যে ১০৩। অধ্যায়ে শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে আদ্য! মরণধর্ম্মী মানব মৃত্যুরূপ কালসর্পভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বত্র পলায়ন করতঃ কোথাও নির্ভয় প্রাপ্ত হয় না, কারণ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই কালকবলিত হয়। কোনও মহতের সঙ্গ বা কৃপাজনিত সৌভাগ্যের উদয় হইলে তোমার চরণারবিন্দে আশ্রয় লাভ করিয়া সুস্থভাবেতে শয়ন করে এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে। দ্বিতীয় আশ্রয়ান্তর ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করার প্রমাণ ১১।১২।১২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবমহাশয়কে বলিয়াছেন—

"তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥

হে উদ্ধব! যখন আমার ভজনের এতাদৃশ প্রভাব সুতরং তুমি চোদনা—শ্রুতি, প্রতিচোদনা—স্মৃতি অথবা বিধি ও নিষেধ, প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্ত, শ্রোতব্য এবং শ্রুতবিষয় পরিত্যাগ করিয়া—

"মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বদেহিগণের আত্মা যে আমি সেই একমাত্র আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ লও, আমাহেতু তুমি অকুতোভয় হইতে পারিবে। শ্রীভগবদ্গীতাতে উল্লেখ আছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আবেশ ছাড়িয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করে, আমি তোমাকে নিখিল অন্তরায় হইতে রক্ষা

করিব, জ্ঞাতিবধজন্য শোক করিও না। বৈষ্ণবতন্ত্রে সেই শরণাগতির লক্ষণ নিম্নলিখিত প্রকারে উল্লিখিত আছে—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥"
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে-ষড়বিধা শরণাগতিঃ।

এই ছয়টী লক্ষণের ভিতরে গোপ্তৃত্বে বরণ অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে রক্ষকরূপে বরণ করিয়া লওয়া অর্থাৎ তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন এই প্রকার নির্ভরতাটী শরণাগতির অঙ্গী, আর পাঁচটী অঙ্গ। শরাণাগতি শব্দের সহিত গোপ্তৃত্বে বরণের একার্থতা আছে বলিয়া অঙ্গী, আর অন্য পাঁচটী তাহার পরিকর বলিয়া অঙ্গস্থানীয়। আনুকূল্যের গ্রহণ অর্থাৎ যাহা যাহা করিলে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হয়েন কায়-বাক্যমনে তাহা অনুষ্ঠান করা। অথবা শরণাগত ভাবের যাহা যাহা প্রতিকূল তাহা তাহা কায়বাক্যমনে পরিত্যাগ করা। 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো' অর্থাৎ তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস "ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ" সেই নিগুর্ণ মায়া নিয়ন্তা ভগবান্ আমার মঙ্গলবিধান করিবেন ইত্যাদি প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস। আত্ম-নিক্ষেপ—অর্থাৎ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ, তাহার প্রকারটী গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত—"কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" অর্থাৎ—আমার হৃদয়-স্থিত কোনও দেব কর্ত্তৃক যেমন নিযুক্ত হইতেছি তেমনই কার্য্য করিতেছি এবিষয়ে আমার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই—ইত্যাদি প্রকার ভাবনার নাম আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণ। শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের নমস্ শব্দ ব্যাখ্যায় যেমন উল্লেখ করা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্তপ্রকার—

"অহঙ্কৃতির্ম্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥"

নমস্ শব্দের "ম"কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'কারের অর্থ তাহার নিষেধ অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্যতা; অতএব 'নমস্' শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষেধ করা হইয়াছে। জীব সততই পরতন্ত্র। জীবের জীবন সর্ব্বদাই ভগবদাধীন অতএব অশেষ প্রকারে নিজের সর্ব্ব সামর্থ্যবিধি ত্যাগ করিবে। নিজের কোনও প্রকার কিছু করিবার ক্ষমতা আছে ইহা কখনও ভাবিবে না। ভগবৎসামর্থ্যে জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না। শ্রীভগবানেই নির্ভরতা রাখিয়া চলিবে এবং শ্রীভগবানের কর্ম্মই করিবে। অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উল্লেখ আছে যে—

"অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুক্তানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥"

যাহারা অহঙ্কারশূন্য তাহাদের কেশব দূরে নহেন, আর যাহারা অহঙ্কারী তাহাদের মধ্যে রাশি রাশি পর্ব্বত বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ তাহাদের শ্রীহরিলাভে বহু বিলম্ব। অতএব ৩।৯।৯ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মকৃত শ্রীনারায়ণ স্তব প্রসঙ্গে স্বাতন্ত্র্য অভিমানী সংসারের কথা শুনা যায়। হে ভগবন! যতদিন পর্য্যন্ত ঐন্দ্রিয়ক ভোগে যে মায়া নিজসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে, যেজন সেই নিজ দেহাদি ধর্ম্মকে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক বলিয়া অভিমান করে, অর্থাৎ নিজ স্বাধীনতা আছে বলিয়া মনে করে, তাহার সম্বন্ধে সংসার বৃথা হইলেও নিবৃত্ত হয় না। সেজন সংসারনিবৃত্তির জন্য যাহা যাহা করে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার ফলে সে রাশি রাশি দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। 'কার্পণ্য'—কাতরতা,—

"পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।"

হে নাথ! তোমার অধিক পরমকারুণিকও কেহ নাই, আবার আমা হইতে অধিক শোচ্যতমও কেহ নাই, ইত্যাদি-প্রকার নিজ হৃদয়ের কাতরতার নাম 'কার্পণ্য'। 'গোপ্তৃত্বে-বরণ'—রক্ষকরূপে শ্রীভগবানকে বরণ করা। নরসিংহ-পুরাণে—

"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥"

যেজন বাক্যেও বলে "হে দেব দেব জনার্দ্দন! আমি তোমার শরণ লইলাম", এইপ্রকারে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ইত্যাদি প্রকার ভাবের নাম "গোপ্তৃত্বে বরণ"। এই 'গোপ্তৃত্বে বরণ' আবার কায়িক বাচিক মানস ভেদে তিন-প্রকার। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যেমন উল্লেখ আছে—

'কর্ম্মনা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ" ॥

যাঁহারা কায় বাক্য ও মনের দ্বারা শ্রীহরির স্মরণ গ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রতি দণ্ডধারণে যমও সমর্থ নহেন, এবং তাহারা মুক্তিলাভে অধিকারী। শরণাগতির লক্ষণ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন—"তবাস্মীতি বদন বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥" হে নাথ! আমি তোমারই হইলাম" বাক্যের দ্বারা এই প্রকার উক্তি, মনেও সেই প্রকার বোধ থাকা, কায়ের দ্বারা নিজ অভীষ্ট প্রাণবল্লভের স্থান আশ্রয় করিলে শরণাগত জন সুখী হইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাহার শরণাগতিটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হইবে, তাহার অতি সত্বরই সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে। আর যাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরণাগতি হয় নাই, কোনও কোনও অংশে কিছু কিছু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, তাহার শরণাগতির তরতমতানুসারে ফলপ্রাপ্তিরও তরতমতা বুঝিতে হইবে। ১১।১৯ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের নিকটে শ্রীউদ্ধব মহাশয় এই শরণাগতির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—হে নাথ! এই সংসারপথে ত্রিতাপতাপে পরাভূত সংতপ্যমান্ মানবের রাশি রাশি অমৃতবর্ষী তোমার চরণযুগলরূপ আতপত্র (ছত্র) ভিন্ন অন্য কিছুই শরণ বা আশ্রয় দেখি না। যাহারা তোমার চরণে একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করে, তোমার চরণ অসাধারণ মাধুর্য্যবর্ষণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বদুঃখ দূর করিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই চরণযুগলের বিশেষণরূপে বলিলেন—"রাশি রাশি অমৃতবর্ষী" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২৩৬ ॥

তদেবং শরণাপত্তিবিবৃতা। অস্যাশ্চাপূর্ব্বত্বং তাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ। তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিদ্ধ্যতি, শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্‌বৈষ্ণবং পদম্॥ ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাম্ বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্বস্বনানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ মূলং। পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যং—অসঙ্কল্পাৎ জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ। আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া। যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া। কৃপয়া ভূতজদুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া। রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ। এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥ ইতি। উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্—যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্। গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥ ইতি। অন্যত্র—হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥ ইতি। অতএব সেবামাত্রন্তু নিত্যমেব। যথা চান্যত্র পরমেশ্বরবাক্যম্—প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ইতি। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে—বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্। পূজয়েদ্ বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ। শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্‌বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ। ইত্যাদি। পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুতৌ—ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্‌বরিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ॥ ইতি। তস্মাদন্যদ্‌ভগবদ্‌ভজনমপি নাপেক্ষতে। যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণফলপ্রসঙ্গে—যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেদিতি। তদেতদাহ—নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ ২৩৭॥

টীকা চ—জ্ঞানপ্রদাৎ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। 'অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তীত্যাহ, নাহমিতি। ইজ্যা গৃহস্থধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্। তথা তপসা বনস্থধর্ম্মেণ। উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা। 'অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং, যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া। ইত্যেষা। অত্র জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবন্নিষ্ঠঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তত্র পূর্ব্বত্র তথৈব ব্যাখ্যা। উত্তরত্র ত্বেবম্। ইজ্যা পূজা, প্রজাতি বৈষ্ণবদীক্ষা, তপঃ সমাধিঃ উপশমো ভগবন্নিষ্ঠেতি ॥১০॥৮১॥ শ্রীভগবান্ শ্রীদামবিপ্রম্ ॥২৩৭॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই শরণাপত্তি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইলেন। এই শরণাপত্তির যে অপূর্ব্বতা তাহার কারণ এই যে—সেই শরণাপত্তি ভিন্ন তদীয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ তিনি যে শ্রীভগবানের মানুষ সেটী শরণাপত্তি ভিন্ন কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। তন্মধ্যে যদ্যপি শরণাপত্তি দ্বারাই সকল ভজনাদি সিদ্ধ হয়, যেহেতু গরুড়পুরাণে উল্লেখ আছে "শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তং বৈষ্ণবং পদং ॥" যাহারা সেই শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ধ্যানযোগ বিনাও মৃত্যুগ্রস্ত সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে, এবং বৈষ্ণব পদ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তথাপি ভজন অনুষ্ঠানের আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য লাভের যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যদি সমর্থ হন তাহা হইলেশ্রীভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র উপদেষ্টা, অথবা ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীশ্রীগুরুচরণের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করিবে। যেহেতু সেই শ্রীগুরুকৃপাতেই, নানা প্রতিকার উপায়েও যে সকল অনর্থ নিবৃত্তি হয় না,—সেই সকল অনর্থ অনায়াসেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ লাভেরও শ্রীগুরুকৃপাই কারণ। শ্রীগুরুকৃপাতেই যে সর্ব্বানর্থ বিনাশ হয়। তাহা যেমন প্রকারে হয় ৭ম স্কন্ধে ৭।১৫।২২ হইতে ২৫ শ্লোকে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—হে রাজন্! সঙ্কল্প পরিত্যাগের দ্বারা কামকে জয় করিবে, ত্যাগ দ্বারা ক্রোধকে নিবৃত্তি করিবে, অর্থে অনর্থ দৃষ্টি দ্বারা লোভ জয় করিবে, আর দুঃখের হেতু 'অথবা সর্ব্বত্র অদ্বৈত অনুসন্ধানের দ্বারা কিম্বা লোভনীয় বস্তুতে ভবিষ্যৎ কালে 'অনর্থ-দৃষ্টিতে অভ্যাস রাখিয়া লোভকে পরাজয় করিবে। আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অর্থাৎ আত্মানাত্ম- (জড় ও চেতন) বিচার দ্বারা শোক মোহ অতিক্রম করিবে। মহাপুরুষের সেবা দ্বারা গর্ব্বকে জয় করিবে। 'মৌন দ্বারা' সাধনের অন্তরায় লোকবার্ত্তা প্রভৃতিকে জয় করিবে। বিষয়-ভোগাদির প্রতি চেষ্টা পরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। যে সকল প্রাণী হইতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি কৃপা দ্বারা দুঃখ জয় করিবে। শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতা রূপ সমাধি দ্বারা দৈবদুঃখ পরাজয় করিবে। প্রাণায়ামাদি যোগবলে দৈহিক দুঃখ জয় করিবে। সাত্ত্বিক আহারাদি দ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবে। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজস্তমো গুণকে জয় করিবে। উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা বিক্ষেপাত্মক সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। মানুষ শ্রীগুরুচরণে অচলা ভক্তি প্রভাবে উল্লিখিত সমস্তগুলি অন্তরায় সুখে জয় করিতে পারে। শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরম উপায় একমাত্র শ্রীগুরুচরণকৃপা। এই বিষয়ে শ্রীবামনকল্পে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে পাওয়া যায়,—যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ, যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং। গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥ যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু, আর যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীহরি। সেই শ্রীগুরু যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, স্বয়ং শ্রীহরি তাহার প্রসন্ন হন। অন্যত্রও দেখা যায়—"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥" শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেননা, অতএব কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকেই প্রসন্ন করিবে।—অতএব নিত্যই শ্রীগুরুচরণের সেবা করা কর্ত্তব্য। একমাত্র শ্রীগুরুচরণের সেবা দ্বারাই সাধক পূর্ণতা ও প্রকৃষ্ট শান্তি লাভ করিতে পারে। অন্যত্র পরমেশ্বর যেভাবে বলিয়াছেন তাহাতেও শ্রীগুরুচরণের সেবা দ্বারাই জীব সর্ব্বার্থ লাভ করিতে পারে তাহা সুস্পষ্ট-

রূপেই উল্লেখ করা আছে। "প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥" প্রথমেই কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া তাহার পর আমাকে অর্চ্চন করিলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা না হইলে সকল অর্চ্চন বিফল হইয়া থাকে। অতএব শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেও উল্লেখ আছে যে—

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাৎ বিষ্ণুবদ্ গুরুং।
পূজয়েৎ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥"

যেজন জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণব গুরুকে বিষ্ণুতুল্য বলিয়া জানে এবং কায়বাক্যমনে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করে, সেইজন শাস্ত্রজ্ঞ এবং বৈষ্ণব। যেজন শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের একপাদেরও উপদেশ করেন, তিনি যে সর্ব্বদাই পূজ্য হইবেন সে বিষয়ে আর সংশয় কি? পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতি-স্তুতিতেও দেখা যায়—আমার শ্রীহরিতে যে পরিমাণে ভক্তি আছে শ্রীগুরুদেবে যদি তাহা হইতে অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যতার বলে শ্রীহরি আমাকে দর্শন দান করুন। অতএব শ্রীগুরুচরণে একান্ত অনুরাগী যে প্রকার উক্তি পাওয়া যায়—তাহাতেও বেশ বুঝা যায়—শ্রীশ্রীগুরুচরণানুরাগীর অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা নাই—

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনং।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"

যেমন সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্র কাঞ্চন হয়, সেই প্রকার শ্রীগুরুসন্নিধানে থাকিলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া থাকে। ১০।৮০ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীদাম বিপ্রকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন—

"নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"

এই শ্লোকে শ্রীধর স্বামিপাদ কৃত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে—জ্ঞানপ্রদ শ্রীগুরু হইতে অধিক সেব্য নাই, ইহাই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব শ্রীগুরুচরণের ভজন হইতেও অধিক ধর্ম্ম নাই। তাহাও বলিতেছেন—হে সখে শ্রীদাম! আমি ইজ্যা—গৃহস্থধর্ম্ম, প্রজাতি প্রকৃষ্ট জন্ম উপনয়ন অর্থাৎ ব্রহ্মচারিধর্ম্ম তপস্যা অর্থাৎ বনস্থধর্ম্ম, উপশম—সন্ন্যাস ধর্ম্ম, অথবা যতিধর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বর আমি তেমন তুষ্টি লাভ করিনা। আমি যদ্যপি সর্ব্বভূতাত্মা তথাপি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট লাভ করিয়া থাকি।

এই পর্য্যন্ত শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। এইক্ষণ শ্রীপাদ জীব গোস্বামিচরণ স্বামিপাদকৃত টীকার সারস্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—জ্ঞানপ্রদ গুরু হইতে অধিক সেব্য নাই;—এস্থানে 'জ্ঞান' শব্দের দুই প্রকার অর্থই বুঝায়, এক ব্রহ্মনিষ্ঠজ্ঞান, অপর ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান। তন্মধ্যে শ্রীধর-স্বামিপাদ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া সেই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানপর ব্যাখ্যা কিন্তু নিম্নলিখিত প্রকারই বুঝিতে হইবে। ইজ্যা—পূজা, প্রজাতি—বৈষ্ণব-দীক্ষা, তপস্যা—সমাধি, উপশম—শ্রীভগবানে নিষ্ঠা॥২৩৭॥

শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চ অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং সেবনং শ্রেয়ঃ। অন্যথা দোষঃ স্যাৎ। যথা শ্রীনারদোক্তৌ গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলমিতি। যঃ প্রথমং শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতমিত্যাদ্যুপলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্, তাদৃশগুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবতসৎকারাদাবনুমতিং ন লভতে, স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্য্যতে। উভয়-সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদিকাভি-প্রায়েণৈব—যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ। বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ইতি স্মরণাৎ, তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া—অবৈষ্ণবো-পদিষ্টেনেত্যাদিবচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ শ্রীগুরুবৎ সমবা-

সনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুশ্চিত্তশ্চ গ্রাহ্যঃ। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণম্। স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥ ইতি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়-দৃষ্ট্যা কৃপাং বিনা তস্মিন্ চিত্তারত্যা চ। অথ সর্ব্বেষ্বেব ভাগবতচিহ্নধারিমাত্রস্য তু যথাযোগ্যং সেবাবিধানম্। তত্র মহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা প্রসঙ্গ-রূপা পরিচর্য্যারূপা চ। তত্র প্রসঙ্গরূপা যথা—ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা। ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ ২৩৮॥

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় এবং তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্য বৈষ্ণবগণের সেবা করা মঙ্গলজনক, যদি না করে, তাহা হইলে দোষ ঘটে। শ্রীনারদ যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার উক্তির মর্ম্মে যাহা বুঝা যায় তাহাতেও দেখা যায়,—

"গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্॥

শ্রীগুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিতে যেজন প্রথমে অন্যকে পূজা করে, সেজন দুর্গতি লাভ করে এবং তাহার পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যেজন প্রথমতঃ শব্দব্রহ্ম বেদে বিচারনিপুণ এবং পরব্রহ্ম ভগবানের অনুভবে নিপুণ ইত্যাদি-প্রকার লক্ষণ শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করে নাই, এবম্ভূত অসৎ গুরু পরশ্রীকাতরতাদোষে যদি মহাভাগবতসৎকারাদিতে অনুমতি দান না করেন, তাহা হইলে সেজন প্রথমতই শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোনও বিচার করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ যেজন শাস্ত্রকথিতলক্ষণ সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করে নাই, সেজন তো পূর্ব্বেই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছে—অতএব শাস্ত্রাজ্ঞালঙ্ঘনকারীর পক্ষে এইপ্রকার দুর্গতি হওয়া তো অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও ভগবানে ভক্তিহীন গুরু আশ্রয় করিলে, এই জাতীয় দুর্গতি উপস্থিত হইবেই। এইক্ষণ সেই সাধকের পক্ষে উভয়সঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে। একদিকে গুরুচরণের আজ্ঞা লঙ্ঘন এক সঙ্কট; অপরদিকে মহাভাগবতের সেবা না করাও আর এক সঙ্কট। এতাদৃশপ্রকার অভিপ্রায়েই শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে উল্লেখ করা আছে—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

যেজন নীতিবিরুদ্ধ কথা বলে এবং যেজন নীতিরহিত কথা শ্রবণ করে তাহারা উভয়েই অক্ষয়কাল ব্যাপিয়া ঘোর নরকে গমন করে। শ্রীগুরু যদি বৈষ্ণবদ্বেষী হন্, তাহা হইলে সে গুরুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যত্র প্রমাণ আছে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

বিষয়াসক্ত এবং কার্য্যাকার্য্যে অনভিজ্ঞ ও ভক্তিবিরুদ্ধ-পথাবলম্বী গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু সেই গুরু বৈষ্ণবভাবাপন্ন নয় বলিয়া অবৈষ্ণব। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। তস্মাচ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" অবৈষ্ণব উপদিষ্ট-মন্ত্রগ্রহণে নরকে যাইতে হয়, অতএব শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। যথাকথিতলক্ষণ শ্রীগুরু যদি বিদ্যমান অর্থাৎ নিকটে না থাকেন তাহা হইলে কোনও পরমভাগবতের নিত্য সেবা পরমকল্যাণদায়িকা। সেই মহাভাগবতে—শ্রীগুরুদেবের সমবাসন এবং নিজের (সাধকের) প্রতি কৃপালুচিত্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ যে পুরুষের যে যে জাতীয় সঙ্গ হইবে, মণির মত সে তদ্‌গুণযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ কুলবৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ—"গোত্র বাড়াবেন কৃষ্ণ আমা সবাকার॥" ইত্যাদি অভিপ্রায়ে নিজ যুথস্থিত বৈষ্ণবকেই আশ্রয় করিবে। সাধকের প্রতি মহা-ভাগবতের কৃপা ও চিত্তের রতি ভিন্ন সত্বর সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা হইতে পারেনা। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। অনন্তর সমস্ত ভাগবতচিহ্নধারী মাত্রের যথাযোগ্য সেবা করা কর্ত্তব্য—এই প্রসঙ্গ বর্ণন করা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যা ভেদে মহাভাগবতের সেবা দুই প্রকার। প্রথম প্রসঙ্গরূপা সেবা ১১/১২ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—ন রোধয়তি মাং যোগো, ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপোস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা। ব্রতানি যজ্ঞা-

ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্।

পূর্ব্বাধ্যায়ে, ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ। লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥ ইত্যনেন সাধুসেবয়া ভক্তিনিষ্ঠাজননে সাধনান্তরসব্যপেক্ষত্বমিবোক্তম্। তত্রেজ্যাশব্দেন সপ্তমস্কন্ধোক্তরীত্যাগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাস্তচাতুর্মাস্তযাগপশুযাগবৈশ্বদেববলিহরণান্যুচ্যন্তে। পূর্ত্তশব্দেন সুরালয়ারামকূপবাপীতড়াগপ্রপাতাসত্রান্যুচ্যন্তে। অত্র তু ইষ্টং হবিষাগ্নৌ যজেত মামিত্যাদৌ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং পূর্ত্তমুদ্যানোপবনাক্রীড়েত্যাদ্যুপলক্ষিতং জ্ঞেয়ম্। এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণেষ্টাপূর্ত্তেন যো মাং যজেত স মৎস্মৃতিস্তত্র সাধুসেবয়া সতাং প্রসঙ্গেন সদ্ভক্তিম্ অন্তরঙ্গভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তত্রাগ্নিহোত্রাদীনাং ভক্তৌ প্রবেশোঽগ্ন্যন্তর্যামিরূপভগবদধিষ্ঠানত্বেনাগ্ন্যাদিসন্তর্পণাৎ। কূপারামাদীনাঞ্চ তৎপরিচর্য্যার্থং ক্রিয়মাণত্বাৎ তত্র প্রবেশঃ। তদেবং সৎসঙ্গস্য সর্ব্বাপেক্ষত্বমুক্তম্। পুনশ্চ তত্রৈব তস্য স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টফলদাতৃত্বং সর্ব্বাপেক্ষয়া পরমসামর্থ্যঞ্চ বক্তুং পরমগুহ্যমুপদিষ্টম্—অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন। সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃদ্ সখেতি। এতাদৃশমহিমত্বেনানুক্তত্বাৎ। তদেতৎ পরমগুহ্যত্বমাহ, ন রোধয়তীতি। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ। দক্ষিণা দানমাত্রম্। যজ্ঞো দেবপূজা। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। যথা সৎসঙ্গে মামবরুন্ধে বশীকরোতি তথা যোগো ন বশীকরোতি ন চ সাংখ্যমিত্যাদিকোঽন্বয়। ততস্তেঽপি কিঞ্চিদ্বশীকুর্ব্বন্তীত্যর্থলব্ধের্ভগবৎপরা এব জ্ঞেয়াঃ ন চ সাধারণাঃ। অতএব চ ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনীতি টীকাকারাঃ। ন চৈতাবতৈষাং নিত্যানাং বৈষ্ণবব্রতানামকর্ত্তব্যত্বং প্রাপ্তমেকস্য ফলাতিশয়সামর্থ্যপ্রশংসয়েতরস্য নিত্যত্বনিরাকরণাযোগাৎ। যথা কর্ম্মাধিকারিণঃ, ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈরিতি শ্রুত্বাপি পূর্ব্বোক্তম্ অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ ইতি বিধিং ন পরিত্যক্তুং শক্নুবন্তি, তদ্বৎ। ভক্ত্যধিকারিণশ্চ যথা মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ইতি শ্রুত্বাপি দীক্ষানন্তরং নিত্যতয়া প্রাপ্তাং ভগবৎপূজাং ত্যক্তুং ন শক্নুবন্তি তদ্বদিতি। অতএব, ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণো র্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎফলং ভুঞ্জতাং কলাবিত্যপি ন বাধকম্। একাদশ্যাদৌ হি নিত্যত্বেঽপ্যানুষঙ্গিকমেব মহাফলদত্বং তত্র তত্র মতম্। অতএব নিত্যত্বরক্ষণার্থমপি তাদৃশং বৈষ্ণবং ব্রতমবশ্যমেব কর্ত্তব্যমিত্যাগতম্। নিত্যবৈষ্ণবব্রতাত্বাদিকঞ্চৈকাদশ্যাদেরর্চ্চনপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ দর্শয়িষ্যামঃ। অতএব পূর্ব্বাধ্যায়ে টীকাকারৈরপি আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষানিত্যত্র বিদ্ধৈকাদশীকৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসানুপবাসানিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো যে ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্ম্মাস্তাং সংত্যজ্য ইত্যর্থ ইত্যুক্তম্। প্রথমে চ—শ্রীভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে ভগবদ্ধর্ম্মানিত্যত্র হরিতোষণাৎ দ্বাদশ্যাদিনিয়মরূপানিতি ব্যাখ্যাতম্। ব্রতানি চেরে হরিতোষণানীত্যত্র তৃতীয়ে একাদশ্যাদীনীতি। অতএব ভগবন্মহাপ্রসাদৈকব্রতস্য শ্রীমদম্বরীষস্য সচ্ছিরোমণেরাচারদর্শনায় তদেব নিশ্চীয়তে ইতি। অথ প্রস্তুতমনুসরামঃ। বশীকরণমত্র দ্বিবিধং মুখ্যং গৌণঞ্চ। তত্র মুখ্যেন প্রেম লভ্যতে। অন্তেবমপ্যভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিতি ন্যায়েন। অতএব গৌণে নান্যৎ ফলম্। অত্র মুখ্যং শ্রীগোপ্যাদৌ গৌণং বাণাদৌ। উত্তরত্র বশীকরণত্বং ফলদানোন্মুখীকরণতয়োপচর্য্যতে তদেতদবশীকরণে দৃষ্টান্তমাহ—সৎসঙ্গেন হি দৈত্যেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ। বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিং-

স্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্য-স্তথাপরে ॥ ২৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব! যোগ, সাংখ্য, স্বাধ্যায়, তপঃ, ত্যাগ, ইষ্টা, পূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ, তীর্থ, নিয়ম, যম, প্রভৃতি সাধন আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারেনা, সর্ব্ব আসক্তি বিনাশক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে বশীভূত করে। পূর্ব্বাধ্যায়ে অর্থাৎ ১১।১১ অধ্যায়ের শেষভাগে ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ। লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিং সাধুসেবয়া ॥" যেজন সংযতচিত্তে ইষ্টা ও পূর্ত্তদ্বারা আমাকে পূজা করে, সেজন আমাতে সদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। সাধুসেবা দ্বারা আমার স্মৃতি লাভ হয়—এই প্রমাণে সাধুসেবাদ্বারা অন্তরঙ্গ ভক্তের প্রতি নিষ্ঠা উৎপত্তির বিধানে অন্য সাধনের অপেক্ষার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ কেবল সাধুসেবা দ্বারাই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয় না, তাহার সঙ্গে ইষ্টা ও পূর্ত্তের সহায়তা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেস্থানে উল্লিখিত ইজ্যা শব্দের অর্থ ৭ম স্কন্ধে কথিত রীতি অনুসারে—অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসী, চাতুর্মাস্য যাগ, পশুযাগ, বৈশ্বদেববলীহরণরূপ অর্থই বুঝায়। 'পূর্ত্ত' শব্দে দেবালয়, ফলের উদ্যান, কূপ, বাপী, তরাগ, জলপানসত্র বুঝায়। আর এস্থানে অর্থাৎ "নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা" এই ১১।১২ অধ্যায়ে উক্ত 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ "হবিষাগ্নৌ যজেত মাং" ১১।৪২ শ্লোকে উক্ত ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া আমাকে পূজা করিবে। এই অগ্নিহোত্রাদি উপলক্ষিত যজ্ঞরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। আর পূর্ত্ত শব্দের "উদ্যানোপবনাক্রীড়াপুরমন্দিরকর্ম্মণি" এই ১১।১১।৩৮ শ্লোকে উক্ত ভগবৎসেবার জন্য পুষ্পপ্রধান, ফলপ্রধান, শ্রীবিগ্রহের বিহারস্থান, পুর (চক্রবেষ্টন) মন্দিরাদি কর্ম্ম উপলক্ষিত ভগবৎসেবোপযোগী অনুষ্ঠান। এইপ্রকার (পূর্ব্বোক্ত প্রকার) ইষ্ট ও পূর্ত্ত দ্বারা যেমন আমাকে পূজা করে সেজন আমার 'স্মৃতি' লাভ করে! তন্মধ্যে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগের দ্বারা ভক্তিতে প্রবেশ হইবার কারণ অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানরূপ অগ্নি প্রভৃতির সন্তর্পণ করা হয়। যদি অগ্নি প্রভৃতিতে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে এই প্রকার বুদ্ধি না রাখিয়া কেবল ঘৃতের দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই অগ্নিতে আহুতি দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তিতে প্রবেশ হইতে পারে না। আর যদি ভগবৎপরিচর্য্যার উদ্দেশ্যে কূপ আরাম প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ত্তের দ্বারাই ভগবদ্‌ভক্তিতে প্রবেশ হইবে, তদ্ভিন্ন পুণ্যাদি উদ্দেশ্যে কূপ ও আরামাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে সৎসঙ্গের সর্ব্বসাধনসাপেক্ষত্ব বর্ণিত হইয়াছেন। পুনরায় ১১।১২ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট ফলদাতৃত্ব এবং সর্ব্বসাধন অপেক্ষায় সাধুসঙ্গের পরম সামর্থ্য বলিবার জন্য পরম গুহ্য বিষয় উপদেশ করিয়াছেন—অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন। সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃদ্ সখা ॥ হে যদুনন্দন উদ্ধব! অনন্তর আমার নিজমুখের কথা শুনিতে সমুৎসুক তোমার নিকটে এই পরম গোপনীয় সুগোপ্য কথাও বলিব, যেহেতু তুমি আমার ভৃত্য সুহৃদ্ ও ও সখা। পূর্ব্বে ১১।১১ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের এতাদৃশ মহিমার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। এই ১১।১২ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গ যে অতি সুগোপ্য এবং পরম গুহ্য তাহাই বলিতেছেন—ন রোধয়তি ইত্যাদি শ্লোকে। উক্ত 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ সন্ন্যাস, দক্ষিণা সৎপাত্রে দান মাত্র, যজ্ঞ দেবপূজা, ছন্দ রহস্যমন্ত্র, সৎসঙ্গ যেমন আমাকে বশীভূত করে, যোগ প্রভৃতি তেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। অধিক কি আত্মানাত্ম-বিবেক প্রভৃতিও আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে-না—ইত্যাদি প্রকার অন্বয় বুঝিতে হইবে। অতএব এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—"তেমন বশীভূত করিতে পারে না" এইরূপ উল্লেখ থাকায় তাৎপর্য্যার্থে কিছু বশীভূত করিতে পারে এইরূপ অর্থ বোধ করায়। তাহা হইলে যে সকল সাধন ভগবদ্‌-উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় সেই সকল সাধনপর অর্থই বুঝিতে হইবে। সাধারণ যোগ, সাংখ্য ব্রত প্রভৃতি-পর অর্থ হয় না। যেহেতু সাধারণ যোগাদিতে শ্রীভগবান্‌কে

কিছুমাত্র বশীভূত করিতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে শ্রীধরস্বামিপাদও 'ব্রত' শব্দে একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রত-পরই অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে একটা আশঙ্কা আসিতে পারে যে, যদি সেই একাদশী প্রভৃতি ব্রত সাধুসঙ্গের মত শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত না করিতে পারে, তাহা হইলে একাদশী প্রভৃতি ব্রত অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজনীয়তা আছে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"একাদশী প্রভৃতি ব্রত তেমন বশীভূত করিতে পারে না" এইরূপ উল্লেখ থাকাতেই নিত্য এই সকল বৈষ্ণবব্রতের অকর্ত্তব্যতা বুঝায় না। যেহেতু একাদশ্যাদি ব্রত না করিলে বৈষ্ণবতাই রক্ষা পাইতে পারে না। ভক্তির কোনও একটি অঙ্গের অতিশয় ফলদানের সামর্থ্যের প্রশংসায় অন্য ভক্তি অঙ্গের নিত্যত্ব নিষেধ অসম্ভব। নহ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ॥ হে রাজন্! সর্ব্বযজ্ঞভুক্ শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণমুখে আহুতি লাভে যেমন সন্তুষ্টি লাভ করেন, ঘৃতের দ্বারা অগ্নিমুখে আহুতি দানে তেমন সন্তুষ্টি লাভ করেন না। ব্রাহ্মণমুখে আহুতি দানের এইপ্রকার মহিমা শ্রবণ করিয়াও, যেমন কর্ম্মাধিকারিগণ পূর্ব্বে উক্ত "অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ" এই বিধি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, এস্থানেও সেই প্রকার ভক্তি-অধিকারী বৈষ্ণব সৎসঙ্গের মহিমা অতিশয় শ্রবণ করিয়া নিত্যবিধি একাদশ্যাদি ব্রত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নয়। ভক্তিতে অধিকারীর পক্ষেও যেমন "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" অর্থাৎ আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজা অধিক ১১।১১ অধ্যায়ে উক্ত ভক্তপূজার আধিক্য শ্রবণ করিয়াও দীক্ষা গ্রহণের পর নিত্যবিধিরূপে প্রাপ্ত ভগবৎপূজা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নয়, এই স্থানেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। অতএব "ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎফলং পরিকীর্ত্তিতং। বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎফলং ভুঞ্জতাং কলৌ॥" ছয়মাস উপবাসে শাস্ত্রে যে ফল কীর্ত্তিত আছেন, বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন ভোজনে কলিকালে সেই ফলই লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি প্রশংসাবাক্যও শ্রীএকাদশী প্রভৃতি ব্রতের বাধক হইতে পারে না। কেহ মনে করিতে পারেন, একাদশী প্রভৃতি ব্রতের যখন 'মহাফলপ্রদান-সামর্থ্যের কথা শুনা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্রত কেমন করিয়া নিত্যবিধি হইতে পারে? যেহেতু ফলশ্রুতি থাকাতে একাদশী প্রভৃতি ব্রতের কাম্যত্বই বুঝায়। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, ঐ সকল ব্রতের নিত্যত্ব থাকিলেও আনুসঙ্গিক-ভাবে মহাফলপ্রদানসামর্থ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ফলপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে রোপিত বৃক্ষ হইতে ছায়া ও পত্রাদি লাভ করিতে পারা যায়, এস্থলেও তেমনি বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম আনুসঙ্গিক ফলপ্রাপ্তি। অতএব একাদশ্যাদি ব্রতের নিত্যত্ব রক্ষার জন্যও সেই সকল বৈষ্ণব-ব্রত অবশ্যই করা কর্ত্তব্য 'এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। একাদশ্যাদি বৈষ্ণবব্রতের নিত্যত্ব সম্বন্ধে অর্চ্চনপ্রসঙ্গে কিছু দেখান হইবে। অতএব ১১।১০ অধ্যায়ে—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" ইত্যাদি শ্লোক শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকায় বিদ্ধৈকাদশী করা, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী না করা, শ্রীভগবানে অনর্পিত বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করা প্রভৃতি যেসকল ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্ম্ম তাহা সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া যেজন আমাকে ভজন করে এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। প্রথমস্কন্ধে ৯।২৪ শ্লোকে শ্রীভীষ্মযুধিষ্ঠির সংবাদে "শ্রীধর্ম্মান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ সমাসব্যাস-যোগতঃ" এই শ্লোকে ভগবদ্ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, "ভগবদ্ধর্ম্মান্ হরিতোষনান্ দ্বাদশ্যাদিনিয়মরূপান্" শ্রীহরিসন্তোষহেতু দ্বাদশীব্রত নিয়ম প্রভৃতি ভগবদ্ধর্ম্ম। তৃতীয়-স্কন্ধে ৩।১।১৮। ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি" সেই স্থানেও হরিতোষণব্রতব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ একাদশীব্রতপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অতএব শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদ আস্বাদন করাই যাহার একান্ত ব্রত সেই শ্রীমহানুভব শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের আচার দেখাইবার জন্য একাদশ্যাদি-ব্রতের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিশ্চিত হইতেছেন, অর্থাৎ যে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ "শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতাং" অর্থাৎ শ্রীতুলসীর সহিত ভগবদর্পিত নৈবেদ্য ভোজনে নিজ রসনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন তিনিও নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীএকাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অতএব শাস্ত্র হইতে এবং সদাচার হইতে শ্রীএকাদশ্যাদি ব্রতের নিত্যত্ব পাওয়া যায়। অনন্তর প্রস্তুত বিষয় অনুসরণ করিতেছি। ভগবদ্‌বশীকরণ মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে

মুখ্য বশীকরণে প্রেমলাভ করা যায়।৫।৬।১৮ শ্লোকে শ্রীশুক-মুনি পরীক্ষিৎ মহাশয়কে বলিয়াছেন—হে রাজন! শ্রীভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারী ভক্তকে মুক্তিদান করেন কিন্তু যথাযোগ্য না হইলে অর্থাৎ অন্য কোন আবেশশূন্য না হইলে প্রেম দেন না। অতএব গৌণ বশীকরণে অন্য ফল অর্থাৎ স্বর্গ মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল হয়। এস্থানে মুখ্য বশীকরণ শ্রীগোপী প্রভৃতিতে, গৌণ বশীকরণ বলিরাজ প্রভৃতিতে। গৌণ বশীকরণটী ফলদান করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে উন্মুখ করা। এই দুই প্রকার বশীকরণ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সৎসঙ্গেন হি দৈত্যেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥ বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥ সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥ ২৩৯॥

দৈতেয়াস্তদুপলক্ষিতাসুরদানবাশ্চ। যাতুধানাঃ রাক্ষসাঃ। তজ্জাতিষু দিগ্‌দর্শনং ত্বাষ্ট্রেত্যাদি। ত্বাষ্ট্রো বৃত্রাসুরঃ। বৃত্রাসুরস্য সৎসঙ্গঃ প্রাগ্‌জন্মনি শ্রীনারদাঙ্গিরসোঃ সঙ্গঃ শ্রীসঙ্কর্ষণসঙ্গশ্চ প্রসিদ্ধঃ। কায়াধবঃ কয়াধুপুত্রঃ প্রহ্লাদঃ। অস্য গর্ভে শ্রীনারদসঙ্গঃ। আদিশব্দগৃহীতান্ পূর্ব্বোক্তজাতিক্রমেণ কাংশ্চিদ্ গণয়তি বৃষেতি। বৃষপর্ব্বা দানবঃ। অয়ং হি জাতমাত্রমাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিষ্ণুভক্তো বভূবেতি পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধিঃ। বলেঃ শ্রীপ্রহ্লাদসঙ্গঃ শ্রীবামনসঙ্গশ্চ। তদনন্তরমেব ভক্ত্যুদ্বোধদর্শনাৎ। বাণস্য বলিমহেশভগবৎসঙ্গঃ। অস্য ভুজকর্ত্তনানন্তরং জ্ঞাতবিষ্ণুমহিম্নো মহাভাগবতমহেশপ্রাপ্তিরেব স্বপ্রাপ্তিরিত্যুচ্যতে। ময়ো দানবঃ। অস্য সভানির্ম্মাণাদৌ পাণ্ডবসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। অন্তে তৎপ্রাপ্তিশ্চ জ্ঞেয়া। বিভীষণো যাতুধানঃ। অস্য হনুমৎসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। সুগ্রীবাদ্যা গজান্তা মৃগাঃ। তত্র ঋক্ষো জাম্ববান্। অস্য ভগবৎসঙ্গঃ। গজো গজেন্দ্রঃ। অস্য পূর্ব্বজন্মনি সৎসঙ্গঃ উন্নেয়ঃ। উত্তরজন্মান্তে ভগবৎসঙ্গশ্চ। গৃধ্রো জটায়ুনামা খগঃ। অস্য শ্রীগরুড়দশরথাদিসঙ্গঃ শ্রীসীতাদর্শনং শ্রীভগবদ্দর্শনঞ্চ। গন্ধর্ব্বাদীংস্তনতিপ্রসিদ্ধত্বেনানুদাহৃত্য মনুষ্যেষু বৈশ্যাদীনুদাহরতি। বণিকপথস্তুলাধারঃ। অস্য ভারতে জাজলিমুনিগন্ধর্ব্বপ্রসঙ্গে প্রোক্তমহিম্নঃ সৎসঙ্গোঽন্বেষণীয়ঃ। ব্যাধো ধর্ম্মব্যাধঃ। শূদ্রোঽন্ত্যজোঽপি। অত্রাদিবারাহে কথেয়ম—কচিৎ প্রাচীনকলিযুগে বসুনাম্না বৈষ্ণবেন রাজ্ঞা প্রাগ্‌জন্মনি মৃগভ্রান্ত্যা নিহতো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মরাক্ষসতাং প্রাপ্তস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রাপঞ্চিকবিষ্ণুলোকগমনসময়ে তচ্ছরীরঃ প্রবিষ্টঃ। পুনশ্চ তস্য তদ্ভোগান্তে রাজতাং প্রাপ্তস্য দেহাৎ তৎকর্ত্তৃকব্রহ্মপারাখ্যস্তবপাঠতেজসা নির্গতস্তৎকৃতধর্ম্মব্যাধ-সংজ্ঞঃ হিংসাতিশয়বিমুখঃ পর্য্যবসানে দৃষ্টনীলাদ্রিনাথঃ তঞ্চ স্তুতবান্ প্রাপ্তুতদালিঙ্গনস্তৎসাযুজ্যমবাপেতি। কুব্জায়া ভগবৎসঙ্গঃ পূর্ব্বজন্মনি চ নারদসন ইতি মাথুরহরিবংশপ্রসিদ্ধম্। গোপ্যোঽত্র সাধারণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণব্রজে তদানীং বিবাহাদিনা সমাগতাঃ। তাসাং তন্নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দসঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপো—ভগবৎসঙ্গশ্চ। যজ্ঞপত্নীনাং শ্রীকৃষ্ণগুণকথকলোকসঙ্গস্তৎসঙ্গশ্চ। অপরে দৈত্যেয়াদয়োঽন্যে চ। তেষাং সৎসঙ্গব্যতিরিক্তসাধনাভাবমাহ—তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ২৪০॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গপ্রভাবে দিতিনন্দন দৈত্যগণ এবং তদুপলক্ষে অসুর এবং দানবগণ, যাতুধান,—রাক্ষস, তাহার দিগ্‌দর্শন ত্বাষ্ট্র—বৃত্র, মৃগ, খগ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি রাজস তামস স্বভাব অনেকেই সেই সেই যুগে আমার পদলাভ করিয়াছে।

বৃষপর্ব্বা বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, ঋক্ষ,—(জাম্ববান) গজরাজ, গৃধ্র (জটায়ু), ব্যাধ—(ধর্ম্মব্যাধ), কুব্জা, ব্রজে গোপীগণ, যজ্ঞস্থলে যজ্ঞপত্নীগণ, ইহারা সকলেই আমার চরণ লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মে অর্থাৎ মহারাজ চিত্রকেতু জন্মে, শ্রীনারদ ও আঙ্গিরা ঋষির সঙ্গ ও পরে শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবের সঙ্গ. ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে সুপ্রসিদ্ধই আছে (কায়াধব কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদ,) ইঁহার জননী-গর্ভে থাকা কালে শ্রীনারদের সঙ্গ "ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ—এই এইস্থানে আদি শব্দ উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বে উক্ত জাতিক্রমে অর্থাৎ 'দৈত্যেযযাতুধান খগ মৃগ প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটীর নাম গণনা করিতেছেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বা একটী দানব, এই দানবটী জন্মিবামাত্র মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং পরে মুনিগণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিপরায়ণ হন, পুরাণান্তরে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে। বলিমহারাজের শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবামনদেব সঙ্গ, যেহেতু এই দুইজনার সঙ্গের পরই তাঁহার ভক্তির উদয় দেখা যায়। বাণমহারাজের বলি, মহাদেব ও ভগবৎসঙ্গ ইঁহার ভুজছেদনের পর শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জ্ঞান হয়, এবং মহাভগবতচূড়ামণি শ্রীমহাদেবের প্রাপ্তিই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ আছে। ময়নামে একটী দানব, ইঁহার সভানির্ম্মাণাদি সময়ে পাণ্ডব-সঙ্গ ও শ্রীভগবৎসঙ্গও হইয়াছিল, দেহান্তে শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন ইহা বুঝিতে হইবে। বিভীষণ রাক্ষস হইয়াও শ্রীহনুমানের সঙ্গ এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়া প্রভু রামচন্দ্রের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। সুগ্রীব হইতে আরম্ভ করিয়া গজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই মৃগ অর্থাৎ পশু-জাতি, তন্মধ্যে ঋক্ষ জাম্ববান্, ইহাঁর শ্রীভগবান রামচন্দ্রের সঙ্গ। গজ শব্দে গজরাজ—ইহাঁর পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গ বুঝিয়া লইতে হইবে ইনি পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিলেন এবং বিষ্ণুব্রতপরায়ণ হইয়া কাল কাটাইতেন। তিনি কোনও সময়ে মৌনব্রতী হইয়া কুলাচল পর্ব্বতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীভগবানকে আরাধনা করিতেছিলেন। কোনও সময়ে অগস্ত্যমুনি সশিষ্য তাঁহার আশ্রমে আগমন করেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন না কিংবা কোনও আদর অভ্যর্থনা করিলেন না দেখিয়া মুনি ক্ষোভিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন। সেই অভিসম্পাতে গজরাজ দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন দেহে সৎসঙ্গ হইয়াছিল ইহা বুঝা যায়। এই গজরাজ জন্মের শেষে শ্রীভগবৎসঙ্গের কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। গৃধ্র—জটায়ু নামক পাখী; ইহার শ্রীগরুড়, দশরথ প্রভৃতির সঙ্গ, শ্রীসীতাদর্শন ও শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শন, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সৎসঙ্গের কথা অতিশয় প্রসিদ্ধি না থাকায়—তাঁহাদের উদাহরণ উল্লেখ না করিয়া মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য প্রভৃতির উদাহরণ উল্লেখ করিতেছেন। বণিকপথ—তুলাধার ইঁহার মহাভারতে জাজলীমুনী ও গন্ধর্ব্ব প্রসঙ্গে প্রচুরতর মহিমা উল্লেখ করা আছে। অতএব ইঁহার সৎসঙ্গ ছিল ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ব্যাধ—ধর্ম্মব্যাধ, ইঁহার প্রসঙ্গ আদি বরাহে উল্লেখ করা আছে। এই ধর্ম্মব্যাধ শূদ্র এবং অন্ত্যজ। কোনও প্রাচীন কলিযুগে বসু-নামে বৈষ্ণব রাজা পূর্ব্বজন্মে মৃগভ্রমে একটী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণটী ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছিল। সেই বৈষ্ণব মহারাজ যখন প্রপঞ্চ লোকের ভিতরে সত্যলোকের উপরে অবস্থিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন, সেই ব্রহ্মরাক্ষস বৈষ্ণব বসু মহারাজের শরীরে প্রবেশ করে। পুনরায় সেই বৈষ্ণব মহারাজ যখন বৈকুণ্ঠ্য লোকের সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় রাজদেহ লাভ করেন, তখন তিনি দেখিলেন তাঁহার শরীরে ব্রহ্মরাক্ষস প্রবেশ করিয়া আছে। সেই রাক্ষস যাহাতে দেহত্যাগ করে সেইজন্য তিনি ব্রহ্মপারাখ্য নামে স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। স্তবপাঠ-প্রভাবে সেই ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হয়। তখন বসুমহারাজ তাহাকে ধর্ম্মব্যাধ সংজ্ঞা প্রদান করেন। সেই অবধি ধর্ম্মব্যাধ অতিশয় হিংসা হইতে বিমুখ এবং পরে নীলাচলনাথকে দর্শন করেন এবং তাঁহাকে বহু স্তব করেন। সেই স্তবের ফলে শ্রীনীলাচলনাথ তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া ঈশ্বরসাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কুব্জার ভগবৎসঙ্গ এবং পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদসঙ্গ—গাথ্ রহরিবংশে এই প্রসঙ্গটী প্রসিদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত গোপী বলিতে সাধারণ গোপীকার কথাই বুঝিতে হইবে কিন্তু নিত্যসিদ্ধা গোপীর প্রসঙ্গ হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা

নিত্যই শ্রীকৃষ্ণবল্লভারূপে বিদ্যমান আছেন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণব্রজে তখনই বিবাহাদি দ্বারায় আনীতা হইয়াছিলেন। ইহাদিগের শ্রীকৃষ্ণনিত্যপ্রেয়সীবৃন্দের সঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি-রূপ ভগবৎসঙ্গ। যজ্ঞপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনকারিণী তৈলবিক্রয়কারিণীগণের সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপ সঙ্গও হইয়াছিল। শ্লোকস্থ অপর শব্দে দিতিনন্দন প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। তাহাদিগের (পূর্ব্বোক্ত দৈত্যপ্রভৃতির) সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন সাধনা ছিলনা, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখে বলিতেছেন—তে নাধীতশ্রুতিগণাঃ নোপাসিত-মহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥২৪০॥

ন অধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ। তদর্থঞ্চ নোপাসিতা মহত্তমা যৈঃ। কিঞ্চ অকৃতব্রতা অকৃততপস্কাশ্চ। পূর্ব্ববদধ্যয়নাদিকং ভগবৎপ্রীণনমেব গ্রাহ্যম্। 'অত্রৈকেষাং বৃত্রাদীনাং প্রাগ্ জন্মাদৌ সাধনান্তরং যৎ তদপি সৎসঙ্গানুষঙ্গসিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য সৎসঙ্গস্যৈব তত্তৎ ফলমুক্তম্। ধর্ম্মব্যাধাদীনান্তু কেবলস্যৈব তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। সৎসঙ্গশব্দেনাত্র মম সঙ্গো মদীয়া-দীনাঞ্চ সঙ্গ ইত্যভিধাপ্যতে। উভয়ত্রাপি মৎসম্বন্ধি-ত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র স্বস্যাপি সত্ত্বাৎ সৎসঙ্গ-প্রকরণে স্বসঙ্গোঽপ্যন্তর্ভাবিতঃ। যত্তু ভাগবত-সঙ্গেনৈব ভগবৎকৃপা ভবতীত্যুক্তং তত্তু তৎসাম্মুখ্য-জন্মন্যেব। অত্র তু স এব ভাগবতসঙ্গঃ সাধন-বিশেষত্বেনোচ্যতে ইতি ন দোষঃ। যদি বাত্র কুত্রচিৎ সাম্মুখ্যজন্মকারণমপি ভগবৎসঙ্গো ভবেৎ তদাপ্যেবমাচক্ষ্মহে। সচ্ছব্দার্থমবতারমঙ্গীকৃত্য যৎ কদাচিৎ সর্ব্বত্র কৃপাং বিতনোতি ভগবান্ তচ্চ সৎ-সম্বন্ধৈনৈবেত্যতো নাভ্যুপগমহানিরিতি। 'অথ মুখ্যং বশীকরণমসম্ভাবিতসাধনান্তরেণ সৎসঙ্গ-মাত্রেণ শ্রীগোপ্যাদীনাং দর্শয়তি—কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥২৪১॥

১১।১২ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে কহিলেন—হে উদ্ধব! সেই পূর্ব্বোক্ত দৈত্য প্রভৃতি বেদ আদি অধ্যয়ন করে নাই এবং কোনও মহাপুরুষের সেবা করে নাই অধিক কি কোনও তপস্যাও তাহারা করে নাই, একমাত্র আমার ও ভক্তসঙ্গপ্রভাবে, আমাকে লাভ করিয়াছিল। এস্থানে উক্ত অধ্যয়ন প্রভৃতি সাধন পূর্ব্বকথিত ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতির মত শ্রীভগবৎসন্তোষসাধকই বুঝিতে হইবে। এস্থানে শ্রীবৃত্র প্রভৃতি কাহারও কাহারও যে পূর্ব্বজন্মে অন্য-সাধনের কথা উল্লেখ আছে তাহাও তাহাও বুঝিতে হইবে যে, আনুষঙ্গিকভাবে সৎসঙ্গের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে সৎসঙ্গেরই সেই সেই ফলপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির কিন্তু কেবল সৎসঙ্গপ্রভাবেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এস্থানে সৎসঙ্গ শব্দের অর্থে শ্রীভগবানের সঙ্গ এবং তাঁহার ভক্তের সঙ্গ এই উভয়সঙ্গই বুঝান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় এই যে—সৎসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ উভয় সঙ্গেই শ্রীভগবানের সম্বন্ধ আছে। এই অভিপ্রায়ে কোথাও সৎসঙ্গের কথা কোথাও বা ভগবৎ-সঙ্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিজেরও (শ্রীভগবানেরও সত্ত্ব অর্থাৎ সাধুত্ব আছে বলিয়া সৎসঙ্গপ্রকরণে নিজসঙ্গও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ভাগবতসঙ্গপ্রভাবেই শ্রীভগবানের কৃপা হইয়া থাকে এই কথা বলা হইয়াছে, সেটী কিন্তু শ্রীভগবানের চরণে উন্মুখতা উদ্গমের প্রতি হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভাগবতসঙ্গ বিনা স্বতন্ত্রভাবে শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইতে পারে না। একথার তাৎপর্য্য অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদ্গম হওয়া অসম্ভব। যেহেতু শ্রীভগবানের হৃদয়ে প্রেমিক ভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও স্থান নাই। অতএব পরদুঃখকাতরতালক্ষণ ভগবৎকৃপা উদ্গমের সম্ভাবনা করা যায় না। তবে ভক্ত-কৃপায় বহির্ম্মুখ জীব যখন শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হয় তখন তাহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইয়া থাকে। এস্থানে সেই ভাগবতসঙ্গকেই—বিশেষ সাধনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব প্রকরণ অর্থাৎ উদ্দেশ্যগত ভেদ থাকার জন্য সিদ্ধান্তে কোনও দোষ হইতে পারে না। এস্থানে যদিও

কোনও কোনও বহির্ম্মুখজনের ভগবৎসাম্মুখ্যজন্মের প্রতি কারণরূপে ভগবৎসঙ্গ হয়েন অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গপ্রভাবেই শ্রীভগবানের চরণে উন্মুখতা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমরা এই প্রকার বলিব। 'সৎ' শব্দের অর্থে অবতারকেও স্বীকার করিয়া যে কোনও সময়ে শ্রীভগবদুন্মুখ ও বহির্ম্মুখ এই উভয়বিধ জীবের প্রতি কৃপা বিস্তার করেন, সেটীও সৎসম্বন্ধেই করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোনও সাধুর প্রেমমাখা আকুল আহ্বানে শ্রীভগবান্ এই জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সেই সাধুসম্বন্ধেই জগতে আসিয়া জীবদুর্গতি দর্শন করিয়া, তাহাদের প্রতি করুণা বিকাশ করিয়া থাকেন। অতএব সাধুসম্বন্ধই সেইস্থানে মূলহেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য 'অভ্যুপগম' সিদ্ধান্তের হানি হয় না। অস্বীকৃত বিষয় স্বীকার করিয়া যে নিজপক্ষ পোষণ করা হয় তাহাকে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত কহে। এইক্ষণ মুখ্য বশীকরণটী যাঁহাদের সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও সাধনের সম্ভাবনা করা যায় না, সেই শ্রীগোপী প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ তাঁহাদের যে সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও সাধন ছিল না এবং একমাত্র সেই সাধুসঙ্গপ্রভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন তাহাই দেখাইতেছেন—কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ২৪১ ॥

ভাবেন প্রকরণপ্রাপ্তমৎসঙ্গমাত্রজন্মনা প্রীত্যা। ভাবোঽত্র বশীকারমুখ্যত্বে চিহ্নম্। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথেত্যাদেঃ। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইত্যাদেশ্চ। গাবোঽপি গোপীবদাগন্তুক্য এব জ্ঞেয়াঃ। নগা যমলার্জ্জুনাদয়ঃ। মৃগা অপি পূর্ব্ববৎ। নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ। যমলার্জ্জুন-কালিয়য়োঃ প্রাপ্তিস্তদানীন্তন-তৎক্ষণিকভগবৎপ্রাপ্ত্যা-বশ্যম্ভাবিনিত্যপ্রাপ্তিমপেক্ষ্যোক্তা। সিদ্ধাঃ পূর্ব্ববৎ দ্বিবিধাৎ সৎসঙ্গাৎ। স তু তেষাং ভাবো যোগাদি-ভিরপ্রাপ্য এবেতি। যথাবরুন্ধ ইত্যত্র যথা শব্দার্থস্য পরাকাষ্ঠা। তামেব ব্যনক্তি যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥২৪২॥

যং ভাবম্। অত্রাপি যোগাদয়ো ভগবৎপরা এব, যোগাদিভির্যত্নবানপীত্যনেন তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রযুজ্যমানত্বাবগমাৎ। এষপি শ্রীগোপীনামেব পরম-কাষ্ঠাপ্রাপ্তিং দর্শয়িতুম্ অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দনেত্যেতৎ পূর্ব্বোক্তপরমগুহ্যত্বস্য পরমকাষ্ঠাং দর্শয়িতুং রামেণ সার্দ্ধমিত্যাদিপ্রকরণমনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ২৩৮—২৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—ব্রজে শ্রীগোপীগণ ধেনুগণ বৃক্ষগণ মৃগগণ, অন্য মূর্খবুদ্ধি সর্পগণ, একমাত্র আমার সঙ্গজনিত ভাব অর্থাৎ প্রীতিলক্ষণ ভক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া অতি-সুখে আমাকে লাভ করিয়াছে। প্রকরণে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে, যেহেতু—"মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ" অর্থাৎ আমার সঙ্গপ্রভাবেই আমাকে লাভ করিয়াছিল" এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া এই ভাবোৎপত্তির প্রতি অন্য কোনও সাধনকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এস্থানে ভাবই শ্রীকৃষ্ণবশীকরণবিষয়ে-মুখ্য হেতু। যেহেতু ৯ম স্কন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীদুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন—"বশে-কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা"। হে মুনিবর-সতী রমণী সৎপতিকে যেমন বশীভূত করে, তেমনই সাধু ভক্তগণ ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উল্লেখ আছে—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ হে উদ্ধব! আমি একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকি। এই সকল প্রমাণে বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্ একমাত্র ভক্তিতেই বশীভূত হইয়া থাকেন। এ স্থানে "ধেনু" শব্দে গোপীগণের মত গ্রামান্তর হইতে আগতা ধেনুই বুঝিতে হইবে, যেহেতু শ্রীগোবিন্দের যেমন নিত্যসিদ্ধা গোপিকা আছেন, তেমনই নিত্যসিদ্ধা ধেনুও আছে এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে নিত্যই প্রেমও আছে। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রভাবে প্রেমোদয় হওয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। নগ অর্থাৎ বৃক্ষশব্দে

যমলার্জ্জুন প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহারা সবই নিত্যসিদ্ধ এবং তাহাদের শ্রীকৃষ্ণে নিত্যই প্রেম আছে। মৃগ অর্থাৎ পশু বলিতেও দেশান্তর হইতে সমাগত পশুই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনীয় পশুবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-প্রেমবান্; নিত্যসিদ্ধ নাগ অর্থাৎ কালীয় প্রভৃতি। এই যমলার্জ্জুন ও কালীয় নাগের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি বলিতে বুঝিতে হইবে, যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, সেইক্ষণে যে শ্রীভগবান্‌কে নিত্যই অবশ্য পাইবেন, সেই অপেক্ষাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—যমলার্জ্জুন এবং কালীয় নাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালে যে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহারা সিদ্ধি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রেমলাভের ফলে দেহান্তরে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন এবং নিত্যই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ও সেবালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। এস্থানে মূল শ্লোকে "সিদ্ধ" পদের অর্থ প্রেম-প্রাপ্তি। এই প্রেমপ্রাপ্তিটী শ্রীভগবৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ এই দুইপ্রকার সঙ্গ হইতেই হইয়াছিল বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কেহ বা শ্রীভগবৎসঙ্গ হইতে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন আর কেহ কেহ বা সাধুসঙ্গ হইতে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল সিদ্ধ ও সিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব লাভ হইয়াছিল তাহা যোগাদি কোনও সাধনেই লাভ করিতে পারা যায় না। "যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ" এই মূল শ্লোকে উক্ত যথা শব্দের অর্থের পরাকাষ্ঠা ভাব প্রাপ্তিতেই দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে আনুসঙ্গিকভাবে অন্যফলপ্রাপ্তি হইলেও মুখ্য ফল শ্রীভগবানে প্রেমলাভ। ভাবপ্রাপ্তিতেই যে নিখিল ফলের পরাকাষ্ঠা অথচ একমাত্র সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও সাধনেই যে সেই ভাব লাভ করিতে পারা যায় না তাহাই স্পষ্ট বলিতেছেন "যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ।২৪২।

এষ চ সৎসঙ্গো জ্ঞানং বিনাপি কৃতোঽর্থদ এব স্যাদিত্যাহ সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽ-ধিয়া। স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গায়াবকল্পতে ॥২৪৩॥

অধিয়া অজ্ঞানেন। যত্তু পূর্ব্বং শ্রীনারদাদৌ মুক্তস্বরসাধারণদৃষ্টি নিন্দিতা তদিহাস্নিগ্ধ জ্ঞানলব-দুর্ব্বিদগ্ধে চ জ্ঞেয়ম্॥ ৩ ॥ ৩॥ শ্রীদেবহুতিঃ॥

তদেবং মহাভাগবতপ্রসঙ্গফলমুক্তম্। তৎপরি-চর্য্যাফলমাহ—যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥২৪৩॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গসিদ্ধা গোপী প্রভৃতি আমাতে যে ভাব লাভ করিয়াছিল, সেই ভাবটী যোগ, সাংখ্য (আত্ম-অনাত্ম-বিবেক) দান, ব্রত, তপস্যা যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সন্ন্যাস প্রভৃতি রাশি রাশি সাধন দ্বারা বহু যত্নেও লাভ করা যায় না। এ স্থানেও পূর্ব্বে উল্লিখিত "ন রোধয়তি মাং যোগো" ইত্যাদি শ্লোকে যেমন যোগাদির ভগবৎপরত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ ভগবৎ-পরই বুঝিতে হইবে। যেহেতু "যত্নবান্ অপি" অর্থাৎ আমাতে ভাবপ্রাপ্তির জন্য যত্নবান্ হইয়াও, এইরূপ উল্লেখ থাকায় শ্রীভগবানে ভাবপ্রাপ্তির জন্যই যে সেইসকল সাধন অনুষ্ঠিত হয় তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে যাঁহারা শ্রীভগবানে ভাব লাভ করিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যেও শ্রীগোপীগণই যে শ্রীকৃষ্ণভাবের পরাবধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে উল্লিখিত "অথৈতৎ পরমং গুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকে পরমগুহ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য "রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে" ইত্যাদি প্রকরণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে মহা-ভাবের অদর্শনে ক্ষণকাল কল্প বলিয়া বোধ হয় এবং দর্শনে এক কল্প কালকে ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া মনে হয়, সেইটী রূঢ় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। ৮০০০ হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন, সেই ব্রহ্মার একদিনের নাম কল্প।২।৩৮—২৪২। এই সৎসঙ্গ এতই শক্তিধর যে "যেজন সৎসঙ্গ লাভ করিয়াছেন তাঁহার অনুসন্ধান নাই যে আমার সৎসঙ্গ হইল।" সেই অনুসন্ধান না থাকিলেও পরমার্থ ফল দান করিয়া থাকেই। কারণ বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। এই অভিপ্রায়ে মা দেবহুতি ৩.২৩ অধ্যায়ে শ্রীকপিল দেবকে বলিয়াছেন "শাস্ত্রে অসৎসঙ্গ সংসারের হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সেই সঙ্গ যদি সাধুজনের অজ্ঞানে করা হয় তাহা হইলে সর্ব্ব আসক্তি পাশ ছেদনের হেতু হইয়া থাকে। এই স্থানে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—শ্রীনারদ প্রভৃতি ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষগণের প্রতি সাধারণ মুনিগণের মত বুদ্ধি থাকিলে সেই অপরাধে ভগবদুন্মুখতা জন্মেনা, তাহা হইলে "ইনি মহাপুরুষ" এইরূপ বুদ্ধি শূন্য হইয়া সাধুসঙ্গ করিলে কেমন করিয়া ভগবদুন্মুখতা ঘটিতে পারে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান কণিকালবে উদ্ধত প্রকৃতি এবং রুক্ষ স্বভাব বহির্ম্মুখ জ্ঞানের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে কিন্তু যে জন স্নিগ্ধহৃদয় এবং মূর্খাভিমানী তাহার পক্ষে অজ্ঞানে সাধুসঙ্গ হইলেও ফলপ্রদ হইবে।২৭৩।

যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্য্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়োরতিরাসঃ প্রেমোৎসবো ভবেৎ তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুসঙ্গিকং ফলমাহ ব্যসনার্দ্দন ইতি। ব্যসনং সংসারঃ। যত এবোক্তং মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকেতি। মম পূজাতোঽপ্যতি সর্ব্বতোভাবেনাধিকা অতিকমৎ-প্রীতিকরীত্যর্থঃ। এবং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ ৩॥৭॥ বিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্॥ ২৪৭॥

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মহাভাগবতের প্রসঙ্গরূপ সেবার ফল বলা হইল। এইক্ষণ মহাভাগবতের পরিচর্য্যার ফল বলিতেছি। ৩।৭ অধ্যায়ে শ্রীবিদুর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছিলেন "যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্ব্যসনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ যে মহাভাগবত আপনাদের পরিচর্য্যাদ্বারা তিন কালে অবিকৃত নিত্যস্বরূপ ভগবান্ মধুসূদনের চরণযুগলে তীব্র প্রেমোৎসব হইয়া থাকে, এ স্থানে তীব্র" শব্দ উল্লেখ থাকায় মহাভাগবতগণের প্রসঙ্গমাত্র সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপ সেবাতে ফলের বৈশিষ্ট্য সূচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ মহাভাগবতগণের কেবলমাত্র প্রসঙ্গরূপ সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপ সেবাতে অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। সেই পরিচর্য্যারূপ সেবার আনুসঙ্গিক ফল "ব্যসনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ সংসারনাশ হয়। যেহেতু ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "মদ্ভক্তপূজা অভ্যধিকা" হে উদ্ধব! আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তজনের পূজা সর্ব্বতোভাবে অধিকা অথাৎ আমার অত্যন্ত প্রীতিজনিকা। শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইপ্রকার উল্লেখই দেখা যায়।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

অর্থাৎ হে দেবি! নিখিল দেব দেবীর আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, আবার শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হইতেও বিষ্ণুভক্তগণের আরাধনা অধিক॥ ২৪৪॥

ব্যতিরেকেণাহ—যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুক স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ২৪৫॥

জড়ত্বাৎ কুণপে স্বয়ংমৃততুল্যে শরীরে। চিদ্‌যোগেঽপি বাতপিত্তাদিভির্দূষিত ইত্যর্থঃ। ভৌমে দেবতাপ্রতিমাদৌ। যৎ যস্য। অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু তাঃ বুদ্ধয়ো ন সন্তি। তত্রাত্মবুদ্ধিঃ পরমপ্রীত্যাস্পদত্বম্। স এব গোখরঃ গো-নিকৃষ্ট উচ্যতে। যদ্বা সিন্ধুসৌবীরপ্রসিদ্ধো বন্যগর্দ্দভজাতিবিশেষো ম্লেচ্ছজাতিবিশেষো বা স ন স্বস্থঃ প্রসিদ্ধঃ। বিবেকিত্বাভিমানিতায়াং সত্যামপ্যবিবেকিত্বাৎ ততোঽপি নিকৃষ্টত্বং তস্যেতি। ভৌম ইজ্যধীরিতি সাধারণদেবতাবিষয়কমেব পূর্ব্বং তথৈবোপক্রান্তত্বাৎ অর্চ্চায়ামেব হরয়ে ইত্যাদিবিরোধাচ্চ। তদেবং যথা তরোর্মূলনিষেচনেনেত্যাদিবাক্যমত্র নাবতারয়িতব্যম্॥ ১০॥৮৪॥ শ্রীভগবান্ মুনিবৃন্দম্॥ ২৪৫॥

ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ মহাভাগবতের সেবা না করিলে যে মহান্ দোষ ঘটে তাহাই ১০।৮৪ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কুরুক্ষেত্রে মিলিত মুনিবৃন্দের নিকট বলিয়াছিলেন। হে মুনি-

বৃন্দ! যে দেহ জড় বা অচেতন বলিয়া কুণপ অর্থাৎ স্বয়ং মৃততুল্য, যদ্যপি এই দেহে চৈতন্যের সংযোগ আছে, তথাপি বাত পিত্ত কফ এই তিন দোষে দূষিত এবম্ভূত শরীরে যেজন আত্মবুদ্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে নিজজনবুদ্ধি আছে, ভূমিবিকার মৃন্ময় সাধারণ দেবতা প্রতিমাদিতে আরাধ্যবুদ্ধি পোষণ করে, সাধারণ জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করে, কিন্তু কখনও ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞ ভক্তজনে সেই প্রকার পরমপ্রীত্যাস্পদবুদ্ধি কিংবা নিজজনতাবুদ্ধি অথবা পূজ্যবুদ্ধি কিংবা তীর্থবুদ্ধি করে না—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তই প্রীতি করিবার উপযুক্ত পাত্র, ভগবদ্ভক্তের মত আত্যন্তিক হিতকারী নিজজন আর কেহই নাই, ভগবদ্ভক্তের মত পূজ্য শ্রীভগবানও নহেন, ভগবদ্ভক্তের মত পবিত্র করিতে অন্য কোনও তীর্থই সমর্থ নহে, এইপ্রকার বুদ্ধি যে মানবের হৃদয়ে নাই, সেই মানবই গোখর অর্থাৎ গোজাতির মধ্যে নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয় কিংবা সিন্ধুসৌবীরদেশে প্রসিদ্ধ বন্যগর্দ্দভজাতিবিশেষ অথবা ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। প্রসিদ্ধ গো জাতি, গো জাতি নয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে যেজন আরাধ্যবুদ্ধি করে না, সেইজন আকারে মনুষ্য হইলেও স্বভাবে গোজাতি হইতেও অতি হীন। তাহার "আমি বেশ ভাল বুঝি" এইরূপ অভিমান থাকিলেও বস্তুবিচারে অবিবেকী, যেহেতু ভগবদ্ভক্ততত্ত্ব অতি মহৎ ও অতি নিগূঢ়, অথচ ভগবদ্ভক্তের কৃপাভিন্ন কোন সাধনেও ভগবৎতত্ত্বানুভব হইতেই পারে না। সেই ভগবদ্ভক্ততত্ত্বজ্ঞানহীন জনই যথার্থতঃ মূর্খ ও অবিবেকী পশু হইতেও অধিক হেয়। এ স্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে "ভৌম ইজ্যধী" অর্থাৎ মৃন্ময় দেবতা প্রভৃতিতে যাহারা পূজ্যবুদ্ধি করে। এস্থানে দেবতা বলিতে সাধারণ দেবতাপর অর্থই জানিতে হইবে কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপর অর্থ হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্বে সেইরূপ প্রসঙ্গেরই উপক্রম করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ১১।২ অধ্যায়ে দ্বিতীয় যোগীন্দ্র শ্রীহরি মহাশয় শ্রীল নিমি-মহারাজকে কনিষ্ঠ-ভাগবত লক্ষণে বলিয়াছেন "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে" অর্থাৎ যেজন শ্রীহরিসন্তোষার্থে প্রতিমাতে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন, সেজন কনিষ্ঠভাগবত। তাহা হইলে শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাপূজাকারীকে কনিষ্ঠ-ভাগবত বলিয়া পরিচয় করায় এ স্থানে সেই মৃন্ময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাপূজাকারীকে গরু-গাধা বলিয়া নিন্দা করা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ৪।৩৩ অধ্যায়ে প্রাচীনবর্হি মহারাজের প্রতি "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা" অর্থাৎ বৃক্ষের মূলদেশে জলসিঞ্চন করিলে যেমন তাহার স্কন্ধ-ভুজ উপশাখা পুষ্ট হয়, তেমনই শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিলে সকল দেবতার সন্তোষ সম্পাদন করা হয়। এই শ্রীনারদবাক্য এস্থানে উল্লেখযোগ্য নহে ॥ ২৪৫ ॥

অথ মহাভাগবতসেবাসিদ্ধলক্ষণম্—তেন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ। যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দসৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ২৪৬ ॥

পরমপ্রিয়মপি মর্ত্ত্যবপুঃ। যে চাদো বপুরনুলক্ষ্যীকৃত্য সুতাদয়োঃ বর্ত্তন্তে তামপি ন স্মরন্তি। কে ত ইত্যপেক্ষয়ামাহ যে ত্বিতি ॥ ৪ ॥ ৯ ॥ ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥ ২৪৬ ॥

অনন্তর মহাভাগবতগণের সেবাতে যেজন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—

তেন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ। ২৪৬।

শ্রীধ্রুব নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন—হে কমলনাভ! যাঁহারা তোমার চরণারবিন্দসৌগন্ধ পাইবার জন্য লুব্ধচিত্ত, সেই সকল মহাভাগবতগণের প্রসঙ্গ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্তপ্রিয় নিজ মর্ত্ত্যদেহকে এবং দেহ সম্বন্ধে যাহারা প্রিয় এমত পুত্রসুহৃদ্গৃহবিত্ত স্ত্রী প্রভৃতিকেও কখন স্মরণ করেন না। ২৪৬।

বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনং যথা ইতিহাসসমুচ্চয়ে—তস্মাদ্ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয় ইতি। ব্যতিরেকেণাপি পাদ্মোত্তরখণ্ডে অর্চ্চ-

য়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয় কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ইতি। অত্র, সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ ইতি পৃথুচরিতানুসারেণ যৎকিঞ্চিজ্জাত্যপ্যুত্তমত্বমেব মন্তব্যম্। যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাদিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেদিতি নারদোক্তিদৃষ্টান্তেন বা। যথোক্তং পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে—শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে। ইতিহাসসমুচ্চয়ে—স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥ অন্যথা দোষশ্রবণঞ্চ তত্রৈব—শূদ্রং বা ভাগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ ইতি। ভক্তিবৈশিষ্ট্যে তু বৈশিষ্ট্যমপি দৃশ্যতে। যথা গারুড়ে—মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্। মৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরনেত্রাদিবিক্রিয়া॥ বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্। স্বয়মভ্যর্চ্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি॥ ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছোঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥ তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥ ইতি। অতএবাহ ভগবান্—ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ ইতি। অতএব জ্ঞানভক্তিমহিম্না সতা দুর্ব্বাসসাপি শ্রীমদম্বরীষস্য পাদগ্রহণমপ্যাচরিতম্। কিন্তু অম্বরীষস্যানভীষ্টমেব তদিতি তত্রৈব ব্যক্তত্বাৎ শ্রীভগবতা শ্রীমদুদ্ধবাদিভিশ্চ ব্রাহ্মণমাত্রস্য বন্দনাচ্চ, ইতরবৈষ্ণবৈস্তু তৎ সর্ব্বথা ন মন্তব্যম্। বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥ ইতি-ভগবদাদেশভঙ্গপ্রসঙ্গাচ্চ। শ্বপাকমিব নেক্ষেত ইত্যাদিকন্তু তদ্দর্শনানক্তিনিষেধপরত্বেন সমাধেয়ম্। দৃশ্যতে যুধিষ্ঠিরদ্রৌপদ্যাদীনামশ্বত্থাম্নি তথা ব্যবহারঃ। বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ, অপি চেৎ সুদুরাচার ইত্যাদেঃ। যথোক্তং গারুড়ে—বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥ ইতি। তদেতদুদাহৃতমেব, অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ইত্যাদৌ। অত্র শ্বপচশব্দো যৌগিকার্থপুরস্কারেণৈব বর্ত্ততে। ততো দুর্জ্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নাবমন্তব্যস্তদ্ভক্তজনঃ। স্বাবমন্তৃত্বে তু সুদুরাম্। অতএবোক্তং গারুড়ে—রুক্মাক্ষরন্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্। প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ॥ ইতি। তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অন্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্ব্বত্বং, মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গমিত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যঃস্বল্পাদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে। যথা—তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ। সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্। তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ। মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি। ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে। ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥ যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥২৩৭।

তেষু সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তা ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণেষু। ভক্তিং প্রেম। অতএবোক্তং শ্রীরুদ্রেণ—ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ইতি। শ্রীশৌনকেনাপি—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তত্রানুসঙ্গিকং ফলং সদৃষ্টান্তমাহ, যথেতি। বিভাবসুমগ্নিম্। উপাস্তবুদ্ধ্যাশ্রয়মাণস্ত হোমাদ্যর্থং জ্বালায়ত ইত্যর্থঃ। তস্ত যথা শীতাদিকমপ্যেতি। ভয়ং দুষ্টজীবাদিকৃতম্। তথা সাধূন্ সেবমানস্ত কর্ম্মাদিজাড্যম্। আগামিসংসারভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ॥ ১১।২৬॥ শ্রীভগবান্॥ ২৪৭॥

বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধনা ইতিহাসসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে যে প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে পাওয়া যায় "তস্মাৎ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥" অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য বৈষ্ণবদিগকে সন্তোষিত করিবে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবসন্তোষের দ্বারাই প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবসন্তোষ বিনা যে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন না তাহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লিখিত আছে। যেজন গোবিন্দকে অর্চ্চন করিয়া তাহার ভক্তগণকে পূজা করে না, সে জন ভগবানের ভক্ত হইতে পারে না, তাহাকে ঘোরতর অভিমানী বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে কথিত আছে, শ্রীপৃথুমহারাজ সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া সকলের প্রতি শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ কোনও দেশে কেহই লঙ্ঘন করে নাই। কিন্তু তিনি কখনও ব্রাহ্মণকুলের প্রতি এবং অচ্যুতগোত্র শ্রীভগবদ্ভক্তের প্রতি দণ্ড ধারণ করেন নাই। এই শ্রীপৃথুমহারাজের চরিত্র অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, যে কোন জাতিতেই ভগবৎভক্ত জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহাকে উত্তম জাতি বলিয়াই মনে করিতে হইবে। সপ্তম স্কন্ধে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যে বর্ণলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, যাহার বর্ণাদি পরিচায়ক যে লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই লক্ষণ যদি অন্যত্র ও অন্য বর্ণেতে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই জাতি বা বর্ণ সেই লক্ষণের দ্বারাই পরিচয় করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ অতি হীন জাতিতে অথবা হীন বর্ণেতে যদি উত্তম জাতি বা উত্তমবর্ণোচিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কিংবা যদি উত্তম বর্ণে বা উত্তম জাতিতে হীন বর্ণ বা হীন জাতি সমুচিত লক্ষণ দেখা যায় তাহা হইলে হীন বর্ণ বা জাতিকে উত্তম বর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আবার উত্তম বর্ণ উত্তম জাতিকেও হীন বর্ণ হীন জাতি বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শ্রীনারদকথিত এই প্রমাণের দ্বারাও বেশ বুঝা যায়—যদি হীন জাতিতেও বৈষ্ণবোচিত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতে তাহাকে হীন জাতি বলিয়া মনে অবজ্ঞা না করিয়া বৈষ্ণবোচিত পূজা দ্বারা তাহার সম্মান করা উচিত, না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে কোনই সংশয় নাই। যেমন একটী মুসলমানের হাতে এবং ব্রাহ্মণের হাতে সুবর্ণমোহর থাকিলে, যেমন মুসলমানের হাতের মোহরের দাম কমেনা কিংবা ব্রাহ্মণের হাতের মোহরের দাম বাড়েনা, কারণ মোহর যার হাতেই থাকিবে দাম সমানই হইবে, তেমনই শ্রীহরি ভক্তি যে জাতিতে যে বর্ণেতেই থাকুন না কেন ভক্তিদৃষ্টিতে সকলেরই সমান আদর পূজা করিতে হইবে। জাতি বা বর্ণ দৃষ্টিতে আদর বা পূজার ন্যূনাধিক্য ঘটিতে পারেনা। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতেও দেখা যায়—শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি বিষ্ণুভক্ত না হয়, তাহাকে অতি হীনজাতি শ্বপাকের মতও দেখিবে না, আর সর্ব্ব জাতি বর্ণের বহির্ভূত হইয়াও যদি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হন, তাহা হইলে তিনি ভক্তিবলে ত্রিভুবন পবিত্র করিতে সমর্থ। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহারা শূদ্র নহেন, অর্থাৎ সমস্ত জাতি বর্ণের অতীত। যেহেতু জাতি ও বর্ণ মায়িক গুণময়, শ্রীভগবদ্ভক্তি নির্গুণা। যাঁহাদিগেতে সেই নির্গুণা ভক্তি আবির্ভূতা হইয়াছেন তাঁহাদিগকে গুণময় জাতি বর্ণের অন্তর্ভূত মনে করা ঘোরতর অপরাধজনক। এই অভিপ্রায়েই মূল শ্লোকে বলিলেন "তে তু ভাগবতা নরাঃ" সেই সকল মানুষ ভাগবত-সংজ্ঞায় অভিহিত। অর্থাৎ তাঁহারা মায়ার মানুষ নহেন কিন্তু শ্রীভগবানের নিজজন।

শ্রীভগবান্ যেমন গুণাতীত, তেমনই সেই সকল ভাগবত-গণও গুণাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহাদিগের দর্শনে স্পর্শনে ও সম্ভাষণে ত্রিভুবনবাসী জীব মাত্রের হৃদয়ে শ্রীভগবৎস্মৃতির উদ্বোধন হইয়া থাকে। সর্ব্বর্ণমধ্যে তাহারাই শূদ্র, যাহারা শ্রীভগবানে ভক্তিহীন জীবন পোষণ করে। ইতিহাসসমুচ্চয়েও দেখা যায়—স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া; চণ্ডাল জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও যদি শ্রীভগবানে ভক্তিমান হয়, তাহা হইলে সেই চণ্ডাল ভক্তকেও স্মরণ করিলে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে কিংবা তাহাকে পূজা করিলে হে দ্বিজোত্তম! তাহার ফলে হৃদয়ে হরিস্মৃতি উদ্বোধন করাইয়া জীবন পবিত্র করে। যদি হীনকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবের প্রতি জাতিবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করা হয়, তাহা হইলে ইতিহাসসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে বহু দোষের কথা শুনা যায়। "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥" যেজন সাধারণ জাতি দৃষ্টিতে শূদ্র, ব্যাধ, কিংবা শ্বপচ জাতিতে সমুৎপন্ন ভগবদ্ভক্তকে হীন জাতি বুদ্ধি করে, তাহা হইলে সেই জন নরকে যাইবে তাহাতে কোনই সংশয় নাই। যেস্থানে ভক্তির বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে, সেস্থানে কিন্তু সম্মানেরও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগরুড় পুরাণের বচনই তাহার প্রমাণ—

মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
মৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরণেত্রাদিবিক্রিয়া॥
বিষ্ণোশ্চ কারণং নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্।
স্বয়মভ্যর্চ্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধাহেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।

আমার ভক্তজনে বাৎসল্য, (১) আমার পূজাতে অনুমোদন, (২) আমার কথা শ্রবণে প্রীতি, (৩) আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে স্বর, নেত্র, মুখ প্রভৃতির প্রেমজ বিকৃতি (৪) শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষার্থে নৃত্য, (৫) শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষার্থে নিরভিমান (৬) নিজে সকলকে পূজা করা, (৭) যেজন শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহকে জীবিকারূপে ব্যবহার করেনা, (৮) যদি কোনও ম্লেচ্ছেও এই অষ্টবিধা ভক্তি থাকে তাহা হইলে সে ম্লেচ্ছ হইয়াও ব্রাহ্মণকুলের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য, গৃহস্থ হইয়াও মুনিগণশ্রেষ্ঠ, এবং মূর্খ হইয়াও পণ্ডিত। তাঁহাকে দান করিতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিতে হইবে, এবং শ্রীহরি যেমন পূজ্য সেই ম্লেচ্ছও তেমনই পূজ্য। অতএব শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।" চারিবেদে অভিজ্ঞ হইয়াও যদি আমাতে ভক্তিমান্ না হয়, তাহা হইলে সেজন আমার প্রিয় নয়, আর শ্বপচও যদি আমাতে ভক্তিমান্ হয় সেও আমার প্রিয়। অর্থাৎ ভক্তিসম্বন্ধ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে পারেনা। সেই ভক্তিমান্ শ্বপচকেই দান করিতে, তাহার নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমি যেমন পূজ্য, আমার ভক্ত শ্বপচ হইলেও সেইরূপ পূজ্য। অতএব জ্ঞানমিশ্রাভক্তিমহিমা—সাধু দুর্ব্বাসাও শ্রীমান্ অম্বরীষ মহারাজের পাদ গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ভক্তের স্বভাব সুলভ ব্রাহ্মণমর্য্যাদাকারিত্বগুণে তিনি (শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ) পাদগ্রহণ করিতে দেন নাই। এই প্রকারই শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। শ্রীভগবান্ কখনও ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা সহিতে পারেন না, এইজন্য ভক্তকুলমুকুটমণি শ্রীউদ্ধব প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রণাম করাইয়াছেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ কিন্তু অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের দ্বারা নিজ পদে নমস্কার সর্ব্বপ্রকারেই স্বীকার করিবে না। অর্থাৎ দুর্ব্বাসামুনি অম্বরীষ মহারাজের চরণ স্পর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এইরূপ আদর্শ লইয়া "আমি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ" এইরূপ অভিমানে কোন প্রকারেও ব্রাহ্মণের অনাদর বা অসম্মান করিবে না। ব্রাহ্মণের প্রতি সর্ব্বদাই পূজ্যবুদ্ধি রাখিতে হইবে। কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"অবেদ্যো বা সবেদ্যো বা ব্রাহ্মণো মমিকী তনুঃ" মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক ব্রাহ্মণ আমারই দেহ! যেহেতু শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে যাদবগণকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন—"বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহু-শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥" হে যাদবগণ! ব্রাহ্মণ যদি

অপরাধও করে, তথাপি আমার জন যাহারা তাহারা কখনও তাঁহাদের প্রতি দ্রোহ আচরণ করিবে না। ব্রাহ্মণ যদি আঘাতও করেন এবং অভিশম্পাতও করেন তথাপি তাঁহা-দিগকে নিত্য প্রণাম করিবে—এই শ্রীভগবানের নিজ শ্রীমুখের আদেশ, ইহা লঙ্ঘনে দোষ উপস্থিত হয়। এস্থানে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে নীচজাতি শ্বপাকের মতও দেখিবে না, আবার এস্থানেতে ব্রাহ্মণ যেমন তেমনই হউক্ না কেন তাঁহাকে নমস্কার করিতে হইবে। এই দুই বিরুদ্ধ বাক্যের কি সমাধান হইতে পারে, তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "তদ্দর্শনা-সক্তিনিষেধপরত্বেন সমাধেয়ং" অর্থাৎ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের দর্শনে আসক্তি করিবে না এইরূপেই সমাধান করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিবে কিন্তু তাঁহাকে দেখা বা তাঁহার সহিত কোনও প্রসঙ্গ করিবেনা। দেখা যায়—পরমভাগবত শ্রীযুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিও বৈষ্ণবদ্রোহী-অশ্বত্থামাকে প্রণামাদি ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবের পূজা করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা বৈষ্ণবের আচারে কখন বিচার করিবেনা। যেহেতু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।" কিন্তু একটী বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে যেজন একান্তভাবে শ্রীহরিকে ভজন করেন, অন্য দেব দেবীকে পূজা করেন না, সেই এক-নিষ্ঠ এবং ভজনশীল ভক্ত যদি পূর্ব্বে দুষ্কর্ম্ম নিরত অসদাচার শীল ছিলেন এমন হয় তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া শ্রীভগবান্ আদর করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যেজন শ্রীহরিকেও ভক্তি করেন, অন্য দেব দেবীকেও পূজা করেন, সেই ব্যভিচারী ভক্তের পক্ষে একথা নহে কিংবা অন্যদেব-দেবীকে পূজা করেনা, শ্রীভগবানকেই ভজন করে কিন্তু ভজন অনুষ্ঠানেই তাহার সময় অতিবাহিত হয় না, সেই জন যদি অসদাচারশীল হয়, সেই ভক্তের পক্ষেও "অপি চেৎ সুদুরাচার" এই শ্লোক প্রযোজ্য নহে। মূল কথা শ্রীহরিতে একনিষ্ঠ ভক্তিমান্ হওয়া চাই এবং ভগবদ্ভজনই যাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার যদি পূর্ব্বদুষ্কর্ম্মসংস্কারে সুদুরাচারত্ব থাকে তাহা হইলে ভক্তিশক্তির প্রভাবে, সেই দুরাচারের হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে এবং শ্রীভগবানও তাহাকে সেই দুরাচার হইতে রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিরস আস্বাদনে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু "কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়" এই অবস্থাটী না পাওয়া পর্য্যন্ত এবং ভক্তিতেই আমার সর্ব্বানর্থ দূর হইবে এইরূপ ভরসায় বা ভজনবলে কদর্য্যাচরণশীল হইলে নামাপরাধই ঘটিবে, সেই অপরাধের ফলে পুনঃ পুনঃ কদর্য্যাচরণে রুচি জন্মাইবে, যদি কৃত-কদর্য্যাচরণের জন্য হৃদয়ে অনুতাপ না হয় এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতরপ্রাণে নিজ প্রাণবল্লভের নিকটে প্রার্থনা না করে, সেই ভক্তের দুরাচারত্বের নিবৃত্তির সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। গরুড় পুরাণে উল্লেখ আছে—মিথ্যাচার অনাশ্রমী হইয়াও যেজন শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিমান্ হয়—সেজন সকল লোককে পবিত্র করিতে সমর্থ। সংপ্রাংশু সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করিয়া বস্তু প্রকাশ করে, সেই বিষ্ণুভক্তকেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এ সকল কথার উদাহরণ পূর্ব্বেই বিশেষরূপে দেওয়া হইয়াছে। মা দেবহূতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছিলেন—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্।
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং॥
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা।
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥"

হে কপিল! তোমারই সুখের জন্য যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে তোমার নাম থাকে, সে যদি শ্বপচও হয় তাহা হইলে তোমার সুখের জন্য তোমার নাম করে বলিয়া শ্রীগুরুদেবের মত পূজ্য;—এ বড়ই আশ্চর্য্য ও আনন্দের সংবাদ। যাহারা তোমার নাম কর্ণে, রসনায় ও মনে, শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ রূপে গ্রহণ করে, তাহারা তপস্যা না করিয়াও সকল তপস্যা করিয়াছে, যজ্ঞ না করিয়া সকল যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়াছে, তীর্থ ভ্রমণ না করিয়াও সকল তীর্থে স্নান করিয়াছে, অনার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সকলের নিকটে পূজ্য হইয়াছে, বেদ বেদান্ত না পড়িয়াও সকল বেদ পড়া হইয়াছে। যেমন রাজার আদর করিলে রাজ-অনুগত সকলকে আদর না করিয়াও আদর করা হয়, তেমনই নিখিল সাধনের রাজা শ্রীহরিনাম, শ্রবণ কীর্ত্তন

অথবা স্মরণ করিলে, অন্য কোন সাধন না করিলেও সকল সাধনই তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন। এস্থানে 'শ্বপচ' শব্দটি যৌগিকার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ 'শ্ব' শব্দের অর্থ কুক্কুর 'পচ' শব্দের অর্থ পাক করা। যেজন ভোজনের জন্য কুক্কুর মাংস পাক করে এমত শ্বপচ যদিও দুর্জাতি ও দুরাচার শীলহউক্ তথাপি তাহাকে (শ্রীহরিভক্ত জনকে) কখনও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব নিজকে যদি কেহ অপমান করে, তাহা হইলেও সেই বিষ্ণুভক্ত জনকে যে অপমান করিবেনা ইহা তো বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে শ্রীগরুড় পুরাণে উল্লেখ করা আছে—"রুক্ষাক্ষরন্ত শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতং। প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেৎ বৈষ্ণবো হি সঃ"। কোনও ভগবদ্‌ভক্তের মুখ হইতে উচ্চারিত রুক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া যেজন তাঁহাকে প্রণাম করতঃ ক্ষমা গুণ সম্পন্ন হইয়া সেই রুক্ষভাষী বৈষ্ণবের সহিত মধুর ভাষায় আলাপ করে, সেইজন বৈষ্ণব। তাহা হইলে পূর্ব্বকথিতপ্রকারে মহাপুরুষ প্রভৃতির সেবা দেখান হইল। এই মহাপুরুষ প্রভৃতির সেবার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধনের পূর্ব্বে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে পঞ্চম-স্কন্দে শ্রীভগবান্ ঋষভদেব নিজ পুত্র ভরত মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"মহৎসেবাং দ্বারমাহু র্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি সঙ্গম্।"

হে ভরত! মহাপুরুষের সেবা বিবিধ-মুক্তির দ্বার, আবার স্ত্রৈণ পুরুষের সঙ্গ নরকের দ্বার—এইরূপ উল্লেখ থাকায় মহাপুরুষের সেবায় পরম আত্যন্তিক কল্যাণ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ সেই সকল মহাপুরুষ হইতে অন্য কোনও এক অনির্ব্বচনীয় পরম মঙ্গলও হইয়া থাকে। ১১।২৬। ২৮—৩১ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—হে মহাভাগ! সেই সকল উক্ত লক্ষণ মহাভাগ-বতগণের সঙ্গে নিত্য আমার কথা হইয়া থাকে। যে সকল ভাগ্যবান্ জীব সেই মহাপুরুষ সকলের মুখোচ্চারিত আমার কথামৃত আস্বাদন করে, তাহারা সকল পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। সেই মহতের মুখ হইতে বিগলিত আমার কথামৃত যেজন আদরের সহিত শ্রবণ করিতেছে, গান করিতেছে অথবা অনুমোদন করিতেছে, সেই সকল আমাতেই একমাত্র নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তগণ আমাতে পরাভক্তি লাভ করিতেছে। অনন্ত গুণ আনন্দ ও অনুভব স্বরূপ পরম ব্রহ্ম আমাতে যেজন ভক্তিলাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার কোন্ ফলপ্রাপ্তি অবশেষ থাকে? যেমন ভগবান্ বিভাবসু অগ্নিকে আশ্রয় করিলে, আনুসঙ্গিকভাবে শীতভয় বিনাশ হয়, মুখ্যরূপে পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তেমনই সাধু মহাপুরুষ-দিগকে যে জন সেবা করে তাহার আনুসঙ্গিকভাবে অজ্ঞান-ভয়-জন্ম মৃত্যু-নিবৃত্তি ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি ফললাভ হয় এবং মুখ্যরূপে আমার চরণে প্রেমভক্তিরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। এস্থানে সাধু শব্দে বুঝিতে হইবে ১১।২৬।২৭ শ্লোকে উক্ত—

"সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥"

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে সাধুলক্ষণে বলিয়াছেন—যে জন আমা ভিন্ন অন্য কোন অপেক্ষা করে না, আমাতেই যাহাদের চিত্ত আসক্ত, কোনও বাসনার দ্বারা যাহাদের চিত্তে কোন বিক্ষেপ উপস্থিত হয় না, সর্ব্বভূতে আমারই সত্ত্বা উপলব্ধি করে, আমা ভিন্ন সর্ব্বত্র মমতাশূন্য, মায়াময় ব্রাহ্মণত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতির গর্ব্ব হৃদয়ে কিছুমাত্র থাকে না, সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম মানাপমানে তুল্যভাব, মায়াময় কোনও বস্তুতে চিত্তের কিছুমাত্র আবেশ নাই, তাহারাই সাধু এবং সেই সকল সাধুপ্রসঙ্গ হইতে আমার কথা নিত্য শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সাধু মুখক্ষরিত আমার কথাতেই সর্ব্বাসক্তি ছিন্ন করিয়া একমাত্র আমাতেই গাঢ় আবেশ জন্মাইয়া দেয় ॥২৪৭॥

অতএব ৪॥২৪॥৫৭ শ্লোকে শ্রীরুদ্র দশ প্রচেতাগণকে বলিয়াছিলেন হে প্রচেতাগণ! যাহার শ্রীভগবানে গাঢ় আসক্তি আছে, এমত ভগবৎ-প্রেমিক ভক্তের ক্ষণার্দ্ধকাল সঙ্গে মানবের যে আনন্দ আস্বাদন হয়, সেই আনন্দের সহিত স্বর্গীয় ও মোক্ষ সুখকে আমি তুলনা করিতে ইচ্ছা করিনা। অন্য তুচ্ছ ভৌম সুখ প্রভৃতির যে তুলনা হইতে পারেনা একথা আর কি বলিব।১।১৮।১৩ শ্লোকে শ্রীশৌনক ঋষিও শ্রীসূত গোস্বামীকেও ঐ প্রকারই বলিয়াছিলেন। সেই

সাধু সঙ্গের আনুসঙ্গিক ফল দৃষ্টান্তের সহিত বলিয়াছেন—উপাস্য বুদ্ধিতে হোমাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন আনুসঙ্গিক ভাবে শীত, দুষ্ট জীবাদি হইতে ভয় প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া থাকে, তেমনই সাধুগণকে যেজন সেবা করে, তাহারও কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান জন্য চিত্তের জড়তা এবং আগামী সংসার ভয় অর্থাৎ—"পুনরায় আমাকে সংসার জালে জড়াইতে হইবে" এই প্রকার ভয় এবং সংসারের মূল ভগবৎ-বহির্ম্মুখতা রূপ অজ্ঞান নাশ হইয়া থাকে ।২৪৭।

অথ ক্রমপ্রাপ্তং শ্রবণং। তচ্চ নামরূপগুণলীলা-ময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। তত্র নাম শ্রবণং যথা—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ২৪৮ ॥

তাদৃশস্যাপি সকৃচ্ছ্রবণেঽপি মুক্তিফলপ্রাপ্তে-রুত্তমস্য তচ্ছ্রবণে তু পরমভক্তিরেব ফলমিত্যভি-প্রেতম্। ৬ ॥ ১২ ॥ চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥ ২৪৮ ॥

অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণাদি ভক্তির বিচার করিতেছেন। নাম, রূপ, গুণ, লীলাময় শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শের নাম শ্রবণ, তন্মধ্যে প্রথম নাম শ্রবণ ৬।১২ অধ্যায়ে চিত্রকেতু মহারাজ শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবকে বলিয়াছেন—হে ভগবান্! তোমার দর্শনে মানবগণের অখিল পাপ ক্ষয় হয়, ইহা কিছু অসম্ভব নহে। যে তোমার নাম একবার শ্রবণ করিলে অতি হীনজাতি পুক্কশও সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে ।২৪৮।

অতিহীন জাতিরও শ্রীনাম একবার শ্রবণেই যখন মুক্তিফল প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে উত্তম জাতি অথবা উত্তম চিত্ত মানব যদি শ্রবণ করে, তাহার তোমার চরণে পরম ভক্তি ফলই লাভ হইয়া থাকে, চিত্রকেতু মহারাজের উক্তিতে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইয়াছে ।২৪৮।

অথ রূপশ্রবণম্—**যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্। ভক্ত্যা গৃহীত-চরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥ ২৪৯ ॥**

তু-শব্দো যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈ-রিতি পূর্ব্বোক্তনিন্দিতানাং ভগবদ্রূপানাদরবতাং প্রতিযোগ্যর্থনির্দ্দেশে নির্দ্দিষ্টঃ। অনেন যেঽত্র এতদ্বিরোধিনো ভবন্তি ত এব পূর্ব্বোক্তা অসৎপ্রসঙ্গা ইতি গম্যতে। চরণমাত্রনির্দ্দেশো ভক্ত্যতিশয়েন। গন্ধং বর্ণাকারাদিমাধুর্য্যং কর্ণবিবরৈঃ জিঘ্রন্তি নাসা-বিবরৈঃ পরমামোদমিব তৈরাস্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতির্বেদস্তদনুগামিশব্দান্তরঞ্চ সৈব বাতস্তেন প্রাপিতম্। ততঃ পরয়া চ ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়া গৃহীতচরণস্ত্বং নাপয়াতুং শক্নোষি ॥ ৩ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মা-শ্রীগর্ভোদশায়িনম্ ॥ ২৪৯ ॥

অনন্তর রূপ শ্রবণ ৩।৯।৫ শ্লোকে—ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়ীকে বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! আদর পূর্ব্বক তোমার ভজন করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ পঙ্কজের সৌরভ বেদরূপ বায়ুযোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ বিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন, অর্থাৎ অতিশয় আদর পূর্ব্বক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরম ভক্তির সহিত তোমার চরণপদ্ম সর্ব্ব-পুরুষার্থসার বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই সকল ব্যক্তিই তোমার নিজ জন। হে নাথ! তুমি তাঁহাদের হৃদয় পদ্ম কখনও পরিত্যাগ করনা—অর্থাৎ নিত্যই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ থাক। এই মূল শ্লোকে 'তু' শব্দ উল্লেখ থাকায় এই তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে—পূর্ব্ব শ্লোকে—"যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ প্রসঙ্গৈঃ" অর্থাৎ যাহারা অসৎ প্রসঙ্গ (নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠাচিত্ত) তাহারা তোমার এই পরমানন্দময় পরম পুরুষার্থসার সর্ব্বার্থরূপ তোমার এই শ্রীমূর্ত্তিকে আদর করেনা, অর্থাৎ এই শ্রীমূর্ত্তিকেও মায়াময় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সেই অবজ্ঞার ফলে তাহারা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। উল্লিখিত শ্রীমূর্ত্তি অবজ্ঞাকারী গণকে যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাদেরই প্রতিযোগী

অর্থে 'তু শব্দটী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা আরও দেখান হইল যে পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত 'অসৎ প্রসঙ্গ' শব্দের অর্থও শ্রীমূর্ত্তিকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারাই অসৎ প্রসঙ্গ শ্লোকে উক্ত 'চরণ' শব্দ অতিশয় ভক্তি অর্থেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'গন্ধ' শব্দের অর্থ তোমার শ্রীমূর্ত্তির বর্ণ আকার প্রভৃতির মাধুর্য্য নাসা বিবরের দ্বারা—যেমন পরম সুগন্ধি বস্তুর গন্ধ আস্বাদন করা হয়, তেমনই সেই সকল মহাভাগবত গণ কর্ণ বিবরের দ্বারা তোমার বর্ণ ও আকারাদির মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া থাকে। মূল শ্লোকে উল্লিখিত শ্রুতিবাতনীতং অর্থাৎ বেদ ও বেদানুগত শব্দান্তরই বায়ু, সেই বায়ুদ্বারা কর্ণবিবর প্রাপ্ত অতএব তাঁহারা প্রেমলক্ষণা পরাভক্তির দ্বারা তোমার চরণ হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া তুমি তাঁহাদের হৃদয় ত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হওনা।২৪৯।

অথ গুণশ্রবণম্—**কথা ইমাস্তে কথিতা মহাত্মনাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্। বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতী র্ন তু পারমার্থ্যম্। যত্তুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্মমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ ২৫০॥**

টীকা চ—রাজবংশানুকীর্ত্তনস্য তাৎপর্য্যমাহ কথা ইমা ইতি। বিজ্ঞানং বিষয়াসারতাজ্ঞানম্। ততো বৈরাগ্যম্। তয়োর্বিবক্ষয়া। পরেয়ুষাং মৃতানাং বচোবিভূতীর্বাগ্‌বিলাসমাত্ররূপাঃ। পারমার্থ্যং পরমার্থযুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ কস্তর্হি পুরুষাণামুপাদেয়ঃ পরমার্থস্তমাহ যত্ত্বিতি। নিত্যং প্রত্যহম্। তত্রাপ্যভীক্ষ্মমিত্যেষা। অত্র যৎ কচিৎ শ্রীরামলক্ষ্মণাদয়োঽপি তেষাং রাজ্ঞাং মধ্যে বৈরাগ্যার্থং ছত্রিন্যায়েন পঠ্যন্তে তন্নিরস্যতে। অতো যদ্যপি নিগমকল্পতরোরিত্যাদ্যনুসারেণ সর্ব্বস্যৈব প্রসঙ্গস্য রসরূপত্বং তথাপি কচিৎ সাক্ষাদ্‌ভক্তিময়শান্তাদিরসরূপত্বং কচিত্তদুপকরণশান্তাদিরসরূপত্বং চ সমর্থনীয়ম্। অস্তি হি তত্র তত্র ভক্তিরসেঽপি তারতম্যমিতি। গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ। তদ্‌গুণকীর্ত্তেঃ স্বভাব এবাসাবিতি শ্রীগীতাস্বপি দৃষ্টম্, স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চেত্যাদৌ। অত্র মহাভাগবতানামপি ভগবত ইব গুণশ্রবণং মতম্, তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতামিতি শৌনকোক্তেঃ। যদ্যপ্যত্র গুণশব্দেন রূপলীলয়োরপি সৌষ্ঠবং গৃহ্যতে তথাপি তৎপ্রাধান্যনির্দ্দেশাৎ পৃথক্‌গ্রহণম্। এবমুত্তরত্রাপি ভক্তিং প্রেমাণম্। অমলাং কৈবল্যাদীচ্ছারহিতাম্॥ ১২॥ ৩॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৫০॥

অনন্তর গুণশ্রবণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছেন। শ্রীশুকমুনি ১২।৩।১৪ ও ১৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহামহারাজকে বলিয়াছিলেন হে রাজন! আমি যে তোমার নিকটে রাজবংশের চরিত্র বর্ণন করিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যে যেসকল মহাপুরুষ ইহলোকে যশ বিস্তার করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই সকল জীবন চরিত যাহা তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম তাহা শ্রবণ করিলে, বিষয়ের অসারতা জ্ঞান এবং তাহা হইতে বিষয়ে বৈরাগ্য উদয় হইবে এই বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের চরিত্র বর্ণন করিয়াছি অর্থাৎ যে সকল মহাধীরাজগণ একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিষয়ে আসক্তিজন্য অশান্তিই লাভ করিয়া এবং অবশেষে যে দেহের দ্বারা বিষয় ভোগ করিবে, সেই পর্য্যন্ত পাত করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া মানবের বিষয়াসক্তি নিবৃত্তি হইবে এই উদ্দেশ্যেই রাজবংশের চরিত্র বর্ণন করিয়াছি। এ সমুদয়ই বাক্‌বিলাস মাত্র, কিন্তু পরমার্থযুক্তবাক্য নয়। এই কথার উপরে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের জিজ্ঞাসা এই যে তাহা হইলে পরমার্থ কি? তাহারই উত্তরে বলিলেন যেজন শ্রীকৃষ্ণে অমলা ভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সেজন প্রত্যহ এবং প্রতিক্ষণ উত্তমঃশ্লোক গুণানুবাদই শ্রবণ করিবে, যাহা শ্রবণ করিলে প্রতিক্ষণে নিখিল অমঙ্গল বিনাশ করিয়া থাকে।

শ্রীহরি কথা, গান ও শ্রবণই মানবমাত্রের উপাদেয় পরমার্থ-বস্তু। এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে রাজবংশ বর্ণন প্রসঙ্গের মধ্যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভগবৎচরিত্রকথাও বর্ণিত হইয়াছেন, সেই ভগবৎ-চরিত্র-যে অপরমার্থিক নয় তাহাই নিরসন করা হইয়াছে। অতএব যদ্যাপি ১।১।৩ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতকথা প্রসঙ্গে বেদরূপ কল্পতরুর রসময়ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতীয় সমস্ত প্রসঙ্গেরই রসরূপত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তথাপি কোনও কোন প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভক্তিময় শান্ত দাস্য প্রভৃতি রসময়ত্ব কোনও কোন প্রসঙ্গ শান্তদাস্যাদি ভক্তিরসের উপকরণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতের সকল প্রসঙ্গেই রসরূপত্ব সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। এই শান্তাদি ভক্তিরসের মধ্যেও কিন্তু তারতম্য আছে। মূল শ্লোকে উল্লিখিত হরিগুণ শব্দের অর্থ কারুণ্য বুঝিতে হইবে। ভগবৎ গুণকীর্ত্তনের স্বভাবই এই যে, যেজন কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহার হৃদয় আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং শ্রীভগবানে অনুরাগ জন্মায়। তাই শ্রীভগবদ্গীতা-তেও দেখা যায় "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।" হে হৃষীকেশ তোমার গুণকীর্ত্তন দ্বারা জগৎবাসী সকলেই আনন্দিত এবং তোমাতে অনুরক্ত হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত। যেমন শ্রীভগবানের গুণশ্রবণ পরম কল্যাণপ্রদ এবং শ্রীভগবানে অনুরাগের জনক, তেমনই মহাভাগবতগণের গুণকীর্ত্তনেও শ্রীভগবানে অনুরাগ এবং বিষয় বৈরাগ্য প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে ১।১৬।৬ শ্রীশৌনক শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন হে মহাভাগ! যদি কৃষ্ণকথাশ্রয় প্রসঙ্গ হয়, তবে সেই প্রসঙ্গই করুন, অথবা শ্রীকৃষ্ণেরচরণকমলমকরন্দপায়ী ভক্ত-জনের কথা যাহাতে আছে সেই প্রসঙ্গ বর্ণন করুন। যদ্যাপি "যত্তুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ" এই শ্লোকে গুণানুবাদের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে, উপলক্ষণে রূপ ও লীলাকথার সৌষ্ঠব গৃহীত হইয়াছে, তথাপি গুণকীর্ত্তণের প্রাধান্যরূপে নির্দ্দেশ থাকায় পৃথক্‌রূপে গুণকীর্ত্তণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রকার পর পর যে কোনও এক অঙ্গ ভক্তির কথা উল্লেখ করা হইবে, সেই সেই স্থানেও অন্য অঙ্গ ভক্তির কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে যেমন ভগবৎ গুণ কীর্ত্তনের মহিমা তেমনই নামরূপ লীলা কীর্ত্তনেরও সমান মহিমা বুঝিতে হইবে। মূল শ্লোকে "কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ" এই স্থানে 'অমলা' শব্দের অর্থ মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছারহিতা এবং ভক্তি শব্দের—অর্থ প্রেমভক্তি। অর্থাৎ যেজন শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে মোক্ষ প্রভৃতি কামনা শূন্য প্রেমভক্তি ইচ্ছা করিবে, সেজন নিরন্তর নিখিল অমঙ্গল বিনাশক শ্রীহরিগুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তন করিবে।২৫০।

কিঞ্চ—যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ। নিষেব্যমানোঽনুদিনং মুমুক্ষো-র্মতীং সতীং—যচ্ছতি বাসুদেবে॥ ২৫১॥

মুমুক্ষোরপি কিং পুনর্ভক্তিমাত্রেচ্ছোঃ। সতীং মুমুক্ষাদ্যন্যকামনারহিতাম্। তদন্যা তু ব্যভিচারিণীতি-ভাবঃ॥ ৮॥ ১২॥ শ্রীব্রাহ্মণো রহুগণম্॥ ২৫১॥

৫।১২। অধ্যায়ে শ্রীজড়ভরত মহাশয় সৌবীর দেশের অধিপতি রহুগণ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! যেস্থানে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণাদির নিয়ত কীর্ত্তন হয়, সে স্থানে গ্রাম্যকথা হইতে পারেনা। যেজন প্রতিদিন প্রীতি ও আদরের সহিত সেই হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করেন, সেজন যদি মুক্তি কামীও হন, তাহা হইলেও হরিগুণ শ্রবণ প্রভাবে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে মুক্তি ইচ্ছা প্রভৃতি—কামনা শূন্য মতিলাভ করেন অর্থাৎ হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তনের এমনই প্রভাব যে যদি কেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ কামনার মধ্যে কোনও একটী কামনা লইয়াও শ্রীহরিগুণানুবাদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে শ্রীহরিগুণ শ্রবণ প্রভাবে চিত্ত হইতে সকল কামনা ও বাসনা বিদূরিত হইয়া যায় এবং শ্রীহরিচরণে প্রেমভক্তি লাভ হয়।২৫১।

ব্যতিরেকেণ চ—নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌ-ষধাচ্ছোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমঃশ্লোকগুণানু-বাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ ২৫২॥

নিবৃত্তেত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ মুক্তমুমুক্ষুবিষয়ি-জনানাং গ্রহণম্। পশুঘ্নো ব্যাধঃ। তস্য হি, রাজপুত্র

চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক। জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥ ইতি ন্যায়েন বিষয়-সুখেঽপি তাৎপর্য্যং নাস্তি। ন চ তদভিজ্ঞত্বমস্তি বিশেষতস্তু কথারসজ্ঞানে পরমগূঢ়ত্বাৎ সামর্থ্যং নাস্ত্যেব যদ্বা দৈত্যস্বভাবস্য যস্য নিন্দামাত্রতাৎপর্য্যং স এব হিংসকত্বেন পশুঘ্নশব্দেনোচ্যতে। পশুঘ্নো ব্যাধঃ। সোঽপি মৃগাদীনাং সৌন্দর্য্যাদিকং গুণমগণয়ন্নেব হিংসামাত্রতৎপর ইতি। ততো রসগ্রহণাভাবাৎ যুক্তমুক্তং বিনা পশুঘ্নাদিতি। উভয়থাপি তদ্বহির্মুখেভ্যো গালিপ্রদান এব তাৎপর্য্যম্। তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়স্য কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্। আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরমিতি॥ ১০।১॥ শ্রীরাজানং শ্রীশুকঃ॥ ৫২॥

ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধ মুখেও শ্রীহরিগুণানুবাদ শ্রবণের প্রশংসা ১০।১৭। অধ্যায়ে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকমণিকে বলিয়াছেন—হে প্রভো! এই জগতে মুক্ত মুমুক্ষু ও বিষয়ী ভেদে তিন প্রকার লোক আছে, তন্মধ্যে কাহারই হরিকথা শ্রবণে কীর্ত্তনে অলং প্রবৃত্তি নাই। যে শ্রীহরি গুণানুবাদ নিবৃত্ততর্ষ, পূর্ণকাম-আত্মারামগণও ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিক আনন্দময় বলিয়া অর্থাৎ শ্রীহরি গুণকীর্ত্তনে যে নিবিড় আনন্দ আস্বাদন হয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অনুভবেও সে আনন্দ আস্বাদন হয়না বলিয়া সেই সকল মুক্ত পুরুষ আত্মারামগণও নিরন্তর শ্রীহরির ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি—গুণের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহারা ভবরোগ নিবৃত্তির ইচ্ছা করেন, সেই সকল মুমুক্ষুগণও ভবরোগ নিবৃত্তির এইটাই মুখ্য উপায় মনে করিয়া যে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বিষয়ী গণও যে শ্রীহরি গুণানুবাদ শ্রবণে—অর্থবোধে মনের আনন্দ ও শব্দ মাধুর্য্য শ্রবণে কর্ণের আনন্দ হয় বলিয়া শ্রবণ করিয়া থাকে। এত গুণের শ্রীহরি গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে পশুঘ্ন-ব্যাধ বিনা কোন্ পুরুষ বিরত হইয়া থাকে? তবে যে ব্যাধ, তাহার ঐহিক সুখও নাই, পারলৌকিক সুখও নাই, এই অভিপ্রায়ে প্রাচীন মহাপুরুষ গণ বলেন—

"রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনি পুত্রক
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মামর॥"

হে রাজপুত্র তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক, কারণ তোমার ইহকাল আছে পরকাল নাই। যতদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিবে; মরিলে কোন্ দুঃখময় যোনিতে যাইয়া জন্ম লইতে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। হে মুনি-পুত্র তুমি বাঁচিয়া থাকিও না কারণ তোমার ইহকাল নাই কিন্তু পরকাল আছে। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, মরিলেই পুণ্য উপার্জ্জিত সুখভোগের স্থানে যাইতে পারিবে। এমত সময়ে একটী সাধুকে দর্শন করিয়া উল্লাসভরে কহিলেন হে সাধো! তুমি বাঁচো অথবা মর অর্থাৎ তোমার ইহকালেও পরমানন্দ এবং পরকালেও পরমানন্দ। যতদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখ ও তাপময় জড়ীয় বস্তুর সহিত কোন্ সম্বন্ধ রচনা না করিয়া অনবরত পরমানন্দময় শ্রীহরির চরণে গাঢ় আবেশ থাকায় পরমানন্দরসে ডুবিয়া থাকিবে এবং দেহান্তেও সেই আনন্দরসেই মাতিয়া থাকিবে। অতএব তোমার বাঁচা মরা দুই সমান। ব্যাধ! তুমি বাঁচিও না, মরিও না। যেহেতু তোমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। তুমি যতদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বৈষয়িক সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই এবং পরলোকেও হিংসা জনিত পাপের ফলে দুঃখময় নরকে যাইতে হইবে। শ্রীহরি কথা ব্যাধকে কেই বা শুনাইবে এবং সেই বা কোথায় খুঁজিতে যাইবে? বিশেষতঃ হিংসা বিদ্ধ হৃদয় বলিয়া শ্রীহরিকথা আস্বাদন করিবার সামর্থ্যের অভাব, যেহেতু শ্রীহরিকথা মাধুর্য্য অতি নিগূঢ় এই অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্ণয় প্রসঙ্গে "ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিতকৈতব" শ্লোকে "সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" তাহাতে শ্রীধর স্বামিপাদব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শ্রবণেচ্ছাতু পুণ্যৈর্বিনা ন উৎপদ্যতে" শ্রীহরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা কিন্তু পবিত্র হৃদয় ভিন্ন

উৎপন্ন হয় না। অতএব হিংসাবিদ্ধ হৃদয় ব্যাধের পক্ষে শ্রীহরিকথা শ্রবণের ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না। অথবা 'পশুঘ্ন' শব্দে যাহার পরনিন্দা মাত্রেই তাৎপর্য্য সেই দৈত্যস্বভাব মানুষই পরহৃদয়ে বেদনা প্রদান করে বলিয়া হিংসকের ধর্ম্ম থাকায় তাহাকে 'পশুঘ্ন' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে কারণ নিন্দাতে যেমন হৃদয়ে বেদনা দেওয়া হয় এই প্রকার শস্ত্রাদি আঘাতে হয় না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে—

"মদ্যপের গতি আছে কোন কালে,
পর নিন্দকের গতি না দেখিয়ে ভালে ॥"

অথবা 'পশুঘ্ন' শব্দের অর্থ ব্যাধ, সেই ব্যাধ ও মৃগ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যাদি গুণ গ্রহণ না করিয়া হিংসা মাত্রেই তৎপর থাকে, আর এক উচ্চ সম্প্রদায়ের পশুঘাতী যাঁহাদের চিত্ত চিরদিন কর্ম্ম পরতন্ত্রতায় কঠোর হইয়া—যজ্ঞাদি ব্যপদেশে পশু বলিদান করিয়া করিয়া একেবারে কঠোরতর হইয়াছে তাহারাও পশুঘ্ন অতএব শ্রীহরিকথার গ্রহণে সামর্থ্য নাই বলিয়া 'পশুঘ্ন' ভিন্ন শ্রীহরিকথা শ্রবণে আর কোন জন বিরত হয় বলা হইয়াছে সুতরাং একথা বলা ঠিক যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। শ্রীহরিকথাবিমুখ জন সমাজকে নিন্দাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ।৩।১৩.৫০ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীহরিকে যাহা বলিয়াছেন তাহারও অভিপ্রায় এই প্রকার। শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন—হে বিদুর! যেজন ভক্তিকেই সর্ব্বপুরুষার্থের মহাফল বলিয়া জানে, সেই জনই সারজ্ঞ, আর যেজন ভক্তিকেই পুরুষার্থ প্রাপ্তির সাধন বলিয়া জানে কিন্তু ফল বলিয়া জানে না, সে জনই পশু। পূর্ব্বে তোমার নিকটে যে সকল চরিত্র বর্ণন করিলাম সেই সকল পুরাবৃত্তের মধ্যে সংসার ধ্বংশিনী ভগবৎকথাসুধা কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া নরেতর পশুভিন্ন কোন্ জন বিরত হয়? তাহা হইলে যেজন সুধাধারার মত শ্রীহরির কথায় বিরত হয়, সেইজনই পশু। শ্রীলমৈত্রেয় ঋষির উক্তিতেও শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে বিরত মনুষ্যকে পশু বলিয়া ঘৃণ্য মধ্যে পরিগণনারূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। ২৫২।

অথ **লীলাশ্রবণম্**—জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্ত-গুণোর্ম্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উভয়ত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ। কৈবল্য-সম্মতপথস্তথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ২।৩ ॥

যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি কীদৃশম্, আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তম্ উপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ। যতো যত্র যাসু কথাসু তদ্ধেতুরাত্মপ্রসাদশ্চ তৎপ্রসাদহেতুর্বিষয়ানাসক্তিশ্চ, কিং বহুনা, তৎফলং যৎ কৈবল্যং তদপি, ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসারেণ, সম্মতঃ পন্থা প্রাপ্তি-দ্বারং যত্র সঃ প্রেমাখ্যো ভক্তিযোগোঽপি, যাসু শ্রুতমাত্রাসু তত্তদনপেক্ষ্যৈব ভবতি তাসু হরিকথাসু তচ্চরিতেষু কঃ শ্রবণসুখেন নির্বৃতঃ সন্ অন্যত্রা-নিবৃতো বা রতিং রাগং ন কুর্য্যাৎ ॥ ২৫৩ ॥

অনন্তর লীলা শ্রবণ মাহাত্ম্য বর্ণিতেছেন—২।৩।১২ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে কহিয়াছিলেন—হে রাজন! যে ভাগবত সঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথায় রতির উদয় হয়, সেই শ্রীহরিকথার মহিমা শ্রবণ কর। যে হরিকথা শ্রবণে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞানটী আবার কি প্রকার তাহারই পরিচয় করাইতেছেন—"অপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্রম্" অর্থাৎ যে জ্ঞানে রাগ প্রভৃতি গুণতরঙ্গসমূহের সম্যক্‌রূপে নিবৃত্তি হইয়া আর উদয় হয় না। যে শ্রীহরি কথাতে আত্ম-প্রসাদ লাভ হয়, যে আত্মপ্রসাদে বিষয়-অনাসক্তি আনিয়া দেয়। অধিক কি বলিব, "ব্রহ্মভূতঃপ্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকে যে কৈবল্যকে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির দ্বাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে আত্মারাম ও আপ্ত-কাম অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ হয় না, সেই কৈবল্যও ভক্তের অননুসন্ধানে লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর শ্রীহরিচরণে প্রেমভক্তি উদয় হয় এমন শ্রীহরিকথা অর্থাৎ ভগবদ্ চরিত—শ্রবণসুখে সুখী হইয়া অথবা অন্যত্র বিরত হইয়া একমাত্র তাহাতেই (শ্রীহরি-কথাতেই) কোন্ জন্ রতি অর্থাৎ রাগ না করিয়া থাকিতে পারে? । ২৫৩ ।*

কিং বহুনা এতদর্থমিবাস্য মহাপুরাণাবির্ভাব ইতি, ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমল-মিত্যাদৌ, সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতমিত্যাদৌ চ বর্ণিতম্। সা চ লীলা দ্বিবিধা; সৃষ্ট্যাদিরূপা লীলাবতারবিনোদরূপা চ। তয়োরন্তরা তু প্রশস্ত-তরেত্যাশয়েনাহ—প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ। আপীয়তাং কর্ণ-কষায়শোষাননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্॥ ২৫৪॥

যদ্যপি পূর্ব্বম্, আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যে-ত্যাদিগ্রন্থেন পুরুষং কালাদি-তচ্ছক্তিং মনআদি-তৎ-কার্য্যং ব্রহ্মাদিতদ্গুণাবতারান্ দক্ষাদিতত্তদ্বিভূতী-শ্চোক্তবানস্মি, তেন চ সৃষ্ট্যাদিলীলাঃ, তথাপি যান্ হে ঋষে পুরুষস্য ভূম্নো লীলাবতারান্ প্রাধান্যেন আমনন্তি তানেব ইমান্ মম হৃদয়াধিরূঢ়ান্ কর্ণকষায়-শোষান্ তদিতরশ্রবণরাগহন্তৄন্ কিঞ্চ সুপেশান্ পরমমনোহরান্ অনুক্রমিষ্যে। তদনুক্রমেণ আ সম্যক্ পীয়তাম্॥ ২॥ ৬॥ শ্রীব্রহ্মা নারদম্॥ ২৫৪॥

অধিক কি বলিব এই শ্রীহরিলীলাকথা শ্রবণের মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য এই শ্রীমহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হইয়াছেন। ১।৫ অধ্যায়ে মহামুনীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে পরম ভাগবত শ্রীনারদ মহাশয় বলিয়াছিলেন—"ভবতানুদিতপ্রায়ং যশোভগবতোঽমলং" ইত্যাদি শ্লোকে আপনি শ্রীভগবানের বিমল যশ প্রধানরূপে কীর্ত্তন করেন নাই, সেইজন্য চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, অথচ সেই শ্রীভগ-বানের গুণলীলারূপ নিজ পুরুষকারের দ্বারা বর্ণন করিতে পারিবেন না, যদি সেই গুণরূপলীলা স্বয়ং কৃপা করিয়া হৃদয়ে উদয় না হন্। সেই নাম গুণরূপলীলার কৃপাতেই বর্ণন করিবার সামর্থ্য লাভ করিবেন। তাই গুণরূপলীলাদির কৃপা পাইবার জন্য সমাধিস্থ হইয়া শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা স্মরণ করুন॥

সেই লীলাও দুই প্রকার। এক জগত সৃষ্ট্যাদিরূপা, অপর লীলাবতার বিনোদরূপা। এই উভয়ের মধ্যে লীলা-বতার বিনোদরূপা লীলাই অত্যন্ত প্রশস্তা। এই অভি-প্রায়েই ২।৬ অধ্যায়ে শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন—হে নারদ যদ্যপি আমি পূর্ব্বে "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" ইত্যাদি গ্রন্থে পুরুষ এবং কালাদি তাঁহার (শ্রীভগবানের) শক্তি মনঃ প্রভৃতি সেই শক্তিরকার্য্য, ব্রহ্মাদি সেই শ্রীভগবানের গুণাবতার দক্ষ প্রভৃতি সেই শ্রীভগবানের বিভূতি প্রভৃতির কথা বলি-য়াছি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলার সংবাদ পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে, তথাপি হে ঋষিবর! সেই পরম পুরুষের যে সকল লীলাবতার প্রধানভাবে বেদ ও বেদানু-গত শাস্ত্রগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই সকল লীলা-বতার আমার হৃদয়ে যাহা আবির্ভূত আছেন তাহা কর্ণ কষায় শোধনকারী অর্থাৎ যে সকল লীলাবতারের কথা শ্রবণ করিলে অন্য কথা শ্রবণের লালসা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং যে লীলাবতার চরিত্র পরম মনোহর তাহাই অনুক্রমে বর্ণন করিতেছি, তুমি সম্যক্‌রূপে পান কর। ২৫৪।

এবং তুরগমাত্মতত্ত্বনিগমায়েত্যাদৌ বেদস্তুতাবপি তচ্ছ্লাঘা দ্রষ্টব্যা। অতএব প্রথমে ভাবয়ত্যেষ ইত্যাদৌ লীলাবতারানুরত ইতি তদ্বিশেষণং দত্তম্। তথাচ শ্রীভগবদ্গীতাসু জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুনেতি। এষা খলু মর্ত্ত্যশরীরমপি পার্ষদভাবেন জিতমৃত্যুকং বিদধাতি। যথাহ—সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ। যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্। যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ। মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্ন্যঙ্ঘ্রিমারু-রোহ হরেঃ পদম্॥ ২৫৫॥

মুনিনা শ্রীনারদেন। অতস্তেন ভগবদবতার-কথাপি তং প্রতি শ্রাবিতাস্তীতি গম্যতে। তেন শরীরেণৈব মৃত্যুঞ্জয়ঃ পার্ষদত্বঞ্চোক্তম্—পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি॥ ৩॥১৪॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥২৫৫॥

তদেবং নামাদিশ্রবণমুক্তম্। অত্র তৎপরিকর-শ্রবণমপি জ্ঞেয়ং, শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষামিত্যাদৌ। তত্র যদ্যপ্যেকতরেণাপি ব্যুৎক্রমেণাপি সিদ্ধির্ভবত্যেব, তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণম্ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতং চেন্মহামাহাত্ম্যং, জাতরুচীনাং পরমসুখদঞ্চ। তচ্চ দ্বিবিধং। মহদাবির্ভাবিতং মহৎকীর্ত্ত্যমানঞ্চেতি। তত্র শ্রীভাগবতমুপলক্ষ্য পূর্ব্বং যথা—ইদং ভাগবতং নামপুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং। উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ২৫৬ ॥

অত্র তন্মাহাত্ম্যসূচনার্থমেব তৎকর্ত্তৃকত্ববচনম্ ॥১॥৩॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২৫৬ ॥

এই প্রকার পূর্ব্বকথিত-অনুসারে লীলাবতার কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, প্রশংসা বেদস্তুতিতেও ১০।৮৭।২১ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

> দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো—
> শ্চরিতমহামৃতাব্ধি পরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
> ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বরতে
> চরণসরোজ হংসকুলসঙ্গ বিসৃষ্টগৃহাঃ ॥

বেদগণ শ্রীভগবানকে স্তব করতঃ বলিয়াছেন,—"হে প্রভো! ভক্তিতত্ত্ব অনভিজ্ঞ কেহ কেহ ভক্তি-সাধনকে অল্প বলিয়া মনে করেন। সেটী তাহাদের অত্যন্ত অনভিজ্ঞতারই পরিচয়।" এইভাবে ভক্তিসাধন যে নিখিল-সাধনের মুকুটমণি তাহাই উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে ঈশ্বর! তোমার স্বরূপ তত্ত্ব অতিশয় দুর্ব্বোধ। সাধন শক্তিদ্বারা তাহার পরিচয় করিতে কেহ সমর্থ হইতে পারে না। তুমি নিজে নিজতত্ত্ব অনুভব করাইবার জন্য এই ব্যবহারজগতে নিজ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া যে সকল মধুরলীলা প্রকাশ কর, সেই সকল লীলাই মহা আনন্দ-সুধাসিন্ধু। যাঁহারা সৎসঙ্গ বা সৎকৃপা লাভে ধন্য হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সেই লীলাসুধাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানলাভের পরিশ্রম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা তোমার লীলাকথা-সুধাসাগরে অবগাহন করিতে পারেন, তোমার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র কোন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। লীলারস আস্বাদনের দ্বারাই তোমার স্বরূপতত্ত্ব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারে। তাঁহারা এমন এক অপূর্ব্ব পারমার্থিক আস্বাদন লাভ করেন, যে আস্বাদন লাভে জন্মমৃত্যু দুঃখ পরিহাররূপ মোক্ষকেও আদর করেন না। তবে এই প্রকার ভাগ্যবান সাধক জীবের সংখ্যা খুবই অল্প। যাঁহারা মোক্ষসুখ প্রাপ্তির অভিলাষকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, তাঁহারা যে ইন্দ্রাদি পদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, ইহাতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? কেবলমাত্র মোক্ষ প্রভৃতি সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন না তাহাই নহে, কিন্তু সেই লীলারসসুধা আস্বাদন সুখে পূর্ণ হইয়া পূর্ব্বসিদ্ধ গৃহাদি সুখে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন না। যেহেতু তোমার চরণ কমলের হংসের মত সতত রতিযুক্ত ভক্তকুলের সঙ্গে গৃহাদি সুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করেন।"

এই প্রকার উক্তিতে লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির আধিক্য শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" এই শ্রুতিব্যাখ্যায় সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকর্ত্তা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে।" নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষগণও লীলায় (স্ব ইচ্ছায়) ভজনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিব্যাখ্যাবলে বেশ বুঝা যায় যে, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপাভক্তিসুখে মুক্তিসুখ হইতেও আধিক্য আছে। অতএব প্রথমস্কন্ধে ১।২।৩৩ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন,—

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্ নরাদিষু॥

"হে শৌনক! এই লোককর্তা শ্রীভগবান, দেবতির্য্যক্ ও মানবগণের ভিতরে যে সকল লীলাবতার আছেন, সেই লীলাবতারগণ মধ্যে অনুরক্ত হইয়া সত্ত্বগুণের দ্বারা সকল লোককে পালন করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকেও "লীলাবতারানুরত" এই পদটী শ্রীভগবানের বিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ লীলাটী যে শ্রীভগবানের অতি অন্তরঙ্গ বস্তু, তাহা অনুরত পদের দ্বারা সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্ গীতাতেও সেই প্রকারই উল্লেখ আছে।

"জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

"হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম এবং কর্ম্ম দুইই অলৌকিক, অর্থাৎ মায়াবিকারসম্বন্ধরহিত স্বরূপানুবন্ধী, অর্থাৎ চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ। যে ভাগ্যবান জীব আমার জন্ম এবং কর্ম্মকে অলৌকিক স্বরূপানুবন্ধী রূপে জানে, সে জন মায়াবিকার দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। কেবলমাত্র যে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে তাহাই নহে, প্রত্যুত আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। এই শ্রীহরিলীলা মরণ-ধর্ম্মাত্মক শরীরকেও পার্ষদ ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিধান করে।" শ্রীমৈত্রেয় ঋষি ৩।১৪।৫-৬ শ্লোকে শ্রীবিদুর মহাশয়কে এই ভাবেই বলিয়াছেন,—

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্ঠমবতারকথাং হরেঃ।
যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীন্॥৫॥
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্ন্যঙ্ঘ্রি্ মারুরোহ হরেঃ পদং॥৬॥

"হে বীর! তুমি অতি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ। যেহেতু শ্রীহরির অবতার কথা প্রশ্ন করিয়াছ। যে লীলাবতার কথা. মরণধর্ম্মাত্মক মানবগণের মৃত্যুর পাশ বিশেষরূপে মোচন করিয়া দেয়। মুনি দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক গীত যে লীলাবতার কথার দ্বারা উত্তানপাদের পুত্র বালক ধ্রুব মৃত্যুর মাথায় পা দিয়া হরির ধামে আরোহণ করিয়াছিল।" এই শ্লোকের মর্ম্মে বেশ দেখা যায়, শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীধ্রুব মহাশয়কে লীলাবতারকথাই শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শ্রীমান ধ্রুব সেই প্রাপঞ্চিক দেহের দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, এবং পার্ষদদেহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্লোকে উল্লেখ করা আছে।

পরীত্যাভ্যর্চ্চ্যধিষ্ণ্যাগ্রং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি॥

"শ্রীমান ধ্রুব বৈকুণ্ঠ হইতে সমাগত রথকে পূজা ও পরিক্রমা করিয়া, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কৃত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিভূষিত হইয়া প্রকৃতি বিকার দেহেরই সচ্চিদানন্দময়তা লাভ করিয়া সেই রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকে ধ্রুব মহাশয়ের প্রাকৃত দেহত্যাগের কথা উল্লেখ না করিয়া পার্ষদ দেহপ্রাপ্তির বর্ণন করা আছে।

এইরূপ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শ্রীনামাদি শ্রবণপ্রসঙ্গ কথিত হইলেন। এই নামাদি শ্রবণ প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের পরিকর শ্রবণও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণাদি শ্রবণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য, তেমনই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের কথা শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীবিদুর মহাশয় ৩।১৩।৪ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকটে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাং॥

"হে প্রভো! মহানুভাবগণ মানবমাত্রের পক্ষে দীর্ঘকাল বহুপরিশ্রমসিদ্ধ আত্ম অনাত্ম প্রভৃতি শ্রবণের সার উদ্দেশ্যরূপে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যাঁহাদের হৃদয়ে অনবরত মুকুন্দপাদারবিন্দ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, সেই সকল মহাভাগবতগণের গুণানুবাদ শ্রবণই মুখ্য ও সুখসাধ্য ফল।" তন্মধ্যে অর্থাৎ নামাদি শ্রবণমধ্যে যদ্যপি শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গের মধ্যে একটীই করুন অথবা ক্রম লঙ্ঘন করিয়াই সাধন করুন, তথাপি তাহার সিদ্ধি হইবেই। অর্থাৎ ভক্তিফল প্রেমলাভ অবশ্যই হইবে। তথাপি অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অবশ্য অপেক্ষ্য-নীয়। কারণ শ্রীনামশ্রবণ যেমন অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া

দেন, এইপ্রকার আর কেহ পারে না। বিশেষতঃ চিত্তশুদ্ধি না হইলে রূপশ্রবণ দ্বারা রূপের উদয়যোগ্যতা ঘটিতে পারে না। যেমন দর্পণ নির্ম্মল হইলে রূপপ্রতিফলনের যোগ্যতা ঘটে, তেমনই চিত্ত নির্ম্মল অর্থাৎ ভগবদ্ ভিন্ন বিষয়ান্তরের আবেশশূন্য হইলে, ভগবদ্রূপের উদয়ের যোগ্যতা ঘটিয়া থাকে। তাই বলিলেন, "শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি।" রূপ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ে উদয় হইলে শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের স্ফূর্ত্তিযোগ্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপর সেই নামরূপ ও গুণ এবং পরিকরগণের সম্যকরূপে স্ফূর্ত্তি হইলেই, হৃদয়ে লীলাস্ফুরণের সম্যক যোগ্যতা হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সাধনের ক্রম লেখা হইয়াছে।

এই প্রকার কীর্ত্তন ও স্মরণ সম্বন্ধেও ক্রম বুঝিতে হইবে। এই শ্রবণও মহাপুরুষের মুখ হইতে বিগলিত হইলে মহামাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, এবং জাতরুচি ভক্তগণের পরমসুখপ্রদ হইয়া থাকে। সেই মহন্মুখরিত শ্রবণও দুই-প্রকার। মহৎকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত এবং মহৎকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে লক্ষ্য করিয়া মহদাবির্ভাবিতত্ব ১।৩।৪০ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—

> ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম।
> উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥

শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—"হে শৌনক! এই শ্রীভাগবতপুরাণ সর্ব্ববেদতুল্য, ইহাতে প্রতি পদে শ্রীহরিচরিত বর্ণিত আছেন। কবিকুলমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কলিহত জীবের কল্যাণার্থে এই শ্রীভাগবতপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন।" এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য সূচনার জন্যই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের কর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে॥২৫৬॥

যথা বা নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদ-মৃতদ্রবসংযুতমিত্যাদৌ। অত্র শ্রীশুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতত্বেন পরমসুখদত্বমুক্তম্। এতদুপলক্ষত্বেন শ্রীলীলাশুকাদ্যাবির্ভাবিতকর্ণামৃতাদিগ্রন্থা অপি ক্রোড়ীকর্ত্তব্যাঃ। অথ মহৎকীর্ত্ত্যমানং যথা,—

স উত্তমঃশ্লোকমহন্মুখচ্যুতো ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণা-নিলঃ। স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥ ২৫৭॥

ন কাময়ে নাথ তদপীত্যাদিপূর্ব্বোক্তানুসারাৎ স্বসুখাতিশয়েন কৈবল্যসুখতিরস্কারী মহতাং মুখাদ্ বিগলিতো ভবৎপদাম্ভোজমাধুর্য্যলেশস্যাপি সম্বন্ধী শব্দাত্মকোঽনিলো বিস্মৃতপরমতত্ত্বাত্মকত্বদীয়জ্ঞানা-নামস্মাকং তদীয়াং স্মৃতিমপি যচ্ছতি। তস্মাৎ তথাবিধস্য তস্য পরমসাধ্যসাধনাত্মকত্বাদলেমন্যৈ র্বরৈরিত্যর্থঃ॥ ৪। ২০॥ পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্॥ ২৫৭॥

> অথবা "নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং
> শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
> পিবত ভাবগতং রসমালয়ং
> মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥" ১।১।৩॥

যে শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পতরুর ফলরূপ, যাহা শ্রীশুক-মুনির মুখ হইতে শিষ্যানুশিষ্যাদিরূপ পল্লবপরম্পরায় ধীরে ধীরে অখণ্ডরূপে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ, অতএব যাহা অমৃত-রূপ দ্রবসংযুত, যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুতিতে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া যে রসের সংবাদ প্রদান করিতেছেন, সেই পারমার্থিক রসস্বরূপ। অথচ সাধারণ ফলে যেমন ত্যাজ্যঅস্থি (আঁটি) ও বাকল থাকে, এই শ্রীমদ্ভাগবতফলে ত্যাজ্য অংশ নাই। "হে ভাবুক! হে রসিকগণ! মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া মোক্ষ-কালাবধি রসরূপ সেই শ্রীমদ্ভাগবত ফল বারংবার পান কর।" এই শ্লোকে শ্রীশুকমুখ হইতে বিগলিত বলিয়া রসিক ভক্তগণের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে পরমসুখ-প্রদত্ব কথিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত উপলক্ষণে শ্রীলীলাশুক প্রভৃতি কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থও মহাশক্তিপূর্ণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার হৃদয়ে অনবরত শ্রীহরির স্ফূর্ত্তি আছেন, তিনিই মহৎ। এবং তাঁহার কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত ও কীর্ত্ত্যমান গ্রন্থ আস্বাদনে প্রচুর মাধুর্য্য ও শক্তি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত যে মহৎ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত সেই

বিষয়ে ৪।২০।২৫ শ্লোকে পৃথু মহারাজের বাক্য প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন,—

স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজ সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥

শ্রীবিষ্ণু যখন পৃথুমহারাজকে বর দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন মহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিলেন,—"হে প্রভো! যাহাতে তোমার চরণপদ্মের মাধুর্য্যকণার আস্বাদন নাই, এমন বর আমি চাহি না। আমি তোমাকে কৈবল্যপতি বলিয়া যে সম্বোধন করিলাম, তাহাতে এমন মনে করিওনা যে, আমি কৈবল্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। ইহাও আমার নিকটে অতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতেও তোমার চরণের মাধুর্য্য আস্বাদন লাভ হয় না। এই মাধুর্য্যের আস্বাদনের আতিশয্য এত বেশী যে ইহা কৈবল্যসুখকে পর্য্যন্ত তিরস্কার করে। যে আমরা পরমতত্ত্বরূপ তোমার জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছিলাম মহতের মুখ হইতে বিগলিত তোমার চরণপদ্মের লেশমাত্র মাধুর্য্যের শব্দাত্মক যে বাতাস তাহা সেই আমাদের হৃদয়েও তোমার চরণের স্মৃতি আনিয়া দিতে সমর্থ। অতএব তথাবিধ অর্থাৎ মহতের মুখ হইতে বিগলিত ভগবৎ-লীলাকথা পরমসাধ্য ও সাধনস্বরূপ। সুতরাং হে প্রভো! আমার ইহা ব্যতীত আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই॥" ২৫৭ ॥

তদেবং মহন্মাহাত্ম্যং মহাসুখপ্রদত্বঞ্চোক্তং। তদেতদুভয়মপ্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্—তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি। তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২৫৮ ॥

অস্মিন্ সাধুসঙ্গে। মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ। শেষঃ সারঃ। অবিতৃষো হলংবুদ্ধিশূন্যাঃ। গাঢ়ত্বং সাবধানত্বং। অশনং ক্ষুৎ ॥ ২৫৮ ॥

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকস্বভাবজৈঃ। ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিং ॥ ২৫৯ ॥

যৈরেতৈরশনাদিভিরুপদ্রুতঃ সন্ কথামৃতনিধৌ রতিং ন করোতি, তানেতান্ মহৎকীর্ত্ত্যমানানি ভগবদ্ যশাংসি স্বমাহাত্ম্যেন দূরীকৃত্য স্বসুখমনুভাবয়ন্তীতি পদ্যদ্বয়যোজনার্থঃ ॥ ৩। ২৯ ॥ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥ ২৫৯ ॥

অতএব পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার মহৎ আবির্ভাবিত এবং মহৎ কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান ভগবৎপ্রসঙ্গের মহামাহাত্ম্য ও মহাসুখপ্রদত্ব দেখান হইল। এই শ্রীমদ্ভাগবতে মহদাবির্ভাবিতত্ব ও মহৎকীর্ত্ত্যমানত্ব উভয়ই আছে। শ্রীনারদ প্রাচীন বর্হিঃ মহারাজকে ৪।২৯।৪০ শ্লোকে বলিলেন,—"হে রাজন্! কেহ কেহ মনে করেন সাধুসঙ্গ ভিন্ন স্বয়ংই শ্রীহরিকথাচিন্তনাদি দ্বারা ভগবানে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত অসম্ভব। হরিলীলাসুধা ভিন্ন অন্য কথাপ্রসঙ্গ যাহাতে নাই, এমত হরিকথাসুধা যে সাধুসমাজে সতত প্রবাহিত হয়, সেই সাধুস্থানে উপবেশন করিয়া যাহারা সাবহিত কর্ণদ্বারা অলংপ্রবৃত্তিশূন্য হইয়া হরিনামসুধা পান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধাপিপাসা ভয়শোকমোহ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।"

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকস্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিং ॥ ৪।২৯।৪১

দেহাভিমানী জীবলোকের স্বভাবজাত যে সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া যাহারা শ্রীভগবানের কথামৃতসমুদ্রে রতি না করে, তাহারা যদি মহৎগণের কীর্ত্ত্যমান শ্রীভগবানের যশোগাথা শ্রবণ করে, তবে তাহা নিজ মাহাত্ম্যে ঐ সকল ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতিকে প্রথমতঃ দূরীভূত করিয়া দেয়। অবশেষে শ্রবণকারীর হৃদয়ে নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া দেয়। ইহাই দুইটী শ্লোকের নিষ্কর্ষ তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠং, তস্য তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাৎ পরমরসময়ত্বাচ্চ। তত্র পূর্ব্বস্মাদ্ যথা,—শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ। ইতি ॥ ২৬০ ॥

মহামুনিঃ সর্ব্বমহন্মহনীয়চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান্। অত্র কিংবা পরৈরিত্যাদিনা শব্দস্বাভাবিকমাহাত্ম্যং দর্শিতম্॥ ১॥ ১। শ্রীব্যাসঃ॥ ২৬০॥

সেই শ্রবণমধ্যেও কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণই পরমশ্রেষ্ঠ। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দগুলি পরমপ্রভাবময় এবং পরমরসময়। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দসমূহ যে পরমপ্রভাবময় তাহাই দেখাইতেছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

যাঁহার চরণপঙ্কজ সকল মহাপুরুষগণ আরাধনা করেন, সেই মহামুনি ভগবান্ শ্রীনারায়ণই এই শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবিত করিয়াছেন। ইহাতে এমত পরমপ্রভাবময় শব্দ এবং পরম আস্বাদন আছে বলিয়া শ্রবণসমকালেই সদ্য হৃদয়ে পরমেশ্বর অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। অন্য কোন শাস্ত্র বা সাধনের দ্বারা কি সদ্য হৃদয়ে পরমেশ্বর অবরুদ্ধ হয়েন? "কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ" অর্থাৎ অন্য কোন শাস্ত্র বা সাধনের দ্বারা কি ভগবান সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন এইপ্রকার ভক্তিদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতীয় শব্দের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে॥ ২৬০॥

উত্তরস্মাদ্ যথা,—সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ২৬১॥

তদ্রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তস্য॥ ১২। ১৩॥ শ্রীসূতঃ॥ ২৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবত যে পরমরসময় তাহা ১২।১৩ অধ্যায়ে শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।" এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার। শ্রীমদ্ভাগবতসুধায় যিনি পরিতৃপ্ত হয়েন, তাঁহার অন্য কোন শাস্ত্রে বা সাধনে রতি হয় না। এই প্রকার উক্তিদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদনের গাঢ়তা দেখান হইয়াছে। ২৬১॥

অত্রৈবং বিবেচনীয়ং। শ্রীভগবন্নামাদেঃ শ্রবণং তাবৎ পরমং শ্রেয়ঃ। তত্রাপি মহদাবির্ভাবিতপ্রবন্ধাদেঃ। তত্র মহৎকীর্ত্ত্যমানস্য। ততোঽপি শ্রীভাগবতস্য। তত্রাপি চ মহৎকীর্ত্ত্যমানস্যেতি। অত্র মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মন ইতিবৎ নিজাভীষ্টনামাদিশ্রবণন্তু মুহুরাবর্ত্তয়িতব্যম্। তত্রাপি সবাসনমহানুভবমুখাৎ। সর্ব্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণন্তু পরমভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে তস্য পূর্ণভগবত্ত্বাদিতি। এবং কীর্ত্তনাদিষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্। তত্র যৎ স্বয়ং সম্প্রতি কীর্ত্ত্যতে, তদপি শ্রীশুকদেবাদিমহৎকীর্ত্তিতচরত্বেনানুসন্ধায় কীর্ত্তনীয়মিতি। তদেবং শ্রবণং দর্শিতম্। অস্য চ কীর্ত্তনাদিতঃ পূর্ব্বত্বং তদ্বিনা তত্তদজ্ঞানাৎ। বিশেষতশ্চ যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্ত্তনস্য শ্রবণভাগ্যং ন সম্পদ্যতে, তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্ত্তনীয়মিতি তৎপ্রাধান্যাৎ। অতএবোক্তং,—তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লব ইত্যাদৌ টীকাকৃদ্ভিঃ। যৎ যানি নামানি বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি, শ্রোতরি সতি গৃণন্তি, অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তীতি। অথাতঃ কীর্ত্তনম্। তত্র পূর্ব্ববন্নামাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ। নাম্নো যথা,—সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ২৬২॥

টীকা চ—সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব। তত্র যতো নামব্যাহরণাৎ তদ্বিষয়া নামোচ্চারকপুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতীত্যেষা। অতঃ স্বাভাবিকতদীয়াবেশহেতুত্বেন তদীয়স্বরূপভূতত্বাৎ পরমভাগবতানাং তদেকদেশশ্রবণমপি প্রীতিকরম্। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিববাক্যম্—রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে। প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়েতি। তদেবং সতি পাপক্ষয়মাত্রং লক্ষণং কিয়দিতিভাবঃ॥ ৬। ২॥ শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্॥ ২৬২॥

এস্থানে এই প্রকার বিবেচনীয় যে, প্রথমতঃ শ্রীভগবন্নাম-রূপ গুণলীলা ও পরিকর শ্রবণই পরম শ্রেয়ঃজনক। তন্মধ্যেও মহৎকর্তৃক আবির্ভাবিত প্রবন্ধ প্রভৃতি শ্রবণ আরও অধিক মঙ্গলজনক। আবার সেই মহদাবির্ভাবিত প্রবন্ধাদি যদি মহৎ কর্তৃক কীর্ত্যমান হয়, তবে তাহার মাহাত্ম্য অধিক, তন্মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের। আবার সেই শ্রীমদ্ভাগবত মহৎ কর্তৃক কীর্তিত হইলে আরও অধিক মঙ্গলপ্রদ। এখানে শ্রীভগবন্নাম রূপ প্রভৃতি শ্রবণ সম্পর্কে একটা বিশেষ কথা বুঝিতে হইবে। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩।৪৮ শ্লোকোক্ত তাৎপর্য্য যথা,—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সমীপ হইতে দীক্ষারূপ কৃপালাভ করিয়া, তিনি মহাপুরুষ শ্রীভগবানকে যে প্রকারে অর্চ্চন করার প্রণালী শিক্ষা দান করেন, সেইভাবে অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। আবার এই যে শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অর্চ্চন করা হইবে, তাহা নিজের অভিমত মূর্ত্তি হওয়াই ভাল। কারণ তাহাতে সহজেই প্রাণের আকর্ষণ হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীভগবন্নামাদি শ্রবণ সম্বন্ধেও সেই প্রকারই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ নিজের প্রাণের অভীষ্টদেবের নাম রূপ প্রভৃতি বারংবার আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য। আবার সেই নামাদি যদি স্বজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট মহানুভবের মুখ হইতে শ্রবণ করা যায়, তবে তাহা অধিক আস্বাদনপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ভাবের সাধকের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণনামরূপ গুণাদি শ্রবণ সকল হইতে শ্রেষ্ঠতম। অথচ সেই শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ পরম সৌভাগ্য সাপেক্ষ্য। এই অভিপ্রায়ে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতব'' শ্লোকে "কৃতিভিঃ'' এই বিশেষণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, যাহাদের সাধুসঙ্গ রূপ সৌভাগ্য আছে, তাহাদেরই শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ কীর্ত্তনা-দিতে রুচিলাভ হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। পূর্ণ ভগবানে সকল ভগবানেরই সত্তা বিদ্যমান আছে। তাঁহার নামরূপাদি শ্রবণ করিলে, সকল ভগবানেরই নাম-রূপাদি শ্রবণ করা হয়। এই প্রকার কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে সম্প্রতি স্বয়ং যাহা কীর্ত্তন করা হয় তাহাও শ্রীশুকদেব প্রভৃতি মহানুভবগণ পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই প্রকার অনুসন্ধান রাখিয়া কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রবণের প্রকার দেখান হইয়াছে। এই শ্রবণাঙ্গ ভক্তিটী কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গের পূর্ব্বে উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা শ্রীগুরু এবং সাধুমুখ হইতে শ্রবণ করা হয় নাই, সেই বিষয়ে সম্যক্ বোধ হইতে পারে না। অথচ সম্যক্ রস অবিরোধী সিদ্ধান্ত জানা না থাকিলে স্বতন্ত্ররূপে কীর্ত্তনাদি করিতে গেলে রসাভাস বিরুদ্ধার্থ প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন মহৎকর্তৃক কীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণনাম কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য উপস্থিত না হয় তাহা হইলে স্বয়ং পৃথক কীর্ত্তনীয়। যেহেতু মহৎকীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণেরই প্রাধান্য। অতএব ১।৫।১১ শ্লোকে উক্ত "তদ্বাগ্ বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ'' এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, "যৎ যানি নামানি বক্তরি সতি শৃন্বন্তি শ্রোতরি সতি গৃণন্তি অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তি" এই শ্রীভগবন্নামাদি সদ্বক্তা উপস্থিত হইলে নিজে শ্রোতা হইয়া শ্রবণ করিবে। আর যদি কোন সদ্বক্তা উপস্থিত না হয়, এবং কোন শ্রোতা উপস্থিত হয় তবে নিজে বক্তা হইয়া শ্রীভগবন্নামাদি কীর্ত্তন করিবে। আর যদি বক্তা বা শ্রোতা পাওয়া না যায়, তবে নিজে নিজেই গান করিবে। অনন্তর পূর্ব্ব উল্লিখিত হেতুবশতঃ শ্রবণাঙ্গ ভক্তিবর্ণনের পর কীর্ত্তনাঙ্গভক্তির প্রসঙ্গ করা হইতেছে। তন্মধ্যে শ্রবণাঙ্গভক্তির মত কীর্ত্তনাঙ্গেও ক্রম বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য। ৬।২।১০ শ্লোকে যথা,—

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদবিষয়া মতিঃ॥

এই শ্লোকের উপরে শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে, শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তন পাতক উপপাতক অতি-পাতক মহাপাতক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপের ইহাই (শ্রীনাম কীর্ত্তনই) শ্রেষ্ঠ পরমপবিত্র প্রায়শ্চিত্ত। যেহেতু এই শ্রীনাম উচ্চারণে নাম উচ্চারক পুরুষের প্রতি 'এ ব্যক্তি আমারই এবং সর্ব্বপ্রকারে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে', এই প্রকার বিষ্ণুর মতি হইয়া থাকে। এ শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে,

অন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্তে পাপ পরিহার হয় বটে, কিন্তু হৃদয় শোধন বা শ্রীবিষ্ণুর স্মৃতির হৃদয়ে উদ্বোধন হয় না। অন্য প্রায়শ্চিত্তে "আমি নিষ্পাপ এইরূপ অভিমান হৃদয়ে জন্মিয়া থাকে। শ্রীনামকীর্ত্তন প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব এই যে যে জন শ্রীনামকীর্ত্তন করেন, তাহার হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর অনুসন্ধান না থাকিলেও, অর্থাৎ আমি শ্রীবিষ্ণুর নাম করিতেছি এই প্রকার মনের অনুসন্ধান না থাকিলেও শ্রীবিষ্ণুর সেই নাম উচ্চারক পুরুষের কথা স্মরণ হয়, এবং এই ব্যক্তি যখন আমার নাম লইতেছে, তখন এ আমারই দাস, এবং আমার দাসকে আমার সর্ব্বদাই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে,—সমস্ত দোষের আকর শ্রীভগবদ্ বিস্মৃতি এবং সমস্ত গুণের আকর শ্রীভগবৎ স্মৃতি। শ্রীনাম উচ্চারণে শ্রীভগবৎ স্মৃতি হৃদয়ে উত্থিত হয় বলিয়াই, ইহা শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। এই শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রীভগবানের স্বরূপভূত বস্তু। যেহেতু শ্রীনামকীর্ত্তনে শ্রীভগবানে স্বাভাবিক আবেশ উদয় করাইয়া দেয়। পরমভাগবতগণের শ্রীনামের একদেশ শ্রবণও পরমপ্রীতিজনক। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রে শ্রীশিবের শ্রীমুখবচন যথা,—

রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে।
প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া॥

"হে দেবি! রকারাদি নাম শ্রবণ করিলে রাম নাম সম্ভ্রমে আমার নিত্যই মনের আনন্দোদয় হইয়া থাকে।" অতএব শাস্ত্রে কথিত শ্রীনামের এই প্রকার মাহাত্ম্য সূচিত হইল। কেবলমাত্র পাপনাশকারিত্বরূপ-কার্য্য শ্রীনামের পক্ষে অতি তুচ্ছ॥ ২৬২॥

ফলন্ত্বিদমেব যদাহ—এবংব্রতঃস্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগোদ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ২৬৩॥

এবং শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেরিত্যাদ্যুক্ত-প্রকারং ব্রতং কৃতং যস্য তথভূতোঽপি স্বপ্রিয়াণি স্বাভীষ্টানি যানি নামানি তেষাং কীর্ত্তনেন জাতানুরাগস্তত এব চিত্তদ্রবাৎ দ্রুতচিত্তঃ তত্রোচিতভাব-বৈচিত্রীভির্হসতীত্যাদি। অত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা নামকীর্ত্তনস্যৈব সাধকতমত্বং লব্ধম্। তদেবমেবং ব্রত ইত্যত্রাপিশব্দোঽপ্যধ্যাহৃতঃ। অতএব ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিত্যাদ্যুত্তরপদ্যে টীকাচূর্ণিকা "নন্বিয়মারূঢ়যোগিনামপি বহুজন্মভি র্দুর্লভাগতিঃ কথং নামকীর্ত্তনমাত্রেণৈকস্মিন্ জন্মনি ভবেদিত্যা-শঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমাহ, ভক্তিরিতি" ইত্যেষা। ইত্থমুত্থা-পিতঞ্চ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাং সহস্রনামভাষ্যে চ পুরাণান্তরবচনম্—নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একোনির্ব্বিণ্ন ইক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ। সদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতি-করাণি পঠেদলজ্জ ইতি। অত্র গতভী ইত্যাদয়ো-গুণা নাম্নৈকতৎপরতাসম্পাদনার্থা। নতু কীর্ত্তনাদ্যঙ্গ-ভূতা। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বং তস্য তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে সর্ব্বপাতকাতি-পাতক মহাপাতককারি দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে ব্রাহ্মণ উবাচ। যদ্যেতদখিলং কর্ত্তুং ন শক্নোসি ব্রবীমি তে। স্বল্পমন্যন্ময়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্ যদি। ক্ষত্রবন্ধুরুবাচ। অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাদ্ধিচেতসঃ। বাক্শরীরবিনিষ্পাদ্যং যচ্ছক্যং তদুদীরয়॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা। গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুৎতৃট্ প্রস্খলিতাদিষু॥ ইতি॥ ১১॥ ৩॥ শ্রীকবি-বিদেহম্॥ ২৬৩॥

শ্রীনামকীর্ত্তনের কিন্তু মুখ্যফল অভীষ্ট শ্রীভগবানের চরণে পরম প্রেমলাভ। "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" ১১।২।৪০ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকবিযোগেন্দ্র নিমিমহারাজের কাছে বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন্! যে জন রথাঙ্গপাণি (চক্রহস্ত) শ্রীভগবানের সুমঙ্গল জন্মকর্ম্ম এবং নাম নির্লজ্জ হইয়া, শ্রবণ কীর্ত্তন বা গান করেন, সেই জন সর্ব্ব অপেক্ষা

শূন্য হইয়া বিচরণ করেন।" যদ্যপি এই পূর্ব্বোক্তপ্রকার নিয়ম জীবনে অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তথাপি "স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট প্রাণবল্লভের যে সকল নাম, অথবা সেই অভীষ্ট প্রাণবল্লভের নামের মধ্যেও যে সকল নাম নিজ দাস্যাদি ভাব পোষক, সেই সকল নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই নিজ অভীষ্টদেবের চরণে অনুরাগ অর্থাৎ ভাবপ্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রেমোদয় হইলেই উৎকণ্ঠারূপ অগ্নিতে জাম্বুনদ হেমরূপ চিত্ত বিগলিত হইয়া থাকে। সেই চিত্ত বিগলিত হওয়ার অনুভাব অর্থাৎ কার্য্য কখনও হাস্য, রোদন, উচ্চশব্দ এবং গান, কখনও বা উন্মত্তের মত নৃত্য করিয়া থাকে। এ সমুদায়ই প্রেমের অনুভাব বা কার্য্য। এই শ্লোকে "লোকবাহ্যঃ" পদটী প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন, তিনি লোকের নিকট প্রশংসা পাইবার জন্য ঐ প্রকার নাচা, কাঁদা, হাসা, গাওয়া করেন না। যেহেতু তিনি লোকের নিন্দা প্রশংসার বাহিরে স্বরূপজগতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে "স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" এই পদটী প্রয়োগ করিয়া ইহাই জানাইতেছেন যে প্রেমপ্রাপ্তির অনেক প্রকার সাধন শাস্ত্রে উল্লেখ করা থাকিলেও, শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বসাধনের মধ্যে মুখ্যতম উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অভিপ্রায় ক্রমে আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের নিকটে বলিয়াছেন,—কলিযুগে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যসাধন, এবং প্রেমলাভই পরমপুরুষার্থ। সেইস্থানে এই শ্লোকটীকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে "এবং ব্রতঃ" এই পদটীর পর "অপি" শব্দ উল্লেখ না থাকিলেও অধ্যাহার করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ এই প্রকার নিয়ম থাকিলেও শ্রীনামকীর্ত্তনই ভগবৎ প্রেমের মুখ্য প্রাপক। অতএব "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" ১১।২।৪২ এই পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় চূর্ণিকায় অর্থাৎ টীকার আক্ষেপ বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন, আরূঢ়যোগী মহাপুরুষগণের পক্ষেও যে অবস্থাটী দুষ্প্রাপ্য, সেই অবস্থাটী এক শ্রীনাম কীর্ত্তন মাত্রেই কেমন করিয়া এক জন্মেই হইতে পারে? তাহারই উত্তরে দৃষ্টান্তের সহিত বলিয়াছেন, "ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তিঃ"। যেমন ভোজনপ্রবৃত্ত মানবের প্রতি গ্রাসে উদরভরণ, মনের সন্তোষ ও ক্ষুধানিবৃত্তি এককালে হইয়া থাকে, তেমনই শ্রীভগবৎচরণে শরণাগতজনের ভজনানুরূপ ভগবৎ-অনুভব, ভগবৎপ্রীতি ও বিষয়বৈরাগ্য এক সঙ্গেই উদিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবন্নামকৌমুদীতে এবং সহস্রনামভাষ্যে পুরাণান্তরের বচন যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়।

নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জে-
ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥ ইতি॥

রাত্রি কিম্বা দিবা উভয় কালেই নির্ভয়, এবং জিতনিদ্র, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিণ্ণ, আধ্যাত্মিক জগতে দৃষ্টিযুক্ত, মিতভুক্ ও প্রশান্ত হইয়াও কোন জন অচ্যুতাখ্য শ্রীভগবানে যদি মনের আসক্তি লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরির নাম পাঠ করিবে। যেহেতু শ্রীহরিনামে এক অসীম ক্ষমতা এই যে ভগবচ্চরণারবিন্দে রতি জন্মাইয়া দেয়। এই শ্লোকে "গতভীঃ" প্রভৃতি যে সকল গুণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ঐ সকল গুণ থাকিলে, একমাত্র শ্রীনামেই তৎপরতা সম্পাদন করে। কিন্তু, শ্রীনামকীর্ত্তনের অঙ্গ বা হেতু স্বরূপ নহে। অর্থাৎ ঐ সকল গুণ থাকিলেই যে শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী হইবে তাহা নহে। যেহেতু ভক্তিমাত্রই নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্য অপেক্ষা শূন্য। অতএব নিখিলসাধনমুকুটমণি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন যে অন্য অপেক্ষা শূন্য একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে সর্ব্বপাতক, অতিপাতক, মহাপাতককারী দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে যাহা উল্লেখ করা আছে, তাহাতেও দেখা যায়,—ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন্! আমি তোমার নিকটে যে সকল সাধনের উল্লেখ করিলাম, তাহা যদি করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমি অন্য অল্প সাধনের সাধনের কথা উল্লেখ করিতেছি, যদি তুমি তাহা অনুষ্ঠান কর।" তদুত্তরে ক্ষত্রবন্ধু বলিয়াছিলেন,—"আপনি যে সাধনের কথা উল্লেখ করিলেন, চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ সেই সাধন আমার পক্ষে অশক্য বলিয়া মনে হয়। যদি বাক্য এবং শরীরের দ্বারা নিষ্পাদ্য এমন কোন সাধন থাকে,

তবে তাহা আমি অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ। তাহাই আমার নিকটে বর্ণন করুন।" ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন,—

উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।

গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুৎতৃট্‌প্রস্খলিতাদিষু ॥ইতি॥

"হে রাজন্! উঠিতে, ঘুমাইতে, চলিতে, কোনস্থানে যাইতে হইলে, এবং ক্ষুধায় পিপাসায় বা পতন সময়ে সর্ব্বদা "গোবিন্দ" "গোবিন্দ" এই প্রকার কীর্ত্তন করিবে।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে শ্রীনামকীর্ত্তন কোন দেশকাল পাত্র অথবা অবস্থা বিশেষের অপেক্ষা করে না ॥ ২৬৩ ॥

অন্যত্র চ—ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ। যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈঃ তদুত্তমঃশ্লোক গুণোপলম্ভকম্ ॥ ২৬৪ ॥

ন চ পাপবিশোধনমাত্রেণাপক্ষীয়তে তন্নামপদোদাহরণং কিন্তু গুণানামপ্যুপলম্ভকমনুভবহেতুর্ভবতি ॥ ৬।২ ॥ শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥ ২৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও অর্থাৎ ৬।২।১১ শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন,—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি
স্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণ যে সকল প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীয়ানজন সেইপ্রকারের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না, শ্রীহরির নামপদউল্লেখের দ্বারা যেমন বিশুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। শ্রীহরিনাম কেবলমাত্র পাপই বিনাশ করে তাহা নহে, শ্রীভগবদ্‌গুণেরও অনুভব উদয় করাইয়া থাকেন। ২৬৩ ॥

অতএব প্রথমস্কন্ধান্তস্থিতানাং রাজ্ঞঃ শ্রেয়োবিবিদিষাবাক্যানামনন্তরং দ্বিতীয়স্কন্ধারম্ভে সর্ব্বোত্তমমুত্তরং বক্তুং, ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্। পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্। তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্। যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ইতি শ্রীভাগবতস্য পরমমহিমানমুক্ত্বা, তদনন্তরং শ্রীভাগবতমুপক্রমমান এব তস্য নানাঙ্গবতঃ শ্রীভগবদুন্মুখতয়া তন্নামকীর্ত্তনমেবোপদিশতি। তত্রাপি সর্ব্বেষামেব পরমসাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি। এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপনির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ২৬৫ ॥

টীকা চ—সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃপরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ, এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব। নির্ব্বিদ্যমানানাম্ মুমুক্ষূনাং মোক্ষসাধনমেতদেব। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতম্। নাত্রপ্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ইত্যেষা। নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্। নামানন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্নিত্যাদৌ। অত্র পাদ্মোক্তা দশাপ্যপরাধা পরিত্যাজ্যাঃ। যথা সনৎকুমারবাক্যম্। সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতেহরিসংশ্রয়াৎ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ। নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ইতি। অপরাধাশ্চৈতে—সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু উ সহতে তদ্বিগর্হাম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ। ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ। শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপ-

রাধকৃদিতি। অত্র সর্ব্বাপরাধকৃদপীত্যাদৌ শ্রীবিষ্ণু-যামলবাক্যমপ্যনুসন্ধেয়ম্—মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥ ইতি। সতাং নিন্দেত্যনেন হিংসাদীনাং বচনাগোচরত্বং দর্শিতম্। নিন্দাদয়স্তু যথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে—নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥ হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ ইতি। তন্নিন্দাশ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ—নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ॥ ইতি। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব। সামর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা। তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণ-পরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা—কর্ণৌ-পিধায় নিরয়াদ্ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্য শৃণিভি-র্নৃভিরস্যমানে। জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভু-শ্চেচ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্ম ইতি। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিত্যত্রৈবমনুসন্ধেয়ং। শ্রূয়তেঽপি—যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাব-গচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্। ইতি। ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়া ইতি। যৎপাদ-নিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূদিতি। সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তি-ধৃক্॥ তথা মাধ্বভাষ্যদর্শিতানি বচনানি। ব্রহ্মাণ্ডে—রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনা-দেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ। পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ। শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্। কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহনাদ্ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র-উচ্যতে। এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥ ইতি। বামনে—নতু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংশয়ঃ। অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি। স্কান্দে—ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। অদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরমিতি। ব্রাহ্মে—চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ। বিশেষ নামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥ ইতি। তদেবং শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাৎ শিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যন্তরসিদ্ধমিতি যো ধিয়াপি পশ্যেদিত্যর্থঃ। দ্বয়োরভেদতাৎপর্য্যেণ ষষ্ঠ্যন্তত্বে সতি শ্রীবিষ্ণোশ্চেত্যপেক্ষ্য চ শব্দঃ ক্রিয়তে। তৎপ্রাধান্যবিবক্ষয়ৈব শ্রীশব্দশ্চ তত্রৈব দত্তঃ। অতএব শিবনামাপরাধ ইতি শিবশব্দেন মুখ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুরেব প্রতিপাদিত ইত্যভিপ্রেতম্। সহস্রনামাদৌ চ স্থাণুশিবাদিশব্দা স্তথৈব। অথ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম—যথা পাষণ্ডমার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভ-দেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাং। তথার্থবাদঃ স্তুতিমাত্র-মিদমিতিমননম্। কল্পনং তন্মাহাত্ম্যগৌণতাকরণায় গত্যন্তরচিন্তনম্। যথোক্তং কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং—দেবদ্রোহাদ্ গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ। জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকমিতি। যত্তু শ্রুতনামমহাত্ম্যস্যাপ্যজামিলস্য সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে ইত্যেতদ্ বাক্যং তৎ খলু স্বদৌরাত্ম্যমাত্রদৃষ্ট্যা। নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা ত্বগ্রে বক্ষ্যতে, তথাপি মে দুর্ভগস্যেত্যাদিদ্বয়ম্। নাম্নো বলাদিতি। যদ্যপি ভবেন্নাম্নো বলেনাপি কৃতস্য পাপস্য তেন নাম্না ক্ষয়ঃ, তথাপি যেন নাম্নো বলেন

পরমপুরুষার্থস্বরূপং সচ্চিদানন্দসান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দং সাধয়িতুং প্রবৃত্ত স্তেনৈব পরমঘৃণাস্পদং পাপবিষয়ং সাধয়তীতি পরমদৌরাত্ম্যম্। ততঃ কদর্থয়ত্যেব তন্নাম চেতি তৎপাপকোটিমহত্তমস্যাপরাধস্যাপাতো বাঢ়মেব। ততো যমৈ র্বহুভির্যমনিয়মাদিভিঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য, ক্রমেণ প্রাপ্তাধিকারৈরণৈকৈরপি দণ্ডধরৈর্বা কৃতদণ্ডস্য তস্য শুদ্ধ্যভাবো-যুক্তএব। নামাপরাধযুক্তানামিত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ পুনরপি সন্ততনামকীর্ত্তনমাত্রস্য তত্র প্রায়শ্চিত্তত্বাৎ, সর্ব্বাপরাধকৃদপীত্যাদ্যুক্তানুসারেণ নামাপপরাধযুক্তস্য ভগবদ্‌ভক্তিমতোঽপ্যধঃপাতলক্ষণভোগনিয়মাচ্চ। তত ইন্দ্রস্যাশ্বমেধাখ্য ভগবদ্‌যজনবলেন বৃত্রহত্যাপ্রবৃত্তিস্তু লোকোপদ্রবশান্তিং তদীয়াসুরভাবখণ্ডনঞ্চেচ্ছ নাম্ন্যর্ষীণামঙ্গীকৃতত্বান্ন দোষ ইতি মন্তব্যম্। অথ ধর্ম্মব্রতত্যাগেতি। ধর্ম্মাদিভিঃ সামামননমপি প্রমাদঃ অপরাধো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব চ, বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ॥ ইত্যতিদেশেনাপি নাম্ন এব মাহাত্ম্যমায়াতি। উক্তং হি—মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সৎফলমিতি। তথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—ঋগ্বেদোহি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ স্কান্দে পার্ব্বত্যুক্তৌ—মা ঋচঃ মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ পাদ্মে—শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতমিতি। অথাশ্রদ্দধানে ইত্যাদিনোপদেষ্টুরপরাধং দর্শয়িত্বোপদেশস্যাহ, শ্রুত্বেতি। যতঃ অহং মমাদিপরমঃ অহন্তামমতাদ্যেকতাৎপর্য্যেণ তস্মিন্ননাদরবানিত্যর্থঃ। নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতমিত্যাদৌ দেহদ্রবিনাদিনিমিত্তকপাষণ্ডশব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্। তথা তদ্বিধানামেবাপরাধান্তরমুক্তং পাদ্মবৈশাখমাহাত্ম্যে-অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণেতি। এতেষাঞ্চাপরাধানামনন্যপ্রায়শ্চিত্তত্বমেবোক্তং তত্রৈব—নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ ইতি। অত্র সৎপ্রভৃতিষপরাধে তু তৎসন্তোষার্থমেব সন্ততনামকীর্ত্তনাদিকং সমুচিতং, অম্বরীষচরিতাদৌ তদেকক্ষম্যত্বেনাপরাধানাং দর্শনাৎ। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাম—মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তকঃ তদনুগ্রহো বা ইতি। তস্মাদ্ গত্যন্তরাভাবাৎ সাধূক্তম্ এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিতি॥ ২।১॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৬৫॥

অতএব প্রথমস্কন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের জীবের শ্রেয়ঃ জানিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্নমূলক যে সকল শ্লোক আছে, সেই সকল বাক্যের পর দ্বিতীয়স্কন্ধ প্রারম্ভে আত্মারাম চূড়ামণি শ্রীশুকমুনি সেই সকল প্রশ্নের সর্ব্বোত্তম উত্তর দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের পরমমহিমা উল্লেখ করিয়া শ্রীভাগবতপ্রসঙ্গ প্রারম্ভেই শ্রীমদ্ভাগবতে-কথিত নানা অঙ্গ ভক্তিসাধনের মধ্যে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই উপদেশ করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রীভগবানে উন্মুখতা সম্পাদক।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥ ২।১।৮॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ ৯॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী॥ ১০॥

শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য সূচক শ্লোকার্থ যথা,—হে রাজন্। এই শ্রীভগবৎপ্রোক্ত ভগবন্নামসাধনপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ ব্রহ্মসম্মিত অর্থাৎ সর্ব্ববেদতুল্য। অথবা যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্ম অনুভব লাভ হয়, এই পুরাণ আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণ-

দ্বৈপায়ন হইতে দ্বাপর যুগ যে কালের আদিতে এবম্ভূত দ্বাপরান্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। হে রাজন! হয়ত তুমি মনে করিতে পার যে সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনার অধ্যয়ন করিবার প্রবৃত্তি কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে?" তাহারই উত্তরে বলিতেছেন,—"যদ্যপি আমি নিগুর্ণ ব্রহ্মে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তথাপি উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথারূপ দূতী কর্ত্তৃক গৃহীতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠায় ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি তোমার নিকটে সেই শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গ করিব। যেহেতু তুমি বিষ্ণুর মানুষ। যে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধাকারী জন মুকুন্দে সত্বর অহৈতুকী মতি লাভ করিয়া থাকে, এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতের পরমমহিমা উল্লেখ করিয়া, তৎপর শ্রীভাগবতকথাপ্রারম্ভ করিবার সময়ে শ্রীভক্তিসাধনের বিবিধ অঙ্গ থাকিলেও শ্রীনামকীর্ত্তনই উপদেশ করিয়াছিলেন, যেহেতু সকাল সাধনের মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তনই সত্বর শ্রীভগবানে উন্মুখতা সম্পাদন করিয়া দেন। সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই পরম সাধনরূপে ও পরমসাধ্যরূপে শ্রীনামকীর্ত্তনকেই উপদেশ করিয়াছেন,—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীধরস্বামিপাদকৃত শ্লোকব্যাখ্যা যথা,—সাধকগণের এবং সিদ্ধমহাপুরুষগণেরও ইহার অধিক অন্য শ্রেষ্ঠ সাধন নাই, এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন,—"হে রাজন! যাহারা সকাম, সেই সকল কামী পুরুষগণের এই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সেই সেই কামিত ফলের অব্যভিচারী সাধন। নির্ব্বিদ্যমান অর্থাৎ মুমুক্ষুজনের এই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মুখ্য সাধন। যোগী অর্থাৎ জ্ঞানীগণেরও জ্ঞান সাধনের মুখ্য ফল এই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন। এ বিষয়ে প্রমাণ উল্লেখ করিবার কোন আবশ্যক নাই, সেই অভিপ্রায়েই বলিলেন "নির্ণীতং" অর্থাৎ সংশয় করিবার অবসর নাই। এই নামসঙ্কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত। "নামান্যনন্তস্যহৃতত্রপঃ পঠন্" ১।৬।২৬ ইত্যাদি শ্লোকে অনন্ত শ্রীভগবানের নাম নির্ল্লজ্জভাবে পাঠ করিবে। ইহা দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার কথাই বলা হইয়াছে। কারণ মনে মনে জপ করাতে কোন লজ্জার অপেক্ষা থাকে না। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনেই 'কে কি মনে করে' বলিয়া আশঙ্কা আসিতে পারে।

এই শ্রীনামকীর্ত্তন প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে কথিত দশটী অপরাধ অবশ্য পরিত্যজ্য। সনৎকুমার বলিয়াছিলেন,—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিপদপাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ ইতি॥

সর্ব্বপ্রকার অপরাধকারী জন শ্রীহরিচরণ আশ্রয় করিয়া মুক্তিলাভ করে। মানুষের মধ্যে কুলাঙ্গার স্থানীয় যে জীব, সেই শ্রীহরির চরণেই অপরাধ করে, সেই অধমমানব যদি কখনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নামাশ্রয় প্রভাবেই সে অবশ্য তরিবে। আবার সর্ব্বপাপী-অপরাধীর বান্ধব শ্রীনামের নিকটেই যাহার অপরাধ হয়, সে জন অধঃপতিত হইয়া থাকে। সেই দশটী অপরাধ কি, তাহাই বর্ণন করা হইতেছে।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে॥
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ উ সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

সতের নিন্দা শ্রীনামের নিকটে পরম অপরাধ বিস্তার করে, ইহা প্রথম অপরাধ। যদি কেহ মনে করেন যে আমি সতের নিন্দা করিলাম, তাহাতে নামের নিকটে অপরাধ হইল কিরূপে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, শ্রীনাম মনে করেন যে, যে সাধুর দ্বারা আমি জগতে খ্যাতি লাভ করিলাম, কেমন করিয়া সেই সাধুর নিন্দা সহ্য করিব? এস্থলে সৎশব্দে কেহ মনে করিতে পারেন, যে ধ্রুব প্রহ্লাদাদির মত যে জন মহাপুরুষ, তাহাদের নিন্দাই সাধুনিন্দায় পরিগণিত। এরূপ ধারণা অত্যন্ত ভুল। এস্থলে বুঝিবার বিষয় এই যে, মানুষমাত্রেই দেহধর্ম্মে কদর্য্যশীল। তবে যে মানুষের মধ্যে কাহাকেও সাধু কাহাকেও বা অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার প্রতি মূল কারণ সাধু বস্তুর যোগে সাধু, অসাধু বস্তুর যোগে অসাধু। নিখিল সাধুবস্তুর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিভক্তি। অগ্নিসংযোগে

লৌহ যেমন অগ্নিময়তা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার অণু পরমাণু যেমন অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা ও অগ্নির বর্ণ রক্ততা প্রাপ্ত হয়, তেমনই মানুষও অনবরত ভক্তির সংশ্রবে ভক্তিময়তা ও ভক্তির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লৌহ যেমন অগ্নিকে স্পর্শ করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তাহার ধর্ম্ম ও বর্ণ প্রাপ্ত হয় না, ক্রমে ক্রমে তাহাতে অগ্নির ধর্ম্ম ও বর্ণের সংক্রমণ হয়, তেমনই মানুষও হরিভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ভক্তির স্বভাব ও ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া থাকে। যে মানুষে যতটা পরিমাণে ভক্তির সংযোগ হইবে, তিনি ততটা পরিমাণে সাধু নামে বিখ্যাত হইবেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ নিজশ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

> অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
> ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
> কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

হে অর্জ্জুন! যদি কেহ সুদুরাচার অবস্থাতেও অন্য কোন দেবতার উপাসনা না করিয়া কেবল আমার উপাসনা করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে। এইস্থলে "মন্তব্য" এই তব্য প্রত্যয়টী বিধির প্রতিনিধি বলিয়া তাহাকে সাধু বলিয়া মনে না করিলে, ভগবদাদেশ-লঙ্ঘন জন্য অপরাধী অবশ্যই হইতে হইবে। যদি বল সুদুরাচার ব্যক্তিকে কেমন করিয়া সাধু মনে করা যাইতে পারে? তাহারই উত্তরে কহিতেছেন—"সম্যগ্ ব্যবসিতঃ" যেহেতু এ ব্যক্তি 'ভক্তিতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে', এই প্রকারে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিয়াছে। ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা আছে বলিয়া সত্বরই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতেছে এবং অসদাচার হইতে নিরন্তর নিবৃত্ত হইতেছে। হে কৌন্তেয়! যাহারা কৃষ্ণভক্তের নাশ আছে বা নাশ নাই বলিয়া বিবাদ করে, তুমি তাহাদের সভায় গিয়া ঢক্কা বাজাইয়া এবং দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চস্বরে প্রতিজ্ঞা কর যে কৃষ্ণভক্তের নাশ নাই।" আরও শ্রীরূপগোস্বামীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীপাদকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, পতিতপাবনী গঙ্গায় যেমন বহু অপবিত্র বস্তু ভাসিয়া যাইতে দেখা যায় এবং তাহাতে যেমন গঙ্গার পবিত্রকারিত্ব গুণ নষ্ট হয় না, সেই প্রকার ভক্তিসাধনের মধ্যে অন্য অসদাচার দেখা গেলেও তাহাতে ভক্তির মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হয় না। তবে অন্য দেবতার উপাসক না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হওয়া চাই এতাদৃশ ভক্তকে সম্মান করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গ করিতে হইবে না। এতাদৃশ সাধুর নিন্দাও নামাপরাধ মধ্যে পরিগণিত।

(৭) দশপ্রকার নামাপরাধ মধ্যে দ্বিতীয় অপরাধ যথা,—শিবের গুণনামাদি যে জন শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ শিবের নিজশক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করে, সে জন হরি নামের নিকটে অপরাধী। শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা অর্থাৎ মনুষ্য বুদ্ধিতে ব্যবহার তৃতীয় অপরাধ। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা চতুর্থ অপরাধ। হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা অর্থাৎ ইহা স্তুতিমাত্র এই প্রকার মনে করা পঞ্চম অপরাধ। হরিনামের মাহাত্ম্য গৌণ করিবার জন্য অর্থান্তর চিন্তা করা অর্থাৎ প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা ষষ্ঠ অপরাধ। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ যত পাপ করি না কেন হরিনাম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইব, এই প্রকার মনে করা সপ্তম অপরাধ। এস্থলে নাম শব্দে ভক্তিমাত্রকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ যে কোন প্রকার ভক্তিঅঙ্গের বলে পাপে প্রবৃত্তিই অপরাধ-জনক। নামবলে যাহারা পাপে প্রবৃত্ত, তাহাদের যম নিয়ম প্রভৃতি সাধনের দ্বারা অথবা নরকে গিয়া যমদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও তাহাদের অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি হয় না। ধর্ম্মব্রত ত্যাগ, হোম প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর্ম্মের সহিত নাম মাহাত্ম্যের সাম্য মনে করা অর্থাৎ এই সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিয়া যে ফল, নামসাধনেরও সেই ফল এই প্রকার মনে করা অষ্টম অপরাধ। শ্রদ্ধাহীনজনকে, বহির্ম্মুখজনকে, এবং যে জন শুনিতে অনিচ্ছুক এবম্ভূত জনসকলকে নাম উপদেশ করা নবম অপরাধ। নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহার উপর প্রীতিযুক্ত না হইয়া কেবল অহঙ্কারান্বিত হওয়া এবং কেবল আমার আমার করা দশম অপরাধ।

এস্থলে পূর্ব্ববর্ণিত "সর্ব্বাপরাধকৃদপি" এই সনৎকুমার

কর্ত্তৃক উক্ত শ্লোকটীর অর্থ প্রকাশ প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুযামল গ্রন্থের বাক্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহা যথা—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

এই জগতে যে জন আমার নাম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করে, আমি তার কোটী কোটী অপরাধ ক্ষমা করি, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সতের নিন্দাই যদি এত দোষাবহ হয়, তবে সাধুকে হিংসা করা যে কত দোষ তাহা বাক্যের অগোচর। অর্থাৎ সে অপরাধের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেহ মনে করিতে পারেন যে সাধুর নিন্দা করাই অপরাধজনক, হিংসাদি করিলে কোন দোষ হয় না, তজ্জন্য স্কন্দপুরাণোক্ত মার্কণ্ডেয়ভগীরথের সংবাদ উল্লেখ করা হইয়াছে,—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নোহর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

যে সকল মূঢ় মহাত্মাবৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃকুলের সহিত মহারৌরব নামে কথিত নরকে পতিত হয়। যাহারা বৈষ্ণব হত্যা করে, বৈষ্ণবের নিন্দা করে, দ্বেষ করে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত না করে, তাঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দিত না হয়, সেই ছয় প্রকার দুর্জ্জনই অধঃপতিত হয়। নিজে সাধুর নিন্দা করা দূরে থাক, অন্যের মুখে সাধুর নিন্দা শ্রবণ করাও নিন্দা করার মত অপরাধ জনক। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ১০।৭৪।২৬ শ্লোক যথা,—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ॥

শ্রীভগবানের এবং ভগবানের ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে জন সে স্থান হইতে চলিয়া না যায়, সেজন পূর্ব্ব-সঞ্চিত সুকৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া অধঃপতিত হয়। সেই স্থান ত্যাগ করাটী কিন্তু প্রতিকারে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বুঝিতে হইবে। যেজন সমর্থ সে জন নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিবে। তাহাতেও যদি অসমর্থ হয়, তবে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। চতুর্থ স্কন্ধে ৪।৪।১৭ শ্লোকে দেবী শ্রীদাক্ষায়ণী মহতের নিন্দা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্তের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারেই দেখা যায়।

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভি র্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
চ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥

ধর্ম্মরক্ষক মহাপুরুষকে নিরঙ্কুশ মানুষ যদি নিন্দা করে, তবে যদি নিজে মরিতে অথবা নিন্দাকারীকে মারিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে দুই কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবে! যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই রুক্ষ বচন যে রসনা হইতে বাহির হয়, অসতের সেই জিহ্বাকে কাটিয়া ফেলিবে। যদি তাহাতেও অসমর্থ হয়, তবে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত সাধুনিন্দাশ্রবণকারীর কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের নামরূপ প্রভৃতি পৃথক মনে করা অপরাধ; এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। এ বিষয়ে শ্রীগীতাতেও শোনা যায়—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥

হে অর্জ্জুন! যে সকল বস্তু বিভূতিযুক্ত অথবা প্রভাব-যুক্ত দেখিবে, তাহা আমার প্রভাবের অংশ সম্ভূত বলিয়া বুঝিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৮।৩৭ শ্লোকেও শ্রীবলদেবচন্দ্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—ব্রহ্মা, মহাদেব, লক্ষ্মী এবং আমিও যাঁহার অংশের অংশ-স্বরূপ হইয়া যাঁহার চরণপঙ্কজরজ মস্তকে বহন করি, এই দুষ্টমতি কৌরবগণ বলে কিনা, এই শ্রীকৃষ্ণ নৃপাসনের যোগ্য নহে?

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৮।২২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজজননী দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন,—"হে মাতঃ! যাঁহার চরণ প্রক্ষালনে আবির্ভূতা শ্রীগঙ্গার সংসারোদ্ধারক জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিব অর্থাৎ পরম সুখলাভ করিয়া-ছিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।৩০ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি

নারদকে বলিয়াছিলেন, "হে বৎস ! আমাকে যে পরমেশ্বর বুদ্ধি করিয়াছ, তাহাতে তোমার অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু আমি শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করি। শঙ্কর শ্রীবিষ্ণুর অধীন হইয়া সংহার করেন। সৃজন-পালন ও সংহার রূপ ত্রিবিধশক্তিসমন্বিত শ্রীবিষ্ণু পুরুষরূপেই এই বিশ্বকে পালন করিয়া থাকেন।" এই সকল প্রমাণবলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শ্রীবিষ্ণুর সহিত শিবের সমতা কল্পনা কখনও করা যাইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণে শিব যে শ্রীবিষ্ণুর অধীন, তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বাদশস্কন্ধে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" অর্থাৎ বৈষ্ণব-গণের মধ্যে যেমন শঙ্কর, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতির নাম যে নিজ শক্তিসিদ্ধ নহে, তাহাই শ্রীমাধ্বভাষ্যপ্রদর্শিত বচন হইতে পাওয়া যায়। যথা,—

রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্বতঃ ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃস্মৃতঃ ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্ ॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ ব্রহ্মণামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥

রুদ্র অর্থাৎ রুক্ষ হৃদয়কে বিগলিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনের একটী নাম রুদ্র। সকলের নিয়ামক বলিয়া শ্রীবিষ্ণু ঈশান বলিয়া বিখ্যাত। সকল হইতে মহান বলিয়া তিনি মহাদেব নামে খ্যাত। সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া যে সকল মানব নাক অর্থাৎ অখণ্ড সুখ অনুভব করে, শ্রীবিষ্ণু সেই সকল মানবের আধার বলিয়া তাঁর একটী নাম পিনাকী। সুখস্বরূপ বলিয়া তিনি শিব, এবং সর্ব্বসংহার করেন বলিয়া তিনি হর। কৃত্য অর্থাৎ কর্ম্মাত্মক এই দেহে নিয়ামক রূপে বাস করেন বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর একটী নাম কৃত্তিবাস। প্রকৃতিতে জীবশক্তি নিধান করে বলিয়া তিনি বিরিঞ্চি। সকল ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মা নামে খ্যাত। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া তিনি ইন্দ্র। এই প্রকার নানাবিধ শব্দের দ্বারা ত্রিবিক্রমপুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুই বেদে ও পুরাণে নানা নামে বিখ্যাত। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে, নিখিল নামের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি একমাত্র শ্রীবিষ্ণুতেই। বামনপুরাণে উল্লেখ আছে—

ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংশয়ঃ।
অন্য নাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

নারায়ণ প্রভৃতি নামের কিন্তু অন্যত্র সংশয় নাই। অর্থাৎ অন্য কাহারও নাম নারায়ণ প্রভৃতি নাই। যেহেতু অন্য নিখিল নামের শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরমাশ্রয়রূপে প্রকীর্ত্তিত। স্কন্দপুরাণেও উল্লেখ আছে—

ঋতে নারায়ণাদীনিনামানি পুরুষোত্তমঃ।
অদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তেস্বকং পুরম্ ॥

রাজা যেমন নিজের পুরীটী বাদ দিয়া অন্য সমস্ত রাজ্য অন্য রাজার নিকট পত্তন দেয়, সেইরূপ ভগবান পুরুষোত্তম নিজের নারায়ণ প্রভৃতি নাম ব্যতীত অন্য সকল নাম শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাকে দিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় নাম শ্রীভগবান ব্রহ্মা এবং শিবকে দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল নাম বিষ্ণুর নিজের নহে। যথা ব্রহ্ম পুরাণে,—

চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ ॥
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ ॥

চতুর্ম্মুখ শতানন্দ ও পদ্মভূ এই তিনটী ভগবানের নিজ নাম নহে, অথচ ভগবানই ব্রহ্মাকে ঐ তিনটী নাম দিয়াছেন। যেহেতু শ্রীভগবান সহস্রমুখ, অনন্তআনন্দ, এবং শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন ও কপালী শিবের এই চারিটী নাম ভগবানের নিজস্ব নহে। অথচ ভগবানই শিবকে এই চারিটী নাম দিয়াছেন। যেহেতু শ্রীবিষ্ণু শান্ত, বনমালাধর, পীতাম্বর এবং চক্রাদি অস্ত্রধারী। কেশব ভগবান নিজের বিশেষ বিশেষ নামও অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতাকে দান করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রকারে শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বাত্মকরূপে প্রসিদ্ধ বলিয়া সেই শ্রীবিষ্ণু

হইতে শি বের গুণ এবং নাম প্রভৃতি ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র শক্তি-সিদ্ধ বলিয়া যেজন মনেও চিন্তা করিবে, সেজন শ্রীনামের নিকটে অপরাধী হইবে। ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্য। যদি শ্রীবিষ্ণু এবং শিব এই দুইএর অভেদ তাৎপর্য্যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইত তাহা হইলে "শ্রীবিষ্ণোঃ" এই পদের পরে একটী "চ" শব্দ প্রয়োগ করা হইত। শ্রীবিষ্ণুর প্রাধান্য বলিবার অভিপ্রায়েই বিষ্ণুনামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু শিব নামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দ দেওয়া হয় নাই। অতএব "শিবনামাপরাধঃ" এইরূপ উল্লেখ থাকায় শিব শব্দে মুখ্যরূপে শ্রীবিষ্ণুকেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কারণ শ্রীহরিনাম অপরাধ প্রসঙ্গে শিবনাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। সহস্র নাম প্রভৃতিতেও দেখা যায়, স্থানু এবং শিবাদি শব্দ শ্রীবিষ্ণু-প্রতিপাদক রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনন্তর শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দনরূপ চতুর্থ অপরাধ। অর্থাৎ বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা করা অপরাধজনক। যেহেতু বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং বেদকে নিন্দা করিলে নারায়ণের নিন্দা করা হয়। ব্যবহারজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে একটী সরল প্রাণ ব্রাহ্মণ ফৌজদারী মামলার সাক্ষীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। বিচারপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি মামলার কি জানেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"আমি দেখিলাম ইহারা উভয়ে কলহ করিতেছে। আমি তাহাদের বলিলাম, 'তোমরা শান্ত হও'। রাজার আইন-কানুন ভাল নহে। শেষে দুঃখ পাইবে।" এই কথা বলা মাত্র বিচারপতি ঐ ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলেন। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন তোমার কথায় সম্রাটের আইন অর্থাৎ আদেশের অমার্য্যাদা করা হইয়াছে। ইহাতে ইহাই পাওয়া যায় যে, যদি এই সাধারণ রাজার আদেশ রূপ আইন অমান্য করিয়া শাস্তিভোগ করিতে হয়, তবে যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহার আজ্ঞারূপ বেদকে অমার্য্যাদা করিলে অবশ্যই অপরাধ হইবে ও শাস্তি পাইতে হইবে। শাস্ত্র পরমকারুণিক। তিনি যেরূপ অধিকারী দেখেন, তাহার অধিকার অনুরূপ উপদেশ দিয়া তাহার ব্যবহারিক আবেশ ছাড়াইয়া ভগবচ্চরণে উন্মুখ করিয়া দেন। শাস্ত্রের কোন বিধির উপর অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। যেমন স্নেহকরুণাময়ী জননী ব্যাধিপীড়িত কথার অবাধ্য দুষ্ট পুত্রকে লড্ডুকের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধপানে রুচি জন্মাইয়া দেন, কিন্তু লড্ডুক ভোজন করান মার তাৎপর্য্য নহে, ঔষধপানেই মার তাৎপর্য্য, স্নেহকরুণাময়ী বেদমাতার উপদেশের তাৎপর্য্যও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দাকারীজনের মধ্যে পাষণ্ডমার্গে দত্তাত্রেয় এবং ঋষভদেবের উপাসনাকারীগণ পাষণ্ডীনামে অভিহিত।

(৫) হরিনামে অর্থকল্পনা। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ইহা প্রশংসা বাক্য মাত্র মনে করা অর্থবাদ নামক পঞ্চম অপরাধ।

(৬) নামমাহাত্ম্য সঙ্কোচ করিবার জন্য উপায়ান্তরের চিন্তা করা কল্পনা নামে ষষ্ঠ অপরাধ। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় উল্লেখ আছে যে—

দেবদ্রোহাদ্ গুরুদ্রোহঃ কোটি কোটি গুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্ ॥

দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণ অধিক। জ্ঞানাপবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যের অপলাপই নাস্তিকতা। ইহা গুরুদ্রোহ হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও অজামিল যে "সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে" অর্থাৎ আমি যে সব গুরুতর পাপ আচরণ করিয়াছি, সেই সমস্ত পাপের ফলেই আমাকে ভীষণ যন্ত্রণাময় নরকে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। অজামিলের এই বাক্যে মনে হয় যে, নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহার নামে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় নাই, তজ্জন্য সে নামাপরাধী। কিন্তু তাহা নহে। এস্থলে অজামিল নিজকৃত কর্ম্মে যে দৌরাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য অনুতাপই করিতেছেন। কিন্তু নামমাহাত্ম্যে অবিশ্বস্ত হইয়া অনুতাপ করেন নাই। যেহেতু পরে অজামিল নিজমুখেই বলিবেন—

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥ ৬।২।৩০
অন্যথা ম্রিয়মানস্য নাশুচে র্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥ ৩১ ॥

যদ্যপি আমি সর্ব্বপ্রকারেই ভাগ্যহীন, তথাপি সেই দেবশ্রেষ্ঠগণের দর্শনের ফলে আমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। যেহেতু আমি চিত্তের প্রসন্নতা অনুভব করিতেছি। অন্যথা কদর্য্যশীল শূদ্রাণী বেশ্যার সঙ্গকারী ম্রিয়মাণ আমার জিহ্বা মৃত্যুকালে বৈকুণ্ঠপতি শ্রীহরিনাম কি কখনও গ্রহণ করিতে পারিত ?

(৭)

নামবলে পাপে প্রবৃত্তি সপ্তম অপরাধ। যদ্যপি নামবলে কৃতপাপের সেই নামে ক্ষয় হয় বটে, তথাপি যে নামের বলে পরমপুরুষার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ সাধিতে প্রবৃত্ত, সেই নামবলে পরমঘৃণাস্পদ পাপক্ষালন যে জন সাধে, অর্থাৎ পাপক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দৌরাত্ম্যের অবধি নাই। যেমন কোন পরমকারুণিক উদারচেতা মহারাজকে ডাকিয়া আনিয়া, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বাড়ীর আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে বলে, তবে সেই মহারাজ নিজের উদারতাবশতঃ সেই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবেন সত্য, কিন্তু অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। তিনি ভাবিবেন, এই হতভাগ্য যদি প্রার্থনা করিত, তবে আমার নিকট হইতে একটী মহানিধি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাকে তুচ্ছ ঘৃণিত মেথরের কাজে নিযুক্ত করিল? এইজন্য মহারাজ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আর মহানিধি প্রদান করেন না। নামবলে পাপে প্রবৃত্ত মানুষের উপরেও শ্রীনাম তেমনই অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব পাপবিনাশের জন্য শ্রীনামকে প্রয়োগ করা হইলে তাঁহার কদর্থনাই করা হয়। এইজন্য সেই কোটী কোটী পাপের যে গুরুত্ব তাহা এই অপরাধের উৎপত্তির জন্য আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বহু যমনিয়মাদির দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, অথবা অধিকার প্রাপ্ত অনেক দণ্ডধরগণ কর্তৃক দণ্ডিত হইলেও তাহার যে শোধন হয় না, তাহা যুক্তিযুক্ত। তবে তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত নানা অপরাধযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় অনবরত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। ইহা পরে বর্ণন করা হইবে! পুরাণের বাক্য হইতে ইহাই পাওয়া যায়—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ॥

এই উক্ত প্রমাণ অনুসারে ভগবানে ভক্তিমানের ও নামাপরাধে অধঃপাতরূপ ভোগ নিয়ম করা হইয়াছে। অতএব অশ্বমেধ নামক ভগবদর্চ্চনবলে দেবরাজ ইন্দ্রের যে বৃত্রাসুর বধের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, ঋষিগণের আদেশই তাহার কারণ। ঋষিগণও যে দেবরাজ ইন্দ্রের হৃদয়ে এই প্রবৃত্তির উদয় করিলেন, তাহার কারণ লোকের উপর উপদ্রবের শান্তি, এবং বৃত্রের অসুর ভাব খণ্ডনের ইচ্ছা। অতএব সেস্থলে দেবরাজের নামবলে পাপে প্রবৃত্তি হয় নাই।

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্য মনে করা অষ্টম অপরাধ। সেই স্থলে মুলে প্রমাদ শব্দের অর্থ অপরাধ বুঝিতে হইবে। অতএব অন্যত্র উল্লিখিত 'বেদের যত অক্ষর ব্রাহ্মণগণ পাঠ করেন, ততই শ্রীহরিনাম করা হইয়া থাকে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই প্রকার অতিদেশ দ্বারাও নামেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—শ্রীকৃষ্ণনাম মধুরের মধুর, এবং নিখিলমঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ। সকল বেদরূপ কল্পলতার নিত্য ও স্বপ্রকাশ ফলরূপ। বৃক্ষ বা লতার বল্কল বা অস্থি চর্ব্বণে যেমন কোন আস্বাদন পাওয়া যায় না, কিন্তু তার আস্বাদন ফলেই হয়, সেইরূপ বেদরূপ কল্পলতার বল্কল বা অস্থি আস্বাদনে কোনই লাভ হয় না, শ্রীকৃষ্ণনাম রূপ তার ফলাস্বাদনেই কৃতার্থতালাভ হয়। এই শ্রীকৃষ্ণনাম যদি কেহ শ্রদ্ধা বা হেলার সহিত অর্থাৎ অননুসন্ধানেও গ্রহণ করে, তবে শ্রীনাম তাহাকে অবশ্যই মায়ার আবরণ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মে দেখা যায়, যে জন 'হরি' এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করে, সেজনের সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিবেদই উচ্চারণ করা হয়। স্কন্দপুরাণে পার্ব্বতীর উক্তিতেও দেখা যায়,—'হে বৎস! তুমি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ পাঠ করিওনা। নিত্য (গোবিন্দ) এই হরিনাম গান করিও।' পদ্মপুরাণে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রেও দেখা যায়—শ্রীবিষ্ণুর একএকটী নামই সর্ব্ববেদ হইতেও অধিক।

এক্ষণে শ্রদ্ধাহীনজনকে যে শ্রীহরিনাম উপদেশ করে,

তাহার অপরাধ হয়। ইহা নবম অপরাধ। ইহার পরে দেখাইতেছেন যে যাহাকে উপদেশ করা হয়, তাহারও অপরাধ হয়।

শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

যে অধম জন শ্রীনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও উল্লাস প্রকাশ করে না, সে জন নিশ্চয়ই অহন্তা মমতাদির মধ্যে কোন একটীতে আসক্ত। এই জন্যই শ্রীনামে অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকে। যেহেতু—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতংবা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং॥ ইত্যাদি

এক শ্রীকৃষ্ণনাম যাহার বাক্যে উচ্চারিত হয়, অথবা যাহার স্মরণ পথে উদিত হয়, অথবা শ্রোত্রমূলে প্রবেশ করে, সেই শ্রীনাম শুদ্ধই হউক অথবা অশুদ্ধ বর্ণই হউক, যদি ব্যবধান রহিত হয়, অর্থাৎ যেমন "মরা" এই শব্দের 'ম' ও 'রা' এই দুই বর্ণের মধ্যে অন্য কোন বর্ণ ব্যবধান নাই বলিয়া "মরা' "মরা" উচ্চারণ করিতে করিতে রাম নাম উচ্চারণ করা হয়, কিম্বা ব্যবহিত অথবা রহিত যদিও হয়, যেমন "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া "নারা" এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াই, "আগামী কল্য মথুরা যাইব" এইরূপ বলার পর "য়ণ" এই অংশ যদি উচ্চারণ করে, তবে নাম উচ্চারণ করার ফল হয়। অথবা রহিত অর্থাৎ কেবল "নারা" এই অংশমাত্র উচ্চারণ করা হইল, কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ "য়ণ" আর উচ্চারণ করিল না, তাহা হইলেও নাম উচ্চারণের ফল হইবে। কিন্তু সেই শ্রীনাম যদি দেহ দ্রবিণ, অর্থাৎ অর্থ, জনসমূহ, লোভ এবং পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়— অর্থাৎ দেহদ্রবিণাদির মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তবে শ্রীনাম সত্বর নিজের ফল প্রদান করেন না, অর্থাৎ শ্রীনামের মুখ্যফল যে প্রেম তাহা সত্বর প্রকাশিত হয় না। এস্থলে পাষণ্ডশব্দ উল্লেখ করিয়া দশটী নামাপরাধকে বুঝান হইয়াছে। যেহেতু দশটী অপরাধই পাষণ্ডময় অর্থাৎ পাপময়। এস্থলে পাপ ও পাষণ্ডের যে পার্থক্য তাহার বিচার এই যে শাস্ত্রাজ্ঞোল্লঙ্ঘন শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করার নাম পাপ। আর শ্রীভগবান ও তাঁহার সম্বন্ধান্বিত বস্তুর অমর্য্যাদা করা অপরাধ যেমন ব্যবহারজগতে রাজার আইনের অমর্য্যাদা করিলে যে দণ্ড হয়, তাহা হইতেও রাজপুরুষের অমর্য্যাদা করিলে দণ্ড আরও অধিক হয়। পাপ ও অপরাধের এই জাতীয় ভেদ বুঝিতে হইবে। দেহ দৈহিকবিশিষ্ঠ মানবের পক্ষে অন্য আর একটী অপরাধের কথা পদ্মপুরাণের বৈশাখ-মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে। যথা—

অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥

যাহারা ভগবৎ কীর্ত্তনকে অবমান করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা সেই পাপকর্ম্মের জন্য ঘোর নরকে প্রবেশ করে। এই সকল অপরাধের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়াই পদ্মপুরাণেও উল্লেখ আছে।

নামাপরাধযুক্তানাম্ নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥

যেজন নামাপরাধকারী, তাহার পক্ষে নামই অপরাধের একমাত্র মহাপ্রায়শ্চিত্ত। যেহেতু অবিশ্রান্ত-প্রযুক্ত শ্রীনামই সকল অপরাধ ধ্বংস করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা সকল প্রয়োজনসাধক। এই অপরাধ-প্রসঙ্গে ইহাই বুঝা আবশ্যক যে, যদি কোন মহতের নিকটে অপরাধ হয়, তবে তাঁহার সন্তোষের জন্যই সন্তত শ্রীনাম কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতির চরিত্রে দেখা যায়, বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীভগবানের চরণে দুর্ব্বাসা মুনি নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও, ভগবান তাঁহাকে উক্ত মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতার আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রেও দেখা যায় যে, চাপাল গোপাল নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে অনেক কাঁদিলেও, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ, তাঁর কাছে গিয়া প্রপন্ন হও, তবেই নিষ্কৃতি পাইবে।" নামকৌমুদীতেও উল্লেখ আছে যে,—

মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তকঃ তদনুগ্রহো বা।

কোন মহতের নিকটে অপরাধ হইলে, তাহার দুঃখ ফলভোগেই তাহার নিবৃত্তি হয়, অথবা সেই মহতের অনুগ্রহে নিবৃত্তি হয়। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেও আবার

পরবর্ত্তী বিধিই বলবান। অতএব পতিত, দুর্গত, পাপী, অপরাধী, বিষয়ী, মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্ত প্রভৃতি সকলের পক্ষেই এক শ্রীনাম ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া, "এতন্নির্বিদ্যমানানাম্" শ্লোকে শ্রীনাম কীর্ত্তনকে যে অভয়সাধন বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা খুব সুন্দরই হইয়াছে। এক্ষণে উপসংহারে বিশেষ বোধের জন্য দশটী অপরাধের নামোল্লেখ করা হইতেছে। যথা—(১) সাধুনিন্দা। (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদি স্বতন্ত্র মনে করা। (৩) গুরু অবজ্ঞা। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা। (৫) নামে অর্থবাদ। (৬) নামার্থের কল্পনা। (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। (৮) শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সাম্য চিন্তা। (৯) শ্রদ্ধাহীন জনে ভক্তির উপদেশ। (১০) নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও প্রীতির অভাব।

এবং শ্রীনারদেনোক্তং বৃহন্নারদীয়ে—মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ। মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুণ্ণধীর্ভজে॥ ইতি। অথ শ্রীরূপকীর্ত্তনম্। প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা ইত্যাদৌ যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কীর্ত্ত্যমানা কবীনামিতি॥ ২৬৬॥

যস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্য শোভাসম্পত্তিঃ কীর্ত্ত্যমানা সতী কবীনাং তৎকীর্ত্তকানাং বাচাং তৎকীর্ত্তনেষেব রাগং জনয়তি। অথোক্তং শ্রীচতুঃসনেন—কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাদিত্যাদৌ বাচস্তু নস্তুলসীবদ্ যদি তেঽঙ্‌ঘ্রিশোভা ইতি॥ ১১।৩০॥ রাজা শ্রীশুকম্॥ ২৬৬॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীপাদ নারদও শ্রীনামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য এই প্রকার বলিয়াছেন—মনুগণ ও মুনীন্দ্রগণ যে শ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা সাগরের পারে যাইতে অসমর্থ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কেমন করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতে সমর্থ হইতে পারি?

অনন্তর শ্রীরূপকীর্ত্তন—যে শ্রীকৃষ্ণের রূপে নয়ন লাগিলে অবলাগণ সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে নয়ন ফিরাইতে অসমর্থ হয়, যে শ্রীকৃষ্ণরূপের কথা কর্ণরন্ধ্র দ্বারা সাধুগণের মনে প্রবিষ্ট হইয়া লিখিত চিত্রের মত অঙ্কিত হইয়া থাকে, আর সেই হৃদয় হইতে বাহির হয় না, যে শ্রীকৃষ্ণরূপের শোভাসম্পত্তি সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান হইলে, সেই কীর্ত্তনকারীগণের বাগিন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বাক্যের শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদি কীর্ত্তনে রাগ অর্থাৎ আকুল পিপাসা জন্মাইয়া থাকে। যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথগত যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া অসুরগণও সারূপ্য মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই রূপ কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩০।৩।

শ্রীসনকাদি ঋষিগণ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরিকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—"হে নাথ! আমাদের নিজকৃত অপরাধে নরকে যথেষ্ট জন্ম হউক, তাহাতে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র ভীত নহি। ভ্রমর যেমন কণ্টকবিদ্ধ হইয়াও কুসুমে রাগবহন করে, তেমনই তোমার ভজনে নানা বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়াও যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের মত তোমার চরণকমলযুগলে সতত নিরত থাকে, তুলসী যেমন নিজগুণের অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ নিজে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা হইয়াও তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভাশালিনী হয়, তেমনই আমাদের বাক্যসমূহও যদি তোমার চরণের দ্বারা শোভাশালী হয়, তোমার গুণরাশির দ্বারা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়: এস্থলের অভিপ্রায় এই যে কর্ণ আকাশ স্বরূপ। তোমার গুণসমূহও অমূর্ত্ত; অতএব গুণ শ্রবণে কর্ণের পূর্ত্তি কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। তাহা হইলে নিত্যই শ্রবণসিদ্ধ হইবে, এই অভিপ্রায়েই কর্ণরন্ধ্র পূর্ত্তির কথা প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।৪৯॥ ২৬৬॥

অথ গুণকীর্ত্তনম্—ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা, স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃ—শ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ ২৬৭॥

শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্। স্বিষ্টং যাগাদি। সূক্তং মন্ত্রাদিজপঃ। বুদ্ধং শাস্ত্রীয়বোধঃ। দত্তং দানম্। এতেষাং ভগবদর্পিতানাং সতামেবাবিচ্যুতোঽর্থঃ নিত্যং ফলং। কিং তৎ? উত্তমঃশ্লোকস্যগুণানুবর্ণনং যৎ। জাতায়ামপি গুণানুবর্ণনসাধ্যায়াং পরমপুরুষার্থরূপায়াং রতৌ গুণানুবর্ণনস্য প্রত্যুত নিত্য-

নিত্যোল্লাসাৎ অবিচ্যুতত্বমুক্তম্। তস্মাদবিচ্যুতত্বেন রতিমেবাস্য ফলং সূচয়তি ॥ ১।৫ ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥ ২৬৭ ॥

অনন্তর গুণকীর্ত্তন যথা—শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।২২ শ্লোকে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে কহিলেন,—"হে মুনীন্দ্র! মানবের ভগবদর্পিত তপস্যার, বেদ-অধ্যয়নের, যজ্ঞাদি সদনুষ্ঠানের, মন্ত্রাদিজপের, শাস্ত্রীয় জ্ঞানের, সৎপাত্র দানের উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণরাশির নিয়ত কীর্ত্তনই নিত্য মুখ্যফল। এই সকল ভগবদর্পিত সাধনের সাধ্য ভগবদ্ গুণানুবর্ণন। সেই গুণানুবর্ণন করিতে করিতে পরম পুরুষার্থরূপ রতির উদয় হইলে নিত্য নিত্য-গুণানুবর্ণনের উল্লাস প্রকাশ পাইলেই অবিচ্যুত পুরুষার্থ হইয়া থাকে। অতএব অবিচ্যুত বিশেষণ উল্লেখ করিয়া ভগবদ্ গুণানুবাদকে নিখিল সাধনের মুখ্যফল বলিয়া সূচনা করা হইয়াছে। ॥ ২৬৭ ॥

অথ লীলাকীর্ত্তনম্—শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ২৬৮ ॥

নাতিদীর্ঘেণ স্বল্পেনৈব। বিশতে স্ফুরতি ॥ ২।৮॥ শ্রীপরীক্ষিৎ ॥ ২৬৮ ॥

অনন্তর লীলাকীর্ত্তন—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৮।৩ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকমুনিকে কহিলেন,—"হে প্রভো! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রীভগবানের লীলাকীর্ত্তন শ্রবণকারীর হৃদয়ে ভগবান শ্রীহরি অল্পকাল মধ্যেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৬৮ ॥

তথা—মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ। তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়মিত্যাদি যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে ইত্যন্তম্ ॥ ২৬৯ ॥

অসতীরসত্যঃ। অসতাং ভগবতস্তদ্ভক্তেভ্যশ্চান্যেষাং কথা যাসু তাঃ। যৎ যাসু গীর্ষু ন কথ্যতে। উত্তমঃশ্লোকস্য যশোঽনুগীয়তে ইতি তু যৎ তৎ তদীয়লীলাময়ানুগানমেব সত্যমিত্যাদি। কথং সত্যত্বং মঙ্গলত্বঞ্চ তত্রাহ, ভগবদ্গুণানামুদয়ঃ গায়কহৃদি স্ফূর্ত্তির্যস্মাৎ তৎ। তদীয়রতিপ্রদমিত্যর্থঃ। স্কান্দে—যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা। তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥ বিষ্ণুধর্ম্মে স্কান্দে চ ভগবদুক্তৌ—মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্। মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষামি তং নরমিতি ॥ অত্র চানুগীয়তে ইত্যনেন সুকণ্ঠতা চেদ্ গানমেব কর্ত্তব্যং, তচ্চ প্রশস্তমিত্যায়াতম্। এবং নামাদীনামপি। উক্তঞ্চ—গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ ইতি। অন্যত্র চ—যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার। যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥ ইতি। গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি। তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদতেঽপীত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণূক্তৌ—রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি। ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথা ইতি পাদ্মে চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ। তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাদিতি ॥ তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্ত্তারঃ কিমুত স্বেষাম্। যথোক্তং নারসিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন—তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥ ইতি। অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সঙ্কীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে। তত্তু চমৎকারবিশেষপোষাৎ পূর্ব্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ নামসঙ্কীর্ত্তনে যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ইতি ॥ ১২।২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২৬৯ ॥

আরও দেখা যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।১২।৫০ শ্লোকে শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে বলিয়াছেন,—শ্রীভগবান্ এবং তাহার ভক্ত ভিন্ন অন্য অসতের কথা যাহাতে আছে, সেই সকল কথা অসতী অর্থাৎ মিথ্যা আলাপতুল্য। এবং সেই সকল কথায় কোনই সুখলাভ হয় না, কারণ সে কথাতে ভগবান অধোক্ষজ কীর্ত্তিত হয়েন না। সেই কথাই সত্য এবং মঙ্গলস্বরূপ, যে কথাতে ভগবানের লীলাময় গান আছে। তাহা সত্য এবং মঙ্গলস্বরূপ কেন, তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, যে লীলাকথা গান করিলে, গায়কের হৃদয়ে ভগবানের বাৎসল্যাদি গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবৎ চরণারবিন্দে রতি লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-পুরাণের বচনেও এই প্রকার দেখা যায়।

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥

হে মহারাজ! যেখানে যেখানে শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর ভক্তগণের কথা কীর্ত্তিত হয়, সুতবৎসলা গাভী যেমন বৎসের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, শ্রীহরিও সেইরূপ সেখানে সেখানে ধাবিত হয়েন। বিষ্ণুধর্ম্মে এবং স্কন্দপুরাণেও ভগবদুক্তিতে দেখা যায়—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্ ॥

যে জন আমার কথা নিত্য বলে, যে জন আমার কথা শ্রবণে রতিযুক্ত, এবং আমার কথাতেও সন্তুষ্টচিত্ত, আমি সেই মানুষকে কখনও ত্যাগ করি না।” মূল শ্লোকে “যদুত্তমঃশ্লোকযশোহনুগীয়তে” এইস্থলে “অনুগীয়তে” পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে যদি সুকণ্ঠ হয়, তবে গান করাই কর্ত্তব্য। গানই শ্রবণকীর্ত্তন হইতে প্রশস্ত। এই প্রকার নামরূপ প্রভৃতিরও শ্রবণকীর্ত্তন হইতে গানের প্রাশস্ত্য। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র ১১।২।৩৭ শ্লোকে কবি যোগেন্দ্র নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন,—“যে জন শ্রীহরিনাম গান করে, এবং যে শব্দদ্বারা হরিকেই বুঝায়, এমং অপভ্রংশ ভাষায় নিবদ্ধ শব্দ গান করে, সেজন ক্রমশঃ ক্রমশঃ লোকা-পেক্ষাও বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া বিচরণ করে।” এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া এখানে সংক্ষেপে অর্থ করা হইল। ১০।৬৯।৪৫ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন, “হে রাজন! এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিনাশ কর্ত্তৃত্বের হেতু ভগবান্ শ্রীহরি যে সকল অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন, যে জন সেই কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ লীলা আবেশপূর্ব্বক গান করে, শ্রবণ করে এবং অনুমোদন করে, তাহার মুক্তিপ্রদ শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।” গান করিবার শক্তি না হইলে, নিজ হইতে উৎকৃষ্ট কোন লোক পাইলে, তাহার নিকট গান শ্রবণ করিবে। গানে আসক্তি না থাকিলে, তাহা অনুমোদন করিলেও ভগবৎচরণারবিন্দে ভক্তিলাভ হইবে। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণুর উক্তিতে পাওয়া যায়, গানবিদ্যায় অভিমুখচিত্ত যদি (ভৈরবাদি) রাগে আকৃষ্ট হয়, তবে আমাতে মতি রাখিয়া আমার লীলাকথা গান করিবে। এস্থলের অভিপ্রায় এই যে অনেকে গান করিতে গিয়া নিজের ‘বাহাদুরি’ দেখায়, তাহাতে শ্রীভগবানের সন্তোষ অথবা নিজের আস্বাদন হয় না। তাই বলিলেন ‘আমাতেই চিত্ত রাখিয়া অর্থাৎ আমি নিজ প্রাণবল্লভের গান করিতেছি’ এই ভাবেই গান করা কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবান বলিয়া-ছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

“হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে অথবা যোগীগণের হৃদয়ে বাস করি না, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কথা গান করে, আমি সেইখানে থাকি। সেই সকল ভক্তকে যে সকল মানুষ গন্ধপুষ্পধূপাদি দ্বারা পূজা প্রভৃতি করে, তাহাদের প্রতি আমি যত সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, আমার পূজায় তত সন্তুষ্ট হই না।” যাহারা আমার লীলাগান করে, তাহারাই প্রাণীমাত্রের পরমোপকার সাধন করিয়া থাকে, যেহেতু উচ্চৈঃস্বরে গান করায় দূরস্থ প্রাণী শুনিতে পায়, এবং যাহারা শুনিতে পায় না এমন তৃণলতাদিতে নামের প্রতিধ্বনি হওয়ায়

তাহাদেরও কল্যাণ সাধিত হয়। নিজের যে পরমকল্যাণ সাধিত হয়, তাহার আর বক্তব্য কি?

নারসিংহে প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপই পাওয়া যায়। "হে নৃসিংহ! সেই সকল সাধু সর্ব্বপ্রাণীর নিরুপাধি বান্ধব, যাহারা পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম গান করে।" এই কীর্ত্তনাঙ্গে বহুজন মিলিত হইয়া যে গান, তাহাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। সেই সঙ্কীর্ত্তন চমৎকারিতা পোষণ করে বলিয়া গান হইতে অধিক মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ। এই শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনাঙ্গে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই পাওয়া যায়—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া অর্থাৎ তৃণের একপার্শ্বে পা দিলে অন্যদিক মাথা তুলে, কিন্তু নিজে এমন হইতে হইবে, যে একজন পা দিয়া আঘাত করিয়া যাইলেও মাথা না তুলিয়া, এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, নিজের মানাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া অন্যের সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই প্রকার অধিকারী হইয়াই হরিনাম করিতে হইবে। সে প্রকার অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা হরিকীর্ত্তন করিব না। তাহার উত্তর এই যে, শ্রীহরিকীর্ত্তনে অধিকারীগত কোন বিচার নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করয়ে হরণ॥

মাঘমাসের স্নানে যেমন অধিকারগত কোন বিচার নাই, যে জন শীতের ভয় না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন, তিনিই অধিকারী; সেই প্রকার শ্রীহরিনামেও অধিকারগত কোন বিচার নাই। যিনি ইচ্ছা করিয়া আলস্য না করিয়া শ্রীনাম করিবেন, তিনিই অধিকারী। ২৬৯॥

ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীনজনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদি বিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিরিতি। অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগতমহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত এব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্। কলৌযুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥ ইতি স্কান্দচাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যবচনানুসারেণ। তদেবমাহ কৃতেযদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ২৭০॥

যৎ যৎ কৃতাদিষু তেন তেন সাধনেন স্যাৎ তৎ সর্ব্বং কলৌ হরিকীর্ত্তনাদ্ ভবতীতি। অন্যত্র চ— ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবমিতি॥ ১২।৩॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৭০॥

এই কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি, দ্রব্য জাতি, গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে যে জন দীন, অর্থাৎ অযোগ্য, কেবল তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের অপার করুণাময়ী। অর্থাৎ যাহার দ্রব্য, জাতিগুণ ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই যোগ্যতা নাই, এই কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি তাহার বিষয়ে শ্রীভগবানের অপার করুণার আবির্ভাব করাইয়া দেয়। এ বিষয়টী শ্রুতিপুরাণাদি হইতে বিশেষ রূপে জানিতে পারা যায়। অথচ কলিযুগে মানব মাত্রের দীনত্ব স্বাভাবিক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উল্লেখ দেখা যায়—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥

অতএব কলিযুগে তপস্যা, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মসুনিপুণ মানবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও অঙ্গের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অতএব কলির মানুষ স্বভাবতঃই অতিশয় দীন। সেই সকল দীনজনে শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি

আবির্ভূত হইয়া সত্যাদিযুগের যে সকল মহাসাধন উল্লিখিত আছে, সেই সকল সাধনের মহাফল অনায়াসে প্রদান করিয়া শ্রীনামকীর্ত্তনকারী জনকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। যেহেতু কীর্ত্তনাঙ্গভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান পরম সন্তুষ্ট হয়েন, অতএব সেই সেই সত্যাদি যুগগত নিখিল সাধনের ফল এক কীর্ত্তনের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রীভগবৎসন্তোষই নিখিল সম্পত্তির মূল হেতু। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুরগণকে বলিয়াছিলেন—

তুষ্টে চ তস্মিন্ কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে।

সেই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে। বিশেষতঃ নিখিল সাধনের মুখ্য তাৎপর্য্য ভগবৎ সন্তোষ। অথচ সেই কীর্ত্তনে ভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, তেমন আর কিছুতেই হয়েন না। স্কন্দপুরাণোক্ত চাতুর্মাস্য মাহাত্ম্য বচনানুসারে পাওয়া যায়—

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্।
কলৌযুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

এই জগতে শ্রীভগবানের সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। বিশেষতঃ এই কলিযুগে শ্রীহরির প্রীতির জন্যই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এইজন্য শ্রীশুকদেবগোস্বামীচরণ ১২।৩।৪৪ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন,—সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপরযুগে ভগবানের পরিচর্য্যা করিয়া যে যে ফললাভ হয়, কলিযুগে শ্রীহরি কীর্ত্তনের দ্বারা মানবগণ সেই সেই ফললাভি করিয়া থাকে।" অন্যত্রও দেখা যায় সত্যযুগে ধ্যান করিয়া ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের অর্চ্চন করিয়া সাধকগণ যে ফললাভ করেন, কলিযুগে শ্রীকেশবের নামাদি সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সেই সকল ফললাভ হইয়া থাকে॥ ২৭০॥

অতত্রব কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ২৭১॥

গুণজ্ঞাঃ কীর্ত্তনপ্রচাররূপং তদ্গুণং জ্ঞানন্তঃ। অতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ সারমাত্রগ্রহণাঃ কলিং সভাজয়ন্তি। গুণমেব দর্শয়তি, যত্র প্রচারিতেন সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সাধনান্তর নিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ। সর্ব্বঃ ধ্যানাদিভিঃ কৃতাদিষু সাধন সহস্রৈঃ সাধ্যঃ। কীর্ত্তনস্যৈব মহিমানমাহ ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ। যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥ ২৭২॥

অতঃ কীর্ত্তনাৎ। যতো যস্মাৎ কীর্ত্তনাৎ পরমাং শান্তিং শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ ধ্যানাদিভিরপ্যসাধ্যাং সর্ব্বোৎ কৃষ্টাং ভগবন্নিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি অনুষঙ্গেণ সংসারশ্চ নশ্যতি। অতএব ধ্যাননিষ্ঠা অপি কৃতাদিপ্রজা এতাদৃশীং ভগবন্নিষ্ঠাং ন প্রাপ্তবত্যঃ। মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনমিতি স্কান্দাদ্যনুসারেণ তাদৃশনিষ্ঠাকারণং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যঞ্চ দীনৈককৃপাতিশয়শালিনা ভগবতা তদানীং তত্তৎ-সামর্থ্যাবসরে যস্মাৎ ন প্রকাশিতং, তস্মাৎ ধ্যানাদি-সমর্থাস্তাঃ প্রজা জিহ্বৌষ্ঠ স্পন্দনমাত্রস্য নাতিসাধনত্বং ভবেদিতি মত্বা তন্ন শ্রদ্ধিতবত্যশ্চ। ততঃ কলি-প্রজানাং পরমভগবন্নিষ্ঠতাং শ্রুত্বা তদর্থং কলাবেব কেবলং নিজজন্ম প্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ—কৃতাদিষু প্রজা-রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ২৭৩॥

তৎপরায়ণত্বমত্র তদীয় প্রেমাতিশয়বত্ত্বম্। এতদেব পরমাং শান্তিমিত্যনেন কার্য্যদ্বারা ব্যঞ্জিতম্। মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্ নারায়ণপরায়ণঃ॥ সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা ইত্যত্র যদ্বৎ। অত্র কলি-সঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বক্তব্যম্। ভক্তিমাত্রে কালদেশনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ॥ বিশেষতো নামোপলক্ষ্য চ বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধুপাখ্যানে—ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধকেতি॥ স্কান্দে পাদ্ম-

বৈশাখমাহাত্ম্যে বিষ্ণুধর্ম্মে চ—চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েদিতি। স্কান্দ এব চ—ন দেশ-কালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষ্যতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমে-বৈতন্নাম কামিতকামদমিতি। বিষ্ণুধর্ম্মে চ—কলৌকৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতেযুগে। যস্য চেতসি গোবিন্দো হৃদয়ে যস্য নাচ্যুত ইতি। ন চ কলাবন্যসাধনাসমর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎফলং ভবতি ন তু তস্য গরীয়স্ত্বেনেতি মন্তব্যম্। যস্মিন্ ন্যস্তমতি র্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্য-ব্যয়ঃ কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥ ইতি সমাধিপর্য্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্ত্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্। অতএবোক্তমেতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিত্যাদি। তথাচ, অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে। ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরমিতি বৈষ্ণবচিন্তা-মণৌ। যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥ ইত্যন্যত্র। সর্ব্বাপরাধকৃদপীত্যাদি নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে চ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগে-নৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্, হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ইত্যাদৌ। তস্মাৎ সাধূক্তং, কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা ইত্যাদিত্রয়ম্॥ ১১৫॥ শ্রীকরভাজনো নিমিম্॥২৭৩॥

অতএব করভাজন যোগীন্দ্র ১১।৫।৩৬ শ্লোকে নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—"হে রাজন্! যাঁহারা কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার রূপ ধর্ম্মকে জানেন, সেই সকল গুণজ্ঞ ঋষিগণ কলিযুগের অন্য দোষ গ্রহণ করেন না। কীর্ত্তন প্রচার রূপ সার গ্রহণ করিয়া, কলিযুগের আদর করিয়া থাকেন।" সেই কলিযুগের গুণই দেখাইতেছেন। যে কলিযুগে প্রচারিত অন্য সাধন নিরপেক্ষ্য সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সত্যাদি যুগের ধ্যান প্রভৃতি সহস্র সহস্র সাধন রাশিতে যাহা লভ্য, তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়। ১১।৫।৩৭ শ্লোকে কীর্ত্তনেরই মাহাত্ম্য বলিতেছেন,—"হে রাজন্! এই কীর্ত্তন হইতে সংসারপথে ভ্রমণশীল জীবের অন্য কোন পরমলাভ নাই। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" অর্থাৎ শ্রীভগবান উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন 'হে উদ্ধব! আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধির নাম শম অর্থাৎ শান্তি। যে শান্তি অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা ধ্যানাদি রাশি রাশি সাধনের দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, এই কীর্ত্তন হইতে অনায়াসে সেই পরাশান্তি লাভ করিতে পারা যায়; এবং আনুষঙ্গিক ভাবে সংসারও ক্ষয় হইয়া থাকে।" এই সঙ্কীর্ত্তন কেবল কলিযুগেই প্রচারিত হয়েন বলিয়া ধ্যানেই নিষ্ঠাযুক্ত সত্যযুগের প্রজাগণ এই কলিযুগের মত ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন নাই। 'মহাভাগবতগণ কলিযুগে নিত্যই ভগবৎ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন' স্কন্দপুরাণের এই বাক্য অনুসারে পাওয়া যায় যে ভগবচ্চরণে তাদৃশ পরমোৎকৃষ্ট নিষ্ঠালাভের কারণ, শ্রীসঙ্কীর্ত্তনমাহাত্ম্য দীনজনের প্রতি পরম কৃপাশালী ভগবান্ ধ্যানযজ্ঞ প্রভৃতি অতি কঠোর সাধন করিবার সামর্থ্যবিশিষ্ট সত্যাদি যুগে প্রকাশ করেন নাই। সেইজন্য ধ্যানাদি সাধন করিবার সামার্থ্য বিশিষ্ট সেই সেই যুগের প্রজাগণও কেবলমাত্র জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্পন্দন মাত্রেই যে সাধন কৃত হয়, সেই কীর্ত্তনকে তেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন না, এবং তজ্জন্যই কীর্ত্তনরূপ সাধনের উপর নিজ ইষ্টলাভ বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারেন না। মূলকথা তাহারা এই কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তিকে কেবল ওষ্ঠাধর স্পন্দনমাত্র দ্বারা সাধ্য বলিয়া বহু আয়াস সাধ্য ধ্যানাদি করিতে সমর্থ সত্যাদি যুগের প্রজাগণ এই কীর্ত্তনের উপর আদর করিতে পারেন না। যেমন বহু অর্থশালী ব্যক্তি অল্পমূল্যের ঔষধের উপর আদর করিতে পারে না, অথচ

সেই ঔষধ দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধিও উপশম হইতে পারে। এস্থলেও তেমনই বুঝিতে হইবে। অতএব কলিযুগের যে সকল প্রজা, তাহাদিগের শ্রীভগবানে পরম নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়া, সেই নিষ্ঠালাভ করিবার জন্য সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে কেবল নিজের জন্ম প্রার্থনা করিতেন। শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র নিমিমহারাজকে ১১।৫।৩৫ শ্লোকে বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন! সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে জন্ম প্রার্থনা করেন। কারণ কলিযুগের প্রজাগণ শ্রীনারায়ণপরায়ণ হইবে।" এস্থলে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া জানাইলেন যে নিমিমহারাজের সহিত করভাজন যোগীন্দ্রের যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহা ত্রেতাযুগে। যেহেতু "সীতাপতি র্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ" ১১।৪।২১ এই শ্লোকে "জয়তি" এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়া উল্লেখ করায় নবযোগীন্দ্রের মধ্যে দ্রুমিলনামে যোগীন্দ্রের বাক্যে ত্রেতাযুগের কথাই সূচিত হইতেছে ॥ ২৭৩ ॥

মূলশ্লোকে 'নারায়ণপর' বলিতে শ্রীনারায়ণ বিষয়ে প্রেমবান্ এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এই নারায়ণে প্রেম থাকাই পরমা শান্তি। কার্য্যদ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে, অর্থাৎ ১১।৫।৩৬ শ্লোকে যে "পরমাং শান্তিং" এই পরমাশান্তির কথা উক্ত হইয়াছে, সেটী নারায়ণনিষ্ঠতারই পরিচায়ক। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৪।৪ শ্লোকে নারায়ণপরায়ণ জনকেই পরম শান্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে ॥

কোটী কোটী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে একজন মুক্তিতে সিদ্ধিলাভ করে। কোটী কোটী সিদ্ধমহাপুরুষগণের মধ্যে প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ। অতএব নারারণপরায়ণ জন যে প্রশান্তচিত্ত, তাহা এই প্রমাণে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে কলিযুগের সঙ্গেই কীর্ত্তনের গুণের উৎকর্ষ প্রকাশ পায়, এইরূপ মনে করা ঠিক নহে। যেহেতু ভক্তিমাত্রেই কাল ও দেশের নিয়ম নাই। বিশেষতঃ শ্রীনামকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে ইহাই নির্দ্দেশ আছে,—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক ॥

"হে লুব্ধক! (ব্যাধ) শ্রীহরিনামে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, এমন কি উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।" এই প্রমাণে শ্রীহরিনামে যে কোন দেশকালগত নিয়ম নাই, তাহা স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও উল্লেখ আছে,—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।

চক্রায়ুধ শ্রীহরির নাম সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। স্কন্দপুরাণেও আছে,—দেশকাল অথবা অবস্থা কিম্বা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। শ্রীহরিনাম কিন্তু পরমস্বতন্ত্র, এবং কামিত বিষয়ের অভীষ্টপ্রদানকারী। বিষ্ণুধর্ম্মেও দেখা যায়,—যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ আছেন, তাহার কলিযুগেই সত্যযুগ। আর যাহার হৃদয়ে অচ্যুতাখ্য শ্রীহরি নাই, তাহার সত্যযুগেও কলিযুগ। এরূপ বুঝা সঙ্গত নয় যে, কলিযুগে জীবের অন্য সাধনের সামর্থ্য নাই বলিয়াই, সেই অল্প সাধনে মহান ফল হইয়া থাকে। কিন্তু নামসাধনের কোন গুরুত্ব নাই। যেহেতু বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়,—

যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ।
কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥

যে শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিলে নরকে যাইতে হয় না, যাঁহার চিন্তাকালে স্বর্গও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়, যাঁহাতে নিবেশিত চিত্ত মানবের সত্যলোকও খুব তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, যে নির্ম্মলবুদ্ধি মানবগণের চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে শ্রীহরি মুক্তিদান করেন, সেই অচ্যুতাখ্য শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিলে যে পাপরাশি নষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই শ্লোকে স্মরণের সমাধি পর্য্যন্ত অবস্থাতেও কৈমুত্য ন্যায়ে শ্রীকীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা প্রারম্ভে এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্" শ্লোকে বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত মহাপুরুষ-

গণের পক্ষে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই অকুতোভয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবচিন্তামণিতে উল্লেখ আছে—অঘারি শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ বহু আয়াসসাধ্য, অর্থাৎ বিবিধ বিষয় হইতে চিত্তসংহরণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুতে সংযোগ করিতে হয়। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রসাধ্য শ্রীকীর্ত্তন স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী। অন্যত্র উল্লেখ আছে,—যেজন পূর্ব্বে শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছে, তাহারই মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম বিদ্যমান থাকেন। সর্ব্বঅপরাধকারীও শ্রীহরি আশ্রয়ে মুক্তিলাভ করে, ইত্যাদি নামাপরাধভঞ্জন স্তোত্রেও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের মহামহিমা বর্ণিত আছেন। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীমৎকীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য বুঝিতে হইবে। তবে যে কলিযুগে কীর্ত্তনের অতিশয় প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহার কারণ, অন্যান্য যুগে শ্রীভগবান যেমন ধ্যানাদি স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন, তেমন ভাবে নামকীর্ত্তন আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন না। কলিযুগে কিন্তু শ্রীভগবান জীবদুর্গতি দর্শন করিয়া স্বয়ংই নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবগণকে নাম কীর্ত্তনশিক্ষা দেন। এই অপেক্ষায় কলিযুগে নামকীর্ত্তনের বহুল প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্য অঙ্গভক্তির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে নামসঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অঙ্গভক্তি অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে ১১।৫।২৯. শ্লোকে করভাজন যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" যাঁহারা সুমেধা, তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞে কলিযুগের আরাধ্য শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। এই কীর্ত্তনাঙ্গে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন স্বতন্ত্র রূপেই অত্যন্ত প্রশস্ত, অর্থাৎ মহামহিমাযুক্ত নারদীয়পুরাণে এই প্রকার উল্লিখিত আছে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

সত্যযুগে ধ্যানে যে ফল হয়, কলিযুগে শ্রীহরিনামেই সেই ফল পাওয়া যায়, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা যে ফললাভ হয়, কলিযুগে শ্রীহরিনামেই সেই ফল পাওয়া যায়, ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। এবং দ্বাপরযুগে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনামেই সেই ফল লাভ হয়। ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা" ইত্যাদি যে তিনটী শ্লোকে কীর্ত্তনের প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা সুন্দরই হইয়াছে। ২৭৩॥

তদেবং কলৌ নামকীর্ত্তনপ্রচারপ্রভাবেনৈব পরমভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ড-প্রবেশেন নামাপরাধিনো যে তেষান্তুতদ্বহির্মুখত্ব-মেব স্যাদিতি ব্যতিরেকেন তদ্দ্রঢ়য়তি—কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদ-পঙ্কজম্। প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥ যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্। বিমুক্ত-কর্ম্মার্গলমুত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ২৭৪॥

স্পষ্টম্॥ ১২।৩॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৭৪॥

এইরূপ পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে "কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ" চমস যোগীন্দ্রের এই উক্তিতে যে নারায়ণপরায়ণত্ব বলা হইয়াছে তাহা কলিযুগে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার হইতেই সিদ্ধি হইয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার হওয়াতেই কলির জীব নারায়ণপরায়ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহাদের মধ্যে পাষণ্ড অর্থাৎ পাষণ্ড-ভাব প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া নামাপরাধী, তাহাদের যে ভগবদবহির্ম্মুখতা ঘটে তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যতিরেকমুখে ১২।৩।৩৭—৩৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন,—"হে রাজন্! ত্রিলোকের প্রভুগণ যাঁহার চরণপঙ্কজে সতত নত, পাষণ্ডভাবে বিভিন্ন চিত্ত কলিযুগের মানুষগণ জগতের প্রভু সেই অচ্যুতাখ্য ভগবানকে পূজা করিবেন না। ম্রিয়মাণ ও আতুর অবস্থায়, পরিতে পরিতে, স্খলন অবস্থায়, বিবশ হইয়া যাঁহার নাম গ্রহণ করিতে করিতে পুরুষ নিখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তমাগতি লাভ করে, কলিযুগের মানবগণ সেই হরির

পূজা করে না। এই দুইটী শ্লোকের উক্তির অভিপ্রায় এই যে যাহারা পাষণ্ডভাবে অপরাধী তাহারাই শ্রীভগবানে বিমুখ। এইস্থানে দুই বিরুদ্ধভাবের শ্লোকের সমন্বয় অন্য কোন প্রকারে করা যায় না। কারণ পূর্ব্বে চমস যোগীন্দ্র বলিয়াছেন, "কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপারায়ণাঃ" অর্থাৎ কলিযুগে সকল মানব নারায়ণপরায়ণ হইবে। আর এই পূর্ব্বোক্ত শ্রীশুকমুনির বাক্যে পাওয়া গেল, কলিযুগের লোক পাষণ্ডভাবে নারায়ণপরায়ণ হইবে না। এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের শ্লোকের সঙ্গতি এই যে যাহারা পাষণ্ডভাবে নামাপরাধী তাহারাই শ্রীভগবানকে ভজন করে না। আর যাহারা নিরপরাধ, তাহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন ॥ ২৭৪ ॥

তদেবং কীর্ত্তনং ব্যাখ্যাতম্। তত্রাস্মিন্ কীর্ত্তনে নিজদৈন্যনিজাভীষ্টবিজ্ঞপ্তিস্তবপাঠাবপ্যন্তর্ভাব্যৌ। তথা তত্র শ্রীভাগবতস্থিতনামাদিকীর্ত্তনন্তু পূর্ব্ববদন্যদীয়নামাদিকীর্ত্তনাদধিকং জ্ঞেয়ং। কলৌ তু প্রশস্তং তৎ। কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ॥ কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিত ইতি। অথ শরণাপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়মিত্যাদ্যুক্তত্বা নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ। তচ্চমনসানুসন্ধানম্। যদেব নামাদিসম্বন্ধিত্বেন বহুবিধং ভবতি। তত্র স্মরণসামান্যম্—এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ। সর্ব্বতো মন-আকৃষ্য মষ্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥ ২৭৫ ॥

যথা যথাবৎ মষ্যাবেশ্যতে ইতি এতাবানিত্যর্থঃ। তথা চ স্কান্দে ব্রহ্মোক্তৌ আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইত্যাদি ॥ ১১।১৩ শ্রীভগবান্ ॥ ২৭৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি ব্যাখ্যা করা হইলেন। এই কীর্ত্তনাঙ্গভক্তির মধ্যে নিজ দৈন্যমিশ্রিত নিজাভীষ্ট বিজ্ঞপ্তি এবং স্তবপাঠও অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতির কীর্ত্তন অন্য পুরাণে বর্ণিত নামরূপাদি হইতে প্রশস্ত বুঝিতে হইবে। কিন্তু কলিকালে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনই সর্ব্ব শ্রবণকীর্ত্তন হইতে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে কলিহতজীবের সাধ্যসাধনতত্ত্ব নিরূপণের জন্য এই কলিযুগেই আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।৪৫ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামী শৌণকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের সহিত নিজধামে প্রবেশ করিলে কলিযুগে নষ্টদৃষ্টি মানবের সাধ্য সাধন তত্ত্ব প্রদর্শন করাইবার জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবত সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন।" অনন্তর শরণাপত্তি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ২।১।১১ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি কর্ত্তৃক কথিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই বিষয়ী মুমুক্ষু মুক্ত-মহাপুরুষগণের একমাত্র অকুতোভয়। এই প্রমাণ অনুসারে শ্রীনামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মনে মনে ভগবদ্বিষয়ক অনুসন্ধানের নামস্মরণ। স্মরণ নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরভেদে পাঁচপ্রকার। আবার সেই স্মরণও সাধকের মানস-অবস্থাভেদে পাঁচপ্রকার, যথা—স্মরণ, ধারণা ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। একুনে স্মরণাঙ্গ ভক্তি পঁচিশপ্রকার। আবার ভক্তি সগুণা নির্গুণা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সগুণাভক্তি তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যেও উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদে প্রত্যেকটী তিন প্রকার। অর্থাৎ উত্তমা তামসী, মধ্যমা-তামসী, কনিষ্ঠা তামসী এইরূপে প্রত্যেকটীর তিন প্রকার করিয়া হওয়ায় সগুণাভক্তি নয় প্রকার। এবং নির্গুণা ভক্তি এক প্রকার। এইরূপে স্মরণাঙ্গভক্তির বহুপ্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে স্মরণের সামান্য অবস্থা ১১।১৩।১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান উদ্ধব মহাশয়কে কহিয়াছিলেন,—"হে উদ্ধব! আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ এই প্রকার যোগের আদেশ করিয়াছেন। সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আমাতেই মনের আবেশ হয়।" স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তিতে আছে,—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদকে কহিয়াছেন, "হে বৎস! সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে যে ভগবান নারায়ণই একমাত্র ধ্যেয় ॥২৭৫॥

তত্র নামস্মরণং, হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্। কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা ॥ ইতি জাবালিসংহিতাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। নামস্মরণন্তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে। তৎ কীর্ত্তনাচ্চাবরমিতি মূলে তু নোদাহরণস্পষ্টতা। রূপস্মরণমাহ—অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ২৭৬ ॥

পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাং ভক্তিমিতি মুখ্যং ফলমন্যানিস্বানুষঙ্গিকানি ॥ ১২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২৭৬ ॥

সেই বিবিধ স্মরণাঙ্গের মধ্যে নাম স্মরণের বিধি জাবালি সংহিতাদি-অনুসারে বুঝিতে হইবে।

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা ॥

যে জন বহু প্রকারে আনন্দলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা একই শ্রীহরিনাম জপ করিবে, ধ্যান করিবে, গান করিবে, এবং কীর্ত্তন করিবে। এস্থলের অভিপ্রায় এই যে একই শ্রীহরিনাম জপ করিলে যে আনন্দলাভ হয়, ধ্যানে অন্যপ্রকার আস্বাদন হয়, গানে অন্য প্রকার এবং কীর্ত্তনে অন্য প্রকার। একই শ্রীহরিনামে নানাভাবে নানা প্রকার আস্বাদন হয়। যেমন একই আলু, ভাজা রসা তরকারী প্রভৃতি নানা ব্যঞ্জনে নানা ভাবের পৃথক পৃথক আস্বাদন হয়, নাম রূপ গুণ লীলা প্রভৃতির কীর্ত্তন-স্মরণাদিতেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। নামস্মরণ কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধ না হইলে নাম স্মরণ করার যোগ্যতা থাকে না। অতএব সেই স্মরণ কীর্ত্তন হইতে শক্তিতে ন্যূন। যেহেতু যে অন্যের অপেক্ষা করে সেই দুর্ব্বল। স্মরণ চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে বলিয়া দুর্ব্বল। কীর্ত্তন সে অপেক্ষা করে না বলিয়া সবল। মূলে কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নাই।

এক্ষণে রূপস্মরণের কথা বলিতেছেন। শ্রীসূতমুনি ১২।১২।৫০ শ্লোকে শৌণকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলের স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ নিখিল অভদ্র বিনাশ করে, মঙ্গল বিস্তার করে, চিত্তশুদ্ধ করে এবং ভগবচ্চরণে ভক্তির আবির্ভাব করায় ও বিজ্ঞান বিরাগযুক্ত জ্ঞান প্রদান করে।" এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভই ভগবচ্চরণারবিন্দ সেবার মুখ্য ফল, অন্য অমঙ্গল নাশ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ফল ॥ ২৭৬ ॥

কিঞ্চ—স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি। কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥২৭৭॥

স্মরতঃ স্মরতে। সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূয় আত্মানং স্বার্ত্তুর্বশীকরোতি ইত্যর্থঃ। অর্থকামানিতি বহুবচনং মোক্ষমপ্যন্তর্ভাবয়তি লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন। যস্মাদেবং তন্মাহাত্ম্যং তস্মাদেব গারুড়েঽপীদমুক্তম্—একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবর্জ্জিতে। দস্যুভির্মুষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতং ভৃশং ॥ ১০।৮০ ॥ শ্রীদামবিপ্রভার্য্যা তম্ ॥ ২৭৭ ॥

এই স্মরণাঙ্গ ভক্তির মহিমা ১০।৮০।৮ শ্লোকে শ্রীদামবিপ্রপত্নী শ্রীদামবিপ্রকে কহিয়াছিলেন,— জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজ চরণকমল স্মরণকারীজনের কাছে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া আত্মদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নিজকে স্মরণকারী জনের বশীভূত করেন।" আত্মদান শব্দটী যেখানে যেখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানে সেখানে বুঝিতে হইবে নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিদান। মূল শ্লোকে "অর্থকামান্" এই বহুবচন প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে অর্থ ও কাম ত দান করেনই, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত দান করেন। যেহেতু স্মরণের মাহাত্ম্য এই প্রকার বলিয়াই গরুড়পুরাণেও এই প্রকার বলা হইয়াছে।

একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবর্জ্জিতে।
দস্যুভির্মুষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশং ॥

শ্রীহরির ধ্যানশূন্য হইয়া একটী মুহূর্ত্তকালও গত হইলে,

দস্যুগণ কর্ত্তৃক মহাধন হৃত হইলে যেমন আর্ত্তস্বরে কান্দে, তেমনই ক্রন্দন করা উচিত ॥ ২৭৭ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ ক্রমসোপানরীত্যা সুখলভ্যম্ গুণ-পরিকরসেবালীলাস্মরণঞ্চানুসন্ধেয়ং। তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধং। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণং। সর্ব্বতশ্চিত্ত-মাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনম্ ধ্যানম্। অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি। তত্র স্মরণং—যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণা-ব্যয়ঃ। অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্নসংশয়ঃ॥ ইতি বৃহন্নারদীয়াদৌ। ধারণা—বিষয়ান্-ধ্যায়ত-শ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব-প্রবিলীয়তে॥ ধ্যানং—ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্দ্বন্দ্ব-মীরিতং। পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং সুহিতং পরং॥ নারসিংহাদৌ। তত্র নির্দ্দ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদি-ময়দুঃখপরম্পরাতীতং। ঈরিতং শাস্ত্রবিহিতং। তচ্চ পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেনাপি পরমুৎকৃষ্টং সুহিতং বিহিতং তত্রৈবেত্যর্থঃ। ধ্রুবানুস্মৃতিশ্চ—মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেনেত্যাদৌ ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-স্মৃতিরিত্যাদৌ চ। এষৈব শ্রীরামানুজভগবৎপাদৈঃ প্রথমসূত্রে দর্শিতাস্তি। সমাধিমাহ—তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়ো জগতাত্মনোঃ। ন বেদরুদ্ধধীবৃত্তি-রাত্মানং বিশ্বমেবচেতি ॥ ২৭৮ ॥

তয়োঃ রুদ্রতৎপত্ন্যোঃ। ভগবদংশতচ্ছক্তিত্বাৎ জগদাত্মনোঃ তৎপ্রবর্ত্তকয়োরপি। তত্র হেতুঃ রুদ্ধধী-বৃত্তির্ভগবদাবিষ্টচিত্তঃ। ভক্তিং পরাম্ ভগবতিলব্ধ-বানিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। তস্মাদসম্প্রজ্ঞাত নাম্নো ব্রহ্ম-সমাধিতো ভিন্ন এবাসৌ॥ ১২।১০॥ শ্রীসূতঃ॥ ২৭৮॥

অনন্তর পূর্ব্বের মত ক্রমের সোপান রীতিতে অর্থাৎ নামস্মরণের পর রূপস্মরণ, ইহার পর গুণস্মরণ এই ক্রম পরিপাটীতে সুখলভ্য শ্রীহরির গুণ পরিকর সেবা ও লীলা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সেই পূর্ব্ববর্ণিত স্মরণ পাঁচপ্রকার। যথাকথঞ্চিৎ ভাবে শ্রীহরির নামরূপাদি অনুসন্ধানের নাম স্মরণ (১)। সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সাধারণ রূপে শ্রীহরির নামাদিতে চিত্ত ধারণ করার নাম ধারণা (২)। বিশেষরূপে নামরূপাদি চিন্তার নাম ধ্যান (৩)। অমৃতধারার মত অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্মরণের নাম ধ্রুবানু-স্মৃতি (৪)। ধ্যাতৃধ্যানস্ফূর্ত্তিশূন্য হইয়া, কেবলমাত্র ধ্যেয় আকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সমাধি (৫)।

তন্মধ্যে স্মরণ যথা,—যে কোনও উপায়ে নারায়ণের স্মরণ করিলে নিখিলপাপযুক্ত হৃদয়ও প্রসন্নতা লাভ করে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বৃহন্নারদীয়ে এই প্রকার উল্লেখ আছে। ধারণা যথা ১১।১৪।২৭ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"বিবিধ বিষয়ধ্যানকারী মানবের চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়। যে জন একমাত্র আমাকেই ধ্যান করে, তাহার চিত্ত আমাতেই ডুবিয়া থাকে। যেমন যে জন জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সে যেমন তাহার উপরে নীচে জল ব্যতীত আর কিছু দেখে না, সেইরূপ আমাতে নিমগ্নচিত্ত ব্যক্তি আমাভিন্ন আর কিছু দেখে না।" নরসিংহ প্রভৃতি পুরাণে ধ্যানের মহিমা যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়—ভগবচ্চরণারবিন্দযুগল ধ্যানই নির্দ্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতির অতীত। ভগবচ্চরণারবিন্দযুগল ধ্যান করিলে ক্ষুধা, পিপাসা, জরা-মৃত্যু, শীত, গ্রীষ্ম জন্য কোন উদ্বেগ উপস্থিত হয় না। পাপীজনও যদি প্রসঙ্গক্রমে ভগবচ্চরণারবিন্দ ধ্যান করে, তবে তাহারও পরমহিত সাধিত হইয়া থাকে। নিখিল-শাস্ত্র ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধ্রুবানুস্মৃতির প্রসঙ্গ ৩।২৯।১০ শ্লোকে—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজজননী শ্রীদেবহুতিকে বলিয়া-ছিলেন,—"হে মাতঃ! নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার প্রসঙ্গ শ্রবণ-মাত্রে গঙ্গাজলের সিন্ধুর দিকে নির্ব্বাধগতির মত

আমাতে অবিচ্ছিন্না অর্থাৎ লয়বিক্ষেপাদির দ্বারা অপ্রতি-হতা মনোবৃত্তির নামই নির্গুণ ভক্তিযোগ অথবা উহারই অপর নাম ধ্রুবানুস্মৃতি কিম্বা নিষ্ঠাভক্তি।" "ত্রিভুবন বিভবহেতবে" ইত্যাদি ১১।২।৫১ শ্লোকেও ধ্রুবানু-স্মৃতি অবস্থার কথা উল্লেখ করা আছে। শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, লবনিমেষার্দ্ধকাল ভগবচ্চরণারবিন্দ ভুলিতে পারিলেই ত্রিভুবনের বৈভবলাভ করিতে পারা যায়, এইরূপ শ্রবণ করিয়াও সংযতচিত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় পদারবিন্দ ধ্যান হইতেও যে জন বিচলিত হয় না, সেইজনই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। এই ধ্রুবানুস্মৃতিই শ্রীরামানুজ ভগবৎপাদ ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথমসূত্রে দেখাইয়াছেন। এইক্ষণ সমাধির কথা বলিতেছেন,—

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োঃ পরমাত্মনোঃ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানম্ বিশ্বমেব চ ॥ ১২।১০।৬ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় একপদে দাঁড়াইয়া শ্রীভগবানে সমাধিযুক্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীশঙ্কর শঙ্করীর সহিত বৃষের উপর আরোহণ করিয়া সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীশঙ্করী মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দর্শন করিয়া, বাৎসল্য-ভাবে বিগলিত হইয়া শ্রীশঙ্করকে কহিলেন,—"হে প্রিয়তম! এই বালকটীকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় স্নেহের উদয় হইতেছে, একবার ইহার কাছে চল। ইহার তপস্যার সিদ্ধি প্রদান করিতে হইবে। ইহার মুখে মাতৃ আহ্বান শুনিবার জন্য আমার বড় অভিলাষ হইতেছে।" শ্রীশঙ্কর কহিলেন,—"হে প্রিয়ে! এই মার্কণ্ডেয় শ্রীভগবানে সমাধিযুক্ত হইয়া আছে। আমরা নিকটে গেলেও চক্ষু মেলিয়া চাহিবে না।" তখন দেবীর অতিশয় আগ্রহে শ্রীশঙ্কর মার্কণ্ডেয়ের নিকট যাইয়া অনেক করিয়া ডাকিলেন। কিন্তু তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন না, এবং তাঁহাদের কোন আহ্বান শুনিলেন না। তখন সেই শ্রীরুদ্র ও তৎপত্নী শ্রীশঙ্করীর আগমন শ্রীমার্কণ্ডেয় জানিতে পারেন নাই। যদ্যপি শ্রীরুদ্র ভগবানের অংশ, এবং শ্রীশঙ্করী শ্রীভগবানের অংশশক্তি, এই বলিয়া জগতের আত্মা অর্থাৎ নিয়ামক, তথাপি তাঁহাদের আগমন না জানিবার কারণ "রুদ্ধধীবৃত্তিঃ" অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় শ্রীভগবানে আবিষ্টচিত্ত ছিলেন বলিয়া, নিজের ও এই বিশ্বের কোন খবর লইতে পারেন নাই। এস্থলে অসম্প্রজ্ঞাত নামক ব্রহ্মসমাধি হইতে এই সমাধির পার্থক্য বুঝিতে হইবে। যেহেতু এই শ্লোকের পূর্ব্বে ১২।১০।৬ শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে, "ভক্তিং পরা ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে" অর্থাৎ সেই শ্রীমার্কণ্ডেয় অব্যয়পুরুষ শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব এস্থলে বুঝিতে হইবে শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয় শ্রীভগবানে প্রেমসমাধি লাভ করিয়াছিলেন ॥২৭৮॥

কচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্নন্যাস্ফূর্ত্তিঃ সমাধিঃ স্যাৎ। যথাহ—উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতমিতি ॥ ২৭৯ ॥

স্পষ্টম্। এতদ্রূপো দাসাদিভক্তানাম্। পূর্ব্বস্তু প্রায়ঃ শান্তভক্তানাম্। **স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদ-স্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসার** ইত্যাদ্যু-ক্তিভ্যঃ ১। ৭ ॥ **শ্রীনারদো ব্যাসম্ ॥ ২৭৯ ॥**

অথ **রুচিঃ শক্তিশ্চ** চেত্তদপরিত্যাগেন পাদ সেবা চ কর্ত্তব্য। **সেবাস্মরণসিদ্ধ্যর্থঞ্চ সা কৈশ্চিৎ** ক্রিয়তে। **তথাচ বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরবাক্যম্—ন** মে **ধ্যানরতাঃ সম্যক্ যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে। তথা** ভক্তিশ্চ দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা ॥ ক্রিয়াক্রমেণ যোগোঽপি ধ্যানিনঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ইতি ॥ যোগো-ঽত্র **সমাধিঃ**। পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব **নির্দ্দিষ্টঃ**। ততঃ সেবায়াঃ **সাদরত্বং** বিধীয়তে। **সেবা চ কালদেশাদ্যুচিতা পরিচর্য্যাদিপর্য্যায়া। সা যথা— যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ২৮০ ॥**

তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাং মলং তত্তদ্বাসনাং। **ত্বৎপাদস্যৈবৈষমহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ, যথেতি** ॥৪।২৭॥ **পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্।** ২৮০ ॥

কোনও কোনও অধিকারীতে লীলাদিযুক্ত শ্রীভগবানে অন্য অস্ফূর্ত্তি লক্ষণ অর্থাৎ শ্রীভগবান ও তাঁহার লীলা ভিন্ন অন্য কিছু স্ফুর্ত্তি না হওয়া রূপ সমাধি হইয়া থাকে। তাহাই ১।৫।১৩ শ্লোকে দেবর্ষি নারদ বেদব্যাসকে বলিয়াছেন,—

উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥

হে মুনিবর! প্রেমসমাধিতে অখিলবন্ধ মুক্তির জন্য শ্রীভগবানের বিবিধলীলা নিয়ত স্মরণ কর॥ ২৭৯ ॥

দাস সখা প্রভৃতি ভক্তগণের পূর্ব্ববর্ণিত লীলাযুক্ত শ্রীভগবানে সমাধি হইয়া থাকে। শান্তভক্তগণের লীলাশূন্য শ্রীভগবানে যে সমাধি হয়, তাহাই ১২।১২।৫২ শ্লোকে বলিতেছেন,—যে শ্রীশুকমুনি স্বসুখনিভৃতচেতাঃ অর্থাৎ আত্মারাম ছিলেন, "তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ" সেইআত্মারামতা জন্য পূর্ণকাম ছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের মন চুরিকরা লীলায় আকৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্মসমাধিতে চিত্ত রাখিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা বর্ণন প্রধান শ্রীমদ্ভাগবতকথা সকল মুনিসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন ॥২৭৯॥

অনন্তর যদি রুচি এবং সামর্থ্য থাকে, তবে শ্রীনামকীর্ত্তন ও স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবাও করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ স্মরণ সিদ্ধির জন্য সেবা করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরের উপদেশ ইহাই আছে যে,—"হে দেবর্ষে! ধ্যানরত যোগীগণ আমার তেমন সন্তোষ করিতে পারে না, আমাতে প্রেমসমাধিযুক্ত ভক্তিক্রিয়াতে আমার যেমন সন্তোষ হয়।" ক্রিয়ারূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ধ্যানকারীরও যোগ অর্থাৎ সমাধি হইয়া থাকে। পাদসেবায় পাদশব্দ ভক্তিতেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কেবল যে চরণেরই সেবা করিতে হইবে, শ্রীমুখ-করকমল প্রভৃতির সেবা করিতে হইবে না তাহা নহে, সর্ব্বাঙ্গেরই সেবা করিতে হইবে। যেমন "গুরুচরণা বদন্তি" বলিতে আদর ও মর্য্যাদা বিশেষের কথা বলা হয়, সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অতিশয় আদর ও মর্য্যাদার সহিত শ্রীচরণের সেবা করিতে হইবে। কালদেশ উচিত পরিচর্য্যার নাম সেবা। সেবারই অপর নাম পরিচর্য্যা। সেই সেবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২১।২৯ শ্লোকে শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিয়াছেন,—

যৎপাদ সেবাভিরুচি স্তপস্বিনা
মশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥

"হে নাথ! তোমার চরণারবিন্দ সেবা করিবার জন্য অভিলাষমাত্র হইলে, অর্থাৎ সেবা করে নাই, সেবা করিবার জন্য রুচির উদয় হইলে, সংসারতপ্ত মানবগণের অশেষ জন্মের সঞ্চিত চিত্তের মালিন্য অর্থাৎ বিষয়বাসনারাশিকে সত্বর বিনাশ করিয়া থাকে। যতটা পরিমাণে তোমার চরণসেবার জন্য রুচির উদয় হয়, ততটা পরিমাণে সংসার-বাসনা ক্ষয় করিয়া দেয়। এইটী তোমার চরণের অতুলনীয় মহিমাবিশেষ। তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিচয় করাইতে-ছেন। যেমন তোমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃতা শ্রীগঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন।" ॥২৮০॥

তথা,—ন কাময়েঽন্যং তবপাদসেবনাদকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্ বরং বিভো। আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ২৮১ ॥

অকিঞ্চনা মোক্ষপর্য্যন্তকামনারহিতাঃ। তত্র-হেতুঃ, ত্বামারাধ্য কস্ত্বামপবর্গদং সন্তং বৃণীত, অপবর্গ-দতয়াবির্ভবন্তং সমাশ্রয়েতেত্যর্থঃ। বরমিত্যব্যয়মীষৎ প্রিয়ে। বরমাত্মনো বন্ধনমেব বৃণীত। অনন্তরঞ্চাস্য তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ইত্যাদিবাক্যে নিরঞ্জনমিত্যাদি ॥ ২৮২ ॥

অত্র সেব্যপাদস্যৈব প্রাপ্তস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দত্বমেবাভিপ্রেতম্ ॥ ১০।৫১ ॥ মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৮২ ॥

সেই প্রকার শ্রীমুচুকুন্দ মহারাজ শ্রীভগবানকে ১০।৫১।৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন,—"হে প্রভো! যাঁহারা মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, এমন আকিঞ্চন জনে সতত যাহা প্রার্থনা করেন, এমন তোমার চরণারবিন্দ সেবা ভিন্ন আমি

অন্য বর প্রার্থনা করি না। হে হরে! কোন জন তোমাকে আরাধনা করিয়া, তুমি অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেও তোমাকে আশ্রয় করে? অর্থাৎ তোমার নিকট হইতে মুক্তি গ্রহণ করে? বরং আপনার বন্ধনই প্রার্থনা করিয়া থাকে, তথাপি মুক্তি প্রার্থনা করে না।" "বরং আত্মবন্ধনম্" এই দ্বিতীয় বরং পদটী বরণীয় (প্রার্থনীয়) অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। যেহেতু পূর্ব্বে একবার বরং পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বরং পদটী অব্যয়, ঈষৎ প্রিয় অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে, যে আত্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার চরণারবিন্দের সেবা লাভ করিতে পারা যায় না, সেই মুক্তি আর্য্যজন কখনও ইচ্ছা করে না। এইরূপ অর্থ না করিলে পর শ্লোকের সহিত ইহার সঙ্গতি রাখিতে পারা যায় না। ইহার পরবর্ত্তী "তস্মাদ্ বিসৃজ্যাশিষ" এই শ্লোকের অর্থ যথা,—আমি সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিরঞ্জন নির্গুণ জ্ঞপ্তিমাত্র অদ্বয় পরমপুরুষ তোমার শরণ লইতেছি ॥ ২৮১ ॥ ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে মুচুকুন্দ মহারাজ মুক্তি কামনা করিয়াছিলেন না। এস্থানে আরও একটী বুঝিবার বিষয় এই যে, যাঁহার চরণারবিন্দই মুখ্যসেব্য, এইরূপে নিজ গুহায় আবির্ভূত সেই পুরুষোত্তম যে সৎ চিৎ আনন্দঘন তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই না হইলে, মুক্তি পর্য্যন্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল চরণারবিন্দ সেবা প্রার্থনা করিবেন কেন? ॥ ২৮২ ॥

অথ পাদসেবায়াং শ্রীমূর্ত্তিদর্শনস্পর্শপরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দিরগঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়-তীর্থ-স্নান-গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ। তৎপরিকরপ্রায়ত্বাৎ। যাবজ্জীবং তন্মন্দিরাদিনিবাসস্তু শরণাপত্তাবন্তর্ভবতি। গঙ্গাদীনাং তৎস্থপ্রাণিবৃন্দানাঞ্চ পরমভাগবতত্বমেবেতি পক্ষে তু তৎসেবাদিকং মহৎসেবাদাবেব পর্য্যবস্যতি। ততো গঙ্গাদিষ্বপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ। অতএব শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাদিত্যত্র পুণ্যতীর্থশব্দোক্তস্য গঙ্গাদেঃ পৃথক্ কারণত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা তৃতীয়ে—যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূদিতি। শিবত্বং নাম হ্যত্র পরমসুখপ্রাপ্তিরিতি টীকাকৃন্মতম্। তাদৃশ সুখত্বঞ্চ ভক্তাবেব পর্য্যবসিতম্। তত ঊর্দ্ধং সুখান্তরাভাবাৎ। ব্রাহ্মে পুরুষোত্তমমুদ্দিশ্য—অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্। দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্। স্কান্দে—সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা। দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বে নরা নার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ ॥ পাদ্মে পাতালখণ্ডে—অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ আদিবরাহে তামুদ্দিশ্য, জন্মভূমিঃ প্রিয়া মমেতি। এষু চ স্বোপাসনাস্থানমধিকং সেব্যম্। শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণভগবত্ত্বাৎ তৎস্থানন্তু সর্ব্বেষামেব পূর্ণপুরুষার্থদং ভবেৎ। অতএবাদিবরাহে—মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্। মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়েতি ॥ তদেবং তুলসীসেবা চ সৎসেবায়ামন্তর্ভাব্যা; পরমভগবৎপ্রিয়ত্বাত্তস্যাঃ। যথা অগস্ত্যসংহিতায়াং গারুড়সংহিতায়াঞ্চ—বিষ্ণো স্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা। প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনীতি। স্কান্দে—রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসী কাননং বিনা। দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥ নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা। রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সম্প্রাপ্তঃ পরমং পদম্ ॥ স্কান্দ এব তুলসীস্তবে—তুলসীনামমাত্রেণ প্রীণাত্যসুরদর্পহেতি। তদেবং পাদসেবা ব্যাখ্যাতা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা গঙ্গাদিসেবা চ। অথার্চ্চনম্। তচ্চাগমোক্তাবাহনাদিক্রমকম্। তন্মার্গে শ্রদ্ধা চেদাশ্রিতমন্ত্রগুরুস্তং বিশেষতঃ পৃচ্ছেৎ। তথোদাহৃতম্—লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ ইত্যাদিনা। যদ্যপি

শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি; তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ; তথাপি শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষা-বিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব। দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎপাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥ অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥ ইত্যাগমাৎ। দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতিমন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সম্বন্ধবিশেষজ্ঞানঞ্চ। যথা শ্রীপাদ্মোত্তর-খণ্ডাদাবষ্টাক্ষরাদিকমধিকৃত্য বিবৃতমস্তি। যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষান্ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। যথোক্তং শ্রীবসুদেবং প্রতি মুনিভিঃ—অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ। যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষ ইতি। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চন-বৎ কেবলস্মরণাদিনিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা তৎসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালস্যত্বস্য বা প্রতিপাদকং। ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ। ততশ্চ যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ইত্যাদ্যুপদেশাদ্ ভ্রশ্যেৎ। কিঞ্চ গৃহস্থানাং পরিচর্য্যামার্গে দ্রব্য-সাধ্যতয়ার্চ্চনমার্গাদবিশেষেণ প্রাপ্তেঽপ্যর্চ্চনমার্গ-স্যৈব প্রাধান্যমত্যন্তবিধিসাপেক্ষত্বাত্তেষাম্। তথা গার্হস্থ্যধর্ম্মস্য দেবতাযাগস্য শাখাপল্লবাদিসেকস্থানী-য়স্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। অতঃ স্কান্দে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্—কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে। তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্য মভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতমিতি। দীক্ষিতানান্তু সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্॥ অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্নরকাণি ব্রজেন্নর ইত্যাদি। অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাগ্নেয়ে—পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ ভক্তিতো হরিং। শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেদিতি। যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ। ক্বচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি। তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—সাধারণং হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়ে ইতি। কিঞ্চাস্মিন্নর্চ্চনমার্গেঽবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়ঃ। ততঃ পূর্ব্বং দীক্ষা কর্ত্তব্যা। অথ শাস্ত্রীয়ং বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্। দীক্ষা যথাগমে দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহস্যাচ্চো-পনয়নাদনু॥ তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনা-দিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুত-মিতি। শাস্ত্রীয়বিধানঞ্চ যথা বিষ্ণুরহস্যে—অবি-জ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্। কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানত ইতি। ভক্ত্যা পরমাদরেণৈব শতভাগং প্রাপ্নোতি। অন্যথা তাবন্তমপিনেত্যর্থঃ। বিধৌ তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ানু-সার এবপ্রমাণম্। যতো বিষ্ণুরহস্যে—অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ॥ কৌর্ম্মে—সংপৃষ্ট্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্। চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ॥ বৈষ্ণব-তন্ত্রে—যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। নাস্তিভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েদিতি। তত্রাহ, এবং সদেত্যাদৌ, তন্নিষ্ঠ বিপ্রাভিহিতঃ শশাসহেতি॥ ২৮৩॥

অম্বরীষ ইতি প্রকরণলব্ধম্॥ ৯।৪॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৮৩॥

এই পাদসেবারূপ ভক্তির অঙ্গের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, শ্রীমূর্ত্তির পরিক্রমা, শ্রীমূর্ত্তির অনুব্রজ্যা (পশ্চাৎ

পশ্চাৎ গমন), ভগবন্মন্দির গমন, গঙ্গা, পুরুষোত্তম (শ্রীক্ষেত্র), দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধান্বিত যে সকল তীর্থ, সেই সকল তীর্থে স্নান এবং গমন প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত আছেন। যেহেতু এই সমুদয় অঙ্গগুলি পাদসেবারই পরিকরপ্রায়। যতদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভগবন্মন্দিরেই বাস করিবে, এই বাসরূপ ভক্তির অঙ্গটী শরণাপত্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পৃথকরূপে উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীগঙ্গা পুরুষোত্তম প্রভৃতি শ্রীভগবানের তীর্থ-সমুহ, এবং সেই সেই স্থানে যে সমস্ত প্রাণী বাস করেন, তাঁহারাও পরমভাগবত। এই পক্ষে কিন্তু তাঁহাদিগের সেবা প্রভৃতি মহতের সেবা প্রভৃতিতে পর্য্যবসান হয়। অর্থাৎ সেই সকল তীর্থের এবং তত্রত্য প্রাণীবৃন্দের সেবা মহৎসেবা মধ্যেই পর্য্যবসিত। যেহেতু তাঁহারা পরমভাগবত। অতএব গঙ্গা প্রভৃতিতেও ভক্তিলাভের কারণত্ব আছে। অতএব ১।২।১৬ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে, ব্যবহারিক কার্য্যব্যপদেশে পবিত্রতীর্থে গমন করিলে দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণরূপ সাধুসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। সেই সাধুসঙ্গ হইতে সাধুমুখরিত কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছার উদ্গম হইয়া থাকে। তৎপর বাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে মহতের সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। এবং সেই মহৎসেবা হইতে তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। এই শ্লোকে "পুণ্যতীর্থ নিষেবনাৎ" অর্থাৎ পবিত্রতীর্থ নিষেবন এই পুণ্যতীর্থপদে গঙ্গা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন সাধুসঙ্গ ভগবৎ ভক্তিলাভের একটী কারণ, তেমনই গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধান্বিত তীর্থও ভগবৎভক্তি লাভের একটী স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় তীর্থের সাধুসঙ্গলাভের সম্ভাবনারূপ হেতুত্ব আছে বলিয়া, তাহাদেরও ভক্তিলাভের প্রতি পৃথক্‌কারণত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে ৩।২৮।২২ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে—"যাঁহার চরণ হইতে নিঃসৃত নদীশ্রেষ্ঠ পরমপবিত্র শ্রীগঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীশিব শিব হইয়াছেন।" এস্থানে শিব শব্দে টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদের মতে পরমসুখপ্রাপ্তিই বুঝায়। সেই পরমসুখ প্রাপ্তিও ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেহেতু এই ভক্তি হইতে অধিক অন্য কোন সুখ নাই। শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ যে পরমভাগবত এবং ভগবদ্‌ভক্তির উদ্বোধক, তাহা ব্রহ্মপুরাণে শ্রীপুরুষোত্তম ধামকে উদ্দেশ্য করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,—অহো! শ্রীক্ষেত্রের কি কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! চারিদিকে দশযোজন পর্য্যন্ত ক্ষেত্র-বাসীদিগকে দেবগণ চতুর্বাহুরূপে দর্শন করেন। স্কন্দপুরাণে শ্রীদ্বারকাবাসীদিগের সম্বন্ধে উল্লেখ করা আছে,—সম্পূর্ণ এক বৎসর হউক, বা ছয়মাস হউক, বা একমাস হউক, অথবা মাসার্দ্ধ কাল হউক, যাঁহারা দ্বারকা বাস করেন, সেই সমস্ত নর-নারীগণ সকলেই চতুর্ভুজ। পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডে মথুরামণ্ডল সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—অহো! কি অদ্ভুত! বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরামণ্ডল ধন্যবাদার্হ। যেহেতু এই মথুরামণ্ডলে মাত্র একদিন বাস করিলেই শ্রীভগবৎ চরণে ভক্তির উদয় হয়। আদিবরাহেও এই মথুরাকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে,—আমার জন্মভূমি আমার অতিশয় প্রিয়। এই সকল পবিত্রতীর্থের মধ্যে নিজের উপাসনাস্থল অধিক সেব্য। অর্থাৎ বৈষ্ণবের বিষ্ণুক্ষেত্র, শৈবের শিবক্ষেত্র, এবং শাক্তের শক্তিক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভগবান বলিয়া তাঁহার স্থান অর্থাৎ মথুরামণ্ডল সকল-সাধকেরই পূর্ণ পুরুষার্থপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব আদি-বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে,—যেজন মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে বাসের জন্য আগ্রহযুক্ত হয়, সেইজন যথার্থ পারমার্থিকজ্ঞানে বিমূঢ় এবং আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে। অতএব পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে শ্রীতুলসী সেবাও সাধুসেবার মধ্যেই পরিগণিত। যেহেতু শ্রীতুলসী স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়া। অগস্ত্যসংহিতা ও গরুড়সংহিতায় যাহা উল্লেখ আছে, তাহাতে এইরূপই পাওয়া যায়,—ত্রিলোকনাথ বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্রের জনকাত্মজা সীতা যেমন প্রিয়া, সর্ব্বলোকের মুখ্য পবিত্রকারিণী তুলসীও তেমনই প্রিয়া। স্কন্দপুরাণের বাক্য যথা—দেবারাধ্য জগৎ-স্বামী তুলসীকানন বিনা অন্যত্র রতিবিধান করেন না, কলিকালে কিন্তু তুলসীকাননের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ প্রীতি। যে সকল মানব তুলসীবনবাটীকে দর্শন করে, এবং যাহারা বিধিপূর্ব্বক তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে, তাহারা পরমপদ

বৈকুণ্ঠে আরোহণ করে। স্কন্দপুরাণে তুলসীস্তবপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে,—অসুরদর্পহারী শ্রীহরি তুলসী নামমাত্রে পরম-প্রীতিলাভ করেন। পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে পাদসেবা ব্যাখ্যা করা হইল, প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গাদিসেবার কথাও ব্যাখ্যা করা হইল।

এখন অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সেই অর্চ্চনাঙ্গটী তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আবাহনাদি পূর্ব্বাঙ্গ নির্ব্বাহপূর্ব্বক উপচারসমূহের শ্রীভগবানে সমর্পণ করা। এই অর্চ্চনাঙ্গে যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক সেই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বিশেষ শুনিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে ১১।৩।৪৯ শ্লোকে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র নিমি-মহারাজকে বলিয়াছেন,—"আচার্য্য শ্রীদীক্ষাগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত শাস্ত্র-বিধি অনুসারে নিজের ইষ্টদেবতার পূজা করিবে।" যদ্যপি শ্রীমদ্ভাগবতমতে অর্চ্চনমার্গের পঞ্চরাত্রাদির মত অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নাই, যেহেতু অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিসাধন বিনাও শরণা-গতি প্রভৃতি ভক্তির কোন এক অঙ্গ দ্বারাই পুরুষপ্রয়োজন শ্রীভগবানে প্রেমলাভ করিতে পারা যায়, তথাপি শ্রীনারদ প্রভৃতি পূর্ব্ব মহাজনের পথ অনুসরণকারী সাধকগণের দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীগুরুচরণসম্পাদিত শ্রীভগবানের সহিত দাস্যাদি কোন এক সম্বন্ধ বিশেষ স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলে অর্চ্চন অবশ্য করিতে হইবে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, কীর্ত্তন, পাদসেবা প্রভৃতি ভক্তি অঙ্গের যেমন অবশ্যকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ না করিলেই হইবে না, বলিয়া অনেক দোষ উদ্গার করিয়াছেন, সেইরূপ অর্চ্চনাঙ্গভক্তির কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু না করিলে প্রত্যবায় হইবে এই প্রকার বলেন নাই। কারণ অর্চ্চনাঙ্গভক্তি বিনাও শ্রবণকীর্ত্তনাদি কোন একটী অঙ্গের সাধনের দ্বারা প্রেমলাভ করিতে পারা যায়, এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন শ্রীনারদ প্রভৃতি যেমন শ্রীগুরুচরণ হইতে দীক্ষাগ্রহণাদি করিয়াছেন, এবং নিজ ইষ্টদেবের পূজা করিয়াছেন। সেই সকল মহাপুরুষগণের আচরণ যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করতঃ ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিবেন। কারণ দীক্ষাগ্রহণ ভিন্ন শ্রীভগবানের সহিত দাস্যাদি বিশেষ সম্বন্ধের উদ্বোধন হয় না। অথচ সেই সম্বন্ধটী শ্রীগুরুচরণই স্ফুরণ করিয়া দেন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ না করিলে, শরণাগতি প্রভৃতি ভক্তি অঙ্গ সাধনের দ্বারা শ্রীভগবান আমার আরাধ্য, (আমি তাঁহার আরাধক) এইরূপ একটা সামান্য সম্বন্ধের উদ্বোধন হয় বটে, কিন্তু দাস্যাদি বিশেষ সম্বন্ধের উদ্বোধন হয় না। মানবের জন্ম দুইপ্রকারে হইয়া থাকে, এক ব্যবহারিক, অপর পারমার্থিক। তন্মধ্যে বিন্দু হইতে যে জন্ম হয়, তাহা ব্যবহারিক, আর নাদ অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্র দীক্ষা হইতে যে জন্ম হয় তাহা পারমার্থিক। পিতা পিতামহ ক্রমে শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ প্রভৃতির সহিত যেমন একটা সম্বন্ধ হয়, এবং তজ্জন্য তাহাতে একটা আবেশ থাকে, তেমনই গুরু পরম গুরুক্রমে শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিশেষের উদ্বোধন দীক্ষা গ্রহণের দ্বারাই হইয়া থাকে। যাহারা ভগবানের সহিত সেই দাস্যাদি বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অর্চ্চন করাও অবশ্যকর্ত্তব্য। আগমশাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে,—"ভগবন্মন্ত্র যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান দান করে, এবং নিখিলপাপের সম্যক্ ক্ষয় করে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলে। অতএব শ্রীগুরু-দেবকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া, যথাবিধি দীক্ষাপূর্ব্বক বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে।" এস্থলে দিব্যজ্ঞান শব্দে শক্তিযুক্ত মন্ত্রের এবং সেই মন্ত্রদেবতা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশেষের জ্ঞানরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড প্রভৃতিতে অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র বিষয়ে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দিব্যজ্ঞান শব্দে পূর্ব্ববর্ণিত অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা সম্পত্তিমান গৃহস্থ, তাহাদের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গই মুখ্য। এই বিষয়ে ১০।৮৪।৩৭ শ্লোকে শ্রীমুনিগণ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"হে বসুদেব! যাহাদের দুইবার জন্ম আছে, এমন গৃহস্থদের পবিত্রভাবে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা নিষ্কামভাবে পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে অর্চ্চন করাই মঙ্গলময় পন্থা।" সম্পত্তিমান গৃহস্থ শ্রীভগবানের অর্চ্চন না করিয়া, নিষ্কিঞ্চনের মত কেবল

স্মরণ নিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য দোষ উপস্থিত হয়। নিজে না করিয়া অন্যের দ্বারা অর্চ্চন করাইলে নিজের ব্যবহার নিষ্ঠত্ব, অথবা আলস্যের প্রতিপাদক হয়। অর্থাৎ নিজে যে ব্যবহার কার্য্যে আসক্ত, অথবা অত্যন্ত অলস ইহাই বুঝায়। অতএব তাহার অর্চ্চনমার্গে যে শ্রদ্ধা নাই, তাহাই বুঝায় বলিয়া অন্যদ্বারা অর্চ্চন করান অত্যন্ত হীনতার পরিচায়ক। অকপটভাবে ইষ্টপ্রখ্যানুকূলবৃত্তি অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে অর্চ্চন করিবার যে উপদেশ ভগবান্ করিয়াছেন, সে উপদেশ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। পরিচর্য্যামার্গ যেমন দ্রব্যসাধ্য, অর্চ্চনমার্গও তেমনই দ্রব্যসাধ্য বলিয়া পরিচর্য্যামার্গ হইতে অর্চ্চন-মার্গের পার্থক্য না থাকিলেও গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গেরই প্রাধান্য। যেহেতু গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত বিধির অপেক্ষা আছে। এস্থলের অভিপ্রায় এই যে গৃহস্থের দেহাদিসম্বন্ধে বিবিধ কদর্য্যশীল হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহারা বিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না থাকিলে উচ্ছৃলভাব আসিবার বিশেষ আশঙ্কা। বিধির অধীন হইয়া চলিলে যাহাতাহা করিতে পারে না। অর্চ্চনটী না করিয়া পানভোজন করিতে পারিবে না, এইরূপ একটা শাসনের অধীন থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহস্থ-আশ্রমে আছেন, তাঁহাদের দেবতা উদ্দেশ্যে দ্রব্য-ত্যাগেও যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নানাদেবতা অর্চ্চন শাখাপল্লবে জলসিঞ্চনস্থানীয়। নিজ ইষ্টদেবের অর্চ্চন মূলে জলসেকস্থানীয়। অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চন করিলে শাখাপল্লবাদির তৃপ্তি যেমন স্বতঃই হইয়া থাকে, তেমনই সর্ব্বদেবতার মূলস্থানীয় শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিলেই, শাখাপল্লবস্থানীয় অন্য দেবতাগণের যাগ করা হয়। দেবতা উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ না করিয়া কেবল স্ত্রীপুত্রের ভোগবিলাসে অর্থব্যয় করিলে, মহাপাতক হইয়া থাকে। অতএব গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন না করা মহানদোষ। অতএব স্কন্দপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে পাওয়া যায়,—যাহার গৃহে কেশবের অর্চ্চনা (শ্রীমূর্ত্তিপূজা) নাই, তাহার অন্ন অখাদ্যের মত বুঝিয়া ভোজন করিবে না। বিশেষতঃ যাহারা শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি গৃহস্থই হউন অথবা উদাসীনই হউন কিম্বা ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থই হউন, সকলেরই অবিশেষে নিজ ইষ্টপূজা না করিলে নরকপাতের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লেখ আছে,—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মানব এককাল দ্বিকাল অথবা ত্রিকাল শ্রীহরিকে পূজা করিবে। শ্রীহরির পূজা না করিয়া ভোজন করিলে বিবিধ নরকে গমন করিতে হয়। অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে,—যে জন পূজা করিতে অসক্ত বা অযোগ্য, সে জন শ্রীবিষ্ণুর পূজা হইলে অথবা পূজা করিবার সময় ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দর্শন ও অনুমোদন করিলে, পূজাফল লাভ করিয়া থাকে। মূল শ্লোকে "যোগফলং লভেৎ" এইরূপ উল্লেখ আছে। তাহাতে যোগশব্দের অর্থ নারদপঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত ক্রিয়াযোগ অর্থই বুঝিতে হইবে। কোন কোন স্থলে মানসপূজারও ব্যবস্থা আছে। মানবমাত্রের পক্ষে সাধারণ ভাবে মানসপূজাই প্রিয়। এই অর্চ্চনামার্গে অত্যন্তই বিধির অপেক্ষা আছে। অতএব প্রথমতঃ দীক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তৎপর শ্রীগুরুচরণের নিকষ্ট হইতে শাস্ত্রীয় অর্চ্চনের বিধান শিক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই অর্চ্চনমার্গে নিজের মনগড়া কিছু করা উচিত নহে। দীক্ষাগ্রহণের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখ আছে,—"অনুপনীত দ্বিজগণের যেমন বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার হয় না, উপনয়নের পর অধিকার জন্মিয়া থাকে, তেমনই অদীক্ষিত মানবের মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই! অতএব নিজকে শিবসংস্তুত করিবে। অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ করিবে।" এই হইল দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্ণয়।

এইক্ষণ সেই গুরুচরণের নিকট হইতে অর্চ্চনের বিধি শিক্ষা করিয়া যে অর্চ্চন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই বিষ্ণু-রহস্যের বাক্যদ্বারা নির্ণয় করিতেছেন,—যে জন শ্রীগুরুচরণ হইতে অর্চ্চনবিধি না জানিয়া শ্রীহরিপূজাবিধির ক্রিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করে, সে জন বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহার শতভাগের একভাগ ফললাভ করিয়া থাকে। তাহাও যদি ভক্তি অর্থাৎ পরমাদরের সহিত করে, তাহা হইলেই শতভাগের একভাগ ফললাভ হইবে। পরমাদরে পূজা না করিলে তাহাও হইবে না। 'অর্চ্চন-বিধিতেও কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনুসারেই বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ শাস্ত্রে বহুপ্রকার বিধি থাকিলেও বৈষ্ণবসম্প্রদায় যে বিধিতে অর্চ্চন করিয়া থাকেন, সেইরূপেই করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে অর্চ্চনমার্গের বহুপ্রকার ব্যবস্থা আছে, যাহা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অনুমোদিত নহে। যেহেতু বিষ্ণুরহস্যে উল্লেখ আছে, মন বাক্য কায়িক কর্ম্মে যাঁহারা সর্ব্বদা বিষ্ণুকে অর্চ্চন করেন তাঁহাদেরই বচন গ্রাহ্য। যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণুসম। কূর্ম্মপুরাণে উল্লেখ আছে,—বিষ্ণুভক্তিশাস্ত্রবিশারদ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাঁহারা সদাচারপরায়ণ হইয়া ব্রতাদি আচরণ করেন, তাঁহাদের বাক্যই যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াই আচরণ করিবে। বৈষ্ণবতন্ত্রে উল্লেখ আছে,—যাঁহাদের শ্রীগুরুতে জপ্যমন্ত্রে এবং পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি নাই, তাহাদের বচন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে "অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং" এই বিষ্ণুরহস্যে উল্লিখিত সর্ব্বদা যাঁহারা বিষ্ণুপূজা করেন, এ সদা শব্দের 'ষষ্টীদণ্ড দিবারাত্র অর্চ্চন করেন' এ প্রকার তাৎপর্য্য নহে। যে জন অর্চ্চননিষ্ঠ, এবম্ভূত ভক্তের বাক্য প্রতিপালন করিবে, এই অভিপ্রায়েই সদা শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেহেতু নবমস্কন্ধে অম্বরীষচরিত্রে উল্লেখ আছে, "তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ" অর্থাৎ ভক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। অতএব সদা শব্দের অর্থে অর্চ্চননিষ্ঠাই বুঝিতে হইবে ॥ ২৮৩ ॥

ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ—শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্য-শীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ সঙ্কোচী-করণায় শ্রীমদ্ ঋষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদু-ল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসমঞ্জসমিতি তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি। যথা শ্রীরামচন্দ্রমুদ্দিশ্য রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥ বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা ইতি। এবং সাধ্যত্বাদিপরী-ক্ষানপেক্ষা চ ক্বচিৎ শ্রূয়তে। যথোক্তং মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায়াং—সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপিস্যুর্বৈষ্ণবা-নারসিংহকাঃ। সাধ্যসিদ্ধসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জ্জিতা ইতি। তন্ত্রান্তরেনৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রণবস্য চ। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েদিতি। সনৎকুমারসংহিতায়াম্—সাধ্যঃ সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ অরিশ্চৈব চ নারদ। গোপালেষু ন বোদ্ধব্যঃ স্বপ্রকাশো যতঃ স্মৃতঃ॥ অন্যত্র। সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু। দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং প্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষ ইত্যাদি। মর্য্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে—শ্রুতিস্মৃতিপুরা-ণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি-রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ইত্থমেবাভিপ্রেতম্ শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে—অস্মিল্লোকেঽথবামুস্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। দৃষ্টা যোগাঃ প্রমুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে॥ তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপায়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥ তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনরিতি॥ অত-এবোক্তং পাদ্মে শ্রীনারায়ণ নারদ-সংবাদে—মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি বিধিবদ্ ঋষে। তস্যান্তরায়াঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবন্ত্যভয়ো হি স ইতি। তদেতদর্চ্চনং দ্বিবিধং কেবলং কর্ম্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্ব্বং নির-পেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং দর্শিতমাবির্হোত্রেণ, য আশু হৃদয়গ্রন্থি মিত্যাদৌ। উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন—যদা

যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতামিতি। অত্র শ্রীমদগস্ত্য-সংহিতা চ—যথা বিধিনিষেধৌ চ মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ। তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকমিতি। উত্তরং ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বত্ত্বাযাদৃচ্ছিকভক্ত্যনুষ্ঠানবত্ত্বাদিলক্ষণলক্ষিতশ্রদ্ধানাং তথা তদ্বৈপরীত্যলক্ষিতশ্রদ্ধানামপি প্রতিষ্ঠিতানাং তদ্ভক্তিবার্ত্তানভিজ্ঞবুদ্ধিষু সাধারণবৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানলোপোঽপি মাভূদিতি লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দর্শিতম্। যথা—ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্যেত্যাদৌ সন্ধ্যোপাস্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে। পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনীমিত্যাদি ॥ ২৮৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১১।২৭ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ২৮৪ ॥

এইক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভগবানের মন্ত্র সকল শ্রীভগবানের নামাত্মক। তন্মধ্যে বিশেষভাবে নমঃ স্বাহা স্বধা প্রভৃতি শব্দে বিভূষিত। যেমন শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা ইত্যাদি। শ্রীভগবান ও শক্তিযুক্ত ঋষি প্রভৃতি সেই সেই মন্ত্রে শক্তিবিশেষ সমর্পণ করিয়াছেন। এবং শ্রীভগবানের সহিত দাস্য, সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদক। তন্মধ্যে কেবল শ্রীভগবানের যে সকল নাম আছেন, তাঁহারা স্বাহা-স্বধা প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত না হইয়াও, এবং শ্রীভগবান ও মহানুভব ঋষিগণকর্ত্তৃক অর্পিত শক্তিবিশেষের অপেক্ষা না করিয়াও পরমপুরুষার্থ ভগবৎচরণারবিন্দে প্রেমফল পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ। অতএব সেই নাম হইতে মন্ত্রে অধিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, কেন মন্ত্র দীক্ষাপ্রভৃতির অপেক্ষা করেন ? কারণ পদ্যাবলীগ্রন্থে শ্রীলক্ষ্মীধর কবির কৃত শ্লোকে দেখা যায়,—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষ্যতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনামই যাঁহার স্বরূপ এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র উচ্চারণকারীজনের জিহ্বাকে স্পর্শ করিবার সমকালেই নিজফল প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। অর্থাৎ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই জনের হৃদয়স্থিত অখিল দুর্ব্বাসনা নাশ করিয়া নিজফল যে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম, তাহা আবির্ভাব করিয়া থাকেন। এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণনামকেই মন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্রে কৃতচেতা অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরও আকর্ষণীবিদ্যাস্বরূপ। এবং ইহা অতিমহান্ পাপসকলের অর্থাৎ অতিপাতক মহাপাতক প্রভৃতি পাতকসকলের, এবং প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ও অপ্রারব্ধ অর্থাৎ যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভোগ করাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, এবম্ভূত পাপসকলের ধ্বংস করিয়া দেয়। এই শ্রীকৃষ্ণনাম আচণ্ডাল সকল মানবের পক্ষেই সুখলভ্য। এস্থলে আচণ্ডাল পদে যে "আ" উপসর্গ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা অভিবিধি অর্থে অর্থাৎ চাণ্ডাল প্রভৃতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বহির্ভূত জাতিবিশিষ্ট মানবও এই শ্রীনামগ্রহণে অধিকারী ইহাই বুঝাইতেছে। তবে মানবের মধ্যে যাহারা মূক অর্থাৎ বাক্‌শক্তিরহিত তাহারাই উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে মূক (বোবা) ব্যক্তি যদিও শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তথাপি যদি শ্রবণশক্তি থাকে, তবে নামশ্রবণে অথবা স্মরণের দ্বারাও কৃতার্থ হইতে পারিবে। অতএব শ্রীনামে যে অধিকারীগত কোন বিচার নাই, ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্য। এই শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তিসম্পত্তিকে বশীভূত করিয়া দেয়। যেমন মণিমন্ত্রদ্বারা বশীভূতজীব, বশীভূতকারীজন তাহার উপর বিরক্ত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ নামউচ্চারণকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকিলেও, মুক্তিসম্পত্তি আপনা হইতেই তাঁহাদের করতলগত হইয়া যায়। অর্থাৎ ভক্তগণের যদিও মুক্তিলাভের জন্য হৃদয়ে কোন স্বতন্ত্র লালসা থাকে না, কিম্বা যদিও তাঁহারা তজ্জন্য মুক্তিসাধক কোন সাধনের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করেন না, তথাপি ভক্তিসাধনের বলে ভক্তের অনুসন্ধানেও মুক্তি তাহার অধীন হইয়া পড়ে। এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্র অন্য মন্ত্রাদির মত দীক্ষাবিধি, সেই মন্ত্রবিধি পরিপূরণের জন্য দক্ষিণা, এবং সেই মন্ত্রের চৈতন্যসম্পাদনের

জন্য অন্য মন্ত্রের মত পুরশ্চরণের বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা করে না। এস্থলের একটী বুঝিবার বিষয় এই যে তন্ত্রোক্ত অন্য মন্ত্রের যেমন আকর্ষণ, উচ্চাটন, প্রমথন, প্রক্ষোভন, বশীকরণ ও মারণ, এই ছয়প্রকার শক্তি আছে, এই শ্রীকৃষ্ণনামেরও সেই ছয়প্রকার শক্তি দেখা যায়। জীবন্মুক্তের আকর্ষণকারী বলিয়া আকর্ষণ, পাপসকলের সম্বন্ধে উচ্চাটন, প্রমথন, প্রক্ষোভন, এবং সংসারবন্ধন ধ্বংসপূর্ব্বক মুক্তিকে বশীভূত করে বলিয়া মারণ ও বশীকরণ এই ছয়প্রকার শক্তিই শ্রীনামে আছে। এই শ্লোকে ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রীনাম দীক্ষাপুরশ্চরণ প্রভৃতি কোন বিধিরই অপেক্ষা না করিয়া নিজফল শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি নিজ আশ্রিতজনকে প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি শ্রীনামই নিরপেক্ষভাবে ফলপ্রদ হয়েন, তবে তাহাহইতেও অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষাদির অপেক্ষা কেন ?

শ্রীগোস্বামীপাদ বলেন, এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি। যদ্যপি মন্ত্রের স্বরূপসামর্থ্য বিচার করিলে দীক্ষাগ্রহণের অপেক্ষা নাই বটে, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধে প্রায়শঃ স্বাভাবিক কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব এবং চিত্তের বিক্ষেপ সঙ্কোচ করিবার জন্য, সেই সেই মহানুভব ঋষিপ্রভৃতি এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন মন্ত্রে কোন কোন মর্য্যাদা (নিয়ম) স্থাপন করিয়াছেন। অতএব সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ করেন। অতএব মন্ত্রস্বরূপ বিচারে দীক্ষাগ্রহণের অপেক্ষা নাই, অথচ ঋষিগণ এই অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিয়ম করিয়াছেন। তাহা হইলে স্বরূপবিচারে দীক্ষাগ্রহণ নাই, এবং কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবের পক্ষে মহানুভব ঋষিগণের ব্যবস্থা মত দীক্ষাগ্রহণের কর্ত্তব্যতা আছে। এ দুইই সমঞ্জস। পরমশক্তিপূর্ণ মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের অপেক্ষা নাই, এই বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবমন্ত্রের মধ্যেও রামমন্ত্র অধিক ফলপ্রদ, গাণপত্য প্রভৃতি মন্ত্র হইতে কোটি কোটি গুণ অধিক ফলদায়ী। হে বিপ্রেন্দ্র! দীক্ষাগ্রহণ বিনাও এবং পুরশ্চর্য্যাবিধি বিনাও ও ন্যাসবিধি বিনাও জপমাত্রে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। আবার কোনও কোনও মন্ত্রে সাধ্যসিদ্ধ প্রভৃতি পরীক্ষার অপেক্ষা নাই, ইহাও শুনা যায়। যেমন মন্ত্রদেবপ্রকাশিকাতে উল্লেখ করা আছে,—সূর্য্যবিষয়ে যে সকল মন্ত্র এবং যে সকল বৈষ্ণবমন্ত্র নরসিংহপ্রতিপাদক, সেই সকল মন্ত্র সাধ্যসিদ্ধ সুসিদ্ধ ও অরি বিচার নাই। তন্ত্রান্তরে দেখা যায়, নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহদেবের স্বয়ং প্রকাশ প্রণবের এবং বেদোক্ত মন্ত্রের সিদ্ধ প্রভৃতি শোধন করিতে হয় না। সনৎকুমার সংহিতাতেও উল্লেখ আছে, গোপালদৈবতাক অর্থাৎ যে সকল মন্ত্রের দেবতা শ্রীগোপাল, সেই সকল মন্ত্রের সাধ্য, সুসিদ্ধ, সিদ্ধ, অরি বিচার নাই। যেহেতু শ্রীগোপাল মন্ত্র স্বপ্রকাশ। অন্যত্র দেখা যায়,—গোপালমন্ত্র সর্ব্ববর্ণে সর্ব্ব আশ্রমে সর্ব্ব নারীতে এবং নানাপ্রকার জন্মনক্ষত্রে পূর্ব্বেই অভিবাঞ্ছিত ফলপ্রদ। অর্থাৎ জপাদি করিয়া ফলপ্রদান করেন না, জপ সমাপ্তির পূর্ব্বেই ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। এই হইল কোন কোনও মন্ত্রে কোন কোনও বিষয়ে দীক্ষা প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। এখন ঋষিগণ কোন কোনও মর্য্যাদা (নিয়ম) ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন। যথা ব্রহ্মযামলে,—শ্রুতিস্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির এবং পঞ্চরাত্রের বিধি পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তি বিঘ্নই উৎপাদন করিয়া থাকে! এই বিষয়ে ৪।১৮।৩ শ্লোকে পৃথিবী দেবী পৃথু মহারাজকে কহিয়াছিলেন,—"হে রাজন! এই ব্যবহারজগতে এবং ইহলোকের জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ মানবমাত্রের কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য কৃষ্যাদি বিবিধ উপায় এবং পরলোকের জন্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি উপায় উল্লেখ করিয়াছেন, এবং নিজেরা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মহাজনগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বদর্শিত উপায় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করে, সে জন অক্লেশে ফললাভে ধন্য হইয়া থাকে। আর যে মূর্খ সেই ঋষিগণ প্রদর্শিত উপায় অনাদর করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিবলে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া থাকে, এবং বারংবার অনুষ্ঠিত কর্ম্মও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়ে।" অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণ নারদ-সংবাদে উল্লেখ আছে,—"হে ঋষি! যে জন আমাতে ভক্তিমান হইয়া বিধিপূর্ব্বক আমার শ্রীমূর্ত্তিতে পূজা করে,

তাহার স্বপ্নেও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যেহেতু সেই ভক্ত সর্ব্বপ্রকারে নির্ভয়।" এই সকল প্রমাণ উল্লেখ করিয়া জানাইলেন, যদ্যপি কোন কোনও শাস্ত্রে কোন কোনও মন্ত্রে দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই বলিয়া মন্ত্রমাহাত্ম্য উল্লেখ করা আছে, তথাপি মহানুভব ঋষিগণ দীক্ষা গ্রহণ বিনা কোনও মন্ত্র ফলপ্রদ হইবে না, এইরূপ যে বিধি করিয়াছেন এবং সেই সকল ঋষিগণ যথাবিধি শ্রীগুরুপদাশ্রয় পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রাদি জপ ও পুরশ্চর্য্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। সেই সকল মহতের দীক্ষা গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপ বিধি এবং দীক্ষাগুরুর চরণাশ্রয়রূপ মহতের আচরণ লঙ্ঘন করিয়া নিজ বুদ্ধিপূর্ব্বক জপ অর্চ্চনাদি সাধন অনুষ্ঠান করিলে, ফলে তো বঞ্চিত হইবেই, অনুষ্ঠানও বহুল বিঘ্নে বাধিত হইবে। এই পূর্ব্ববর্ণিত অর্চ্চন দুই প্রকার। এক কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অপর কর্ম্মমিশ্র। তন্মধ্যে যাহারা নিরপেক্ষ এবং শ্রীভগবৎভক্তি অঙ্গে বিশ্বাসযুক্ত, তাহাদের সম্বন্ধে অর্চ্চনের প্রকার আবির্হোত্র যোগীন্দ্র ১১।৩।৪৮ শ্লোকে দেখাইয়াছেন,—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

"যে জন সত্বর দেহাদিঅতিরিক্ত জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার বন্ধন নিঃশেষরূপে ছেদনের ইচ্ছা করেন, সে জন বৈদিকবিধির সহিত মিলাইয়া তন্ত্রোক্তবিধি-অনুসারে নিজ অভীষ্ট কেশবদেবকে অর্চ্চন করিবে।" এই প্রকরণে উক্ত ক্রম-অনুসারে অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—"নিজহৃদয়ে চিন্তিত ভগবান যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, সেইজন লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি ত্যাগ করে।" এ বিষয়ে অর্থাৎ বেদবিধি ও লোকাপেক্ষা ত্যাগ বিষয়ে শ্রীঅগস্ত্যসংহিতাতে উল্লেখ আছে,—যেমন জীবন্মুক্ত-পুরুষের নিকটে বিধি ও নিষেধ উপস্থিত হইতে পারে না, তেমনই যে জন বিধিপূর্ব্বক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করে, কর্ম্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহাদের অতিশয় ব্যবহারিকচেষ্টা আছে, অথচ যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ পিতা পিতামহক্রমে শ্রীশালগ্রামচক্রাদির অর্চ্চন যেমন দেখিয়াছে, তেমনইভাবে শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা অর্চ্চন করেন, সেই সকল লৌকিক শ্রদ্ধাবানজন, এবং যাঁহাদের যথার্থই শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনের দৃঢ়বিশ্বাস উদয় হইয়াছে, এমন ভক্তিঅঙ্গে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভগবৎ-ভক্তিবার্ত্তায় অনভিজ্ঞ মানবসমাজের সাধারণ বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানও লোপ না হয়, এইভাবে লোকসংগ্রহপর গৃহস্থভক্তগণও কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনে অধিকারী। ইহার সারার্থ এই যে, যাঁহারা ভক্তিঅঙ্গে দৃঢ়নিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই, কেবল লোকপরম্পরা অনুসারে অর্চ্চনাদি করেন, এবং যাঁহারা ভক্তিঅঙ্গে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা আচরণ সাধারণজন অনুকরণ করে, এমৎ লব্ধপ্রতিষ্ঠ গৃহস্থভক্ত ও লোকসংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ যাহারা ভক্তির মহিমা জানে না, এমন সাধারণ লোকেরও ভক্তিকর্ম্ম লোপ না হয়, এইপ্রকার অভিপ্রায় যাঁহারা হৃদয়ে রাখেন, তাঁহারাও কর্ম্মমিশ্রা অর্চ্চন অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীভগবান শ্রীমান উদ্ধবমহাশয়কে ১১।২৭।৬ হইতে ১১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব! এই পূজাবিধি অনন্ত। ইহার শাস্ত্র হইতে বিধিরও অনুষ্ঠানের অবধি নাই। আমি তোমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সংক্ষেপে বর্ণন করিব। সেই পূজাবিধি তিনপ্রকার। এক বৈদিক, অপর তান্ত্রিক, অন্য বৈদিক-মিশ্রিত তান্ত্রিক। তন্মধ্যে যে অর্চ্চনে মন্ত্রটীও বৈদিক, পূজার অঙ্গগুলিও বৈদিক, তাহার নাম বৈদিক অর্চ্চন। এই প্রকার তান্ত্রিক সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। মিশ্র অষ্টাক্ষরাদি। এই তিনের মধ্যে যাহার যে বিধিটী অভীপ্সিত হইবে, সেই বিধি-অনুসারে আমাকে পূজা করিবে। যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিক পূজা করিবে, তখন গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম একাদশ, অথবা দ্বাদশ বর্ষকালে নিজের অধিকার অনুরূপে বেদোক্ত দ্বিজ অর্থাৎ উপনীত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে আমাকে যেমনভাবে অর্চ্চন করিবে, তাহার কথা শুন। প্রতিমা, স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য্য, জল অথবা নিজ হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া দ্রব্যদ্বারা অকপটে নিজগুরুরূপী আমাকে পূজা করিবে। নিজ দেহশুদ্ধির জন্য দন্তধাবনপূর্ব্বক বৈদিক-তান্ত্রিক মিশ্রমন্ত্রের দ্বারা এবং মৃত্তিকা গ্রহণাদির দ্বারা স্নান করিবে। তৎপর সন্ধ্যা-উপাসনাদি কর্ম্ম, যাহা আমি বেদদ্বারা বিহিত করিয়াছি, সেই সমুদয়

কর্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার পূজা করিবে। কিন্তু ঐ অর্চ্চনে আমার সন্তোষ রূপ সঙ্কল্প রাখিবে অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া অর্চ্চন করিবে। তবেই কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছেদন হইবে।" কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন অঙ্গের এই প্রকার ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। ২৮৪ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চৈবমেব শ্রীনারায়ণবাক্যম্ শ্রাদ্ধকথনারম্ভে নাচরেদ্ যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকম্-ধর্ম্মমগ্রতঃ। উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ। বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্ব্বৈর্লোকাচারো যথা স্থিতঃ। আদেহপাতাদ্ যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নত ইতি। এতেষাঞ্চ দ্বিবিধা কর্ম্মব্যবস্থা। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ, অন্তর্য্যামিশ্রীভগবদ্দৃষ্ট্যৈব সর্ব্বারাধনং বিহিতং, বিষ্ণুযামলাদৌ তু, বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেনযষ্টব্যং দেবতা-ন্তরমিত্যাদিপ্রকারেণ বিহিত মিতি। যে তু তত্র শ্রীভগবৎ পীঠাবরণপূজায়াং গণেশদুর্গাদ্যাবর্ত্তন্তে, তে হি বিষ্বক্সেনাদিবৎ ভগবতোনিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা যে পরে মায়াশক্ত্যাত্মকা-গণেশদুর্গাদ্যাস্তে তু-ন ভবন্তি। ন যত্র মায়া কিমুতাপর ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ। ততো ভগবৎস্বরূপ ভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে। যত এব চ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-ভূতে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবচ্ছক্ত্যাত্মকস্বরূপভূতশক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষ্বপি দৃশ্যতে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতি-রাত্মনঃ। দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ॥ ইতি। অতএব শ্রীভগবদভেদেনোক্তং গৌতমীয়-কল্পে—যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গাস্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব স ইতি। ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতেত্যাদি-কস্তু বিরাট্ পুরুষমহাপুরুষয়োরিব কেষাঞ্চিদভেদো-পাসনাবিবক্ষয়ৈবোক্তং। সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণ সেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে নতুঃ সেবাধিষ্ঠাত্রী। মায়াতীতবৈকুণ্ঠাবরণকথনে যথোক্তং পাদ্মোত্তর-খণ্ডে—সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গা বিষ্বক্সেন গজাননাঃ। শঙ্খ-পদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্ ॥ ঐন্দ্রকাগ্নেয়-যাম্যানি নৈঋতং বারুণং তথা। বায়ব্যং সৌম্য-মৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥ সাধ্যা মরুদ্গণা-শ্চৈব বিশ্বেদেবা স্তথৈব চ। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ ॥ তে বৈ প্রাকৃত-নাকেঽস্মিন্ন নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ। তেঽনাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিরিতি। কিঞ্চ ভগ-বদংশরূপা এব তে। যথোক্তং ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরষড়ঙ্গাদিদেবতাভেদকথনারম্ভে—সর্ব্বত্র দেবদেবোঽসৌ গোপবেশধরো হরিঃ। কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিত ইতি। অতোনামমাত্রসাধারণ্যেনানন্যভক্তৈর্নভেতব্যম্। কিন্তু ভাগবতনিত্যবৈকুণ্ঠসেবকত্বাদ্বিষ্বক্সেনাদিবৎ সৎ-কার্য্যা এব তে। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুক ইত্যাদৌ অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু য ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনেন তদসৎকারে দোষ-শ্রবণাৎ। অতস্তানেবোদ্দিশ্যাহ—দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্। স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ২৮৫ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ড এব চ—তস্মাদবৈদিকানাঞ্চ দেবানামার্চ্চনং ত্যজেৎ। স্বতন্ত্রপূজনং যচ্চ বৈদিকানামপিত্যজেৎ অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্। তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরি-তোঽর্চ্চয়েৎ। হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ। হোমশ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেনৈব বৈষ্ণব ইত্যাদি ॥ ১১।২৭ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ২৮৫ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রাদ্ধকথন আরম্ভে শ্রীনারায়ণের বাক্যও এই প্রকারই দেখা যায়। যে জন সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াও অগ্রে লৌকিকধর্ম্ম আচরণ না করে, নানাপ্রকার উপদ্রবহেতু তাঁহার ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিয়া থাকে। যাহারা ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই লোকাচার যেমন আছে, দেহপাত পর্য্যন্ত তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করিবেন। এই কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনকারীগণের কর্ম্মব্যবস্থা দুই প্রকার। প্রথম অন্তর্য্যামী শ্রীভগবদ্ দৃষ্টিতেই সকলের আরাধনা করা কর্ত্তব্য, নারদপঞ্চরাত্রাদিতে এই প্রকার ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণুযামল প্রভৃতিতে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে কিন্তু বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই পিতৃলোক প্রভৃতির তর্পণ করা কর্ত্তব্য, আর বিষ্ণুনিবেদিত অন্নের দ্বারাই দেবতাগণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য, এই প্রকার বিধান করিয়াছেন। পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধিই বলবান। শ্রীভগবৎপীঠ-আবরণ পূজাতে কিন্তু যে সকল গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবতান্তর আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষক্ সেনানির মত ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ সেবক। অতএব সেই গণেশ দুর্গা প্রভৃতি মায়াশক্তিস্বরূপ হইতে পারেন না। যেহেতু বৈকুণ্ঠস্বরূপ বর্ণনে ২।৯।১০ শ্লোকে উল্লেখ আছেন,—"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়া নাই, এবং মায়াশক্তির কার্য্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ নাই। অতএব মায়িক শিবদুর্গাদিও তথার নাই। এইরূপ উল্লেখ থাকায় মায়াময় শিবদুর্গাদি শ্রীবৈকুণ্ঠে থাকা সর্ব্বথা অসম্ভব। অথচ শ্রীভগবানের পীঠদেবতারূপে শিবদুর্গাদি আছেন, ইহাও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সংহিতাতে উল্লেখ করা আছে। অতএব সেইসকল শিবদুর্গা প্রভৃতি দেবতাগণ শ্রীভগবানেরই স্বরূপশক্তি স্বরূপ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীমৎ অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রসমূহেও ভগবদ্ভক্তির জীবনস্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ দুর্গানামে অধিষ্ঠাত্রী শক্তি আছেন, ইহা শ্রুতিতন্ত্র প্রভৃতিতে দেখা যায়। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উল্লেখ আছে,—ভজনই (সেবা) যাহার সম্পত্তি, এমন শ্রীভগবানের প্রকৃতিরূপা ভক্তি নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছেন। সেই ভগবানের শক্তি ভক্তিদেবীকে অত্যন্ত দুঃখে জানিতে পারা যায়, এই অভিপ্রায়েই অখণ্ডরসবল্লভা সেই ভক্তিদেবীকেই সাধুমহাপুরুষগণ দুর্গা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব গৌতমীয়কল্পে এই শ্রীভক্তিস্বরূপিণী দুর্গাকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদরূপে উল্লেখ করা আছে,—

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।

যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। অন্যত্র "ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা" অর্থাৎ, অয়ি পরমেশানি! তুমিই এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এস্থলে প্রাকৃত দুর্গাকেই সম্বোধন করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে। যদিও ইহা অসম্ভব, তথাপি বিরাট্পুরুষ ও মহাপুরুষকে যেমন কোথাও কোথাও অভেদরূপে উল্লেখ করা হয়, সেই প্রকার এই স্থলেও প্রাকৃত দুর্গা ও অপ্রাকৃত দুর্গাকে অভিন্ন ভাবে যাহারা উপাসনা করে, তাহাদের মত অবলম্বনেই এই কথা বলা হইয়াছে। যেহেতু যিনি মায়ার অংশরূপা মায়াধীন এই প্রাকৃতলোকে মন্ত্ররক্ষা লক্ষণ সেবার জন্য, অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া জপাদি বা মন্ত্রদেবতার পূজা করে না, তাহারা যে ভগবন্ মন্ত্রকে অনাদর করে, সেই সকল মন্ত্র রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জগতে যে স্বরূপশক্তি স্বরূপা শ্রীদুর্গা আছেন, তাঁহাকর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া দাসীর মত সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু মায়াময়ী দুর্গা সাক্ষাৎ সেবা করিবার অধিষ্ঠাত্রী রূপা নহেন। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে মায়াতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ বর্ণন প্রসঙ্গে যাহা উল্লেখ আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষক্সেন, গণেশ, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি এই সকল লোক চতুর্থ আবরণ। সপ্তম আবরণে এই সকল দিকে এই সকল দিক্পালগণ যথাক্রমে অবস্থিত আছেন। পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর ও ঈশান প্রভৃতি দিকে, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম ও ঈশান প্রভৃতি দেবতাগণ আছেন। পরব্যোম বৈকুণ্ঠের সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ এবং অন্য যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত নিত্য। এই প্রাকৃতজগতের স্বর্গে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই নিত্য নহেন। ব্রহ্মার এক দিনেই ইহাঁদের পরমায়ু শেষ হইয়া যায়। যেহেতু শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে যে,—"তেহনাকং মহিমানঃ সচন্তঃ"।

আরও একটু বুঝিবার বিষয় এই যে, যাঁহারা শ্রীভগবানের ধামে আছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের অংশভূত। ত্রৈলোক্য-সম্মোহন তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে ষড়ঙ্গদেবতাগণের নাম-ভেদ-কথনপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, দেবদেব গোপবেশধারী সর্ব্বদেবগণের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, কেবল রূপভেদে নামভেদ কল্পিত আছে। অর্থাৎ সাধারণ দেবতার মত নামভেদ আছে বলিয়া অনন্যভক্তগণের ভয় করিবার কিছুই নাই। কিন্তু ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠের সেবক বলিয়া বিষ্বক্‌সেনাদির মত তাঁহাদের সংকারই করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৪।৮ শ্লোকে শ্রীপ্রভাসতীর্থে মিলিত মুনিগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"যাহার বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় কুৎসিৎ দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিতে নিজজনবুদ্ধি আছে, ভূমি বিকার সাধারণ প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি আছে, সাধারণ জলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু কখনও ভগবৎতত্ত্বাভিজ্ঞজনের প্রতি পূজ্যবুদ্ধি নাই, এই সংসারে সেই জনই গরু এবং গাধা।" এই প্রকার ভগবৎ-ভক্তজনে আদরবুদ্ধি শূন্য মানুষের নিন্দা বিশেষতঃ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচনে দেখা যায়,—যাহারা শ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চন করিয়া তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চন না করে, তাহার শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ব্যর্থ। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করিয়াও যদি তাঁর ভক্তগণের অর্চ্চন না করে, তবে তাহার দোষ শ্রবণ জন্য শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনের সঙ্গে এই সকল দেবতাগণের অর্চ্চন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। অতএব ভগবৎপীঠ দেবতাগণকে লক্ষ্য করিয়া ১১।২৭।২৬ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে,—দুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন, শ্রীগুরুদেব এবং অন্য দেবতা সকলকে ভগবানের বাম দক্ষিণাদি যে যে স্থানে যাঁহার স্থিতি উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকে সেই সেই স্থানে রাখিয়া পাদ্যাদির দ্বারা অর্চ্চন করিবে। এবং অর্চ্চনের সময় ভাবিতে হইবে যে ঐ দেবতাগণ ভগবানের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন ॥ ২৮৫ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লেখ আছে যে,—অতএব বেদে অপ্রসিদ্ধ দেবতাগণের অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ যে সকল দেবতা অবৈদিক, শুদ্ধভক্তগণ কখনও তাঁদের পূজা করিবেন না। বেদপ্রসিদ্ধ দেবগণেরও স্বতন্ত্র অর্থাৎ পৃথক ভাবে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ যেমন দুর্গা পূজায় দুর্গা প্রধান আরাধ্য, অন্যান্য দেবতা এমন কি শ্রীবিষ্ণুও আবরণরূপে পূজিত হইয়া থাকেন, অথবা গণেশ পূজায় গণেশ প্রধানরূপে পূজ্য, এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ আবরণরূপে পূজিত হয়েন, এইরূপভাবে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র-রূপে দেবতান্তরের পূজা বিশুদ্ধ ভক্তির অত্যন্ত বিঘাতক। তবে শ্রীবিষ্ণু যে পূজায় প্রধান, সেখানে অন্যদেবতাকে পূজা করায় বিশুদ্ধ ভক্তিতে কোন বাধা ঘটে না। প্রত্যুত পূজা না করিলেই শ্রীবিষ্ণু অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। সেই সকল পীঠ দেবতার পূজার ক্রম উল্লেখ করিতেছেন,—

> অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিং।
> তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চ্চয়েৎ ॥
> হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
> হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ ॥

জগদারাধ্য ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরিকে পূজা করিয়া তাঁহার আবরণে সংস্থিত দেবগণকে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রমে পূজা করিবে। শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ অর্থাৎ শ্রীভগবৎ প্রসাদ তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবে, এবং ঐ ভগবৎ প্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব হোমও করিবে ॥ ২৮৫ ॥

ভূতাদিপূজা তু তৎপূজাঙ্গত্বে বিহিতাপি ন কর্ত্তব্যা; তদাবরণদেবতাত্বাভাবাৎ। নিষিদ্ধঞ্চ তত্রৈব—যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা। দিবৌকসানাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥ ইতি। অতএবাবশ্যকপূজ্যানামন্যেষাং তৎস্বীকৃতেরপি মদ্যা-দিভিঃ পূজা নিষিদ্ধা। যথা সঙ্কর্ষণাদীনাম্। অথ পীঠপূজায়াং যেঽপ্যধর্ম্মাদ্যা বর্ত্তন্তে গুণবৃত্তয়শ্চ, তানি তু পাদ্মোত্তরখণ্ডে স্পৃষ্টান্যপি ন সন্তি। তথা স্বায়-ম্ভুবাগমেঽপি। তস্মান্নাদরণীয়ানি। কেচিত্তু নারদ-পঞ্চরাত্রাদৃষ্ট্যা তান্যন্যথৈব ব্যাচক্ষতে। যথোক্তং তত্রৈব—অধর্ম্মাদ্যচতুষ্কন্তু অশ্রেয়সি নিযোজনমিতি। অধার্ম্মিকাদিষু তত্তদন্তর্য্যামিশক্তিরধর্ম্মাদ্যমিত্যর্থঃ। তথা পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকাপূজন-

মেবং সঙ্গচ্ছতে। যথা, য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপ-
তয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, স এব
তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি
তদ্রূপো বর্ত্ততে ইতি। তথা যে চাত্র শ্রীরামাদ্যুপা-
সনায়াং মৈন্দদ্বিবিদাদয় আবরণদেবতা স্তে তু তদীয়-
নিত্যধামগতা নিত্যাঃ শুদ্ধাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। যথাক্রূরা-
ঘমর্ষণে তেন শ্রীপ্রহ্লাদাদয়ো দৃষ্টাঃ। য এব
শ্রীপ্রহ্লাদঃ পৃথ্বীদোহনেঽপি বৎসোঽভূৎ তদানীং
তজ্জন্মাভাবাৎ চাক্ষুষমন্বন্তর এব হিরণ্যকশিপো
র্জাতত্বাৎ। অন্যে তু স্ব স্ব ধাম্নি নিত্যপ্রাকট্যস্যৈব
শ্রীরামাদেঃপ্রপঞ্চপ্রাকট্যাবসরং প্রাপ্য তৎসাহায্যার্থং
নিত্যপার্ষদমৈন্দদ্বিবিদাদিশক্ত্যাবেশিনো জীবাঃ সুগ্রী-
বাদিভাগবতদ্বেষিবালিপ্রভৃতি সম্বন্ধাদুত্তরকালে ভগ-
বদ্দ্বেষিনরকাসুরাদিসঙ্গাচ্চদুষ্টভাবা ভবন্তীত্যবধে-
য়ম্। প্রপঞ্চলোকমিশ্রত্বেনৈব প্রাকট্যসম্ভবাৎ।
অথ শ্রীকৃষ্ণগোকুলোপাসনায়ামপি যৎ শ্রীরুক্মিণ্যাদী-
নামাবরণত্বং তত্তু তচ্ছক্তিবিশেষরূপাণাং তাসাং
বিমলাদীনামিবান্তর্ধানগতত্বেনৈব মন্যন্তে। যথা তে
শঙ্খচক্রগদামুদ্রাদিধারণং শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নত্বেনৈব
স্বীকুর্ব্বন্তি। যথা চ দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাযমুনয়োঃ
পূজ্যমানয়ো র্গঙ্গা শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রসিদ্ধা মানসগঙ্গেতি
মন্যন্তে। তথা চ বিষ্বক্সেনাদয়ো ভদ্রসেনাদয় ইতি।
শ্রীকৃষ্ণপীঠপূজায়াং শ্বেতদ্বীপক্ষীরসমুদ্রপূজা চ
গোলোকাখ্যস্য তদ্ধাম্নোঽপি শ্বেতদ্বীপেতি নামত্বাৎ।
কামধেনুকোটিনিঃসৃত, দুগ্ধপুরবিশেষস্য চ তত্র স্থিত-
ত্বাৎ। যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং তদ্বর্ণনান্তে—স যত্র
ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্ নিমেষার্দ্ধাখ্যো
বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং
তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি-
বিরলচারাঃ কতিপয়ে ইতি॥ এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্।
তথা সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলান্যপ্রাকৃতান্যতিশৈত্যতাপগুণ-
পরিত্যাগেনৈব বর্ত্তন্তে। তত্র সর্ব্বকল্যাণগুণবস্তূনা-
মেবাভিধানায় প্রাকৃতনিষেধাৎ। যথা নৃসিংহতাপ-
ন্যাম্—তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র
ন দুঃখাদি যত্র ন সূর্য্যো ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র
ন চন্দ্রমা স্তপতি ন যত্র নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নি-
র্দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষ ইত্যাদি।
তদেবং কর্ম্মমিশ্রত্বাদিনিরসনপ্রসঙ্গসঙ্গত্যা তৎপরি-
করা ব্যাখ্যাতাঃ। অথ তেষাং শুদ্ধভক্তানাং ভূত-
শুদ্ধ্যাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে। তত্র ভূতশুদ্ধি-
র্নিজাভিলষিত ভগবৎসেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহভাবনা-
পর্য্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিজানু-
কুল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্টদেবতারূপ-
ত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং
ভাব্যম্। অহং গ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ।
ঐক্যঞ্চ তত্র সাধারণ্যপ্রায়মেব। তদীয়চিচ্ছক্তিবৃত্তি-
বিশুদ্ধসত্ত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ষদানাম্। অথ কেশবা-
দিন্যাসাদীনাং যত্রাধমাঙ্গবিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্ত্তিং
ধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জপ্ত্বৈব তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্য্যাৎ।
ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ। ভক্তানাং
তদনৌচিত্যাৎ। অথ মুখ্যং ধ্যানং শ্রীভগবদ্ধামগত-
মেব। হৃদয়কমলগতন্তু যোগিমতম্। স্মরেদ্ বৃন্দাবনে
রম্যে ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। অতএব মানসপূজা চ তত্রৈব
চিন্তনীয়া। কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ যৎ সূর্য্যমণ্ডলে শ্রূয়তে
তত্রৈব চিন্ত্যম্। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত
ইত্যত্রৈবকারাৎ। তত্র শ্রীবৃন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন
তিষ্ঠতি, কিন্তু তেজোময়প্রতিমাকারেণৈবেতি। অথ
বহিরুপচারৈরন্তঃ পূজায়াং বেণ্বাদিপূজা তদঙ্গজ্যোতি-
র্বিলীনাঙ্গস্য স্বস্যাঙ্গে নিবিষ্টস্য তস্য তন্মুখাদাবেব
ভাব্যা। ন তু স্বমুখাদৌ। তথা বেণ্বাদিতদ্-
ভূষণমুদ্রাদর্শনম্। স্বমুখাদৌ তথা বেণ্বাদি যৎ
ক্রিয়তে, তচ্চ তস্মৈ তদীয়তত্তৎপ্রিয়বস্তূনাং দর্শনার্থ-

মেব। নতু স্বস্বৈবাঙ্গে তানি ভাবয়ন্ত ইতি। পূর্ব্বহেতোরেব। তথা মানসাদিপূজায়াং ভূতপূর্ব্ব-তৎপরিকরলীলাসম্বলিতত্বমপি ন কল্পনাময়ং কিন্তু যথার্থমেধ। যতস্তস্য প্রাকট্যসময়ে লীলাস্তৎ-পরিকরাশ্চ যে প্রাদুর্ব্বভূবু স্তাদৃশাশ্চাপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্নি সংখ্যাতীতা এব বর্ত্তন্তে। অসুরাস্তু ন তত্র চেতনাঃ, কিন্তু যন্ত্রময়তৎ-প্রতিমানিভা জ্ঞেয়াঃ। এবং বিহারৈরিত্যাদৌ নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধে মর্কটপ্লবনাদিভিরিতিবত্ত-ল্লীলানাং নানাপ্রকাশৈঃ কৌতুকেনানুক্রিয়ামাণ-ত্বাৎ ভগবৎসন্দর্ভাদৌ হি তথা সন্ন্যায়ং দর্শিতাস্তি। অথ মানসপূজামাহাত্ম্যম্। যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণবাক্যম্—অয়ং যো মানসো যোগো জরাব্যাধিভয়াপহ ইত্যাদৌ, যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মনীতে। ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে॥ ইতি। এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি। মনোময্যা মূর্ত্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধা-নাৎ। অর্চ্চাদৌ হৃদয়েবাপি যথালব্ধোপচারকৈ-রিত্যাবির্হোত্রবচনেন বাশব্দাৎ। অথ পূজাস্থানানি বিচার্য্যন্তে। তানি চ বিবিধানি। তত্র শালগ্রামা-দিকং তত্তদ্ভগবদাকারাধিষ্ঠানমিতি চিন্ত্যম্। আকারবৈলক্ষণ্যাৎ; শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নি-হিতো হরিরিত্যাদ্যুক্তেঃ। তত্র চ স্বেষ্টাকারস্যৈব ভগবতোঽধিষ্ঠানং সুষ্ঠু সিদ্ধিকরম্। তস্মিন্নেবাযভুত-স্তদীয় প্রাকট্যাৎ, মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মন ইত্যুক্তঃ। শ্রীকৃষ্ণাদীনান্তু মথুরাদিক্ষেত্রং মহাধিষ্ঠানং। মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিত্যাদ্যুক্তেঃ। তথা তত্তন্মন্ত্রধ্যেয়বৈভবত্বেন মথুরাবৃন্দাবনাদীনাং শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ প্রখ্যাতত্বাৎ। মথুরাদি-ক্ষেত্রাণ্যেবাণ্যত্রাধিষ্ঠানে ধ্যানেন প্রকাশ্য তেষু ভগবাংশ্চিন্ত্যতে। অথ শ্রীমৎপ্রতিমায়ান্তু তদা-কারৈকরূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি আকারৈক্যাৎ, শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ময়েতি ভাবনান্তরে দোষশ্রবণাচ্চ। এবমেব শ্রীভগবতা চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরমিত্যুক্তম্। প্রতিষ্ঠা প্রতিমা জীবস্য জীবয়তুঃ পরমাত্মনো মম মন্দিরং মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাস্পদমিত্যর্থঃ। যদ্বা প্রতিষ্ঠা-লক্ষণেন কর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তা প্রতিমা মম তদাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে, বিষ্ণো সন্নিহিতো ভবেতি সান্নিধ্যকরণমন্ত্র-বিশেষানন্তরং মন্ত্রান্তরম্—যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ। তৎসর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতামিতি। অথবা জীবমন্দিরং সর্ব্বজীবানাং পরমাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ ভগবানেব প্রতিষ্ঠেত্যর্থং। পরমো-পাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। ইত্থ-মেবোক্তং ভগবতাবস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্‌গন্ধ-লেপনৈঃ। অলঙ্কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিত-মিত্যত্র মামিতি সপ্রেমেতি চ। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে তামধিকৃত্য অম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্—তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্। পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী॥ গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জং স্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ। উপর্য্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ং স্তামথাত্মন ইত্যাদি। অতএব তৎ-পূজায়ামাবাহনাদিকমিত্থং ব্যাখ্যাতমাগমে—আবা-হনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥ তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনং। ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তস্থাপনং সান্নিরো-ধনম্॥ সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশন-মিতি। অত্র শূদ্রাদিপূজিতার্চ্চাপূজানিষেধবচনমবৈষ্ণব-শূদ্রাদিপরমেব। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতাঃ নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দন

ইত্যুক্তেঃ। অথ সপ্তমে পাত্রমিত্যাদৌ শ্রীনারদোক্তৌ অধিষ্ঠানবিচারে শ্রীমদর্চ্চাতোঽপি যঃ পুরুষমাত্রাতিশয়স্তত্রাপি জ্ঞানিনঃ, স চ কৈবল্যকামো ভক্ত্যাশ্রয়ঃ, তস্মিন্‌প্রকরণে জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানীত্যুপসংহারে জ্ঞানিন এব দানপাত্রত্বেন পরমোৎকর্ষোক্তেঃ। অন্যত্র তু, ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী, নায়ং সুখাপো ভগবানিত্যাদৌ, মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদৌ চ। ভক্তস্যৈব ততোঽপ্যুৎকর্ষঃ। কিমুত তদুপাস্যায়াঃ শ্রীমদর্চ্চায়াঃ। অতএবতামুদ্দিশ্যোক্তম্—নানুব্রজতি যো মোহাদিত্যাদি। তথাপি পাত্রমিত্যাদীনামর্থোঽপি ক্রমেণ দর্শ্যতে—পাত্রন্তত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ। হরিরেবৈক-উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্। দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু। রাজন্ যদগ্রপূজায়ামতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥ ২৮৬ ॥

তত্র রাজসূয়ে ॥

জীবরাশিভিরাকীর্ণে ইত্যাদি ॥ ২৮৭ ॥

সর্ব্বেষাং জীবানাম্ আত্মনশ্চ তর্পণরূপা সৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥

পুরাণ্যনেনেত্যাদি ॥ ২৮৮ ॥

জীবেন জীবয়িত্রা জীবান্তর্য্যামিরূপেণেত্যর্থঃ ॥

তেষ্বেব ভগবানিত্যাদি ॥ ২৮৯ ॥

তস্মাত্তারতম্যবর্ত্তনাৎ। পুরুষঃ প্রায়ো মনুষ্যঃ পাত্রম্। তত্র জ্ঞানাদিকং বিশিষ্টমিতি ভগবদ্বর্ত্তনস্যাতিশয়াৎ। তত্রাপি আত্মা যাবান্ যথা জ্ঞানাদিপরিমাণাদিকস্তথাসৌ পাত্রমিত্যর্থঃ। এবং স্থিতেঽপি কালেনোপাসকদোষোৎপত্তৌ সত্যাং বেদদৃষ্ট্যা বিশিষ্টমধিষ্ঠানান্তরং প্রকাশিতমিত্যাহ,—দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণাম্ অবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ। ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ২৯০ ॥

মিথোঽবজ্ঞানমসম্মানঃ তস্মিন্নাত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবং দৃষ্ট্বা ক্রিয়ায়ৈ পূজার্থং অর্চ্চা কৃতা তৎপরিচর্য্যামার্গদর্শনায় সা প্রকাশিতেত্যর্থঃ। এতেন তাদৃশদোষযুক্তেষ্বপি কার্য্যসাধকত্বাৎ শ্রীমদর্চ্চায়া আধিক্যমেব ব্যঞ্জিতম্। প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনামিত্যত্র চ অল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ। নৃসিংহপুরাণাদৌ ব্রহ্মাম্বরীষাদীনামপি তৎপূজাশ্রবণাৎ ॥

ততোঽর্চ্চায়ামিত্যাদি ॥ ২৯১ ॥

তত এবং প্রভাবাৎ। কেচিদিত্যধিষ্ঠান বৈশিষ্ট্যেন পূর্ব্বতোঽপ্যুত্তমসাধনতৎপরা ইত্যর্থঃ। নন্বেবন্তাবৎ দ্বেষেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাতিপ্রসঙ্গবারণেচ্ছয়া প্রস্তুতপুরুষরূপাধিষ্ঠানাদররক্ষেচ্ছয়া চ তং বারয়তি, উপাস্তাপীতি ॥

অথ পুরুষেষু পূর্ব্বোক্তবিশেষং জ্ঞাত্যাদিনা বিবৃণোতি—পুরুষেষপীত্যাদি ॥ ২৯২ ॥

যো ধত্তে তং সুপাত্রং বিদুঃ ॥

পূর্ব্বোক্তং ব্রাহ্মণরূপং পাত্রমেব স্তৌতি—নন্বস্যেত্যাদিনা ॥ ২৯৩ ॥

জগদাত্মনঃ জগতিলোকসংগ্রহধর্ম্মাদিপ্রবর্ত্তনেন তন্নিয়ন্তুরিত্যর্থঃ। দৈবতং পূজ্যত্বেন দর্শিতম্ ॥৭।১৪॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৮৬—২৯৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণপূজার অঙ্গরূপে ভূতাদি পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সেই ভূতপ্রেতপিশাচাদি ভগবানের আবরণদেবতা হইতে পারে না। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে তাহারা যে ভগবানের আবরণদেবতা হইতে পারে না, এ বিষয়ে নিষেধ করা আছে। যক্ষগণের পিশাচগণের মদ্যমাংসাদির দ্বারা যে পূজা, তাহা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। প্রাকৃত স্বর্গীয় দেবগণের পূজা সুরাপান তুল্য মনে করিতে হইবে। অতএব অবশ্যপূজ্য অন্যান্য দেবগণেরও যদ্যপি মদ্যাদি অভিমত, তথাপি সেই সকল মদ্যাদি দ্বারা তাহাদের পূজা করিবে না। যেমন শ্রীসঙ্কর্ষণ বলদেবচন্দ্রের বারুণিমদিরা প্রভৃতি অভিলষিত, তথাপি সাধকের কখনও তদ্দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর এই পীঠপূজায় যে অধর্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ

এই তিনটী গুণ আছে, কিন্তু পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে তাহাদের কথা ত স্পষ্টরূপে উল্লেখ নাইই, এমন কি অন্তর্দ্ধান বিদ্যাতেও তাহারা সেই যোগপীঠ স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। তেমনই স্বায়ম্ভুবাগমেও তাহাদের উল্লেখ নাই। এস্থলে মনে হয়, স্বায়ম্ভুবাগম বলিতে ব্রহ্মসংহিতাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব সেই সকল অধর্ম্ম প্রভৃতিকে পীঠাবরণ দেবতারূপে আদর করিতে হইবে না। কিন্তু কেহ কেহ নারদপঞ্চরাত্র-অনুসারে অধর্ম্ম প্রভৃতিকে অন্যরকম অর্থ করিয়াছেন। সেই নারদপঞ্চরাত্রে উল্লেখ আছে, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই চারিটীকে অমঙ্গলার্থে প্রয়োগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ অধার্ম্মিক প্রভৃতিতে যে অন্তর্য্যামী-শক্তি আছে, সেই উদ্দেশ্যে অধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। পীঠপূজায় ভগবানের বামপ্রদেশে শ্রীগুরুপাদুকা পূজাই সঙ্গত। যে এই ভগবান এই জগতে ব্যষ্টিরূপে ভক্তাবতার ভাবে শ্রীগুরুস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই শ্রীভগবানই শ্রীভগবানের যোগপীঠে সমষ্টিরূপে শ্রীভগবানের বামপ্রদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপেও শ্রীগুরুস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। সেই প্রকার শ্রীরামাদি উপাসনায় যে মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি আবরণ দেবতা আছে, তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যধামে নিত্য ও শুদ্ধরূপেই আছেন। যেমন অক্রূরাঘমর্ষণে অর্থাৎ শ্রীযমুনা জলে শ্রীঅক্রূর মহাশয় যখন স্নান করিতে ছিলেন, সেই সময়ে জলমধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত যে বিষ্ণুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতিকেও দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা ১০।৩৯।৫৪ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে। যে শ্রীপ্রহ্লাদ পৃথুমহারাজ-কর্ত্তৃক পৃথিবীদোহন সময়ে বৎস হইয়াছিলেন। তখন কিন্তু প্রহ্লাদ মহাশয়ের জন্ম হয় নাই। কারণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথুমহারাজ পৃথিবীদোহন করিয়াছিলেন, আর চাক্ষুষ মন্বন্তরে হিরণ্যকশিপু হইতে শ্রীপ্রহ্লাদের জন্ম হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ প্রহ্লাদ একজন আছেন, সেই প্রহ্লাদই চাক্ষুষ মন্বন্তরে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, এবং তিনিই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বৎস হইয়া পৃথিবী দোহনকার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। অতএব এস্থলের সিদ্ধান্ত এই যে নিজ নিজ ধামে নিত্যই শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি নিত্যপরিকর সঙ্গে বিহার করেন। যখন এই প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া বিহার করেন, সেই সময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতির শক্তিতে আবিষ্ট সাধারণ জীবও প্রকট হইয়া থাকে। তাহারা নিত্যসিদ্ধমৈন্দদ্বিবিদ হইতে পৃথক। অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নহে। লৌহে অগ্নিশক্তির তাদাত্ম্যের মত কোন কোন জীবে উক্তপার্ষদগণের শক্তি তাদাত্ম্যাপন্ন হয়। তজ্জন্য উক্ত জীবসকল সেই সেই পার্ষদগণের নামে অভিহিত হয়, এবং তাহাদেরই মত নিজ নিজ ইষ্টদেবতার আনুকূল্য আচরণ করে। কিন্তু ঐ শক্ত্যাবেশবিশিষ্ট জীবসকল নিত্যলীলার নিত্যপরিকর নহে বলিয়া অসৎসঙ্গদোষে অন্য প্রকার স্বভাববিশিষ্টও হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের প্রকটলীলার পরিকর মৈন্দদ্বিবিদ প্রভৃতি সুগ্রীবাদি ভগবদ্-ভক্তগণের দ্বেষকারী বালি প্রভৃতির সঙ্গদোষে, এবং উত্তর কালে অর্থাৎ শ্রীরামলীলা অপ্রকটের পরে ভগবানের দ্বেষকারী নরকাসুর প্রভৃতির সঙ্গদোষে দুষ্টস্বভাব-বিশিষ্ট হইয়াছিল, ইহাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবান মানবনেত্রের গোচর হইয়া যখন বিহার করেন, তখন প্রপঞ্চ লোকের সঙ্গে নিত্যসিদ্ধ পরিকরের একটা মিশ্রণ ভাব থাকে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-উপাসনাতেও যে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির আবরণত্ব শুনা যায়, তাহা কিন্তু ভগবানেরই শক্তিবিশেষরূপ বিমলা প্রভৃতি যেমন অন্তর্দ্ধান রূপে আছেন, শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিকেও সেইরূপ বিশুদ্ধভক্তগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। যেমন শুদ্ধভক্তগণ শঙ্খ-চক্র-গদা প্রভৃতির চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের চরণস্থিত চিহ্নরূপেই ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্তে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম নাই, কিন্তু প্রিয় আয়ুধধারণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে যে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন আছে, সেই ভাবনায় ধারণ করিয়া থাকে। যেমন দ্বারের ভিতরে দুইপার্শ্বে শ্রীগঙ্গাযমুনা পূজিত হয়েন। তাহাতে সাধকের মনে উঠিতে পারে, শ্রীবৃন্দাবনে তো গঙ্গা নাই? তবে কেমন করিয়া দ্বারের ভিতরে গঙ্গাপূজার সম্ভব হয়? তাহার সমাধান এই যে, শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতের মস্তকে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মানসগঙ্গাকেই গঙ্গা মনে করিয়া পূজা করে। পূজার অঙ্গ-

রূপে যে বিষ্বকসেনাদির কথা উল্লেখ আছে, সেস্থলে ব্রজ-উপাসকগণ ভদ্রসেনাদিরই পূজা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পীঠপূজায় যে শ্বেতদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের পূজার কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকধামেরই নাম শ্বেতদ্বীপ। ক্ষীরসমুদ্রের পূজা বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীবৃন্দাবনে কোটি কোটি কামধেনু শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া, এবং বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া যে দুগ্ধধারা ক্ষরণ করিতেছে, তাহাকে ক্ষীরসমুদ্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীগোলোক বর্ণনের পর যে প্রকার উল্লেখ আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, যে গোলোকে সুরভিগণ হইতে সুমহান ক্ষীরসাগর প্রবাহিত হয়, যেস্থানে নিমেষার্দ্ধকাল সময়ও গত হয় না, অর্থাৎ যে স্থানের কাল অপ্রাকৃত ও নিশ্চল, আমি সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজন করি, যে শ্বেতদ্বীপকে সাধুসমাজ গোলোক বলিয়া জানেন। এইপ্রকার সাধুসমাজ জগৎমধ্যে সংখ্যায় কয়েকটী আছেন মাত্র। শ্রীগোলোকে যে চন্দ্রসূর্য্য ও অগ্নিমণ্ডল আছে, সে সকলই অপ্রাকৃত, এবং অতিশৈত্য ও সন্তাপগুণ পরিত্যাগ করিয়া, নাতিশীতোষ্ণ-রূপে বিদ্যমান আছে। এই যে চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতির অপ্রাকৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সকলকল্যাণগুণবিশিষ্ট বস্তুই যে গোলোকে আছে, ইহাই বুঝাইতেছে। নৃসিংহ-তাপণীতে যেমন উল্লেখ করা আছে, তাহাতে ইহাই পাওয়া যায়,—মন্ত্ররাজের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেইটী পরমধাম, যেস্থানে দুঃখাদি নাই, যেস্থানে সূর্য্য উদয় হয় না, যেস্থানে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যেস্থানে চন্দ্রমা জ্যোৎস্না দেয় না, যেস্থানে নক্ষত্র প্রকাশ পায় না, যেস্থানে অগ্নি পোড়ায় না, যেস্থানে মৃত্যুপ্রবেশ করে না, এবং যেস্থানে কোন দোষ নাই। ইত্যাদি বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শ্রীভগবদ্ধামে প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য নাই, এবং প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্যের মত সেখানে অতি সন্তাপ বা অতিশৈত্য নাই। এই প্রণালীতে কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন নিষেধ-প্রসঙ্গের সঙ্গতি করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গের ব্যাখ্যা করা হইল।

এইক্ষণে শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি প্রকার যথামতি ব্যাখ্যা করা হইতেছে। তন্মধ্যে ভূতশুদ্ধি নিজঅভিলষিত ভগবৎসেবার উপযোগী ভগবৎপার্ষদদেহভাবনা পর্য্যন্তই করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের কোন একটী দাস বা সখা কিম্বা পিতামাতা অথবা কান্তা এইপ্রকার ভগবৎসেবা করিবার উপযুক্ত পার্ষদদেহ ভাবনা করিলেই শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি করা হয়। যেহেতু যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবাকেই মুখ্য-পুরুষার্থ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ভাবই নিজের ভাবের অনুকূল হইয়া থাকে। এইপ্রকার যেখানে যেখানে সাধকের নিজাভীষ্টদেবের রূপের সঙ্গে অভেদরূপে নিজের চিন্তার কথা উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানে নিজাভীষ্টদেবের পার্ষদত্ব ভাবনা করিতে হইবে। যেহেতু অহংগ্রহোপাসনাকে শুদ্ধভক্তগণ দ্বেষ করিয়া থাকে। যেস্থানে শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তের একতার কথা বলা হইয়াছে, সেস্থলে বুঝিতে হইবে, সাধারণ ভাবে জীবচৈতন্যের সহিত বিভুচৈতন্যের যেমন চৈতন্যাংশে সাম্য সিদ্ধান্ত করা আছে, এস্থলেও তেমনই বুঝিতে হইবে। যেহেতু ভগবৎপার্ষদ-গণের যে দেহ, অর্থাৎ বিগ্রহ তাহা প্রাকৃত প্রাপঞ্চিক নহে। ভগবানের চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপ-বিশুদ্ধ সত্ত্বেরই অংশ। কেশবাদিন্যাস প্রভৃতির যেস্থানে অধমাঙ্গ বিষয়ে উল্লেখ করা আছে, সেস্থানে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, এবং সেই মন্ত্র জপ করিয়া সেই সেই অঙ্গ স্পর্শমাত্র করিবে। কিন্তু সেই সেই মন্ত্রদেবতা সেই সেই অধমাঙ্গে আছে, এই ধ্যান করিতে হইবে না। ভক্তের পক্ষে সেই সেই অধমাঙ্গে সেই সেই দেবতার স্থিতি চিন্তা করা অত্যন্ত অনুচিত। শ্রীভগবানের মুখ্য ধ্যান তাঁহার ধামেই করিতে হইবে। হৃদয়কমলে ধ্যান করা যোগীগণের সম্মত, কিন্তু ভক্ত-সম্মত নহে। যেহেতু তন্ত্রে "স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে" অর্থাৎ মনোহর বৃন্দাবনেই নিজ প্রাণবল্লভকে চিন্তা করিবে, এইরূপ উল্লেখ আছে। অতএব মানস পূজাও শ্রীবৃন্দাবনেই চিন্তা করিতে হইবে। কামগায়ত্রী ধ্যান সূর্য্যমণ্ডলে করিতে হইবে, এই যে উল্লেখ আছে, তাহা শ্রীবৃন্দাবনেই চিন্তা করিতে হইবে। যেহেতু ব্রহ্মসংহিতাতে উল্লেখ আছে যে, "গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত" অর্থাৎ যদ্যপি ভগবান নিখিল গোলোকবাসীর আত্মস্বরূপ, তথাপি শ্রীরাধা প্রভৃতির সহিতই গেলোকেই বাস করেন, এইস্থলে "এব"কার প্রয়োগ করিয়া তিনি যে গোলোক ভিন্ন অন্যত্র কোথাও থাকেন

না ইহাই বুঝাইতেছে। সেই সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অবস্থান করেন না, কিন্তু তেজোময় প্রতিমা-আকারেই আছেন।

এক্ষণে বাহ্যউপচারের দ্বারা অন্তঃপূজায় যে নিজ অঙ্গে বেণু প্রভৃতির পূজার কথার উল্লেখ আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিতে নিজের অঙ্গ বিলীন হওয়ায়, সাধকের নিজ অঙ্গে নিবিষ্ট শ্রীভগবানের মুখাদিতেই বেণু প্রভৃতির চিন্তা করিতে হইবে, কিন্তু কখনও নিজমুখাদিতে বেণু বনমালা প্রভৃতির চিন্তা করিবে না। বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্ব এই পাঁচটী মুদ্রা শ্রীভগবানকে দেখাইতে হইবে বলিয়া যে বিধি আছে, তাহাও নিজ মুখাদিতেই করিতে হইবে, কিন্তু ভাবিতে হইবে এই সকল মুদ্রা শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, ইহা দর্শনে ভগবানের সন্তোষ হয়। নিজ অঙ্গে সেই সকল মুদ্রা ভাবনা করিবে না। যেহেতু নিজ অঙ্গে চিন্তা করিলে অহংগ্রহোপাসনা মধ্যে পর্য্যবসিত হয়। সেই প্রকার মানসপূজা প্রভৃতিতে পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রকটলীলার সময়ে যে সব লীলা হইয়াছিল, এবং সেই সকল লীলাতে যে সকল পরিকর ছিলেন তৎসম্বলিতরূপে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ শ্রীভগবান মানবনেত্রের গোচর হইয়া যে যে পরিকরের সঙ্গে যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই সেই লীলা ও সেই সেই পরিকর অপ্রকট লীলাতেও আছেন। তাহা সাধকের কল্পনাময় নহে, পারমার্থিক সত্যরূপেই আছেন। যেহেতু শ্রীভগবানের প্রকট অবতার সময়ে যে সকল লীলা এবং যে সকল পরিকর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ও মানবনেত্রের অগোচর হইয়াও সেই ধামেই সেই প্রকার অসংখ্যলীলা এবং পরিকর বিদ্যমান আছেন। অসুরগণ কিন্তু অপ্রকটধামে চেতনরূপে নাই। অর্থাৎ প্রকটসময়ে যেমন কংস পুতনা প্রভৃতি অসুরগণ প্রতিকূলভাবে লীলার সহায়তা করে, শ্রীভগবানের অপ্রকট ধামে ঐসকল অসুর যন্ত্রময় প্রতিমাকারে অর্থাৎ কলের পুতুলের মত আছে। কলে টিপ দিলে যেমন সেই পুতুলগুলি হাত পা মুখ ইত্যাদি নাড়ে, সেই প্রকার শ্রীভগবানের যখন কৌতুকরস আস্বাদনের ইচ্ছা হয়, তখন ঐ সকল অসুর ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।৫০ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ দুই ভাই এইরূপ কৌমার বয়সোচিত বিহার দ্বারা কুমার বয়স সম্বরণ করিলেন। সেই কুমার বয়সে নিলায়ন অর্থাৎ লুকোচুরি খেলা, উপলক্ষণে বালবয়সোচিত অন্যান্য লীলাও বুঝিতে হইবে। কখনও বা অন্য অবতারের লীলাও অনুকরণ করিতেন। শ্রীরঘুনাথ লীলার সেতুবন্ধ, লঙ্কায় গমন, লক্ষণ শক্তিশেল প্রভৃতি; অন্যান্য অবতারের ক্ষীরসাগর মথন প্রভৃতি। এই সকল লীলানুকরণ আমাদের প্রাণারাধ্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যচরিত্র বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন। অদ্যাপি সেই স্থানগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। কৌতুকবশতঃ নানাপ্রকাশের সেই সকল লীলার যে অনুকরণ করা হয়, তাহা ভগবৎসন্দর্ভে যুক্তির সহিত দেখান হইয়াছে। এস্থানে বুঝিতে হইবে, শ্রীভগবানের যখন কৌতুকবশতঃ কোনও লীলা অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন শ্রীভগবানে এবং তাঁহার পরিকর-বর্গে এমন একটা আবেশ আসিয়া যায়, যাহাতে শ্রীভগবান ও তাঁর পরিকরগণ সেই সেই ভাবের লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অপ্রকটধামেও যে সকল অসুরপ্রতিমা আছে, তাহারা যখন শ্রীভগবানের কৌতুক রসের উদয় হয়, তখন তদুচিত লীলা অভিনয় করিয়া থাকে।

এক্ষণে মানসপূজার মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইতেছে। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণবাক্যে যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, এই মানসপূজাউপায়ে জরা-ব্যাধি ভয় প্রভৃতি বিনাশ হইয়া থাকে। হে মহামতে! যেজন পরমাভক্তির সহিত উল্লিখিত বিধির ক্রমানুসারে মানস অর্চ্চন একবারও করে, আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। এই মানসপূজা কোন কোন অধিকারীতে স্বতন্ত্ররূপেও হইয়া থাকে। যেহেতু শৈলী দারুময়ী প্রভৃতি অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী প্রতিমাকে অষ্টমী প্রতিমা বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩।৪১ শ্লোকে উল্লেখ আছে,—"অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ"। ইত্যাদি শ্লোকে আবির্হোত্র যোগীন্দ্র নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন, প্রতিমা প্রভৃতিতে অথবা

হৃদয়ে যথালব্ধ উপচারের দ্বারা নিজাভীষ্ট দেবের অর্চ্চন করিবে। এই শ্লোকে বিকল্পবাচী "বা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া হৃদয়ে পূজার স্বতন্ত্রতা দেখান হইয়াছে। এই মানসপূজার অধিকারী প্রতিষ্ঠান পুরের একটী ব্রাহ্মণ। তিনি মনোময়ী প্রতিমাকে মানসোপচারে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদচরিত্রে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

এইক্ষণ পূজার স্থানের বিচার করা হইতেছে। সেই পূজা স্থান বহু প্রকার। তন্মধ্যে শ্রীশালগ্রাম যন্ত্র ও মন্ত্র সেই সেই ভগবানের আকারের অধিষ্ঠান এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের যে আকার, তাহা শ্রীশালগ্রামাদিতে দেখা যায় না, কারণ আকারগত বৈলক্ষণ্য আছে। যদিও আকারে বৈলক্ষণ্য থাকুক, তথাপি ভগবদাকার চিন্তা করিবে। যেহেতু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যেখানে শালগ্রাম শিলা সেই খানেই শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যেও শ্রীভগবান যে ভক্তের অভীষ্ঠ দেব, সেই শ্রীভগবানের আকারের অধিষ্ঠান রূপে চিন্তা করাই সুন্দর সিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ শালগ্রাম শিলায় যেমন শ্রীভগবানের আকার চিন্তা করিয়া লইতে হয়, সেই প্রকার অভীষ্ট প্রতিমাতে চিন্তার অপেক্ষা থাকে না, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান স্বাভাবিকভাবে সহজে তথায় প্রকটিত হইয়া থাকেন। এইজন্যই ১১।৩।৪৯ "মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" শ্লোকে অর্থাৎ নিজাভীষ্ট ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির দ্বারা মহা-পুরুষের অর্চ্চনা করিবে এইরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, প্রভু রামচন্দ্র, প্রভৃতি ভগবৎ স্বরূপের মথুরা দ্বারকা অযোধ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রই মহান্ অধিষ্ঠান। যেহেতু ১০।১।১৯ শ্লোকে উল্লেখ আছে, যে মথুরাতে ভগবান শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপাল প্রভৃতি মন্ত্রের ধ্যেয় বৈভব রূপে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। বিশেষতঃ সাধক অন্যস্থানে থাকিলে সেইস্থানে স্থাপিত শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অধিষ্ঠানরূপে ধ্যানের দ্বারা মথুরা প্রভৃতি ক্ষেত্রকেই প্রকাশ করিয়া তাহাতেই শ্রীভগবানকে চিন্তা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদি দেশান্তরেও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভৃতি স্থাপিত থাকেন, তাহা হইলেও ভাবনা দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই স্থানটীকেও শ্রীবৃন্দাবন ভাবিয়া সেবা করিতে হয়। এইক্ষণ শ্রীমতী প্রতিমাতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অভীষ্ট দেবতার রূপের সঙ্গে সর্ব্বথা অভেদরূপেই মহাত্মাগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নিজ অভীষ্টদেবের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের একটুকু মাত্র ভেদ ভাবনা করিবে না। যেহেতু আকারের সঙ্গে কোন প্রকার ভেদ নাই। নিজ অভীষ্টদেবের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের একটুকু ভেদ চিন্তা করিলে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বহুলদোষের কথা শুনা যায়। যখন শ্রীদশরথ মহারাজ মৃগভ্রমে অন্ধমুনির পুত্রকে বাণাঘাতে বিনাশ করিয়া সেই মৃত সিন্ধুমুনিকে তাহার পিতা অন্ধ মুনির নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন অন্ধমুনি মৃত পুত্রকে লইয়া বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া" অর্থাৎ "আমি কি কোন দিন শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম, যে অপরাধে আমার এই পুত্রশোক উপস্থিত হইল?" এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে শ্রীমূর্ত্তিতে নিজ অভীষ্টদেবতা হইতে পার্থক্য চিন্তা করিলে ব্যবহারিক অকল্যাণ উপস্থিত হয়। এই প্রকারেই ১১।২৭।১৩ শ্লোকে শ্রীভগবান চলা ও অচলা দুই প্রকার প্রতিমাকেই জীবমন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। এস্থলে প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ প্রতিমা। জীব শব্দের অর্থ জীবের জীবনপ্রদ পরমাত্মা যে আমি, সেই আমার মন্দির। অর্থাৎ আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত অভিন্ন আকারের আস্পদ অর্থাৎ স্থান। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে "হে উদ্ধব! আমার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত আমার শ্রীমূর্ত্তির কোন প্রকার ভেদ নাই। অথবা প্রতিষ্ঠা শব্দে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠারূপ কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থাৎ চল ও অচল উভয়বিধ প্রতিমা (শ্রীমূর্ত্তি) আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত অভেদাস্পদ হইয়া থাকে।" হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যে প্রমাণ আছে, তাহাতে দেখা যায় "বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব" অর্থাৎ "হে শ্রীবিষ্ণু! এই শ্রীমূর্ত্তিতে তুমি সন্নিহিত হও।" এই প্রকার শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্য আপাদক মন্ত্র বিশেষের পর যে অন্য একটী মন্ত্র

আছে, তাহাতে উল্লেখ আছে,—

যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্॥

অর্থাৎ "হে প্রভো! তোমার যে পরমতত্ত্ব এবং তোমার যে জ্ঞানময় বিগ্রহ, তৎসমুদায় একভাবে এই শ্রীবিগ্রহে লীন আছে, ইহা জানিও।" অথবা জীবমন্দির শব্দে সমস্ত জীবের পরমাশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা (শ্রীমূর্ত্তি)। পরম উপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দেখিয়া থাকেন, একটুকু মাত্র ভেদস্ফূর্ত্তি হইলে ভক্তিবিচ্ছেদ হইয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বথা অভেদ বুদ্ধিতেই সেবা পূজা করা কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে ১১।২৭।২৮ শ্লোকে শ্রীভগবান উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন,—

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্ গন্ধলেপনৈঃ।
অলঙ্কর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাম্ যথোচিতম্॥

"হে উদ্ধব! আমার ভক্ত আমাকে প্রীতির সহিত বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, মাল্য, গন্ধ ও চন্দনাদি দ্বারা আমার যে অঙ্গ যেমন সাজে, তেমনই ভাবে সুশোভিত করিবে।" এই শ্লোকে "মাং" অর্থাৎ আমাকে এবং "সপ্রেম" অর্থাৎ প্রীতির সহিত এই দুইটী পদ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, যদি শ্রীমূর্ত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন রূপ পার্থক্য থাকিত তবে "আমাকে" না বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে, এবং 'সপ্রেম' না বলিয়া বিধিপূর্ব্বক এইরূপ উল্লেখ করিতেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া অম্বরীষ মহারাজের নিকট শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন,— "সেই শ্রীমূর্ত্তিতেই চিত্তের আবেশ রাখিয়া অন্য বিষয়ে আবেশ ত্যাগ কর। ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে এবং ধ্যান করিলে সেই শ্রীমূর্ত্তিই তোমার উপকারিণী হইবে। তুমি চলিতে চলিতে, দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে, স্বপনে ভোজনে শ্রীমূর্ত্তিকেই নিজের অগ্রে, পশ্চাতে, উপরে, অধোদেশে চিন্তা করিতে করিতে তৎস্ফূর্ত্তিময়তা প্রাপ্ত হইবে।" অতএব শ্রীমূর্ত্তি পূজায় আগমশাস্ত্রে আবাহনাদি ও নিম্নলিখিত প্রকার বুঝিতে হইবে। আদর পূর্ব্বক নিজ প্রাণবল্লভকে সম্মুখী করণের নাম আবাহন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করানার নাম সংস্থাপন। "তবাস্মি" অর্থাৎ আমি তোমার হই, এইরূপ তদীয়ত্ব দেখানার নাম সন্নিধাপন। পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনের নাম সংনিরোধন। শ্রীভগবানের সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশের নাম সকলীকরণ।

এইক্ষণ শূদ্রাদি পূজিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা নিষেধ বলিয়া শাস্ত্রে যে প্রমাণ আছে, তাহা অবৈষ্ণব শূদ্রাদিপর বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যে সকল শূদ্রাদি শ্রীভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত নহে, তাহাদের পূজিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যেহেতু,—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতাঃ নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু শূদ্রাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

যাহারা ভগবদ্ভক্ত, তাহারা শূদ্র নহে, সে সকল মানব ভাগবত। যাহারা জনার্দ্দনে ভক্তিশূন্য তাহারা সর্ব্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র, অর্থাৎ তাহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি হইলেও শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।১৪।৩৪-৪২ শ্লোকে এবং ৭।১৫।১-২ শ্লোকে দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়ের নিকটে সম্প্রদানের পাত্র নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে অধিষ্ঠান বিচারে শ্রীমূর্ত্তিপূজা হইতেও পুরুষমাত্রের পূজার আধিক্য উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যেও জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করান হইয়াছে। সেই জ্ঞানীও মোক্ষকামী ভক্ত্যাশ্রয়, অর্থাৎ যেজন মুক্তি পাইবার কামনায় শ্রীহরিকেই ভজন করে, এমন জ্ঞানীকেই দানের শ্রেষ্ঠপাত্র রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই প্রকরণে ৭।১৫।২ শ্লোকে "জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি" অর্থাৎ যে জন জ্ঞাননিষ্ঠ তাহাকেই শ্রাদ্ধপাত্র দান করিতে হইবে, এইপ্রকার উপসংহার শ্লোকে জ্ঞানীকেই দানপাত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যত্র কিন্তু "নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী" যে জন চারিটী বেদে অভিজ্ঞ, সে যদি আমার ভক্ত না হয়, তবে সে দানপাত্র নহে। ১০।৯।১৬ শ্লোকে "নায়ং সুখাপো ভগবান" এই গোপিকাসুত ভগবান দেহীগণের সুখাপ নহেন, জ্ঞানীদের সুখাপ নহেন, আত্মারামগণেরও সুখাপ নহেন, এমন কি শ্রীনারায়ণে ভক্তিমান, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তগণেরও সুখাপ নহেন। এই যশোদানন্দন ভগবানরূপে যাহারা ভক্তিমান, তাঁহাদেরই সুখাপ। ৬।১৪।৪ শ্লোকে "মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্" কোটী কোটী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভ করে। কোটী কোটী সিদ্ধমহাপুরুষগণের মধ্যে শ্রীনারায়ণ-

সেবানিষ্ঠ নিষ্কাম ভক্ত সুদুর্ল্লভ। ইত্যাদি বচনে জ্ঞানী হইতে ভক্তেরই উৎকর্ষ উল্লিখিত আছে। সেই নিষ্কাম-ভক্তেরও উপাস্যা শ্রীমূর্ত্তির যে উৎকর্ষ তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব শ্রীমূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া রথযাত্রাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা আছে,—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

শ্রীভগবান পুরুষোত্তম যখন রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করেন, তখন যে জন মূঢ়তাবশতঃ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ ভগবান এই বুদ্ধি না থাকায় তাঁহার পশ্চাৎগমন না করে, জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধকর্ম্ম হইয়াও সে জন ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে। এই প্রমাণে বেশ বুঝা যায়, জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিও শ্রীমূর্ত্তির সেবা বা আদর না করিলে, অপরাধী এবং অধঃপতিত হয়। অতএব ভঙ্গীতে শ্রীমূর্ত্তিকে পূজা করাই জ্ঞাননিষ্ঠের পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ। তথাপি দানপাত্রে ইত্যাদির অর্থও ক্রমে দেখাইতেছেন। ৭।১৪।২৮-৩৬ "পাত্রন্তত্র নিরুক্তং" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন,—"সেই রাজসূয় যজ্ঞে পাত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ একমাত্র হরিকেই মুখ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যেহেতু এই চরাচর বিশ্ব হরিময়। যে শ্রীহরিকে অর্পণ করিলে সকলকেই অর্পণ করা হয়। কারণ শ্রীহরিভিন্ন স্থাবরজঙ্গমে কাহারও পৃথক্ সত্তা নাই। সকলের সত্তাই শ্রীহরির সত্তা অবলম্বনে অবস্থিত। হে মহারাজ! তোমার রাজসূয় যজ্ঞে দেবগণ, ঋষিগণ, পূজনীয় তপোযোগাদিতে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ, ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি ঋষিগণ, যাহারা নিখিল জ্ঞানীগণের আদি আচার্য্য, তাঁহারা সকলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অচ্যুতই (শ্রীকৃষ্ণ) দানের মুখ্যপাত্ররূপে নির্ণীত হইয়াছিলেন। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডকোষরূপ মহান বৃক্ষ জীবরাশিদ্বারা ব্যাপ্ত। সেই ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষের মূল শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাঁহারই পূজা সমস্ত জীবাত্মার তৃপ্তিদায়ক। মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা প্রভৃতি যত পুর অর্থাৎ শরীর আছে, সেই সকল শরীর এই অচ্যুতই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেই সব দেহে এই পুরুষ শ্রীঅচ্যুতই জীবান্তর্য্যামীরূপে শয়ন করিয়া আছেন। সেই সকল দেহের ভিতরে শ্রীভগবান প্রকাশের ন্যূনাধিক্যভাবে বিদ্যমান আছেন। সেই তির্য্যগাদি দেহ হইতে পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যে অধিকরূপে প্রকাশ আছেন। অতএব পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যই দানের পাত্র। সেই মনুষ্যের মধ্যেও যে মনুষ্যে যত পরিমাণে জ্ঞানের যেমন যেমন ভাবে তপোপ্রভৃতি যোগের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকাশের আধিক্য আছে, তেমন তেমন পরিমাণে দানপাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। এই রকম থাকিলেও কালে উপাসকের দোষের উৎপত্তি হইলে, অর্থাৎ সেই সকল উপাসকের কালান্তরে দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া বেদদৃষ্টিতে অন্য একটী বিশিষ্ট অধিষ্ঠান প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের অসম্মান করিবার জন্য যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহাদের সেই প্রকার প্রবৃত্তি দেখিয়া পূজা প্রভৃতি করিবার জন্য ত্রেতাদি যুগে শ্রীহরির অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিমা ব্যবস্থা করিবারও উদ্দেশ্য শ্রীহরির পরিচর্য্যামার্গ প্রদর্শন করান। ইহার দ্বারা ইহাই দেখান হইল যে, সেই পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্ত পাত্রেও দান করিলে যখন কার্য্যসাধক হয়, অর্থাৎ দানের ফললাভ করিতে পাওয়া যায়, তখন সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত শ্রীপ্রতিমাতে অর্পণ অর্থাৎ পূজাদি করিলে যে কার্য্যের ফলাধিক্য হইবে, এ বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? সেই শ্রীমূর্ত্তিকে উপাসনা করিলেও যাহারা পুরুষদ্বেষী অর্থাৎ মানুষকে দ্বেষ করে, তাহাদের পক্ষে ফলপ্রদ হয় না। যদি পুরুষের প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজা করে, তবে অল্পবুদ্ধি মানবগণেরও পরম ফলপ্রদ হইয়া থাকে।" এস্থলে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে, কোন কোন মন্দবুদ্ধি এস্থানে এইরূপ ব্যাখ্যা করে যে, যাহারা অল্পবুদ্ধি তাহারাই প্রতিমাতে পূজা করিবে, যাহারা বিজ্ঞ তাহারা প্রতিমাতে পূজা করিবে না। এইরূপ অর্থ অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু নৃসিংহপুরাণ প্রভৃতিতে স্পষ্টই শুনা যায় যে, শ্রীব্রহ্মা এবং অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতিও শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিতেন। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—

ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সশ্রদ্ধয়া সপর্য্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্॥

অর্থাৎ সেই শ্রীপ্রতিমার অতিশয় প্রভাবহেতু, শ্রীহরির নিখিল অধিষ্ঠান হইতে শ্রীমূর্ত্তি-অধিষ্ঠানেরই বৈশিষ্ট্য থাকা

জন্য, যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, এমন উত্তম সাধক কেহ কেহ প্রতিমাতেই শ্রীহরিকে শ্রদ্ধার সহিত পরিচর্য্যা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহারা পরস্পর অবজ্ঞা অর্থাৎ অসম্মান করাতেই সঙ্কল্প পোষণ করে, তাহাদিগকেও পূজা করিবার যখন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তখন যে জন পরস্পর দ্বেষ করে, তাহাকে পূজা করিলেও সিদ্ধি হউক? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য প্রসঙ্গ যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া না যায়, সেই অভিপ্রায়ে এবং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানরূপ মানুষের প্রতি আদর রক্ষার ইচ্ছায় সেই দ্বেষকে বারণ করা হইয়াছে। যাহারা অন্য মানুষকে দ্বেষ করে, তাহারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিলেও, সেবা সিদ্ধিদায়িনী হইবে না।

এইক্ষণ মনুষ্যগণমধ্যে জাতিপ্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত বিশেষত্ব বিস্তার করিতেছেন,—

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্॥

"হে মহারাজ! যে ব্রাহ্মণ তপস্যাবিদ্যা ও তুষ্টিদ্বারা হরির মূর্ত্তি বেদকে ধারণ করেন, সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া জানিবে।" পূর্ব্ববর্ণিত ব্রাহ্মণরূপ সুপাত্রকেই স্তব করিতেছেন—

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ॥

"হে মহারাজ! যিনি জগতে লোকসংগ্রহকর ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া জগতের নিয়ামক, সেই শ্রীকৃষ্ণের জন ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পদধূলির দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন। যেহেতু তাঁহারা পরমদেবতা অর্থাৎ পরমপূজ্য। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণগণই দানের শ্রেষ্ঠপাত্র" ॥ ২৮৬—২৯৩ ॥

অথ তদনন্তরাধ্যায়স্যাদাবেব তেষু সর্ব্বোৎকৃষ্টমাহ দ্বাভ্যাম্—কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি ॥ ২৯৪ ॥

অনেন যথাত্র মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিপূজৈব মুখ্যা, পুরুষান্তরপূজা তু তদভাব এব, তথা প্রেমভক্তিকামানাং প্রেমভক্তপূজা জ্ঞেয়া। ততঃ প্রেমভক্তানামপি যচ্চিত্তস্য পরমাশ্রয়রূপং তদভিব্যক্তেঃ সুতরামেবার্চ্চায়া আধিক্যমপি। এবং তদাশ্রয়রূপস্য বিলক্ষণপ্রকাশস্থানত্বাদেব শ্রীবিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেঽপি শালগ্রামাদিষু নির্দ্ধারণম্। তচ্চ পুরুষবন্নান্তর্য্যামিদৃষ্ট্যপেক্ষ্য, কিন্তু স্বভাবনির্দ্দেশপরমেব। তন্নিবাসক্ষেত্রাদীনাং মহাতীর্থত্বাপাদনাদিনা কীটাদীনামপি কৃতার্থত্বকথনাৎ। তথাচ স্কান্দে—শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্। তত্র দানং জপোহোম সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥ পাদ্মে—শালগ্রামসমীপেতু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ। কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নর ইতি। তস্মাদর্চ্চায়া আধিক্যমেব হি স্থিতম্॥ ৭।১৫॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্॥ ২৯৪ ॥

তথাধিষ্ঠানান্তরাণি চৈবম্। যথা—সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং। ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র! পূজাপদানি মে॥ সূর্য্যেতু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেতমাম্। আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্রে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥ বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া। বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥ স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈ র্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি। ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্॥ ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ। যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ॥ ২৯৫ ॥

টীকা চ—ইদানীমেকাদশপূজাধিষ্ঠানান্যাহ, সূর্য্য ইতি তে। হে ভদ্র! অধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনভেদমাহ, সূর্য্য ইতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া। সূক্তৈরুপস্থানাদিনা। অঙ্গ হে উদ্ধব! মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা। তোয়ে তোয়াদিভির্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা। স্থণ্ডিলে ভূবি মন্ত্রহৃদয়ৈ রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ। সর্ব্বাধিষ্ঠানেষু ধ্যেয়মাহ, ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষ্বিতি। ইতি অনেন প্রকারেণ। এষু ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষা। অত্র সর্ব্বত্র চতুর্ভুজস্যৈবানুসন্ধানে সত্যপি দ্বিধাগতিঃ। একাধি-

ষ্ঠানপরিচর্য্যয়ৈবাধিষ্ঠাতৃরূপাসনালক্ষণা, মন্দিরলেপনাদিনা তদধিষ্ঠাতৃপ্রতিষ্ঠায়া ইব। যথা বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা গোষঙ্গ যবসাদিনেত্যাদি, যতো বন্ধুসৎকারো বৈষ্ণববিষয়ক ঈশ্বরে তু প্রভুভাব উপদিশ্যতে, ঈশ্বরে তদধীনেম্বিত্যাদৌ, তথা গোসম্প্রদানকমেব যবসাদিভোজনদানং যুজ্যতে ন তু চতুর্ভুজসম্প্রদানকম্, অভক্ষ্যত্বাৎ। যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ইতি তত্রৈব পূর্ব্বমুক্তম্। অন্যা তু সাক্ষাদধিষ্ঠাতৃরূপাসনালক্ষণা, যথা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া, তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈরিত্যাদি। অত্রাগ্ন্যাদৌ তদন্তর্য্যামিরূপস্যৈব চিন্তনং কার্য্যম্। ন জাতু নিজপ্রেমসেবাবিশেষাশ্রয়স্বাভীষ্টরূপবিশেষস্য। স তু সর্ব্বথা পরমসুকুমারত্বাদিবুদ্ধিজনিতয়া প্রীত্যৈব সেবনীয়ঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতৈবৈবস্ত্রোপবীতাভরণৈরিত্যাদি। তেষাং যথাভক্তিরীত্যা পরমেশ্বরস্যাপি তথাভাবঃ শ্রূয়তে। যথা শ্রীনারদীয়ে—ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ। ভক্ত্যা সম্পূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্॥ জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ। পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষার্ত্তঃ সুজলৈর্যথেতি। অত্র দৃষ্টান্ত উপজীব্যঃ। বৈপরীত্যে দোষশ্চ। যথা গ্রীষ্মে জলস্থ পূজা প্রশস্তা বর্ষাসু নিন্দিতা। যদুক্তং গারুড়ে—শুচিশুক্রগতে কালে যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্। জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাৎ॥ ঘনাগমে প্রকুর্ব্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দ্দনম্। যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবমিতি। এবমন্যত্রাপি। পরিচর্য্যাবিধৌ তদ্দেশকালসুখদানি শতশো বিহিতানি। তদ্বিপরীতানি নিষিদ্ধানি চ বিষ্ণুযামলে—বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চেতি। অতএবোক্তম্—যদ্যদিষ্টতমং লোকে ইত্যাদি। তত্র তত্রেষ্টমন্ত্রধ্যানস্থলং চ সর্ব্বর্ত্তুসুখময়মনোহররূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময়ত্বেনৈব ধ্যাতুং বিহিতমস্তি। অন্যথা তত্তদাগ্রহস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। তস্মাদগ্ন্যাদৌ তত্তদন্তর্য্যামিরূপ এব ভাব্য ইতি স্থিতম্॥ ১১।১১॥ শ্রীভগবান্॥ ২৯৫॥

ইহার পর অধ্যায়ের প্রথমেই দুইটী শ্লোকের দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কর্ম্মনিষ্ঠাদ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ॥
জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা।
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ॥

৭।১৫ ১—২॥

"হে মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহবা তপোনিষ্ঠ, কেহবা স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহবা ব্যাখ্যায়নিষ্ঠ, অপর কেহবা জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠ। তন্মধ্যে পিতৃলোক উদ্দেশ্যে দেয় পদার্থের অনন্তফল প্রাপ্তির কামনায় জ্ঞাননিষ্ঠকে অর্পণ করিবে, এবং দেবতা উদ্দেশ্যেও দেয় হবি তাহাকেই (জ্ঞাননিষ্ঠকে) অর্পণ করিবে। যদি সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পাত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানবিকাশের তারতম্য অনুসারে দানপাত্র নির্দ্দেশ করিয়া লইবে।" এই প্রসঙ্গের দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যেমন মুমুক্ষু প্রভৃতির জ্ঞানী পূজাই মুখ্য, যদি জ্ঞানীপাত্র না পাওয়া যায়, তবেই জ্ঞানবিকাশের তারতম্যানুসারে পুরুষান্তরের পূজা করার ব্যবস্থা, তেমনই যাহারা প্রেমভক্তিলাভের কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রেমভক্ত পূজাই শ্রেষ্ঠ। অতএব প্রেমিক ভক্তগণের ও চিত্তের পরমাশ্রয় যে শ্রীমূর্ত্তি, সেই শ্রীমূর্ত্তির পূজাই প্রেমিক ভক্তপূজা হইতে যে অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু (শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আবির্ভাব আছে। এই প্রকারে প্রেমিকভক্তগণের চিত্তের পরমশ্রেয়রূপ শ্রীভগবানের প্রচুরতর প্রকাশের স্থান বলিয়া শ্রীবিষ্ণু যদ্যপি বিশ্বব্যাপক তথাপি শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতিতে তাঁহার (শ্রীভগবানের) আবির্ভাবস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যেমন শ্রীভগবান অন্তর্যামীরূপে আছেন, এই প্রকার দৃষ্টি রাখিয়া পূজা করিতে হয়, শ্রীবিগ্রহ শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতিতে

কিন্তু সেই প্রকার অন্তর্য্যামিতাময় দৃষ্টিতে পূজা করিবে না। যেহেতু শ্রীবিষ্ণু বিশ্বব্যাপী হইয়াও শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিতে সাক্ষাৎ প্রকট থাকেন, ইহা তাঁহার স্বভাব। যেহেতু শ্রীভগবানের নিবাসক্ষেত্র প্রভৃতির মহাতীর্থত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই ক্ষেত্রবাসী কীটপ্রভৃতিরও কৃতার্থতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ আবির্ভাব স্থান শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতির সম্বন্ধেও শাস্ত্রে এমনই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে,—যেস্থানে শ্রীশালগ্রামশীলা বিদ্যমান আছেন, তথায় তিন যোজন পর্য্যন্ত স্থান পরমপবিত্র তীর্থ। সেই তিন যোজন স্থানের মধ্যে যে কোন স্থানে দান, জপ, হোম যাহাই করা হউক, সকলই কোটিগুণ ফলপ্রদ। পদ্মপুরাণেও দেখা যায় শালগ্রামসমীপে চতুর্দ্দিকে একক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে গয়া প্রভৃতি দেশে জাত অধম মানুষও মরিয়া বৈকুণ্ঠ ভুবনে গমন করে। অতএব শ্রীমুর্ত্তি পূজার যে আধিক্য তাহাই নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২৯৪ ॥

১১।১১।৪১—৪৫ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পূর্ব্বে পাত্রনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে যে পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পাত্র ভিন্ন আরও একাদশটী পূজার অধিষ্ঠান দেখান হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন, হে ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলমূর্ত্তি! এইক্ষণ অধিষ্ঠানভেদে পূজার সাধনভেদ দেখাইতেছি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ একাদশটী অধিষ্ঠানের নাম শ্রবণ কর। (১) সূর্য্য, (২) অগ্নি, (৩) ব্রাহ্মণ, (৪) গো, (৫) বৈষ্ণব, (৬) আকাশ, (৭) বায়ু, (৮) জল, (৯) ভূমি, (১০) আত্মা, (১১) সর্ব্বভূত, এই একাদশটী আমাকে পূজা করিবার স্থান। তন্মধ্যে সূর্য্য অধিষ্ঠানে ত্রৈবিদ্যাদ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মময়ী উপাসনা দ্বারা আমাকে পূজা করিবে। অগ্নিতে ঘৃতের দ্বারা, ব্রাহ্মণে আতিথ্যবিধানের দ্বারা, গরুতে তৃণজলাদি দ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধুভাবে সৎকারের দ্বারা, হৃদয়রূপ আকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা, বায়ুতে মুখ্যবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণদৃষ্টি দ্বারা, জলে জলাদি উপচারে তর্পণাদি দ্বারা, স্থণ্ডিলরূপ ভূমিতে রহস্যমন্ত্রন্যাসাদি দ্বারা, আত্মাকে পরমাত্মাশ্রিতরূপে, সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে সমত্ব দৃষ্টিতে অর্চ্চন করিবে। সাবহিত চিত্তে পূর্ব্ব উল্লিখিত সর্ব্ব অধিষ্ঠানেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্ত আমার চতুর্ভুজ প্রশান্তরূপ ধ্যানকরতঃ পূজা করিবে। এস্থানে সর্ব্বত্র চতুর্ভুজরূপে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও উপাসনার দুই প্রকারে ভেদ দেখা যায়। প্রথম, মন্দিরলেপনাদি দ্বারা যেমন সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা শ্রীবিগ্রহের উপাসনা করা হয়, তেমনই অন্তর্য্যামী পরমাত্মদৃষ্টিতে কোন দেহের পরিচর্য্যা করিলে, সেই দেহের অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানেরই সেবা করা হয়। যেমন বৈষ্ণবে বন্ধুভাবে সৎকার, এবং গো সকলকে তৃণজলাদি অর্পণের দ্বারা পরিচর্য্যা। বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকার বলিতে বৈষ্ণব বুদ্ধিতে অর্থাৎ ইনি বিষ্ণুর দাস অতএব আমার পরম বান্ধব এই বুদ্ধিতে তাঁহার উপকারাদি করিবে, কিন্তু ঈশ্বর বুদ্ধিতে বন্ধুভাব হইতে পারে না। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি প্রভুভাবই রাখিবার জন্যই শাস্ত্র উপদেশ করেন। যেহেতু "ঈশ্বরে তদধীনেষু" এই ১১।২।৪৪ শ্লোকে হবিযোগেন্দ্র পরমেশ্বরে প্রেম এবং ভগবদ্ভক্তজনে বন্ধুভাবের কথা উপদেশ করিয়াছেন। গোসকলকে তৃণজলাদি প্রদান করিবে, এস্থানেও গোদৃষ্টিতেই তৃণজলাদি প্রদান করিবার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে। কারণ গোদৃষ্টিতেই তৃণজলাদি প্রদানে সেবা করিবার উপযোগিতা আছে। কিন্তু চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুদৃষ্টিতে তৃণজলাদিদ্বারা সেবা করিবার উপযোগিতা নাই; যেহেতু তৃণজলাদি বিষ্ণুর ভোজনীয় নহে। ১১।১১।৪০ শ্লোকে উল্লেখ আছে—

যদ্যৎ প্রিয়তমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদনন্ত্যায় কল্পতে ॥

"হে উদ্ধব! এই জগতে যাহা যাহা আমার প্রিয়তম বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এবং তন্মধ্যেও ভক্তের নিজ প্রিয়তম, সেই সেই বস্তু আমাকে অর্পণ করিলে তাহা অনন্ত ফলের জন্য কল্পিত হয়।" এই প্রমাণে বেশ বুঝা গেল যে যাহা যাহা ভগবানের প্রিয়বস্তু, তাহা তাহাই ভগবানকে অর্পণ করিতে হয়। গরুতে ভগবৎদৃষ্টিতে পূজা করা অভিমত হইলে শ্রীবিষ্ণুর অভক্ষ্য তৃণজলাদি দ্বারা পূজা করিবার ব্যবস্থা উপদেশ করিতেন না। এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে, যদি সর্ব্ব অধিষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজত্বাদি রূপ চিন্তা

করিয়া পূজা করিবার উপদেশ করিয়াছেন, তথাপি কোন কোন অধিষ্ঠানে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুরই ধ্যান করিবে, কোন কোন অধিষ্ঠানে সেই অধিষ্ঠানেরই চিন্তায় সেবা করিবে। তন্মধ্যে বৈষ্ণব অধিষ্ঠানে বৈষ্ণব বুদ্ধিতেই বন্ধুভাবে সৎকার করিবে, গোদেহ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়, অতএব গোর সেবা করিলেই শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন, এই বুদ্ধিতে পূজা করিতে হইবে। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা কিন্তু সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনারূপ। যেমন হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা, জলে জলাদি উপকরণ দ্রব্যদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর তর্পণাদি করা। অগ্নিপ্রভৃতি অধিষ্ঠানে সেই অগ্নিপ্রভৃতির অন্তর্য্যামীরূপেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য, কখনও কিন্তু নিজপ্রেমসেবাবিশেষের আশ্রয় নিজ অভীষ্ট ভগবানের রূপবিশেষের চিন্তা করিবে না। যেহেতু নিজ অভীষ্ট প্রাণবল্লভ পরমসুকুমার পরমসুন্দর পরমমধুর, তাঁহার অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতেও অতিসুকোমল অঙ্গে বুঝি কঠিন অঙ্গুলির স্পর্শজন্য বেদনা লাগিল, এই প্রকার বুদ্ধিজনিত প্রীতিতেই সর্ব্বপ্রকার সেবা করা কর্ত্তব্য। সেই সুকোমলাঙ্গ নিজ ভক্তবল্লভ শ্রীভগবান দাহক অগ্নিতে অথবা অতিশীতল জলের মধ্যে আছেন, এইরূপ চিন্তা করা সর্ব্বথাই ভক্তিবিরুদ্ধ। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবানও ১১।২৭।২৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—"আমার ভক্ত আমাকে বস্ত্র উপবীত এবং আভরণ প্রভৃতির দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। সেই সকল ভক্ত যেমন ভক্তিরীতিতে শ্রীপরমেশ্বরকে পূজা করিয়া থাকেন, শ্রীপরমেশ্বরও সেইপ্রকার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া থাকেন। অর্থাৎ কোমলাঙ্গ বুদ্ধিতে ভাবনা করিলে কোমলাঙ্গরূপেই আবিষ্ট হয়েন, বীরভাবে ভাবনা করিলে বীরভাবেই আবিষ্ট হন। শ্রীনারদীয়পুরাণে উল্লেখ আছে যে,—"হে ব্রাহ্মণগণ! ভগবান হৃষীকেশ কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য, ধনের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ভক্তিতে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিলে নিজ অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বক্লেশহারী জগন্নাথ শ্রীহরি জলদ্বারা পূজিত হইলেও তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তি সুন্দর জললাভে যেমন সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সন্তোষ লাভ করেন"। এখানে দৃষ্টান্তই উপজীব্য, অর্থাৎ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন জল পাইবার জন্য কাতর হয়, জল বিনা অন্য কিছুতেই তার তৃপ্তি হয় না, তেমনই ভক্তিপিপাসু শ্রীভগবান ভক্তিতেই তৃপ্তিলাভ করেন। বৈপরীত্যে দোষও উল্লেখ আছে,—যেমন গ্রীষ্মে জলস্থ শ্রীভগবানের পূজা প্রশস্তা, কিন্তু বর্ষাকালে নিন্দিতা, তেমনই ভক্তিদ্বারা কৃষ্ণপূজা প্রশস্তা, জ্ঞানাদির দ্বারা পূজা নিন্দিতা। গরুড়পুরাণেও এইপ্রকার বলা আছে,—গ্রীষ্মকালে যে জন জলস্থ কেশবকে বিবিধ পুষ্পের দ্বারা পূজা করে, সে জন যমতাড়না হইতে মুক্তিলাভ করে। আবার যে জন বর্ষাকালে জনার্দ্দনকে জলস্থভাবে পূজা করে, সে জন নিশ্চয় নরকে যায়। এইপ্রকার অন্যত্রও প্রমাণ আছে। পরিচর্য্যাবিধিতে সেই সেই দেশকাল অনুসারে শ্রীহরির সুখপ্রদ শত শত ব্যবস্থা করা আছে। আবার সুখবিরোধী দুঃখপ্রদ শত শত নিষিদ্ধ ব্যবস্থাও আছে। বিষ্ণুযামলে শ্রীবিষ্ণুর পৃথক পৃথক ঋতু অনুসারে পূজারও পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা আছে। অতএব শ্রীভগবান একাদশ স্কন্ধেও বলিয়াছেন,—"লোকে যাহা যাহা ইষ্টতম, এবং আমার প্রিয়তম, এবং ভক্তেরও অতিপ্রিয়, সেই বস্তু আমাকে সমর্পণ করিবে।" তন্মধ্যে যে সকল অধিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই সেই স্থলে পরমভাগবতগণের পক্ষে কিন্তু নিজ অভীষ্টমন্ত্র ধ্যানের স্থান সর্ব্বঋতুতে সুখময় এমন মনোহর রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময় স্থানই ধ্যান করিবার জন্য বিধান করিয়াছেন। তাহা না হইলে ধামগত নিজ অভীষ্টদেবকে চিন্তা করিবার জন্য শাস্ত্রের যে আগ্রহ দেখা যায়, তাহা ব্যর্থ হইয়া পরে। অতএব অগ্নি প্রভৃতি অধিষ্ঠানে অন্তর্য্যামীরূপই চিন্তা করিতে হইবে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। ১১।১১॥২৯৫॥

অথ নৈবেদ্যার্পণ প্রসঙ্গে যঃ ক্রমদীপিকা-দর্শিতোঽনিরুদ্ধনামাত্মকো মন্ত্রস্তস্য স্থানে শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিকভক্তাস্তু তন্মূলমন্ত্রমেবেচ্ছন্তি। তথা যচ্চ তন্মুখজ্যোতিরনুগতত্বেন ধ্যাতুং বিধীয়তে, তত্তু ভোজনসময়ে তন্মুখপ্রসাদমেব মন্যন্তে। ভোজনন্তু যথা লোকসিদ্ধমেব নরলীলত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য। অথ জপে মন্ত্রার্থস্য নানাত্বেঽপি পুরুষার্থানুকূল এবাসৌ চিন্ত্যঃ। যথা শ্রীমদষ্টাক্ষরাদাবাত্মনিবেদনলক্ষণ

চতুর্থ্যাদ্যভাববতি মন্ত্রে তদনুসন্ধানেনেতি। এবমন্যেঽপি পূজাবিধয়ো যথাযথং যোজনীয়াঃ। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বাসাং ভক্তীনামেব শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্বরূপেণ দ্বিবিধো হি ভেদঃ সম্মত ইতি। তদেতদর্চ্চনং ফলেনাহ—এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ। অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ২৯৬ ॥

উভয়ত্র ইহামুত্র চ। যথা—মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি। ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ২৯৭ ॥

নৈরপেক্ষ্যেণ নিরুপাধিনা। ভক্তিযোগেন প্রেম্না। স চ ভক্তিযোগ এবং পূজায়াঃ স্যাদিত্যাহ, ভক্তীতি ॥ ১১।২৭ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ২৯৭ ॥

যানি চাত্র বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্ম্মাল্যধারণচরণামৃতপানাদীন্যঙ্গানি তেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্যবৃন্দং শাস্ত্রসহস্রেষ্বনুসন্ধেয়ম। অথার্চ্চনাধিকারিনির্ণয়ঃ,—এতদ্ বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ সম্মতম্। শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রানাঞ্চমানদ ॥ ২৯৮ ॥

সর্ব্ববর্ণানাং ত্রৈবর্ণিকানাম্। তথা চ স্মৃত্যর্থসারে পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজনম্। কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥ শূদ্রাণাঞ্চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্। সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥ স্ত্রীনামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু। পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনীতি। বিষ্ণুধর্ম্মে—দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্। সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্ ॥ তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া। তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নামোপজীবতি। ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥ ইতি। কিঞ্চ তত্ত্বসাগরে যথা-কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণামিতি। অথ কৃতে-শুক্লশ্চতুর্বাহু রিত্যাদিনা যুগভেদে যশ্চোপাসনায়ামাবির্ভাবভেদ উচ্যতে, স চ প্রায়িক এব। তেভ্যশ্চতুর্ভ্যোঽন্যেষামুপাসনাশাস্ত্রাদেব। অন্যথেতরোপাসনায়াঃ কালাসমাবেশঃ স্যাৎ। শ্রূয়ন্তে চ সর্ব্বত্র যুগে সর্ব্বোপাসকাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি সর্ব্বদাপি যথেচ্ছং সর্ব্ব এবাবির্ভাবাঃ পূজ্যা ইতি স্থিতম্। অত এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামিত্যাদিকং সর্ব্বসম্মতমেব ॥ ১১ ২৭॥ উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৯৮ ॥

এইক্ষণ নৈবেদ্য অর্পণ-প্রসঙ্গে ক্রমদীপিকাতে যে অনিরুদ্ধ নামাত্মক মন্ত্র দেখান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ কিন্তু সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্রই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আরও শ্রীনৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণের মুখজ্যোতিমিলিতরূপে যে ধ্যান করিবার বিধান হইয়াছে, তাহা কিন্তু ভোজন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখপ্রসন্নতাই মনে করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোজন কিন্তু মানবলোকে যেমন সিদ্ধ তেমনই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ মানুষ যেমন হস্তের দ্বারা গ্রাস তুলিয়া ভোজন করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই ভোজন করিবার আসনে বসিয়া নিজ শ্রীহস্তদ্বারা ভক্তদত্ত বস্তু শ্রীমুখে অর্পণ করতঃ গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন, এইরূপে চিন্তা করিবেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা। জপকালে মন্ত্রের নানাপ্রকার অর্থ থাকিলেও নিজ প্রয়োজন অনুকূল অর্থই চিন্তা করিবে। যেমন অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে চতুর্থী বিভক্তির উল্লেখ নাই, তথাপি প্রতি মন্ত্রেরই আত্মসমর্পণে তাৎপর্য্য থাকা জন্য যে সকল মন্ত্রে চতুর্থী বিভক্তির বা "নমঃ" "স্বাহা" "স্বধা" প্রভৃতির উল্লেখ নাই, সে সকল মন্ত্রেও আত্মসমর্পণ অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। এই প্রকার অন্যান্য পূজাবিধিও যথাযথরূপে যোজনা করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধির জন্য সকল ভক্তিরই শুদ্ধত্ব অশুদ্ধত্বরূপে

দুই প্রকার ভেদ আছে। এই পূর্ব্ববর্ণিত অর্চ্চনের কথা ফলের দ্বারা ১১।২৭।৪৬ শ্লোকে বলিতেছেন,—"হে উদ্ধব! এই প্রকার বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগপথের দ্বারা অর্চ্চন করতঃ মানব আমা হইতে ঐহিক-পারলৌকিক অভীপ্সিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে॥" ২৯৬॥

আবার ১১।২৭।৪৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"যেজন নিরুপাধি (ঐহিক পারলৌকিক সুখাপেক্ষাশূন্য) ভক্তিযোগে অর্থাৎ প্রীতির সহিত আমাকে এই প্রকার (পূর্ব্ববর্ণিত বিধিতে) পূজা করে, সে জন আমাতে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমলাভ করিয়া থাকে।" তাহা হইলে এই দুই প্রকার অর্চ্চন বিধির মধ্যে বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ উপায়ে অর্চ্চনটী অশুদ্ধ ভক্তিযোগ, আর দ্বিতীয় অর্চ্চন প্রকারটী বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ॥ ২৯৭॥

এই অর্চ্চনাঙ্গে যে সকল বৈষ্ণবচিহ্নধারণ এবং নির্ম্মাল্যধারণ ও চরণামৃত পান প্রভৃতি অন্য অঙ্গ আছে, সেই সেই অঙ্গের পৃথক পৃথক মাহাত্ম্যরাশি সহস্র সহস্র শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে, অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে অর্চ্চন করিবার অধিকারী কে, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ১১।২৭।৪ শ্লোকে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"হে ভক্তজনমানদ! এই অর্চ্চন ত্রৈবর্ণিকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, সর্ব্বাশ্রমীর অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে, অধিক আর কি বলিব স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষেও সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি।" স্মৃত্যর্থসারে এবং পদ্মপুরাণেও বৈশাখমাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে,—তন্ত্রোক্তমার্গে স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতির পতিকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। শূদ্রগণেরও নামমন্ত্রে দেবতার অর্চ্চন হইয়া থাকে। বেদানুসারী তন্ত্রমার্গে, কিন্তু সকলেই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবে। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে বৈদিকবিধিতে দেবতান্তরের অর্চ্চনে স্ত্রী ও শূদ্রগণ স্বাহাস্বধাদি উচ্চারণ না করিয়া কেবল নামমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। এটী কিন্তু বৈদিক ক্রিয়ার সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। বেদানুসারী তন্ত্রোক্তবিধিতে নিজ ইষ্ট শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি সকলেরই স্বাহা স্বধাদি স্মরণপূর্ব্বক অর্চ্চন করিবার সমান অধিকার আছে। যে সকল স্ত্রী পতিপ্রিয়হিতেরতা, সেই সকল স্ত্রীর সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা, কিন্তু ব্যভিচারিণী স্ত্রীর শ্রীবিষ্ণুপূজায় অধিকার নাই। তিনি কেবল অকিঞ্চনভাবে শ্রীহরিনামেরই আশ্রয় লইবেন। এইটীই সনাতনী শ্রুতি। বিষ্ণুধর্ম্মে উল্লেখ আছে,—"অভীষ্ট দেবতায়, মন্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুতে যাহার অষ্টবিধা ভক্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি প্রসন্ন।" সেই অষ্টবিধা ভক্তি কি, তাহারই পরিচয় দিতেছেন,—(১) ভগবৎভক্তজনে বাৎসল্য, (২) ভগবৎপূজা অনুমোদন, (৩) শুদ্ধচিত্তে নিত্য ভগবানের অর্চ্চন, (৪) ভগবৎভক্তি অনুষ্ঠান করিয়া অহঙ্কারশূন্যতা, (৫) ভগবৎকথাশ্রবণে আসক্তি, (৬) ভগবৎ সেবাকার্য্যের জন্য কায়িকচেষ্টা, (৭) নিত্য তাঁহার স্মরণ, এবং (৮) নিত্য তাঁহার শ্রীনামকেই জীবিকা করা, অর্থাৎ ভক্ষ্য ভিন্ন যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনই শ্রীনাম ভিন্ন দেহধারণে অসমর্থতা। এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছেও থাকে, তবে সেই মানুষই মুনি, সত্যবাদী, ও কীর্ত্তিমান। তত্ত্বসাগরে আরও কিছু উল্লেখ আছে—কাংস যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঞ্চনতাপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার মানবমাত্র দীক্ষাবিধানের দ্বারা দ্বিজত্বলাভ করে। অনন্তর করভাজন যোগীন্দ্রের উপদেশে সত্যাদি যুগগত উপাসনার পার্থক্য এবং উপাসনাতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের ভেদ এইপ্রকার উক্ত আছে। সেটী প্রায়িক, অর্থাৎ প্রায়শঃ এইপ্রকার হইয়া থাকে। তাহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, সত্যাদি যুগে কেবল সেই সেই যুগাবতারকেই উপাসনা করিতে হইবে, এইপ্রকার নিয়ম। যেহেতু সেই সেই যুগে পৃথক পৃথক উপাসনা ও পৃথক পৃথক উপাস্যদেবের কথা শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। যদি সেই সেই যুগে সেই সেই যুগাবতারকে এবং সেই সেই যুগের উপাসনা করাই অবশ্যকর্ত্তব্য হয়, তবে অন্য শ্রীভগবৎস্বরূপের এবং অন্য উপাসনার সময়ই থাকে না। যেহেতু সত্যের যুগাবতার শুক্লভগবান, উপাসনা ধ্যান। ত্রেতায় যুগাবতার যজ্ঞপুরুষ ভগবান, উপাসনা যজ্ঞ। দ্বাপরে শুকপত্রাভ শ্যাম ভগবান, উপাসনা পরিচর্য্যা। কলিতে শ্যামবর্ণ ভগবান, উপাসনা শ্রীহরিনাম জপ। তাহা হইলে চারিযুগ ব্যাপিয়াই যুগাবতার ও তাঁহার

উপাসনা স্থির হইয়া গেল। এক্ষেত্রে অন্য ভগবৎস্বরূপের উপাসনার আর অবকাশ নাই। অথচ শুনা যায় সর্ব্বযুগেই সর্ব্বভগবানের উপাসনা এবং উপাসক আছে। অতএব সকলেরই এবং সর্ব্বযুগেই নিজ অভিলাষ অনুরূপ ভগবৎ-স্বরূপের সর্ব্বপ্রকার আবির্ভাবই পূজ্য ইহাই স্থিরীকৃত হইল। অতএব এই অর্চ্চনমার্গ যে সকল বর্ণী ও সকল আশ্রমীর পক্ষে যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা সকল শাস্ত্রেই সম্মত॥ ১১। ২৭॥ ২৯৮॥

তদেতদর্চ্চনং ব্যাখ্যাতং। অস্যাঙ্গানি চাগমাদৌ জ্ঞেয়ানি। তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকব্রতৈ-কাদশীমাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্। তত্র জন্মা-ষ্টমী যথা বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসম্বাদে,—তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনো র্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্। কর্ত্তব্যং বিত্ত-শাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরপি॥ অকুর্ব্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশেতি। তথা—কৃষ্ণজন্মা-ষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যদ্ ব্রতমুপাসতে। নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্ দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ইতি। বিত্তাশাঠ্যঞ্চোক্তমষ্টমে,—ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ। পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদত ইতি। অথ কার্ত্তিকো যথা স্কান্দে—একতঃ সর্ব্বতীর্থা-নীত্যাদিকমুক্ত্বা একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশব প্রিয়ঃ। যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে। তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদেতি। অব্রতেন ক্ষিপেদ্ যস্তু মাসং দামোদর প্রিয়ং। তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত ইতি। অথৈকাদশী। তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্। তত্র সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্ম্মে—বৈষ্ণবো বাথ সৌরো বা কুর্য্যাদেকাদশীব্রতমিতি। সৌর পুরাণে—বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেদিতি। বিশেষতশ্চ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষানন্তরাবশ্যকৃত্যকথনে—সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামী-ত্যাদৌ, একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। জাগরং নিশিং কুর্ব্বীত বিশেষার্চ্চাচ্চর্য়েদ্বিভুমিতি। বিষ্ণুযামলে অপি তৎকথনে—দিগ্‌বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্। শুক্লাকৃষ্ণাবিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা। শক্তৌ ফলাদি ভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশীদিনে। দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যাবচয়স্তথা॥ তত্র বিষ্ণো র্দিবাস্নান-মপি নিষিদ্ধত্বেনোক্তম্। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকথনে—দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতেতি। তথা স্কান্দে কাশীখণ্ডে সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে চ চন্দ্রশর্ম্মণো ভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা—অদ্য প্রভৃতি কর্ত্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু। একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা॥ মহাভক্ত্যাত্র কর্ত্তব্যং প্রত্যহং পূজনং তব। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধন্তু মোক্তব্যং বাসরং তব। ত্বৎপ্রীত্যাষ্টৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যাং ব্রতসংযুতা ইত্যাদিকা। অত উক্তমাগ্নেয়ে—একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহদিতি। গৌতমীয়ে—বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথাতস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎদিতি॥ মৎস্যভবিষ্যপুরাণয়োঃ একাদশ্যাং নিরাহারো যদ্-ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে। শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহদিতি॥ স্কান্দে—মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যোভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকচ্যুতো ভবেদিতি। অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব। তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্। অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্॥ অনি-বেদ্যন্তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তীভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদেতি॥ জাগর-স্যাপি নিত্যত্বং যথা স্কান্দে উমামহেশ্বরসংবাদে—সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণো র্যৈন কুর্ব্বন্তি জাগরম্। ভ্রশ্যতে সুকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া॥ ইতি

ন র্জায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি। ন হি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি॥ ইতি। তদ্‌ব্রতস্য বিষ্ণুপ্রীতিদত্বঞ্চ শ্রূয়তে, পাদ্মোত্তরখণ্ডে—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দ্বাদশ্যাশ্চ বিধানকম্। তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সন্তুষ্টোঽভূজ্জনার্দ্দনঃ॥ ইতি। ভবিষ্যে—একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী। ভক্তেস্তু দীপনী বিষ্ণোঃ পরমার্থগতিপ্রদেতি। অতএব শ্রীমদম্বরীষাদীনাং ভক্ত্যেকনিষ্ঠানাং মহাপ্রসাদৈকভুজাং তদ্‌ব্রতং দর্শয়তা শ্রীভাগবতেনাপি তদন্তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্মত্বেন সম্মতমিতি দিক্। পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ—ব্রাহ্মণকন্যায়াঃ কার্ত্তিকব্রতৈকাদশীব্রতপ্রভাবাৎ শ্রীমৎসত্যভামাখ্যভগবৎপ্রেয়সীপদপ্রাপ্তিরপি শ্রূয়তে। কিং বহুনা। অথ মাঘঃ সৌপর্ণে—দুল্ল্লভো মাঘমাসস্তু বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ। দেবতানামৃষীনাঞ্চ মুনীনাং সুরনায়ক। বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবল্লভঃ॥ ইতি। স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে,—সর্ব্বপাপবিনাশায় কৃষ্ণসন্তোষণায় চ। মাঘস্নানং সদা কার্য্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ॥ ইতি। ভবিষ্যোত্তরে—একবিংশগণৈঃ সার্দ্ধং ভোগান্ ত্যক্ত্বা যথেপ্সিতম্। মাঘমাস্যুষসি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ইতি। এবং শ্রীরামনবমীবৈশাখব্রতাদয়শ্চাত্র জ্ঞেয়াঃ। এতৎ সর্ব্বমপি সদাচারকথনদ্বারা বিধত্তে—গাং পর্য্যটন্নিত্যাদৌ, ব্রতানি চেরে হরিতোষণানীতি ॥ ২৯৯ ॥

ব্রতানি একাদশ্যাদীনীতি। বিদুর ইতি প্রকরণলব্ধম্॥ ৩।১॥ শ্রীশুকঃ॥ ২৯৯ ॥

এবং তাদৃশব্রতেষ্বপি তত্তদুপাসকানাং স্বস্বেষ্টদৈবতব্রতং সুষ্ঠ্বেব বিধেয়মিত্যাগতম্। তথাস্মিন্ পাদসেবার্চ্চনমার্গে, যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্‌ গৃহে ইত্যাদিনাগমোক্তা যে দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তথা রাজান্নভক্ষণং চৈবমিত্যাদিনা বারাহোক্তা যে চ তৎসংখ্যকাস্তথা মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যত ইত্যাদিনা তদুক্তা যে চান্যে বহবস্তে সর্ব্বে, ম ার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া। বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ইতি বারাহানুসারেণ, পরিত্যাজ্যা ইত্যাশয়েনাহ—শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি। ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ ৩০০ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামত্রাদর এব বিধীয়তে। অপরাধাস্তু সর্ব্বেঽনাদরাত্মকা এব, প্রভুত্বাবমানতশ্চ। তস্মাদপরাধনিদানমত্রানাদর এব পরিত্যাজ্য ইত্যর্থঃ॥ ১১।২৭॥ শ্রীভগবান্॥ ৩০০ ॥

তাহা হইলে এইতো অর্চ্চনাঙ্গভক্তি ব্যাখ্যা করা হইল। এই অর্চ্চনের অনেকগুলি অঙ্গ আছে, তাহা তন্ত্রশাস্ত্র হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এই অর্চ্চনাঙ্গভক্তির মধ্যে কয়েকটী প্রসিদ্ধ ভক্তিঅঙ্গ আছেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি। তন্মধ্যে জন্মাষ্টমী যেমন বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে উল্লেখ আছে, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থে ভক্তজনমাত্রই ভক্তিপূর্ব্বক বিত্তশাঠ্যশূন্য হইয়া জয়ন্তীসম্ভবব্রত অবশ্যই করিবেন। যদি কোন ভক্ত না করেন, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া যে জন অন্য ব্রত আচরণ করে, সে জন দৃষ্ট অথবা শ্রুত সকল প্রকার সুকৃত হইতে বঞ্চিত হয়। এই জন্মাষ্টমী ব্রতে যে বিত্তশাঠ্য অর্থাৎ অর্থের কৃপণতা করা উচিত নয়, তদ্বিষয়ে ৮।১৯।২৮ শ্লোকে শ্রীশুক্রাচার্য্য বলিমহারাজকে বলিয়াছেন, "যে জন, ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, ভোগ এবং স্বজন, এই পাঁচপ্রকারে বিত্ত বিভাগ করিয়া ভোগ করে, সেই জন ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয়।"

এইক্ষণ কার্ত্তিকব্রতের কথা স্কন্দপুরাণে যেমন উল্লেখ আছে, তাহাই দেখান হইতেছে। একদিকে সর্ব্বতীর্থনিষেবন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়া, অপর দিকে বলিতেছেন,—"হে বৎস নারদ! কার্ত্তিক মাস সর্ব্বদা কেশবের প্রিয়। এই কার্ত্তিকমাসে শ্রীবিষ্ণুসন্তোষার্থে যাহা কিছু

পুণ্যকার্য্য করে, সে সকলই অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে; ইহা তোমার নিকটে অতি সত্য কহিলাম। এই দামোদর প্রিয় কার্ত্তিকমাসে যে জন ভগবৎসন্তোষার্থক ব্রত ভিন্ন অতিবাহিত করে, সে জন সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যক্ যোনিতে গমন করে।"

এইক্ষণ শ্রীএকাদশীব্রতের কথা কহিতেছি। এই শ্রীএকাদশী অবৈষ্ণবজনের পক্ষেও নিত্যকর্ত্তব্য; সেই বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে সার্ব্বজনীনভাবে উল্লেখ করা আছে। বৈষ্ণব অথবা সৌর সকলেই একাদশীব্রত করিবে। সৌর-পুরাণে উল্লেখ আছে,—বৈষ্ণব, শৈব, অথবা সৌর সকলেই একাদশী ব্রত আচরণ করিবে। বিশেষতঃ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষাগ্রহণের পর অবশ্যকর্ত্তব্য কথনপ্রসঙ্গে "তোমার নিকটে আমি নিয়মবর্ণন করিব" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া "শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না, এবং রাত্রে জাগরণ করিবে ও প্রতিমাতে শ্রীবিষ্ণুকে বিশেষরূপে পূজা করিবে" এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণুযামলেও একাদশীব্রতকথনপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে,—দশমীবিদ্ধা একাদশী-ব্রত পরিত্যাগ করিবে। এটী শুক্লপক্ষের একাদশী, ইহাতেই ব্রত করা কর্ত্তব্য, এটী কৃষ্ণপক্ষের একাদশী ইহাতে ব্রত করা কর্ত্তব্য নহে, এইপ্রকার ভেদবিচার করা উচিত নহে। ব্রতের দিন কোনপ্রকার অসৎকর্ম্ম করিবে না। শক্তি থাকিতে ফলাদিভোজন করিবে না। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। দ্বাদশী তিথিতে দিবানিদ্রা ও তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। দ্বাদশীতিথিতে বিষ্ণুকে দিবাভাগে স্নান করান নিষিদ্ধ। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম্ম-কথনপ্রসঙ্গে ইহাই উল্লেখ আছে যে,—দ্বাদশীব্রতে একান্ত-নিষ্ঠা রাখিতে হইবে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে সোপর্ণ-দ্বারকামাহাত্ম্যে ও চন্দ্রশর্ম্মার ভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে,—"হে কৃষ্ণ! আজ হইতে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সকল একাদশীতেই ভোজন করিব না, এবং রাত্রে জাগরণ করিব। এবং মহাভক্তি-পূর্ব্বক প্রতিদিন আপনার আরাধনা করিব। আর যদ্যপি তোমার বাসর অর্থাৎ একাদশী তিথিকে দশমী তিথি অর্দ্ধ-পল পরিমিত কালও স্পর্শ করে, তবে আমি সেই একাদশী তিথিকে পরিত্যাগ করিব। এবং তোমার প্রীতির জন্য আটটী মহাদ্বাদশীব্রত আমি অনুষ্ঠান করিব।" অতএব অগ্নিপুরাণেও উল্লেখ আছে,—একাদশীতে ভোজন করিবে না, যেহেতু এই একাদশীব্রত বিষ্ণুসম্বন্ধান্বিত এবং অতি মহান্। গৌতমীয়পুরাণেও বর্ণিত আছে যথা,—যদি কোন বৈষ্ণব একাদশী তিথিতে অন্য আবেশে ভোজন করে, তবে তাহার বিষ্ণুপূজা ব্যর্থ, এবং ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। মৎস্য ও ভবিষ্যপুরাণেও উল্লেখ আছে যে,—একাদশীতে নিরাহার করিয়া দ্বাদশী দিনে ভোজন করিবে, সে শুক্লপক্ষের একাদশী হউক অথবা কৃষ্ণপক্ষের একাদশীই হউক উভয় পক্ষের একাদশীই মহৎ বৈষ্ণবব্রত। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে,—যে জন একাদশী ব্রতদিনে ভোজন করে, সে জন মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা এবং গুরুহত্যা প্রভৃতি না করিয়াও এইসব পাতকে পাতকী হয়, এবং সে জনের কখনও বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তির আশা নাই। এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, বৈষ্ণবগণের নিরাহার বলিতে—মহাপ্রসাদ ত্যাগই বুঝিতে হইবে। যেহেতু বৈষ্ণবের মহাপ্রসাদ ভিন্ন অন্য বস্তু ভোজন সর্ব্বথাই নিষিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উল্লেখ আছে,—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন, ঔষধ প্রভৃতি পানীয় এবং অন্য যাহা যাহা ভোজনের জন্য কল্পিত হইবে, তৎসমুদয়ই বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া মানুষ যদি কিছু ভোজন করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুই বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া তবে ভোজন করিবে। এস্থলে এই প্রমাণ উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবগণ যখন মহাপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই ভোজন করেন না, তখন একাদশীতে নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদ ত্যাগই বুঝিতে হইবে। একাদশী তিথিতে রাত্রে জাগরণের কথা স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বর-সংবাদে উল্লেখ আছে,—হরিবাসর দিনে যে জন জাগরণ করে না, তাহার সুকৃত (পুণ্য) নষ্ট হয়, এবং বৈষ্ণবগণের নিন্দাতেও সেই ফল হইয়া থাকে। যাহার দ্বাদশী ব্রতদিনে জাগরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার শ্রীকেশবের পূজায় কখনও অধিকার হয় না, ইহা নিশ্চিত। এই দ্বাদশীব্রত যে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিদায়ক তাহা পদ্মপুরাণের

উত্তরখণ্ডে শুনা যায়,—"অয়ি দেবি! দ্বাদশী দিনে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমার কাছে বলিব, শ্রবণ কর; যে দ্বাদশীর কথা মনে হইলে জনার্দ্দন অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।" ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ করা আছে,—একাদশী মহাপুণ্যশালিনী, সর্ব্বপাপবিনাশকারিণী। এই একাদশী বিষ্ণুভক্তিকে উদ্দীপিত করে, এবং ইহা পরমার্থগতি প্রদান করে।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তিতেই একমাত্র নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, এবং একমাত্র মহাপ্রসাদভোজনকারী শ্রীমদম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতির মহাপ্রসাদত্যাগরূপ একাদশীব্রত প্রসঙ্গ দেখাইয়া ভগবানের অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্মরূপে শ্রীএকাদশী ব্রতকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবের যত যত কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে শ্রীএকাদশীব্রত শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বৈষ্ণবের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ভক্তিঅঙ্গের মধ্যে পরম আদরের সহিত এই ব্রতটী প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যেও দেখা যায়, কোন এক ব্রাহ্মণ-কন্যা কার্ত্তিকব্রত ও একাদশীব্রত অনুষ্ঠানের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের মধ্যে সত্যভামা নামে যে প্রেয়সী ছিলেন, তাঁহার মত মর্য্যাদালাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আর অধিক মাহাত্ম্য কি হইতে পারে?

এইক্ষণ মাঘ-স্নানের কথা বলিতেছেন,—গরুড়পুরাণে উল্লেখ আছে,—"মাঘমাস অতিদুর্ল্লভ এবং বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয়। হে দেবরাজ! হে শচীনাথ (ইন্দ্র)! এই মাঘমাস দেবতাগণের, ঋষিগণের, মুনিগণের এবং বিশেষভাবে মাধবের অতিশয় প্রিয়।" স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে,—"হে নারদ! সর্ব্বপ্রকার পাপনাশের জন্য প্রতিবৎসর মাঘমাসের প্রত্যেক দিন প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য।" ভবিষ্যোত্তরপুরাণে উল্লেখ আছে,—মাঘমাসের ঊষাকালে স্নান করিয়া মানব অভীষ্ট ভোগ ত্যাগ করিয়া একবিংশ পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। এই প্রকার শ্রীরামনবমী ও বৈশাখমাসীয় ব্রতাদিও যে অবশ্য অনুষ্ঠেয়, তাহাও এস্থলে বুঝিতে হইবে। সাধুগণের আচরণ প্রদর্শন করাইয়া এই সকল ব্রতের আচরণ অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে ৩।১।১৮ শ্লোকে ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎ-মহাশয়কে বলিলেন,—"বিদুরমহাশয় তীর্থপর্য্যটনের জন্য যখন বহির্গত হইলেন, তখন যে সকল ব্রতে শ্রীহরির সন্তোষ হয়, সেই সকল শ্রীএকাদশী প্রভৃতিব্রত অনুষ্ঠান করিতেন" ॥ ২৯৯ ॥

এই প্রকারে যে সকল ব্রতে শ্রীহরি সন্তোষ লাভ করেন, সেই সকল ব্রতের মধ্যেও যে যে ভগবৎস্বরূপের উপাসক যিনি হইবেন, তিনি নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ব্রতটী খুব সুন্দরভাবেই অনুষ্ঠান করিবেন; পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে ইহাই অবধারিত হইয়াছে। আরও বিশেষ জানা আবশ্যক যে, পাদসেবা ও অর্চ্চনমার্গে শাস্ত্রে যান অথবা পাদুকাদ্বারা ভগবৎগৃহে গমন প্রভৃতি যে ৩২টী অপরাধ উল্লেখ আছে, এবং রাজান্ন ভক্ষণ প্রভৃতি যে সকল অপরাধ বরাহপুরাণে পাওয়া যায়. আর যে ৩২টী অপরাধ প্রমাণান্তরে উল্লেখ আছে, 'যাহারা আমার শাস্ত্রবাহির্ভূত আচরণ করিয়া আমাদের শরণ লয়', এই প্রকার যে সকল বহু অপরাধের কথা উল্লেখ আছে, আর বরাহদেব ধরণীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে বসুধে! আমার অর্চ্চন অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সকল অপরাধের কথা উল্লেখ আছে, বৈষ্ণবজন অতি প্রযত্নের সহিত সেই সকল অপরাধ বর্জ্জন করিবে", এই বরাহপুরাণ অনুসারেও উক্ত অপরাধগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে ১১।২৭।১৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন, "হে উদ্ধব! ভক্ত শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যদি জলও অর্পণ করে, আমি তাহাই অতিপ্রিয় বলিয়া মনে করি। অভক্তজন প্রচুর পরিমাণে অর্পণ করিলেও আমার সন্তোষের জন্য হয় না।" এস্থলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিশব্দ দ্বারা আদরই বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু সকল অপরাধই অর্থাৎ অর্চ্চনমার্গে যে সকল অপরাধের কথা বলা হইয়াছে, সে সকলই অনাদরাত্মক; এবং শ্রীভগবান যে আমার প্রভু, সেই প্রভুধর্ম্মের অমর্য্যাদাকর। অতএব অপরাধের মূল কারণ ভক্তিঅঙ্গে, ভগবৎস্বরূপে ও ভক্ত-স্বরূপে অনাদর সর্ব্বপ্রকার পরিত্যাগ করিবে ॥১১।২৭॥৩০০॥

মহতামনাদরস্তু সর্ব্বনাশক ইত্যাহ—ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।

শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে বিদধতি প পমকিঞ্চনেষু সৎস্থ ॥ ৩০১ ॥

অধনাশ্চ তে আত্মধনা ভগবদেকধনাশ্চ তে প্রিয়া যস্য সঃ। রসজ্ঞো ভক্তিরসিকো হরিঃ। কে কুমনীষিণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ, শ্রুতেতি। পাপমপরাধম্ ॥ ৪।৩১ ॥ শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥ ৩০১ ॥

কিঞ্চ, ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য সাম্যেন বীতাভিমতে স্তবাস্তি। মহদ্বিমানাৎ সুকৃতাদ্ধি মাদৃক্ নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ৩০২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৫।১০॥ রহুগণঃ শ্রীভরতম্ ॥ ৩০২ ॥

মহাপুরুষগণের অনাদর কিন্তু সর্ব্বনাশকারী। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ৪।৩১।১৮ শ্লোকে প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন,—"শ্রীহরি কুমনীষী অর্থাৎ কুমেধাগণের পূজা গ্রহণ করেন না। তিনি কাঙ্গালি এবং আত্মধন অর্থাৎ শ্রীহরিই যাহাদের সর্ব্বসম্পদ, তাহারাই যে শ্রীহরির প্রিয়। যেহেতু তিনি ভক্তিসুখই অনুভব করিয়া থাকেন। সেই কুমেধা কে? তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন; যাহারা বিদ্যামদে, ধনমদে, কুলমদে ও সৎকর্ম্মমদে অকিঞ্চন ভক্তগণকে অবমান করে, এমত কুমেধাগণের পূজা শ্রীহরি কখনই গ্রহণ করেন না" ॥ ৪।৩১॥৩০১॥

৫।১০।২৫ শ্লোকে শ্রীরহুগণ মহারাজ জড়ভরত মহাশয়কে বলিয়াছেন,—"হে প্রভো! তোমাদের মত মহাপুরুষগণের চরণে যে জন অবজ্ঞারূপ অপরাধ করে, তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। যদি বলেন, আমাদের মত মহাপুরুষগণের অবজ্ঞা কেহ করিলে যখন আমাদের কোনপ্রকার ক্ষোভ উপস্থিত হয় না, তখন অমর্য্যাদাকারীর অপরাধ হইবে কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, যদ্যপি আপনারা বিশ্ববাসী সকলের হিতকারী এবং সখা, অতএব সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিজন্য নিজদেহে অভিমানশূন্য বলিয়া অমর্য্যাদা করিলে আপনাদের ক্ষোভ হয় না ইহা সত্য, তথাপি শূলপাণি মহাদেবতুল্য অতিসমর্থ মাদৃশ ব্যক্তিও মহতের অপমান করিলে অতিসত্বরই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৫।১০॥৩০২॥

অথ তথাপি প্রামাদিকে ভগবদপরাধে পুনর্ভগবৎপ্রসাদনানি কর্ত্তব্যাণি। যথা স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ—অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ইতি। তত্রৈব দ্বারকামাহাত্ম্যে—সহস্রনাম মাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি। অপরাধসহস্রেণ ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥ ইতি। তত্রৈব রেবাখণ্ডে—দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণো র্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্। দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ইতি। তত্রৈবান্যত্র—তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রাবণেন বিশেষতঃ। অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ইতি। তত্রৈবান্যত্র, কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ইতি। অন্যত্র—যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ। অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতিকেশবঃ ॥ ইতি। আদিবরাহে—সংবৎসরস্য মধ্যে তু তীর্থে শৌকরকে মম। কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ। অনয়োস্তীর্থয়োরেকং যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ ॥ সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥ ইতি। শৌকরকে শূকরক্ষেত্রাখ্যে। মহদপরাধস্তু চাটুকারাদিনা বা তৎপ্রীত্যর্থকৃতেন নিরন্তরদীর্ঘকালীনভগবন্নামকীর্ত্তনেন বা তং প্রসাদ্য ক্ষমাপনীয় ইত্যবোচামৈব। তৎপ্রসাদং বিনা তদসিদ্ধেঃ। অতএবোক্তং শ্রীশিবং দক্ষেণ—যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্। অর্ব্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্দৃষ্ট্যাদ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেদিতি। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্। অথ বন্দনম্। তচ্চ যদ্যপ্যর্চ্চনাঙ্গত্বেনাপিবর্ত্ততে তথাপি কীর্ত্তনস্মরণবৎ স্বাতন্ত্র্যেণপীত্যভিপ্রেত্য পৃথগ্ বিধীয়তে। এবমন্যত্রাপি

জ্ঞেয়ম্। বন্দনস্ত পৃথগ্‌বিধানং চানন্তগুণৈশ্বর্য্যশ্রবণাৎ তদ্‌গুণানুসন্ধানপাদসেবাদৌ বিধৃতদৈন্যানাং নমস্কারমাত্রে কৃতাধ্যবসায়ানামর্থে। স এষ নমস্কারস্তত্ত্বাচ্চর্নত্বেনাপ্যাতিদিষ্টঃ। যথা নারসিংহে—নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ। নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেদিতি॥ তদেতদ্বন্দনং যথা—তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ৩০৩॥

যস্মাদ্ গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুমিত্যাদিনা তাদৃশত্বমুচ্যতে তৎ তস্মাৎ। নমঃ নমস্কারম্। মুক্তিপদে নবমপদার্থস্য। মুক্তেরপ্যাশ্রয়ে পরিপূর্ণদশমপদার্থে। যদ্বা মুক্তিরিহ পঞ্চমস্কন্ধগদ্যানুসারেণ প্রেমৈব তৎপদে তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণভগবল্লক্ষণে ত্বয়ি দায়ভাগ্ ভবতি। ভ্রাতৃবণ্টন ইব ত্বং তস্য দায়ত্বেন বর্ত্তস ইত্যর্থঃ। মুক্তিমাত্রস্ত সকৃন্নমস্কারেণৈবাসন্নং স্যাৎ। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে—দুর্গসংসারকান্তারমপারমভিধাবতাম্। একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ॥ ইতি। তত্তে ইত্যত্র সুসমীক্ষমাণঃ প্রতীক্ষমাণ ইতি টীকা। যদ্বা প্রতিক্ষণং নিরুপাধিকৃপয়ৈব প্রভুণা তথা তথা ক্রিয়মাণামনুকম্পাং সুষ্ঠু রূপামীক্ষমাণ স্তত্রানন্দীভবন্ তাং সম্যক্ পশ্যন্ বিভাবয়ন্ তথা হৃদা যদ্বা বাচা যদ্বা বপুষা নমো বিদধজ্জনঃ ইত্যাদিব্যাখ্যা জ্ঞেয়া। নমস্কারেঽপরাধাশ্চৈতে পরিহর্ত্তব্যাঃ, বিষ্ণুস্মৃত্যাদিদৃষ্ট্যা, যে খলু একহস্তকৃতত্ববস্ত্রাবৃতদেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠবামভাগাত্যন্তনিকটগর্ভমন্দিরগতত্বাদিময়াঃ॥ ১০।১৪॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্॥ ৩০৩॥

অথ দাস্যম্। তচ্চ শ্রীবিষ্ণোর্দাসম্মন্যত্বম্। জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাম্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেদিত্যুক্তলক্ষণম্। অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতীতি অভিপ্রেত্যৈবোক্তরত্র নির্দ্দেশশ্চ তস্য। যথোক্তম্—জন্মান্তরেত্যেতৎ পদ্যস্যৈবান্তে, কিংপুনস্তদ্‌গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়া ইতি। শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতৌ, তত্তেঽর্হত্তমেত্যাদিপদ্যে তু নমঃ স্তুতিসর্ব্বকর্ম্মার্পণপরিচর্য্যাচরণস্মৃতিকথাশ্রবণাত্মকং দাস্যং টীকায়াং সম্মতম্ শ্রীমদুদ্ধববাক্যে চ—ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহীতি॥ ৩০৪॥

তত্র তত্র চ কার্য্যদ্বারৈব নির্দ্দিষ্টম্। উদাহরণন্তু, স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরিত্যাদৌ, কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া ভোগেচ্ছয়া তং চকারেতি বাসনান্তরব্যবচ্ছেদঃ॥ ৯।৪। শ্রীশুকঃ॥ ৩০৪॥

এইক্ষণ মহাপুরুষের অমর্য্যাদা সর্ব্বনাশকারী, ইহা জানা সত্ত্বেও অনবধানে যদি শ্রীভগবানের চরণে কোন অপরাধ ঘটে, তবে পুনরায় ভগবৎসন্তোষক কার্য্য অনুষ্ঠান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সেই ভগবৎ সন্তোষক কার্য্য কি, তাহাই স্কন্দপুরাণের অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসমুনি কহিয়াছেন,—যে মানব প্রতিদিন এক অধ্যায় গীতাপাঠ করে, কেশব তাহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। সেই স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে,—যে জন প্রতিদিন সহস্রনামমাহাত্ম্য পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, সে জন সহস্র সহস্র অপরাধেও কখনও লিপ্ত হয় না। সেই স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে আরও উল্লেখ আছে,—দ্বাদশীব্রতে যে জন জাগরণ করিয়া তুলসীস্তব পাঠ করে, কেশব তাহার বিষ্ণুচরণে কৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। সেই পুরাণের অন্যত্রও দেখা যায়,—তুলসীরোপণ করা কর্ত্তব্য; শ্রাবণমাসে রোপণে বিশেষ ফলপ্রদ। পুরুষোত্তম তাহার সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। সেই পুরাণের অন্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে,—যে জন তুলসী দ্বারা শালগ্রামশিলা অর্চ্চন করে, কেশব তাহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন। অন্যত্রও দেখা যায়,—যে জন শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শস্ত্রে অঙ্কিত হইয়া শ্রীহরির পূজা করে, কেশব নিত্য তাহার

সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। আদিবরাহে বর্ণিত আছে,—যে জন একবৎসরের মধ্যে আমার বরাহতীর্থে গঙ্গাতে স্নান করিয়া উপবাস করে, সে শুদ্ধিলাভ করে। এই প্রকার মথুরাতেও যে জন শ্রীযমুনাতে স্নান করিয়া উপবাস করে, সে অপরাধী হইলেও পবিত্র হইয়া থাকে। এই বরাহক্ষেত্র ও মথুরাক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটীকে যে সৌভাগ্যশালী জন সেবা করে, সেইজন সহস্র জন্মজনিত অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করে। মহতের নিকট কৃত অপরাধ কিন্তু মহতের নিকটে দৈন্যবিনয়াদিদ্বারা অথবা মহতের প্রীতির জন্য নিরন্তর দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনের দ্বারা ক্ষমা করান অবশ্যকর্ত্তব্য; এই কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারণ মহতের প্রসন্নতা ভিন্ন অপরাধ ক্ষমা হইতে পারে না। অতএব দক্ষপ্রজাপতি শ্রীশিবকে ৪।৭।১২ শ্লোকে বলিয়াছেন,—"যে আমি তোমার তত্ত্বদৃষ্টিশূন্য বলিয়া সভামধ্যে দুর্ব্বাক্যরূপ বাণের দ্বারা তোমাকে তিরস্কার ও বিদ্ধ করিয়াছি, সেই মহত্তম তোমার নিন্দাজনিত অপরাধে অধঃপতিত আমাকে মৎকৃত অবজ্ঞা গণনা না করিয়া স্নেহার্দ্রদৃষ্টিতে রক্ষা করিয়াছ, সেই ভগবান তুমি তোমার নিজকৃত পরানুগ্রহেই সন্তুষ্ট থাক। আমি নিজকৃত অপরাধের কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ নহি।" এই প্রকার পরেও বুঝিয়া লইতে হইবে।

এইক্ষণ বন্দন অর্থাৎ নমস্কার রূপ ভক্তির অঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন। যদ্যপি এই বন্দনাঙ্গ ভক্তি অর্চ্চনমার্গের অঙ্গ-রূপেও আছে, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণাঙ্গের মত স্বতন্ত্রভাবেও বন্দনাঙ্গের প্রাধান্য-অভিপ্রায়ে পৃথক্ বিধান করা হইয়াছে। এই প্রকার অন্যান্য অঙ্গেও বুঝিতে হইবে। কোন কোন ভক্ত শ্রীভগবানের অনন্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে সেই সেই গুণানুসন্ধান এবং চরণসেবা প্রভৃতিতে নিজের অধিকার নাই, এইরূপ দৈন্যে কেবলমাত্র নমস্কারেই কৃতসঙ্কল্প হন, তাহাদের জন্যই এই বন্দনাঙ্গটীকে স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা হইল। সেই নমস্কার অঙ্গটীকে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনরূপেও অতিদেশ করা আছে। নরসিংহপুরাণে উল্লেখ আছে,—সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে নমস্কারই উত্তমযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একবার সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের দ্বারা শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়। সেই পূর্ব্বোল্লিখিত বন্দনাঙ্গটী ১০।১৪।৮ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহাই দেখান হইতেছে। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে নাথ! যেহেতু নিখিলগুণের আকর যে তুমি, সেই তোমার গুণের পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহে, সেইজন্য যে জন একমাত্র তোমারই কৃপার প্রতি সুন্দর দৃষ্টি রাখিয়া নিজকৃত বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করে, এবং কায়, বাক্য ও মনে তোমায় নমস্কার করে, অর্থাৎ যখনই সুখ বা দুঃখভোগ উপস্থিত হয়, তখন প্রতিভোগ-কালেই যে জন মনে করে, ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা; কারণ নিজকৃতকর্ম্মের ফলভোগের অবসান না হইলে, নিজপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণলাভের সম্ভাবনা নাই, তাই শ্রীপ্রভু সুখভোগের দ্বারা আমার পুণ্যবন্ধন ক্ষয়, এবং দুঃখ-ভোগের দ্বারা আমার পাপবন্ধনক্ষয় করাইতেছেন, এইভাবে দুঃখেও উদ্বিগ্নমনা হয় না বা সুখভোগেও কোন স্পৃহা রাখে না, কিন্তু প্রতিকার্য্যেই চাতক যেমন নবীন মেঘমুক্ত জল পাইবার আশায় তাকাইয়া থাকে, তেমনই অপারকরুণাময় তোমার কৃপা কবে পাইব এই আশায় যে জন জীবনধারণ করে, সেইজনের সম্বন্ধে মুক্তিপদে ভ্রাতৃবণ্টনসম্পত্তির ন্যায় দায়ভাগ-অনুসারে তুমি দায়ী হইয়া থাক।" এস্থানে একটা আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, ভ্রাতৃবণ্টনসম্পত্তির মূর্খ বিজ্ঞ নাবালক প্রভৃতি সকল সন্তানই যেমন অধিকারী, তেমনই ভক্ত অভক্ত প্রাচীন নবীন সকলেই আমার চরণ-সম্পত্তি পাইবার জন্য দাবী করিতে পারে। সেই আশঙ্কা নিবৃত্তি করিবার জন্য বলিলেন,—"যো জীবেত" অর্থাৎ ভ্রাতৃবণ্টনসম্পত্তিতে সকলেই অধিকারী বটে, কিন্তু মৃতপুত্র যেমন অধিকারী নয়, সেইপ্রকার যে জীব বাঁচিয়া আছে, সেই জীবই তোমার চরণসম্পত্তি পাইবার দাবী করিতে পারে। এখানে বাঁচা শব্দের অর্থ ভজন অনুষ্ঠানে থাকা, অর্থাৎ যে জন তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি করিতেছে, সেই জনই বাঁচিয়া আছে, অন্যথা জীবচ্ছব, জীয়ন্তে মরা। তাৎপর্য্য এই যে, যে জীবনে ভগবৎভক্তির স্পন্দন নাই, সে জীবন শবতুল্য। মূলশ্লোকে "মুক্তিপদ" শব্দ উল্লেখ থাকায়, আপাততঃ মনে হয়, যে জন শ্রীভগবৎ কৃপার প্রতি নির্নিমেষ

দৃষ্টি করে, সেইজন মুক্তিলাভে অধিকারী হয়; এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য শ্রীজীবগোস্বামীপাদ মুক্তিপদশব্দের দুইপ্রকার অর্থ করিতেছেন। প্রথম অর্থ বিশ্বসর্গ বিসর্গ এই দশটী পদার্থের মধ্যে নবমপদার্থরূপে যে মুক্তিকে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই মুক্তির যিনি পদ অর্থাৎ আশ্রয়, সেই পরিপূর্ণ দশম আশ্রয়পদার্থ তোমাতে অধিকারী। দ্বিতীয় অর্থ ৫।১৯।২০ "যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি" ইত্যাদি গদ্যে অপবর্গ শব্দের যে প্রেমভক্তিরূপ অর্থ করিয়াছেন, সেই প্রেমভক্তির যিনি পরমবিষয়, সেই পরিপূর্ণ ভগবান্ তোমাতে দায়ভাগ অনুসারে অধিকারী হইয়া থাকে।" অন্যত্র মুক্তিপদশব্দে নিখিল মুক্তি যাঁহার চরণে বিদ্যমান আছে, তিনিই মুক্তিপদ, অর্থাৎ যাঁহার চরণে একান্ত শরণাগতির নামই মুক্তি। এই শ্লোকে তাৎপর্য্যার্থ ইহাই প্রকাশ হইল যে, অনন্তস্বরূপ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতির আনন্ত্য শুনিয়া দীনভাবে "আমার ঐ সব কিছুই বুঝিবার অথবা কীর্ত্তন স্মরণাদি করিবার যোগ্যতা নাই, আমি কেবল চরণে পতিত হইয়া নমস্কারই করিব" এইভাবে বন্দন অর্থাৎ নমস্কার অঙ্গকেই শ্রীঅক্রূরাদির মত কোন কোন ভক্ত প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া থাকে। মুক্তিপদ শব্দে মুক্তিরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ একবার নমস্কারমাত্রেই মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন,—অপার দুর্গম সংসার অরণ্যে যাহারা ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্র নমস্কারই মুক্তিনদীর তীর প্রদর্শক হইয়া থাকে। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ" এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদ সুসমীক্ষ্যমান পদের প্রতীক্ষমানরূপ অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে জন নিজকৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে, আর প্রতিক্ষণে 'কবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবে', এইরূপ প্রতীক্ষা করে। তাঁহার এইরূপ ব্যাখ্যায় নিজকৃতকর্ম্মফলভোগটী কৃষ্ণের কৃপা মনে করে না, ভোগে অনাসক্ত হইয়া, কবে তিনি কৃপা করিবেন, এইরূপ প্রতীক্ষা করা তাৎপর্য্য বুঝায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ বলেন,—যে জন নিজকৃতকর্ম্মফলভোগকালে আমার নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী করুণায় এই সকল মায়াময় সুখদুঃখভোগ দান করিতেছেন, এইরূপ পুত্র উৎপত্তিতেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, পুত্রমৃত্যুতেও শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা ভাবনা করিয়া সর্ব্ব অবস্থাতেই সুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই ভাবনা করতঃ হৃদয়ের দ্বারা কিম্বা বাক্যদ্বারা অথবা দেহদ্বারা যে জন নমস্কার বিধান করে, সেইজন মুক্তিপদ শ্রীকৃষ্ণচরণে ভ্রাতৃবণ্টন সম্পত্তির মত অধিকারী। এই বন্দন অর্থাৎ নমস্কার অঙ্গভক্তিতে বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতিতে উল্লিখিত এই সকল অপরাধ বর্জ্জন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। (১) একহস্তপ্রণাম, (২) বস্ত্রাবৃতদেহে প্রণাম, (৩) শ্রীভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামে, অত্যন্তনিকটে বা গর্ভমন্দিরে প্রণাম অপরাধজনক ॥১০।১৪॥৩০৩॥

এক্ষণে নববিধ ভক্তির মধ্যে দাস্য অঙ্গটী বর্ণন করা হইতেছে। আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস এই অভিমানে ভক্তি অনুষ্ঠান করার নাম দাস্যভক্তি। সহস্র সহস্র জন্মের সৌভাগ্য ফলে "আমি বাসুদেবের দাস" এই অভিমান যাহার উদয় হয়, সেইজন সমস্তলোক উদ্ধার করে। ভজন করিবার যত্নের কথা দূরে থাক, "আমি ভগবানের দাস" কেবলমাত্র এই অভিমানেই সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়; এই অভিপ্রায়েই অন্য অঙ্গভক্তি উল্লেখের পর দাস্য অঙ্গভক্তির কথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বউল্লিখিত "জন্মান্তর" এই প্রমাণ উল্লেখের পর "কিং পুনস্তদ্‌গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ" অর্থাৎ "আমি বাসুদেবের দাস" এই অভিমানেই মানব সকল জীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, আর যে সকল পুরুষ ভগবৎগতপ্রাণ সংযতইন্দ্রিয়, তাহারা যে সকলকে উদ্ধার করিবে ইহা বলাই বাহুল্য; এই উক্তিদ্বারাই স্পষ্টই বুঝা যায় যে, "আমি বাসুদেবের দাস", এই অভিমান করিয়াই যখন অন্যকে কৃতার্থ করা যায়, তখন দাসসমুচিত অনুষ্ঠান করিলে যে সকলকে কৃতার্থ করিতে পারা যায়, ইহাতে আর বক্তব্য কি? ৭।৯।৪৯ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় যে স্তব করিয়া বলিয়াছেন, তন্মধ্যে "তত্তেঽর্হত্তম" এই শ্লোকের টীকায়, নমস্কার, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, চরণস্মৃতি, এবং কথাশ্রবণরূপ দাস্য "আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস" এই অভিমানের কার্য্য। অর্থাৎ "আমি দাস" এই অভিমানে এই সকল ভক্তিঅঙ্গ অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হইতে পারা যায়। ১১।৬।৩১ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের বাক্যেও পাওয়া

যায়,—"হে ভগবান্! তোমার শ্রীমূর্ত্তিতে অর্পিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত হইয়া, তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া তোমার দাসাভিমানী আমরা অনায়াসে মায়াজয় করিতে সমর্থ। সপ্তমস্কন্ধের "নমঃস্তুতি সর্ব্বকর্ম্মার্পণ" ইত্যাদি শ্লোকে এবং একাদশস্কন্ধের "ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ" ইত্যাদি শ্লোকে দাসভাব-উচিত কার্য্যের দ্বারাই দাস্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষাৎ দাস্যের উদাহরণ ৯।৪।১৫ শ্লোকেই স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। সেই শ্রীঅম্বরীষমহারাজ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে মনটী সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁর সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের দাস্যেই ছিল, কিন্তু ভোগকামনায় ছিল না। ইহাদ্বারা দাস্য দাসভাব-সমুচিত নিজপ্রভুর সেবা ভিন্ন অন্যকামনাশূন্যতা দেখান হইয়াছে ॥ ৩০৪ ॥

তদেতদ্দাস্যসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বমপি ভজনং মহত্তরং ভবতীত্যাহ যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৩০৫ ॥

যস্য ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ যথাকথঞ্চিত্তচ্ছ্রবণেন কিং পুনঃ সম্যকৃতত্তদ্‌ভজনেনেত্যর্থঃ। তহি দাসোঽস্মীত্যভিমানেন সম্যগেব ভজতাং সর্ব্বত্র সাধনে সাধ্যে চ কিমবশিষ্যতে। তদধিকমন্যৎ কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥৯॥৫॥ দুর্ব্বাসা শ্রীমদম্বরীষম্ ॥৩০৫

অথ সখ্যম্। তস্য হিতাশংসয়নময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্। যন্মিত্রং পরমানন্দমিত্যত্র তথৈব মিত্রপদগ্রহণাৎ। যথা রামাচর্চনচন্দ্রিকায়াং—পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবদিতি। অস্য চোত্তরত্র পাঠঃ, প্রেমবিস্রম্ভবৎ ভাবনাময়ত্বেন দাস্যাদপ্যুত্তমত্বাপেক্ষয়া। কিঞ্চ পরমেশ্বরেঽপি যৎ সখ্যং শাস্ত্রে বিধীয়তে তন্নাশ্চর্য্যম্। ন দেবো দেবমর্চ্চয়েদিতি তদ্ভাবস্যাপি বিধানশ্রবণাৎ। কিন্তু তদ্ভাবস্তৎসেবাবিরুদ্ধ ইতি শুদ্ধভক্তৈরুপেক্ষ্যতে। সখ্যন্তু পরমসেবানুকুলমিত্যুপাদীয়ত ইতি। তদেতৎ সাক্ষাদ্‌ভজনাত্মকং দাস্যং সখ্যঞ্চ টীকায়ামপি দর্শিতমস্তি। তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রিদাসাং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাদিত্যত্র শ্রীদামবিপ্রবাক্যে। যথা শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যং দৃষ্ট্বা তদ্ভক্তিং প্রার্থয়তে তস্যেতি। সৌহৃদং প্রেম চ সখ্যং হিতাশংসনঞ্চ মৈত্রী উপকারিত্বঞ্চ দাস্যং সেবকত্বঞ্চ তৎ, সমাহার একবচনং, তস্য সম্বন্ধি মে মম স্যাৎ, ন তু বিভূতিরিত্যেতৎ। অত্র নববিধায়াং সাধ্যত্বাৎ প্রেমা নান্তর্ভাব্যতে। মৈত্রী তু সখ্য এবান্তর্ভাব্য ইতি। দাস্যসখ্যে দ্বে এব গৃহীতে। অত্র চ তাভ্যাং কর্ম্মার্পণবিশ্বাসৌ ন ব্যাখ্যাতৌ। সাক্ষাদ্‌ভক্তিত্বাভাবাৎ। কর্ম্মার্পণস্য ফলং ভক্তিবিশ্বাসশ্চ ভক্ত্যভিনিবেশহেতুরিতীহ পূর্ব্বমুক্তম্। তচ্চ ভগবদ্বিষয়হিতাশংসনময়ং সখ্যং, ভগবৎকৃতহিতাশংসনস্য নিত্যত্বাৎ তেন সহ তস্য নিত্যসহবাসাচ্চ, ভজনবিশেষেণাপি বিশিষ্টং সম্পাদয়িতুং নাতিদুষ্করং স্যাদিত্যাহ—কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎসতঃ। স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৩০৬ ॥

ছিদ্রবদাকাশবদলিপ্তত্বেন সদা বর্ত্তমানস্য। ন্যতিপ্রয়াসে হেতুঃ, সর্ব্বেষাং দেহিনাং যঃ স্ব আত্মা শুদ্ধঃ স্বরূপং তস্য। সামান্যতঃ সর্ব্বত্র নির্বিশেষতয়ৈব সখা। যথাবসরং বহিরন্তঃকরণবিষয়াদিলক্ষণমায়িক্যা নিজপ্রেমাদি-লক্ষণামায়িক্যাশ্চ সম্পত্তের্দানেন হিতাশংসী যস্তস্য হরেঃ। তস্মাদারোপিতানাং নশ্বরাণাং বিষয়ানাং জায়াপত্যাদীনামুপার্জ্জনৈঃ কিমিতি ॥ ৭।৭ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥ ৩০৬ ॥

তদ্‌যথা—ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৩০৭ ॥

অত্র দৃষ্টান্তেনাংশতঃ সখ্যাত্মিকাভক্তির্লক্ষ্যতে ॥ ৯।৪ ॥ শ্রীবৈকুণ্ঠো দুর্ব্বাসসম্ ॥ ৩০৭।

এবঞ্চ শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥ ৩০৮ ॥

অচ্যুত এব প্রিয়বান্ধবো যেষাম্। অচ্যুতস্য পদং তৎসনাথং লোকম্। অচ্যুতশব্দাবৃত্ত্যা ফলস্য কেনাপ্যংশেন ব্যভিচারিত্বং নেতি দর্শ্যতে ॥ ৪।১২ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৩০৮ ॥

সেই পূর্ব্ববর্ণিত দাস্য সম্বন্ধেই সকল ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমতা লাভ করে। মূলকথা সম্বন্ধ অবলম্বনে যে কিছু কার্য্য করা যায়, তাহা শ্রীভগবান ও ভক্ত উভয়েরই সুখপ্রদ হইয়া থাকে। সেইজন্য ৯।৫।১১ শ্লোকে শ্রীদুর্ব্বাসা মুনিবর অম্বরীষ মহারাজকে কহিয়াছিলেন,—"যে তীর্থপদ শ্রীভগবানের যথা কথঞ্চিৎভাবে নামশ্রবণের দ্বারাই মানব নির্ম্মলতা অর্থাৎ শ্রীনামমাধুর্য্য আস্বাদনের দ্বারাই ধর্ম্মাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত ফললাভে তুচ্ছতাবুদ্ধি লাভ করে, আর সম্যক-ভজনের দ্বারা যে কৃতার্থতা লাভ করে ইহা তো বলাই বাহুল্য।" তাহা হইলে 'আমি শ্রীভগবানের দাস' এই অভিমানে যাহারা সম্যক্ রূপেই ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বসাধন ও সর্ব্বসাধ্যের মধ্যে কি করা এবং কি পাওয়া অবশিষ্ট থাকে? ॥৯।৫॥৩০৫ ॥

এইক্ষণ সখ্যের পরিচয় করাইতেছেন। শ্রীভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাময় বন্ধুভাবের নাম সখ্য। ১০।১৪।৩০ শ্লোকে "যন্মিত্রং পরমানন্দং" এইস্থানে পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) যে সকল ব্রজবাসীগণের মিত্র অর্থাৎ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এই উদ্দেশ্যে মিত্রপদপ্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন রামার্চ্চনচন্দ্রিকার উল্লেখ অনুসারে পাওয়া যায়,—শ্রীভগবানকে মনুষ্যের মত দেখিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত বন্ধুজনের মত ব্যবহার করিবার জন্য কোন কোন সেবা-পরায়ণ মহাভাগবত শ্রীমন্দিরাদিতেই শয়ন করেন। এই অভিপ্রায়েই "শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোকে দাস্যের পর সখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য, যদ্যপি দাস্যের সেবা সম্পত্তি আছে বটে, তথাপি সাধ্বস সঙ্কোচ ও প্রচুর গৌরববুদ্ধি থাকা জন্য ভাবের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। সখ্যে সেই সেবাই আছে বটে, সাধ্বস সঙ্কোচ ও গৌরববুদ্ধিতো নাইই, প্রত্যুত বন্ধুভাবময় প্রীতিতে বিশ্বাসের প্রাধান্য আছে বলিয়া, দাস্য হইতে সখ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। তবে পরমেশ্বরেও যে অসঙ্কোচ ব্যবহারময় সখ্যের বিধান শাস্ত্রে করিয়াছেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু "ন দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে দেবতা হইয়াই দেবতাকে অর্চ্চন করিবে এইরূপ ব্যবস্থাও শুনা যায়। কিন্তু সাধক নিজকে দেবতা বলিয়া ভাবনা করিলে নিজপ্রভুর সেবায় বিরোধ ঘটে, এই অভিপ্রায়েই শুদ্ধভক্তগণ অভীষ্টদেবের সহিত নিজের অভেদ ভাবনা করিবার বিধান উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সখ্যভাব নিজ অভীষ্টদেবের সেবার অনুকূল বলিয়া আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই সাক্ষাৎ ভজন-স্বরূপ দাস্য ও সখ্যের কথা স্বামিপাদকৃত টীকাতেও দেখান হইয়াছে। ১০।৮১।২৯ শ্লোকে শ্রীদামবিপ্র বাক্যেও উল্লেখ আছে, "তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্য মৈত্রিদাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ" শ্রীদামবিপ্র শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিপ্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন, "আমার জন্মে জন্মে তাঁহার সম্বন্ধেই প্রেম সখ্য (হিতকামিতা) মৈত্রী (উপকারিতা) দাস্য (সেবকত্ব) হউক, কিন্তু বিভূতি লাভের কামনা যেন হয় না।" এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি নববিধা ভক্তিই সাধনরূপা, প্রেম এই নববিধা ভক্তির অন্তর্ভুক্তা নহে। যেহেতু এই নববিধা ভক্তিসাধনদ্বারাই প্রেম সাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্য। মৈত্রী কিন্তু সখ্যেরই অন্তর্ভুক্ত, এই অভিপ্রায়েই "শ্রবণং কীর্ত্তনং" এই শ্লোকে দাস্য সখ্যই গ্রহণ করা হইয়াছে, মৈত্রী গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু এস্থানে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রসঙ্গে দাস্য শব্দে কর্ম্মার্পণ এবং সখ্যশব্দে বিশ্বাসরূপ অর্থ বলা হয় নাই। যেহেতু কর্ম্মার্পণরূপা ও বিশ্বাসরূপা ভক্তিতে সাক্ষাৎ ভক্তিধর্ম্মের অভাব আছে। কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তির ফল সাক্ষাৎ ভক্তি, বিশ্বাস ভগবৎভক্তিসাধনে অভিনিবেশের হেতু, পূর্ব্বে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময় সখ্য ভগবৎকৃতহিতাশংসনের নিত্যত্বজন্য এবং শ্রীভগবানের সহিত সখ্যভাবাবলম্বীর নিত্যসহবাসহেতু ভজনবিশেষের দ্বারাও বিশিষ্টভাবে সম্পাদন করিতে অতিশয় দুষ্করতা নাই। এস্থানেয় অভিপ্রায় এই যে নিত্যই ভগবৎ-

ভক্তের স্বভাবই শ্রীভগবানের হিত আকাঙ্ক্ষা করা। শ্রীভগবানেরও ভক্তের হিত আকাঙ্ক্ষা করা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং ভক্ত ও ভগবান সর্ব্বদা একস্থানেই বাস করেন, যেহেতু 'ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এবং "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তভগবানের নিত্যসহবাসিত্ব আছেই। সখ্যভজনের দ্বারা সেইটী বিশেষরূপে উদ্বোধন করা সুসাধ্যই, দুঃসাধ্য নহে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ৭।৭।৩১ শ্লোকে বলিয়াছেন, "হে অসুরবালকগণ! যিনি ছিদ্র অর্থাৎ আকাশের মত অলিপ্তভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন, সকল দেহীগণের যিনি আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ, যিনি সামান্যতঃ সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষভাবে সখা অর্থাৎ বাহ্যান্তর ইন্দ্রিয়সমূহের মায়াময় ভোগসম্পত্তি দান করিয়া হিতকারী. সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াস কি হইতে পারে? অতএব আরোপিত নশ্বরবিষয় স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি উপার্জ্জনে কি লাভ? ৭।৭॥৩০৬॥

শ্রীভগবান ভক্তগণের নিকটে সখ্যভাবে যে পরস্পর আবেশ প্রাপ্ত হয়েন, সে বিষয়ে ৯।৪।৪৮ শ্লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন, "হে মুনে! সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিত্যবদ্ধহৃদয় হইয়া, সতীরমণী পতিকে যেমন বশীভূত করে, তেমনই ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে।" এই প্রমাণে দৃষ্টান্তের দ্বারা আংশিক সখ্যাত্মিকা ভক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ মূলশ্লোকে সতীরমণী এবং সৎপতি এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকায় কিছু সখ্যভাবের অংশ প্রকাশ পাইয়াছে॥ ৩০৭)

শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুর মহাশয়কে ৪।১২।১৮ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও এই সখ্যভাবের আভাস পাওয়া যায়। "অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণই যাহাদের প্রিয় বান্ধব, তাহারা সর্ব্বপ্রকার বাসনাশূন্য বলিয়া শান্ত; স্বর্গমোক্ষ নরকের তুল্য কার্য্যকারিতা দৃষ্টি আছে বলিয়া অর্থাৎ এই তিনটীর কোন একটীতে মনের আবেশ থাকিলে শ্রীহরিচরণে প্রেমসম্পত্তিলাভের অন্তরায় ঘটে, এইজন্য তাহারা সমদর্শী, এবং সর্ব্বভূতে সুখদায়ী, এবম্ভূত সাধুগণ, যে ধামের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে সেই অচ্যুতধামে গমন করিয়া থাকেন।" মূলশ্লোকে "অচ্যুতপ্রিয়বান্ধব" এবং "অচ্যুতপদ", এই দুই স্থানেই অচ্যুতশব্দ প্রয়োগ থাকায় ফলের অর্থাৎ শ্রীভগবৎধামপ্রাপ্তির যে কোন প্রকার ব্যভিচার ঘটে না, তাহাই দেখাইয়াছেন॥ ৩০৮॥

অথ আত্মনিবেদনম্। তচ্চ দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণং। তৎকার্য্যং চাত্মার্থচেষ্টাশূন্যত্বং তন্ন্যস্তাত্মসাধনসাধ্যত্বং তদর্থৈকচেষ্টাময়ত্বঞ্চ। ইদং হ্যাত্মার্পণং গোবিক্রয়বৎ বিক্রীতস্য গোর্ব্বর্ত্তনার্থং বিক্রীতবতা চেষ্টা ন ক্রিয়তে। তস্য চ শ্রেয়ঃসাধকস্তং ক্রীতবানেব স্যাৎ। স চ গৌস্তস্যৈব কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, ন পুনর্বিক্রীতবতোঽপীতি। ইদমেবাত্মার্পণং শ্রীরুক্মিণীবাক্যে—তন্মে বৃতঃ খলু ভবান্ পতিরঙ্গজায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহীতি। অত্র কেচিদ্দেহার্পণমেবাত্মার্পণমিতি মন্যন্তে। যথা ভক্তিবিবেকে—চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ। তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥ ইতি। কেচিচ্ছুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞার্পণমেব। যথা শ্রীমদালকমন্দারস্তোত্রে—বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতো যানি যথা তথাবিধঃ। তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিত ইতি। কেচিচ্চ দক্ষিণহস্তাদিকমপ্যর্পয়ন্তস্তেন তৎকর্ম্মমাত্রং কুর্ব্বতে ন তু দেহাদিকর্ম্মেত্যাদ্যপি দৃশ্যতে। তদেতৎ সর্ব্বাত্মকং সকার্য্যমাত্মনিবেদনং যথা,—স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্। ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে। কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৩০৯॥

চকার অর্পয়ামাস। কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরিত্যাদিক-মুপলক্ষণং তৎসেবাদীনাম্। লিঙ্গং শ্রীমূর্ত্তিঃ। আলয়-স্তম্ভক্তস্তন্মন্দিরাদিঃ। শ্রীমত্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজ-সম্বন্ধি যৎ সৌরভং তস্মিন্। তদর্পিতে মহাপ্রসাদা-ন্নাদৌ। কামং সঙ্কল্পং চ দাস্যে নিমিত্তে। কথং চকার, যথা যেন প্রকারেণ উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ সা ভবেদিতি। অত্র সর্ব্বথা তত্রৈব সঞ্জাতাত্ম নিক্ষেপঃ কৃত ইতি বৈশিষ্ট্যাপত্ত্যা স্মরণাদিময়ো-পাসনস্যৈবাত্মার্পণত্বম্। এবমেবোক্তম্—শ্রদ্ধামৃত-কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনমিত্যারভ্য, এবং ধর্ম্মৈ-র্মনুষ্যাণামিতি। যথা স্মরণকীর্ত্তনপাদসেবনময়-মুপাসনমেব আগমোক্তবিধিময়ত্ববৈশিষ্ট্যাপত্ত্যার্চ্চন-মিত্যভিধীয়তে। ততো নাবিবিক্তত্বম্। স্নানপরি-ধানাদিক্রিয়া চাস্য ভগবৎসেবাযোগ্যত্বায়ৈবেতি তত্রাপি নাত্মার্পণভক্তিহানিরিত্যনুসন্ধেয়ম্। এত-দাত্মার্পণং শ্রীবলাবপি স্ফুটং দৃশ্যতে। উদাহৃতঞ্চৈদ-মাত্মার্পণং ধর্ম্মার্থকাম ইত্যাদিনা শ্রীপ্রহ্লাদমতে। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মেত্যাদিনা শ্রীভগবন্মতেঽপি। তদেতদাত্মনিবেদনং ভাবং বিনা, ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে। পূর্ব্বং যথা মর্ত্ত্যো যদেত্যাদি। উত্তরং যথৈকাদশ এব দাস্যেনাত্ম-নিবেদনমিতি। যথা চ রুক্মিনীবাক্য আত্মার্পিতশ্চ ভবত ইতি॥ ৯।৪॥ শ্রীশুকঃ॥ ৩০৯॥

এইক্ষণ নববিধা ভক্তিঅঙ্গের মধ্যে নবম আত্মনিবেদনটী দেখান হইতেছে। সেই আত্মনিবেদন দুইপ্রকার, এক দেহসমর্পণ, অপর শুদ্ধ আত্মসমর্পণ। সমর্পন শব্দের অর্থ সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানেই দান। সেই আত্মসমর্পণের কার্য্য, নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা। তাহাতেই অর্পিত নিজ সাধ্যসাধন, এবং শ্রীভগবানের জন্যই কায়িক, বাচিক, মানসিক চেষ্টাময়তা। এই আত্মসমর্পণ গো বিক্রয়ের মত। যেমন গো বিক্রয় করিলে তাহার পালনাদির জন্য বিক্রয়কারী কোন চেষ্টা করে না, যাহার নিকট বিক্রয় করা হয়, তিনিই ক্রীত গোর (গরুর) মঙ্গলসাধক হইয়া থাকেন। এবং যিনি ক্রয় করেন, সেই গো তাঁহারই কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু যে বিক্রয় করে তাহার কোন কার্য্য করে না। এই আত্মসমর্পণ শ্রীরুক্মিনীদেবী ১০।৫২।৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পত্রীদ্বারা জানাইয়াছিলেন,—"হে বিভো! অতএব আপ-নাকে আমি পতিরূপেই বরণ এবং আপনাকেই আত্ম-সমর্পণ করিলাম। আপনি আমাকে জায়া করিয়া নিকটে রাখুন।" কেহ কেহ দেহসমর্পণেই আত্মসমর্পণ বলিয়া মনে করেন। ভক্তিবিবেকে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাতে এইরূপই প্রতিপন্ন হয়,—বিক্রীত পশু রক্ষা করার জন্য যেমন চিন্তা করে না, তেমনই শ্রীহরিতে দেহ অর্পণ করিয়া তাহার রক্ষা হইতে বিরত হইবে। কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মাসমর্পণই আত্মসমর্পণ বলিয়া বলেন। শ্রীআলক-মন্দার স্তোত্রের প্রমাণে তাহাই প্রকাশ পায়,—"আমার দেহাদির ভিতরে যে কেহ আছে, এবং যথাতথারূপে গুণতঃ যাহা যাহা আছে, আজ সেই আমি তোমার পাদপদ্মে সমর্পিত হইলাম।" আবার কেহ কেহ দক্ষিণ হস্তাদিও শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সেই দক্ষিণ হস্তাদির দ্বারা কেবল-মাত্র শ্রীভগবানের কর্ম্মই করিয়া থাকে, কিন্তু দৈহিককর্ম্ম প্রভৃতি করে না, এইরূপ আত্মসমর্পণও দেখা যায়। এই আত্মসমর্পণ ভক্তি—সর্ব্ব কার্য্যের সহিত দেহইন্দ্রিয় আত্ম পর্য্যন্ত সমর্পণ অম্বরীষ মহারাজে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।৪।১৫-১৭ শ্লোকে উল্লেখ আছে,—সেই অম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে মন সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ বলিতে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার সেবাদি কার্য্য করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাক্যসকল শ্রীকৃষ্ণগুণানুবর্ণনে, কর দুইটী শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনাদিতে, শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র কথা শ্রবণে, নয়ন দুটীকে মুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি এবং তাঁহার ভক্ত ও শ্রীমন্দিরাদি দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম ভক্তগাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে শ্রীমতী তুলসীর সম্বন্ধযুক্ত ভগবৎ পাদকমলসম্বন্ধে সৌরভ-গ্রহণে, রসনাকে মহাপ্রসাদ অন্নাদি আস্বাদনে, দুইটী পাদকে হরিক্ষেত্র গমনে, মস্তক হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনে এবং

কাম অর্থাৎ সঙ্কল্পকে ভগবৎ দাস্যলাভের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়ভোগ সম্পাদনের জন্য কখনও সঙ্কল্প করেন নাই। কি অভিপ্রায়ে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে বলিয়াছেন, যে প্রকারে সমর্পণ করিলে ভগবৎভক্তজনের অনুগতভাবে শ্রীহরিচরণে রতির উদয় হয়, তেমনইভাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এস্থলে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীভগবানে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্বআত্মনিবেদন করা ইহয়াছিল, ইহাই বুঝান হইয়াছে। আত্মসমর্পণের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তি লীলাপ্রভৃতি স্মরণাদিময় উপাসনাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।১১।১৯।...২৪ শ্লোকে এইপ্রকারই উল্লেখ আছে,—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন, "আমার সুধামাখা কথায় শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার গুণাদিকীর্ত্তন, পূজায় পরিনিষ্ঠা, ঋষিগণাদিকৃত স্তুতিদ্বারা আমার স্তব, পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা আমার নমস্কার, আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজায় অধিক আদর, সর্ব্বভূতে আমিই বিদ্যমান আছি এইপ্রকার মনোবৃত্তি, আমার সুখার্থে লৌকিকী ক্রিয়া, লৌকিকী বাক্যের দ্বারাও আমার গুণকীর্ত্তন, আমাতে মন সমর্পণ, আমা ভিন্ন অন্য সঙ্কল্পশূন্যতা, আমার জন্য অর্থত্যাগ, ভজনবিরোধী অর্থের পরিত্যাগ, দৈহিকভোগ ও ভোগসাধনদ্রব্য চন্দনাদি পরিত্যাগ, পুত্রলালনপালনাদি সুখাপেক্ষণশূন্যতা, এবং বৈদিককর্ম্ম, দান, হোম, জপ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি সকলই আমাতে ভক্তিলাভের জন্য করা। হে উদ্ধব! এইপ্রকার ধর্ম্মদ্বারা যাহারা আমাতে আত্মনিবেদন করিয়াছে, সেই সকল মনুষ্যের আমাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এবম্ভূত লক্ষণ ভক্তের সাধনরূপ ও সাধ্যরূপ কোন প্রয়োজন সিদ্ধি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ সেইভক্ত সর্ব্বসাধন ও সাধ্যসম্পত্তিলাভে কৃতার্থ। স্মরণকীর্ত্তন পাদসেবনময় উপাসনাই যদি শাস্ত্রোক্তবিধিবৈশিষ্ট্যময় হয়, তাহাকেই অর্চ্চন বলা হয়, যেহেতু শাস্ত্রোক্তবিধি বাহুল্যময় অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তি হইতে পৃথক বলিয়া বিবেচিত হয় না, যেহেতু অর্চ্চনাঙ্গের যে বিধিবাহুল্য আছে, স্মরণকীর্ত্তনাদিতেও যদি সেই বিধিবাহুল্যই থাকে, তাহাহইলে স্মরণকীর্ত্তন হইতে অর্চ্চনের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। এই আত্মসমর্পণ অঙ্গে সাধকের স্নান পরিধান, দন্তধাবন প্রভৃতি ক্রিয়াও ভগবানের সেবার উপযোগী বলিয়া আত্মসমর্পণ রূপা ভক্তির হানিকর হয় না। এস্থলে একটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, সাধক যদি দেহ ইন্দ্রিয় আত্মা প্রভৃতি সবই ভগবানে সমর্পণ করিলেন, তবে "চিন্তাং কুর্য্যাং ন রক্ষায়ৈ" এই বচন অনুসারে তাহার স্নানশৌচাদি কৃত্য করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই আশঙ্কা অপনোদনের জন্যই এই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, সাধকের এই সমস্তকৃত্য ভগবৎসেবার উপযোগী সুতরাং ইহারা আত্মসমর্পণরূপা ভক্তির বাধক নহে। এই আত্মসমর্পণ শ্রীবলিমহারাজেও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আত্মসমর্পণ ৭।৬।২৫ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয়ের মতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে কহিলেন,—"হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা হয়তো মনে করিতে পার যে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ যদি পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষপ্রয়োজন বস্তু না হয়, তাহা হইলে আচার্য্য ষণ্ড ও অমর্ক আমাদিগকে বেদোক্ত বলিয়া সত্যরূপে উপদেশ করেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছি শুন। ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ এবং ঐ ত্রিবর্গপ্রাপ্তির জন্য ঈক্ষা (আত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (কর্ম্মবিদ্যা), নয় (তর্ক), দম (দণ্ডনীতি), নিজজীবিকা প্রভৃতি সকল বেদের উপদেশই সত্য তখনই হয়, যখন জীব ভগবচ্চরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করে। ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণ বিনা বেদোক্ত সমস্ত সাধনই প্রাণহীন দেহে ভূষণ রচনা করার মত ব্যর্থপ্রয়াস।" শ্রীভগবানের মতেও আত্মসমর্পণপ্রসঙ্গ ১১।১১।৩৪ শ্লোকে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—"মরণধর্ম্মা মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সেই ভক্তের জন্য আমার কিছু করিবার সঙ্কল্প উদয় হয়। তখন সেই ভক্ত আমার পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়া মদীয় সমান ঐশ্বর্য্যলাভে যোগ্য হয়।" এই আত্মসমর্পণ দুইপ্রকার, এক ভাবশূন্য যেমন বলিমহারাজের। প্রমাণ শ্রীভগবৎকথিত "মর্ত্ত্যো যদাত্যক্তসমস্তকর্ম্মা" অর্থাৎ এই ভাবশূন্য আত্মসমর্পণের ফল ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। আর দ্বিতীয় অর্থাৎ ভাবযুক্ত আত্মসমর্পণ ১১।১১।৩৫ শ্লোকে কথিত "দাস্যেনাত্মনিবেদনম্" অর্থাৎ দাস্যাদি কোন ভাবের সহিত আত্মসমর্পণ। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন শ্রীমতি রুক্মিনীদেবী

শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে ১০।৫২।৩১ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কান্তাভাবের সহিত আত্মসমর্পণ দেখান হইয়াছে। এস্থলে লৌকিক দৃষ্টান্তেও এইরূপ দেখা যায় যেমন কোন ব্যক্তি বৈশাখমাসে কোন এক ব্রাহ্মণকে একটি আম্র দান করিল। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ঐ আম্র লইয়া বিক্রয় করিল কি অন্য কিছু করিল তাহার কোন অনুসন্ধান দাতা লইলেন না। আবার অন্য এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে একটী আম্র দিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাকে ঐ ফলটী নিজে খাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। এই দুইস্থানেই আম্রদান হইতেছে বটে, কিন্তু প্রথম দানটি ভাবশূন্য, দ্বিতীয় দানটি ভাবপূর্ণ। এই প্রকার এই আত্ম-সমর্পণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে ॥ ৯।৪ ॥ ৩০৯ ॥

তদেবং বৈধী ভক্তির্দর্শিতা। অস্যাশ্চোক্তা-নামঙ্গানামনুক্তানাঞ্চ কুত্রচিৎ কস্যাপ্যঙ্গস্যান্যত্র তু তদিতরস্য যন্মহিমাধিক্যং বর্ণ্যতে, তৎ তত্তচ্ছ্রদ্ধা-ভেদেন তত্তৎপ্রভাবোল্লাসাপেক্ষয়েতি ন পরস্পর-বিরুদ্ধত্বম্। অধিকারিভেদেন হ্যৌষধাদীনামপি তাদৃশত্বং দৃশ্যতে। অথ রাগানুগা। তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ। তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। স চ রাগো বিশেষেণ ভেদেন বহুধা দৃশ্যতে। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিত্যাদৌ। তত্র প্রিয়ো যথা তদীয়প্রেয়সীনাম্। আত্মা পরব্রহ্মরূপঃ শ্রীসনকাদীনাম্। সুতঃ শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্। সখা শ্রীশ্রীদামাদীনাম্। গুরুঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নাদীনাম্। কস্যাপি ভ্রাতা কস্যাপি মাতুলেয়ঃ কস্যাপি বৈবাহিক ইত্যাদিরূপঃ স এক এব তেষু বহুপ্রকারত্বেন সুহৃদঃ সম্বন্ধিনাম্। দৈবমিষ্টং তদীয়সেবকাদীনাং শ্রীদারুক-প্রভৃতীনামিতি প্রসিদ্ধম্। অত্র শ্রীমত্যাং মোহিন্যাং যঃ খলু রুদ্রস্য ভাবো জাতঃ স তু নাঙ্গীকৃতঃ। অযুক্তত্বাৎ, তস্য মায়ামোহিততয়ৈব তাদৃশভাবাভ্যুপ-গমাচ্চ। তদেবং তত্তদভিমানলক্ষণভাববিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ-পাদসেবনবন্দনাত্মনিবেদনপ্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকাভক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তিগঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ। অতো রাগানুগা কথ্যতে। যস্য পূর্ব্বোক্তে রাগ-বিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ং, তস্য তাদৃশরাগসুধাকরকরাভাসসমুল্লসিত-হৃদয়স্ফটিকমনেঃ শাস্ত্রাদিশ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ত্ততে। এষৈবাবিহিতেতি কেষাঞ্চিৎ সংজ্ঞা। রুচিমাত্রপ্রবৃত্ত্যা বিধিপ্রযুক্তত্বেনাপ্রবৃত্তত্বাৎ। ন চ বক্তব্যং বিধ্যনধী-নস্য ন সম্ভবতি ভক্তিরিতি। প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানু-কথনে হরেরিত্যত্র শ্রূয়তে। ততো বিধিমার্গভক্তি-র্বিধিসাপেক্ষেতি সা দুর্ব্বলা, ইয়ন্তু স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ত্ততে ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া। অতএবাস্যা জন্মলক্ষণং ভক্তিব্যতিরেকেণান্যত্রানভিরুচিত্বমিত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ম্। যথোক্তং তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ ভগবৎকথারুচিমুপলক্ষ্য-সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ। হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়-মাশু ধত্তে॥ ইতি। সা পূর্ব্বোক্তা কথাগৃহীতা মতি-স্তদ্রুচিরিত্যর্থঃ। বিধিনিরপেক্ষত্বাদেব পূর্ব্বাভ্যাং দাস্যসখ্যাভ্যাম্ এতদীয়য়োস্তয়োর্ভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ। (এবমেবোক্তং তন্ময়েঽধীতমুত্তমমিতি) অতএব বিধ্যুক্তক্রমোঽপি নাস্যামত্যাদৃতঃ। কিন্তু রাগাত্মিকা-শ্রুতক্রম এব। তত্র রাগাত্মিকায়াং রুচির্যথা,— সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্। তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩১০ ॥

এই তো বৈধী ভক্তি দেখান হইল। এই বৈধী ভক্তির যে সকল অঙ্গ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন, যে সকল অঙ্গের কথা বর্ণিত হন নাই, সেই সকল ভক্তি অঙ্গের কোনও কোন অঙ্গের যে কোথাও অধিক মহিমা বর্ণিত হইয়াছেন, আবার শাস্ত্রের অন্যস্থানে কিন্তু অন্য ভক্তি-অঙ্গের অধিক মহিমা বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ যেমন কোনও স্থানে শ্রীএকাদশীর মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, আবার কোনও স্থানে শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনের মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহার কারণ সেই সেই ভক্তি অঙ্গে শ্রদ্ধা ভেদে সেই সেই ভক্তি—অঙ্গের প্রভাবের উল্লাস বিশেষ অপেক্ষা করিয়াই এরূপ বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতে পরস্পরের বিরোধ ঘটে না। যেমন ঔষধ প্রভৃতিরও অধিকারী ভেদে ঔষধের প্রভাবাতিশয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও রোগীর পক্ষে কোনও ঔষধি সত্বর ব্যাধির উপশম করিয়া থাকে, আবার কাহারও পক্ষে ঐ ঔষধ ফলপ্রদ হয় না।

অনন্তর রাগানুগা ভক্তির বিচার করা যাইতেছে। বিষয়ীর বিষয়ের সহিত সংসর্গের জন্য স্বাভাবিক অতিশয় ইচ্ছাময় প্রেমের নাম রাগ। যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সৌন্দর্য্য গ্রহণের জন্য স্বাভাবিক অতিশয় তৃষ্ণা। সেই প্রকারই ভক্তি জগতে ভক্তের শ্রীভগবানে স্বাভাবিক আকুল পিপাসাময় প্রেমই রাগ শব্দে কথিত হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুও রাগ লক্ষণে এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন যথা ঃ—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সা'হ'ত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥"

অর্থাৎ আনুকুল্যের বিষয় শ্রীভগবানে স্বাভাবিক প্রেমময়ী পিপাসা ; রাগের স্বরূপ লক্ষণ। অভীষ্ট বিষয়ে পরমাবিষ্টতা, রাগের তটস্থ লক্ষণ। যেমন আকুলপিপাসু ব্যক্তির জলে। সেই স্বাভাবিক আকুল প্রেমময়ী পিপাসা প্রেরিত হইয়া যে নিজ অভীষ্ট ভগবানে ভক্তি করা হয়, তাহার নামই রাগাত্মিকাভক্তি। সেই রাগও বিশেষণভেদে শান্তদাস্যাদি বহুপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায় শ্রীকপিল ভগবানের বাক্য যথা ঃ "যেষামহং প্রিয় আত্মা, সুতশ্চ সখা—গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং"। অর্থাৎ হে মাতঃ! আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, হিতোপদেষ্টাগুরু, হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ, এবং ইষ্টদেব। এই স্থানে প্রিয় শব্দ যেমন তদীয় প্রেয়সী শ্রীগোপী প্রভৃতির সম্বন্ধে, সখা শ্রীদাম প্রভৃতির সম্বন্ধে, গুরু শ্রীপ্রদ্যুম্ন প্রভৃতির সম্বন্ধে, কাহারও ভ্রাতা কাহারও মাতুলেয় আবার কাহারও বা বৈবাহিক ইত্যাদি রূপে সেই একই শ্রীভগবান, সেই সেই সম্বন্ধান্বিত ভক্তের নিকটে বহুপ্রকারধর্ম্মে সুহৃদ্রূপে সম্বন্ধিগণের নিকটে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তদীয় সেবক শ্রীদারুক প্রভৃতির নিকটে ইষ্টদেবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধ। এস্থানে শ্রীমতী মোহিনী মূর্ত্তির প্রতি মহাদেবের যে ভাবটী প্রকাশ পাইয়াছিল, সেটী কিন্তু স্বীকার করা হয় নাই। যেহেতু এ ভাবটী অযুক্ত বলিয়া এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় নাই, তাহার কারণ এই যে শ্রীহরির মায়ায়—মোহিত হইয়াই শ্রীশঙ্করের তাদৃশ কামভাব উদয় হইয়াছিল। তাহা হইলে পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকারে, সেই সেই কান্তাদি অভিমানলক্ষণ ভাববিশেষে স্বাভাবিক রাগের বৈশিষ্ট্য থাকিলে, সেই সেই রাগ প্রেরিত হইয়া, যে তাহাদের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, আত্মনিবেদন—প্রধান ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। সেই ভক্তি সাধ্যারাগলক্ষণা ভক্তিগঙ্গাতে তরঙ্গের মত প্রকাশ পায় বলিয়া, সেই রাগ-প্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠিত ভক্তি ও সাধ্যা এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে গঙ্গাতে যেমন তরঙ্গ, সেই তরঙ্গ গঙ্গা হইতে ভিন্ন বস্তু নয়, তেমনই সাধ্যা—রাগাত্মিকা গঙ্গাতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি ও তরঙ্গের মত সাধ্যা। কিন্তু সাধন-প্রকরণে সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির প্রবেশ নাই। অর্থাৎ রাগী ভক্ত যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিঅঙ্গ অনুষ্ঠান করেন, তাহার নাম সাধনভক্তি নহে, সাধ্যভক্তি।

ইহার পর রাগানুগা ভক্তি বলা হইতেছে। যাহার পূর্ব্ববর্ণিত রাগ বিশেষে রুচিই জন্মিয়াছে, কিন্তু স্বয়ং রাগ বিশেষ উদয় হয় নাই, সেই ভক্তের পূর্ব্ববর্ণিত রাগ—সুধাকর কিরণাভাস পতিত হইয়া যে হৃদয়রূপ স্ফটিকমণি উচ্ছলিত হয় তাহা শাস্ত্র, শ্রীগুরু এবং সাধুমুখ হইতে সেই রাগাত্মিকা

ভক্তির যে সকল পরিপাটী অর্থাৎ কায়িক, বাচিক, মানস প্রেমচেষ্টা শ্রবণ করিয়া, সেই সকল পরিপাটী অর্থাৎ চেষ্টাতেও রুচির উদয় হইয়া থাকে। এই স্থানের অভিপ্রায় এই যে, যে ভক্তের হৃদয়টী স্ফটিকমণির মত স্বচ্ছ অর্থাৎ কামক্রোধ প্রভৃতি দুষ্টভাবে দূষিত নয়, সেই ভক্ত সাধু, শাস্ত্র ও শ্রীগুরুমুখ হইতে যে রাগাত্মক ভক্তের রাগবিশেষে রুচির উদয় হয়, সেই ভক্তের প্রেমময়ী চেষ্টা বিশেষ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের কিরণ পতিত হইলে যেমন স্ফটিক-মণি উচ্ছলিত হয়, তেমনই সেই রাগাত্মক ভক্তের প্রেমময়ী চেষ্টা শ্রবণরূপ কিরণচ্ছটায়, হৃদয়খানি উচ্ছলিত হইয়া তাহার সেই সকল প্রেমচেষ্টাতে রুচির উদয় হইয়া থাকে।

অতএব রুচি-বিশেষ-প্রেরিত হইয়া সেই রাগের অনুগত ভাবে যে ভক্তিটী অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাগানুগা। রাগানুগা ভক্তিকেই কেহ কেহ "অবিহিতা" এই নামে পরিচয় করাইয়া থাকেন। যেহেতু এই ভক্তি কেবল রুচি মাত্রেই প্রবৃত্তা হইয়া থাকেন, কিন্তু কোনও অংশে বিধি প্রেরণায় প্রযুক্তা নয়। এ বিষয়ে এ কথাও বলা উচিৎ নয়; যে জন শাস্ত্র বিধির অনুগত নয়, তাহার ভক্তিই সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুকমুনির উক্তিতে শুনা যায়ঃ—

"প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥"

হে রাজন্! বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়া প্রায়শঃ মুনিগণ নির্গুণ স্বরূপে অবস্থান করতঃ শ্রীহরির গুণানুকথনে রমণ করিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে! অতএব বিধিমার্গভক্তি, বিধির অপেক্ষা করেন বলিয়া সেই ভক্তি দুর্ব্বলা, কারণ যে অন্যের অপেক্ষা করে সে দুর্ব্বল, আর যে অন্যের অপেক্ষা করেনা সেই সবল। এই রাগানুগা ভক্তি অন্য অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবেই প্রবৃত্তা হয়েন বলিয়া প্রবলা। অতএব এই রাগানুগা ভক্তির জন্মলক্ষণও ভক্তি ভিন্ন অন্যত্র অনভিরুচিত্ব বুঝিতে হইবে। ইহারই অপর নাম রুচি বা লোভ; যেমন শ্রীবিদুর মহাশয় তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীহরিকথারুচি উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশুধত্তে" ॥ ৩।৫।১৩)

যাহার শ্রীহরি—কথাতে মতি প্রবেশ করে, সেই শ্রদ্ধালু জনের গ্রাম্যকথা প্রভৃতিতে বিরক্তি জন্মে, যেহেতু শ্রীহরির চরণ—ধ্যানে যাহার হৃদয় সুখী তাঁহার সত্বর সমস্ত দুঃখ নাশ হইয়া থাকে। এই প্রমাণে 'মতি' শব্দের অর্থ শ্রীহরি-কথায় রুচি বুঝিতে হইবে। বিধি-নিরপেক্ষ বলিয়া বিধি—ভক্তিতে কথিত দাস্য, সখ্য হইতে রাগানুগীয় দাস্য-সখ্যের ভেদ ও বুঝিতে হইবে। অতএব সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"ইত্যাদি শ্লোকে"তন্মন্যেঽধীত মুত্তমং" ইহাতে অধ্যয়নের কথা উল্লেখ থাকাতে শাস্ত্র-বিধির অপেক্ষা সূচিত হইয়াছে। অতএব এই রাগানুগা ভক্তিতে শাস্ত্রবিধি কথিত ক্রমের আদর নাই, কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তিতে যে ক্রম শুনা যায়, তাহারই অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ যে রাগাত্মক ভক্তের অনুগত হইয়াছে, সেই রাগাত্মক ভক্তের যে পরিপাটীর ক্রম শুনা যায়, সেই রূপেই অনুশীলন করিয়া থাকেন রাগাত্মিকাতে রুচি যথা ঃ—

"সুহৃদ্ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা" ॥ ৩১০।

অত্র স্বাভাবিকসৌহৃদ্যাদিধর্ম্মৈস্তস্মিন্নেব স্বাভাবিকপতিত্বং স্থাপয়িত্বা পরস্যোপাধিকপতিত্ব মিত্যভিপ্রেতম্। অন্যত্র পত্যাবেকত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈরিতি ছন্দোগপরিশিষ্টানু-সারেণ কৃত্রিমমেকাত্মত্বম্। তস্মিন্ পরমাত্মনি তু স্বভাবত এবেত্যাত্মশব্দস্যাপ্যভিপ্রায়ঃ। এবং যদ্যপি তস্মিন্ পতিত্বমনাহার্য্যমেবাস্তি তথাপি আত্মনৈব মূল-ভূতেন তং বিশেষতঃ ক্রীত্বা যথান্যাপি কন্যা বিবাহাত্ম-কেন স্বাত্মসমর্পণেন কঞ্চিৎ পতিত্বেনোপাদত্তে তথাভাবেনাশ্রিত্য। অনেন পরমমনোহররূপেণ তেন সহ রমে রমা লক্ষ্মীর্যথা তদেবং তস্যা রাগে পিঙ্গলায়াঃ স্বরুচির্দ্যোতিতা। রাগানুগায়াং প্রবৃত্তিরূপী

দৃশী। সন্তুষ্টাশ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী। বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥৩১॥

অমুনেতিভাবগর্ভরমণেন সহ। আত্মনা মনসৈব তাববিহরামি। রুচিপ্রধানস্য মার্গস্যাস্য মনঃ প্রধানত্বাৎ। তৎপ্রেয়সীরূপেণাসিদ্ধায়াস্তাদৃশভজনে প্রায়ো মনসৈব যুক্তত্বাৎ। অনেন শ্রীমৎপ্রতিমাদৌ তাদৃশীনামপ্যৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্। এবং পিতৃত্বাদি-ভাবেষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥১১৮॥ শ্রীপিঙ্গলা ॥ ৩১১॥

১১।৮ অধ্যায়ে পিঙ্গলা বেশ্যা নির্ব্বিন্না হইয়া বলিয়া ছিলেন, অতঃপর আমি সুহৃদ্ প্রিয়তম, নাথ, এবং নিখিল শরীরীর আত্মা শ্রীনারায়ণকে আত্মসমর্পণ রূপ মূল্যে কিনিয়া লক্ষ্মী যেমন ভাবে রমণ করে, আমিও তেমন ভাবে রমণ করিব।

তাহাতে এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে শ্রীনারায়ণের স্বাভাবিক সৌহৃদ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপন করিয়া, শ্রীনারায়ণ ভিন্ন অন্য সকলের উপাধিক পতিত্ব বুঝান হইয়াছে। যেহেতু ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট অনুসারে অন্য পতিতে "একত্বং সা গতা যস্মাৎ চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈঃ" অর্থাৎ সেই রমণী নিজ পতির সহিত চরুমন্ত্র আহুতি ও মন্ত্রাদি দ্বারা একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, দেহাভিমানী মানুষের সহিত যথার্থতঃ স্ত্রীর একতা নাই, কিন্তু চরুমন্ত্র, আহুতি প্রভৃতির দ্বারাই একাত্মতা আরোপ করা হয়। সেই পরমাত্মাতে কিন্তু স্বভাবতঃই একাত্মতা আছে বলিয়াই, সুহৃদ্ প্রেষ্ঠতম শ্লোকে আত্মপদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই প্রকার যদ্যপি সেই পরমাত্মা—শ্রীনারায়ণে পতিত্ব আরোপিত নয়, তথাপি আত্মদানরূপ মূল্যের দ্বারা সেই পরমাত্মা—শ্রীনারায়ণকে বিশেষরূপে কিনিয়া যেমন অন্য কন্যা বিবাহাত্মক আত্মসমর্পণের দ্বারা কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত রমণ করে, সেই প্রকার আমিও শ্রীনারায়ণের সহিত রমণ করিব, এই আমার সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত মনোহর রূপ শ্রীনারায়ণের সহিত লক্ষ্মী যেমন রমণ করে, আমিও তেমনই রমণ করিব। তাহা হইলে সেই পিঙ্গলার শ্রীলক্ষ্মীর রাগে নিজ রুচি দেখান হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তিতে তাহার প্রবৃত্তিও অর্থাৎ কায়িকী মানসী-বৃত্তি ও নিম্নলিখিত প্রকার বুঝিতে হইবে :—

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্ যথা লাভেন জীবতি।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥"

পিঙ্গলা অতঃপর যে উপায়ে নিজের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন তাহাও সঙ্কল্পরূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। আমি যথালাভেতে সন্তুষ্টা হইয়া শ্রীনারায়ণে দৃঢ়বিশ্বাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ এই ভাবগর্ভরমণের সহিত মনের দ্বারাই বিহার করিব। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের সহিত প্রাকৃত দেহের দ্বারা রমণ সর্ব্বথাই অসম্ভব। যেহেতু তিনি নিত্য, জ্ঞান এবং সুখস্বরূপ, আমার দেহটী অনিত্য, অজ্ঞান এবং দুঃখ স্বরূপ। অতএব এই দেহদ্বারা তাঁহার সহিত বিহার কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে, কেবলমাত্র ভাবাত্মক মনের দ্বারাই তাঁহার সহিত ভাবময় রমণ সম্ভবে। রুচিপ্রধান এই রাগানুগা ভক্তিপথে মনেরই প্রাধান্য। তাহার কারণ এই যে, পিঙ্গলা এখনও প্রেয়সীরূপে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই সুতরাং কান্তাভাবে রাগানুগা ভজন মনের দ্বারাই করা যুক্তিযুক্ত। এইরূপে সিদ্ধান্তের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে পিঙ্গলা যদ্যপি বেশ্যা তথাপি শ্রীপ্রতিমা প্রভৃতিতে আলিঙ্গন চুম্বনাদি রূপ ঔদ্ধত্য করে নাই। এই প্রকার পিতৃত্ব প্রভৃতি ভাবেও অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১১।৮॥ শ্রীপিঙ্গলা ॥ ৩১১ ॥—

এবং প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী দর্শিতা! এবা ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে কামকলায়ামপি দৃষ্টা। সেবকত্বাদ্যভিমান-ময্যাং রুচির্ভক্তিশ্চান্যত্র জ্ঞেয়া। তস্মাদমুস্তনুভৃতা-মিত্যাদাবুপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বমিতি শ্রীপ্রহ্লাদ-বচনবৎ। যথা—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ—কদা-গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে। চামরব্যগ্র-হস্তং মামেবং কুর্ব্বিতি বক্ষ্যসীতি। যথা স্কান্দে সনৎকুমারপ্রোক্তসংহিতায়াং প্রভাকররাজো—

পাখ্যানে—অপুত্রোঽপি স বৈ নৈচ্ছৎ পুত্রং কর্ম্মানুচিন্তয়ন্। বাসুদেবং জগন্নাথং সর্ব্বাত্মানং সনাতনম্। অশেষোপনিষদ্‌বেদ্যং পুত্রীকৃত্য বিধানতঃ। অভিষেচয়িতুং রাজা স্বরাজ উপচক্রমে। ন পুত্রমভ্যর্থিতবান্ সাক্ষাদ্‌ভূতোর্জ্জনার্দ্দনাৎ॥ অগ্রে ভগবদ্বরশ্চ, অহস্তে ভবিতাপুত্র ইত্যাদি। অত এবোক্তং শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ইতি॥ অত্র পত্যাদিবদিতি ধেয়স্য, পিতৃবদিতিধ্যাতুর্বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। তথা মাতৃবদিতি বতিপ্রত্যয়েন প্রসিদ্ধতন্মাতৃজনা-ভেদভাবনা নৈবাঙ্গীক্রিয়তে। কিন্তু তদনুগতভাবনৈব। এবং পিতৃভাবাদাবপি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা ভগবত্যহংগ্রহোপাসনাবত্ত্বেঽপি দোষঃ স্যাৎ। তথা ধ্যায়ন্তীতি পূর্ব্বোক্তং মনঃপ্রধানত্বমেবোরীকৃতম্। অপি শব্দেনতত্তদ্রাগসিদ্ধানাংকৈমুত্যমাক্ষিপ্যতে। নমু চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম ইত্যনেন পূর্ব্বমীমাংসায়াং বিধিনৈবাপূর্ব্বং জায়তে ইতি শ্রূয়তে। তথা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ইত্যাদিনা যামলে শ্রুত্যাদ্যেকতরোক্তক্রমনিয়মং বিনা দোষঃ শ্রূয়তে। তথাশ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥ ইত্যত্রশ্রুত্যাদ্যুক্তাবশ্যকক্রিয়ানিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং বৈষ্ণবত্বব্যাঘাতকং শ্রূয়তে। কথং তর্হি বিধিনিরপেক্ষয়া তয়া সিদ্ধিঃ? উচ্যতে-শ্রীভগবন্নামগুণাদিষু বস্তুশক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ ন ধর্ম্মবস্তুক্তেশ্চোদনাসাপেক্ষত্বম্। অতো জ্ঞানাদিকং বিনাপি ফললাভো বহুত্র শ্রুতো'ঽ'স্তি। চোদনা তু যস্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্নাস্তি তদ্বিষয়ৈব। তথা ক্রমবিধিশ্চ তদ্বিষয়ঃ। তস্মিন্নেব নানাবিক্ষেপবতি রুচ্যভাবেন রাগাত্মকভক্তিশৈলী মনভিজানতি, সত্যামপি ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ইত্যাদি ন্যায়েন যথা কথঞ্চিদনুষ্ঠানতঃ সিদ্ধৌ, সুষ্ঠু বর্ত্মপ্রবেশায় ক্রমশশ্চিত্তাভিনিবেশায় চ মর্য্যাদারূপঃ স নির্ম্মীয়তে। অন্যথা সন্তত তত্তত্তুন্মুখতাকরতাদৃশরুচ্যভাবান্মর্য্যাদানভিপত্তেশ্চাধ্যাত্মিকাদিভিরুৎপাতৈর্বিহন্যতে চ স ইতি। ন তু স্বয়ং প্রবৃত্তিমতাপি মর্য্যাদানির্ম্মাণং, তস্য রুচ্যৈব ভগবন্মনোরমরাগাত্মিকাক্রমবিশেষাভিনিবেশাৎ। তদুক্তং স্বয়মেব—জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামিত্যাদিনা। রাগাত্মকভক্তিমতাং তুরভিসন্ধিনাপ্যনুকরণমাত্রেণতাদৃশত্বপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে। যথা ধাত্রীত্বানুকরণেন পূতনায়াঃ। তদ্‌যুক্তং সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলেতি। কিমুত তদীয়রুচিমস্তিস্তাদৃশনিরন্তরসম্যগ্‌ভক্ত্যনুষ্ঠানেন। তদুক্তম্—পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্বাপ সদ্গতিম্। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে। যচ্ছন্ প্রিয়তরং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথেতি। অত উক্তম্ ন ময্যেকান্ত—ভক্তানাং গুণদোষোস্তবাগুণা ইতি। একান্তিত্বং খলু ভক্তিনিষ্ঠা বক্তব্যং। সারুচ্যৈব বা শাস্ত্রবিধ্যাদরেনৈব বা জায়তে। ততো রুচের্বিলত্বাত্তুত্তরাভাবেনাপি যদৈকান্তিকীত্বং তত্তস্যৈকান্তিকমানিনো দম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। ততস্তদনূদ্যৈব নিন্দা, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেত্যাদিনা। ন তু রুচিভাবেঽপি তন্নিন্দা যুক্তা, পূতনেত্যাদেঃ। তথাচোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ন চ বেদোদিতং মহৎ। বিনৈব ভগবৎ প্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতা ইতি। প্রীতিরত্র তাদৃশরুচিঃ। তদেবমত্র শাস্ত্রানাদরস্যৈব নিন্দা, ন তু তদজ্ঞানস্য। ধাবন্নিমীল্য বেত্যাদেঃ। গৌতমীয়তন্ত্রেঽপিদমপ্যুক্তম্,— ন জপো নার্চ্চনং নৈব

ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সন্তুতংকৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥ অজাততাদৃশরুচিনা তু সদ্বিশেষাদরমাত্রাদৃতা রাগানুগাপি বৈধীসংবলিতৈবানুষ্ঠেয়া। তথা লোকসংগ্রহার্থং প্রতিষ্ঠিতেন জাততাদৃশরুচিনা চ। অত্র মিশ্রত্বে চ যথাযোগ্যং রাগানুগয়ৈকীকৃত্যৈব বৈধী কর্ত্তব্যা। কেচিদষ্টাদশাক্ষরধ্যানং গোদোহনসময়বংশীবাদ্যসমাকৃষ্টতত্তৎসর্ব্বময়ত্বেন ভাবয়ন্তি। যথা চৈকে তাদৃশমুপাসনং সাক্ষাদ্ ব্রজজনবিশেষায়ৈব মহ্যং শ্রীগুরুচরণৈর্মদভীষ্টবিশেষসিদ্ধ্যর্থমুপদিষ্টং ভাবয়ামি। সাক্ষাত্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনং সেবমান এবাস ইতি ভাবয়ন্তি। অথ শ্রুতিস্মৃতীমমৈবাজ্ঞে ইত্যাদি নিন্দিতমাত্রস্যাবশ্যকক্রিয়ানিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং দ্বিবিধম্। তৌ হি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তৌ ভক্তিশাস্ত্রোক্তৌ চেতি। ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসেন দৌঃশীল্যেন বা পূর্ব্বয়োরকরণকরণপ্রত্যাসত্তৌ ন বৈষ্ণবভাবাদ্ভ্রংশঃ ; দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণামিত্যাদ্যুক্তেঃ,অপি চেৎ সুদুরাচার ইত্যাদ্যুক্তেশ্চ। তাদৃশরুচিমতি তু তয়ৈব রুচ্যা দ্বিষ্টত্বাদপুনর্ভবাদ্যানন্দস্যাপি বাঞ্ছা নাস্তি কিমুত পরমঘৃণাস্পদস্য। অতস্তত্র স্বত এব ন প্রবৃত্তিঃ। প্রমাদাদিনা কদাচিজ্জাতং চেদ্বিকর্ম্ম তৎক্ষণাদেবনশ্যত্যপি। উক্তঞ্চ—বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদিসন্নিবিষ্ট ইতি। অথ বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্তৌ। তৌ তর্হি বিষ্ণুসন্তোষৈক প্রযোজনাবেব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয় রাগরুচিমতঃ স্বত এব প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী স্যাতাং তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ। অতএব ন তত্র স্বানুগম্যমানরাগাত্মকসিদ্ধভক্তবিশেষেণ কৃতত্বাকৃতত্বয়োরনুসন্ধানঞ্চাপেক্ষ্যং স্যাৎ। কিন্তু তৎকৃতত্বে সতি বিশেষেণাগ্রহো ভবতীত্যেব বিশেষঃ। অত্র ক্বচিচ্ছাস্ত্রোক্তক্রমবিধ্যপেক্ষা চ রাগরুচ্যৈব প্রবর্ত্তিতেতি রাগানুগান্তঃপাত এব। যে চ শ্রীগোকুলাদিবিরাজিরাগাত্মিকানুগাস্তৎপরাঃ যে তু শ্রীকৃষ্ণক্ষেমতৎসংসর্গান্তরায়াভাবাদি কাম্যাত্মকতদভিপ্রায়রীত্যৈব বৈষ্ণবলৌকিকধর্ম্মানুষ্ঠানং কুর্ব্বন্তি। অতএব রাগানুগায়াং রুচেরেব সদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বাৎ শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যেতদ্বাক্যস্য ন তদ্বর্ত্মভক্তবিষয়ত্বম্' অপি চৎ সুদুরাচার ইত্যাদি বিরোধান্ন চ বিধিবর্ত্মভক্তিবিষয়ত্বম্। কিন্তু বাহ্যশাস্ত্রনির্ম্মিতবুদ্ধর্ষভদত্তাত্রেয়াদির্ভজনবর্ত্মবিষয়ত্বমেব। তথোক্তম্ বেদধর্ম্মবিরুদ্ধাত্মা যদি দেবং প্রপূজয়েৎ, স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবমিতি। রাগানুগায়াং বিধ্যপ্রবর্ত্তিতায়ামপি ন বেদবাহ্যত্বম্। বেদবৈদিকপ্রসিদ্ধৈব সা তত্র তত্র জাতরুচিত্বাৎ। বেদেষু বুদ্ধাদী নাস্ত বর্ণনং বেদবাহ্যং বিরুদ্ধত্বেনৈব। যথা, ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম। বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতীত্যাদি। তস্মাত্তবত্যেব রাগানুগা সমীচীনা। তথা বৈধীতোঽপ্যতিশয়বতী চ সা মর্য্যাদাবচনং হ্যাবেশার্থমেবেতি দর্শিতম। স পুনরাবেশো যথা রুচিবিশেষলক্ষণেন মানসভাবেন স্যাৎ ন তথা বিধিপ্রেরণয়া। স্বারসিকমনোধর্ম্মত্বাত্তস্য। তত্র চাস্তাং তাবদনুকূলভাবঃ। পরমনিষিদ্ধেন প্রতিকূলভাবেনাপ্যাবেশো ঝটিতি স্যাৎ। তদাবেশসামর্থ্যেন প্রতিকূলদোষহানিঃ স্যাৎ। সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিশ্চ স্যাদিতি। ভাবমার্গস্য বলবত্ত্বে দৃষ্টান্তোপিঽপি দৃশ্যতে। তত্র যদ্যনুকূলভাবঃ স্যাত্তদা পরমৈকান্তিসাধ্য এবাসৌ। অথ ভাবমার্গসামান্যস্য বলবত্ত্বং দর্শয়িতুং প্রকরণমুত্থাপ্যতে—শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ। অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি। বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ॥ ৩১২॥

এই প্রকারে প্রেয়সীত্ব অভিমানময়ী রাগানুগা ভক্তি দেখান হইল! ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কামকলা নামে

কুমারীতেও এই ভক্তি দেখান হইয়াছে। সেবকত্বাদি অভিমানময়ী রাগাত্মিকাতে রুচিলক্ষণা ভক্তি অন্যত্রে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত সপ্তম স্কন্ধে ৯।১৪ শ্লোকে ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়, শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন হে নাথ! আমি নিখিল ভোগের পরিণাম বিশেষরূপে জানি, যাহা কালে বিলুলিত হইয়া থাকে, এমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্য সেই ব্রহ্মলোকের ভোগ পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিনা। আমাকে তোমার নিত্যসিদ্ধ ভৃত্যের পার্শ্বে লইয়া যাও। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের এই প্রকার বাক্যের দ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্য সিদ্ধ পার্ষদের ভাবে রুচির সংবাদটী স্পষ্ট রূপেই পাওয়া যায়। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র্যাদিতেও পাওয়া যায়ঃ—

"কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে।
চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্ব্বিতি বক্ষ্যসি॥"

হে নাথ! কতদিনে আমার এমন সৌভাগ্য হইবে,যেদিন তুমি শ্রীলক্ষ্মীর সহিত একাসনে বসিয়া চামর সেবায় ব্যগ্রহস্ত আমাকে গম্ভীরস্বরে আহ্বান করতঃ আদেশ করিবে, হে কিঙ্কর এই প্রকার সেবা কর। যেমন স্কন্দপুরাণে সনৎ-কুমার কথিত সংহিতায় মহারাজা প্রভাকরের উপাখ্যানে উল্লেখ আছে—

"অপুত্রোঽপি স বৈ নৈচ্ছৎ পুত্রং কর্ম্মানুচিন্তয়ন্।
বাসুদেবং জগন্নাথং সর্ব্বাত্মানং সনাতনম্॥"

অর্থাৎ প্রভাকর মহারাজ অপুত্রক হইয়াও নিজ কর্ম্মফল চিন্তা করিয়া পুত্র ইচ্ছা করিয়াছিলেন না। অশেষ উপনিষদ্-বেদ্য সনাতন জগন্নাথ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবকে পুত্র করিয়া বিধিপূর্ব্বক নিজ রাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তিবশ হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন দান করিলেও, তাঁহার নিকট হইতে পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন না; তৎপর শ্রীভগবান্ও বরদান করিয়াছিলেন "অহন্তে ভবিতা পুত্রঃ"। অর্থাৎ আমিই তোমার পুত্র হইব। ইত্যাদি।—

অতএব শ্রীনারায়ণ-ব্যূহস্তবে উল্লেখ আছে

"পতি পুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্ যুক্তাস্তেভ্যোঽ'পীহ নমোনমঃ॥"ইতি

যাঁহারা পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতৃ, পিতৃ, ও মিত্রের মত শ্রীহরিকে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধ্যান করিতেছেন তাঁহাদিগকে প্রণাম। এই শ্লোকে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা এই চারিটী ধ্যেয় শ্রীহরির বিশেষণ। যাঁহারা শ্রীহরিকে পতিভাবে, পুত্রভাবে, সুহৃদ্‌ভাবে ভ্রাতৃভাবে, এবং পিতা ও মাতার মত শ্রীহরিকে পুত্র বলিয়া ভাবনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও কোটি প্রণাম। এস্থানে পিতৃবৎ, মাতৃবৎসদৃশার্থে বতুপ্ প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীহরির মাতৃপিতৃজনের সহিত অভেদ ভাবনা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু শ্রীহরির প্রসিদ্ধ পিতামাতার অনুগত ভাবনাই স্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রকার পিতৃভাবনাদিতেও বুঝিতে হইবে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে যেমন প্রভু রামচন্দ্রের পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছেন, সাধক সেই মহারাজ দশরথ বা কৌশল্যা আমি এইরূপ ভাবনা করিবেনা, কিন্তু সেই দশরথ বা কৌশল্যার অনুগত বা অনুগতা এইরূপ ভাবনাই করিবে। তাহা না করিলে আমিই শ্রীকৃষ্ণ বা রাম এইরূপ ভাবনা যেমন অহংগ্রহ উপাসনা বলিয়া দোষাবহ, তেমনই শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের সহিত অভেদ ভাবনাও দোষাবহ। আরও একটু বুঝিবার বিষয় এই যে "ধ্যায়ন্তি" এই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া উল্লেখ করিয়া রাগানুগামার্গে মনেরই প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। "তেভ্যোঽ'পীহ" এই অপি শব্দ উল্লেখ দ্বারা যাহারা সেই পতি প্রভৃতি ভাবে রাগসিদ্ধ তাঁহাদের কৈমুত্যভাবে প্রণাম আক্ষিপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই সেই ভাবেই যাঁহারা সাধন করিতেছেন, তাঁহারাই যদি কোটি কোটি প্রণামের যোগ্য হয়, তাহা হইলে যাঁহারা সেই সেই রাগে নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা যে কত প্রণম্য তাহাতো বলাই বাহুল্য।

এখন একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে পূর্ব্বমীমাংসাতে "চোদনালক্ষণোঽ'র্থোধর্ম্ম" এইরূপ উক্তিদ্বারা বিধিবোধিত ক্রিয়াদ্বারাই অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় ইহাই শুনা যায়। আবার যামলে "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তপঞ্চরাত্র বিধিং বিনা" ইত্যাদি বচনদ্বারা শ্রুতি প্রভৃতির মধ্যে কোনও একটী দ্বারা উপক্রম ও নিয়ম বিনা কিছু অনুষ্ঠান করিলে, দোষাবহ বলিয়া শুনা যায়। পুনরায় "শ্রুতিস্মৃতী

মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্‌ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ" এই সকল স্থানে শ্রুতি প্রভৃতিতে উক্ত অবশ্য কর্ত্তব্য ও নিষেধের উল্লঙ্ঘন করিলে বৈষ্ণবত্বের হানি হয় বলিয়া শুনা যায়। তাহা হইলে বিধি নিরপেক্ষা রাগানুগা দ্বারা কেমন করিয়া সাধকের সিদ্ধি হয়? তাহারই উত্তর করিতেছেন— শ্রীভগবানের নামগুণাদিতে বস্তুশক্তি আছে বলিয়া, ত্রিগুণময় ধর্ম্মের মত ভক্তির চোদনার অপেক্ষা নাই। অতএব জ্ঞানাদি বিনাও বহু স্থানেই ভক্তিতে ফল লাভের কথা শুনা যায়। 'চোদনা' কিন্তু যাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তেমনিই ক্রমবিধিও স্বতঃপ্রবৃত্তিশূন্য ব্যক্তিকেই বিষয় করিয়া প্রবৃত্ত। যদ্যপি বিশুদ্ধ ভক্তি পথে "ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে" ইত্যাদি নীতি অনুসারে অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রম লঙ্ঘন করিয়া ও ভজন অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তথাপি এইরূপ বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মে রুচি অভাবে নানা বিক্ষেপ যুক্ত পুরুষের রাগাত্মক ভক্তির শৈলী অর্থাৎ নীতি অনভিজ্ঞ জনে সুন্দরভাবে ধর্ম্মপথে প্রবেশ করাইবার জন্য এব ক্রমশঃ চিত্তের ধর্ম্ম বিষয়ে অভিনিবেশ আনাইবার জন্য সেই বিধি নিষেধ করা হইয়াছে! তাহা না হইলে যে রুচিটীর উদয় হইলে সতত শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তিতে উন্মুখ করিয়া রাখে, যতদিন পর্য্যন্ত তাদৃশ রুচির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিধি নিষেধের অধীনতা না থাকিলে, ভজনের নিয়ম রক্ষা হইতে পারে না, এবং আধ্যাত্মিক প্রভৃতি উৎপাত দ্বারা ভজন মার্গ প্রতিহত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার স্বাভাবিক ভজন প্রবৃত্তি আছে, তাহার প্রতি ও বিধি নিষেধের মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। যেহেতু রুচি দ্বারাই তাহার শ্রীভগবানের মনচুরি করা রাগাত্মিকার ক্রম বিশেষে অভিনিবেশ আছে। এই অভিপ্রায়ে একাদশ স্কন্ধে ১১।৩৩ শ্লোকে "জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং"ইত্যাদি শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—"যাহারা আমাকে জানিয়া ভজে এবং না জানিয়া ভজে, তাহারা উভয়েই ভক্ততম, তন্মধ্যেও যাহারা ভগবৎ স্বরূপাদির বিচার না করিয়া রুচিপ্রেরিত হইয়া ভজে তাহারাই শ্রেষ্ঠ।" দুরভিসন্ধিতে ও রাগাত্মক ভক্তিমান্ জনের বেষাদির অনুকরণ মাত্রেতে যে রাগাত্মক ভক্তিমানজনের অনুকরণ করে, তাহারই ধর্ম্ম প্রাপ্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন ধাত্রীত্বমাত্রের অনুকরণের দ্বারা পূতনা ধাত্রীগতিলাভ করিয়াছিল। তাই ১০।১৪ অধ্যায়ে "সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মার স্তবে স্পষ্টই পাওয়া যায় যে পূতনা রাক্ষসী এবং জিঘাংসাবৃত্তিতেও ধাত্রীবেশ অনুকরণের ফলে ধাত্রীগতি লাভ করিয়াছিল। তাহা হইলে যাহারা সেই রাগাত্মক ভক্তিমান্ জনের প্রেম-পরিপাটীতে রুচিমান্ হইয়া নিরন্তর সম্যকরূপে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহারা যে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা তো বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে ১০।৬ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনির, উক্তিতে আছে নামে-পূতনা, জাতিতে রাক্ষসী, ব্যবসায়ে লোকবালঘ্নী, জীবিকায় নর শোণিতপায়িণী হইয়াও জিঘাংসাবুদ্ধি হৃদয়ে লইয়াও কালকূট বিষমাখানো স্তন দিয়াও সৎ অর্থাৎ ধাত্রী সমুচিত গতি লাভ করিয়াছিল। এ স্থানের এ শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে কর্ত্তৃগত, কর্ম্মগত, করণগত, গুরুতর দোষ থাকিলেও একমাত্র সম্প্রদান গত অসামান্য গুণে অর্থাৎ যাঁহাকে স্তন অর্পণ করিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদোষহারী হরি, আবার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিপ্রদ পরমাত্মা; পক্ষান্তরে সর্ব্বাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এই অসাধারণ গুণই পূতনার ধাত্রীত্বের প্রাপক হইয়াছিল। তাহা হইলে যেজন ভক্ত, সেজন শ্রদ্ধার সহিত আদরের সহিত, ভক্তিতে যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর বস্তু দান করে, তাহা হইলে সেই ভক্ত যে সদ্গতি লাভ করিবে তাহার আর কথা কি? পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ভাবে অনুরাগিণী জননীগণ যেমন ভাবে অর্পণ করেন, তেমন ভাবে অর্পণে যে সদ্গতি লাভ হইবে, তাহা ত বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে ১১।২০।৩৬ শ্লোকে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে কহিয়াছেন—"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ" অর্থাৎ আমাতে যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহাদের যে সকল গুণ তাহা ব্যবহারিক গুণ দোষ হইতে উত্থিত নয়। একান্তি শব্দের

অর্থ ভক্তিনিষ্ঠা। সেই ভক্তিনিষ্ঠা রুচি দ্বারাই হউক অথবা শাস্ত্র বিধি আচারের দ্বারাই হউক,উদয় হইয়া থাকে। অতএব রুচি অতি বিরল, অর্থাৎ দুর্ল্লভ বলিয়া যদি শাস্ত্র-বিধির আদর না থাকে তাহা হইলেও যে একান্তিত্ব সেটি একান্তি বলিয়া অভিমানীর গর্ব্ব বা কাপট্য মাত্র। অতএব শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি বচনের দ্বারা সেই রুচিহীন জনকে লক্ষ্য করিয়াই একান্তিত্বের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু রুচি থাকা সত্ত্বেও একান্তিত্বের নিন্দা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু পূতনা লোকবালঘ্নী ইত্যাদি শ্লোকে রুচিমান্ জনের ভজনের প্রশংসাই করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে উল্লেখ আছে "স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ন চ বেদোদিতং মহৎ। বিনৈব ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতা ইতি।" ভগবৎ ভজনে যাহারা রুচিহীন তাহারা শাস্ত্র বিধির অধীন না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে যদি মহৎ কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এই ভাগবত ধর্ম্ম মার্গে যাহারা শাস্ত্রকে আদর করে না, তাহাদেরই নিন্দা কিন্তু যে জন শাস্ত্রজ্ঞানহীন তাহাদের নিন্দা করেন নাই। যেহেতু ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীল কবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন, শ্রুতি ও স্মৃতি জ্ঞানহীন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধিক্রম লঙ্ঘন করিয়াও ভজন করে, তথাপি তাহার স্খলন বা পতন নাই। গৌতমীয় তন্ত্রে কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে"ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সন্ততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥" যাঁহারা সর্ব্বদা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমল চিন্তা করেন, তাঁহাদের জপ, অর্চ্চন, ধ্যান, এবং বিধিক্রমের কোনও অপেক্ষা নাই। যদ্যপি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মিকা ভক্তি করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আদর বিশেষ থাকিলেই রাগানুগা ভক্তি আদৃতা হয়েন। তথাপি যাঁহার পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকার রুচির উদয় হয় নাই অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন অন্যত্র অনভিরুচিত্ব জন্মায় নাই; তাঁহার পক্ষে রাগানুগা ও বৈধী ভক্তির সহিত মিলিত করিয়াই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য আবার যিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহার আচরণ অন্যে অনুকরণ করে এমত অধিকারী যদি পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার রুচি সম্পন্নও হয়েন, তথাপি লোকসংগ্রহের জন্য বৈধীসংবলিত করিয়াই তাঁহার রাগানুগার অনুষ্ঠান করা উচিত। এই দুই অধিকারীতে যদ্যপি রাগানুগা ও বৈধীর মিশ্রণ আছে, তথাপি যথাসম্ভব রাগানুগার সহিত মিল রাখিয়াই বৈধী অনুষ্ঠান করা উচিত। কেহ কেহ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রজপের সময় সপ্তাবরণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া থাকেন। একই সময়ে যে স্থানে শ্রীরাধা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়াগণ আছেন, সেই স্থানে শ্রীনন্দবাবা, শ্রীবলদেব প্রভৃতি গুরুবর্গের স্থিতি কিরূপে হইতে পারে, কারণ সেটি তো ভাববিরুদ্ধ হয়। তাহারই উত্তরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়াছেন, সেই বংশীধ্বনিতে সকলে একত্রে মিলিত হইয়াছেন, এইরূপই ভাবনা করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন রাগানুগা সাধক শ্রীমন্ত্রস্মরণসময়ে, যদ্যপি আমি সাক্ষাৎ ব্রজবাসী জন বিশেষ, তথাপি কোনও দুর্দ্দৈবে মায়াময় জগতে আসিয়া পড়িয়াছি, পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব, আমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এই মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে জপাদি করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ রূপে কিন্তু "আমি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে সেবাই করিতেছি" এইরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন। এইক্ষণ "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি শ্লোকে নিন্দিত অবশ্য-কর্ত্তব্যও নিষেধের অতিক্রম অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন দুই প্রকার। সেই বিধি এবং নিষেধ এক ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত, অপর ভক্তিশাস্ত্র কথিত। তন্মধ্যে ভগবৎ ভক্তির উপরে দৃঢ় বিশ্বাসেই হউক, অথবা দুঃশীলতা জন্যই হউক ধর্ম্মশাস্ত্র উক্ত বিধি নিষেধের অকরণ বা করণে বৈষ্ণব ভাব হইতে ভ্রংশ হয়না। যেহেতু ১১।৫।৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে জন সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করে, সে জন দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও আত্মীয় স্বজনের নিকটে ঋণীও নয়, এবং কিঙ্করও নয়। অতএব এই প্রমাণ বলে, যাঁহারা ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র কথিত বিধিলঙ্ঘন করেন, তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায় হইতে পারেনা। যে জন দুঃশীলতা জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ পরস্ত্রীগমন বা পরদ্রব্যাদি অপহরণ করে, অথচ অন্য দেবতাকে ভজেনা, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করে, সেজন সুদুরাচার হইলেও সাধু বলিয়াই কীর্ত্তিত। যেহেতু শ্রীভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "অপি চেৎসুদুরাচারো"

ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন, যদি কোন ভক্ত অন্য দেবতাকে উপাসনা না করিয়া একমাত্র আমাকেই ভজে, সেজন সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে। এই প্রমাণেই ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত নিষেধ—লঙ্ঘনে অনন্যদেবতা-উপাসক ভক্তের বৈষ্ণব—ভাব দূর হয় না, ইহাই দেখান হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ রুচিমান্ ভক্তের রুচির বশে, ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণে, দ্বেষবুদ্ধিই আসিয়া থাকে। যেহেতু সেই রুচিমান্ ভক্তের মোক্ষানন্দের প্রতিও বাঞ্ছা থাকেনা, পরম ঘৃণাস্পদ দুরাচারের প্রতি যে দ্বেষ বুদ্ধি থাকিবে, তাহার আর কথা কি? অতএব—সেই রুচিমান্ ভক্তের বিকর্ম্মে স্বাভাবিকই প্রবৃত্তি থাকে না। যদি কোনও প্রকার অনবধানে কিছু বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নাশ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই ১১।৫।৪২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, যদি শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের কোনও প্রকারে কিছু বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, হৃদয়বল্লভ শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাহা বিধূরিত করিয়া দেন। অনন্তর বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধের বিচার করা যাইতেছে। সেই বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধের শ্রীবিষ্ণু-সন্তোষ তাৎপর্য্য শ্রবণ করিলে, শ্রীবিষ্ণুসন্তোষক ভজনে রুচিমান্ জনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা করিলে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ তাহাতে প্রবৃত্তি এবং যাহা করিলে শ্রীবিষ্ণুর অসন্তোষ তাহাতে নিবৃত্তি বুদ্ধি স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। যেহেতু প্রীতিজাতির শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষই একমাত্র জীবন। অতএব যাহা করিলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়, রাগানুগীয় সাধক সেই কথা শ্রবণ করিয়া যে রাগাত্মক সিদ্ধভক্তের অনুগত হইয়া ভজন করিতেছেন তিনি করিয়াছেন কিনা, তাহার অনুসন্ধান বা অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু যে ভক্তির অঙ্গটী অনুষ্ঠান করিলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় তন্মধ্যেও যে সিদ্ধ রাগাত্মক ভক্তের প্রেমপরিপাটীতে রুচির উদয় হইয়াছে, সেই রাগাত্মক ভক্ত, ঐ ভক্তির অঙ্গটী অতি আদরে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিলে বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে। আবার কোনও কোন ভক্তিঅঙ্গে শাস্ত্র কথিত ক্রমবিধির অপেক্ষা ও রাগরুচির দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধি ও রাগানুগারই অন্তবর্ত্তী হইয়া থাকে। মূল কথা, রাগরুচির দ্বারা যে যে ভক্তি অঙ্গ অথবা বিধিক্রম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই রাগানুগার অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা শ্রীগোকুলাদিতে বিরাজমান রাগাত্মিকার অনুগত বলিয়া শ্রীগোকুলবাসীর আচরণতৎপর, তাঁহারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গপ্রাপ্তির যে সকল অন্তরায়, তাহা নিবৃত্তির জন্য কামনাযুক্ত হইয়া বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সেই শ্রীব্রজবাসিগণের অভিপ্রায় রীতিতেই করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কোন কোন রাগানুগ ভক্ত শ্রীশিব পূজা, সূর্য্য পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা এই সকল বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থে এবং নিজের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির অন্তরায় দূরীকরণার্থে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব রাগানুগাতে রুচিই সদ্ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয় বলিয়া "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি বাক্য রাগানুগীয় ভক্তের বিষয় হইতে পারে না। "অপি চেৎ সুদুরাচারো" ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া বিধিমার্গের ভক্তেরও বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু বেদবাহ্যশাস্ত্র নির্ম্মিত বুদ্ধ ঋষভ দত্তাত্রেয় প্রভৃতি প্রদর্শিত ভজনমার্গবিষয়কই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণোক্ত বিধি বিনা ঐকান্তিকী ভক্তি যে উৎপাতের জন্য হইয়া থাকে, এ কথাটী বৈধী বা রাগানুগা ভক্তি-সাধককে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু বেদবাহ্য শাস্ত্র নির্ম্মিত বুদ্ধ, ঋষভ, এবং দত্তাত্রেয় প্রভৃতি প্রদর্শিত ভজন পথিকগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই উল্লেখ করা আছে—

"বেদধর্ম্ম-বিরুদ্ধাত্মা যদি দেবং প্রপূজয়েৎ,
স যাতি নরকং ঘোরং যাবৎ আহূত সংপ্লবম্ ॥"

অর্থাৎ যদি কেহ বেদধর্ম্মবিরুদ্ধ-আচরণে দেবতাকে ঐকান্তিকভাবে পূজা করে, সেজন প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকবাসী হয়! রাগানুগাতে বিধির অপেক্ষা না থাকিলেও বেদবাহ্য নহে, কিন্তু বেদও বৈদিক-প্রসিদ্ধা। যেহেতু বেদ ও বৈদিক বিধিতে রাগানুগীয় ভক্তের রুচি আছে। বেদেতে যদ্যপি বুদ্ধ, ঋষভ, এবং দত্তাত্রেয়

প্রভৃতির কথা বর্ণন করা আছে কিন্তু সে বর্ণনটী বেদ বিরুদ্ধ রূপেই হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণ যে বেদবিরুদ্ধ তাহা বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩ অধ্যায় শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছেন, তৎপর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে অসুরগণের বুদ্ধি মোহনের জন্য গয়া প্রভৃতি প্রদেশে বুদ্ধনামক অঞ্জনসুত আবির্ভুত হইয়াছিলেন, একথা স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব রাগানুগা ভক্তি যে, সকল বৈধী ভক্তি হইতে সমীচীনা ইহাতে সংশয় করিবার অবসর নাই। বৈধীভক্তি হইতেও রাগানুগা ভক্তি অতিশয় মহতী। শাস্ত্রে যে মর্য্যাদা অর্থাৎ বিধি নিষেধের কথা উল্লেখ করা আছে, সেটী নিজ অভীষ্টে মনের আবেশের জন্য। সেই আবেশটীও রুচিবিশেষ-লক্ষণ মানসভাবে যেমন হয়, তেমন বিধি প্রেরণায় হয় না। কারণ রুচিটী স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম। তন্মধ্যে অনুকূল ভাবটী আরও অধিকতর স্বাভাবিক। পরম নিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাবেও সত্বর আবেশ হইয়া থাকে। সেই আবেশের সামর্থ্যে প্রতিকূল দোষেরও হানি হয়, এবং সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারেই হউক শ্রীকৃষ্ণে আবেশ হইলেই, জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। মানসিক ভাবমার্গের বলবত্তা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে সেই ভাবমার্গটী যদি অনুকূল ভাবাত্মক হয়, তাহা হইলে, ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষেও পরম সাধ্য। অনন্তর সাধারণ ভাবমার্গের বলবত্তা দেখাইবার জন্য প্রকরণ উপস্থিত করা হইতেছে ॥ ৩১২ ॥

একান্তিনাং পরমজ্ঞানিনামপি যতস্তস্য সা ন সম্ভবতি। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব্ব এব বয়ং মুনে। ভগবন্নিন্দয়া-বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥ ৩১৩ ॥

তমসি নরকে। বহুনরকাদিভোগানন্তরমেব পৃথুজন্মপ্রভাবোদয়েন তস্য সদ্গতি-শ্রবণাৎ। দমঘোষসুতঃ পাপ আবাল্যকলভাষণাৎ। সং-প্রত্যমর্ষীগোবিন্দেদন্তবক্রশ্চ ন্তুর্ম্মতিরিত্যাদি ॥ ৩১৪ ॥

স্পষ্টং তত্রোত্তরং, শ্রীনারদ উবাচ যথা, অহো ভগবন্নিন্দকস্য-নরকপাতেনভাব্যমিতি বদতস্তবকোঽ-ভিপ্রায়ঃ। ভগবৎপীড়াকরত্বাদ্বাতদভাবেঽপি সুরা-পানাদিবন্নিষিদ্ধনিন্দা শ্রবণাদ্বা। তত্র তাবদ্বিমূঢ়ৈর্জ্জ-নৈর্নিন্দাদিকংপ্রাকৃতান্–তমআদি গুণানুদ্দিশ্যৈব প্রবর্ত্ততে। ততঃ প্রকৃতিপর্য্যন্তাশ্রয়স্য তৎকৃতনিন্দা-দের্রপ্রাকৃতগুণবিগ্রহাদৌ তস্মিন্ প্রবৃত্তির্নাস্ত্যেব। ন চ জীববৎ-প্রকৃতিপর্য্যন্তে বস্তুজাতে ভগবদদভি-মানোঽস্তি। ততশ্চ তেন তস্য পীড়াপি নাস্ত্যেব। তদেতদাহ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ নিন্দনস্তব–সৎকারন্যক্-কারার্থং কলেবরম্। প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ৩১৫ ॥

নিন্দনং দোষকীর্ত্তনম্। ন্যক্কারস্তিরস্কারঃ। নিন্দনস্তুত্যাদিজ্ঞানার্থং প্রধানপুরুষয়োরবিবেকেন জীবানাং কলেবরং কল্পিতং রচিতম্। ততশ্চ, হিংসাতদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা। বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব। যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽ-য়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ। তথা ন যস্য কৈবল্যা-দভিমানোঽখিলাত্মনঃ। পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ॥ ৩১৬ ॥

ইহ প্রাকৃতে লোকে। যথা তৎকলেবরাভিমানেন ভূতানাং মমাহমিতি বৈষম্যং ভবতি, যথা তৎকৃতাভ্যাং দন্তপারুষ্যাভ্যাং তাড়ননিন্দাভ্যাং নিমিত্তভূতাভ্যাং হিংসা চ ভবতি যথা যস্মিন্নিবদ্ধোঽভিমানস্তস্য দেহস্য বধাৎ প্রাণিনাং বধশ্চ ভবতি, তথা যস্যাভিমানো নাস্তীত্যর্থঃ। অস্য পরমেশ্বরস্য হিংসা কেন হেতুনা কল্প্যতে অপি তু ন কেনাপীত্যর্থঃ। তথাভিমানাভাবে হেতুঃ কৈবল্যাৎ। দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিনামিতিকৈমুত্যাদিপ্রাপ্তশুদ্ধত্বাৎ তাদৃশনিন্দা-দ্যগম্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহাদিত্বাদিত্যর্থঃ। তস্য তদ-গম্যত্বঞ্চ "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত" ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতঃ তাদৃশবৈলক্ষণ্যে হেতুঃ অখিলানামা-

ত্মভূতস্য। তত্র হেতুঃ পরস্য প্রকৃতিবৈভবসঙ্গরহিতস্য। হিংসায়া অবিষয়ত্বে হেত্বন্তরং দমকর্ত্তুঃ পরমাশ্চর্য্যানন্ত শক্তিত্বাৎ সর্ব্বেষামেব শিক্ষাকর্ত্তুরিতি। তদেবং যস্মাদ্ভগবতো নিন্দাদিকৃতং বৈষম্যং নাস্তি তস্মাদ্ যেন কেনাপ্যুপায়েন সকৃদ্যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতে- ত্যাদিবৎ তদাভাসমপি ধ্যায়তস্তদাবেশাৎ তত্র বৈরেণাপি ধ্যায়তস্তদাবেশেনৈব নিন্দাদিকৃত- পাপস্যাপি নাশাৎ তৎসাযুজ্যাদিকং যুক্তমিত্যা- শয়েনাহ তস্মাদিত্যাদিভিঃ। তথাহি—"তস্মাদ্বৈরানু- বন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা। স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্॥ ৩১৭॥

যুঞ্জ্যাদিতি স্নেহকামাদীনাং বিধাতুমশক্যত্বাৎ সম্ভাবনায়ামেব লিঙ্। বৈরানুবন্ধাদীনামেকতরে- ণাপি যুঞ্জ্যাৎ ধ্যায়েৎ চেৎ তদা ভগবতঃ পৃথক্ নেক্ষতে তদাবিষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। বৈরানুবন্ধো বৈরভাবা- বিচ্ছেদঃ। নির্ব্বৈরং বৈরাভাবমাত্রম্ ঔদাসীন্যমুচ্যতে। তেন কামাদিরাহিত্যমপ্যায়াতি। বৈরাদিভাবরাহিত্য- মিত্যর্থঃ। তেন বা বৈরাদিভাবরাহিত্যেন যুঞ্জ্যাৎ। বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ধ্যায়েৎ। ধ্যানোপলক্ষিতং ভক্তিযোগং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্নেহঃ কামাতিরিক্তঃ পরস্পরমকৃত্রিমঃ প্রেমবিশেষঃ। স তু সাধকে তদভিরুচিরেব তদেবং সর্ব্বেষাং তদাবেশ এব ফলমিতি স্থিতে ঝটিতি তদাবেশসিদ্ধয়ে তেষু ভাবময়- মার্গেষু নিন্দিতেনাপি বৈরেণ বিধিময্যা ভক্তের্ন সাম্য- মিত্যাহ— যথা বৈরানুবন্ধেনমর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৩১৮॥

বৈরানুবন্ধেনেতি ভয়স্যাপ্যুপলক্ষণম্। যথা শৈঘ্র্যেণ তন্ময়তাং তদাবিষ্টতাং। ভক্তিযোগেন বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণে তু ন তথা। আস্তাং তাদৃশবস্তুশক্তিযুক্তস্য তেষু প্রকাশমানস্য ভগবতো ভগবদ্বিগ্রহাভাসস্য বা বার্ত্তা। প্রাকৃতেঽপি তদ্ভাবমাত্রস্য ভাব্যাবেশফলং মহৎ দৃশ্যত ইতি সদৃষ্টান্তং তদেব প্রতিপাদয়তি—"কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্ডায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্। এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে। বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া" ॥৩১৯॥

সংরম্ভো দ্বেষো-ভয়ঞ্চ। তাভ্যাং যোগস্তদাবেশ- স্তেন। তৎস্বরূপতাং তস্য স্বমাত্মীয়ং রূপমাকৃতির্যত্র তত্তাং তৎস্বারূপ্যমিত্যর্থঃ। এবমিতি এবমপীত্যর্থঃ। নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাৎ মায়য়ৈব প্রাকৃতমনুজতয়া প্রতীয়মানে। ননু কীটস্য পেশস্কৃদ্দ্বেষে পাপং ন ভবতি তত্র তু তৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, বৈরেণ যানু- চিন্তাতদাবেশঃ তয়ৈব পূতপাপ্মানঃ তদ্ধ্যানাবেশস্য তাদৃক্‌শক্তিত্বাদিতিভাবঃ। ন চ শাস্ত্রবিহিতেনৈব ভগবদ্ধর্ম্মেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ ন চ তদবিহিতেন কামাদি- নেতি বাচ্যম্। যতঃ, "কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ॥ ৩২৭॥

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, "হে শ্রীপাদ! শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের বাসুদেবাখ্য পরতত্ত্বে লীন হওয়া অত্যন্ত অদ্ভুত কথা। কারণ ঐকান্তিক পরম জ্ঞানীগণের পক্ষেও বাসুদেবতত্ত্বে লীন হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব কারণ তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেই লীন হইয়া থাকে। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ আরও কহিলেন—হে মুনিবর! আমরা সকলেই এই কথাটা জানিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্‌কে নিন্দা করার অপরাধে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেণরাজ ঘোরতর নরকে নিপাতিত হইয়াছেন। যেহেতু বহু নরকাদি ভোগের পরেই দেহমন্থন হইতে আবির্ভূত শ্রীমান্ পৃথু মহারাজের জন্মোদয় প্রভাবে তাহার সদ্‌গতির কথা শুনা যায়। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ আরও কহিলেন, এই পাপমূর্ত্তি দমঘোষ সুত শিশুপাল কলভাষণ হইতে আরম্ভ করিয়াই, শ্রীগোবিন্দ- দ্বেষী। সম্প্রতি তাহার ভ্রাতা দুর্ম্মতি দন্তবক্র ও শ্রীগোবিন্দকে দ্বেষ করিতেছে। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ দেবর্ষি

নারদ বলিয়াছিলেন—"হে রাজন! যে জন শ্রীভগবান্‌কে নিন্দা করে, তাহার নরকপাত অবশ্যম্ভাবী।" তোমার এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য কি? শ্রীভগবান্‌কে নিন্দা করিলে তাঁহার মনে পীড়া হয় বলিয়াই নিন্দাকারীর নরকপাত হইবে, অথবা শ্রীভগবানের মনঃপীড়া না হইলেও মদ্যপানাদির মত বেদনিষিদ্ধ ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করার জন্য নরকপাত হইবে। এই দুইয়ের মধ্যে মায়ামূঢ় ব্যক্তিগণ প্রাকৃত তমাদি গুণ উদ্দেশ্য করিয়াই, নিন্দা বা স্তুতি প্রভৃতি করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের প্রাকৃত তমাদি গুণ অবলম্বনে কৃত নিন্দাদির অপ্রাকৃত গুণ ও বিগ্রহে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় নিন্দা বা স্তুতি প্রাকৃতগুণাতীত শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় গুণ ও শ্রীমূর্ত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ জীবের মত প্রকৃতি ও প্রকৃতি কার্য্যভূত কোনও বস্তুতে শ্রীভগবানের অভিমান নাই, অতএব প্রাকৃত গুণাবলম্বী নিন্দা দ্বারা প্রাকৃত গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের পীড়াও নাই। এই কথাটী সাড়ে তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—"নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং কলেবরম্। প্রধান পরয়োঃ রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্॥"

নিন্দন—দোষকীর্ত্তন, ন্যক্কার—তিরস্কার, স্তব প্রশংসা বাক্য, সৎকার—সম্মান, এই সকল বুঝিবার জন্য প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকে জীব সমূহের কলেবর সমূহ রচিত হইয়াছে। হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা। বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব। যন্নিবদ্ধোঽহং ভিমানোঽহয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ। তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽহংখিলাত্মনঃ। পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে॥"

যেমন সেই প্রাকৃত দেহাভিমানে প্রাণিগণের পরও আপন এই বৈষম্য উপস্থিত হয়, এবং সেই দেহকৃত তাড়ন ও নিন্দা দ্বারা হিংসা ও হইয়া থাকে। আবার যেমন সেই দেহে আমিত্ব বুদ্ধি জন্য দেহের বধে প্রাণিগণের বধও হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার সেই দেহেতে আমিত্ব অভিমান নাই, সেই শ্রীভগবানের কি হেতু অবলম্বনে হিংসা হইতে পারে? এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহার জগতে নিন্দা স্তুতি, দেহ দৃষ্টিতেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই জন সুন্দর, এই জন কুৎসিৎ এইরূপ স্তব বা নিন্দা, দেহকেই আদর দেহকেই অনাদর, দেহেরই তাড়ন, এবং দেহাভিমানীকেই ভৎর্সনা করা হয়। যাহার দেহেতে যতটা পরিমাণে আমিত্ব বলিয়া অভিমান বা আবেশ থাকে, তাহার ততটা পরিমাণেই আমাকে নিন্দা করিল, আমাকে প্রশংসা করিল, আমাকে দ্বেষ করিল, আমাকে সম্মান করিল, এই প্রকার অভিমান জন্মিয়া থাকে। যাহার সেই মায়াগুণময় দেহেতে আবেশ নাই, তাহার দেহদৃষ্টিতে কৃত স্তব তাড়ন ও অপমান প্রভৃতিতে সুখ দুঃখ জন্মে না। যেহেতু আত্মদৃষ্টিতে কোনও নিন্দা বা স্তুতি করা হয় না। যদি প্রাকৃতদেহাভিমান শূন্য জীবমুক্ত পুরুষেরই নিন্দাস্তুতি প্রভৃতি জন্য সুখ বা দুঃখ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতিসম্বন্ধরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে নিন্দা করিলে, তাঁহার যে সুখদুঃখাদি জন্মিতে পারে না, তাহাতো বলাই বাহুল্য। যদ্যপি শ্রীভগবান্ সবিগ্রহ, তথাপি শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীভগবান্ ভিন্ন বস্তু নহেন। জীবের মত শ্রীভগবানে দেহ ও দেহী ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহই শ্রীভগবান্ এবং শ্রীভগবানই শ্রীবিগ্রহ। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যে প্রকৃতিস্পর্শশূন্য তাহা ৭।১ অধ্যায়ে কৈমুত্য ন্যায়ে শ্রীযুধিষ্টির মহারাজ প্রতিপাদন করিয়াছেন। "দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিনাং" দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণহীন বৈকুণ্ঠের দ্বারপালগণের কেমন করিয়া প্রাকৃত সম্বন্ধ আসিতে পারে? এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে শ্রীজয়বিজয় প্রভৃতির দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ নাই, অথচ বৈকুণ্ঠপুরে দ্বারপাল; দেহেন্দ্রিয়প্রাণশূন্য ব্যক্তির দ্বারপালত্ব সর্ব্বথাই অসম্ভব। অতএব অর্থাপত্তি প্রমাণে তাহাদের দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। যদি শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপালগণেরই দেহ অপ্রাকৃত তাহা হইলে শ্রীভগবানের দেহ যে অপ্রাকৃত তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তাদৃশ নিন্দাদির অগম্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিলে তাঁহার মনঃপীড়া হইতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণ যে নিন্দাদির অগম্য তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"নাহংপ্রকাশঃ

সর্ব্বস্থ যোগমায়া সমাবৃতঃ” এই শ্লোকে স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে সকলের নিকটে প্রকাশ হয়েন না সে বিষয়ে—“তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ” এই শ্লোকে অখিলাত্মনঃ অর্থাৎ তিনি নিখিল দেহীর আত্মা, পরমাত্মা ; পরমাত্মা যে প্রাকৃতইন্দ্রিয়াদির অবিষয় ইহা শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধ। ঐ শ্লোকের পরের দুই চরণে “পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে” পরমাত্মা যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির অবিষয় তাহা ‘পরস্য’ এই বিশেষণের দ্বারা স্পষ্ট করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি “প্রকৃতিবৈভবসঙ্গরহিত।” হিংসার অবিষয়ত্বে অর্থাৎ তিনি হিংসার বিষয় নহেন, সে বিষয়ে আরও একটী বিশেষণ দিতেছেন—‘দমকর্ত্তু’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমাশ্চর্য্য, অনন্ত শক্তি বলিয়া সকলেরই শিক্ষা কর্ত্তা। অতএব যিনি সকলের শিক্ষা কর্ত্তা, তাঁহাকে হিংসা কে করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত হেতু জন্য যখন শ্রীভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য নাই। তখন যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনের আবেশ ঘটিলেই, জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। এ বিষয়ে ১০।১২ অধ্যায়ে অঘাসুর মোক্ষপ্রসঙ্গে কথিত “সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতী দদৌ গতিম্” অর্থাৎ যে জন একবারের জন্যও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের মনোময়ী প্রতিকৃতি, তাঁহার আভাসও ধ্যানকারীর যদি উহাতে আবেশ ঘটে, আবার তাহা যদি বৈরভাবেও ধ্যান করে, তাহা হইলে সেই আবেশের ফলে শ্রীভগবানের নিন্দাদিকৃত পাপেরও নাশ হয় বলিয়া, তাঁহাতে সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি হওয়া কিছু যুক্তি বিরুদ্ধ নয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন--“তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা। স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ কহিলেন—হে রাজন্! অতএব বৈরানুবন্ধেই হউক, নির্ব্বৈরেই হউক, অথবা ভয়েই হউক কিম্বা স্নেহে অথবা কামে, শ্রীকৃষ্ণে মনের যোগ করিতে পারিলেই কল্যাণ। সেই মনোযোগে যেন কোনও প্রকারে শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন বস্তুতে দৃষ্টি না থাকে। এস্থানে ‘যুঞ্জ্যাৎ’ এই ক্রিয়াটী সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্ করা হইয়াছে। যেহেতু স্নেহ এবং কাম প্রভৃতি বিধান করা যায় না, অর্থাৎ কাহাকেও স্নেহ কর কিংবা কাম কর এইরূপ আদেশে স্নেহ বা কাম করা যাইতে পারে না, যেহেতু স্নেহ এবং কাম হার্দ্দবস্তু, অর্থাৎ স্বাভাবিক সুতরাং তাহার উপর কোনও উপদেশ করা চলে না। পূর্ব্ব কথিত বৈরানুবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে কোনও একভাবে যদি ধ্যান করা হয়, তাহা হইলে ভগবৎ ভিন্ন বস্তুতে দৃষ্টি থাকেনা, সুতরাং শ্রীভগবানেই আকৃষ্ট হয়। ‘বৈরানুবন্ধ’ শব্দে বৈরভাবের অবিচ্ছেদ। ‘নির্ব্বৈর’ শব্দে বৈরভাবের অভাব মাত্র অর্থাৎ উদাসীন ভাব। ইহাতে স্নেহ কামাদিরাহিত্য ও বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ বৈরভাবেই হউক অথবা বৈরাদিরাহিত্যেই হউক, ধ্যান করিবে। এ কথার অভিপ্রায় এই যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করা কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে যাহারা ধ্যান করিতেছে। এস্থানে ধ্যান পদটী উপলক্ষণে অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ করিবে। এস্থানে স্নেহ শব্দে কামভাব ভিন্ন পরস্পর অকৃত্রিম প্রেমবিশেষ। সাধকের সেই “প্রেমবিশেষ” শব্দে কিন্তু সেই প্রেমে অভিরুচি অর্থ-ই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত ভাবের শ্রীকৃষ্ণে আবেশই মুখ্যফল। যদি সেই আবেশই মুখ্য ফল হইল, তাহা হইলে সত্বর সেই আবেশ সিদ্ধির জন্য সেই সকল পূর্ব্ব বর্ণিত ভাবময় মার্গের মধ্যে নিন্দিত বৈরভাবের সহিত বিধিময়ী ভক্তির সমতা নাই ইহাই বুঝাইবার জন্য, শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ আর একটী শ্লোক বলিতেছেন—“যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।” অর্থাৎ হে রাজন! যেমন বৈরানুবন্ধে মানুষ তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগে তেমন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়না, ইহাই আমার নিশ্চয় ধারণা। এখানে ‘বৈরানুবন্ধ’ উপলক্ষণে ভয়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বৈরানুবন্ধে এবং ভয়ানুবন্ধে যেমন শীঘ্র তন্ময়তা অর্থাৎ ভগবদাবিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তব্যতামাত্র বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগে কিন্তু তেমন আবিষ্টতা ঘটেনা। সেই সকল বিরুদ্ধভাবাপন্ন জনে শ্রীভগবানের এবং ভগবৎ বিগ্রহ আভাসের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত বস্তুতেও বৈরানুবন্ধ এবং ভয়ানুবন্ধে ভাবনীয় বস্তুতে আবেশের মহৎফল দেখা যায়। তাহাই দৃষ্টান্তের

সহিত প্রতিপাদন করিতেছেন—কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্। এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে। বৈরেণ পূতপাপ্মান স্তমাপুরনুচিন্তয়া॥

কীট (আরসোলা), কুমুরে পোকা কর্তৃক কুড্যা অর্থাৎ গর্ত্তে নিরুদ্ধ হইয়া দ্বেষ এবং ভয় হইতে উত্থিত যে কুমুরে পোকাতে আবেশ তাহাতে অনবরত সেই কুমুরে-পোকাটীকে স্মরণ করিতে করিতে, সেই কুমুরে-পোকার স্বরূপ অর্থাৎ তাহার সমানরূপ প্রাপ্ত হয়। এমতই যিনি মায়াতে প্রাকৃত মনুষ্যের মত প্রতীয়মান হন, বস্তুত কিন্তু স্বরূপে নরাকৃতি পরংব্রহ্ম। এস্থানে মায়া শব্দের অর্থ 'দয়া' অর্থাৎ তিনি যদ্যপি বিভুচৈতন্য, তথাপি ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া প্রাকৃত মনুষ্যের মত প্রতীয়মান হন। যেহেতু পরিচ্ছিন্ন ভক্তিমান্ জীবের নিকটে, অপরিচ্ছিন্নরূপে আবির্ভূত হইলে ভক্ত গ্রহণ করিতে অসমর্থ বলিয়া পরিচ্ছিন্ন রূপই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই 'মায়াতে মনুষ্য' এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, আরসোলা পোকা যে কুমুরে পোকাকে দ্বেষ করে তাহাতে তাহার পাপ হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিলে পাপ হয়। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"বৈরভাবে যে অনবরত শ্রীকৃষ্ণচিন্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেতে আবেশ সেই আবেশের প্রভাবে ধৌত পাপ হইয়া থাকে। কারণ ভগবৎধ্যানজনিত আবেশের এই প্রকারই সামর্থ্য। এ কথাও বলা চলে না যে শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্ধর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ হইবে, কিন্তু শাস্ত্র অবিহিত কামাদির দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারেনা, এ কথা ঠিক নয়। যেহেতু কামাদ্দ্বেযাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥ ৩২০॥

যথাবিহিতয়া ভক্ত্যা ঈশ্বরে মন আবেশ্য তদ্গতিং গচ্ছন্তি তথৈবাবিহিতেনাপিকামাদিনা বহবো গতা ইত্যর্থঃ। তদঘং তেষু কামাদিষু মধ্যে যৎদ্বেষভয়য়োরঘং ভবতি তদ্ধিত্বৈব। ভয়স্যাপি দ্বেষসম্বলিতত্বাদঘোৎপাদকত্বং জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিৎ কামমপ্যঘং মন্যন্তে। তত্রেদং বিচার্য্যতে। ভগবতি কাম এব কেবলঃ পাপাবহঃ কিংবা পতিভাবযুক্তঃ অথবা উপপতিভাবযুক্ত ইতি। স এব কেবল ইতি চেৎ স কিং দ্বেষাদিগণপাতিত্বাৎ তদ্বৎ স্বরূপেণৈব বা পরমশুদ্ধে ভগবতি যদধরপানাদিকং যচ্চ কামুকত্বাদ্যারোপণং তেনাতিক্রমেণ বা পাপশ্রবণেন বা। নাদ্যেন। "উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া" ইত্যত্র দ্বেষাদের্ন্যক্কৃতত্বাৎ অস্যাতু স্তুতত্বাৎ। অতশ্চ প্রিয়া ইতি স্নেহবৎ কামস্যাপি প্রীত্যাত্মকত্বেন তদ্বদেব ন দোষঃ। তাদৃশীনাং কামো হি প্রেমৈকরূপঃ। যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধিমহি কর্কশেষিত্যাদাবতিক্রম্যাপি স্বসুখং তদানুকূল্য এব তাৎপর্য্যদর্শনাৎ সৈরিন্ধ্র্যাস্তু ভাবো রিরংসাপ্রায়ত্বেন শ্রীগোপীনামিব কেবলতত্তাৎপর্য্যাভাবাত্তদপেক্ষয়ৈব নিন্দ্যতে ন তু স্বরূপতঃ। সানঙ্গতপ্তকুচয়োরিত্যাদৌ অনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তীতি পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্ত্তিমিতি কার্য্যদ্বারা তৎস্তুতেঃ। তত্রাপি সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠেত্যত্র প্রীত্যভিব্যক্তেশ্চ। অতএব সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্। অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচতেতি। দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্বাৎ কুমনীষ্যসাবিতি চৈবং কেচিৎ যোজয়ন্তি। কৈবল্যমেকান্তিত্বং তেন যো নাথঃ সেবনীয়স্তম্। পুরা তাদৃশত্রিবক্রত্বাদিলক্ষণদৌর্ভাগ্যবত্যপি। অহো আশ্চর্য্যে। অঙ্গরাগার্পণলক্ষণেন ভগবদ্ধর্ম্মাংশেন কারণেন সংপ্রতীদং সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠদিনানি কতিচিন্ময়া। রমস্বেত্যাদিলক্ষণং সৌভাগ্যমযাচতেতি। অতঃ কিমনেন কৃতং পূর্ব্বমবধূতেন ভিক্ষুণা। শ্রিয়া হীনেন লোকে-

২স্মিন্ গর্হিতেনাপমেন চেতি শ্রীদামবিপ্রমুদ্দি-শ্যান্তঃপুরজনবচনবদেব তথোক্তিঃ। ননু কামুকী সা কিমিতি শ্লাঘ্যতে, তত্রাহ, দুরারাধ্যমিতি। যো মনোগ্রাহ্যং প্রাকৃতমেব বিষয়ং বৃণীতে কাময়তে অসাবেব কুমনীষী। সা তু ভগবন্তমেব কাময়তে ইতি পরমসুমনীষিণোবেতি ভাবঃ। তদেবং তস্য কামস্য দ্বেষাদিগণান্তঃপাতিত্বং পরিহৃত্য তেন পাপাবহত্বং পরিহৃতম্। অথ কামুকত্বাদ্যারোপণাদ্যধরপানাদি-রূপস্তত্র ব্যবহারোঽপি নাতিক্রমহেতুঃ। যতো লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ন্যায়েন লীলা তত্র স্বভাবত এব সিদ্ধা, তত্র চ শ্রীভূলীলাদিভিস্তস্য তাদৃশলীলায়াঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যসিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্র-লীলাবিনোদস্য তস্যাভিরুচিতত্বাবগমাৎ তাদৃশলীলা-রসমোহস্বাভাবিকং ভগবত্ত্বাদ্যননুসন্ধানমপি কামু-কত্বাদিমননমপি চ তদভিরুচিতত্বেনৈবাবগম্যতে। তথা তৎ প্রেয়সীজনানামপি তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বেন পরমশুদ্ধরূপত্বাৎ ততো ন্যূনত্বাভাবাচ্চ তদধরপানা-দিকমপি নাননুরূপং পূর্ব্বযুক্ত্যা তদভিরুচিতমেব চ। ন চ প্রাকৃতবামাজনে দোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ। তদ্‌যোগ্যং তাদৃশং ভাবংস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বঞ্চ প্রাপ্যৈব তদিচ্ছয়ৈব তৎপ্রাপ্তেঃ। অথ পাপশ্রবণেন চ ন পাপাবহোঽ-সৌ কামঃ, তদশ্রবণাদেব। অতঃ পতিভাবযুক্তে চ তত্র সুতরাং ন দোষঃ, প্রত্যুত স্তুতিঃ শ্রূয়তে—যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্ণা পাদসম্বাহনাদিভিঃ। জগদ্‌গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপ ইতি। মহানু-ভাবমুনীনামপি তদ্ভাবঃ শ্রূয়তে। যথা শ্রীমধ্বাচার্য্য-ধৃতং মৎকৌর্ম্মবচনম্ "অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা-স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্ত্তারঞ্চ জগৎযোনিং বাসুদেবমজং বিভুমি"তি। অতএব বন্দিতং পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ ইত্যাদিনা। অথোপপতিভাবেন পাপাবহোঽসৌ। যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গেত্যাদিনা তাভিরেবোক্ত-রিতত্বাৎ। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চেত্যাদিনা শ্রীশুকদেবেন চ। ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি ইত্যত্র নিরবদ্যসংযুজামি-ত্যনেন স্বয়ং শ্রীভগবতা চ। তাদৃশানামন্যেষামপি তদ্ভাবো দৃশ্যতে। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্-পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥ তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাদিতি। অতঃ পুরুষে-ষ্বপি স্ত্রীভাবেনোদ্ভবাদ্ভগবদ্বিষয়ত্বাৎ ন প্রাকৃতকাম-দেবোদ্ভাবিতঃ প্রাকৃতঃ কামোঽসৌ, কিন্তু সাক্ষান্ম-ন্মথমন্মথ ইতি শ্রবণাৎ আগমাদৌ তস্য কামত্বেনো-পাসনাচ্চভগবদেকোদ্ভাবিতোঽপ্রাকৃত এবাসৌ কাম ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীমদুদ্ধবাদীনাং পরমভক্তানা-মপি চ তৎশ্লাঘা শ্রূয়তে, এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ ইত্যাদৌ। কিং বহুনা শ্রুতীনামপি তদ্ভাবো বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধঃ। যতস্তত্র শ্রুতয়োঽপি নিত্যসিদ্ধগোপিকাভাবাভিলাষিণ্যস্তদ্রূপেণৈব তদ্গণা-ন্তঃপাতিন্যোবভূবুরিতি প্রসিদ্ধিঃ। এতৎ প্রসিদ্ধি-সূচকমেবৈতদুক্তং তাভিরেব—নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ় যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ-স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধা ইতি। বিস্পষ্টশ্চায়মর্থঃ। যদ্ ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রয়াসবাহুল্যেন মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যস্য স্মরণাৎ তদুপাসনাং বিনৈব যযুঃ। তথা স্ত্রিয়ঃ শ্রীগোপসুভ্রুবস্তে তব শ্রীনন্দনন্দনরূপস্য উরগেন্দ্র-দেহতুল্যৌ যৌ ভুজদন্তৌ তত্র বিষক্তধিয়ঃ সত্যস্তবৈবা-ঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ তদীয় স্পর্শবিশেষজাতপ্রেমমাধু-র্য্যানি যযুঃ। বয়ং শ্রুতয়োঽপি সমদৃশস্তত্তুল্য-ভাবাঃ সত্যঃ সমাস্তাদৃশগোপিকাত্বপ্রাপ্ত্যা তৎসাম্য-

মাপ্তাস্ত। এবাঙ্ঘ্রিসরোজসুধা যয়িম ইত্যর্থঃ। অর্থবশাদ্বিভক্তিপরিণামঃ। অঙ্ঘ্রীতি সাদরোক্তিঃ। অত্র তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাদিত্যনেন ভাবমার্গস্য ঝটিত্যর্থসাধনত্বং দর্শিতম্। সমদৃশ ইত্যনেন রাগানুগায়া এব তত্র সাধকতমত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যথা সর্ব্বসাধনসাধ্যবিদুষ্যঃ শ্রুতয়োঽন্যথৈব প্রবর্ত্তেরন্। তথা স্মরণপরযুগদ্বয়েঽস্মিন্ স্বস্বযুগ্মে প্রথমস্য মুখ্যত্বং দ্বিতীয়স্য গৌণত্বং দর্শিতম্। উভয়ত্রাপ্যপি-শব্দসাহিত্যেনোত্তরত্র পাঠাদেকার্থতাপ্রাপ্তেঃ। অতঃ স্ত্রিয় ইতি নিত্যাশ্রীগোপিকা এব তা জ্ঞেয়াঃ। তথৈব শ্রুতিভিরপি শ্রীকৃষ্ণনিত্যধাম্নি তা দৃষ্টা ইতি বৃহদ্বামন এব প্রসিদ্ধম্। তদেবং সাধু ব্যাখ্যাতং, কামাদ্দ্বেষাদিত্যাদৌ তদঘং হিত্বেত্যত্র তেষু মধ্যে দ্বেষভয়য়োর্যদঘমিত্যাদি। অথ বহবস্তদ্গতিং গতা ইত্যত্র নিদর্শনমাহ গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসোদ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩২১ ॥

যেহেতু যেমন শাস্ত্রবিধি প্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠিত ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরে মনের আবেশ হইলে, ভাবসমুচিত সিদ্ধিলাভ হয় তেমনই শাস্ত্রবিধি অবোধিত কামাদি দ্বারাও বহুজন অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই কামাদির মধ্যে শ্রীভগবানের দ্বেষ এবং ভয়ে যে পাপ হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে দ্বেষ ও ভয় করিলে যে পাপ হয় শ্রীভগবানে আবেশের ফলে সেই পাপশূন্য হইয়া শিশুপাল প্রভৃতি মুক্তি এবং পার্ষদ দেহ লাভ করিয়াছিল। এ স্থানে একটি সন্দেহ আসিতে পারে যে ভগবান্‌কে দ্বেষ করিলে পাপ হয় ইহা সত্য বটে কিন্তু তাঁহাকে ভয় করিলে পাপ হইবে কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—এই ভয়ের ভিতরে নিগূঢ় ভাবে শ্রীভগবান্‌কে দ্বেষ করা হয়। যেমন কংস—শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করিত বটে কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে তাহার জন্য বহু প্রযত্ন লইয়াছে। এই জন্য ভয় হইতেও পাপ উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি এই ভয়ের ভিতরে দ্বেষের সত্তা না থাকে, তাহা হইলে কোন ভয়ে পাপ হইতে পারে না। কেহ কেহ শ্রীভগবানে কাম ভাবটীকেও পাপ বলিয়াই মনে করে। এই বিষয়ে বক্ষ্যমান প্রকার বিচার করা যাইতেছে। শ্রীভগবানে কেবল কামই পাপাবহ? কিংবা পতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ? অথবা উপপতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ? যদি বল, যে কেবল শ্রীভগবানে কামভাবই পাপাবহ, তাহা হইলে সেই কামভাবটী দ্বেষাদির মত পাপাবহ? কিংবা পাপস্বরূপেই পরম বিশুদ্ধ শ্রীভগবানে যে অধর পানাদি এবং শ্রীভগবানে কামুকত্ব প্রভৃতি আরোপণ এবং এবং সেই আরোপণ জন্য যে শ্রীভগবানের মর্য্যাদালঙ্ঘন হয়, অথবা শ্রীভগবানে কামভাব পাপাবহ বলিয়া শাস্ত্র হইতে শুনাযায় এই জন্যই কি পাপাবহ? তন্মধ্যে দ্বেষাদিগণ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া পাপাবহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা। যেহেতু ১০৷২৯ অধ্যায়ে যে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—"উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া, ইত্যত্র দ্বেষাদৈন্যক্কৃতত্বাৎ অস্যাতু স্তুতত্বাৎ।" শ্রীশুকমুনি কহিলেন হে রাজন্! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর পূর্ব্বে সপ্তম স্কন্ধে শিশুপাল, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, ইহা বলা হইয়াছে। যদি দ্বেষ করিয়াই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা হইলে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাগণ যে তাঁহাকে প্রীতি করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবসর কোথায়? এই শ্লোকে দ্বেষভাবকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণে কামভাবকে স্তব করা হইয়াছে, এই জন্য স্নেহের মত ভগবৎ বিষয়ক কাম ও প্রীত্যাত্মক বলিয়া স্নেহের মতই কাম ও দোষাবহ নয়। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের কাম এবং প্রেমে কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ নাই। এই জন্য উল্লেখ করা আছে যে—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমই কামের মত, আলিঙ্গনচুম্বনাদি আছে বলিয়া কাম বলিয়া কথিত হয়। এই জন্যই শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তম শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি গোপীপ্রেমের

প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ১০।৩১।১৯ শ্লোকে শ্রীলব্রজরামাগণ স্বয়ংই "যত্তেসুজাত, এই শ্লোকে বলিয়াছেন,—হে প্রিয়! আমরা যে তোমার চরণকমল কঠিন স্তন প্রদেশে ধারণ করিবার সময়, তোমার চরণতলে নাজানি কত ব্যথা লাগিতেছে এই ভয়ে অতি ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি। তুমি সেই চরণের দ্বারা কঠিন ব্রজভূমিতে বিচরণ করিতেছ, তাহাতে ক্ষেত্রে পতিত বন্যধান্যশৃঙ্গ ও তৃণাঙ্কুরের দ্বারা কি ব্যথিত হইতেছে না, তদ্গতজীবনা আমাদের হৃদয় তোমার চরণে বেদনা সম্ভাবনায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে শ্রীলব্রজদেবীগণের কান্তাভাবের ভিতরে যে কোনও অংশে স্বসুখতাৎপর্য্যাত্মক কামের সত্ত্বা নাই, তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে; কারণ যদি কামের সত্ত্বা থাকিত; তাহা হইলে বক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্বুজ ধারণ সময়ে পরম সুখের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ সম্ভাবনায় ভীতা হইতেন না। এমত সম্ভোগ অবস্থাতেও যে শ্রীকৃষ্ণসুখেই তাঁহাদের তাৎপর্য্য; তাহাই দেখান হইয়াছে। কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর ভাব রমণেচ্ছা প্রধান বলিয়া শ্রীগোপীগণের মত কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যতা নাই, এই অপেক্ষাতেই নিন্দিত; কিন্তু স্বরূপে নিন্দিত নয়। যেমন একটী বড় আলো জ্বলিলে ক্ষুদ্র আলো অনাদৃত হয়, তেমনই শ্রীগোপীগণের নির্ম্মল প্রেমভাস্করের নিকটে সৈরিন্ধ্রীর অর্থাৎ কুব্জার ভাব সম্ভোগেচ্ছাযুক্ত বলিয়া ক্ষুদ্র দীপের মত অনাদৃত, স্বরূপতঃ কিন্তু পূজিতই। যেহেতু ১০।৪৮।৬ শ্লোকে শ্রীপাদ শুকমুনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"যিনি অপরিচ্ছিন্ন মাধুর্য্যে অনন্তনামে বিখ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল স্পর্শের দ্বারা সেই সৈরিন্ধ্রী অনঙ্গতপ্ত কুচযুগলের ও বক্ষঃস্থলের এবং নয়নদ্বয়ের সন্তাপ বিদূরিত করিয়া দুই বাহু দ্বারা স্তনান্তর্গত আনন্দ-মূর্ত্তি কান্তশ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ, দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাপ্তিজনিত সন্তাপ সদ্যঃ দূর করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ অখণ্ড মাধুর্য্যধাম আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনরূপ কার্য্য দ্বারা সৈরিন্ধ্রীর ভাবের প্রশংসা করা হইয়াছে। তন্মধ্যেও—

"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া।
রমস্ব নোৎসহেত্যক্তুং সঙ্গং তে হম্বুরুহেক্ষণ॥"

হে প্রিয়! কতিপয় দিবস তুমি আমার সহিত বাস কর, আমার সহিত রমণ কর, হে কমললোচন! আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে অসমর্থা। এই শ্লোকে শ্রীশুকমুনি কুব্জার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমই প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব—

"সৈব কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত।
দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ॥"

অনন্তর সেই কুব্জা ঐকান্তিকভক্ত কর্তৃক সেবনীয় দুষ্প্রাপ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভগবৎ-ধর্ম্মাংশ অঙ্গরাগ অর্পণ-রূপ কারণে পাইয়া যদ্যপি পূর্ব্বে বর্ণিতপ্রকার তিন স্থানে বাঁকা রূপ দৌর্ভাগ্যবতী ছিল, তথাপি সম্প্রতি "আমার সহিত কতিপয় দিন মদীয় গৃহে বাস কর, এবং আমার সহিত রমণ কর," এইরূপ সৌভাগ্যই যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা খুবই আশ্চর্য্যের সংবাদ।

অতএব ১০।৮১ অধ্যায়ে শ্রীদাম বিপ্রকে উদ্দেশ করিয়া পুরস্ত্রীগণ যেমন বলিয়াছিলেন "এই ভিক্ষু অবধূত, শ্রীহীন, ব্যবহার দৃষ্টিতে অতি গর্হিত এবং অধমব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে কি পুণ্য করিয়াছিল, যাহাতে শ্রীলক্ষ্মীসেব্য পদারবিন্দ শ্রীকৃষ্ণও ইহাকে আদর করিতেছেন।" সেস্থলে যেমন স্বরূপতঃ শ্রীদামবিপ্র পরমভাগবতোত্তম, কিন্তু ব্যবহার লোকদৃষ্টিতে, তাহার নিন্দা করা হইয়াছে, শ্রীসৈরিন্ধ্রীর পক্ষেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন যে; কামুকী সৈরিন্ধ্রীকে কেন এত প্রশংসা করা হইতেছে? তাহারই উত্তরে শ্রীশুকমুনি "দুরারাধ্যং" এই শ্লোকে তাহার ভাবের প্রশংসা করিতেছেন। অর্থাৎ যেজন দুরারাধ্য ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে, আরাধনা করিয়া মনোগ্রাহ্য প্রাকৃত বিষয়ই কামনা করে, সেইজনই কুমনীষী অর্থাৎ কুবুদ্ধি সেই সৈরিন্ধ্রী কিন্তু শ্রীভগবানকেই

কামনা করিয়াছিল, এইজন্য পরমসুমনীষিনী। তাহা হইলে এই প্রকারে সেই সৈরিন্ধ্রীর যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাম, তাহা দ্বেষাদিগণান্তঃপাতী নয় এবং সেই কাম পাপাবহ ও নয়, ইহাই সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। যেহেতু সেই কাম যদি পাপাবহ এবং দ্বেষাদির মত নিন্দিত হইত, তাহা হইলে সৈরিন্ধ্রী আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে 'আলিঙ্গনাদি করিবার সৌভাগ্যবতী হইতে পারিত না এবং শ্রীধর স্বামীপাদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেন না। ১০।৪৮।৭ শ্লোকে শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদ বলিয়াছেন—"কামমেব প্রাকৃত দৃষ্ট্যা অযাচত। ন চ গোপ্যইব সা তন্নিষ্ঠেতি দুর্ভগেত্যুক্তম্। কৃতার্থত্বে তু তস্যা ন সন্দেহঃ। অর্থাৎ সেই সৈরিন্ধ্রী প্রাকৃত দৃষ্টিতে কামই যাচ্ঞা করিয়াছিল, তত্ত্ব দৃষ্টিতে এই কাম অপ্রাকৃত, গোপীগণের মত সেই সৈরিন্ধ্রী শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যবতী নহে, এই অভিপ্রায়েই সৈরীন্ধ্রীকে দুর্ভগা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বিচারে সৈরিন্ধ্রী যে পরম কৃতার্থা এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীধর স্বামীপাদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রশংসিত তাহা কখনও পাপাবহ বা নিন্দিত হইতে পারে না।

অনন্তর শ্রীভগবানে কামুকত্ব প্রভৃতি আরোপ এবং অধরপানাদি ব্যবহারও শ্রীভগবানের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" এই বেদান্ত সূত্রের অভিপ্রায়ে শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ লীলা অলৌকিক হইয়াও লোকের মত। শ্রীভগবানে এই সকল লীলা স্বভাবসিদ্ধই আছে, ইহা কিন্তু আগন্তুকী নহে। দাহিকা শক্তি দ্বারাই যেমন অগ্নি পরিচিত, তেমনই অলৌকিক লীলা দ্বারাই শ্রীভগবান্ পরিচিত। ইহা জলেতে উষ্ণতাদিশক্তির মত আগন্তুকী নহে। তন্মধ্যেও শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রভৃতিতে শ্রী, ভূ ও লীলা প্রভৃতির সহিত শ্রীভগবানের সেই প্রকার অর্থাৎ অধরপানাদি লীলা প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকল লীলায় স্বতন্ত্রলীলা-বিনোদ শ্রীভগবানের অভিরুচির কথাও শাস্ত্র হইতে শুনা যায়, এবং সেই অধরপানাদি লীলারসে শ্রীভগবানের স্বাভাবিক মোহ এবং নিজের ভগবত্তাদি অনুসন্ধান রাহিত্য ও কামুকত্ব প্রভৃতি মনে করাও শ্রীভগবানের অভিরুচিত বলিয়াই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝা যায়। পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের প্রেয়সীগণের শ্রীমূর্ত্তিও তাঁহারই স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপ বলিয়া পরম শুদ্ধস্বরূপ, এবং শ্রীভগবান্ হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। অতএব তাঁহাদিগের অধরপানাদি ও অননুরূপ হইতে পারে না। পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে তাদৃশ প্রেয়সীজনের অধরপানাদি শ্রীভগবানের অভিরুচিতই। পক্ষান্তরে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতির সহিত শ্রীভগবানের বিহার দোষাবহ না হইতে পারে, যেহেতু তাঁহার স্বরূপ শক্তিরই মূর্ত্তি, কিন্তু প্রাকৃত জগতের রামাগণের সহিত শ্রীভগবানের বিহার পাপাবহ এবং নিন্দিত একথাও বলিতে পার না। যেহেতু প্রাকৃত রামাগণে যতদিন পর্য্যন্ত তাদৃশ কান্তাভাব এবং স্বরূপ শক্তির মূর্ত্তি প্রাপ্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সেই প্রাকৃত গুণময় দেহের সহিত শ্রীভগবানের বিহার হইতে পারে না। যখন তাহারা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সচ্চিদানন্দ দেহ ও যোগ্যকান্তাভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের সহিত শ্রীভগবান্ বিহার করিয়া থাকেন। অতএব প্রাকৃত রামাগণেরও ঐ কামভাব দোষাবহ নহে।

অনন্তর শাস্ত্র হইতে শ্রীভগবানে কামভাব পাপাবহ শুনা যায় বলিয়া কামভাব দোষাবহ ইহাও কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু কোন শাস্ত্রেই শ্রীভগবানে কামভাব পাপাবহ এইরূপ উল্লেখ নাই। অতএব শ্রীভগবানে পতিভাবযুক্ত কাম যে দোষাবহ নয়, তাহা তো বলাই বাহুল্য। শ্রীভগবানে প্রত্যুত পতিভাবযুক্ত কামের স্তুতিই শুনা যায়ঃ—

"যা সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্না পাদসংবাহনাদিভিঃ।
জগদ্গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥২৭॥"

শ্রীশুকমুনি ১০।৯০।২৭ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে মহিষীগণ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে পতিবুদ্ধিতে প্রীতিপূর্ব্বক পাদসংবাহনাদির দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহাদের সৌভাগ্যের কথা কি বর্ণিত হইতে পারে। মহামুক্ত

মুণীন্দ্রগণেরও শ্রীকৃষ্ণে পতিভাবের কথা শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। যেমন মধ্বাচার্য্যধৃত মহাকূর্ম্ম পুরাণের বচনে দেখাইয়াছেন—মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ অনুরাগময় তপস্যাদ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জগৎযোনি অজ, বিভু শ্রীভগবান্‌কেও ভর্ত্তারূপে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতৃ ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পতিভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে বন্দনাই করা হইয়াছে। অতএব উপপতি ভাবে শ্রীভগবানে কামভাব পাপাবহ একথাও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু ১০।২৯ অধ্যায়ে শ্রীলব্রজদেবীগণ "যৎ পত্য-পত্যসুহৃদামনুবৃত্তি" ইত্যাদি শ্লোকে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। উত্তরে শ্লোকের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে পতি, পুত্র, প্রভৃতির ততক্ষণ পর্য্যন্তই সেব্যত্ব, যতক্ষণ দেহেতে আত্মার অধিষ্ঠান থাকে। 'আত্মার সম্বন্ধ বিনা পতি পুত্রাদি নামে কেহই নাই। পূর্ব্বে আত্মসংযোগে যে দেহে চন্দন পুষ্পাদি দেওয়া হইত, আত্ম সম্বন্ধশূন্য হইলে সেই দেহকে সকলে শব বলে, এবং মুখে আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া দেয়। অতএব মুখ্য সেব্য দেহ নহে, আত্মা। সেই আত্মা প্রতি দেহেতে পৃথক্। তুমি কিন্তু নিখিল দেহধারীর আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। অতএব তুমিই পরম সেব্য এবং তোমাকে সেবা করিলেই পতি, পুত্র প্রভৃতি সকলেরই সেবা করা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আত্মসংবলিত জড়ীয় দেহের সেবা করিবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু পরমাত্ম স্বরূপ তোমার সাক্ষাৎ পাইলেও কি অন্যের সেবা করিতে হয়? এইরূপ ভাবে শ্রীল ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণই যে মুলপতি, আর সকলেই ভূলপতি ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামীও "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে ১০ম স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—যিনি গোপী এবং তাঁহাদের পতি ও নিখিল ব্রজবাসীগণের সহিত মায়াদৃষ্টির অন্তরালে নিত্য বিহার করেন, তিনিই কখনও ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মানবনেত্রের গোচরে আসিয়া প্রকট বিহার থাকেন। এই শ্লোকে "অন্তশ্চরতি" পদে অপ্রকট লীলায় নিত্য বিহার সূচিত হইয়াছে। আবার "অধ্যক্ষঃ" পদে প্রকট লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে যিনি গোপীদের সঙ্গে অপ্রকট লীলায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মত নিত্যই বিহার করিতেছেন, তাঁহাদের উপপতিত্ব ঘটিবার অবসর কোথায়?

তবে যে তাঁহাদের "অন্য পতি" আছে বলিয়া শুনা যায়, সেটী উৎকণ্ঠা জন্মাইবার জন্য একটী লোকপ্রতীতিমূলক বাধা মাত্র। এই বাধাটী যদি না থাকে, তাহা হইলে রাগের অনর্গলতা প্রকাশ পায় না। অথচ সেই বাধাটি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যদি অন্য পতি থাকে, তাহা হইলে এই পরকীয়া ভাব ধর্ম্মদুষ্ট বলিয়া বিগর্হিত হইয়া পড়িত। যেমন শ্রীরাস প্রসঙ্গে গৃহে অবরুদ্ধা গোপীগণের উৎকণ্ঠার পরিণাম রূপ গুণময় দেহ ত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা গুণময় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যেমন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল না, অথচ যে দেহের সহিত অন্য গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল যে দেহও ধ্বংস হইল। কিন্তু সেই সকল গোপীগণ সেই সব পতিম্মন্য গোপগৃহেই বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা যেমন পানিগ্রহণ বিধিতে শ্রীকৃষ্ণবধূ হইলেন না, অথচ অন্য কোনও গোপবধূও হইলেন না, কেবলমাত্র নির্ব্বাধ অনুরাগেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া হইয়াছিলেন। এই আদর্শে অন্যান্য গোপীগণকেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীলব্রজসুন্দরীগণের অধর্ম্মসম্বন্ধে উপপতি নহেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে পতিও নহেন, কেবলমাত্র প্রবলতর অনুরাগ সম্বন্ধে প্রাণপতি। যে স্থানে প্রেমে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম সম্বন্ধ থাকে, সে প্রেম অনুরোধময় বলিয়া দুর্ব্বল। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণও ১০।৩২ অধ্যায়ে "ন পারয়েঽহং" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে প্রিয়তমাগণ! আমি ব্রহ্মার মত পরমায়ু লাভ করিলেও আপনাদের প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে সর্ব্বথাই অসমর্থ। যেহেতু আপনারা যে দেহখানি লইয়া আমার সহিত মিলিত হয়েন, সেই দেহখানিতে অন্যের স্পর্শ বা ভোগ্য দৃষ্টি পড়ে নাই বলিয়া অতি বিশুদ্ধ। যে মনটি লইয়া আমার সহিত মিলিত হন, এই মনে প্রবলতর উৎকণ্ঠায় একমাত্র আমার সুখ সম্পাদন তাৎপর্য্য ভিন্ন স্বসুখতাৎপর্য্য লেশও নাই বলিয়া বিশুদ্ধ। বহির্দৃষ্টিতে

আমার সহিত আপনাদের এইযোগটি কামময় রূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অনুরাগময়। অন্ধকার যেমন সূর্য্য, তাহার জ্যোতিঃ এবং তাহার আভাসকেও স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনই আপনাদের এই বিশুদ্ধ অনুরাগ নির্ম্মল ভাস্করকে তো কামরূপ অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারেই না, আপনাদের এই অনুরাগ ভাস্করের আভাসও যাহার হৃদয়ে উদিত হয়, সে হৃদয়কেও কামরূপ অন্ধকারে স্পর্শ করিতে পারে না, ইত্যাদি রূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীলব্রজসুন্দরীগণের অবাস্তব উপপতি ভাবের প্রশংসাই করিয়াছেন।

সেই গোপীভাবের অনুগতভাবে অন্য সাধকগণেরও শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাব, তাহাও শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। অতএব যাহা বহু সাধনও ভগবৎ কৃপালভ্য, তাহা যে দোষাবহ হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণের নিজ আশ্রমে সমাগত দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া নিজ উপাস্য শ্রীমদনগোপালদেবের কোন অংশে সাদৃশ্য অবলোকনে নিজভাব উদ্দীপিত হওয়ায়, শ্রীরামচন্দ্র হইতেও সুন্দর মূর্ত্তি নিজমনোহারী শ্রীমদনগোপালদেবকে উপভোগ করিবার জন্য বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদ্গম হইয়াছিল। অবশেষে প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সেই সকল মহর্ষিগণ স্ত্রী অর্থাৎ গোপীদেহ ও গোপীভাব লাভ করিয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও নিজ অভীষ্টসঙ্কল্পে শ্রীহরিকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া গুণময় দেহবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব পুরুষগণের মধ্যেও এই উপপতি ভাবাত্মক কাম উদ্গম হয় বলিয়া, এবং শ্রীভগবানই এই কামের বিষয় থাকায়, এই কামটি প্রাকৃত কামদেব উদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম হইতে পারে না; কিন্তু "সাক্ষান্ মন্মথমন্মথ" ১০।৩২।২ শ্লোকে এরূপ উল্লেখ থাকায়, বিশেষতঃ তন্ত্রাদিশাস্ত্রে কামগায়ত্রী এবং কামবীজে সাক্ষাৎ কামরূপে উপাসনায় একমাত্র শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এই কাম যে অপ্রাকৃত এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। শ্রীমান্ উদ্ধব প্রভৃতি পরম ভক্তগণও এই উপপতি ভাবময় কামের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা ১০।৪৭।৫৮ "এতাঃ পরং তনুভৃতঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে শুনা যায়। অর্থাৎ "সম্প্রতি অজাতরতি, জাতরতি, প্রাপ্তভগবৎপার্ষদ-গণরূপাভক্তভূষণে বিভূষিত ভূমণ্ডলে এই শ্রীলব্রজদেবীগণই কেবল উত্তমদেহধারিণী। কারণ এই ব্রজাঙ্গনাগণের দেহ-খানি মহাভাবতেজোময়, এবং মহাভাবপ্রকাশের আকর স্বরূপ। অন্য কোন ভক্তদেহই অধিক কি মুকুন্দমহিষীবৃন্দ-গণের দেহও এই মহাভাব ধারণ করিতে সমর্থ নহে। যেমন গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে একমাত্র শ্রীমহাদেবই সমর্থ হইয়াছিলেন, অন্য কোন সমর্থ ব্যক্তিরই সেই বেগ ধারণে সামর্থ্য ছিল না; তেমনই মহাভাবের বেগ ধারণ করিতে একমাত্র গোপীদেহই সমর্থ, অন্য কোন ভক্তদেহ সমর্থ নহে। যে গোপীভাবের গাঢ় আবেশ মুমুক্ষু, মুক্তপুরুষ এবং দাসভক্ত আমরাও সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিয়া থাকি। কিন্তু কেহই লাভ করিতে পারে না এবং পারিতেছি না ইত্যাদি রূপে প্রশংসার কথা শুনা যায়। অধিক কি, নিখিল প্রমাণ শিরোমণি শ্রুতিগণের অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণেরও শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাবময় কামভাব বৃহদ্বামন পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে! যেহেতু সেই ভাবে শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণের ভাবের অভিলাষিণী হইয়া গোপীরূপেই গোপীগণের অন্তঃপাতিনী হইয়াছিলেন। শ্রুতিগণ যে গোপীভাবের অভিলাষিণী হইয়া গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ের সূচনা করিয়া ১০।৮৭।২৩ শ্লোকে শ্রুতিগণই নিম্নলিখিত প্রকার বলিয়াছেন,—"হে নাথ! প্রাণবায়ু, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে নিরুদ্ধ করিয়া সুদৃঢ় যোগ সাধক মুনিগণ যে ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রয়াস বাহুল্যে হৃদয়ে উপাসনা করে, অরিগণও যাঁহার স্মরণ প্রভাবে তাদৃশী উপাসনা বিনাও সেই তত্ত্ব বস্তুকে লাভ করিয়া থাকে; তেমনই আবার শ্রীগোপসুন্দ্রগণ তোমার শ্রীনন্দনন্দনরূপের যে সর্পশ্রেষ্ঠদেহতুল্য ভুজদণ্ডে বিশেষ আসক্তচিত্তা হইয়া তোমারই (শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপেরই) অঙ্ঘ্রি সরোজসুধা অর্থাৎ শ্রীচরণকমল স্পর্শ বিশেষজাত প্রেমমাধুর্য্য লাভ করিয়াছিল; আমরা শ্রুতিগণও সমদৃক্ অর্থাৎ গোপীসমভাবা হইয়া সমা অর্থাৎ তাদৃশগোপীত্ব-প্রাপ্তিতে তৎ সাম্য লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ গোপীগণ যে

তোমার নন্দনন্দনস্বরূপের চরণকমল স্পর্শ বিশেষজাত প্রেমমাধুর্য্য লাভ করিয়াছে,আমরাও সেই মাধুর্য্য কায়ব্যূহ-রূপে লাভ করিয়াছি।" এস্থানে অর্থবশে বিভক্তির বিপরিণাম অর্থাৎ 'যযুঃ' ক্রিয়াস্থলে 'যযিম, প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অঙ্ঘ্রি পদটী আদরমাখা উক্তিতে বলা হইয়াছে। এস্থলে অরিগণও স্মরণের প্রভাবে সেই তত্ত্ববস্তুটী লাভ করিয়াছিল, এইরূপ উক্তি দ্বারা বিধিমার্গ হইতে ভাবমার্গের সত্বর প্রয়োজনসাধকত্ব দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ত্তব্যতাবোধে উপাসনায় তেমন সত্বর অভীষ্ট কার্য্যে মনের আবেশ হয় না, ভাব-মার্গে যেমন সত্বর নিজ অভীষ্টে আবেশের গাঢ়তা প্রকাশ পায়। শ্লোকস্থ সমদৃশ পদে শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপে প্রাপ্তি রাগানুগাভক্তিতেই হইয়া থাকে, ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা না হইলে সর্ব্বসাধন এবং সাধ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রুতিগণ অন্যপ্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন! আর বুঝিতে হইবে যে, মুনিগণ ও স্মরণনিষ্ঠ, অরিগণও স্মরণনিষ্ঠ, তন্মধ্যে প্রথম মুনিগনের মুখ্যত্ব, দ্বিতীয় অরিগণের গৌণত্ব দেখান হইয়াছে। আবার স্ত্রী অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণের মুখ্যত্ব, শ্রুতিগণের গৌণত্ব। যেহেতু উভয় স্থানেই অপি শব্দের সাহিত্য থাকায়, উত্তর অর্থাৎ পরের চরণে অপি শব্দ না থাকায় একার্থতা বোধ করাইতেছে। অর্থাৎ মুনিগণ এবং অরিগণের প্রাপ্তির সমতা, এবং ব্রজঙ্গনাগণের ও শ্রুতিগণের প্রাপ্তির তুল্যতা। এস্থলে স্ত্রীশব্দে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণকেই বুঝান হইয়াছে, তেমনই শ্রুতিগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে শ্রীব্রজাঙ্গনাগণকে দেখিয়াছিলেন ইহা বৃহৎ বামনপুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতিগণ কোথায় ব্রজাঙ্গনাগণের সেই ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, যাহা দর্শনে তাঁহারা তাহা পাইবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সমাধান করিবার জন্য বলিতেছেন শ্রুতিগণ নিত্যধামে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাটী সুন্দরই করা হইয়াছে। "কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ" ইত্যাদি শ্লোকের "আবেশ্য তদঘং হিত্বা" এই স্থলে অঘ শব্দ শ্রীভগবানকে দ্বেষ ও ভয় করাতে যে পাপ, তাহা শূন্য হইয়া অভীষ্টা গতি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যাটী সমীচীন হইয়াছে। অর্থাৎ কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে শ্রীভগবানে কামভাব পোষণ করাও পাপজনক; তাহাদের সেই কুব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে শ্রীভগবানকে ভয় ও দ্বেষ করা জন্য যে পাপ, তাহাই আবেশ সামর্থ্যে নষ্ট হইয়া থাকে।

এইক্ষণ পূর্ব্ব উল্লিখিত বহু বহু জন অভীষ্ট গতি লাভ করিয়াছিল এই বিষয়ে নিদর্শন অর্থাৎ প্রমাণ দেখাইতে-ছেন,—

গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৭।১।৩০

"কামে গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ, সম্বন্ধে যাদবগণ, স্নেহে তোমরা অর্থাৎ যুধিষ্টির প্রভৃতি, এবং ভক্তিতে আমরা অর্থাৎ নারদ প্রভৃতি, এস্থলে গোপী বলিতে পূর্ব্বে যাঁহারা সাধন করিয়া গোপীদেহ ও গোপীভাব লাভ করিয়াছেন, সেই সকল গোপীগণেরই পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন শ্রীনারদ পূর্ব্বে দাসীপুত্র ছিলেন, পরে "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং" এই ১।৬ অধ্যায়োক্ত রীতি অনুসারে দেবর্ষি নারদকে শ্রীভগবান মায়াগুণ অস্পৃষ্ট বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক পার্ষদ দেহে প্রবেশ করাইলে, প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি যে দেহের হইয়াছে সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ হইয়াছিল। এই অভিপ্রায়েই "বয়ং" অর্থাৎ আমরা ভক্তিতে লাভ করিয়াছি, এইরূপ পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সেই দাসী পুত্র অবস্থাতে বৈধী ভক্তি ছিল। অধুনা অর্থাৎ পার্ষদ দেহ প্রাপ্তির পর শ্রীভগবানে রাগ ভক্তিলাভ করিয়াছেন। যেহেতু ১১।২০।৩৬ শ্লোকে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,"হে উদ্ধব! আমাতে যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহাদের গুণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচরণ, দোষ অর্থাৎ শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচরণ হইতে গুণ অর্থাৎ পুণ্য বা পাপ উৎপত্তি হয় না। যেহেতু তাহাদের কোন বিষয়ে রাগ, দ্বেষ বা অভিনিবেশ নাই। অতএব তাহারা সমচিত্ত, যেহেতু তাহারা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত

হইয়াছেন।” যতদিন পর্য্যন্ত বিহিত অনুষ্ঠানরূপ গুণে এবং অবিহিত অনুষ্ঠানরূপ দোষে দৃষ্টি থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই দোষ। গুণ কিন্তু উভয় বর্জ্জিত, অর্থাৎ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বুদ্ধিশূন্য হইয়া স্বাভাবিক শ্রীভগবদাবেশ। এই নীতি অনুসারে শ্রীনারদের পার্ষদ দেহ প্রাপ্তির পর বিধির অধীনতা শূন্য রাগাত্মিকা ভক্তিই ছিল। এই অভিপ্রায়েই “তদ্‌গতিং গতাঃ” এই প্রকার উক্তিতে তাঁহাদের অর্থাৎ সাধকচরীগোপী কংস, শিশুপাল প্রভৃতির ফল অর্থাৎ অভীষ্টা গতিরূপ ফল প্রাপ্তির অতীত কালই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই রাগানুগা প্রকরণে সেই সকল সাধকচরী গোপিকাগণের মত আধুনিকী সাধকচরী গণও প্রাপ্তগোপী-দেহ গোপিকাগণের গুণাদি শ্রবণের দ্বারাই গোপীভাব লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই বুঝান হইয়াছে। যেমন ১০।৯০।২৭ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন, “সেই সকল মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ ভাব থাকা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। যে শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ গুণাদির কথা শ্রবণ মাত্রে বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। অথবা বহুপ্রকারে যে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিলেও শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছে, তাহাদের এতাদৃশ অর্থাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যাখ্য ভাবের উদয় হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।” অথবা পূর্ব্বে যে শিশুপাল বৈকুণ্ঠের পার্ষদ ছিলেন, তাঁহার আগন্তুক উপদ্রবাভাস নাশ দর্শনের দ্বারাই সাধকত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধাভাস থাকা জন্য যে স্নেহ অর্থাৎ রাগ হইতে যাদবগণ এবং তোমরা অর্থাৎ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সমভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। “তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন” ইত্যাদি ৭।১।২৫ শ্লোকে এবং “কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াৎ” ইত্যাদি ৭।১।২৯ শ্লোকে যে অর্থ করা হইয়াছে, সেই দুই শ্লোকার্থেরই উদাহরণরূপ “গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎকংসঃ” ইত্যাদি বাক্যে একরূপ অর্থকরাই একান্ত কর্ত্তব্য। এবং পরে “কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি” ইত্যাদি ৭।১।৩১ শ্লোকে বর্ণিত হইবেন যে, পূর্ব্ববর্ণিত পাঁচ প্রকার ভাবের প্রাপকের মধ্যে বেণরাজের কোন ভাবেই আবেশ ছিল না। এইরূপ পাঁচভাবের প্রাপকের কথা উল্লেখ থাকায় অথচ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে (১) কামভাবে প্রাপক গোপীগণ, (২) ভয়ভাবে প্রাপক কংস, (৩) দ্বেষভাবে প্রাপক শিশুপাল প্রভৃতি (৪) সম্বন্ধে যাদবগণ, (৫) স্নেহে পাণ্ডবগণ এবং (৬) বিধিভক্তিতে নারদ প্রভৃতি এইরূপে ছয়ভাবে প্রাপকের কথা পাওয়া যায়। অথচ এস্থলে “পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি” শ্লোকে পাঁচ প্রকার প্রাপকের কথা উল্লেখ আছে। এই বিরুদ্ধ উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই মূলশ্লোকের ব্যাখ্যা এই প্রকারে করিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইতে যে স্নেহ অর্থাৎ রাগ তাহা দ্বারাই যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাদব ও পাণ্ডব উভয় বংশেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ আছে, এবং তাঁহাদের উভয়েরই শ্রীকৃষ্ণে স্নেহ আছে। অতএব ভাষা পৃথক থাকিলেও উভয়কেই এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সম্বন্ধ শব্দ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য রাগেরই বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা। এস্থানেও গোপীগণের মত, সাধকচর বৃষ্ণি বিশেষ এবং পাণ্ডব সম্বন্ধিবিশেষই পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া সাধকত্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এস্থলে যাদব বলিতে নিত্যসিদ্ধ উদ্ধব প্রভৃতি যাদবগণকে এবং পাণ্ডব বলিতে শ্রীযুধিষ্ঠির মহাশয় প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। কারণ তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকররূপেই রহিয়াছেন। যাঁহারা সেই সমস্ত যাদব ও পাণ্ডবগণের ভাবের আনুগত্যে ভজন করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধান্বিত পরিজনরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধজনিত স্নেহ ও সেই সম্বন্ধ-বিশেষে অভিরুচি মাত্র বুঝিতে হইবে। “ভক্ত্যা বয়ং” অর্থাৎ আমরা ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, এস্থলে ভক্তি শব্দে বিহিতা অর্থাৎ বৈধীভক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু এই বৈধীভক্তিরই প্রতিলব্ধরূপে ভাবমার্গ নির্দ্দেশ করিবার জন্য উপক্রম করা হইয়াছে। অর্থাৎ শাস্ত্রশাসনের অধীন হইয়া ভজন করিতে করিতে যতদিন পর্য্যন্ত নিজ অভীষ্টদেবে দাস্যাদি কোন ভাবের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন অনুসন্ধান লইয়া ভজন করিতে হয়। যখন নিজ অভীষ্টদেবে ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন আর শাস্ত্রাধীন হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

অনুসন্ধানে ভজন করিতে হয় না। কারণ তখন ভাবই কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন স্বাভাবিকই করাইয়া থাকে। মূল কথা বিধি অধীন হইয়া ভজনের মুখ্য লাভ নিজ অভীষ্টে ভাবোদয়; এই অভিপ্রায়েই ভাবমার্গের প্রকার ভেদ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ নির্দ্দেশ করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন। এখন এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে,—দ্বেষের দ্বারাই যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে বেন মহারাজ কেন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নরকে নিপাতিত হইল? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য ৭।১।৩০ শ্লোকে বলিতেছেন "কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি" অর্থাৎ পুরুষ,—শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত বৈরাণুবন্ধ প্রভৃতি পাঁচটীর মধ্যে বেণ রাজ কোন এক প্রকারও ছিল না। কারণ তাহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রসঙ্গক্রমে নিন্দামাত্র স্বভাব বৈরভাব ছিল কিন্তু বৈরাণুবন্ধ ছিল না, অতএব তীব্র ধ্যানের অভাব জন্য ভগবন্নিন্দার প্রতিফল রূপ পাপই হইয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে অভিলাষী দেবতুল্যস্বভাব মানবগণের ও নিজেদের মোক্ষলাভের লালসায় শ্রীভগবানে বৈর ভাবের অনুষ্ঠানরূপ সাহস করা কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ শিশুপাল প্রভৃতির দ্বেষভাবে সত্বর মুক্তি হইয়াছে এইরূপ শুনিয়া যাহারা দেবস্বভাব শ্রীকৃষ্ণারাধনেচ্ছু তাহারাও হয়ত মনে করিতে পারেন যে ভক্তিভাবে শ্রীভগবানে চিত্তের আবেশ হইতে বিলম্ব হয়, কিন্তু শত্রুভাবে ভগবানে চিত্তের আবেশ ঘটে, সুতরাং আমরা শত্রুভাবেই সত্বর মুক্তিলাভ করিব এই প্রকার সাহস করা উচিত নহে। অতএব ১১।২।৩৪ শ্লোকে ভাগবত ধর্ম্মলক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকবিযোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন, "হে রাজন! ভগবান নিজ শ্রীমুখে নিজকে পাইবার জন্য যে সকল উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায় ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ; এবং ভগবৎপ্রাপ্তি সেই ভাগবতধর্ম্মের অসাধারণ ফল বা তটস্থলক্ষণ।" ইত্যাদি বাক্যের অলক্ষ্যে লক্ষণের প্রবৃত্তিরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে না। যেহেতু ভগবানের অনভিপ্রেত বলিয়াই, "আমাকে দ্বেষ করিলেও আমাকে পাওয়া যায় "এইরূপ কথা কোথাও উল্লেখ নাই। যেহেতু এই পূর্ব্বোক্তপ্রকারেই শ্রীভগবানে আবেশ হয় এবং সেই আবেশের ফলে অভীষ্টা গতি লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং বলিতেছেন, "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" ৭।১।৩০। অতএব কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনের অভিনিবেশ ঘটাইবে। এ স্থানেও পূর্ব্বের মত "নিবেশয়েৎ" এই পদে সম্মতিমাত্রই প্রকাশ করা হইয়াছে, বিধি করা হয় নাই। অর্থাৎ মনোভিনিবেশের প্রতি বিধি করা চলে না। যেহেতু অভিনিবেশটী হার্দ্দ্যধর্ম্ম, তাহার প্রতি কর্ত্তব্যতা উপদেশ করা চলে না। তবে "কেনাপি" অর্থাৎ কোনও উপায়ে বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ের মধ্যে যুক্ততম কোনও একটী উপায়ে। এইরূপ অর্থই সমীচীন। অহো! যে আবেশটী তাদৃশ বহু প্রযত্নসাধ্য বৈধী ভক্তিমার্গে চিরকালে লাভ করিতে পারা যায়, সেইটী ভাববিশেষ মাত্রে অচিরে লাভ হইয়া থাকে। তন্মধ্যেও দ্বেষাদির দ্বারাও সেই আবেশটী লাভ করিতে পারা যায়। অতএব এবম্ভূত পরম সদ্‌গুণ স্বভাব সেই শ্রীভগবানে পামরজনভাব্য বৈরভাবের কথা দূরে থাকুক, এমন কোন অধম জন আছে যে সেই শ্রীভগবানে ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া প্রীতি না করিয়াও থাকিতে পারে? এই প্রকারে শ্রীভগবানে রাগানুগা ভক্তিতেই যুক্ততমত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীভগবান এমন পরম কল্যান স্বভাব যে সেই শ্রীভগবানকে ভক্তি করাই যুক্তিযুক্ত, তন্মধ্যেও রাগানুগা ভক্তিই যুক্ততম। এই প্রকার অভিপ্রায়ই "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন" শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। ॥৩১৫—৩২৩॥

তদেবং ভাবমার্গসামান্যস্যৈব বলবত্ত্বেঽপি কৈমুত্যেন রাগানুগায়ামেবাভিধেয়ত্বমাহ—বৈরেন যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্বপৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ। ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তদ্ভাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥৩২৪॥

আকৃতিধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্যেষাম্। এবমেবোক্তং গারুড়ে—অজ্ঞানিনঃ সুরবরং সমধিক্ষিপন্তো যং পাপিনোঽপি শিশুপালসুযোধনাদ্যাঃ। মুক্তিং গতাঃ

স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানামিতি। অতো যথা বৈরানুবন্ধেনেত্যত্র বৈরানুবন্ধস্য সর্ব্বত আধিক্যং ন যোজনীয়ম্। যচ্চ, ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্। প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনরিতি জয়বিজয়ৌ প্রতি বৈকুণ্ঠবচনং, তদপি তদপরাধাভাসভোগার্থমেব সংরম্ভযোগাভাসং বিধত্তে, তৎপ্রাপ্তেস্তয়োঃ স্বাভাবিকসিদ্ধত্বাৎ, যুদ্ধলীলার্থমেব তৎপ্রপঞ্চনাৎ। অত্রদ্বেষাদাবপি কেচিদ্ভক্তিত্বং মন্যন্তে। তদসৎ; ভক্তিসেবাদিশব্দানামানুকূল্য এব প্রসিদ্ধেঃ, বৈরে তদ্বিরোধত্বেন তদসিদ্ধেশ্চ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ ভক্তিদ্বেষাদীনাঞ্চ ভেদোঽবগম্যতে। যোগিভি র্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দন ইত্যত্র চ। ননু মন্যেঽসুরান্ ভাগবতানিত্যাদৌ শ্রীমদুদ্ধববাক্যে তেষামপি ভাগবতত্বং নির্দ্দিশ্যতে। মৈবম্। যতো মন্য ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষাবগমাৎ ন স্বয়ং ভাগবতত্বং তত্রাস্তীত্যেবং সিদ্ধ্যতি ইতি। সা চোৎপ্রেক্ষা তেন তচ্ছোকোৎকণ্ঠ্যাবতা কেবলদর্শনভাগ্যাংশেনৈব রচিতা যুক্তৈব। যথা, হন্ত বয়মেব তদ্বহির্মুখাঃ, যেষামন্তিমসময়ে তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসম্ভাবনাপি ন বিদ্যতে। যেভ্য শ্চাসুরা অপি ভাগবতাঃ, যে খলু তদানীং তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শন সৌভাগ্যং প্রাপুরিতি। তস্মান্ন দ্বেষাদৌ কথঞ্চিদপি ভক্তিত্বম্॥১১।৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবসুদেবম্ ॥৩২৪॥

অতএব পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে সকল ভাবমার্গেরই বলবত্তা থাকিলেও রাগানুগাভক্তিতেই অভিধেয়ত্ব শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীবসুদেব মহাশয়কে ১১।৫।৪৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, "হে বসুদেব! শিশুপাল শাল্ব পৌণ্ড্র প্রভৃতি রাজগণ বৈরভাবে যাঁহাকে গতি বিলাস ও বিলোকনাদির সহিত ধ্যান করিতে করিতে শয়ন আসন পর্য্যটন প্রভৃতি অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ আকারে আকারিত চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণে যাঁহারা অনুরক্তচিত্ত, তাঁহারা যে অভীষ্টা গতি লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।" গরুড় পুরাণেও এই প্রকার উল্লেখ করা আছে।—অজ্ঞানী শিশুপাল দুর্যোধন প্রভৃতি পাপীগণও দেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিতে করিতে স্মরণ মাত্র প্রভাবে বিধূত পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল; সেই শ্রীকৃষ্ণে পরম ভক্তিমানজন যে অভীষ্টাগতি লাভ করিবে সে বিষয়ে সংশয় কোথায়? অতএব "যথা বৈরানুবন্ধেন" ইত্যাদি শ্লোকে বৈরানুবন্ধের সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করা উচিত নহে। অর্থাৎ বৈরানুবন্ধের তীব্রতায় মানব যে প্রকার, তন্ময়তা লাভ করে, ভক্তিযোগে তেমন নহে, এই প্রকার উক্তির মর্ম্মে, নিখিল ভক্তিভাব হইতে বৈরানুবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা সমীচীন নহে। আর ৩।১৬।৩০ শ্লোকে শ্রীভগবান জয় বিজয়ের প্রতি বলিয়াছিলেন "হে! জয় বিজয়! আমার প্রতি বৈরানুবন্ধের আবেশ প্রভাবে ব্রাহ্মণের অপরাধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই পুনরায় আমার নিকটে আসিবে।" এইরূপ সেই বাক্যেও ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদাজনিত অপরাধাভাস ভোগ করাইবার জন্যই বৈরানুবন্ধের আভাস বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ সনকাদি ঋষিগণের অমর্য্যাদা করা জন্য শ্রীজয় বিজয়ের যে অপরাধ হইয়াছিল, সেটী বস্তুতঃ অপরাধ নহে। যেহেতু শ্রীজয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল। তাঁহারা "বিবস্ত্র হইয়া আমার ধামে কেহ প্রবেশ না করে" এই প্রকার নিজ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্যই সনকাদি ঋষিগণকে বেত্রের দ্বারা দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব সেটী অপরাধ রূপে প্রতিভাসমান হয় বটে, বস্তুতঃ প্রভুর আদেশ রক্ষা করার জন্য তাহা অপরাধাভাস; এবং সেই অপরাধাভাসের ফলভোগের জন্য দ্বেষাভাস বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ বস্তুতঃ দ্বেষ নয়, দ্বেষের অনুকরণ মাত্র। এ সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভে নিম্নলিখিত প্রকার সিদ্ধান্ত করা আছে। জয় বিজয় সর্ব্বভক্তসুখদ শ্রীভগবদভিমত যুদ্ধকৌতুক সম্পাদনের জন্য বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহে স্বাভাবিক অনিমাদি সিদ্ধিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহ দ্বারা প্রবেশ করিয়া, নিজ নিজ সান্নিধ্য দ্বারা অচেতন দেহকে চেতন করতঃ ভক্তি

বাসনা বিলীন থাকিলেও তৎপ্রভাবে সেই দেহে আবিষ্ট (দেহ ধর্ম্মে লিপ্ত) না হইয়া অবস্থান করেন। অতএব বৈর ভাব সম্ভূত ভগবৎ স্মরণ দ্বারা তাঁহাদের বৈরভাব দূরীভূত হইয়াছিল, এ দুইই বাহ্যিক। এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহ সম্বন্ধ হেতু তাঁহাদের বৈরভাব ব্যক্ত হইয়াছে। আর শ্রীভগবানের যুদ্ধ কৌতুক নির্ব্বাহের পর সেই দেহ সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিত্য পার্ষদ এইজন্য প্রেমবান্। প্রেমপূর্ণ চিত্তে বৈরভাবোদয় সম্ভব নহে; বাহ্যিক দেহ সম্বন্ধে সেই ভাবসহকৃত স্মরণ এবং সেই ভাবের বিলয়, এই হেতু তদুভয় বাহ্যিক। মূল কথা,—শ্রীজয়বিজয়ের ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদাজন্য যে অপরাধাভাস হইয়াছিল, তাহারই ফল দুঃখভোগাভাসরূপ বৈরানুবন্ধ। অতএব বৈরানুবন্ধে অপরাধাভাসের ফল দুঃখভোগরূপ বলিয়া ভগবানে তাহা বিধান করা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। বিশেষতঃ সেই শ্রীজয়বিজয়ের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি স্বাভাবিকই আছে বলিয়া যুদ্ধলীলার জন্যই তাদৃশ বৈরভাবের আবেশাভাস প্রকাশ পাইয়াছে। এই দ্বেষাদিতেও কেহ কেহ ভক্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা অত্যন্তই অসঙ্গত বলিয়া অসৎ। যেহেতু ভক্তি সেবা প্রভৃতি শব্দ শ্রীভগবানের সুখানুকুল্যেই প্রসিদ্ধ আছে। আর বৈরতায় সুখানুকূল্যের বিরোধিতা আছে বলিয়া ভক্তি সেবাদি শব্দে অপ্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেও ভক্তির সহিত দ্বেষাদির যে ভেদ আছে, তাহা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারা যায়।

যোগিভি দৃ শ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ॥

যোগীগণ ভক্তিনেত্রে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তিহীন নেত্রে কখনও তাঁহাকে দেখা যায় না। শ্রীজনার্দ্দন রোষে কিম্বা মাৎসর্য্যে কখনও দৃষ্টির বিষয় হন না। এই প্রমান দ্বারা ভক্তি ও দ্বেষের যে বহু পার্থক্য তাহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তবে যদি কেহ মনে করেন, ৩।২।২৪ শ্লোকে যে শ্রীউদ্ধব মহাশয় বিদুরমহাশয়কে বলিয়াছেন,

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাং স্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তাম্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র—
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্॥

"হে বিদুর! হয়ত তুমি মনে করিতে পার যে, শ্রীভগবান ভাগবতগণকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে; অসুরগণকে অনুগ্রহ করেন এরূপ প্রসিদ্ধি নাই, ইহা সত্যই বটে। আমি কিন্তু অসুরগণকেও ভাগবত বলিয়া মনে করি। যেহেতু ভাগবত গণের মত তাহারা ও ভগবৎ ধ্যানের অভিনিবেশ বলে ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকে। কারণ তাহারা ক্রোধাবেশে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তা শ্রীভগবানে অভিনিবিষ্টচিত্ত বলিয়া যুদ্ধে কশ্যপপুত্র গরুড়ের স্কন্ধে আবির্ভূত চক্রায়ুধ শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের এই বাক্যে ভগবৎ বিদ্বেষীগণকে ও ভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন 'মৈবং' অর্থাৎ এরূপ সিদ্ধান্ত করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় 'মন্যে' অর্থাৎ আমার মনে হয় অসুরগণ ও ভাগবতই হইবে; এইরূপ উক্তি থাকাতে উৎপ্রেক্ষাই বোধ করায়। বস্তুতঃ সেই অসুরগণে ভাগবতত্ব নাই। যদি থাকিত, তবে 'আমি মনে করি' এইরূপ উক্তি করিতেন না। সেই উৎপ্রেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ বিরহজনিত শোকে ভগবৎদর্শনে উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া ভগবৎবিদ্বেষীগণেরও কেবল ভগবৎদর্শন সৌভাগ্য অংশেই ভাগবতত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যেমন আক্ষেপ করতঃ শ্রীউদ্ধব মহাশয় মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "হা ধিক্; আমরাই ভগবৎ বহির্ম্মুখ, যে আমাদের অন্তিম সময়ে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মুখচন্দ্রমার দর্শন সম্ভাবনাও নাই। যে আমাদের অপেক্ষায় অসুরগণও ভাগবত, যাহারা অন্তিম সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখ চন্দ্রমা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।" এই প্রকার ভাবেই অসুরগণকেও ভাগবতরূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দ্বেষাদিতে কোন প্রকারও ভক্তি নাই॥৩২৪॥

তদেবং রাগানুগা সাধিতা। সা চ শ্রীকৃষ্ণ এব মুখ্যা। গোপ্যঃ কামাদিত্যাদিনা তস্মিন্নেব দর্শিতত্বাৎ। দৈত্যানামপি দ্বেষেণাপি তস্মিন্নেবাবেশলাভদর্শনাৎ, সিদ্ধিপ্রাপ্তেশ্চ। নান্যত্র তু কুত্রাপংশিন্যংশে বা। অতত্রবোক্তং, তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি। অতস্তাদৃশঝটিত্যাবেশহেতূপাসনালাভাদেব স্বয়মেকাদশে বৈধোপাসনা স্বস্মিন্নোক্তা কিন্ত্বন্যত্র চতুর্ভুজাকার এব। তত্র চ শুদ্ধস্য রাগস্য শ্রীগোকুল এব দর্শনাৎ, তত্র তু রাগানুগা মুখ্যতমা। যত্র খলু স্বয়ং ভগবানপি তেষাং পুত্রাদিভাবেনৈব বিলসতি। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদেঃ, মল্লানামশনিরিত্যাদেঃ, স্বেচ্ছাময়স্যেত্যস্মাচ্চ। ততশ্চ ভক্তকর্ত্তৃকভোজনপানস্নপনবীজনাদিলক্ষণলালনেচ্ছাপি তস্যাকৃত্রিমৈব জায়তে। সাধারণভক্তিসদ্ভাবেনৈব হি, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মন ইত্যুক্তম্। শ্রীশুকদেবেন চ তদেতদেবাকাঙ্ক্ষয়া শ্লাঘিতম্ পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্নিত্যাদিনা। নানেন চৈশ্বর্য্যস্য হানিঃ, তদানীমপি তস্যৈশ্বর্য্যস্যান্যত্র স্ফুরদ্রূপত্বাৎ। ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্য চেশিতরি প্রশংসনীয়স্বভাবত্বাদেব। যথা শ্রীব্রজেশ্বরীবদ্ধ এব যমালার্জ্জুনমোক্ষং কৃতবান্। তাদৃশৈশ্বর্য্যেঽপি তস্মিন্ শ্রীব্রজেশ্বরীবশ্যতৈব শ্রীশুকদেবেন বন্দিতা, এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ ইত্যাদিনা তস্মাদ্ যে চাদ্যাপি তদীয়রাগানুগাপরা স্তেষামপি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদিমাত্রধর্ম্মৈরুপাসনা যুক্তা। যথা গোবর্দ্ধনোদ্ধরণলব্ধবিস্ময়ান্ শ্রীগোপান্ প্রত্যুক্তং স্বয়ং ভগবতৈব বিষ্ণুপুরাণে—যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধু সদৃশী বুদ্ধি র্বঃ ক্রিয়তাং ময়ীতি। তদার্চ্চাবন্ধুসদৃশী বান্ধবাঃ ক্রিয়তাং ময়ীতি বা পাঠঃ। তথা, নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতো ন্যথা ইতি। যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃদিত্যত্র তু শ্রীবসুদেবাদীনামৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানত্বাৎ দ্ব্যাত্মিকৈব ভগবদনুমতির্জ্ঞেয়া। প্রাগ্‌জন্মন্যপি তয়োস্তপ আদিপ্রধানৈব ভক্তিরুক্তা। অতঃ শ্রীব্রজৈশ্বর্য্যাঃ পুনস্তন্মুখদৃষ্টবৈভবত্বমশ্লাঘিত্বা পুত্রস্নেহময়ীং মায়াদ্যেকপর্য্যায়াং তৎকৃপামেব বহুমন্যমানস্তাদৃশভাগ্যঞ্চ শ্রীবসুদেবাদিকয়োর্নাস্তীতি বিস্পষ্টয়ন্ তস্যাঃ শ্রীব্রজেশ্বরস্য চ ভাগ্যং তাদৃশবাল্যলীলোচ্ছল্যমানপুত্রভাবেন রাজমানমতিশ্লাঘিতবান্ রাজা, নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্নিত্যাদিদ্বয়েন। শ্রীমুনিরাজশ্চ তাদৃশতৎপ্রেমৈব শ্লাঘিতবান্, এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ইত্যাদিনা। তদেবং শ্রীবসুদেবদেবক্যাবুপলক্ষ্য শ্রীনারদোঽপি সাধকান্ প্রতি দর্শনালিঙ্গনালাপৈরিত্যাদিনা যত্তুপদিষ্টবান্, তত্র টীকা চ, যথা পুত্রোপলালনেনৈব ভাগবতধর্ম্মসর্ব্বস্বনিষ্পত্তেরিত্যেষা, তথা মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ইত্যেতদপি তদবিরোধেন টীকায়ামেবমবতারিতম্। যথা, ননু পুত্রস্নেহশ্চেন্মোক্ষহেতুস্তর্হি সর্ব্বেঽপি মুচ্যেরন্, তত্রাহ, মাপত্যবুদ্ধিমিতীত্যেতৎ। তস্মিন্নপত্যত্বং প্রাপ্তে অপি তস্মিন্ তাদৃশভাবনাবশং গতেঽপি অস্তি স্বাভাবিকং পারমৈশ্বর্য্যমধিকমিতি ভাবঃ। যদ্বা পূর্ব্ববন্মার্ষোঽড়াগমঃ,কিন্ত্বকারো নিষেধে, অভাবে ন হ্য নো নেতি শব্দ.কাষাৎ। ততো নিষেধদ্বয়াদপত্যবুদ্ধিমেব কুর্ব্বিত্যর্থঃ। অতএব জ্ঞানাজ্ঞানয়োরনাদরেণ কেবলরাগানুগায়া এবানুষ্ঠিতিঃ প্রশস্তা, জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামিত্যাদিনা। তস্মাৎ শ্রীগোকুল এব রাগাত্মিকায়াঃ শুদ্ধত্বাৎ তদনুগা ভক্তিরেব মুখ্যতমেতি সাধ্বেবোক্তম্। তদেবমন্যত্রাসম্ভবতয়া রাগানুগামাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা পূর্ণ-

ভগবত্তাদৃষ্ট্যা চ শ্রীকৃষ্ণভজনস্য মাহাত্ম্যং মহদেব সিদ্ধং, তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য। অথ তদ্ভজন-মাত্রস্য মাহাত্ম্যমুপক্রমত এব যথা,—মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম। যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ইতি। তত্রৈতদ্বক্তব্যম্—পূর্ব্ববং মনসঃ প্রসাদহেতুঃ স্পৃষ্টঃ; অনেন তু শ্রীকৃষ্ণপ্রশ্নমাত্রস্য তদ্ধেতুতোক্তা; ন তু স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম ইত্যাদিনা তদীয়ানন্তরপ্রকরণে যথা মহতা প্রযত্নেন কর্ম্মার্পণমারভ্য ভক্তিনিষ্ঠাপর্য্যন্ত এব জাতে প্রাদুর্ভাবান্তরভজনস্য তদ্ধেতুতোক্তা তথেতি। অতএবাবতারান্তরকথায়া অপি তদভিনিবেশ এব ফলমিত্যাহ হরেরদ্ভুতবীর্য্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ। কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি। কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্য কলেবরম্ ইতি॥ ॥৩২৫॥

হরেস্তদবতাররূপস্য। অখিলাত্মনি সর্ব্বাংশিনি কৃষ্ণে শ্রীমদর্জ্জুনসখে ॥২।৮॥ রাজা ॥৩২৫॥

তাহা হইলে এইরূপ পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে রাগানুগাভক্তিটী সাধিত হইলেন। সেই রাগানুগা ভক্তি ও ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েই মুখ্যা। যেহেতু "গোপ্যঃ কামাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইয়াছেন। দৈত্যগণের ও শ্রীকৃষ্ণেই দ্বেষের দ্বারা আবেশ ও সিদ্ধি প্রাপ্তি দেখা যায়। কিন্তু অন্য কোন অংশী অবতারে ও অংশাবতারে এই প্রকার আবেশ ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি দেখা যায় না। অতএব "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেই মনের অভিনিবেশ করিবার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণোপসনায় সত্বর মনের আবেশের হেতুতা আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই একাদশস্কন্ধে নিজ বিষয়ে বৈধীউপাসনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে স্থলে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বৈধী ভক্তি করিবার উপদেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণেই শ্রীগোকুলবাসীর বিশুদ্ধরাগটী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগোকুলেই অর্থাৎ গোকুলবাসীগণেই এই রাগানুগা মুখ্যতম। যে শ্রীগোকুলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই সকল গোকুলবাসীগণের পুত্রাদি ভাবেই বিলাস করিতেছেন। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ হইয়া ও কিঞ্চিন্মাত্র ভগবদাবেশ না রাখিয়া পুত্র সখা ও প্রাণপতি-রূপে বিহার করিতেছেন। যেহেতু "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" অর্থাৎ,—

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

শ্রীভগবদ্গীতায় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রকার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনানুরূপ ভজন করিয়া থাকেন, তাহা ১০।৪৪।১৪ "মল্লানামশনিঃ" এই শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন কুবলয়াপীড় নামক হস্তিটীকে দ্বারে বধ করিয়া, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন, সেই সময় মল্লগণ দেখিলেন যেন সাক্ষাৎ বজ্রই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে। সভাস্থ সভ্যগণ দেখিলেন নরশ্রেষ্ঠ। স্ত্রীগণ দর্শণ করিলেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। গোপগণ দেখিলেন আমাদের নিজজন আসিতেছে। দুষ্ট রাজবর্গ দর্শন করিল আমাদের শাসনকর্ত্তা, নিজ পিতা মাতা শিশুরূপে দর্শন করিলেন। কংস মনে করিল মৃত্যুই যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। অতত্ত্বজ্ঞ জনের নিকটে পাঞ্চভৌতিক দেহধারীরূপে, যোগীগণের নিকটে পরমতত্ব পরমাত্মারূপে, যাদবগণের নিকটে পরমারাধ্য নিজ অভীষ্টদেবরূপে, এই প্রকারে সেই সভায় যার যেমন ভাব, তেমনই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পাইয়াছিলেন। আরও শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের ইচ্ছার অনুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সে বিষয়ে ১০।১৪।২ "স্বেচ্ছাময়স্য" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ভক্তের ভগবানকে যেমন যেমন ভাবে আস্বাদন করিবার অভিলাষ হয়, তিনি তেমন তেমন ভাবে ভক্তের নিকটে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কখনও ভক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেন না। যদ্যপি তিনি স্বয়ং ভগবান বলিয়া পরম স্বতন্ত্র, তথাপি নিজভক্তের ইচ্ছার উপরে কোন প্রকার স্বাধীনতা প্রকাশ

করেন না। এই সকল প্রমাণে ভক্তকর্তৃক ভোজন, পান, স্নপন ও বীজনাদি লক্ষণ লালনপ্রাপ্তি ইচ্ছাও ভগবানের অকৃত্রিমভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীগোকুলবাসীদের সম্বন্ধে এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা শ্রীকৃষ্ণের থাকিতেই পারে। সাধারণ ভক্তি থাকিলেই শ্রীভগবান ভক্তদত্ত বস্তু আদরে আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীভগবদ্ গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমভাবেই উচ্চ ঘোষণা করিতেছেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

এই শ্লোকটী যেমন শ্রীভগবৎ গীতাতে আছে, তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮১।৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। দুই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, সখা শ্রোতা।" ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে ভক্তিভাবে সংগ্রহ করিয়া যে জন আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল সমর্পন করে, আমি সেই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ভক্তের দত্তপত্রাদিও ভোজন করিয়া থাকি।" শ্রীশুকদেব গোস্বামী ও এই ভাবটী প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রশংসা করিয়াছেন ও ১০।১৫।১৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পল্লবশয্যায় শয়ন করিলে কোন কোন ও মহাত্মাসখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিয়াছিলেন! পরম সৌভাগ্যবান কোন কোন সখা কুসুমযুক্ত বৃক্ষশাখা দ্বারা তাঁহার বীজন করিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীশুকমুনির ও যে ঐ প্রকার সেবা লাভের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যহানি ঘটে না। কারণ যখন তিনি ভক্তাধীন হইয়া নিজের ভগবত্তা বিস্মৃত হয়েন, তখনই তাঁহার অন্যত্র পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বসমর্থ শ্রীভগবানের ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্বভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যেমন যখনই শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকর্তৃক রজ্জুতে আবদ্ধ, তখনই তিনি যমলার্জ্জুনকে মোক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বে ও শ্রীব্রজেশ্বরীবশ্যতাকেই শ্রীশুকমুনি বন্দনা করিয়াছেন। "এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ" ইত্যাদি ১০।৯।১৪ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন, শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তগণকে এই দামবন্ধনাদি লীলা দ্বারা নিজভক্তবশ্যতাই সম্যকরূপে দর্শন করাইয়াছেন। এই প্রকার সেই ভক্তবশ্যতা স্বভাবকে শ্রীশুকমুনি বহুস্থানে প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব অদ্যাপি যে সকল ভক্ত সেই ব্রজবাসীজনের রাগের অনুগত হইয়া ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের ও শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনত্বাদি মাত্র ধর্ম্মের সহিত উপাসনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে উপাসনা ব্রজরাগানুগীয় ভক্তের পক্ষে বিরুদ্ধ। যেমন গোবর্দ্ধনধারণ লীলায় বিস্ময় প্রাপ্ত গোপগণের প্রতি স্বয়ং ভগবানই শ্রীবিষ্ণু পুরাণে বলিয়াছেন,—"যদি তোমাদের আমার প্রতি প্রীতি থাকে, আর আমি যদি তোমাদের আদরণীয় হই, তাহা হইলে আমার প্রতি নিজবন্ধুসদৃশ বুদ্ধি কর। কোথাও বা "তাহা হইলে হে বান্ধবগণ? আমার প্রতি নিজবন্ধুসদৃশী পূজাই করিবে," এইরূপ অর্থসূচক পাঠও দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছিলেন, আমি দেবতা নহি, গন্ধর্ব্ব নহি, যক্ষ নহি, দানব নহি। আমি তোমাদেরই বান্ধব তোমাদের কুলে জন্মিয়াছি। আমাকে ইহা ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করিও না।১০।৩।৪৫ শ্লোকে শ্রীবসুদেব দেবকী প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান ছিল বলিয়া "তোমরা আমাকে পুত্রভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে নিয়ত চিন্তা করিতে করিতে নিজ পরম অভীষ্ট আস্বাদন পাইবে" এই প্রকারে শ্রীভগবানের দুই প্রকার অনুমতি দেওয়া আছে। তাঁহাদের পৃশ্নি, সুতপা কশ্যপ, অদিতি পূর্ব্ব জন্মেও তপঃ আদিপ্রধানা ভক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব শ্রীব্রজেশ্বরীর পুনরায় অর্থাৎ একবার জৃম্ভা পরিত্যাগ সময়ে অঙ্কেশায়িত শ্রীকৃষ্ণবদনে বিশ্ব দর্শন, দ্বিতীয়বার মৃদ্ভক্ষণ অভিযোগে শ্রীকৃষ্ণমুখে বিশ্বদর্শনরূপ বৈভবের প্রশংসা না করিয়া পুত্রস্নেহময়ী কৃপারই অপর নাম মায়াকেই বহু বলিয়া মনে করতঃ; এবং সেই শ্রীব্রজেশ্বরীর মত সৌভাগ্য শ্রীবসুদেব দেবকীর নাই, এই প্রকারে বিশেষরূপ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতঃ শ্রীব্রজেশ্বরীর এবং শ্রীব্রজেশ্বরের তাদৃশ বাল্যলীলায় উচ্ছলিত পুত্রভাবের সহিত বিরাজমান সৌভাগ্যকে মহারাজ পরীক্ষিত অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন ভাঃ।১০।৮।৪৬ এবং ৪৭ এই দুইটী শ্লোকে,—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥
পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং পুত্রোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে সর্ব্ববেদতত্ত্বজ্ঞ! মহারাজ নন্দ এমন কি শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছিলেন, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার পুত্রস্নেহের অতুলনীয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন? শ্রীনন্দ মহারাজ হইতেও শ্রীযশোদার ভাগ্যও অতিশয় অধিক; যেহেতু শ্রীহরি তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছিলেন। লোকশাস্ত্রবিখ্যাত পিতামাতা শ্রীবসুদেব দেবকী পুত্রের এতাদৃশ বাল্যচরিত্র অনুভব করেন নাই। অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রমুখ মহানুভব আপনারা যে বাল্যলীলা-সুধা পরম আবেশসহকারে গান করিতেছেন; যাহা শ্রবণ করিলে বহির্ম্মুখজনেরও শ্রীভগবানে বহির্ম্মুখতা দোষ নিবৃত্ত হইয়া প্রীতির উদয় হইয়া থাকে।" এই প্রকারে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ ভাবের প্রশংসা করিয়াছেন। নিখিলমুনিগণমুকুটমণি শ্রীশুকদেব ও শ্রীলব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর ঐশ্বর্য্যগন্ধশূন্য বিশুদ্ধ-বাৎসল্যপ্রেমই "এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রশংসা করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে শ্রীবসুদেব দেবকীকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীনারদ ও সাধক-গণের প্রতি "দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ" ইত্যাদি ১১।৫।৪৩ শ্লোকে বলিয়াছিলেন,—"হে শ্রীবসুদেব! অন্যান্য ভাগবতগণ শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপ ভাগবতধর্ম্মের দ্বারা যেমন চিত্তশুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, তোমাদের সেইপ্রকার ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের আবশ্যকতা নাই; যেহেতু দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন প্রভৃতির দ্বারা অনবরত শ্রীকৃষ্ণে পুত্রস্নেহ করিতেছ যে তোমরা, সেই তোমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা সম্যক শোধিত হইয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই পুত্রস্নেহেই ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বস্ব নিষ্পত্তি হইয়াছে।" শ্রীধরস্বামীপাদ টীকাতে এইরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ "মাপত্যবুদ্ধিমকুথাঃ" ইত্যাদি ১১।৫।৫০ শ্লোকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধি করিও না, এই স্থানেও পূর্ব্ববর্ণিত পুত্রস্নেহের অবিরোধেই টীকাতে এইপ্রকার অবতারণা করিয়াছেন ঃ—যথা, যদি পুত্রস্নেহই মোক্ষহেতু হয়, তবে সকলেই মুক্ত হইবে? তাহারই উত্তরে কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তাঁহাকে অপত্যরূপে প্রাপ্ত হইলেও, এবং তিনিও অপত্যভাবনার বশীভূত হইলেও, তাঁহার স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্য্য অধিকরূপেই আছে। অর্থাৎ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনিও তোমাদের পুত্রস্নেহের বশীভূত, তথাপি অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা শক্তির মত শ্রীভগবানের অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। অতএব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পুত্রাদিময় স্নেহ মোক্ষ হেতু দেহাভিমানী জীব সর্ব্বথা মায়াধীন বলিয়া পুত্রাদির প্রতি পুত্রস্নেহ প্রভৃতি মোক্ষহেতু না হইয়া, মায়াময় বন্ধনহেতুই হইয়া থাকে। অথবা "মাপত্যবুদ্ধিমকুথাঃ" এই স্থানে 'মা' এই অব্যয়ের যোগে 'অকুথাঃ' এই অড়াগম হওয়া অসঙ্গত হইলেও, আর্ষ অর্থাৎ ঋষিবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু 'অকুথাঃ' এই অকারটী নিষেধবাচী। যেহেতু শব্দকোষে অভাবার্থে ন, হ্ন, নো, নেতি এই সকল শব্দপ্রয়োগ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 'মা' এই পদটী নিষেধবাচী এবং 'অকুথাঃ' পদের অকারটীও নিষেধবাচী বলিয়া, "দ্বৌ নঞৌ স্বীকৃতার্থং দ্যোতয়তঃ" এইরূপ উল্লেখ থাকায় অর্থাৎ দুইবার নিষেধবাচীপদে স্বীকৃতি অর্থই প্রতীতি করায় বলিয়া এ স্থলে "হে বসুদেব দেবকী! সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে তোমরা সর্ব্বথা পুত্রবুদ্ধিই কর" এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবানকে ভগবান বলিয়া জানা বা না জানার প্রতি আদর না রাখিয়া কেবল রাগানুগাভক্তিরই অনুষ্ঠান করা প্রশস্ত; "জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যেবৈ মাম্" ইত্যাদি ১১।১১।৩৩ শ্লোকার্থের মর্ম্মে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে! অতএব শ্রীগোকুলেই রাগাত্মিকা ভক্তির ঐশ্বর্য্যজ্ঞানগন্ধশূন্য পুত্র, সখা, কান্তভাবে বিশুদ্ধরূপে আছে বলিয়া সেই রাগাত্মিকার অনুগা ভক্তিই মুখ্যতম একথা পূর্ব্বে সুন্দরই বলা হইয়াছে।

তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে অন্যত্র বিশুদ্ধরাগাত্মিকার সম্ভাবনা নাই বলিয়া রাগানুগামাহাত্ম্য দৃষ্টিতেই হউক, অথবা শ্রীভগবানের পূর্ণ ভগবত্তা দৃষ্টিতেই হউক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মাহাত্ম্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যেও শ্রীগোকুললীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ভজনের মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণভজনমাত্রের মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমেই শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ১।২।৫ শ্লোকে বলিয়াছিলেন, "হে মুনিগণ! আপনাদের কর্ত্তৃক আমি অতি পবিত্রবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াছি. এই জিজ্ঞাসাটীই লোকমঙ্গলজনক; যেহেতু আপনারা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্নতা লাভ করে।" সেই প্রসঙ্গে এইরূপ বলা কর্ত্তব্য যে: পূর্ব্বে মুনিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে কি উপায়ে মন প্রসন্নতা লাভ করে, এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীসূতগোস্বামী কিন্তু তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নেরই মনঃ-শুদ্ধির হেতুতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ মানব মাত্রের সেইটী পর ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয় হয় ইত্যাদি ১।২।৬ শ্লোকোক্ত প্রকারে তাহার পরে উল্লিখিত প্রকরণে, যেমন অতিশয় প্রযত্নে কর্ম্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিতে নিষ্ঠা পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হইলে, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি ভগবদবতারের ভজনের চিত্তশুদ্ধির হেতুতা উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণভজনের কিন্তু সেই প্রকার নহে। এই প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য এই যে, অন্য ভগবৎস্বরূপের ভজন করিতে যতদিন পর্য্যন্ত নিষ্ঠা ভক্তির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মনের প্রসন্নতা ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণভজনে কিন্তু কথা প্রশ্নেই চিত্তের প্রসন্নতা হইয়া থাকে। "যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নঃ যেনাত্মা সুপ্রসীদতি" এই শ্লোকার্থে এই প্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব অন্য ভগবৎস্বরূপের কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিরও ফল শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশ, ইহাই ২।৮।২ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকমুনিকে বলিয়াছেন;—"হে মহাভাগ! অদ্ভুতপ্রভাব শ্রীহরির লোকসুমঙ্গলা কথা কীর্ত্তন করুন। যে প্রকারে কীর্ত্তন করিলে আমি সর্ব্বাংশী অর্জ্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণে নিঃসঙ্গ মন অভিনিবেশ করিয়া এই কলেবর ত্যাগ করিব।" এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে অন্য ভগবৎ কথা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণচরণে মনের অভিনিবেশ ঘটে ইহাই উল্লেখ করা হইল ॥৩২৫॥

তথা শ্রীমদুদ্ধবসংবাদান্তে চ যথা। তত্র যদ্যপি পূর্ব্বাধ্যায়সমাপ্তৌ উক্তায়া জ্ঞানযোগচর্য্যায়া ভক্তি-সহভাবেনৈব স্বফলজনকত্বং শ্রীভগবতোক্তং, তথাপি তাং জ্ঞানযোগচর্য্যামংশতোঽনঙ্গীকুর্ব্বতা পরমৈ-কান্তিনা শ্রীমদুদ্ধবেন, সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যা-মনাত্মনঃ। যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ॥ ইত্যত্র স্ববাক্যে তস্যা দুষ্করত্বেন প্রায়ঃ ফলপর্য্যবসায়িত্বাভাবেন চোক্তত্বাৎ, শুশ্রূষমানায়া ভক্তেস্তু সুকরত্বেনাবশ্যক-ফলপর্য্যবসায়িত্বেন চাভিপ্রেতত্বাৎ, তদ্ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি স্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং তাং জ্ঞানযোগচর্য্যামনাদৃত্য ভক্তিমেবাপি কুর্ব্বাণস্তত্র শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব ভক্তিং তাদৃশাস্তু জ্ঞানযোগাদিফলানা-দরেণৈব কুর্ব্বন্তীতি পুনরাহ চতুর্ভিঃ — অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচনে। সুখং নু বিশ্বেশ্বরযোগকর্ম্মভিস্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥৩২৬॥

যস্মাদেবং কেচন বিষীদন্তি অথাতঃ অতএব যে হংসাঃ সারাসারবিবেকচতুরাঃ তে তু সমস্তানন্দ-পরিপুরকং পদাম্বুজমেব নু নিশ্চিতং সুখং যথা স্যাত্তথা শ্রয়েরন্ সেবন্তে। পদাম্বুজস্য সম্বন্ধিপদা-নুক্তিঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যমানতদীয়পদাম্বুজাভিব্যঞ্জনার্থা। অমী চ শুদ্ধভক্তা যোগকর্ম্মভিস্ত্বন্মায়য়া চ বিহতাঃ কৃতভক্ত্যনুষ্ঠানান্তরায়া ন ভবন্তি। যতো ন চ মানিনঃ তে মানিনোঽপি ন ভবন্তি। পুরুষার্থসাধনে

ভগবতো নিরুপাধিদীনজন কৃপায়া এব সাধকতমত্বং মন্যন্তে ন যাগিপ্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নস্যেত্যর্থঃ। এবম্ভূ তস্য ভক্তস্য জ্ঞানযোগীদীনাং যৎ ফলং তন্মাত্রং ন কিন্তন্মহদেবেত্যাহ — কিঞ্চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো দাসেম্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্। যোঽরোচয়ৎ সহমৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥৩২৭॥

অশেষবন্ধো দাসেম্বনন্যশরণেষু। যদ্ব অশেষাণাম্ অসুরপর্য্যন্ত নাং যো বন্ধুর্মোক্ষাদিদানৈর্নিরুপাধিহিতকারী, হে তথাভূত। তবৈতৎ কিং চিত্রম্। যৎ অনন্যশরণেষু জ্ঞানযোগকর্ম্মাদ্যনুষ্ঠান বিমুখেষু দাসেষু শুদ্ধভক্তেষু বলিপ্রভৃতিষু আত্মসাত্ত্বং তেষাং য আত্মা তদধীনত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদি। তস্য তব তথাভূতেষু ন জাতিগুণাদ্যপেক্ষা চেত্যন্তরঙ্গলীলায়ামপি দৃশ্যতে ইত্যাহ য ইতি। সহেতি সহভাবং সখ্যমিত্যর্থঃ। মৃগৈ র্বৃন্দাবন চারিভিঃ। স্বয়ন্তু কথম্ভূতোঽপি ঈশ্বরাণামিত্যাদিলক্ষণোঽপি। ঈশ্বরাঃ শ্রীশিবব্রহ্মাদয়ঃ। জ্ঞানযোগাদিপরমফলরূপাপি যা মুক্তিস্তাং দৈত্যেভ্যো দদসি। পাণ্ডবাদিসখ্যদৌত্যবীরাসনাদিস্থিতিবৎ দাসানান্তু স্বয়মধীনো ভবসি। অত এবম্ভূতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তব ভক্তির্মুখ্যেতি ভাবঃ। ফলিতমাহতং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু। কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়ে নু ভূত্যৈ কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥৩২৮॥

তমেবংভূতং ত্বাং স্বকৃতবিৎ প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণমিত্যাদি শ্রীকপিলদেবোপদেশতঃ স্বসৌন্দর্য্যাদিস্ফূর্ত্তিলক্ষণং স্বস্মিন্ কৃতং ত্বদীয়োপকারং যো বেত্তি স কো নু বিসৃজেৎ তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ইতি তদুপদিষ্টাধিকারিবিশেষবৎ পরিত্যজেৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যস্ত্যজতি স কৃতঘ্ন এবেতি ভাবঃ। কথম্ভূতং ত্বাম্? স্বরূপত এবাখিলানামাত্মনাং দয়িতং প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠম্ ঈশ্বরঞ্চেত্যাদি। তথা, নু বিতর্কে ত্বদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি দেবতান্তরং ধর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনং ভূত্যৈ ঐশ্বর্য্যায় সংসারস্য বিস্মৃতয়ে মোক্ষায় বা কো ভজেৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্মাকন্তু তত্তৎ ফলমপি ত্বদ্ভক্তেরেবান্তর্ভূতমিত্যাহ, কিঞ্চেতি। বা শব্দেন তত্রাপ্যনাদরঃ সূচিতঃ। তদুক্তং, যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসেত্যাদি। ননু কথং তত্তৎ ফলমপি বিসৃজতি, ন তু মাং, কিম্বা মম কৃতং, তত্রাহ—নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥৩২৯॥

হে ঈশ্বর, কবয়ঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্য্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। তব কৃতমুপকারঃ ঋদ্ধমুদঃ উপচিতত্বদ্ভক্তিপরমানন্দাঃ সন্তঃ স্মরন্তঃ। অপচিতিং প্রত্যুপকারমানৃণ্যমিতি যাবৎ তাং ন উপযন্তি পশ্যন্তি। তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। কৃতমাহ, যো ভবান্ তণুভৃতাং তৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সফলতনুধারিণাং বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ অন্তশ্চৈত্যবপুষা চিত্তস্ফুরিত ধ্যেয়াকারেণ অশুভং ত্বদ্ভক্তিপ্রতিযোগি সর্ব্বং বিধুন্বন্ স্বগতিং স্বানুভবং ব্যনক্তীতি ॥১১।২৯॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ

॥৩২৬ ৩২৯॥

শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ১১শ স্কন্ধে যে সংবাদ হইয়া ছিল, তাহার মর্ম্মার্থে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্ববর্ণিত অভিপ্রায়ই দেখা যায়। সেই প্রসঙ্গে যদ্যপি ১১।২৮।৪৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও যোগচর্য্যার সহিত ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারাই নিজ নিজ সাধনের ফলজনকত্ব দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ জ্ঞান সাধনই হউক বা যোগ-

সাধনই হউক, যদি ভক্তিযোগের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা ফলজনক হইয়া থাকে। ভক্তি সাহচর্য্য শূন্য কেবল জ্ঞান বা যোগ ফল প্রদানে অসমর্থ। তথাপি পরম ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় সেই জ্ঞান ও যোগ-চর্য্যার কোন অংশই স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—

সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো নিগ্রহকর্ষিতাঃ॥ ১১।২৯।১।২

"হে অচ্যুত! অসংযতচিত্ত সাধকের পক্ষে এই যোগ-মার্গের অনুষ্ঠান সুদুশ্চর বলিয়া মনে করি। তাই অপ্রয়াসে যাহাতে সাধক সিদ্ধি লাভ করে, সেই উপায় সহজবোধ্যরূপে আমাকে বলুন।" সেই যোগানুষ্ঠান যে সুদুশ্চর, তাহাই দেখাইয়া বলিতেছেন "হে কমললোচন! প্রায়শঃ যোগীগণ মন নিগ্রহ করিতে প্রচুরতর ক্লেশই লাভ করিয়া থাকে যেহেতু মন নিগ্রহ হয় না। কোন প্রকারে মন নিগ্রহ হইলেও, প্রচুরতর শ্রান্ত হইয়া পড়ে।" শ্রীউদ্ধবের এই নিজবাক্যে সেই যোগশ্চর্য্যার দুষ্করত্ব এবং প্রায়শঃ ফলে পর্য্যবসান হয় না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ যে ভক্তির কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভক্তির সুকরত্ব এবং অবশ্যই ফলপ্রাপ্তিত্বরূপে অভিপ্রেত বলিয়া শ্রীহরিভক্তিই করা কর্ত্তব্য, শ্রীমান্ উদ্ধব এই প্রকার নিজের অভিপ্রায় ও দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত হেতু জ্ঞান যোগচর্য্যার প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা ভক্তিই অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা কিন্তু জ্ঞানযোগাদি ফলের প্রতি আদর না রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ তোমারই চরণে ভক্তি করিয়া থাকেন। পুনরায় চারিটী শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন।

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বরযোগকর্ম্মভি—
স্তন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ॥ ১১।২৯।৩॥

"হে অরবিন্দলোচন! যেহেতু জ্ঞানযোগচর্য্যা অনুষ্ঠানে কেহ কেহ বিষাদ প্রাপ্ত হয়; অতএব যাঁহারা হংস অর্থাৎ সারাসারবিচারে চতুর, তাঁহারা কিন্তু সমস্ত আনন্দপরি-পূরক তোমার পদাম্বুজ পরমসুখে নিশ্চিন্তভাবে সেবা করিয়া থাকেন।" এস্থলে মূলশ্লোকে কেবল পদাম্বুজ শব্দই উল্লেখ করা আছে, কিন্তু কাহার পদাম্বুজ, সেই সম্বন্ধিপদের উল্লেখ নাই। তাহার কারণ শ্রীমান্ উদ্ধবমহাশয় শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল সাক্ষাৎ দেখিতেছেন বলিয়া সম্বন্ধিপদের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই সকল শুদ্ধভক্ত-গণ যোগ কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা এবং তোমার মায়ার দ্বারা ও কখনও বিহত হয়েন না; অর্থাৎ ভক্তিঅনুষ্ঠানে কোন বাধায় বাধিত হয়েন না। যদ্যপি তাঁহারা সর্ব্বোত্তম স্বয়ং ভগবান তোমাতে সর্ব্বসাধন চূড়ামণি বিশুদ্ধ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তথাপি তাঁহারা অভিমানী হয়েন না। কারণ তাঁহারা পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে শ্রীভগবানের নিরুপাধি দীন-জনপ্রতি কৃপাকেই সাধকতম বলিয়া মনে করেন। যোগী প্রভৃতির ন্যায় নিজের পুরুষকারকে পুরুষার্থ অর্থাৎ ফল-প্রাপ্তির সাধক বলিয়া মনে করেন না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকেই সর্ব্বফলসাধক বলিয়া সুদৃঢ় নিশ্চয় করিয়া থাকেন। এই প্রকার বিশুদ্ধ ভক্তের জ্ঞান যোগাদিসাধন করিলে যে ফল লাভ হয়, কেবল মাত্র সেই ফলই লাভ হয় তাহা নহে, কিন্তু অন্য মহৎ ফলও লাভ হইয়া থাকে, ইহাই উদ্ধবমহাশয় বলিতেছেন,—

কিঞ্চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহমৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতট পীড়িত পাদপীঠঃ॥ ১১।১৯ ৪॥

"হে অশেষবন্ধো। অর্থাৎ অনন্যশরণ দাসমাত্রের বন্ধু; অথবা অশেষ অর্থাৎ অসুর পর্য্যন্তের মোক্ষাদিদানে নিরুপাধিহিতকারী বন্ধু! যাহারা জ্ঞানযোগকর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানে বিমুখ, সেই সকল শুদ্ধভক্ত বলি প্রভৃতিকে যে আত্মদান অর্থাৎ নিজের শ্রীবিগ্রহটী তাহাদের অধীন কর, এটী তোমার সম্বন্ধে কিছু বিচিত্র নহে। যেহেতু

তোমারই শ্রীমুখের বাণীতে, অষ্টাঙ্গ যোগ, আত্ম অনাত্মবিবেকরূপ সাংখ্য, এবং চারিটী বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম আমাকে সাধিতে পারে না, একমাত্র ভক্তিই আমাকে বশীভূত করিতে সমর্থা। 'ন সাধয়তি মাং যোগঃ' এই ১১।১৪।২০ শ্লোকে এইরূপই অর্থপ্রকাশ পাইয়াছে। যাহারা জ্ঞান কর্ম্মাদি সাধনে অনাদর করিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ ভক্তিরই আদর করে, তাহাদের জাতিগুণাদি কিছুমাত্র অপেক্ষা তোমার থাকে না। অন্তরঙ্গ লীলাতেও বৃন্দাবনেবিচরণশীল মৃগগণের সহিত যে তুমি সখ্যবিধান করিয়াছ, স্বয়ং কিন্তু শ্রীশিবব্রহ্মা প্রভৃতি ঈশ্বরগণের শোভাযুক্ত কিরীটের অগ্রভাগের দ্বারা পূজিতপাদপীঠ। যে মুক্তিটী জ্ঞানযোগাদিসাধনের পরম ফলরূপা, সেই মুক্তিটী দৈত্যপ্রভৃতিকেও দান কর। পাণ্ডবাদির সম্বন্ধে যে তুমি সখ্য দৌত্য ও বীরাসনাদিরূপে অবস্থিত হইয়াছিলে, অকিঞ্চন দাসভক্তগণের সম্বন্ধে সেইরকমই নিজে অধীন হইয়া থাক। অতএব এবম্ভূত তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই ভক্তি মুখ্যা, শ্লোকের এইপ্রকার অভি-প্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে।"

এইক্ষণ এইপ্রকার নিষ্কিঞ্চনভাবে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের সেই ভজনের ফলটী বলিতেছেন,—

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়ে নু ভূত্যৈ
কিংবা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ॥১১।২৯।৫

"সেই পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ অশেষবন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্‌জন অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে? বিশেষতঃ যে জন অন্তর্য্যামিভাবে তোমার কৃত উপকার জানে, সে জন কি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে? যে তুমি বলি প্রভৃতিকে সাক্ষাৎরূপে আত্মদান করিয়াছ, সেই তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া, সকলেই তোমার চরণে একান্ত-ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীকপিলদেবের উপদেশে "প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্" ৩।২৮।১৩ এইরূপে যে তোমার নিজসৌন্দর্য্যাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, এই সংসার মধ্যে কোন্ জন সেই পরমসুন্দর তোমাকে, মুমুক্ষুব্যক্তি যেমন শ্রীকপিলদেব কথিত "তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈ র্বিযুঙ্‌ক্তে" ৩।২৮।৩৪ অর্থাৎ মুমুক্ষাদোষ-দুষ্টচিত্তরূপ বড়িশ ধীরে ধীরে সেই পরম সুন্দর শ্রীভগবান হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে, এই উপদিষ্ট অধিকারী বিশেষের মত তেমন পরিত্যাগ করিতে পারে?" বস্তুতঃ কেহই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে জন ত্যাগ করে, সে জন যে অত্যন্ত কৃতঘ্ন, সে বিষয়ে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। তিনি কেমন, তাহাই পরিচয় করাইতে-ছেন। স্বরূপতঃই অখিল আত্মার দয়িত অর্থাৎ প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর। তেমনই শ্লোকোক্ত নু অব্যয়টী বিতর্ক অর্থে; তোমা ভিন্ন কোন দেবতান্তরকে অথবা ধর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনকে ঐশ্বর্য্যের জন্য অথবা সংসার বিস্মৃতিরূপ মোক্ষের জন্যই বা কোন্‌জন আশ্রয় করে? ফলতঃ কেহই আশ্রয় করিতে পারে না। আমাদের কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্যাদি ফলও তোমার ভক্তিরই অন্তর্ভূত ইহাই বলিতেছেন। "কো বা" এই মূলশ্লোকে বা শব্দ উল্লেখের দ্বারা, যদ্যপি সেই ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভক্তিরই অন্তর্ভূত, তথাপি আমরা সেই সকল ফলের প্রতি কিছুমাত্র আদর রাখি না, ইহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীভগবদুক্তিতেও ১১।২০।৩২ শ্লোকে এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা তপস্যার দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্যের দ্বারা যাহা যাহা ফল লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ প্রভাবে সুখে সেই সমস্ত ফল লাভ করিয়া থাকে।" "হে উদ্ধব! কেমন করিয়া সেই ভক্ত ঐশ্বর্য্যাদি ফলও ত্যাগ করে, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করে না? আমিই বা কি উপকার করি?" তাহারই উত্তরে শ্রীউদ্ধব বলিলেন,

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্ব হিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্যচৈত্ত্য বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥১১।২৯।৬॥

"হে ঈশ্বর! কবি সর্ব্বজ্ঞগণ ব্রহ্মতুল্য আয়ুলাভ করিয়াও অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তোমার ভজন করিয়াও এবং

তোমার ভজনজনিত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া তোমার কৃত উপকার স্মরণ করতঃ, অপচিতি অর্থাৎ তোমার কৃত উপকারের প্রত্যুপকাররূপ ঋণমুক্তি দেখে না। অতএব তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।" তোমার কৃত উপকারটী কি, তাহাই বলিতেছেন, "যে আপনি তনুভৃৎ অর্থাৎ সকলদেহধারীরই তোমার একান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া দেহধারীমাত্রেরই বাহিরে আচার্য্য বপুঃ অর্থাৎ গুরুরূপে, এবং অন্তরে চৈত্যবপুঃ অর্থাৎ চিত্তে স্ফূরিত ধ্যেয় ভগবদাকারে তোমার ভক্তিবিরোধী সমস্ত অশুভ বিনাশ করত, নিজ অনুভব বিস্তার করিয়া থাক ॥৩২৮—৩২৯॥

তথৈব স্বভক্তেরতিশয়িত্বং শ্রীভগবানপি তদন্তরমুবাচ। তত্র চ তাদৃশান্ প্রতি শুদ্ধাং স্বভক্তিং হন্ত তে কথয়িষ্যামীত্যাদি চতুর্ভিরুক্ত্বাপ্যতাদৃশান্ প্রতি চ করুণয়া স্বভজনপ্রবর্ত্তনার্থমন্যদ্বিচারিতবান্ চতুর্ভিঃ। যতঃ প্রায়শো লোকাঃ স্পর্দ্ধাদিপরাঃ কথঞ্চিদন্তর্মুখত্বেঽপি সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপত্বদ্ভজনমাত্রজ্ঞানিন ইত্যালোচ্য কৃপয়া তেষাং স্পর্দ্ধাদীন্ ঝটিতি দূরীকর্ত্তুং স্বস্মিন্নেবান্তর্মুখীকর্ত্তুঞ্চ বিষ্টভ্যাহমিদম্ কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিত্যাদ্যুক্ততদন্তর্য্যামিরূপস্বাংশস্য ভজনস্থানে স্বভজনমুপদিষ্টবান্। যথা;—মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

টীকা চ—অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ মামিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বভূতেম্বাত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামেব ঈক্ষেতেত্যেষা। কথম্ভুতমীশ্বরং, বহিরন্তঃ পূর্ণমিত্যর্থঃ। তৎ কুতঃ, অপাবৃতম, অনাবরণং; তদপি কুতঃ, যথা খম্ অসঙ্গত্বাদ্ বিমুখত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অত্র মামেবেতি শ্রীকৃষ্ণরূপমেবেক্ষেত, নতু কেবলান্তর্য্যামিরূপমিত্যভিপ্রায়েণৈবান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহেতি ব্যাখ্যাতম্। ততশ্চ, ইতি সর্ব্বাণি-ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে। সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ। ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে। অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ৩৩১ ॥

কেবলং জ্ঞানং অন্তর্য্যামিদৃষ্টিমাশ্রিতোঽপি। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন তেষু মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য যো ভাবঃ অস্তিত্বং তদ্বিশিষ্টতয়া মন্যমানঃ সভাজয়ন্ পণ্ডিতো মতঃ। মদ্দৃষ্ট্যা ব্রাহ্মণাদিষু সমদৃক্ সমং মামেব পশ্যতীতি। ততশ্চ নরেষ্বভীক্ষ্মমিত্যাদিনা তাদৃশস্বোপাসনাবিশেষস্য ঝটিতি স্পর্দ্ধাদিক্ষয়লক্ষণং ফলমুক্ত্বা বিসৃজ্যেত্যাদিনা তথাদৃষ্টিসাধনং সর্ব্বনমস্কারমুপদিশ্য যাবদিত্যাদিনা তাদৃশোপাসনায়া অবধিঞ্চ সর্ব্বত্র স্বতঃ স্বস্ফুর্ত্তিমুক্ত্বা সর্ব্বমিত্যাদিনা নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ ব্রহ্মবাদিভিঃ ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতা ইতি প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে তট্টীকায়াঞ্চ তস্য ভগবতঃ প্রতিপদনব্যস্ফুর্ত্তিরেব ব্রহ্মেতীতি যদুক্তং তদেব তৎফলমিত্যুক্ত্বা। যদ্বা কথমস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতীতি যদুক্তং তদেব তৎফলমিত্যুক্ত্বা। যদ্বা কথমস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতীতি গোপালতাপনীপ্রসিদ্ধব্রহ্মেত্যভিধাননরাকৃতিপরব্রহ্মরূপস্ফুর্ত্তিস্তৎফলমিত্যুক্ত্বা তেনৈব তাদৃশোপাসনাং সর্ব্বাদ্ধমপি প্রশংসতি—অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম। মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৩২ ॥

সর্ব্বকল্পানাং সর্ব্বোপায়ানাং সধ্রীচীনঃ সমীচীনঃ। মদ্ভাবো মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য ভাবনা। এতচ্চ শ্রীকৃষ্ণভজনস্যান্তর্য্যামিভজনাদপ্যাধিক্যং শ্রীগীতোপসংহারানুসারেণৈবোক্তম্। তথাহি ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং

শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ইতি। অত্র চ গুহ্যং পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং জ্ঞানং, গুহ্যতরমন্তর্য্যামিজ্ঞানং, সর্ব্বগুহ্যতরং তন্মনস্ত্বাদিলক্ষণং তদেকশরণত্বলক্ষণঞ্চ তদুপাসনমিতি সমানম্। এবং শ্রীগীতাস্বেব নবমাধ্যায়েঽপি, ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিত্যাদিনা বক্ষ্যমানার্থং প্রশস্য, শ্রীকৃষ্ণরূপস্বভজনশ্রদ্ধাহীনান্ নিন্দন্ তচ্ছ্রদ্ধাবতঃ প্রশস্তবান্ স্বয়মেব। যথা—অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়মিতি॥ মাম্ অব অনাদরেণ মানুষীং তনুমাশ্রিতং জানন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামিভজনাদপ্যুত্তমত্বেন তদনন্তরঞ্চ সর্ব্বগুহ্যতমমিত্যত্র সর্ব্বগ্রহণাৎ সর্ব্বত উত্তমত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধে তদবতারান্তরভজনাৎ সুতরামেবোত্তমতা সিধ্যতি। অথ তামেব কৈমুত্যেনাপ্যাহ—যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ। অত্রায়াসোঽনিরর্থঃ স্যাদ্‌ ভয়াদেরিব সত্তমঃ॥৩৩৩॥

ময়ি মদর্পিতত্বেন কৃতো যো যো ধর্ম্মো বেদবিহিতঃ স স যদি নিষ্ফলায় ফলাভাবায় কল্প্যতে ফলকামনয়া নার্প্যত ইত্যর্থঃ তদা তত্র তত্রায়াসঃ শ্রান্তিঃ অনিরর্থঃ স্যাৎ ব্যর্থো ন ভবতি। নিষ্ফলায়েতি বিশেষণং ফলভোগাদিরূপতদ্ভক্ত্যন্তরায়াভাবেন অনিরর্থতাতিশয়তাৎপর্য্যম্। তত্রানিরর্থত্বে কৈমুত্যেন শ্রীকৃষ্ণলক্ষণস্য স্বস্য অসাধারণভজনীয়তাব্যঞ্জকো দৃষ্টান্তঃ, ভয়াদেরিবেতি। যথা কংসাদৌ মৎসম্বন্ধমাত্রেণ ভয়াদেরপ্যায়াসো নিরর্থো ন ভবতি মোক্ষসম্পাদকত্বাদিত্যর্থঃ। অথ শ্রীমদুদ্ধববৎ শ্রীকৃষ্ণৈকানুগতানাং সাধনত্বে সাধ্যত্বে চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ এব পরমোপাদেয় ইত্যাহ—জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে। যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ॥৩৩৪॥

জ্ঞানাদৌ যাবান্ ধর্ম্মাদিলক্ষণশ্চতুর্ব্বিধোঽর্থঃ তাবান্ সর্ব্বোঽপি অহমেব। তত্র জ্ঞানে মোক্ষঃ কর্ম্মণি ধর্ম্মঃ কামশ্চ যোগে নানাবিধসিদ্ধিলক্ষণো লৌকিকঃ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে চ নানাবিধলৌকিকশ্চার্থ ইতি চতুর্ব্বিধত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥১১।২৯॥ শ্রীভগবান্ ॥৩৩০—৩৩৪॥

শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের এই প্রকার প্রার্থনার পর শ্রীভগবান ও নিজভক্তির শ্রেষ্ঠতা শ্রীউদ্ধববর্ণিত প্রকারেই বলিয়াছেন। তন্মধ্যেও শ্রীউদ্ধব প্রভৃতির মত ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি "হন্ত তে কথয়িষ্যামি" ১১।২৯।৮ ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে বিশুদ্ধ নিজভক্তির কথা বলিয়াও যাহারা তাদৃশ ঐকান্তিক ভক্ত নহে, তাহাদের প্রতি ও করুণায় নিজ ভজনে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য চারিটী শ্লোকের দ্বারা অন্য কিছু বিচারও করিয়াছেন। যেহেতু প্রায়শঃ লোকসমূহ স্পর্দ্ধাদিনিষ্ঠ, কোন প্রকারে অর্থাৎ সাধুসঙ্গপ্রভাবে ভগবদন্তর্মুখতা হইলেও "সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপ তোমাকেই ভজন করিতে হইবে" এইমাত্র জ্ঞানশালী হইয়া থাকে, এই প্রকার আলোচনা করিয়া কৃপায় সত্বর তাহাদের স্পর্দ্ধাদি দূর করিবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজের প্রতি অন্তর্ম্মুখী করিবার জন্য

গীতাশাস্ত্রে উল্লিখিত "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমি একাংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত; এইরূপে যে অন্তর্য্যামী রূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেটী শ্রীকৃষ্ণেরই একটী অংশ। সেই অংশ স্বরূপের ভজনের স্থানে নিজভজনের উপদেশ করিয়াছেন।

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়॥ ১১।২৯.১২॥

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বমীকৃত টীকার ব্যাখ্যাও এই যে, তিনটী শ্লোকেরদ্বারা অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন। সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত পরমেশ্বর আমাকেই দর্শন করিবে। এই পর্য্যন্ত শ্রীধরস্বামী পাদ-কৃতটীকার ব্যাখ্যা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,— সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত যে ঈশ্বর আছেন, সে ঈশ্বর আমিই', এইরূপ নির্দ্দেশ করায় সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী-রূপে শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টিই করিতে হইবে। সেই ঈশ্বর কি প্রকার? বাহিরে অন্তরে পূর্ণ। পূর্ণ কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, 'অপাবৃতম্' অর্থাৎ আবরণশূন্য। সেই আবরণশূন্যই বা কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন 'যথা খম্' অর্থাৎ আকাশ যেমন অসঙ্গ ও বিভু বলিয়া পূর্ণ ও অনাবৃত, তেমনই আমিও অসঙ্গ ও বিভু বলিয়া পূর্ণ ও অনাবৃত। এস্থানে সর্ব্বভূতে আমাকেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপই দেখিবে, কিন্তু কেবল অন্তর্য্যামিরূপ দেখিবে না; এই অভিপ্রায়েই শ্রীধরস্বামীপাদ 'অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ' অর্থাৎ অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। তৎপর

ইতি সর্ব্বানি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে!
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥ ১১।২৯।১৩-১৪

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—"হে উদ্ধব! কেবল জ্ঞান অর্থাৎ অন্তর্য্যামী দৃষ্টি আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে আমিই শ্রীকৃষ্ণরূপে বিদ্যমান আছি, বিশিষ্ট দৃষ্টিতে এই প্রকার মনে করতঃ, যে সকলকে সন্মান প্রদান করে, সেইজন পণ্ডিত। সর্ব্বভূতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে, পুক্কশে, স্তেনে (চোরে), ব্রাহ্মণ্যে, সূর্য্যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, অক্রূরে এবং ক্রূরে যে জন মদ্দৃষ্টিতে সম অর্থাৎ আমাকেই দর্শন করিতেছে তাহারই নাম পণ্ডিত। তৎপরে নিরন্তর সর্ব্বভূতে যেজন আমাকে ভাবনা করে, তাহার অচিরাৎ স্পর্দ্ধা, অসূয়া তিরস্কার এবং নিজের প্রতি অহঙ্কার নিশ্চয় হইয়া থাকে। এইপ্রকারে সর্ব্বভূতে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টিরূপ নিজ উপাসনাবিশেষের সত্বর স্পর্দ্ধাদিরূপ ফল উল্লেখ করিয়া, তৎপর শ্লোকে যাহারা নিজকে উপহাস করিতেছে, এবং যাহারা সখারূপে হিত অনুশীলন করিতেছে, তাহাদিগকে অর্থাৎ শত্রুমিত্র দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া, এবং যাহারা আমি উত্তম, অমুক নীচ' এই প্রকার দৃষ্টি, এবং সেই দৃষ্টিতে নীচজাতিকে প্রণাম করা জন্য যে লজ্জা, এ সমুদয় বুদ্ধিত্যাগ করিয়া কুকুর, চণ্ডাল, গরু, গাধা প্রভৃতি সকলকেই দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রণাম করিবে। ইত্যাদিরূপ উপদেশের দ্বারা সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-দৃষ্টির সাধনরূপ সর্ব্বনমস্কার উপদেশ করতঃ, 'যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণরূপী আমি বিদ্যমান আছি', এইরূপ দৃষ্টি না আইসে, ততদিন পর্য্যন্ত বাক্যমনকায় বৃত্তির দ্বারা এই প্রকার সকলকে নমস্কাররূপ উপাসনা করিবে। এইপ্রকারে সর্ব্বত্র প্রণামরূপ উপাসনারও অবধি হইতেছে সর্ব্বত্র স্বাভাবিক শ্রীকৃষ্ণস্ফুর্ত্তি ইহা উপদেশ করিয়া তৎপর শ্লোকে, 'এই প্রকার অনুষ্ঠানকারী সাধকের সর্ব্ববিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, যেহেতু তাহার সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টিজন্য যে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়, তাহার ফলে নরাকৃতি পরব্রহ্ম আমাকে দেখে বলিয়া নিখিল ক্রিয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইবে' এইরূপ বলিয়াছেন। এই উপদেশে "সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য" এই ব্রহ্মপদটী শ্রীকৃষ্ণবাচক, যেহেতু শ্রীভগবান দশপ্রচেতাঃগণকে ৪।৩০।২০ শ্লোকে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মশব্দে শ্রীভগবানকে বুঝান হইয়াছে। শ্রীভগবান প্রচেতাঃগণকে কহিলেন,— "হে প্রচেতাগণ। যে সকল পুরুষ গৃহধর্ম্মে আবিষ্ট তাহারাও যদি আমার কথায় সময় অতিবাহিত করে, তবে তাহাদের সেই গৃহ বন্ধনের কারণ হয় না। যেহেতু আমার কথা

শ্রবণে সর্ব্বস্ব ঈশ্বর আমি প্রতিপদে নূতনের মত হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকি। তবে যাহারা আমার কথা কীর্ত্তন করিবে, তাহারা ভক্তিরসিক হওয়া প্রয়োজন। যদি বল, তোমার কথা শ্রবণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কেমন করিয়া হইতে পারে? তাহারই উত্তরে কহিলেন, তোমরা যে আমাকে দর্শন করিতেছ 'এতদেব ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই আমিই ব্রহ্ম, যেহেতু যে আমাকে প্রাপ্ত হইলে কেহ মোহ অথবা শোক কিম্বা প্রাকৃত হর্ষ প্রাপ্ত হয় না।" শ্রীস্বামী পাদকৃত মূলশ্লোকের টীকায় সেই ভগবানের প্রতিপদে নব নব আবির্ভাবই ব্রহ্ম এই ব্যাখ্যায় "সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য" এই ১১।২৯।১৮ শ্লোকে প্রোক্ত ব্রহ্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝান হইয়াছে। কারণ যে ভক্ত সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণসত্তা উপলব্ধি করে, সেই ভক্তের পক্ষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কখনও ফলরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। অথবা শ্রীগোপাল-তাপনীতে উক্ত "কথমস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা" এই শ্রীকৃষ্ণা-বতারের ব্রহ্মতা কিরূপে হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণে নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিই সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শন উপাসনা ফল, শ্রীভগবান এইরূপ উল্লেখ করিয়া সেই প্রকারেই পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার উপাসনাকেই সর্ব্বোর্দ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্ কায়বৃত্তিভিঃ॥ ১১।২৯।২৯॥

সর্ব্ব কল্প অর্থাৎ সর্ব্ব উপায়ের মধ্যে এইটীই সমীচীন উপায়। সেই উপায়টী কি? তাহাই বলিতেছেন,—"মনোবাক্ কায়বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বভূতে আমায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপের ভাবনা।" শ্রীগীতার উপসংহার বাক্যা-নুসারেও অন্তর্য্যামী ভজন হইতেও শ্রীকৃষ্ণভজনের আধিক্য বলা হইয়াছে। সেই শ্রীভগবদ্গীতায় উত্থাপিত বচন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং" হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" পর্য্যন্ত ছয়টী শ্লোকে দেখান হইয়াছে। ক্রমিক্ শ্লোকব্যাখ্যা যথা—"হে অর্জ্জুন! সকল প্রাণীর হৃদয় দেশে ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। যিনি মায়াদ্বারা হৃদয়যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বপ্রাণীকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তাঁহার প্রেরণাভিন্ন কোন প্রাণী কিছুই করিতে পারে না। হে ভারত! তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বাপেক্ষাশূন্য হইয়া সর্ব্বনিয়ামকতত্ত্ব সেই পরমেশ্বরের শরণ লও। তাঁহারই প্রসাদে পরা শান্তি, এবং ধ্বংস ও উৎপত্তি শূন্য সনাতন স্থান লাভ করিবে। কাল, কর্ম্ম, মায়া, জীব সকলেই ঈশ্বরনিয়ম্য। ঈশ্বর সকলেরই নিয়ামক। নিয়ামকতত্ত্বের অনুগ্রহ বিনা কেহই পরাশান্তি লাভ করিতে পারে না। অথচ সেই সর্ব্ব-নিয়ামক তত্ত্বেও করুণা আছে। সেই করুণাটী শরণাগতি ভিন্ন কেহ লাভ করিতে পারে না। এই ত তোমার নিকটে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান বলিলাম। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে জ্ঞান উপদেশ করিয়াছি, সেই জ্ঞানটী গুহ্য অন্তর্য্যামী জ্ঞান গুহ্যতর, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" এই শ্লোকে উক্ত জ্ঞানটী সর্ব্ব গুহ্যতম। এই ত তোমার নিকটে সব বলিলাম। এইক্ষণে তুমি অশেষ বিশেষে বিচার করিয়া যেমন ইচ্ছা তেমনিই কর। এইক্ষণ যদ্যপি রাজগুহ্যযোগে নবমধ্যায়ে তোমার নিকটে সর্ব্বগুহ্যতত্ত্ব বলিয়াছি, তথাপি পুনরায় বলিতেছি। এইটীই আমার পরম অর্থাৎ মহাকাব্য। তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। তুমি আমার ইষ্ট হও। তাই পরমগম্ভীর গীতার্থে তুমিও যদি ভ্রান্ত হইয়া পর, এই জন্যই তোমার হিতার্থে গীতা-শাস্ত্রের সার মর্ম্ম বলিতেছি। তুমি মন্মনা মদ্ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনশীল হও, আমাকে প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয় হও,সেই প্রিয়জন তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, যে এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি এক আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি জ্ঞাতি বধজন্য শোক করিও না। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সঙ্কল্পলক্ষণ মন রাখা, এবং শ্রীকৃষ্ণৈক শরণলক্ষণ তাঁহার উপাসনা এই দুইটীই সমান। অর্থাৎ সর্ব্ব সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণে রাখার নাম 'মন্মনা' হওয়া; দ্বিতীয়া সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষণশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করা। এই দুইটী উপাসনারই একই লক্ষণ। এই প্রকারে শ্রীগীতাতেই নবম অধ্যায়েও উপদেশ করিয়াছেন,—"ইদং তু তে গুহ্যতমং" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকে বক্ষ্যমান ভগবৎচরণারবিন্দে

সর্ব্বসঙ্কল্পসমর্পনলক্ষণ উপাসনার প্রশংসা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজভজনে শ্রদ্ধাবিহীন জনের নিন্দা এবং শ্রদ্ধাবান জনকে প্রশংসা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছেন। উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ যথা,—"হে অর্জ্জুন! তুমি কাহারও গুণে দোষারোপ কর না, এই গুণের জন্য তোমার নিকটে অনুভব সহিত শাস্ত্রের জ্ঞানের উপদেশ করিতেছি, যাহা জানিয়া তুমি নিখিল অশুভ বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিবে! এই তত্ত্বজ্ঞানটী সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে রাজা এবং সকল গুহ্য বিষয়ের মধ্যেও রাজা।" এই প্রকারে গুহ্যবিদ্যা ভক্তির প্রশংসা করিয়া "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে শ্রদ্ধাহীন জনকে নিন্দা করিতেছেন। "হে অর্জ্জুন! হয়ত তুমি মনে করিতে পার যে, পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণ পরমেশ্বর আমাকে কেন সকলে আদর করে না?" তাহার উত্তরে বলিতেছে,—"মূর্খ লোক সকল সর্ব্বভূত মহেশ্বর রূপ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমাকে অবজ্ঞার প্রতিহেতু আমার শুদ্ধসত্ত্বময়ী তনুকে ভক্তেচ্ছাবশতঃ মনুষ্যাকার দেহ প্রকট করিয়াছি। অর্থাৎ তাহারা মনে করে, আমার এই দেহ প্রাকৃত মনুষ্যাকার। বস্তুতঃ আমার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী স্বপ্রকাশা সচ্চিদানন্দ স্বরূপা। কিন্তু ভক্তগণের সঙ্কল্প বশতঃ নিত্যই প্রকটিত-মনুষ্যাকার। মূর্খলোক ইহার পরমতত্ত্ব জানে না বলিয়াই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। "মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো" ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যা, তাহারা যে আমাকে অনাদর করে, তাহার আর একটী কারণ এই যে, তাহারা মনে করে, আমাভিন্ন অন্য দেবতান্তর সত্বর সফল দান করিবে। এই প্রকার ব্যর্থ আশা হৃদয়ে পোষণ করে। অতএব আমাতে বিমুখ বলিয়া নিষ্ফল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। আরও তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান বিবিধ কুতর্কাশ্রিত অতএব বিক্ষিপ্তচিত্ত। এই সকল দুষ্প্রবৃত্তি ঘটিবার কারণ, হিংসাদিপ্রচুর রাক্ষসী অর্থাৎ তামসী, আর কামকর্ম্মাদিবহুল অসুরী অর্থাৎ রাজসী বুদ্ধিভ্রংশকারী প্রকৃতি অবলম্বনে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।" এইক্ষণ কাহারা শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করে তাহাই "মহাত্মানস্ত মাং পার্থ" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। "যাহারা মহাত্মা অর্থাৎ কামাদিতে অনভিভূতচিত্ত তাহারা দেবস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্য সঙ্কল্পশূন্যহৃদয়ে জগৎকারণ নিত্যস্বরূপ আমাকে ভজন করিয়া থাকে।" অতএব সর্ব্বান্তর্য্যামী ভজন হইতেও উত্তম বলিয়া তৎপর অষ্টাদশাধ্যায়ে "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বপদ উল্লেখহেতু শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমতা নির্দ্দেশ করায় শ্রীকৃষ্ণের অন্যঅবতারভজন হইতে সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমতা সুতরাং সুসিদ্ধ হইল। তৎপরে ১১।২৯।২১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনেরই শ্রেষ্ঠত্ব কৈমুত্যে দর্শন করাইতেছেন।

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্পতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তত্রায়াসোঽনিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তমঃ॥

"হে উদ্ধব! যে যে বেদবিহিত ধর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেই সেই ধর্ম্ম যদি নিষ্ফলত্ব কল্পিত হয়, অর্থাৎ ফলকামনায় অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই সেই ধর্ম্মে প্রয়াস অর্থাৎ পরিশ্রম অনিরর্থ অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। 'নিষ্ফলায়' এই বিশেষণটী উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য ফলভোগাদিরূপ ভক্তির কোন অন্তরায় না থাকায়, সেই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধির কোন প্রকার বাধা হইতে পারে না; সেই বিষয় অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির কোন প্রকার বাধা যে উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাই বুঝাইবার জন্য কৈমুত্যনীতি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ নিজের অসাধারণ ভজনীয়তাব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত দিতেছেন 'ভয়াদেরির সত্তমঃ' অর্থাৎ যেমন কংসাদিতে আমার সহিত সম্বন্ধ মাত্র ছিল বলিয়া ভয়াদিরও আয়াস নিরর্থ হয় নাই। যেহেতু আমাসম্বন্ধে ভয়েও তাহার মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাহাহইলে যাহারা সত্তম অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্ত, তাহাদের আমাবিষয়ক কোন চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

অনন্তর শ্রীমান উদ্ধবের মত যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুগত তাঁহাদের সাধন বা সাধ্য উভয়বিধ অবস্থাতেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপই পরম উপাদেয় ইহাই বলিতেছেন।

জ্ঞানে কর্ম্মনি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃনাং তাত তাবাং স্তেহহং চতুর্ব্বিধঃ॥

১১।২৯।৩১

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে উদ্ধব! জ্ঞানে কর্ম্মযোগে এবং বার্ত্তা ও দণ্ডধারণে মানবগণের ধর্ম্মাদিলক্ষণ যে চারি প্রকার ফল তোমার সম্বন্ধে সেই সমুদয় ও আমিই! তন্মধ্যে জ্ঞানের ফল মোক্ষ, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম; সকাম কর্ম্মের ফল কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগ, যোগের নানাপ্রকার সিদ্ধিলক্ষণ লৌকিক ফল; বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকা ও দণ্ডধারণের নানাবিধ লৌকিক ফল।" এই প্রকারে চারি প্রকার ফল দেখান হইল। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—"হে উদ্ধব! আমিই তোমার ধর্ম্ম, আমিই তোমার মোক্ষ, আমিই তোমার সিদ্ধি এবং আমিই তোমার নানাবিধ লৌকিক ফল স্বরূপ॥ ৩৩০—৩৩৪॥

পুনরেবমেব শ্রীমানুদ্ধবো হপি প্রার্থিতবান—নমোহস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্। যথা তচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥৩৩৫॥

টীকা চ - এবং যদ্যপি ত্বয়া বহুকৃতং, তথাপ্যেতাবৎ প্রার্থয় ইত্যাহ, নমো হস্ত্বিতি। অনুশাধি অনুশিক্ষয়। অনুশাসনীয়ত্বমেবাহ যথেতি। মুক্তাবপ্যনপায়িনীত্যেষা ॥১১।২৯॥ শ্রীমানুদ্ধবঃ ॥৩৩৫॥

অতএবান্যত্রাপ্যভিপ্রেয়ায়—যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্। ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥৩৩৬॥

টীকা চ—মুমুক্ষুস্ত্বাং যথা ধ্যায়েৎ তন্মে বক্তুমর্হসি। জিজ্ঞাসোঃ কথনায় মে পুনরেতৎ ত্বদ্দাস্যমেব পুরুষার্থঃ, ন তু ধ্যানেন কৃত্যমস্তীতি। তদুক্তং, ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধেত্যাদীত্যেষা ॥১১।১৪॥ শ্রীমানুদ্ধবঃ ॥ ৩৩৬ ॥

তস্য সর্ব্বাবতারাবতারিষ্বপ্রকটিতং পরমশুভস্বভাবত্বং চ স্মৃত্বাহ—অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততো হন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৩৩৭॥

ধাত্র্যা যা উচিতা গতিস্তামেব ॥৩।২॥ স এব ॥৩৩৭॥

পুনরায় শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ও এই প্রকারেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

নমো হস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা তচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥১১।২৯।৩৮

"হে প্রভো! যদ্যপি তুমি আমার বহুই উপকার করিয়াছ, তথাপি আমার ইহাই শেষ প্রার্থনা, তোমার চরণে আমার সতত প্রণাম থাকুক। হে মহাযোগিন! তোমার চরণে একান্ত শরণাগত আমাকে তেমনই ভাবে শিক্ষা প্রদান কর, যে প্রকার শিক্ষায় মুক্তি অবস্থাতেও তোমার চরণ কমলে আমার অনপায়িনী অর্থাৎ অবিচলা রতি থাকে॥" ৩৩৫ ॥

অতএব অন্যস্থানেও অর্থাৎ অন্য অধিকারীর প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের ধ্যান করিবারই অভিপ্রায় ১১।১৪।৩০ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষেও যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ধ্যান করা কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায়ের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানংমে বক্তুমর্হসি ॥১১।১৪।৩০

"হে অরবিন্দাক্ষ! মুমুক্ষু ব্যক্তি তোমাকে যে স্বরূপ ধ্যান করিবে, আমার নিকটে তাহাই তুমি বলিতে যোগ্য হও! যদ্যপি তোমার চরণারবিন্দের দাস্যই আমার একমাত্র পুরুষার্থ, তাদৃশ অর্থাৎ মোক্ষসম্পাদক ধ্যানে কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কল্যাণার্থে আমি এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলাম।" শ্রীউদ্ধব মহাশয় "ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্গন্ধ" ইত্যাদি ১১।৬।৩১ শ্লোকে নিজের দাস্যই যে পরম পুরুষার্থ তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার এবং সর্ব্বাবতারীতে যে পরম শুভ স্বভাব প্রকাশ হয় নাই, সেই স্বভাবটী স্মরণ করিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্য সাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৩।২।২৩॥

অহো! অসৎস্বভাব সম্পন্না রাক্ষসী পুতনা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জিঘাংসা বুদ্ধিতে কালকূটবিষলিপ্ত স্তন পান করাইয়া ও ধাত্রীগণের প্রাপ্য যে স্থান, তাহা লাভ করিয়াছিল। অতএব যে প্রভুর এত দয়া, সেই দয়ালু প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিত অন্য কাহার শরণ গ্রহণ করিব? ॥ ৩৩৭ ॥

অনেন তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমাহাত্ম্যাতিশয়ো দর্শিতঃ। তথা পূতনা লোকবালঘ্নীত্যাদৌ চ জ্ঞেয়ম্। তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে চ যেন যেনাবতারেণেত্যাদিকং বিবৃতমস্তি। অথ গোকুলে হপি শ্রীমদ্ব্রজবধূসহিত রাসাদিলীলাত্মকস্য পরমবৈশিষ্ট্যমাহ বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৩৩ ॥

চ কারাদন্যচ্চ। অথেতি বার্থে। শৃনুয়াদ্বা বর্ণয়েদ্বা। উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ ধ্যানাদেঃ। পরাং যতঃ পরা নান্যা কুত্রচিদ্বিদ্যতে তাদৃশীম্। হৃদ্রোগং কামাদিকমপি শীঘ্রমেব ত্যজতি। অত্র সামান্যতঃ অপি পরমাত্বসিদ্ধে তত্রাপি পরমপ্রেষ্ঠশ্রীরাধাসংবলিত-লীলাময়তদ্ভজনন্তু পরমতমমেবেতি স্বতঃ সিধ্যতি। কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ, পিতৃপুত্রদাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা; স্বীয়ভাববিরোধাৎ রহস্যত্বঞ্চ তস্যাঃ ক্বচিদল্পাংশেন ক্বচিত্তু সর্ব্বাংশেনেতি জ্ঞেয়ম্। ॥১০।৩৩॥ শ্রীশুকঃ ॥৩৩ ॥

তত্র তে ভক্তিমার্গাদর্শিতাঃ। অত্র চ শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধনসাধ্যগতং স্বীয় সর্ব্বস্বভূতং যৎ কিমপি রহস্যং তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ং। যথাহ—নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্ঠয়াপি কথঞ্চন। সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥৩৩৯॥

সম্পদ্যতে ফলদং ভবতি ॥৮।১৯॥ শ্রীবিষ্ণুরদিতিম ॥৩৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতের "অহো বকীযং" এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের মধ্যেও শ্রীগোকুললীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ভজনমাহাত্ম্যই অতিশয় রূপে দেখান হইয়াছে। যেমন "অহো বকী যং" শ্লোকে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় কারুণ্য দেখান হইয়াছে, তেমনই "পূতনা লোক বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা" এই ১০।৬।২৬ শ্লোকেও তাঁহারই ভজনমাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ পূতনা লোকবালঘ্নী রুধিরাশনা রাক্ষসী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে জিঘাংসা বুদ্ধিতে বিষস্তন অর্পণ করিয়া ও ধাত্রীজনোচিত গতি লাভ করিয়াছিল, ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ও ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ভজনের আধিক্য দেখান হইয়াছে। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভেও "যেন যেনাবতারেণ" ইত্যাদি ১০।৭।১ শ্লোকে শ্রীব্রজলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাতিশয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। গোকুলমধ্যে ও শ্রীমতী ব্রজবধূগণের সহিত রাসাদিলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের পরমবৈশিষ্ট্য "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" ইত্যাদি ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর ব্রজবধূগণের সহিত এই বিচিত্র ক্রীড়া এবং তাঁহাদের সহিত অন্য যে সকল লীলা, তাহা যেজন শ্রদ্ধা অর্থাৎ এই লীলা প্রাকৃতকামময়ী নহে, কিন্তু কামগন্ধশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমময়ী, এই প্রকার দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত যে জন শ্রবণ করে; শ্লোকোক্ত "শৃনুয়াদথ" এই অথ শব্দটী বা অর্থে উল্লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রবণ করে অথবা বর্ণন করে, উপলক্ষণে ধ্যানাদি করে, সেই জন ভগবানে পরা ভক্তি, অর্থাৎ যাহা হইতে অন্য কোথাও শ্রেষ্ঠ ভক্তি নাই, সেই ভক্তি লাভ করিয়া থাকে, এবং তৎপরে নিজেই হৃদ্‌রোগ কামাদিকেও শীঘ্রই ত্যাগ করিয়া থাকে। এই স্থানে যদ্যপি সামান্য রূপে ব্রজাঙ্গনাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণবিহারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তন্মধ্যেও অর্থাৎ শ্রীব্রজাঙ্গনা-গণসহ শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যেও পরমপ্রিয়তমা শ্রীরাধাসম্বলিত

লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমত্ব,— ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যাহাদের ইন্দ্রিয় পৌরুষবিকার যুক্ত, তাহাদের কর্তৃক, এবং পিতৃভাব পুত্রভাব ও দাস্যভাববিশিষ্ট ভক্তগণের কর্তৃক রহস্যলীলা উপাস্যা নহে, যেহেতু নিজভাববিরোধী। এইলীলার রহস্যত্ব কখনও অল্পাংশ কখনও সর্ব্বাংশে অর্থাৎ কোন কোন অংশে আলিঙ্গন চুম্বনাদিতে এই রহস্যত্ব অল্পাংশে, এবং সম্প্রয়োগাদিলীলাতে রহস্যত্ব সর্ব্বাংশে বিদ্যমান আছে। ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ৩৮॥

এই শ্রীসন্দর্ভে সেই সকল ভক্তিমার্গ দেখান হইয়াছে। এই ভক্তিমার্গেও শ্রীগুরু অথবা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধনও সাধ্যগত নিজ সর্ব্বস্ব স্বরূপ যাহা কিছু রহস্যলাভ হইবে, তাহা কিন্তু কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। তাহাই ৮।১৭।১৬ শ্লোকে শ্রীবিষ্ণু শ্রীঅদিতেকে বলিয়াছেন, "হে মাতঃ! আমি তোমার নিকটে যে সকল তত্ত্ব কথা বলিলাম, তাহা অন্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও কখনও পরের নিকটে প্রকাশ করিও না। অয়ি দেবি! সর্ব্ব দেবগুহ্য বস্তু যদি সম্যক্ গুপ্তভাবে রাখা যায়, তবে তাহা ফলদানে সমর্থ হয়॥৩৯॥"

তদেবং সাধনাত্মিকা ভক্তির্দর্শিতা। তত্র সিদ্ধিক্রমশ্চ শ্রীসূতোপদেশারম্ভে শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধান-স্যেত্যাদিনা দর্শিতঃ। যথা চ শ্রীনারদবাক্যে অহং পুরাতীতভবেঽভবমিত্যাদৌ। যথা চ শ্রীকপিল-দেববাক্যে সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদ ইত্যাদৌ। অত্র কৈবল্যকামায়াং ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ইত্যাদিনা শুদ্ধায়াং নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিদিত্যাদিনা ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তথা শুদ্ধায়ামেব শ্রীপ্রহ্লাদকৃতদৈত্যবালানুশাসনে গুরুশুশ্রূষেত্যাদিনা। তমেবং ক্রমমেব সংক্ষিপ্য সদৃষ্টান্তমাহ—ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এক কালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ। ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজংস্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥৪০॥

টীকা চ – প্রপদ্যমানস্য হরিং ভজতঃ পুংসো ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা পরেশানুভবঃ প্রেমাস্পদভগবদ্-রূপস্ফূর্ত্তিঃ তয়া নির্বৃতস্য ততোঽন্যত্র গৃহাদিষু বিরক্তিরিত্যেষ ত্রিক এক কালঃ ভজনসমকাল এব স্যাৎ। যথাশ্নতো ভুঞ্জানস্য তুষ্টিঃ সুখং পুষ্টিরুদর-ভরণং ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চ প্রতিগ্রাসং স্যুঃ। উপলক্ষণমেতৎ প্রতিসিকথমপি যথা স্যুস্তদ্বৎ। এবমেবৈকস্মিন্ ভজনে কিঞ্চিৎ প্রেমাদিত্রিকে জায়মানে অনুবৃত্ত্যা ভজতঃ পরমপ্রেমাদি জায়তে। বহুগ্রাসভোজিন ইব পরমতুষ্ট্যাদি। ততশ্চ ভগবৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবতীত্যাহ, ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিমিতীত্যেষা। শান্তিং কৃতার্থত্বম্। সাক্ষাদন্তর্বহিশ্চ প্রকটিত পরমপুরুষার্থত্বাদব্যবধানেনৈবেত্যর্থঃ। পূর্ব্বপদ্যে ভক্ত্যাদীনাং তুষ্ট্যাদয়ঃ ক্রমেনৈব দৃষ্টান্তা জ্ঞেয়াঃ। উত্তরত্রাপ্যেতৎক্রমেনৈব ভক্তিতুষ্ট্যোঃ সুখৈকরূপত্বাৎ পুষ্ট্যনুভবয়োরাত্মভরনৈকরূপত্বাৎ, ক্ষুদপায়বিরক্ত্যোঃ শান্ত্যেকরূপত্বাৎ। যদ্যপি ভুক্তবতোঽন্নেঽপি বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে ভগবদনুভবিনস্তু বিষয়ান্তর এবেতি বৈধর্ম্ম্যং, তথাপি বস্ত্বন্তরবৈতৃষ্ণ্যাংশ এব দৃষ্টান্তো গম্যতে ইতি॥১১।২॥ শ্রীকবির্নিমিম্॥৩৪০॥

তদেতদ্ ব্যাখ্যাতমভিধেয়ম্। অত্রান্যোঽপি বিশেষঃ শাস্ত্রমহাজনদৃষ্ট্যানুসন্ধেয়ঃ। গুরুঃ শাস্ত্রং রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে যদেতৎ তৎ সর্ব্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ। কৃপাপূরস্যন্দস্নপিত-নয়নাম্ভোজযুগলৌ সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ॥

ইতি কলিযুগপাবন স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার

শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব চরণানুচর
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা সভাজন
শ্রীরূপসনাতনানুশাসন
ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবত
সন্দর্ভে ভক্তিসন্দর্ভো
নাম পঞ্চমঃ
সন্দর্ভঃ ॥৫॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে সর্ব্বসন্দর্ভগর্ভগে।
পঞ্চমো ভক্তিসন্দর্ভঃ সমাপ্তিমিহ সঙ্গতঃ ॥

সমাপ্তোহয়ং পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ ॥

তাহাহইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে সাধনাত্মিকাভক্তি দেখান হইল। সেই ভক্তিতে সিদ্ধির ক্রমও শ্রীসূতোপদেশ প্রারম্ভে "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য" ইত্যাদি ১।২।১৬ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র তীর্থ নিষেবনে সাধুসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। সেই সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে, এবং তৎপর শ্রীহরিকথায় বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হয় ; ইত্যাদি-রূপে শ্রীভগবৎ প্রেমপ্রাপ্তির ক্রম দেখান হইয়াছে। এবং সেই ক্রমের দৃষ্টান্ত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদেরবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের সহিত প্রসঙ্গে "আমি পূর্ব্বে দাসীপুত্র ছিলাম," ইত্যাদি ক্রমে দেখান হইয়াছে। শ্রীকপিলদেব বাক্যেও "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদঃ "ইত্যাদি ৩।২৫।২৫ শ্লোকে সাধন ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাব ও প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্তির ক্রম দেখান হইয়াছে। সেই সাধন ভক্তির মধ্যেও কৈবল্যকামাভক্তিতে "ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ইত্যাদি ৩।২৫।২৬ শ্লোকে ভক্তিসাধন করিতে করিতে ঐন্দ্রিয়কসুখভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, তৎপর ক্রমশঃ মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে ইত্যাদি ক্রম দেখান হইয়াছে। শুদ্ধ ভক্তিতে "নৈকাত্মতাংমে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ" ইত্যাদি ৩।২৭।৩৪ শ্লোকে মুক্তিতে পর্য্যন্ত কামনা শূন্য হইয়া শ্রীভগবানে দাস্য সখ্যাদি কোন একটী ভাব লাভ করিয়া থাকে, ইত্যাদি ক্রম দেখান হইয়াছে। সেই শুদ্ধা ভক্তিতেই শ্রীপ্রহ্লাদকৃত দৈত্যবালকগণের প্রতি উপদেশ প্রসঙ্গে "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা" ইত্যাদি ৭।৭।৩০ শ্লোকে শ্রীগুরুশুশ্রূষা ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানে সর্ব্বলাভার্পণের দ্বারা অর্থাৎ যেখানে ভগবদর্পণ যোগ্য যাহা পাইবে তাহাই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে, এই প্রকরে, সাধুভক্তের সঙ্গদ্বারা ও ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা শ্রীভগবানে ভাব ভক্তি লাভ হইয়া থাকে ' ইত্যাদি ক্রম দেখান হইয়াছে। সেই ক্রমই সংক্ষেপে দৃষ্টান্তের সহিত "দুইটী শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ১১।২।৪২
ইত্য চ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তিবৈ ভাগবতস্য রাজং—
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপেতি সাক্ষাৎ ॥ ১১।২।৪৩।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্লোকের শ্রীধরস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা একান্তশরণাগত হইয়া শ্রীহরি ভজনকারীমানবের শ্রীহরিতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদভগবৎরূপস্ফুর্ত্তিরূপ পরেশানুভব; সেই স্ফূর্ত্তিতে প্রাপ্তপরমানন্দ হওয়ায় ভগবদ্ভিন্ন অন্যত্র গৃহাদিতে বিরক্তি এই তিনটী এককাল অর্থাৎ ভজনসমকালেই হইয়া থাকে। যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত জনের তুষ্টি অর্থাৎ সুখ, পুষ্টি অর্থাৎ উদরভরণ, এবং ক্ষুধানিবৃত্তি এই তিনটি প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হইয়া থাকে। এটী উপলক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ ভজনের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিও ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রত্যেকটী অন্নকণাতেই যেমন তুষ্টি পুষ্টি হইয়া থাকে, ভজন সম্বন্ধেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। এই প্রকার একটী অঙ্গ ভজন করিলে প্রেম, ভগবদানুভব এবং বিষয় বৈরাগ্য এই তিনটীই যদি জন্মে, তাহা হইলে যাঁহারা অনুকূল বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের পরম প্রেমাদিও জন্মিয়া থাকে। যেজন বহু গ্রাস ভোজন করে, তাহার যেমন পরম তুষ্টি, পরম পুষ্টি এবং পরম ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভক্তি সম্বন্ধেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। তৎপর ভগবৎ কৃপায় কৃতার্থ হইয়া থাকে, ইহা "ইত্যচ্যুতাঙঘ্রিং" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান

হইতেছে। এই পর্য্যন্ত স্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। শ্লোকার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণসুখানুকূলবৃত্তি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ-চরণভজনকারী ভাগবতের নিশ্চয়ই ভগবানে প্রেম, ভগবদনুভব ও বিষয়বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তৎপর ভগবৎকৃপায় পরাশান্তি অর্থাৎ কৃতার্থতালাভ করিয়া থাকে। সেই কৃতার্থতাও সাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবধানে হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ভাগবতের অন্তরে ও বাহিরে পরমপুরুষার্থবস্তু ভগবৎপ্রেম ও ভগবদনুভব প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্ব পদ্যে অর্থাৎ "ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ" এই শ্লোকে প্রেম, ভগবদনুভব ও বিষয় বৈরাগ্যের সঙ্গে তুষ্টি পুষ্টি এবং উদর ভরণের যথাক্রমেই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তর অর্থাৎ পরশ্লোকেও "ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং" পদ্যেও সেই ক্রমেই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রেমও সন্তুষ্টির সুখাংশে একরূপতা, পুষ্টিও অনুভবের নিজ উদর ভরণের একরূপতা, এবং ক্ষুধানিবৃত্তিও বিরক্তির শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি অংশে একরূপতা। যদ্যপি ভোজনকারীর অন্নেও বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে ভগবদনুভবীর কিন্তু বিষয়ান্তরেই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বৈধর্ম্ম্য তথাপি অন্য বস্তুতে বিতৃষ্ণা এই অংশেই দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। শ্রীকবিযোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন ॥ ৩৪০ ॥

তাহাহইলে এইপ্রকারে অভিধেয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইল। এই অভিধেয় প্রসঙ্গে অন্যও যাহা কিছু বিশেষ জানিবার বিষয় আছে তাহা শাস্ত্র ও মহাজনগণের আচরণ দৃষ্টে বুঝিয়া লইতে হইবে।

গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে
যদেতৎ তৎসর্ব্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ।
কৃপাপূরস্যন্দস্নপিতনয়নাম্ভোজ যুগলৌ
সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ ॥

শ্রীগুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, শরণাগতি ও সিদ্ধি, আমার এই সমুদয়ই যাঁহাদের চরণকমল, অর্থাৎ যাঁহাদের চরণ কমলই আমার সর্ব্বসাধন ও সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপে বিরাজমান নিজচরণাশ্রিত জনের প্রতি অপার করুণা প্রবাহধারায় যাঁহাদের নয়নাম্ভোজ সর্ব্বদা স্নপিত, সেই অশরণগতি শ্রীশ্রী—১০৮ রাধাকৃষ্ণ আমার সর্ব্বদা সমাশ্রয় ॥

ইতি কলিযুগপাবন স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার
শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণব
রাজসভাসভাজনশ্রীরূপসনাতনানুশাসন
ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ভক্তিসন্দর্ভো
নাম পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ ॥৫॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে সর্ব্বসন্দর্ভগর্ভগে।
পঞ্চমো ভক্তিসন্দর্ভঃ সমাপ্তিমিহ সঙ্গতঃ ॥

তত্ত্ব ভগবৎ প্রভৃতি ছয়টি সন্দর্ভ যাহার অন্তর্ভুক্ত, সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভের ভক্তিসন্দর্ভ নামক পঞ্চম সন্দর্ভখানি এইস্থলে সমাপ্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥

শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনে ৪৫১ চৈতন্যাব্দীয় শ্রীরামনবমী তিথিতে পরমারাধ্যতমা শ্রীলশ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাগোস্বামিণীর শ্রীচরণরেণুপ্রসাদে মাদৃশ অজ্ঞজনও শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভের যথামতি বঙ্গানুবাদ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি করিতে সমর্থ হইল।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব দাসানুদাসাভাস
প্রাণগোপাল গোস্বামী

সমাপ্তোঽয়ং পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ।

ষট্‌সন্দর্ভ নামক—শ্রীভাগবতসন্দর্ভে

পঞ্চমঃ

শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ।

(সানুবাদঃ)

—— ০০:—:০০ ——

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যেন বেদবেদান্তষড়্‌দর্শনপুরাণশব্দানুশাসন—জ্যোতিঃ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদি—পারগামিনা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরাজ্যরক্ষণৈকসেনাপতিনা শ্রীমৎসনাতনরূপানুগতেন শ্রীবল্লভাত্মজেন শ্রীমতা শ্রীজীব গোস্বামিপাদেন নিখিলসিদ্ধান্ত সারতয়া বিরচিতঃ

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্যেন শ্রীনবদ্বীপবাসিনা

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামিনা

বঙ্গভাষয়া অনুদিত সম্পাদিতশ্চ।

———

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

গ্রন্থ পরিচয়।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভকারশ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম শ্রীবল্লভ বা অনুপম। শৈশবকালে তিনি পিতৃব্য শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত রামকেলী গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীরূপ গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন, শ্রীঅনুপম তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কিছুকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের পর, প্রভুর চরণ দর্শনাভিলাষে তাঁহারা উভয়েই নীলাচল যাত্রা করেন। পথে গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে শ্রীঅনুপম দেহরক্ষা করেন।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব সংসারে অনাসক্ত ছিলেন ; সমস্ত ত্যাগ করিয়া কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্ম-সমর্পণ করিবেন, এই চিন্তা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, মাতা পূর্ব্বেই দেহ রক্ষা করিয়া-ছিলেন, তারপর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তখন হইতেই শ্রীজীব ভোগ-বিলাসে একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন।

শ্রীবল্লভের দেহরক্ষার পরে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃপাপূর্ব্বক একদিন শ্রীজীবকে স্বপ্নে দর্শন দেন, তাহাতে শ্রীজীব একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ নামক গ্রামে ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক লীলাস্থল দেখাইলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপাদেশে শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং অবশিষ্ট জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই অতিবাহিত করেন। পথে কাশীধামে তৎকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং তীক্ষ্ণপ্রতিভাবলে তিনি পণ্ডিত মণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন।

কাশীতে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের চরণাশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরূপ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদান করিলেন। শাস্ত্রানুশীলনের সঙ্গে শ্রীজীব একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে চিত্ত নিবেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর সেবা ইহাঁরই প্রকটিত।

এক্ষণে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত গ্রন্থসংগ্রহশ্লোকের নামোল্লেখ করা হইতেছে, শব্দানুশাসন, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, তৎসূত্রমালা ধাতুসংগ্রহ লঘুশ্রীকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী রসামৃত, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব সঙ্কল্পকল্পদ্রুম শ্রীগোপালতাপনীরটীকা শ্রীব্রহ্মসংহিতার টীকা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরটীকা উজ্জ্বলনীলমণিরটীকা যোগসারস্তবের-টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রী বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদ চিহ্ন এবং শ্রীরাধার কর ও পদচিহ্ন সমাহৃতি, শ্রীগোপাল চম্পূ, ষট্-সন্দর্ভ এবং ক্রম-সন্দর্ভ নামে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

ষট্-সন্দর্ভের অন্তর্গত শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বিষয় চতুষ্টয়ের আলোচনা করিয়াছেন, যথা,—(১) ভক্তি করিব কাহাকে? (২) ভক্তিই করিব কেন? (৩) ভক্তি করিবে কে? (৪) ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তির স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে প্রধমতঃ আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা এই তিনটী বিভাগ করিয়া স্বরূপসিদ্ধা শুদ্ধাভক্তির আবার বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুইটী প্রকার দর্শন করাইয়াছেন। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ,
বৈষ্ণবপাড়া।
শ্রীরামনবমী
চৈতন্যাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

উৎসর্গ পত্রং ।

বৈষ্ণবসভাসভাজিতঅকপটহৃদয়সন্তোষিতসজ্জন—সনাতনধর্ম্মাচরণনিরত—শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীশ্রীমদ্‌গৌড়েশ্বরসম্প্রদায়রক্ষণৈকব্রত—বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধিপাষণ্ডজনকৃতকুতর্কবিনাশক——শ্রীমদ্‌গোস্বামিপাদ-বিরচিতাশেষশাস্ত্রাধ্যাপনকার্য্যকুশল—বিবিধবেদবেদান্তব্যাকরণাদিশাস্ত্রবিচারপারংগত— কৃতানুবাদভগবত্তত্ত্ব-সন্দর্ভসন্তোষিতবিদ্বজ্জন—মদীয়াধ্যাপকপ্রভুপাদশ্রীলশ্রীমৎগোকুলচন্দ্রগোস্বামিতাতচরণগৌরবসংরক্ষণকৃতাধ্যব-সায়—তাতচরণ স্থাপিত ভাগবতধর্ম্মমণ্ডলাখ্যসভাসংরক্ষণৈকদীক্ষ—থূৎকৃতাসত্যবচনকুজনসঙ্গসৎপ্রসঙ্গরঞ্জিত-সজ্জন—ভক্তিরসসিঞ্চিতশ্রীহরিবিমুখজনহৃদয়মরুভূমিরোপিতকৃষ্ণপ্রণয়কল্পতরুবীজ——প্রভুজনসমুচিতমনোহর-সুন্দরগৌরকলেবর— মদীয়শ্রদ্ধাভক্তিপুষ্পাঞ্জলিপূজিতপবিত্রচরণশ্রীশ্রীমৎসত্যানন্দগোস্বামিসিদ্ধান্তরত্নমহোদয় মহনীয়করকমলযুগলে সমর্পিতোঽয়ম্ তদীয়চরণাশ্রিতজনকৃতবঙ্গানুবাদসহকৃত শ্রীশ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ বিরচিতভক্তি-সন্দর্ভাখ্যো গ্রন্থঃ ।

যথা ক্ষুদ্র প্রদীপেন সূর্য্যস্যাপি সুখং ভবেৎ ।
বৃহস্পতেঃ সমস্যাপি তথাস্যাত্তে সুখোদয়ঃ ॥
অত্র ভ্রমপ্রমাদাশ্চ ক্ষন্তব্যাঃ কৃপয়া ত্বয়া ।
আস্বাত্ত্বাস্বাদয়ন ভক্তান্ কৃতার্থয় মমশ্রমং ॥

বাল্যাবধি তদীয়াহৈতুকস্নেহানুগ্রহানুগৃহীত—
প্রাণগোপাল গোস্বামি
দেবশর্ম্মভিঃ ।

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনং ।

শ্রীমদ্‌গৌড়েশ্বরবৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যশ্রীমদ্‌গোস্বামিপাদপ্রকটিতভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যাপনকার্য্য-কৌশল্যকুশলমতি——বিমতিজনসুমতিদানকৃতানেকজনভজননিপুণরতি—শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরনিত্যানন্দপদারবিন্দ-মকরন্দপানরতমানসমধুব্রত——আশৈশবথুৎকৃতবিষয়সুখসততোন্মুখসহালিজনশ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণাম্বুজমাধুর্য্যা-স্বাদনলম্পটমানসমধুকর——প্রচারিতসপরিকরশ্রীশ্রীমদ্‌গৌরনিত্যানন্দপদারবিন্দভজনকৃতার্থীকৃতসাধকজন-মণ্ডল—সম্প্রদায়চতুষ্টয়াচার্য্যানুগতবৈষ্ণববৃন্দবন্দিতবচনাচরিত—শ্রীগৌরাঙ্গপদাম্বুজজীবিতপণ্ডিতগদাধরচরণ রাজীবরাগসুরঞ্জিতচিত্তচিত্রপট—শ্রীশ্রীহরিলীলাকথাব্রাতসততমুখরিতবদনসুধাকর——আবাল্যবিষমবিষয়বিষ-পানবিমুখমানসনারীবার্ত্তা বিরতহৃদয়শ্রীমৎবৃন্দারণ্যবাসধন্যজীবনাস্বাদিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভজনসুধারসনিজানুচর শ্রীমৎকৃপাসিন্ধুদাসহৃদয়সম্পুটসংস্থাপিতচিরসঞ্চিতস্বীয়ভজনলব্ধানুভবসদ্‌রত্নাবলীসমুদায়ক——যদীয়স্নেহকৃপা-সমুদ্ভাসিতভক্তিসিদ্ধান্তচয়চন্দ্রিকাসমুজ্জ্বলিতমদীয়হৃদয়কন্দর—পূর্ব্বমহাজনকৃতানুশাসনাচারপ্রচারণলব্ধদীক্ষ—ভাগবতপরমহংসপরিব্রাজকবর্য্যশ্রীশ্রীমদ্‌বৃন্দারণ্যবাসৈকনিষ্ঠশ্রীমদ্‌রামকৃষ্ণদাসমহানুভবসমীপে—— তদীয়াশেষ করুণানুভাবস্মরণেন চিরকৃতজ্ঞতাপাশবদ্ধোঽহস্মি।

যস্য কৃপাপ্রসাদেন ভক্তিসিদ্ধান্ত সৎকথাঃ।
স্ফূর্ত্তিমাপ্তাঃ হৃদয়ে মে তং স্মরামি সভক্তিতঃ॥

ভবদীয়স্নেহ কৃপালব্ধ যথা কথঞ্চিৎ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দচরণকমলভজন
লেশসুধারসাভাসশ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণদাসানুদাসাভাসাবেশংলব্ধু কাম
প্রাণগোপালগোস্বামিদেবশর্ম্মণাং।

স্নেহাশীর্ব্বাদ ।

আমার অতিশয় স্নেহাস্পদ কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থোপাধিক শ্রীমান্ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত দাস এবং আমার পরম প্রিয়তম নিত্যধামগত শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী শ্রীযুক্ত মাধবদাস বাবাজী চরণানুগৃহীত আশৈশবধৃতব্রহ্মচর্য্যক পরম স্নেহাস্পদ আমার শ্রীমান্ মধুসূদন দাস বাবাজীবন এই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ শ্রীগ্রন্থ ব্যাখ্যার লেখন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। তাহারা উভয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দপদাম্বুজভজন-সুধারস-আস্বাদনানুরাগময়জীবন হইয়া শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনের নিভৃতনিকুঞ্জ সেবা লাভে ধন্য হউক।

স্নেহাশীর্ব্বাদক—
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী।

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভের সূচীপত্র